مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

১

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-১)

[ঈমান ও আক্বায়েদ, কুফর ও ধর্মত্যাগ, ভ্রান্ত মতবাদ, বিদ'আত ও কুসংস্কার, মিলাদ, ঈসালে সাওয়াব, খতম, তাবিজ-কবচ, তাকলীদ]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর দু'আ ও কিছু কথা	২২
বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'তাখাস্‌সুস ফিল ফিক্‌হ'	২২
উপমহাদেশের সর্বপ্রথম উচ্চতর ইসলামী পড়াশোনার ওপর স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান	২৩
মারকায প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	২৩
হারদূয়ী হযরত (রহ.)-এর পৃষ্ঠপোষকতা	২৪
প্রাথমিক অবস্থা	২৫
হারদূয়ী হযরত (রহ.)-এর নসীহত	২৫
মারকাযের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা	২৫
উলামা ও মাশায়েখগণের দু'আ ও নেক তাওয়াজ্জুহ	২৬
মারকাযের তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহিল ইসলামী : পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য	২৭
কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা : পরিচিত ও বৈশিষ্ট্য	২৮
ফতওয়া বোর্ড বাংলাদেশ	২৯
যেভাবে শুরু হয় ফতওয়া সংকলন প্রকল্পের কাজ	২৯
কমিটি গঠন	৩০
গৃহীত সিদ্ধান্ত	৩১
১৬ জিলহজ ১৪৩৫ হিজরীর সিদ্ধান্ত	৩১
পেশ কালাম	৩২
ফিকহের পরিচিতি	৩২
পৃথক 'ফন'-এর রূপধারণ	৩৪
ফিকহের সংজ্ঞা	৩৪
ইসলামী জীবনব্যবস্থা	৩৫
সাহাবায়ে কেরামের জীবনব্যবস্থা	৩৬
ফিকহের সংকলন	৩৬
ফিকহ শাস্ত্রের সংকলক ইমাম আবু হানীফা (রহ.)	৩৭
ইমাম আবু হানীফা (রহ)-এর অবস্থান	৩৮
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অবদান	৩৯
ফিকহী পার্লামেন্ট	৪০
পার্লামেন্ট সদস্যদের সংখ্যা ও যোগ্যতা	৪০
সংকলন পদ্ধতি	৪১
সতর্কতার পরাকাষ্ঠা	৪৩
ফিকহ সংকলনে দলিলের তারতীব	৪৪

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে	
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত	৪৪
কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কিয়াস পরিত্যাজ্য	৪৬
ফিকহ শাস্ত্রের উৎস	৪৭
প্রথম উৎস : আল কোরআন	৪৮
ফকীহের করণীয়	৪৮
ওহীর প্রকার	৪৯
দ্বিতীয় উৎস : সুন্নাহ	৪৯
কোরআনের ভাষ্য মতে সুন্নাহ দলিল	৪৯
আ-সারে সাহাবার অবস্থান	৫১
কোরআন-সুন্নাহর মাননির্ণয়	৫২
পার্থক্যের প্রভাব বিধানের ওপর	৫৩
ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য	৫৩
তৃতীয় উৎস : ইজমা	৫৩
ইজমার অবস্থান	৫৪
কোরআনের ভাষ্যমতে ইজমা দলিল	৫৪
হাদীসের ভাষ্যমতে ইজমা দলিল	৫৬
আ-সারে সাহাবা	৫৭
ইজমার দলিল বা সনদে ইজমা	৫৮
একটি সংশয় ও তার নিরসন	৫৮
কাদের ইজমা গ্রহণযোগ্য?	৫৯
ইজমার প্রকারভেদ	৬০
এক. ইজমায়ে কাওলী	৬০
দুই. ইজমায়ে আমলী	৬০
তিন. ইজমায়ে সুকূতী	৬০
ইজমা অস্বীকার করার বিধান	৬১
ইজমার স্তর	৬১
চতুর্থ উৎস : কিয়াস	৬২
কিয়াসের সংজ্ঞা	৬২
কিয়াসের গুরুত্ব	৬২
কোরআন-সুন্নাহের শ্রেষ্ঠত্বের দলিল 'কিয়াস'	৬৪
কোরআনের ভাষ্যমতে কিয়াস দলিল	৬৫
হাদীসের ভাষ্যমতে কিয়াস দলিল	৬৬
استحسان ইস্তিহসান	৬৭
ফকীহগণের অভিমত	৬৭

Scanned by CamScanner

ইস্তিহসান প্রমাণে দলিল	৬৭
عرف উরফ	৬৮
عرف এর সংজ্ঞা	৬৮
দলিল :	৬৮
উরফের প্রকার	৬৯
উরফের মূল্যায়ন	৬৯
'উরফ' গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত	৭০
استصحاب ইস্তিসহাব	৭০
استصحاب দলিল কি না?	৭১
استصحاب এর স্তর	৭১
مصالح مرسله মাসালেহে মুরসালাহ	৭১
তাকলীদের তাৎপর্য ও প্রামাণিকতা	৭২
তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা	৭২
কোরআন-সুন্নাহের ওপর আমলের স্বীকৃত দু'টি পদ্ধতি	৭৪
তাকলীদের সংজ্ঞা	৭৫
তাকলীদের প্রকারভেদ	৭৫
কোরআনে কারীমে তাকলীদের প্রমাণ	৭৫
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসে তাকলীদ	৭৬
সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাকলীদ	৭৭
সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাকলীদে শখসীর উদাহরণ	৭৭
মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো একটি মানা ওয়াজিব হওয়ার কারণ	৭৮
মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো একটি মানা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে সকল যুগের উলামাগণের ইজমা	৮০
ঐক্যের ডাক অনৈক্যের ফাঁদ	৮২
اذا صح الحديث فهو مذهبي এর উদ্দেশ্য	৮৬
সহীহ হাদীস আমলযোগ্য হতে হবে	৯২
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)	৯৬
নাম ও বংশ	৯৬
আবু হানীফা (রহ.) সম্বন্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর	

Scanned by CamScanner

ভবিষ্যদ্বাণী	৯৬
জন্ম	৯৮
তাবেঈ হওয়ার সৌভাগ্য	৯৮
বিশুদ্ধসূত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা	১০০
শিক্ষা জীবন	১০১
প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ	১০১
ছাত্রবৃন্দ	১০২
ইমাম সাহেব সম্পর্কে তাঁর যুগের আলেমগণের বাণী	১০২
ইলমে হাদীসে তাঁর পাণ্ডিত্য	১০২
ইলমে ফিকহে প্রবর্তকের ভূমিকা পালন	১০৩
খোদাভীতি ও ইবাদত	১০৩
অতুলনীয় দানশীলতা	১০৪
বন্দি জীবন	১০৫
ইন্তেকাল	১০৫
ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিকহের সনদ	১০৫
হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রহ.)	১০৬
ইব্‌রাহীম নাখয়ী (রহ.)	১০৬
আলক্বামা ইবনে ক্বায়স (রহ.)	১০৭
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)	১০৮
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)	১০৯
ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.)	১০৯
ফতওয়া পরিচিতি	১১১
পারিভাষিক অর্থ	১১১
বিচারকের রায় ও ফতওয়ার মাঝে পার্থক্য	১১১
ফতওয়ার গুরুত্ব	১১২
দ্বীনের সেবক	১১৩
তথাকথিত আহলে হাদীস	১১৩
ইতিহাসের পাতায় ‘ফতওয়া’	১১৪
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ফতওয়া	১১৯
সাহাবীদের যুগে ফতওয়া	১২০
ফতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদের স্তর–প্রথম স্তর : المكثرون	১২০
দ্বিতীয় স্তর : المتوسطون	১২১

Scanned by CamScanner

তৃতীয় স্তর : المقلون।	১২১
যাঁদের ত্যাগে ফিকহ্ পেলাম	১২১
তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের যুগে ফতওয়া	১২২
মদীনায় যাঁরা ফতওয়া দিতেন	১২২
মক্কায় যাঁরা ফতওয়া দিতেন	১২৩
কুফা ও ইরাকে যাঁরা ফতওয়া দিতেন	১২৩
বসরা নগরীতে যাঁরা ফতওয়া দিতেন	১২৩
শামে যাঁরা ফতওয়া দিতেন	১২৩
মিসরে যাঁরা ফতওয়া দিতেন	১২৩
ইয়েমেনে যাঁরা ফতওয়া দিতেন	১২৩
বাগদাদ শহরে যাঁরা ফতওয়া দিতেন	১২৩
ফতওয়া ও মুফতী প্রসঙ্গে কিছু কথা	১২৪
ফতওয়া প্রদানে সতর্কতা	১২৪
আত্মস্বীকৃত অযোগ্য মুফতী ও গবেষকদের পরিণতি	১২৫
অযোগ্যের নিয়োগ	১২৭
উদগ্রীব কারা?	১২৭
যোগ্য কে- খুঁজে বের করতে হবে	১২৮
মুফতীর শর্ত	১৩০
গুরুত্বপূর্ণ একটি ফতওয়া	১৩৩
শুধুমাত্র নিজেই গবেষণা করে ফতওয়া দেওয়া	১৪৩
কিতাব সংগ্রহ করলেই আলেম হওয়া যায় না	১৪৪
অন্য মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দেওয়ার বিধান	১৪৭
প্রসিদ্ধ কিছু ফিকহ ও ফতওয়ার কিতাবসমূহের নাম	১৪৮
ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত সংকলনে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে	১৫১
ঈমান ও আক্বায়েদ	১৫৩
ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য	১৫৩
ঈমানে মুফাস্‌সাল-সংশয় ও নিরসন	১৫৫
ছয় কালেমার প্রমাণ	১৫৭
কালেমা তাইয়্যিবাহ পড়া কি শিরক?	১৬২
কালেমা সব গোনাহ মুছে দেয়	১৬৩
কালেমা তাইয়্যিবাহ পড়ে ইসলাম গ্রহণ করা	১৬৩
অমুসলিম মোনাফেক হতে পারে কি?	১৬৫

Scanned by CamScanner

অমুসলিম ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে	১৬৫
চর্মচোখে আল্লাহর দর্শন	১৬৬
আল্লাহর দীদার	১৬৭
"মুহাম্মদ খোদা সে জুদা নেহী"	১৭১
আল্লাহ তা'আলা ও দাড়ির ব্যাপারে আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য	১৭৩
"আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান"–এর ব্যাখ্যা	১৭৫
আল্লাহ তা'আলা নিরাকার	১৭৬
আল্লাহ তা'আলা নিরাকার সর্বত্র বিরাজমান	১৭৭
আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নিরাকার?	১৭৯
"وحدة الوجود" এর ব্যাখ্যা	১৮০
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহকে কেমন দেখেছেন?	১৮১
'আল্লাহ' শব্দের স্থলে 'গড' ব্যবহার করা	১৮২
সূর্যের সাথে আল্লাহকে তুলনা করা	১৮৩
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি, নাকি মাটির তৈরি	১৮৫
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরে হেদায়েত	১৮৭
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর না বাশার?	১৮৯
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রূহ সর্বত্র হাজির-নাজির নয়	১৯৩
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন না	১৯৫
"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন"– এ আক্বীদা পোষণ করার বিধান	১৯৬
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির নন	১৯৭
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বত্র বিরাজমান নন	১৯৮
কোরআন উত্তম নাকি রাসূল (সা.)? আখেরাতে কার সুপারিশ প্রাধান্য পাবে?	১৯৯
হাজির-নাজির আক্বীদা পোষণ করা	২০১
দ্বীন বড় নাকি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)?	২০২
"নূরের নবী"-এর ব্যাখ্যা	২০৪
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পেশাব পায়খানা পাক নাকি নাপাক?	২০৪
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন না	২০৫
কোরআন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে কোনটি উত্তম?	২০৭
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আলোচনা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে	২০৭
পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামকরণ	২০৮
শয়তানের উর্ধ্বে গমন এবং পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ	২১০
হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ও মৃত্যুতে বিশ্বাসী কাফের	২১২
ঈসা (আ.) উম্মত হয়ে অবতরণ করবেন	২১৩

Scanned by CamScanner

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম	২১৪
সকল নবীগণের (আ.) উম্মত ছিল	২১৫
নব্বই হাজার কালাম	২১৬
হাশরে নবীগণ (আ.) কী অবস্থায় উঠবেন?	২১৬
শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব কি নবী ছিলেন?	২১৭
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফজীলত ও হাশরে তাঁর সুপারিশ	২১৮
‘আমিই তুমি’-	২২৫
মিলাদের মজলিসে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন (?)	২২৬
মিলাদ অনুষ্ঠানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির হন না	২২৮
রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির, আলেমুল গায়েব এবং মুখতারে কুল বিশ্বাস করা	২২৯
“রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের সৃষ্টি নন” বিশ্বাসী প্রকৃত মুমিন	২৩১
আযানের স্থানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির হন মনে করে দরূদ পাঠ করা	২৩২
আলেমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ	২৩৩
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরি, নূরের নন	২৩৫
“রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিলাদে হাজির হন” কাল্পনিক আক্বীদা	২৩৭
হাজির-নাজিরে বিশ্বাসীর মুরীদ হওয়া	২৩৯
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন না	২৩৯
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূরে পৃথিবী সৃষ্টি?	২৪০
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরি মহামানব	২৪১
মাটি থেকে নূরের জন্ম?	২৪১
নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব কিছু দেখেন-শোনেন বলে আক্বীদা পোষণ করা	২৪৩
আল্লাহর নূরের এক-তৃতীয়াংশ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সৃষ্টি?	২৪৫
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরে হেদায়াত	২৪৬
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিলাদ মাহফিলে?	২৪৮
মিলাদ মাহফিলে ‘ইয়া নবী’	২৪৯
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি?	২৫০
হায়াতুন্নবী	২৫২
“আদম (আ.)ও ভুল করেছেন” বলার বিধান	২৫৫
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে দুটি সংশয় ও তার নিরসন	২৫৬

Scanned by CamScanner

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "শ্রেষ্ঠ নবী নয়" বলা ভ্রষ্টতা	২৫৮
মহিলা কোনো নবী নেই	২৫৯
সকল স্ত্রী জান্নাতে একই স্বামীর সাথে থাকবে	২৬০
বেহেস্তে জিনরা মানবজাতিকে দেখবে না, বেহেস্ত ফেরেস্তাদের জন্য নয়	২৬০
জান্নাতে নারী কোন স্বামীর সঙ্গে থাকবে?	২৬১
জান্নাত-জাহান্নাম সত্য	২৬৩
কাফের চিরস্থায়ী জাহান্নামী কেন?	২৬৪
জাহান্নামীদের অপরাধ	২৬৭
ইয়াজুজ মা'জুজ জাহান্নামী কেন?	২৭০
ইয়াজুজ মাজুজের সুয়াল-জাওয়াব	২৭৩
মাহদীর আগমনের পূর্বলক্ষণ ও সময়	২৭৬
কাশফের মাধ্যমে জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কুরসী ইত্যাদি দেখা	২৭৬
আখেরাতে নফসের অবস্থান	২৭৭
মৃতের রূহ বাড়িতে ফিরে আসে কি না?	২৭৯
ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম	২৭৯
মানবপূর্ব পৃথিবীতে জিন জাতি কার প্রবঞ্চনায় গোনাহ করত, তাদের জান কে কবজ করত?	২৮৩
পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দাজ্জালের আবির্ভাব ইত্যাদির পর ঈমান কবুল না হওয়ার অর্থ	২৮৪
মৃত্যু আল্লাহর হুকুমেই হয়	২৮৫
মাহদীর আবির্ভাবকে অস্বীকার করা	২৮৬
পাক পাঞ্জাতন বলতে কী বোঝায়?	২৮৭
আসমানী কিতাবসমূহ একটি দ্বারা আরেকটি রহিত কি না?	২৮৮
সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত উম্মত	২৯১
আমলনামা কোন হাতে দেওয়া হবে?	২৯২
চেষ্টা করা তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত	২৯২
তাকদীরে মুআল্লাক	২৯৪
যা কিছু হয় আল্লাহর হুকুমেই হয়	২৯৫
কবরের আযাব ও শাস্তি সত্য	২৯৫
কবরে শান্তি ও শাস্তি সত্য	২৯৭
কবরের আযাব ও তা মাফ হওয়া প্রসঙ্গে	২৯৭
াফা'আতে কোবরা	২৯৯
য়াজুজ মাজুজ উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামী কেন?	৩০১
ানাহগারও সুপারিশ লাভ করবে	৩০২

সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক মনে করা	৩০৩
পীর সাহেবের হাতে সব কিছু (?)	৩০৩
ঈমান ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না	৩০৪
কালেমা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের কটূক্তিকারী মুরতাদ	৩০৫
"অমাবস্যায় সন্তান গর্ভে এলে কালো/বিকলাঙ্গ হয়"—ধারণা পোষণ করা	৩০৭
দাম্পত্য জীবনে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী	৩০৮
হাঁচির উৎপত্তি, যাত্রাকালে হাঁচিকে অলক্ষ্মী মনে করা	৩০৯
কুফর ও ধর্মত্যাগ	৩১২
মুরতাদ ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য	৩১২
কাদিয়ানী, ইহুদী-নাসারা, কাফের-মুশরিক-নাস্তিকদের মধ্যে পার্থক্য	৩১২
আল্লাহ তা'আলাকে 'নূর' বলা কুফুরী নয়	৩১৬
"আল্লাহকে ভয় পাই না, মানুষকে কেন ভয় পাব?" বলা	৩১৭
টাকাকে দ্বিতীয় খোদা বলা	৩১৮
"আল্লাহ এমন জুলুমের শাস্তি সৃষ্টি করতে পারে নাই" বলা	৩১৯
কুফুরী কথার পর বিবাহ নবায়ন	৩১৯
আল্লাহকে গালি দেওয়া ও দোষারোপ করা	৩২০
"তোমাকে আল্লাহও বোঝাতে পারবে না" বলা কুফুরী	৩২১
রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিরস্কার ও ভর্ৎসনাকারীর বিধান	৩২২
রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাল্পনিক ছবি ও ব্যঙ্গচিত্র আঁকা	৩২৩
আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কাউকে তুলনা করা	৩২৪
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে নিজেকে তুলনাকারীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা	৩২৬
একটি কবিতা প্রসঙ্গে	৩২৭
কথিত পীরের ঈমানবিধ্বংসী আক্বীদা	৩৩১
কোরআন ও নামাযের ব্যাপারে কুফুরী মতবাদ	৩৩৪
কোরআনের অবমাননা কুফুরী	৩৩৪
কোরআন ও হাদীসের অবমাননাকারী বেঈমান	৩৩৬
কাদিয়ানীর সেবা করা বা সেবা গ্রহণ করা	৩৩৬
কাদিয়ানীর পৃষ্ঠপোষকতা করা	৩৩৭
কাদিয়ানীদের সহযোগীর হুকুম	৩৩৯
কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা	৩৪০
আহমদিয়া মুসলিম জামাত নিঃসন্দেহে কাফের	৩৪১

Scanned by CamScanner

হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বিশ্বাস করা	৩৪৩
কোনো মাসআলা সঠিক জেনেও অস্বীকার করা	৩৪৫
নাজায়েযকে জায়েয এবং ইমাম ও ছাত্রদেরকে বেঈমান বলা	৩৪৫
পর্দা নিয়ে উপহাস করা	৩৪৬
‘শরীয়তের হুকুম মানি না’ বলার হুকুম	৩৪৭
আলেমকে অপমান করা	৩৪৮
আলেম ও হাদীসের ব্যাপারে কটূক্তি	৩৫০
টুপি-দাড়ি নিয়ে উপহাস এবং আলেমকে কটূক্তি করা	৩৫১
হক্কানী আলেমদের কাফের বলা	৩৫৩
ফতোয়াবাজ বলে কোনো আলেমকে গালি দেওয়া	৩৫৫
ইসলাম ও আলেমদের সমালোচনা এবং ঠাট্টা করা	৩৫৬
ফতওয়া অমান্যকারীর হুকুম	৩৫৮
আলেমকে গালি দেওয়া	৩৫৯
খ্রিস্টধর্মীয় কাজ করা	৩৬০
রাম-লক্ষ্মণের দোহাই দেওয়া	৩৬১
হিন্দুদের মন্দিরে সেজদা করা শিরক	৩৬১
হিন্দু পুরোহিতের দেওয়া আংটি ব্যবহার	৩৬৩
মূর্তির সামনে হাত জোড় করে প্রণাম করা কুফুরী	৩৬৪
কুফরের সাদৃশ্য শব্দের উচ্চারণ ও বিধান	৩৬৪
শিখা চিরন্তন	৩৬৬
অভিনয়ের জন্য বিধর্মী সাজা	৩৬৭
শিরকের পর তাওবা	৩৬৮
নামায ও দ্বীনি কাজে মাইক ব্যবহারকারীদের কাফের বলা	৩৬৯
বিনা কারণে কাউকে কাফের ঘোষণা করা	৩৭০
মুরতাদের জন্য দু'আ	৩৭২
মৃত্যুর পূর্বে ঈমান হারালে পূর্বের আমল নষ্ট হয়ে যাবে	৩৭৩
বড়দিনে চার্চে গমন	৩৭৪
একাধিক ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমান নয়	৩৭৫
ঢিলার ব্যবহারকে যিনার সাথে তুলনা করা কুফুরী	৩৭৬
খেলায় জিতলে ইবাদতের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করা	৩৭৭
অনৈসলামিক আইনের সমর্থন	৩৭৮
জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস?	৩৭৯
ভ্রান্ত মতবাদ	৩৮১

Scanned by CamScanner

মওদুদী ও খোমেনীর মতবাদ	৩৮২
মওদুদী ও তাঁর দলের সাথে সম্পৃক্ততা	৩৮২
মওদুদীপন্থী দলে শামিল হওয়া	৩৮৩
মওদুদীর তাফসীর শোনা	৩৮৫
সাইয়্যেদ কুতুব, হাসানুল বান্না, মওদুদী ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দল	৩৮৬
জামায়াতে ইসলামী প্রকৃত ইসলামী দল নয়	৩৮৮
মহিলাদের তালিমে অংশগ্রহণ	৩৮৮
সাহাবাদের দোষ চর্চা করা	৩৯০
জামায়াতে ইসলামী প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন	৩৯১
মওদুদীর জামায়াত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়	৩৯৪
মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামী	৩৯৫
জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক	৩৯৫
মওদুদী ও তাঁর অনুসারীদের বই মসজিদে রাখা	৩৯৬
মওদুদী ও তাঁর মতবাদ	৩৯৭
নিজেকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা	৩৯৭
সকল শক্তির উৎস ও সফলতার মাপকাঠি আল্লাহর হাতে	৩৯৮
মন মৃত্যুকেও জয় করতে পারে কথাটি ভুল	৩৯৮
মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত ব্রেনের কারণে?	৩৯৯
মানুষের ক্ষমতা!	৪০০
কোয়ান্টাম মুরাকাবা	৪০২
কোয়ান্টাম মেডিটেশন	৪০৩
ধোঁকার অপর নাম স্বপ্নে পাওয়া জালালী সংগঠন	৪০৮
জালালী সংগঠনের গঠনতন্ত্র শরীয়তবিরোধী	৪১০
ওয়াহাবী কারা?	৪১৩
ওয়াহাবীর পরিচিতি ও উৎপত্তি	৪১৫
দেওবন্দি আলেমকে ওয়াহাবী বলা	৪১৬
খারেজী বলতে কাদেরকে বোঝায়?	৪১৬
দেওয়ানবাগীর পরিচয়	৪১৯
ভণ্ডের ছোঁয়ায় কুফুরী কাজ	৪১৯
কতিপয় ভণ্ডপীর ও তাদের শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড	৪২০
'জা-আল হক্ব' গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা	৪২২
রাজারবাগী, এনায়েতপুরী ও দেওয়ানবাগীদের ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন	৪২২
পীরের কদমবুচি	৪২৪
ফানা ফিল্লাহ দলের কার্যক্রম	৪২৫

Scanned by CamScanner

জাকির নায়েকের আসল রূপ	৪২৭
জাকির নায়েকের ইসলামের ব্যাখ্যা কি অনুসরণীয়?	৪২৯
এনজিওদের প্রতিহত করা	৪২৯
হযরত থানভী (রহ.)-এর ব্যাপারে আপত্তি	৪৩১
বাতিল প্রতিরোধে করণীয়	৪৩১
গায়রে নবী থেকে মো'জেযা	৪৩২
বিদ'আত ও কুসংস্কার	৪৩৩
বিদ'আতের সংজ্ঞা ও প্রকার	৪৩৪
বিদ'আতের সংজ্ঞা ও পরিণতি	৪৩৫
নফল কি বিদ'আত হতে পারে?	৪৩৬
চল্লিশা, দশমী পালন	৪৩৬
চতুর্থ ও ৪০তম দিনের মিলাদ	৪৩৭
জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, চল্লিশা ইত্যাদির হুকুম	৪৩৮
জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী ও চল্লিশা পালন করা	৪৩৯
চল্লিশার বিধান এবং ঈসালে সাওয়াবের সঠিক পদ্ধতি	৪৪০
চার দিনা পালন না করলে গালমন্দ করা	৪৪১
চল্লিশা ও মৃত্যুবার্ষিকীর খানা কারা খেতে পারবে?	৪৪৩
চল্লিশা ইত্যাদিকে ওয়াজিব মনে করা	৪৪৪
মৃত্যুদিবসের আগে-পরে দু'আর আয়োজন	৪৪৫
'মিদুনী' ও 'তামদাবী' মজলিসের হুকুম	৪৪৬
মৃতব্যক্তির জন্য অনির্দিষ্ট তারিখে খানার আয়োজন	৪৪৮
চল্লিশায় বাচ্চাদের মাঝে খাবার ইত্যাদি বিতরণ করা	৪৪৯
জানাযার নামাযের পর মিষ্টি বিতরণ, চার দিনা, চল্লিশা পালন ইত্যাদি	৪৫১
মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন খতম করে খানা ও বিনিময় গ্রহণ	৪৫২
ছাত্র উস্তাদকে রসমী খানা খেতে বাধ্য করা	৪৫৩
বরযাত্রার উৎস ও বিধান	৪৫৪
শহীদ মিনার নির্মাণ ও পুষ্পস্তবক অর্পণ	৪৫৫
কেউ মারা গেলে চিঁড়া-বাতাসা বিতরণ করা	৪৫৬
কদমবুচি	৪৫৭
মাথা নত করে কদমবুচি করা	৪৫৮
পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা	৪৫৯
লাথি লাগলে সালাম করা	৪৬০
খতনার পর অনুষ্ঠান	৪৬০

Scanned by CamScanner

মুহাররমে মেলা	৪৬১
লাইলাতুল বরাতে জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠান করা	৪৬২
মসজিদে আলোকসজ্জা	৪৬৬
জিলহজের চাঁদ দেখা গেলে পশু জবাই ও গোশত খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া	৪৬৮
কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানোর শরয়ী বিধান	৪৬৮
ঈদের দিন মসজিদ ও ঈদগাহে গেট বানানো ও সামিয়ানা টানানো	৪৬৯
বিবাহ অনুষ্ঠান বা মাহফিলে গেট নির্মাণ	৪৭১
নববর্ষ উদ্‌যাপন ও মেলায় গমন করা	৪৭২
মেলায় গমন করা	৪৭৩
জন্মদিন পালন করা	৪৭৪
উঠান ঝাড়ু ও ব্যবসায়ীদের দোকান ঝাড়ু ও বাউনি রসম	৪৭৬
কবরস্থানে খাদ্যদ্রব্য রাখা	৪৭৬
কনের শ্বশুরালয়ে মৌসুমী হাদিয়া প্রদান	৪৭৭
আযানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে লাগানো	৪৭৯
শবে বরাতে খিচুড়ির আয়োজন	৪৮১
কবরে কোরআন শরীফ, তাসবীহ ও জায়নামায রাখা	৪৮১
বরকতময় রাতসমূহে ওয়াজ-নসীহত, আলোকসজ্জা ও খানার আয়োজন	৪৮২
কাউকে ভণ্ড বলা	৪৮৩
কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ	৪৮৪
বরকতময় রাতসমূহে নফল নামাযের জামাত ও মসজিদকে সজ্জিতকরণ	৪৮৫
শবে কদর ও বরাতে বাধ্যতামূলক নফল নামায জামাতের সহিত আদায় করা	৪৮৬
কবরে গিলাফ চড়ানো গম্বুজ বানানো এবং বাতি প্রজ্জ্বলিত করা	৪৯১
মাজারে দান করা	৪৯৩
কবর পাকা করা ও এর ওপর ঘর নির্মাণ করা	৪৯৪
গরু-মহিষ জবাই করে চল্লিশা করা	৪৯৪
মাজার ও পীরের দরবারে ঢুকতে-বের হতে করজোড় করা	৪৯৫
মাজারের উৎপত্তি, মাজার ও কবরের পার্থক্য এবং আরো কিছু বিধান	৪৯৫
কবরে বাতি জ্বালিয়ে রাখা	৪৯৮
মাজারসংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন	৪৯৯
কবরকেন্দ্রিক কিছু বিদ'আত	৫০০
শহীদমিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা	৫০১
কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে ফুল ছড়ানো	৫০৩
কবরকে সালাম ও চুম্বন করা	৫০৩

Scanned by CamScanner

লাশের ওপর ফুল ছিটিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা	৫০৪
মাজারের মাটি শরীরে মাখা	৫০৪
মাজারের দিকে ফিরে দু'আ করা	৫০৫
গাইরুল্লাহকে সেজদা করা	৫০৬
ওরসের হুকুম	৫০৭
ওরসের মাধ্যমে সাওয়াব রেসানী	৫০৮
ওরসের উৎপত্তি, হুকুম এবং সেখানে খানা খাওয়া	৫০৯
ওরসের সংজ্ঞা ও বিধান	৫১১
ওরসের মান্নত ও হাদিয়া এবং তাতে অংশগ্রহণের হুকুম	৫১২
মিলাদ	৫১৩
মিলাদের উৎপত্তি ও বিধান এবং 'শরীফ' শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র	৫১৩
মিলাদ-কিয়ামের ইতিহাস	৫১৪
মিলাদের পরিচিতি ও তার বিনিময় গ্রহণ	৫১৭
মিলাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দাঁড়িয়ে সালাম জানানো	৫১৯
মিলাদ শরীয়তসম্মত পন্থায় করা যায় কি না?	৫২০
মিলাদ-কিয়ামে শরীক না হলে কাউকে নবীর দুশমন বলে গালি দেওয়া	৫২১
দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে মিলাদ পড়া	৫২৩
মিলাদ মাহফিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হন এটা কুফুরী আক্বীদা	৫২৪
মিলাদ ও হাজির-নাজিরে বিশ্বাস	৫২৫
প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের বিধান	৫২৮
মিলাদ ও কিয়াম, সংশয় ও নিরসন	৫৩১
মিলাদসংক্রান্ত কিছু কুসংস্কার	৫৩৪
ফেতনার ভয়ে মিলাদে অংশগ্রহণ করা	৫৩৭
মিলাদ চলাকালে ইবাদতে মশগুল হওয়া	৫৩৭
প্রচলিত মিলাদ বিদ'আতে সায়্যিআহ	৫৩৯
কিয়াম করে জাহান্নামে যেতে হলে তা-ই করব!	৫৪০
কিয়াম না করে মিলাদকে আবশ্যকীয় মনে করা	৫৪২
প্রচলিত মিলাদের বিধান	৫৪৩
সম্মিলিতভাবে يانبی سلام عليك পাঠ করা	৫৪৪
মিলাদ ইবাদত নয়	৫৪৫
ইসলাম মিলাদ প্রথাকে সমর্থন করে না	৫৪৬
মিলাদ-কিয়ামের পৃষ্ঠপোষকতা করা	৫৪৭

Scanned by CamScanner

হাজির-নাজিরে বিশ্বাসী না হয়ে মিলাদে কিয়াম করা	৫৪৯
মিলাদ-কিয়াম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মাপকাঠি নয়	৫৪৯
"ইয়া নবী সালামু আলাইকা" পাঠ করা শরীয়তসম্মত কি না?	৫৫১
ঈসালে সাওয়াব ও মিলাদ পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া	৫৫২
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খুশি করার জন্য কিয়াম করা	৫৫২
প্রচলিত মিলাদ মুস্তাহাব নয়	৫৫৩
মিলাদ না পড়লে কাফের বলা	৫৫৫
দেওয়ানবাগীর মিলাদনীতি	৫৫৬
সম্মিলিত দরূদ ও মিলাদের হুকুম	৫৫৮
মসজিদে মিলাদের এলান করা ও পড়া	৫৬০
মিলাদ নিয়ে কিছু কথা	৫৬১
ঈদে মীলাদুন্নবী এবং হাজির-নাজিরসংক্রান্ত প্রশ্ন	৫৬৬
মিলাদে পঠিত দরূদ কবিতার হাদীসে কোনো প্রমাণ আছে কি না?	৫৭০
মিলাদ অস্বীকারকারীর হুকুম কী?	৫৭১
মসজিদ কমিটির চাপে মিলাদ-কিয়াম করার হুকুম	৫৭২
"মিলাদ-কিয়াম মুস্তাহসান, অস্বীকারকারী কাফের" বলার হুকুম	৫৭৩
ঈদে মীলাদুন্নবী	৫৭৫
ঈদে মীলাদুন্নবী, মিলাদ এবং দরূদের মধ্যে পার্থক্য	৫৭৫
মিলাদ ও ঈদে মীলাদুন্নবী সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন	৫৭৬
রবিউল আউয়াল ও ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন	৫৭৯
ঈদে মীলাদুন্নবী, জশনে জুলুস ইত্যাদির শরয়ী সমাধান	৫৮০
বিভিন্ন নামে ১২ রবিউল আউয়ালকে উদ্‌যাপন করা	৫৮৪
মীলাদের বিধান	৫৮৮
ঈসালে সাওয়াব	৫৯০
ঈসালে সাওয়াবের বিনিময় নেওয়া	৫৯০
মৃত ব্যক্তির জন্য ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) বার কালেমা পড়া	৫৯২
ঈসালে সাওয়াবের সঠিক পদ্ধতি	৫৯৪
সাওয়াব বখশিয়ে টাকা নেওয়া	৫৯৫
ঈসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠানে দু'আ করে বিনিময় নেওয়া	৫৯৬
ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খানা খাওয়ানো	৫৯৭
কবর যিয়ারত করে টাকা নেওয়া	৫৯৭
কবরের সামনে কোরআন তেলাওয়াত	৫৯৮

Scanned by CamScanner

নাবালেগ কর্তৃক ঈসালে সাওয়াব	৬০০
ফরয ইবাদতের সাওয়াব অন্যকে দান করা	৬০০
অমুসলিম কর্তৃক ঈসালে সাওয়াব	৬০১
ঈসালে সাওয়াবের মাহফিল করা	৬০২
ধনীদের জন্য ঈসালে সাওয়াব ও মৃত্যুবার্ষিকীর খানা খাওয়ার বিধান	৬০৩
ঈসালে সাওয়াব করে বিনিময় নেওয়া	৬০৪
ঈসালে সাওয়াবের জন্য খতম পড়ে বিনিময় নেওয়া	৬০৫
ঈসালে সাওয়াবের নামে কুসংস্কার	৬০৬
ফরয নামাযের পর দু'আর মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব	৬০৭
খতমের পর মেহমানদারি	৬০৮
হিলা করে খতমের বিনিময় নেওয়া	৬০৯
ফরয-ওয়াজিব ইবাদতের মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব	৬১০
ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মিলাদ ও বিনিময় গ্রহণ	৬১০
ঈসালে সাওয়াবের বিনিময়	৬১১
আজব পদ্ধতিতে ভিক্ষা করে ঈসালে সাওয়াব	৬১১
খতম	৬১৩
কোরআন খতমের বিনিময় গ্রহণ	৬১৩
খতমে খাজেগান	৬১৪
পার্থিব স্বার্থে খতমে কোরআন ও খতমে বুখারী	৬১৬
বিভিন্ন দরূদ ও দু'আর খতম	৬১৭
কোরআনখানি ও খতমে ইউনুস	৬১৯
কোরআন খতমের পরিবর্তে ৪১ বার সূরা ইয়াসীন পড়া ও বিনিময় নেওয়া	৬১৯
ঈসালে সাওয়াবের জন্য খতম পড়ে টাকা নেওয়া	৬২১
মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াব করে বিনিময় নেওয়া	৬২২
দুনিয়াবী স্বার্থে খতমের বিনিময় নেওয়া বৈধ	৬২৩
খতমে জালালীর বিধান	৪২৪
খতমে খাজেগানের বিধান	৬২৬
কালেমার খতম	৬২৬
খতমের টাকা দিয়ে প্রতিষ্ঠানে পত্রিকা রাখা	৬২৭
হিলা করে খতমের বিনিময় নেওয়া	৬২৭
বাধ্যতামূলক খতমে খাজেগান পড়া	৬২৮
খতমে ইউনুস ও খতমে আম্বিয়া পড়ার পদ্ধতি	৬৩০
মুসিবতের সময় খতমে ইউনুস	৬৩১

Scanned by CamScanner

খতম পড়ে টাকা নেওয়া	৬৩২
তাবিজ-কবচ	৬৩৩
গাছের ছাল, ডাল ও শিকড় দ্বারা তাবিজ করা	৬৩৩
তাবিজ ও ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় নেওয়া	৬৩৪
হিন্দুর সুঁই পড়া শরীরে স্থাপন করা	৬৩৪
তাবিজ ব্যবহারের বিধান	৬৩৫
চুক্তি করে তাবিজ দেওয়া	৬৩৬
অমুসলিম থেকে তদবির ও মন্ত্র গ্রহণ	৬৩৭
পাত্রে লিখিত কোরআনের আয়াত ধৌত করে গোসল করা	৬৩৮
অমুসলিমকে তাবিজ দেওয়া এবং তাবিজ লেখার অনুমতি প্রদান	৬৩৮
কবিরাজি করে বিনিময় নেওয়া	৬৩৯
অস্পষ্ট শব্দ ও হিন্দু কবিরাজ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা	৬৪০
পার্থিব স্বার্থে কোরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ বৈধ	৬৪০
বিধর্মী থেকে তেল পড়া ও মন্ত্র নেওয়া	৬৪১
কোনো কোনো সাহাবা তাবিজ ব্যবহার করেছেন	৬৪২
কুফরী কালাম দ্বারা কুফরী জাদু প্রতিহত করা	৬৪৩
তাকলীদ	৬৪৪
মাযহাব মানা জরুরি	৬৪৪
মাযহাব চারটি কেন?	৬৪৫
হযরত মাহদী ও ঈসা (আ.)-এর মাযহাব কী হবে?	৬৪৫
পরকালে মাযহাব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন হবে না	৬৪৬
একই মাযহাবের ইমামগণের মতভেদের কারণ	৬৪৭
যেকোনো একটি মাযহাব মানা জরুরি	৬৪৭
মাযহাব না মানা শাস্তিযোগ্য	৬৪৮
আমলের হিসাব মাযহাবের ভিত্তিতে	৬৪৯
প্রবৃত্তি নয়, যেকোনো একটি মাযহাব মানা জরুরি	৬৫০
যেকোনো একটি মাযহাবের অনুসরণ ওয়াজিব	৬৫১
মুজতাহিদ হলে দলিলের প্রয়োজন নেই	৬৫২
মাযহাবের প্রচলন ও তা অমান্যকারীর হুকুম	৬৫৪
গাইরে মুকাল্লিদ স্বামীর চাপে মাযহাব ত্যাগ করা	৬৫৬

Scanned by CamScanner

জানশীনে ফকীহুল মিল্লাত, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশের সম্মানিত
মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা

মুফতী আরশাদ রহমানী (দা.বা.)-এর

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানিতে মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ দীর্ঘ দুই যুগের বেশি সময় ধরে মুসলিম উম্মাহর বহুবিধ খিদমাতে নিয়োজিত। মারকাযের অধীনে পরিচালিত কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা এ সময়ে মুসলিম মিল্লাতের ধর্মীয় জিজ্ঞাসার কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক সমাধানে সমসাময়িক বহু ধর্মীয় সমস্যার গবেষণামূলক সমাধানে অভূতপূর্ব ভূমিকা রেখেছে ও রেখে চলছে।

এ পর্যন্ত মুসলিম জনসাধারণের ধর্মীয় জিজ্ঞাসার লিখিত সমাধানই দেওয়া হয়েছে ২০ হাজারেরও অধিক।

মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, প্রধান মুফতী ও শায়খুল হাদীস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)। যাঁর অজস্র মেহনত, গভীর ফিকহী চিন্তাধারার সুমহান ফসল বিশাল এই ফতওয়া ভাণ্ডার। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে তাঁর ও আমাদের সকলের নাজাতের উসীলা করুন। আমীন।

হযরত (রহ.) এই ফতওয়াগুলোকে কিতাব আকারে প্রকাশ করার জন্য বড়ই উদগ্রীব ছিলেন। কাজও চলছিল পুরোদমে। কিতাবটি প্রায় ১৫ খণ্ড। রমজানের পূর্বে কমপক্ষে কয়েকটি খণ্ড দ্রুত প্রকাশ করার নির্দেশ দেন তিনি। আল্লাহ তা'আলার হুকুম অবধারিত। তিনি তা দেখে যেতে পারলেন না।

"ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত" কিতাবটির সংকলন ও সম্পাদনায় মারকাযের সকল আসাতিযায়ে কেরাম বিভিন্নভাবে জড়িত। সকলের সম্মিলিত মেহনতে কিতাবটি আজ পাঠকের হাতে। একই সাথে এই কাজে মারকাযের হিতাকাঙ্ক্ষী, হযরত (রহ.)-এর মুহিব্বীনদের অনেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা সকলকে উত্তম বদলা দান করুন। আমীন

এটি অনস্বীকার্য যে মানুষের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও কোথাও না কোথাও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যায়। এখানেও ভুল-ত্রুটি থাকাটা স্বাভাবিক। সুপ্রিয় পাঠক সমীপে বিনীত আরজ, যেকোনো ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নজরে পড়লে অনুগ্রহপূর্বক অবগত করলে আগামীতে শোধরানোর সুযোগ পেয়ে মারকায কৃতজ্ঞ থাকবে।

মাআসসালাম

আরশাদ রহমানী

Scanned by CamScanner

ফতওয়া সংকলন প্রকল্পটি হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর জীবনের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। জীবনের শেষ দিনগুলোতে এটি নিয়ে হযরতের চিন্তা-ফিকিরের কোনো অন্ত ছিল না। বারবার কাজের সংশ্লিষ্ট মুফতীদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন। হযরত (রহ.) এর শেষ দিনগুলোতে যখন কয়েকটি খণ্ড প্রকাশের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত তখন খণ্ডগুলো দ্রুত প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে মূল্যবান নসীহত ও নির্দেশনা প্রদান করেন।

সেই নসীহত ও নির্দেশনাগুলোকে সাজিয়ে উপস্থাপন করা হলো।

উপস্থাপনায় : মুফতী নূর মুহাম্মদ

Scanned by CamScanner

উপমহাদেশের শীর্ষ মুরব্বি, প্রখ্যাত ইসলামী আইন ও শরীয়া বিশেষজ্ঞ,
শায়খুল আরব ওয়াল আজম, মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ বসুন্ধরাসহ
অসংখ্য দ্বীনি মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা, পরিচালক ও অভিভাবক
ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)-এর

বিশেষ দু'আ ও কিছু কথা

نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد!

ইসলামের সোনালি যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ফতওয়া প্রদানের ধারাবাহিকতায় কোনো ধরনের ছেদ পড়েনি। প্রজ্জ্বলিত এই চেরাগে নূর মুহূর্তের জন্যও নিভে যায়নি। যুগে যুগে এই খেদমত বিভিন্নরূপে চালু ছিল। বর্তমানের 'ফতওয়া বিভাগ' ও 'তাখাস্সুস ফিল ফিকহিল ইসলামী' এই ধারাবাহিকতারই নতুন রূপ।

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম 'তাখাস্সুস ফিল ইফতা'

যদিও বাংলাদেশের বড় বড় শহরের খ্যাতনামা কিছু বড় মাদ্রাসাগুলোতে পূর্ব থেকেই 'ফতওয়া বিভাগ' চালু ছিল। যেখানে একজন মুফতী সাহেব জনসাধারণের মাসআলাগুলোর শরয়ী সমাধান দিয়ে ফতওয়া জারি করতেন। তবে সেগুলোতে তালেবে ইলমদেরকে ফতওয়া ও উসূলে ফতওয়ার শিক্ষাদানসহ ফতওয়ার ওপর অনুশীলন করিয়ে যোগ্য মুফতী হিসেবে গড়ে তোলার নিয়মতান্ত্রিক কোনো ব্যবস্থা ছিল না।

কেবল দাওরায়ে হাদীস পাস করা একজন ছাত্র ফতওয়া দেওয়ার যোগ্য হিসেবে গড়ে ওঠে না। বরং এতে স্বতন্ত্র সময় লাগিয়ে ফতওয়ার তামরীন করেই পারদর্শিতা অর্জন সম্ভব। কিন্তু বাংলাদেশে কোথাও এ ধরনের পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল না। বহু দিন থেকে আন্তরিকভাবে এর তৃষ্ণা অনুভব করতে থাকি। তবে কোনো মোক্ষম সুযোগও হয়ে উঠছিল না এবং কোনো ব্যবস্থাও করতে পারছিলাম না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সর্বপ্রথম ৭০ এর দশকের শেষের দিকে তখনকার কর্মস্থল জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় শত প্রতিকূলতা ডিঙ্গিয়ে 'তাখাস্সুস ফিল ফিকহি ওয়াল ইফতা' নামে ফিকহ ফতওয়ার ওপর গবেষণামূলক বিভাগের গোড়াপত্তন হয়। এতে দাওরায়ে হাদীস পাস মেধাবী তালেবে ইলমদেরকে অভিজ্ঞ মুফতী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উসূলে ইফতাসহ জরুরি ফতওয়া শিক্ষাদানের জন্য এক বছর মেয়াদি ইফতা কোর্স চালু করা

Scanned by CamScanner

হয়। এর প্রধান ও নেগরানে আ'লা হিসেবে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আল্লাহর অশেষ দয়ায় ধীরে ধীরে দারুল ইফতার কাজ শত প্রতিকূলতার মাঝেও এগোতে থাকে।

উপমহাদেশের সর্বপ্রথম উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার ওপর স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত অনেক মাদ্রাসাই ছিল এবং আছে। তবে সেগুলোতে বিশেষ ফনের ওপর বিস্তর পড়াশোনা ও গভীর গবেষণামূলক জ্ঞান অর্জনের জন্য স্বতন্ত্র কোনো বিভাগ ছিল না। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের কিছু জায়গায় থাকলেও তা সেসব জামিয়া ও মাদ্রাসাসমূহের আওতাধীন বিভাগ ছিল। কিন্তু উচ্চতর গবেষণামূলক পড়াশোনার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তবে এর যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনীয়তা পূরণার্থে সমগ্র উপমহাদেশে সর্বপ্রথম উচ্চতর ইসলামী গবেষণামূলক পড়াশোনার নিমিত্তে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান 'মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ' (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ)-এর ভিত্তি রাখা হয় এবং একই সাথে ১৪১১ হিজরী মোতাবেক ১৯৯১ ইং সালে সর্বপ্রথম ফিকহে ইসলামীর ওপর দুই বছর মেয়াদি উচ্চতর বিভাগ চালু করা হয়।

অতঃপর ১৪১৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৯৫ ইং সালে 'উচ্চতর হাদীস শাস্ত্র গবেষণা'র ওপর দুই বছর মেয়াদি বিভাগ খোলা হয়। তারপর ১৪১৮ হিজরীতে 'উচ্চতর উলূমুল কোরআন' এবং শুরু থেকেই দুই বছর মেয়াদি তাজবীদ ও ক্বেরাত বিভাগ খোলা হয়।

অতঃপর ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২০০৫ ইং সালে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে যা ফিকহুল মুআমালাতের অন্তর্ভুক্ত, এর জন্য দুই বছর মেয়াদি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে পরবর্তীতে ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক ২০০৯ ইং সালে ইসলামী অর্থনীতির ওপর স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি রাখা হয়। যার নাম দেওয়া হয়, 'মারকাযুল ইকতিসাদিল ইসলামী বাংলাদেশ' বা 'সেন্টার ফর ইসলামিক ইকোনমিকস বাংলাদেশ'।

মারকায প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

আমার জীবনের দীর্ঘ তিন যুগ জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রামের তাদরীসী-তারবিয়াতী ও ইনতেযামী খেদমতের সংশ্লিষ্টতায় কেটেছে। কখনো কল্পনাও করিনি আমি পটিয়া থেকে আলাদা হব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ফায়সালাই হলো চূড়ান্ত ফায়সালা। তা টলানোর ক্ষমতা কারো নেই। আল্লাহ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ী একসময় পটিয়ার কর্মজীবনের প্রথাগত ইতি টানলাম। অতঃপর বাড়িতে অবস্থান করলাম। এতে আমার কাছে দেশ-বিদেশের উলামা-মাশায়েখ ও মান্যগণ্য ব্যক্তিগণের

Scanned by CamScanner

আসা-যাওয়া শুরু হলো। যাঁরা তাশরীফ রেখে আমার গরিবখানাকে ধন্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত ইউসুফ বিননূরী (রহ.)-এর সাহেবজাদা মাওলানা মুহাম্মাদ বিননূরী (রহ.), সাইয়্যেদ আব্দুল মাজীদ নাদীম সাহেব (রহ), বায়তুল মোকাররমের প্রাক্তন খতীব মাওলানা ওবায়দুল হক (রহ.), হাটহাজারী মাদ্রাসার মুহতামিম মাওলানা আহমদ শফী দা. বা. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর এ সকল উলামা-মাশায়েখের একটাই পরামর্শ ছিল, আপনি ফিকহে ইসলামীর ওপর স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করুন। স্বয়ং নিজের অন্তরেও এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান করার জন্য ঢেউ খেলছিল। কেননা বাংলাদেশে দাওরা পর্যন্ত অনেক মাদ্রাসা থাকলেও ফিকহ, ফতওয়া ও হাদীস শাস্ত্র নিয়ে বিশেষ যোগ্যতা অর্জনে পড়াশোনার জন্য স্বতন্ত্র কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। তবে কারো মত ছিল প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রামে হোক, আর কারো মতে রাজধানী ঢাকায় হোক, এতে ফায়দাও ব্যাপক হবে। উভয় মতকে সামনে রেখে এ ব্যাপারে আমার শায়েখ ও মুরশিদ মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হারদূয়ী (রহ.)-এর নিকট পরামর্শ চাইলাম। হযরতওয়ালা বললেন, 'ঢাকা-ই বেশি উপযোগী হবে।'

অতঃপর হযরত হারদূয়ী (রহ.)-এর বরকতময় হাতে ১৫ই শাওয়াল ১৪১১ হিজরী মোতাবেক ৫ই মে ১৯৯১ ইং সোমবার উত্তরা জসীম উদ্দীন রোডের একটি ভাড়া ঘরে 'তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহিল ইসলামী' তথা ইসলামী ফিকহের ওপর গবেষণা বিভাগ খোলা হয়। হযরত (রহ.) সেখানে দুই রাক'আত নামায পড়ে উপস্থিত উলামায়ে কেরামকে নিয়ে দু'আ করলেন।

হারদূয়ী হযরত (রহ.)-এর পৃষ্ঠপোষকতা

পরদিন সকালে আমি হযরতওয়ালার নিকট মারকাযের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণের আর্জি পেশ করলে তিনি একটি শর্তে তা গ্রহণ করলেন, যা তাঁর ভাষায় এ রকম, 'যদি আমার পৃষ্ঠপোষকতা চান তাহলে চাঁদা তুলতে পারবেন না, আপনারা কোনো ধনবান ব্যক্তির কাছে গিয়ে চাঁদা করতে পারবেন না।'

অতঃপর হযরতওয়ালার শর্ত ও হেদায়েত অনুসারে তিনি মারকাযের পৃষ্ঠপোষক নিযুক্ত হলেন। এভাবেই মারকাযের তা'লীম ও তারবিয়াতী সফর শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে এগুতে থাকে।

আমি হযরতের হেদায়েতের বিষয়টি আমার সহকর্মী উলামায়ে কেরামের সাথে আলোচনা করলে তাঁরাও আমার সাথে হযরতের হেদায়েত অনুসারে চলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন, চাই এ পথে যত বাধা-বিপত্তিই আসুক।

Scanned by CamScanner

প্রাথমিক অবস্থা

তখন আমার সহকর্মীদের কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, পত্রপত্রিকায় মারকাযে ভর্তির একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হোক, যাতে আগ্রহী ছাত্ররা অবগত হয়। আমি বললাম, ইশতেহারের কী প্রয়োজন? ছাত্ররা না এলে আমরা আসাতিজায়ে কেরাম বসে পরস্পর মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করব। তাই কোনো ইশতেহার দেওয়া হলো না। তবে আল্লাহ তা'আলার অশেষ মেহেরবানি, প্রথম বছরেই বড় বড় মাদ্রাসা থেকে ১০ জন তালেবে ইলম এসে জমায়েত হলো। তাদের দিয়েই সবকের বিসমিল্লাহ হলো।

মারকাযের ছাত্র-শিক্ষকদের খোরাকী ও ওজীফা ছাড়া শুধুমাত্র ঘর ভাড়া বাবদ ৬৫০০ টাকা পরিশোধ করতে হতো। এদিকে আবার হারদূয়ী হযরতের নির্দেশ অনুসারে মানুষের কাছে চাঁদার জন্য যাওয়া নিষেধ ছিল। আর মানুষ নিজ থেকে টাকা এনে দেওয়ার প্রচলন তো এ দেশে প্রায় না থাকার মতোই। এমতাবস্থায় আমার অনেক হিমশিম খেতে হয়েছে। ছাত্র-উস্তাদ সকলের খানা শুধু ডাল-ভাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মাঝেমধ্যে উস্তাদদেরকে সাথে একটি ডিম দেওয়া হতো। তাও আবার সব খরচ ঋণের ওপরই চলত। তারপরও তালেবে ইলম ও উস্তাদ কারো কোনো ব্যাপারে অভিযোগ বা চাওয়া ছিল না।

হারদূয়ী হযরত (রহ.)-এর নসীহত

ইত্যবসরে আমার হজের সফর হলো। সেখানে হারদূয়ী হযরত (রহ.)-এর সাক্ষাৎ হলো। হযরত (রহ.) মারকাযের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ বহু ভালো চলছে। তবে অনেক ঋণ হয়ে গেছে। এ জন্য পেরেশানিতে আছি। হযরতের নিকট দু'আর দরখাস্ত। হযরত (রহ.) বললেন, তোমার সহকর্মীদের গিয়ে বলবে, চারটি গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে, বদগুমানি, বদনজরী, হিংসা-বিদ্বেষ ও অহংকার।

হযরতের নসীহত অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে আল্লাহর রহমতে অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এভাবে একটি বছর অতিক্রম হলো।

মারকাযের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা

দ্বিতীয় বছর ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২৫ জন তালেবে ইলম ভর্তি হলো। কিছুদিন পর আমি হারদূয়ী সফরে গেলাম। হযরতওয়ালা (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে আরজ করলাম, হযরত! আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যেন মারকাযের জন্য একটি স্বতন্ত্র জায়গার ব্যবস্থা হয় সে জন্য দু'আর দরখাস্ত, এতে প্রসন্নতার সহিত কাজ করা যাবে। হযরত বললেন, তোমরা কি খতমে খাজেগান পড়ো না? আমি বললাম, খতমে খাজেগান

Scanned by CamScanner

কী? হযরত (রহ.) তখন আমাকে একটি কাগজ দিলেন, যাতে খতমে খাজেগানের নিয়ম লেখা ছিল। তারপর হযরত (রহ.) খতমে খাজেগানের বরকত সম্বন্ধে স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে সেখানকার একটি ঘটনা শোনালেন, এতে আমি মুগ্ধ হলাম। অতঃপর মারকাযে এসে এ আমল জারি করলাম।

খতমে খাজেগানের আমল জারি ছিল, কয়েক মাস অতিক্রম না হতেই এর বরকত প্রকাশ পেতে লাগল। ইত্যবসরে একজন ভদ্র লোক একদিন আমার কাছে এসে বলল, বসুন্ধরায় আমাদের জায়গা রয়েছে। আমরা বসুন্ধরার মালিকপক্ষ আপনাকে মাদ্রাসা করার জন্য একটি জায়গা দিতে চাচ্ছি, আপনি আমাদের সাথে চলুন, জায়গাটি দেখে নিন। তিনি আমাকে গাড়িতে করে বসুন্ধরায় নিয়ে এসে ওই জায়গা দেখালেন। জায়গাটি ৩.৫ বিঘা পরিমাণ ছিল, তবে একেবারেই অনাবাদ ও নির্জন প্রান্তর ছিল। আমি তা দেখে ঘাবড়ে গেলাম। অতঃপর আমি বললাম, আপনারা চাইলেও দিতে পারবেন না, আর আমি চাইলেও নিতে পারব না যদি আল্লাহর ইচ্ছা না থাকে। আর আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে দেওয়া-নেওয়া উভয়টাই সম্ভব হবে। তো আপনারা আল্লাহর নিকট দু'আ করেন, আমিও দু'আ করব। যদি আল্লাহ মঞ্জুর করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ হবে। এ কথাবার্তার পর কয়েক মাস এমনিতেই অতিবাহিত হয়ে গেল।

অতঃপর হঠাৎ একদিন তারা আমার কাছে একজন লোক মারফত খবর পাঠালেন যে আমরা ওই জায়গা আপনার হাওয়ালা করতে চাচ্ছি, আপনি তা গ্রহণ করবেন কি না? আপনি গ্রহণ না করলে অন্য কাউকে দিয়ে দেব। পরে ওই লোক যদি অসৎ হয় তাহলে এর গোনাহ মুফতী সাহেবের ওপর বর্তাবে। কেননা আমরা কাউকে চিনি না। তখন আমি বললাম, এখন তো রমাজানের শেষ দশক চলে এসেছে, আমি মক্কা মুকার্‌রমায় রওনা করছি, ফিরে এসে ইনশাআল্লাহ জানাব। মক্কা শরীফে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করলাম, ইসতেখারা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ মক্কা শরীফে থাকাবস্থায়ই অন্তরে জায়গাটি নেওয়ার প্রতি সম্মতিসূচক ইচ্ছা হলো। ফিরে এসেই আমি তাদেরকে বললাম, হ্যাঁ, জায়গা দিন, তাঁরা বললেন—না, আমরা এখনই লেখাপত্র করে দেব না, আগে আপনি ওখানে ঘর নির্মাণ করুন, তারপর জমি লিখে দেব। তখন মারকাযের আর্থিক অবস্থা ছিল নাজুক। ছয় মাস ধরে ঋণের ওপর চলছে। তার পরও আমি এক দোস্তের থেকে দুই লাখ টাকা ঋণ নিয়ে সেখানে লম্বা টিনশেড একটি ঘর বানালাম। পরে আরেকজন দোস্ত একটি টিনশেড মসজিদ তৈরি করে দিল। আলহামদুলিল্লাহ এভাবেই মারকাযের জন্য স্বতন্ত্র জায়গা হয়ে গেল।

উলামা-মাশায়েখগণের দু'আ ও নেক তাওয়াজ্জুহ

এরপর আলহামদুলিল্লাহ হযরতওয়ালা হারদূয়ী (রহ.)-এর নেক দু'আর বরকতে আল্লাহ তা'আলা মারকাযের কাজকে দিন দিন তারাক্কি ও অগ্রসরমাণ রেখেছেন। পাকিস্তান,

Scanned by CamScanner

হিন্দুস্তান ও আরব দেশগুলো থেকে বড় বড় উলামা-মাশায়েখ ও আল্লাহর ওলীগণ মারকাযে তাশরীফ নিয়ে আসছিলেন এবং মারকায ও মারকাযবাসীদের দু'আ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ এ সিলসিলা এখনো জারি আছে।

হযরত মুহিউস সুন্নাহ হারদূয়ী (রহ.)-এর একজন বড় খলীফা পাকিস্তানের হযরত মাওলানা হাকীম আখতার সাহেব (রহ.) একবার ১৯৯৪ ইং সালে মারকাযে আসেন, তখন পুরো বসুন্ধরা এলাকা বিরান জঙ্গল ছিল। এ বিরান মাঠের মাঝেই মারকাযের তা'লীম তারবিয়াতের কাজ জারি ছিল। তখন হাকীম আখতার সাহেব (রহ.) এখানে এসে অনেক দু'আ দিয়েছিলেন। হযরতের অন্তরে মারকাযের ব্যাপারে একটি পঙ্ক্তি উদয় হয়েছিল :

لطف گلشن بھی دے لطف صحرا بھی دے : اے خدا عشق کا کوئی مارا بھی دے

অর্থাৎ, "বাগানের স্বাদ দাও, মরুভূমির মজাও দাও, হে আল্লাহ! প্রেমের জোয়ারও দাও।"

যুগশ্রেষ্ঠ বক্তা, পাকিস্তানের মাওলানা সাইয়্যেদ আব্দুল মাজীদ নাদীম দা.বা. মারকাযের টিনশেড মসজিদে বসে এ দু'আ করেছিলেন, اے اللہ اس جنگل کو منگل بنادے "হে আল্লাহ! এই জঙ্গলকে মঙ্গলকর বানিয়ে দাও!"

দেশ-বিদেশের অগণিত উলামা-মাশায়েখ তাশরীফ এনে তাঁদের মাকবুল দু'আ দিয়ে ধন্য করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহর ওলীগণের এসব দু'আর বরকতে মারকায এখন যাহেরী-বাতেনী ইলম ও আমলের বাগানে পরিণত হয়েছে।

মারকাযের তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহিল ইসলামী : পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ফিকহ ও ফতওয়ার ওপর গবেষণামূলক পড়াশোনার জন্য দুই বছর মেয়াদি শিক্ষা কোর্সসম্বলিত এ বিভাগটি হলো ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশের আওতাধীন বিভাগসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। এতে বাংলাদেশের বিভিন্ন বড় বড় জামেয়া ও মাদ্রাসাসমূহ থেকে দাওরায়ে হাদীস সম্পন্নকারী মেধাবী ও যোগ্য তালেবে ইলমদেরকে লিখিত ও মৌখিক চারটি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভর্তি করানো হয়ে থাকে। মানব জীবনের সকল গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহের শরয়ী সমাধান দেওয়ার ওপর তালেবে ইলমদেরকে অভিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামের নেগরানীতে অধ্যয়ন

Scanned by CamScanner

ও অনুশীলন করানো হয়। বিশেষ করে নিত্যনতুন মাসআলাসমূহের ওপরও গবেষণা করার সুযোগ পায়।

প্রথম বর্ষে উসূলে ফিকহ, উসূলে ইফতা ও নির্বাচিত ফতওয়ার কিতাবসমূহ থেকে আংশিক দরস হয়ে থাকে। এর সাথে উর্দু ও আরবী ফতওয়ার কিতাবসমূহ থেকে দ্বীনের সকল অধ্যায়ের ওপর বিস্তর মুতালা'আ করানো হয়। এ ছাড়া নামায-রোজার সময়সূচিবিষয়ক জ্ঞানও প্রাসঙ্গিক ধারণাসহ শিক্ষা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বর্ষে দ্বীনের সকল অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েলের সঠিক উত্তর দেওয়ার ওপর ফিকহ ফতওয়ার সকল কিতাব দেখে তামরীন বা অনুশীলন করানো হয়, যা অভিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামের সংশোধনের পর রেজিস্টার্ড করানো হয়। সাথে সাথে বহিরাগত সকল মাসআলাসমূহের উত্তর লেখার মাধ্যমে তালেবে ইলমদেরকে অনুশীলন করানো হয়। মীরাছ ও উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন নীতিমালার বিষয়েও বিশদ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় বর্ষের শেষ সাময়িকীতে যেকোনো ফিকহী বিষয়ে গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভ (থিসিস) লেখানো হয়, যা তাদের মুশরিফ মুফতী সাহেবের নেগরানীতে তৈরি হয়ে থাকে। পর্যালোচনার মাধ্যমে বার্ষিক পরীক্ষায় এর মান নির্ণয় হয়।

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা : পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্য

মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ-এর ফতওয়া বিভাগ। 'কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ' নামে পরিচিত। আলহামদুলিল্লাহ সারা দেশেই তা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। আম-খাস, জনসাধারণ ও উলামায়ে কেরামের আস্থার প্রতীকী কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এতে জনজীবনে মানুষ যে সকল সমস্যায় পতিত হয়, কোরআন-সুন্নাহ ও ফিকহ-ফতওয়ার আলোকে এর শরয়ী সমাধান দেওয়া হয়। দারুল ইফতা হতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত ও মৌখিক সমাধান দেওয়া হয়ে থাকে। যেকোনো মাসআলায় ফিকহ ও ফতওয়ার সম্ভাব্য সকল কিতাব খুঁজে এর সঠিক সমাধান বের করা হয়। অতঃপর বিজ্ঞ ১০ জন মুফতীর সামনে তা যাচাই-বাছাই করার জন্য পেশ করা হয়। সকলের যাচাই ও নিরীক্ষণের পর একটি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে স্বাক্ষরসহ তা প্রকাশিত হয়। এ ধরনের ফতওয়ার সংখ্যা, যা মারকাযের রেজিস্টারে জমা রয়েছে, প্রায় ২০ হাজারের মতো হবে। এ ছাড়া টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইলের মাধ্যমে প্রশ্নাবলির উত্তরের সিলসিলা জারি আছে।

যাঁরা আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ইখলাসের সহিত অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ফতওয়া প্রদানের কাজে আমার সহযোগিতা করেছেন, আমি তাঁদের নাম উল্লেখপূর্বক ফরিয়াদ করছি, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁদেরকে উত্তম বদলা দান করুন। আমীন।

Scanned by CamScanner

মুফতী জামালুদ্দীন সাহেব (রহ.) (মৃত্যু : ২২ শাবান ১৪৩৫ হি.)
মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেব দা. বা. (বর্তমান মুহতামিম)
মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ সাহেব দা. বা. (সাবেক মুফতী)
মুফতী এনামুল হক কাসেমী সাহেব দা. বা.
মুফতী আব্দুর রহমান কক্সবাজারী সাহেব দা. বা.
মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল সাহেব দা. বা.
মুফতী মাহমুদুল হক সাহেব দা. বা. (সাবেক মুফতী)
মুফতী মুঈনুদ্দীন সাহেব দা. বা.
মুফতী শরীফুল আজম সাহেব দা. বা.
মুফতী ইহসানুল্লাহ সাহেব দা. বা.
মুফতী জিয়াউর রহমান সাহেব দা. বা.

ফতওয়া বোর্ড বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার আওতাধীন বিজ্ঞ মুফতীয়ানে কেরামের সমন্বয়ে 'ফতওয়া বোর্ড বাংলাদেশ' নামে একটি ফতওয়া বোর্ডও রয়েছে।

এই ফতওয়া বোর্ডের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সামাজিক, সামগ্রিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাসমূহের সমাধানে গবেষণা ও আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় মাঝে মাঝে কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার ব্যবস্থাপনায় ফিকহী সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে দারুল উলূম দেওবন্দ, মাযাহেরুল উলূম সাহারানপুর, দারুল উলূম করাচি, দারুল উলূম হাটহাজারী, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়াসহ দেশের বড় বড় জামিয়ার যোগ্য ফতওয়া বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত থাকেন। উক্ত সেমিনারে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচিত মাসআলাসমূহ নিয়ে মূল্যবান প্রবন্ধ পেশ করা হয়। অতঃপর গভীর গবেষণা ও পর্যালোচনার পর উক্ত মাসআলার ফায়সালা গৃহীত হয়।

যেভাবে শুরু হয় ফতওয়া সংকলন প্রকল্পের কাজ

২০০৯ সাল ফেব্রুয়ারি মাস। দেশের উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার অন্যতম প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশের বিশ (২০) সালা দস্তারবন্দি সম্মেলন আয়োজিত হয়। এ উপলক্ষে মারকায কর্তৃপক্ষ বহুমুখী ও বহুবিধ প্রকল্প হাতে নেয় এবং তা বাস্তবায়িতও হয়। একটি প্রকল্প অনিবার্য কারণবশত বাস্তবায়িত হয়নি। তা হলো, ফতওয়া সংকলন প্রকল্প। অর্থাৎ এ পর্যন্ত মারকায থেকে প্রদত্ত সকল ফতওয়া তারতীব দিয়ে সম্পাদনা ও পরিমার্জনা করে প্রকাশ করা।

পরবর্তীতে প্রকল্পটিকে মারকাযের নিয়মিত প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসা হয়। জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়। ব্যবস্থা করা হয় সকল উপকরণের। দুর্ভাগ্যবশত ২০১৩ সাল পর্যন্ত

Scanned by CamScanner

এ প্রকল্পের উল্লেখ করার মত কোনো অগ্রগতি হয়নি। ফলে আমি বেশ চিন্তিত ছিলাম, কিভাবে প্রকল্পটির কাজ নতুনভাবে শুরু করা যায়। একপর্যায়ে বিষয়টি নিয়ে অনেক শলা-পরামর্শের পর মুফতী আরশাদ রহমানী, মুফতী জামালুদ্দীন (রহ.) ও মুফতী এনামুল হক কাসেমীর নেগরানীতে নওজওয়ান ক'জন মুফতীর (মুফতী শাহেদ রহমানী, মুফতী নূর মুহাম্মাদ, পরবর্তীতে যুক্ত হয় মুফতী মুহাম্মাদ মুর্তাজা ও মুফতী মাহমুদ হাসান) একটি টিম গঠন করে তাঁদের দায়িত্বে প্রকল্পটির কাজ সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু করা হয়। তাঁরা প্রকল্পটির কাজ বহুদূর এগিয়ে নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। এখন দুটি খণ্ড প্রকাশ করে পাঠকদের সামনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং বক্ষমাণ দুটি খণ্ড তারই বাস্তব রূপ। প্রকল্পটি ধারাবাহিক চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ। তবে জানি না এর শেষ দেখে যেতে পারব কি না। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা এই মেহনতকে কবুল করুন এবং সর্বস্তরের মুসলমান, বিশেষ করে আলেম সমাজের জন্য দ্বীনি ইলমের পাথেয় ও এ কাজে জড়িত সকলের জন্য নাজাতের উসীলা হিসেবে মনোনীত করুন। আমীন।

উল্লেখ্য যে, এ কাজের উদ্দেশ্যে মারকাযের মুফতীয়ানে কেরামের একটি কমিটিও গঠন করা হয়। যার বিস্তারিত কার্যবিবরণী নিম্নরূপ :

কমিটি গঠন

তারতীবের দায়িত্বেরতগণ দীর্ঘ এগারো (১১) মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারতীবের প্রথম ধাপ পাড়ি দিয়ে মূল কাজ শুরুর প্রাক্কালে ১৭ই শাবান ১৪৩৫ হিজরী বাদ মাগরিব আমার কার্যালয়ে পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়। মজলিসে যাঁদেরকে আহ্বান করা হয় তাঁরা হলেন :

১. মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেব দা. বা.
২. মুফতী জামালুদ্দীন সাহেব (রহ.) (মৃত্যু : ২১ শাবান ১৪৩৫ হি.)
৩. মুফতী এনামুল হক কাসেমী দা. বা.
৪. মুফতী মাহমুদুল হক সাহেব দা. বা. (সাবেক মুফতী)
৫. মুফতী মুহাম্মদ সুহাইল সাহেব দা. বা.
৬. মুফতী আব্দুস সালাম সাহেব দা. বা.
৭. মুফতী রফিকুল ইসলাম আলমাদানী সাহেব দা. বা.
৮. মুফতী শরীফুল আজম সাহেব দা. বা.
৯. মুফতী মুঈনুদ্দীন সাহেব দা. বা.
১০. মুফতী শাহেদ রহমানী সাহেব দা. বা.
১১. মুফতী নূর মুহাম্মদ সাহেব দা. বা.

Scanned by CamScanner

আমি তাঁদের সামনে মারকাযের ফতওয়ার সুবিশাল ভাণ্ডারকে তারতীব দিয়ে কিতাব আকারে উম্মাহের খেদমতে পেশ করার প্রস্তাব রাখি। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গৃহীত সিদ্ধান্ত

উক্ত মজলিসে নিচের সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয় :

১. প্রশ্ন ও উত্তর পুনর্বার যাচাই-বাছাই এবং সম্পাদনা পরিষদ গঠন। উক্ত পরিষদের সদস্যবৃন্দ হলেন :
   (ক) মুফতী জামালুদ্দীন সাহেব (রহ.) (জিম্মাদার)
   (খ) মুফতী এনামুল হক কাসেমী সাহেব দা. বা. (সদস্য)
   (গ) মুফতী শরীফুল আজম সাহেব দা. বা. (সদস্য)
   (ঘ) মুফতী মুঈনুদ্দীন সাহেব দা. বা. (সদস্য)
২. সম্পাদনা পরিষদ দৈনিক এক ঘণ্টা দপ্তরে তা'লীমাতে সম্পাদনার কাজ করবেন।
৩. সম্পাদনা পরিষদ প্রয়োজন মনে করলে মুফতী নূর মুহাম্মদ সাহেবকে তলব করতে পারবেন।
৪. প্রতি মাসে কাজের অগ্রগতির পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনামূলক বৈঠক আহ্বান করা।
৫. এই প্রকল্পের ব্যবস্থাপক হিসেবে কাজ করবেন মুফতী আরশাদ রহমানী সাহেব দা. বা.।
৬. মারকাযের সব বিভাগের প্রত্যেক উস্তাদ এ কাজে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন।

১৬ জিলহজ ১৪৩৫ হিজরীর সিদ্ধান্ত

মুফতী জামালুদ্দীন সাহেব (রহ.)-এর আকস্মিক মৃত্যুতে মারকায ছিল শোকাহত, বাক্‌রুদ্ধ। তাই দীর্ঘ তিন মাস পর আবার একটি মিটিং হয়। শুরুতেই আলোচনা হয়, "২১ শাবান ১৪৩৫ হিজরীর জুমু'আর দিন এই প্রকল্পের আহ্বায়ক হযরত মাওলানা মুফতী জামালুদ্দীন সাহেব (রহ.)-এর ইন্তেকাল ও অন্তর্বর্তীকালীন বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে দেরিতে হলেও আজ আবার ফতওয়ার তারতীবসংক্রান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকের শুরুতেই আমরা মরহুমের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে দু'আ করি এবং এই প্রত্যাশা করি, এ কাজে মরহুমের রূহানী তাওয়াজ্জুহ জারি থাকবে।"
এরপর মুফতী জামালুদ্দীন সাহেব (রহ.)-এর স্থানে মুফতী এনামুল হক কাসেমী সাহেবকে এই কমিটির জিম্মাদার হিসেবে মনোনীত করা হয় এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়।

Scanned by CamScanner

পেশ কালাম

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد !

আল্লাহ তা'আলার লাখো-কোটি শোকরিয়া, মহান রাব্বুল আলামীনের বিশেষ দয়ায়, হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর নেক তাওয়াজ্জুহের বরকতে দেশের শীর্ষস্থানীয় অন্যতম ফিকহী গবেষণা কেন্দ্র মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ থেকে মুসলিম মিল্লাতের যুগচাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে জারীকৃত হাজারো ফতওয়ার সংকলন 'ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত' আজ পাঠকদের হাতে। এটি হযরত ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। আমরা এই কাজের যাবতীয় নেকী তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনায় উৎসর্গ করলাম।

এটি একটি ফতওয়া সমগ্র। তাই শুরুতে ফিকহ ও ফতওয়াসংক্রান্ত জরুরি কিছু বিষয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করা হলো।

ফিকহের পরিচিতি

ইসলামের প্রথম যুগে 'ফিকহ' বলতে পুরো দ্বীনের গভীর জ্ঞান-বুঝকে বোঝানো হতো। কোরআন-সুন্নাহে উল্লিখিত বিধানাবলি তিন প্রকার :

এক. কিছু বিধান এমন, যার সম্পর্ক আক্বায়েদ বিশ্বাসের সাথে। যেমন–আল্লাহর জাত-সিফাত ও একত্ববাদের ওপর ঈমান আনয়ন করা, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব এবং রাসূলগণের ওপর ঈমান আনয়ন করা, আখেরাত ও তাকদীরের ওপর ঈমান রাখা, কুফর-শিরক থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি।

দুই. কিছু বিধান এমন আছে, যার সম্পর্ক বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথা–হাত, পা, কান, নাক ও মুখ ইত্যাদির সাথে সম্পৃক্ত। যেমন–নামায, রোজা, যাকাত, হজ, জিহাদ, বিবাহ-শাদি, তালাক, কসম, কাফফারা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, মীরাস, অসিয়ত, অপরাধ, বিচার-আচার, সাক্ষ্য, সালাম-মুসাফাহা, পানাহার, ঘুমানো, মেহমানদারি ইত্যাদি।

তিন. কিছু বিধান এমন, যার সম্পর্ক বান্দার বাতেন ও কলবের সাথে। যেমন–আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত, আল্লাহর প্রতি ভয়, যুহদ-তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, ইখলাস, সবর, শোকর ইত্যাদি। অনুরূপ অহংকার, বিদ্বেষ, অহমিকা, রাগ ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা। এই তিন প্রকারের বিধান দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত এবং একটি অন্যটির জন্য আবশ্যকীয়। কোরআনে প্রত্যেক প্রকারের আলোচনা অসংখ্য জায়গায় হয়েছে। কখনো একটিমাত্র আয়াতেই প্রত্যেক প্রকারের আলোচনা হয়েছে। যেমন–ইরশাদ করেন :

وَالْعَصْرِ ○ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ○ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

Scanned by CamScanner

"কালের শপথ! বস্তুত মানুষ অতি ক্ষতির মধ্যে আছে। তারা ব্যতীত, যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং একে অন্যকে সত্যের উপদেশ দেয় ও একে অন্যকে সবরের উপদেশ দেয়।" (সূরা আসর : ১-৩)

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত ঈমানের সম্পর্ক আক্বায়েদের সাথে। আমলে সালেহের সম্পর্ক দ্বিতীয় প্রকারের সাথে। আর হক্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার সম্পর্ক প্রত্যেক প্রকারের সাথে।

এ রকমভাবে সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যেও প্রত্যেক প্রকারের উল্লেখ রয়েছে। যেমন–প্রসিদ্ধ 'হাদীসে জিবরীলে' দ্বীন বলতে এই তিন প্রকারকেই বোঝানো হয়েছে।

অতএব, উল্লিখিত তিন প্রকারের মধ্য হতে কোনো এক প্রকারের বিধানকে উপেক্ষা করলে দ্বীন কখনো পরিপূর্ণ হবে না। এই তিন প্রকারের বিধান সম্পর্কে গভীর জ্ঞানকেই ইসলামের প্রথম যুগে ফিক্‌হ বলা হতো। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ফিকহের সংজ্ঞা এভাবে করেছেন :

هو معرفة النفس ما لها وما عليها

অর্থাৎ "বান্দার জন্য জায়েয বা নাজায়েয বিষয়ের জ্ঞান লাভ করার নাম ফিকহ।" (কাশফুল আসরার : ১/৫)

এই সংজ্ঞাটি তিনটির সব প্রকারের আহকামকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাই তো তিনি আক্বায়েদবিষয়ক একটি কিতাব লেখেন, যার নামকরণ করেন 'الفقه الاكبر'। এতে বোঝা যায়, তাঁর মতে ইলমে আক্বায়েদ ইলমে ফিকহেরই অবিচ্ছেদ্য একটি অঙ্গ। বিষয়টি হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর একটি উক্তি থেকে আরো স্পষ্ট হয়, যা তিনি ফরক্বাদ আসসানজীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

فقال الحسن: ثكلتك أمك، وهل رأيت فقيها بعينك؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الورع، الكاف عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لجماعتهم.

"তোমার চোখে কখনো কোনো ফকীহ দেখেছ? ফকীহ তো ওই ব্যক্তি, যে দুনিয়াবিমুখ, আখেরাতমুখী, নিজের দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞান রাখে, সর্বদা নিজের রবের ইবাদত করে, মুত্তাকী-পরহেজগার, মুসলমানের ইজ্জত আবরু বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকে, তাদের ধন-সম্পদের প্রতি পরিপূর্ণ মাত্রায় অনীহা থাকে এবং মুসলমানদের কল্যাণকামী হয়।" (রদ্দুল মুহতার ১/৩৭-৩৮)

Scanned by CamScanner

হাসান বসরী (রহ.)-এর উক্তি থেকে বোঝা যায়, দ্বীনি আহকাম সম্পর্কে শুধু জ্ঞান রাখাই ফকীহ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং এসব বিধান জানার সাথে সাথে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমলে পরিণত করাও ফকীহ হওয়ার শর্ত। আমলী জীবনে দ্বীনি আহকামের বাস্তবায়ন ছাড়া যে যত বড় আলেমই হোক না কেন, তাকে 'ফকীহ' বলা যাবে না এবং সে এর যোগ্যও নয়।

আরো বোঝা গেল, ফিকহ তিন প্রকারের আহকামের সমষ্টির নাম।

পৃথক 'ফন'-এর রূপ ধারণ

পরবর্তীতে তিন প্রকারের আহকামকে তিনটি পৃথক পৃথক 'ফন' তথা বিষয়বস্তুর রূপ দেওয়া হয় এবং উলামায়ে কেরাম প্রতিটি বিষয়কে সুবিন্যস্ত করে পৃথক পৃথক কিতাব রচনা করেন। কেউ শুধুমাত্র আক্বায়েদের ওপর কিতাব রচনা করেন এবং এ বিষয়টিকে 'ইলমে কালাম' হিসেবে নামকরণ করেন। আবার কেউ শুধু বাহ্যিক আমলের বিধানসম্বলিত কিতাব রচনা করেন এবং এ বিষয়টি 'ইলমে ফিকহ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কেউ কেউ বাতেনী আমলকে গবেষণার বিষয়বস্তু বানিয়ে এ বিষয়ে কিতাব লেখেন। এ বিষয়টির নামকরণ করা হয় 'ইলমে তাসাওউফ' 'ইলমে সুলূক' ও 'ইলমে তরীকত'।

ফিকহের সংজ্ঞা :

ফিকহের মধ্যে শামিল তিন ধরনের বিধানাবলির মধ্য হতে দুই ধরনের বিধান পৃথক ফনের রূপ ধারণ করার কারণে ফিকহের পরিধি সীমিত হয়ে যায়। তাই মুতাআখ্খিরীন ফুকাহায়ে কেরাম ফিকহকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন :

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

"ফিকহ হলো, বিস্তারিত দলিলসমূহ থেকে সংগৃহীত বাহ্যিক আমল সম্পর্কীয় যাবতীয় শরয়ী বিধান জানা।"

সংজ্ঞাটির সারসংক্ষেপ ব্যাখ্যা এই যে বান্দার বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা সংঘটিত প্রতিটি কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াসের তাফসিলি দলিলের মাধ্যমে এ কথা জানার নাম ফিকহ যে এ কাজটি ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ অথবা এ কাজটি হারাম, মাকরূহে তাহরীমী বা মাকরূহে তানযীহী। বর্তমানে ফিকহ বলতে এটাকেই বোঝানো হয়। ফিকহের সংকলন এবং তার দালিলিক ভিত্তি নিয়ে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো।

Scanned by CamScanner

ইসলামী জীবনব্যবস্থা

অনস্বীকার্য বিষয় হলো, আধুনিকতার এ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, রিসার্চ, যাচাই-বাছাই এবং নিত্যনতুন গবেষণা কতই না অজানা দিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে। মানুষ নিজের মেধাশক্তি দিয়ে মহাকাশে বিজয় কেতন উড়িয়েছে। পৃথিবীর পরিধি পাড়ি দিয়ে রাজত্ব কায়েম করেছে লাখো মাইল দূরে শূন্যে অবস্থিত গ্রহ-উপগ্রহে। কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায়, আধুনিকতার উৎকর্ষের এ যুগে সেই সুশৃঙ্খল জীবনের লেশমাত্র নেই, যা মানুষকে মানবতা শেখায়, অলংকৃত করে মানবিক শিষ্টাচারে। এ গ্রহে চারিত্রিক পবিত্রতা এখন কল্পনাতীত। আক্বায়েদ ও লেনদেনে নেই দৃঢ়তা, অন্তরে নেই ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের রোশনি, আমানত ও দিয়ানতদারি বিলুপ্তির পথে। মোটকথা, মানুষ আজ সব কিছুরই মালিক মানবিক গুণাবলি ছাড়া। সে সব কিছুই পেয়েছে, হারিয়েছে শুধু মনুষ্যত্ব।

ইসলাম আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ মনোনীত ধর্ম, যা স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কোরআনে করীমে দিয়েছেন। ইরশাদ করেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

অর্থাৎ "আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে (চিরদিনের জন্য) পছন্দ করে নিলাম।" (সূরা মায়েদা : ৩)

ইসলামকে মনোনীত করে পাঠানোর উদ্দেশ্যেই হলো, পুরো বিশ্ব ও বিশ্ববাসীকে আল্লাহপ্রদত্ত নিয়মনীতি ও বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা এবং সেসব কাঙ্ক্ষিত দিকগুলোকে উদ্ভাসিত করা, যা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষিত, আভিজাত্য, সম্মান, একতা, ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম-ভালোবাসার অফুরন্ত নেয়ামতের প্রাচুর্য এনে দেবে। বঞ্চিত হবে না মানবতা ও মনুষ্য গুণাবলি থেকে, যা একজন মানুষ ও জীবজন্তুর মাঝে পার্থক্য নির্ণয়কারী। সুশৃঙ্খল উন্নত জীবনব্যবস্থা কিয়ামত পর্যন্ত চলমান থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেন এবং নিজেই পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করার ঘোষণা করেন। ইরশাদ করেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই এ উপদেশবাণী (কোরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষাকর্তা।" (সূরা হিজর : ৯)

Scanned by CamScanner

অন্যদিকে রহমতে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বিশ্ববাসীর শিক্ষক ও দীক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন এবং নবুওতের সিলসিলা তাঁর মাধ্যমেই সমাপ্তি করেন। যেন মানুষের জন্য পূর্ণ আস্থার সাথে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ও প্রদর্শিত রাহের ওপর ঈমান আনয়ন করা সহজতর হয় এবং এটাকে নিজের জীবনের মূল উদ্দেশ্যে পরিণত করে নেয়। তবেই একজন মানুষ তার মঞ্জিলে মাকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হবে, যা তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনব্যবস্থা

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, চলাফেরা, কথাবার্তা, ওঠাবসা–মোটকথা দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে-প্রতিক্ষণে ইসলামী নেজামে হায়াতকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। আফতাবে নবুওয়াত অস্তমিত হলেও অন্ধকারে তাঁরা হারিয়ে যাননি। নবুওয়াতের সূর্য ডুবে গেলেও তার উত্তাপ তাঁদের মাঝে ছিল অম্লান। তাই তো আফতাবে নববীর বিদ্যমানে ও অবর্তমানে তাঁদের চলন-বলন, নম্রতা-ভদ্রতা, ঈমান-আক্বীদা, ইবাদত-বন্দেগী, তাকওয়া-পরহেজগারী এবং আত্মোৎসর্গের জযবায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়নি। ঈমানের কোনো শাখা সঙ্কুচিত হবে (?) এক মুহূর্তের জন্যও তা বরদাস্ত করতেন না। কওলে রাসূল ও ফে'লে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চলমান মূর্ত প্রতীক ছিলেন তাঁরা। তাঁদের কোনো কাজকর্ম নববী আদর্শের খেলাফ ছিল না। চির সত্য হলো, তাঁরা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় চেরাগে নূর ছিলেন, যা বসতির পর বসতি, দেশের পর দেশকে জ্যোতির্ময় ও উদ্ভাসিত করে রেখেছিল। যে কারণে তাঁরা নেযামে হায়াত তথা ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে নতুন ধাঁচে সংকলন করার প্রয়োজন বোধ করেননি।

ফিকহের সংকলন

কোরআন ও সুন্নাহে সর্বযুগে নতুন নতুন সৃষ্ট অসংখ্য মাসআলার বিধান পৃথক-পৃথকভাবে স্পষ্ট বিবৃত হয়নি। শাখাগত সেসব বিধানই সুস্পষ্ট বিবৃত হয়েছে আহদে রেসালাতে যেগুলোর প্রয়োজন হয়েছে। তবে বিধিবিধানের এমন মূলনীতি সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত সব বিষয়ে শাখাগত যাবতীয় বিধানের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।

এ কথা সবার জানা যে মানুষ জীবনযাত্রায় যত উন্নতি সাধন করেছে, তার প্রয়োজন ও জরুরতের পরিধি ততই বেড়েছে। আহদে রেসালতের পর যখন নতুন নতুন ভূখণ্ড ইসলামী হুকুমতের অন্তর্ভুক্ত হতে লাগল এবং বিভিন্ন জাতি ইসলামের সুশীতল

Scanned by CamScanner

ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগল, মুসলমানদেরকেও ভিন্ন সভ্যতার সম্মুখীন হতে হলো। তখন নিত্যনতুন সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকল। মানুষের মনমানসিকায় অতি দ্রুত পরিবর্তন আসতে শুরু করল। সহজ-সরল, সাদাসিধা জীবনব্যবস্থা ছেড়ে রোম, পারস্য ও অন্যান্য অনারব রাষ্ট্রের ভোগবিলাসিতায় তলিয়ে যেতে লাগল। তখন এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসেন সাহাবায়ে কেরাম। কোরআন-সুন্নাহে তাঁদের নিরলস গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে অসংখ্য সমস্যার সমাধান বের হয়ে আসে, যা সংকলিত হলেও ছিল বিক্ষিপ্ত ছড়ানো-ছিটানো। কারণ তখনও ইলমে ফিকহকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে গণ্য করা হতো না। এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে যাদের নাম আসে তাঁরা হলেন হযরত ওমর (রা.), আলী (রা.), ইবনে মাসউদ (রা.), আয়েশা (রা.), যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.), ইবনে ওমর (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ।

সাহাবা যুগের পর হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে নিত্যনতুন সমস্যা ও মানুষের মনমানসিকতায় পরিবর্তনের হাওয়া তীব্র আকার ধারণ করল। তখন ইলমে ফিকহের বিশাল বিস্তৃত ও ব্যাপকতর এ বিষয়টিকে সংকলিত ও সংবিধান আকারে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে দেখা দিল। তাই সময় ও অবস্থার দাবি হয়ে দাঁড়াল কোরআন ও সুন্নাহের ইলমকে নতুন আঙ্গিকে সংকলন করার। কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবাদের আমল-উক্তি অনুসন্ধান করে এবং দ্বীনি জ্ঞানভাণ্ডারকে সামনে রেখে ইসলামী জীবনব্যবস্থার এমন সংবিধান প্রণয়ন করার, যা জ্ঞানী-মূর্খ মেধাবী-মেধাহীন, আরবী-অনারবী, শহুরে-গ্রাম্য–সবার জন্য সহজবোধ্য হয়। আর যেসব বিষয়ের স্পষ্ট বিধান কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীগণের আমল ও উক্তিসমূহে বিদ্যমান নেই, উলামায়ে কেরাম নিজেদের প্রজ্ঞা দিয়ে ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারে অনুসন্ধান, গবেষণা ও ইজতেহাদ করে সেসব বিষয়ের বিধান উদ্‌ঘাটন করেন। যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শরীয়ত মোতাবেক জীবন যাপন করা দুঃসাধ্য না হয়ে পড়ে। সাথে সাথে তাড়াহুড়োপ্রবণ ও সহজ অনুসন্ধানীরা শরীয়তের বিধান অনুসন্ধানের কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি পায়।

ফিকহ্ শাস্ত্রের সংকলক ইমাম আবু হানীফা (রহ.)

সর্বজনবিদিত যে ইসলাম সর্বব্যাপী বিস্তৃত স্থায়ী জীবনব্যবস্থার নাম। এ বৈশিষ্ট্যের স্থায়িত্বের জন্য ইসলাম সর্বযুগে, সর্বস্থানে মানবিক প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসার সুযোগ রেখেছে। যেন কখনো কোনো স্থানে ইসলামের অনুসারীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে অপারগ না হয়। তাই তো হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে উলামায়ে কেরাম ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। ইমাম আযম আবু হানীফা নু'মান ইবনে সাবেত (রহ.)-ও সময়ের এই দাবি উপলব্ধি করেন। উপলব্ধি থেকে সংকল্প, অতঃপর সংকল্প বাস্তবায়নে তিনিই সর্বপ্রথম এ মহান এবং অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তবে তিনি এ কাজ একবারেই করেননি;

Scanned by CamScanner

করেছেন ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে, পর্যায়ক্রমে। এককভাবেও অঞ্জাম দেননি, বরং যুগশ্রেষ্ঠ অনেক আলেমের সমন্বয়ে দিয়েছেন। যাঁদের প্রত্যেকেই একেক বিষয়ে বা সর্ব বিষয়ে বিজ্ঞ অতুলনীয় ও যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। জ্ঞানবিদ্যায় সূক্ষ্মদর্শী ও অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তাকওয়া, পরহেজগারী, খোদাভীরুতার উচ্চাসনে ছিলেন সমাসীন। এভাবেই তিনি যুগের নক্ষত্রতুল্য আলেমদের নিয়ে গঠন করেন ফিকহ পরিষদ, যার সদর ছিলেন তিনি নিজেই। এই পরিষদ পরিচালনায় যত গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন সবই ছিল তাঁর মাঝে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। তাঁর যুগের এমন কোনো দ্বীনি গবেষণাগার খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখান থেকে তিনি সচেতনতা ও সতর্কতার সহিত উপকৃত হননি। হাজার হাজার মুহাদ্দিস ও শায়েখের ফয়েজপ্রাপ্ত ছিলেন। কমবেশি চার হাজার তাবেঈ, মুহাদ্দিস আলেম ও ফকীহ থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান

প্রসিদ্ধ চার ইমাম, যাঁদের মাযহাব বর্তমানে পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে তাঁদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইলম, মর্যাদা, যুগ, বয়স–সর্ব দিক থেকে অগ্রগামী ছিলেন। অবশিষ্ট তিন ইমামের প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁর ফয়েজপ্রাপ্ত ছাত্র ছিলেন। বিষয়টিকে 'আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এভাবে তুলে ধরা হয়েছে:

إلا من اشتهرت مذاهبهم هم أربعة أبو حنيفة الكوفى، ومالك وأحمد والشافعى، وأولهم الأول ويعاصره الثانى، وقيل روى الأول من الثانى، وقيل بل الثانى تلميذ للأول، والثالث تلميذ للرابع، والرابع تلميذ للثانى وبعض تلامذة الأول.

"যাঁদের মাযহাব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাঁরা চারজন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.)., ইমাম আহমদ (রহ.) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহ.)। এই চারজনের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সর্বাগ্রে, ইমাম মালেক (রহ.) তাঁর সমকালীন। কেউ কেউ বলেন, ইমাম মালেক (রহ.) থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.). হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এমনটি নয়, বরং ইমাম মালেক (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ছাত্র। ইমাম আহমদ (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ছাত্র। আর ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.)-এর ছাত্র এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রদের ছাত্র।" (পৃ. ৭)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একদিকে ছিলেন তাবেঈ, যে গৌরব অন্য তিন ইমামের কারো অর্জন হয়নি। অন্যদিকে তিনি তাঁদের চেয়ে বয়সেও ছিলেন বড়। ইমাম মালেক থেকে ১৫ বছরের, ইমাম শাফেয়ী থেকে ৭০ বছরের এবং ইমাম আহমদ (রহ.) থেকে ৮৪ বছরের।

Scanned by CamScanner

মোল্লা আলী কারী (রহ.) তাঁর মর্যাদা ও গুণাবলি এভাবে তুলে ধরেন :

الحاصل ان التابعين افضل الامة بعد الصحابة،... ... فنعتقد ان الإمام الاعظم والهمام الاقدم ابو حنيفة رضى الله عنه افضل الائمة المجتهدين، ثم الإمام مالك رضى الله عنه، فإنه من اتباع التابعين، ثم الإمام الشافعى رضى الله عنه لكونه تلميذ الإمام مالك رضى الله عنه، بل تلميذ الإمام محمد رضى الله عنه، ثم الإمام احمد بن حنبل رضى الله عنه، فإنه كالتلميذ للشافعى رضى الله عنه-

অর্থ, "মোটকথা হলো, সাহাবায়ে কেরামের পর সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী তাবেঈগণ। ... ... অতএব আমাদের বিশ্বাস হলো, মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী এবং ফকীহগণের মধ্যে তিনি সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন। তারপর ইমাম মালেক (রহ.)-এর অবস্থান। কারণ তিনি তাবে-তাবেঈনের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)। কারণ তিনি ইমাম মালেক (রহ.)-এর ছাত্র, বরং ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এরও ছাত্র। এরপর ইমাম আহমদ (রহ.)-এর স্থান। কারণ তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ছাত্রের পর্যায়ভুক্ত।" (শরহুল ফিকহিল আকবার, পৃ. ১২০)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অবদান

ফিকহ তথা ইসলামী আইন সংকলনে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অবদান অবিস্মরণীয়। মুসলমানমাত্রই তাঁর এই অবদানকে চির কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে থাকে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় বদলে যাওয়া বর্তমান যুগে ইসলামী আইনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হলে তাঁর এই মহান খেদমতকে সম্বল হিসেবে গ্রহণ করার কোনো বিকল্প নেই। তিনি সব প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে খোদায়ী মদদপুষ্ট হয়ে এ মহান কাজ সম্পাদন করেন। তাঁকে শুধুমাত্র ফিকহের প্রবর্তক হিসেবে স্বীকৃতি দিলে তাঁর প্রতি সুবিচার হবে না। কেননা তাঁর বহুমুখী কর্মসূচি ও বৈপ্লবিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে নির্দ্বিধায় বলা যায় তিনি ইমামে ইনকিলাব বা একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লবের মহানায়ক। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এর স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, الناس عيال لأبى حنيفة فى الفقه "ফিকাহ শাস্ত্রে সকলেই ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর পরিবারভুক্ত"। তিনি কর্তা, অন্যরা অধীনস্ত।

হাফেয সুয়ূতী (রহ.) তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন,

إنه أول من دون الشريعة ورتبه أبوابا، ثم تابعه مالك بن أنس فى الموطأ، ولم يسبق أبا حنيفة أحد.

Scanned by CamScanner

“তিনিই (আবু হানীফা রহ.) সর্বপ্রথম ইসলামী আইন শাস্ত্রের সংকলন করেন এবং এটাকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেন। অতঃপর ইমাম মালেক মুআত্তার বিন্যাসে তাঁরই অনুসরণ করেন। এই ময়দানে আবু হানীফাকে কেউ পেছনে ফেলতে পারেনি।” (তাবয়ীযুস সহীফা)

‘জামেউল মাসানীদে’ উল্লেখ রয়েছে, আবু সুলায়মান আল জাওযজানী (রহ.) বলেন :

قال لی احمد بن عبد الله قاضی البصرة : نحن أبصر بالشروط من أهل الكوفة، فقلت له: ان الانصاف بالعلماء أحسن، وإنما وضع هذا ابو حنيفة فانتم زدتم ونقصتم وحسنتم الألفاظ، ولكن هاتوا شروطكم وشروط أهل الكوفة قبل أبي حنيفة، فسكت، ثم قال: التسليم أولى من المجادلة فی الباطل.

“আমাকে বসরার বিচারপতি আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আইন প্রণয়নের বেলায় আমরা কুফাবাসীদের চেয়ে বিচক্ষণ। তখন আমি তাঁকে বললাম, আলেমদের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ উত্তম। আইনপ্রণেতা হলেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.)। আপনারা তো কিছু সংযোজন-বিয়োজন করেছেন এবং চমকপ্রদ কিছু শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আপনার দাবি বাস্তবসম্মত হলে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর পূর্বে প্রণীত আপনাদের এবং কুফাবাসীর আইন প্রদর্শন করুন। এ কথা শুনে তিনি নিশ্চুপ হয়ে যান। অতঃপর বলেন, “অন্যায় দাবির ওপর তর্ক-বিতর্ক করার চেয়ে সত্য মেনে নেওয়াই শ্রেয়।”

তাঁর পরিকল্পনা শুধু ফিকহের বাস্তবিক প্রয়োগে সীমাবদ্ধ ছিল না বরং এর বাস্তবিক প্রয়োগের জন্য একদল যোগ্য লোক গড়ে তোলার মহাপরিকল্পনাও হাতে নেন এবং মহান করুণাময়ের অশেষ রহমতে তা বাস্তবায়ন করতেও সক্ষম হন।

ফিকহী পার্লামেন্ট

তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে একদিন বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হন একটি ফিকহী পার্লামেন্টের। যার প্রত্যেক সদস্য ছিলেন প্রখর মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বোধশক্তিসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান আলেম।

পার্লামেন্ট সদস্যদের সংখ্যা ও যোগ্যতা

তিনি এই পার্লামেন্ট বা মজলিসে শুরা গঠন করেন যুগশ্রেষ্ঠ ৪০ জন আলেমকে নিয়ে, যাঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন মুজতাহিদ। যেকোনো কঠিন ও জটিল বিষয়ের শরয়ী সমাধান বের করার জন্য যতটুকু যোগ্যতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তার সবই ছিল তাঁদের মধ্যে শতভাগ বিদ্যমান। এ ছাড়া কেউ কেউ ছিলেন বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের শাখায় পণ্ডিত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও বিচক্ষণ। ‘মুসনাদে খুওয়ারযামী’তে রয়েছে :

Scanned by CamScanner

أن الإمام اجتمع معه ألف من أصحابه أجلهم وأفضلهم أربعون قد بلغوا حد الاجتهاد، فقربهم وأدناهم وقال لهم: إني ألجمت هذا الفقه وأسرجته لكم فأعينوني

"ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁর এক হাজার ছাত্রকে একত্রিত করেন। যাঁদের মধ্যে অত্যধিক সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন ৪০ জন। তাঁদের প্রত্যেকেই ইজতিহাদ করার উপযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁদেরকে নির্বাচিত করে সম্বোধন করেন যে তোমাদের জন্য আমি ইলমে ফিকহকে সজ্জিত করার মনস্থ করেছি। অতএব এ ব্যাপারে তোমরা আমাকে সহযোগিতা করো।" (রদ্দুল মুহতার ১/৬৭)

এভাবেই তিনি খোদাভীরু- যুগশ্রেষ্ঠ আলেমদের সমন্বয়ে ইসলামী জীবনব্যবস্থার আইনি ধারা প্রণয়ন এবং শরীয়া মূলনীতি ও শাখাগত বিষয়াদির নকশা তৈরি করেন, যা সর্বদিক দিয়ে শোধিত, মার্জিত, সুবিন্যস্ত এবং মানবজীবনের সর্বদিক নিয়ে ব্যাপৃত।

সংকলন পদ্ধতি

সংকলন পদ্ধতি সম্পর্কে ইমাম আবু জা'ফর (রহ.) শাক্বীক বলখী (রহ.) থেকে নকল করেন যে তিনি বলেন,

كان الإمام أبو حنيفة من أورع الناس، وأعبد الناس، وأكرم الناس، وأكثرهم احتياطا في الدين، وأبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عز وجل، وكان لا يضع مسألة في العلم حتى يجمع أصحابه عليها ويعقد عليها مجلسا، فإذا اتفق أصحابه كلهم على موافقتها للشريعة قال لأبي يوسف أو غيره ضعها في الباب الفلاني. اهـ كذا في الميزان للإمام الشعراني قدس سره.

"ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাকওয়া-পরহেযগারী, ইবাদত-বন্দেগী, ইজ্জত-সম্মান ও দ্বীনের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনে ছিলেন সর্বাগ্রে। তিনি আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করা থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। মজলিসে শুরার সদস্যদেরকে একত্রিত করে আলোচনা-পর্যালোচনা করা ব্যতীত কোনো ইলমী মাসআলা লিপিবদ্ধ করতেন না। যখন শুরার সকলে শরয়ী কোনো মাসআলার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করতেন, তখনই তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বা অন্য কাউকে বলতেন, এই মাসআলাটি অমুক অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করো।" (রদ্দুল মুহতার ১/৬৭)

বিশেষ বিশেষ জটিল মাসআলার ব্যাপারে দীর্ঘদিন পর্যন্ত আলোচনা-পর্যালোচনা অব্যাহত থাকত। পরিশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলেই তা লিপিবদ্ধ করা হতো। যেমন–আসাদ ইবনে আমর (রহ.) বলেন,

Scanned by CamScanner

كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة، فيأتي هذا بجواب، وهذا بجواب، ثم يرفعونها إليه، ويسألونه عنها، فيأتي الجواب من كثب - أي من قرب -، وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام، ثم يكتبونها في الديوان.

"শুরার সদস্যবৃন্দ কোনো কোনো মাসআলার উত্তরে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সঙ্গে মতানৈক্য করতেন, কেউ একটি উত্তর প্রদান করলে অন্যজন ভিন্ন উত্তর প্রদান করতেন। তখন মতানৈক্যপূর্ণ মাসআলাটি আবু হানীফা (রহ.)-এর খেদমতে পেশ করা হতো এবং তাঁর কাছে এর উত্তর জানার আবেদন করা হতো। তিনি এর রিসার্চমূলক উত্তর প্রদান করতেন। কখনো কখনো তাঁরা কোনো মাসআলার ব্যাপারে তিন দিন পর্যন্ত আলোচনা অব্যাহত রাখতেন। অতঃপর তা রেজিস্ট্রিতে লিপিবদ্ধ করতেন।" (মুকাদ্দামায়ে নাসবুর রায়াহ ১/৩৮)

আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহ.) 'মুসনাদে খুওয়ারযামী' থেকে নকল করেন,

فكان إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر آخر الأقوال فيثبته أبو يوسف، حتى أثبت الأصول على هذا المنهاج، شورى، لا أنه تفرد بذلك كغيره من الأئمة.

"যখন কোনো জটিল মাসআলা পেশ হতো, তখন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) শুরার সদস্যদের সাথে আলোচনা-পর্যালোচনা এবং মতবিনিময় করতেন। প্রথমে এ বিষয়ে তাঁদের জানা সুন্নাত ও আ-সারে সাহাবা উপস্থাপন করতে বলতেন, এরপর নিজের জ্ঞানভাণ্ডারে যা থাকত, তাও পেশ করতেন। অতঃপর চূড়ান্তভাবে বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কখনো এক মাস বা ততোধিক সময়ও আলোচনা-পর্যালোচনা ও মতবিনিময়ের ধারা অব্যাহত থাকত। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) তা লিপিবদ্ধ করে নিতেন। শুরা ভিত্তিতেই শরয়ী মূলনীতিগুলো গৃহীত হয়। অন্য ইমামদের ন্যায় তিনি এ কাজ এককভাবে করেননি।" (রদ্দুল মুহতার ১/৬৭)

উক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ফিকহ কমিটিতে ইসলামী বিধিবিধান ও তার পারিপার্শ্বিক যাবতীয় বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ হতো এবং প্রত্যেক সদস্যই কোরআন-সুন্নাহ ও আ-সারে সাহাবার আলোকে দ্বিধাহীনচিত্তে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করার পূর্ণ অধিকার রাখতেন। সর্বশেষ অভিমত ব্যক্ত করতেন স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা(রহ.)।

প্রতিটি বিষয়ের ওপরই দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনা চলত। গুরুত্ব বিবেচনায় কোনো কোনো বিষয়ে মাসাধিককাল পর্যন্ত আলোচনা অব্যাহত থাকত। শুরার আলোচনা শুধুমাত্র সমসাময়িক বিষয়ের সমাধানেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং ভবিষ্যতে হতে

Scanned by CamScanner

পারে–এমন সব বিষয়ের সমাধানের প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখা হতো। তাই তো ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সংকলিত ফিকহ খুবই বিস্তৃত, সমৃদ্ধ ও সর্বযুগীয়।

সতর্কতার পরাকাষ্ঠা

যেসব সমস্যার সমাধান কোরআন-সুন্নাহ ও আ-সারে সাহাবায় সরাসরি পাওয়া যেত না সেসব বিষয়ের বিধান উদ্‌ঘাটনে তাঁর কর্মপদ্ধতি কী হতো–এ ব্যাপারে আল্লামা শা'রানী (রহ.) বলেন,

وكان يجمع العلماء فى كل مسئلة لم يجدها صريحة فى الكتاب والسنة ويعمل بما يتفقون عليه فيها، كذلك كان يفعل اذا استنبط حكما، فلا يكتبه حتى يجمع عليه علماء عصره، فإن رضوه قال لابى يوسف اكتبه.

"যদি কোনো মাসআলার বিধান সরাসরি কোরআন-সুন্নাহে পাওয়া না যেত তাহলে তার হুকুম উদ্‌ঘাটনের জন্য তিনি শুরার সকল সদস্যকে একত্রিত করতেন এবং এ ব্যাপারে সর্বসম্মত মতের ওপর আমল করতেন। অনুরূপভাবে যদি কোনো নতুন হুকুম উদ্‌ঘাটন করতেন, তবে সমকালীন সমস্ত আলেম ঐকমত্য পোষণ না করা পর্যন্ত তা লিপিবদ্ধ করতেন না। সবাই সমর্থন করলে তিনি ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.)-কে বলতেন এ বিধানটি লিপিবদ্ধ করো।" (মোকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান ২০/৯৪৫৬)

আল্লামা শা'রানী (রহ.) আরো বলেন,

فإنى تتبعت مذهبه فوجدته فى غاية الاحتياط والورع، لأن الكلام صفة المتكلم، وقد أجمع السلف والخلف على كثرة ورع الإمام، وكثرة احتياطه فى الدين، وخوفه من الله تعالى، فلا ينشأ عنه من الأقوال إلا ما كان على شاكلة حاله.

"আমি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাঁকে সতর্কতা ও তাকওয়ার সর্বোচ্চ শিখরে পেয়েছি। কথন কথকের গুণাবলির নিদর্শক ও পরিচায়ক। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর অত্যধিক তাকওয়া দ্বীনি বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং খোদাভীতির ওপর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলেম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। অতএব যথোপযুক্ত স্বভাবসুলভ অভিমতই তাঁর থেকে লিপিবদ্ধ হবে–এটাই স্বাভাবিক।" (মোকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান ২০/৯৪৫৬)

Scanned by CamScanner

ফিকহ সংকলনে দলিলের তারতীব

যেকোনো মাসআলা বেরকরণ ও উদ্ঘাটনে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মূলনীতি ও দলিলের শ্রেণী-বিন্যাসের পদ্ধতি কী ছিল, এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হলো :

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মত

আবু মুতী আলবলখী (রহ.) বলেন,

كنت يوما عند الإمام أبى حنيفة فى جامع الكوفة، فدخل عليه سفيان الثورى، ومقاتل بن حيان، وحماد بن سلمة، وجعفر الصادق وغيرهم من العلماء، فكلموا أبا حنيفة وقالوا : "قد بلغنا أنك تكثر من القياس فى الدين، وإنا نخاف عليك منه، فإن أول من قاس إبليس" فناظرهم الإمام من بكرة نهار الجمعة إلى الزوال، وعرض عليه مذهبه، وقال : إنى أقدم العمل بكتاب الله، ثم بالسنة ثم باقضية الصحابة، مقدما ما اتفقوا عليه على ما اختلفوا فيه، وحينئذ أقيس، فقاموا كلهم، وقبلوا يده وركبتيه، وقالوا له : أنت سيد العلماء، فاعف عنا فيما مضى منا من وقيعتنا فيك بغير علم، فقال غفر الله لنا ولكم أجمعين.

"কুফা নগরীর জামে মসজিদে আমি একদিন ইমাম আবু হানীফার পাশেই ছিলাম। ইত্যবসরে তাঁর সামনে সুফিয়ান সাওরী, মুক্বাতিল ইবনে হাইয়ান, হাম্মাদ ইবনে সালামাহ, জা'ফর সাদেক (রহ.) প্রমুখ আলেম উপস্থিত হলেন। তাঁরা সবাই ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সাথে কথাবার্তার একপর্যায়ে বলেন, আমরা খবর পেলাম আপনি নাকি দ্বীনি বিষয়ে অতিমাত্রায় কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অধিক পরিমাণ কিয়াস করার কারণে আপনার ব্যাপারে আমাদের ভয় হয়। কারণ সর্বপ্রথম কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করেছে ইবলীস। তখন ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাঁদের সাথে জুমু'আর দিন সকাল হতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত আলোচনা করেন এবং তাঁদের সামনে নিজের মাযহাব তুলে ধরে বলেন, আমি কিতাবুল্লাহর ওপর আমল করাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি, এরপর সুন্নাতে রাসূল (সা.), অতঃপর সাহাবাদের সিদ্ধান্ত। এ ক্ষেত্রে মতৈক্যপূর্ণ সিদ্ধান্তকে বিরোধপূর্ণ সিদ্ধান্তের ওপর প্রাধান্য দিয়ে থাকি। আর তাঁদের সিদ্ধান্ত বিরোধপূর্ণ হলে আমি কিয়াসের মাধ্যমে মাসআলার হুকুম উদ্ঘাটন করে থাকি। এ কথা শুনে তাঁরা সকলে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ও হাঁটুদ্বয়ে চুম্বন করে বলেন, আপনি উলামাদের সরদার, অতীতে না জেনে আপনার ব্যাপারে যেসব আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলেছি, তা ক্ষমা করবেন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন।" (মোকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান ২০/৯৪৫৪)

Scanned by CamScanner

ইমাম আবু জা'ফর শিযামারী ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন,

إنه كان يقول كذب والله وافترى علينا من يقول عنا إننا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص الى قياس؟ كان رضى الله عنه يقول: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة، وذلك إنا ننظر أولا فى دليل تلك المسألة من الكتاب والسنة وأقضية الصحابة، فإن لم نجد دليلا قسنا حينئذ مسكوتا عنه على منطوق به بجامع اتحاد بينهما.

"যারা বলে, আমরা নসের ওপর কিয়াসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি, আল্লাহর কসম! তারা আমাদের ব্যাপারে মিথ্যা রটাচ্ছে। নস থাকার পরও কি কিয়াসের কোনো প্রয়োজন আছে? ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলতেন, একান্ত প্রয়োজনেই আমরা কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করি। আমরা সর্বপ্রথম মাসআলা অনুসন্ধান করি যথাক্রমে কোরআন-সুন্নাহ এবং সাহাবাদের সিদ্ধান্তে। কোনোটিতে না পেলে ইল্লতকে সামনে রেখে منطوق به (যে বিষয়ের হুকুম কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবাদের সিদ্ধান্তে রয়েছে) এর ওপর مسكوت عنه (যে বিষয়ের হুকুম কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবাদের সিদ্ধান্তে উল্লেখ নেই) এর কিয়াস করে হুকুম উদ্‌ঘাটন করি।" (মোকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান ২০/৯৪৫৪)

আল্লামা শা'রানী (রহ.) বলেন,

وقد تتبعت بحمد لله أقواله وأقوال الصحابة لما ألفت كتاب أدلة المذاهب، فلم أجد قولا من أقواله أو أقوال أتباعه إلا وهو مستند الى آية او حديث، أو أثر أو إلى مفهوم ذلك، أو حديث ضعيف كثرت طرقه، أو إلى قياس صحيح على أصل صحيح، فمن أراد الوقوف على ذلك فليطالع كتابي المذكور.

"আমি 'আদিল্লাতুল মাযাহেব' নামক কিতাব রচনার সময় আলহামদুলিল্লাহ ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর যাবতীয় মত অনুসন্ধান করে তাঁর বা তাঁর অনুসারীদের এমন কোনো মত পাইনি, যার ভিত্তিমূলে আয়াত, হাদীস, আ-সার, বা এগুলোর মাফহুম, অনেক সূত্রে বর্ণিত যঈফ হাদীস অথবা সহীহ কিয়াস নেই। উল্লিখিত কিতাব অধ্যয়ন করলে এ ব্যাপারে সম্যক অবগত হওয়া যাবে।" (মোকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান ২০/৯৪৫৬)

নসর ইবনে মুহাম্মাদ আল মারওয়াযী (রহ.) বলেন, لم أر رجلا ألزم للأثر من ابى حنيفة "আবু হানীফা (রহ.) থেকে অধিক হাদীস অনুযায়ী আমলের উপর অটল আর কাউকে দেখিনি।" (আল জাওয়াহিরুল মুযীআ ২/২০০)

Scanned by CamScanner

ফুজাইল ইবনে আয়ায (রহ.) বলেন,

وكان إذا وردت عليه مسألة فيها حديث صحيح اتبعه، وإن كان عن الصحابة والتابعين وإلا قاس فأحسن القياس -

"ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সামনে কোনো মাসআলা পেশ হলে এ বিষয়ে সহীহ হাদীস পেলে তিনি সে অনুযায়ী আমল করতেন। হাদীসটি মুরসাল বা মাওসুল যাই হোক না কেন। না পেলে উত্তম রূপে কিয়াস করতেন।" (তারীখে বাগদাদ ১৩/৩৪০)

নুআ'ঈম ইবনে ওমর বলেন, আমি আবু হানীফা (রহ.)-কে বলতে শুনেছি,

عجبا للناس يقولون : إنى افتى بالرأى، ما أفتى إلا بالأثر

"কী আশ্চর্য! লোকেরা বলে আমি রায় মোতাবেক ফতওয়া প্রদান করি! অথচ আমি হাদীস মোতাবেকই ফতওয়া প্রদান করি।" (তাবয়ীযুস সহীফা, পৃ. ১০৫)

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

إن كان إذا وردت حادثة قال الإمام : هل عندكم أثر؟ فإن كان عنده أو عندنا أثر اخذ به وإن اختلف الآثار اخذ بالاكثر وإلا أخذ بالقياس .

"কোনো নতুন মাসআলা উপস্থাপন হলে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলতেন, এ বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনো হাদীস আছে কি না? উক্ত বিষয়ে তাঁর বা আমাদের কোনো হাদীস জানা থাকলে তিনি তাই গ্রহণ করতেন। অন্যথায় কিয়াসের মাধ্যমে সমাধান দিতেন।" (মোকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান ২০/৯৪৫৫)

উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যেকোনো সমস্যার সমাধান প্রথমে কোরআনে কারীমে খুঁজতেন। কোরআনে পাওয়া না গেলে সুন্নাহে খুঁজতেন, সুন্নাহে খুঁজে না পেলে আসারে সাহাবাতে খুঁজতেন এবং সে মোতাবেক আমল করতেন। আর বিষয়টি সাহাবাদের মাঝে মতানৈক্যপূর্ণ হলে যে মতটি কোরআন ও সুন্নাহর সাথে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো সেটি গ্রহণ করতেন। আর যদি আসারে সাহাবায় না পেতেন, তখন তিনি ইজতিহাদ করতেন।

কোরআন-সুন্নাহবিরোধী কিয়াস পরিত্যাজ্য

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কোরআন-সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক কিয়াসকে ভ্রষ্টতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন,

Scanned by CamScanner

إياكم والقول في دين الله تعالى بالرأي، وعليكم باتباع السنة فمن خرج عنها ضل-

"আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মনগড়া কথা বলা থেকে বেঁচে থাকো। তোমাদের জন্য সুন্নাহের অনুসরণ আবশ্যক। যে ব্যক্তি সুন্নাহের অনুসরণ থেকে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল।" (মোকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান ২০/৯৪৫৫)

তিনি আরো বলেন,

عليكم بآثار من سلف وإياكم وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول-

"তোমাদের জন্য আ-সারে সালাফের অনুসরণ অত্যাবশ্যক। মানুষের মনগড়া অভিমতের অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকো, তাকে কথার মালা দিয়ে যতই অলংকৃত করুক না কেন।" (মোকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান ২০/৯৪৫৫)

তিনি আরো বলেন,

لا ينبغي لأحد أن يقول قولا حتى يعلم أن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله-

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীয়তে গ্রহণযোগ্য কি না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া ছাড়া দ্বীনের ব্যাপারে কোনো কথা মুখে উচ্চারণ করাও কারো জন্য বৈধ নয়।" (মোকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান ২০/৯৪৫৬)

ফিকহ্ শাস্ত্রের উৎস

সাধারণত শরীয়তের বিধিবিধানের দলিল বা মূল উৎস চারটি উল্লেখ করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই চারটি উৎসের মধ্য হতে কোরআন ও সুন্নাহ হলো বুনিয়াদী মূল উৎস। অন্য দুটি ইজমা ও কিয়াস প্রথম দুটির তাবে' অনুগামী। এ কারণেই যেই ইজমা ও কিয়াস কোরআন ও সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক হবে, তা অগ্রহণযোগ্য।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন,

إن الأحكام تؤخذ من نص أو حمل على نص (اسلامی فقہ کے اصول ۷۹)

"শরয়ী বিধানাবলি হয়তো 'নস' (কোরআন ও সুন্নাহ) থেকে সংগ্রহ করা হয় অথবা এমন বিষয় থেকে আহরণ করা হয়, যা 'নস'-এর ওপর নির্ভরশীল।"

কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস ফিকহ শাস্ত্রের মূল উৎস–এটা ফিকাহবিদগণের

Scanned by CamScanner

কোনো দলিলকে কোনো মুজতাহিদ উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন, আবার অন্য মুজতাহিদ তাকে প্রমাণ ও উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন না।

নিম্নে ফিকহ শাস্ত্রের মূল উৎসগুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হলো :

প্রথম উৎস : আল-কোরআন

শরীয়তের বিধিবিধানের প্রথম উৎস হলো আল-কোরআন। কোরআনে কারীমের নাম ৯০-এরও অধিক। (মানাহেলুল ইরফান, আযযারকানী ১/৮) তন্মধ্যে পাঁচটি নাম বেশি প্রসিদ্ধ। ১. আল-কোরআন ২. আল-ফোরকান ৩. আল-কিতাব ৪. আয যিক্‌র ৫. আত তানযীল। উল্লিখিত পাঁচটি নামের মধ্য হতে আল-কোরআন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তবে উসূলে ফিকহের কিতাবসমূহে 'আল-কিতাব' নামটির ব্যবহার বেশি লক্ষণীয়।

কোরআনে কারীম আল্লাহর বাণী। অতএব তার পরিচয় ও সংজ্ঞার কোনো প্রয়োজন নেই। তবুও বিভিন্ন কারণে ফিকহের নীতিশাস্ত্রবিদগণ কোরআনের সংজ্ঞা দিয়েছেন,

الكتاب هو القرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة -

"কোরআন আল্লাহর ওই বাণী, যা তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর হুবহু অক্ষরে অক্ষরে অবতীর্ণ হয়েছে, যা মাসহাফে লিপিবদ্ধ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সন্দেহাতীতভাবে ক্রমধারাবাহিকতায় আমাদের কাছে পৌঁছেছে।" (আত তালবীহ ১/৪৬)

ফকীহের করণীয়

কোরআনের মধ্য হতে বিশেষ করে আহকামসংক্রান্ত আয়াতসমূহ যেহেতু ফিকহ শাস্ত্রের মূল উৎস, তাই একজন ফকীহের জন্য এসব আয়াতের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার বিকল্প নেই। তাঁকে এ ব্যাপারে সম্যক অবগত হতে হবে যে কোনটি 'নাসেখ' কোনটি 'মানসুখ', কোনটি 'মুজমাল' কোনটি 'মুফাস্‌সার', কোনটি 'খাস' কোনটি 'আ-ম', কোনটি 'মুহকাম' আর কোনটি 'মুতাশাবাহ'। সাথে সাথে এ ব্যাপারেও ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হবে যে আদেশসূচক আয়াতসমূহে আদেশের ধরন কী? ফরয, ওয়াজিব, মুস্তাহাব নাকি মুবাহ। আর নিষেধসূচক আয়াতে নিষেধের ধরন কী? হারাম, মাকরূহে তাহরীমী নাকি মাকরূহে তানযীহী?

Scanned by CamScanner

ওহীর প্রকার

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর অবতীর্ণ ওহী দুই প্রকার–১. 'ওহীয়ে মাতলু' অর্থাৎ কোরআনে কারীম, যার প্রতিটি অক্ষর শব্দ ও অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে হুবহু অবতীর্ণ হয়েছে। এ প্রকারের ওহীর একটি অক্ষর বা নুকতাতেও কোনো পরিবর্তন হয়নি, হবেও না।

২. ওহীর দ্বিতীয় প্রকার হলো, যা কোরআনের অংশ হিসেবে অবতীর্ণ হয়নি। বরং বিষয়বস্তু, মর্ম ও তাৎপর্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অন্তরে ঢেলে দেওয়া হতো। এরপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওই বিষয়বস্তু, মর্ম ও তাৎপর্যকে সাহাবাদের সামনে কখনো নিজের ভাষায় ব্যক্ত করতেন, কখনো কাজেকর্মে বাস্তবায়ন করে দেখাতেন, আবার কখনো উভয়ভাবেই বিষয়টির প্রতিফলন ঘটাতেন। এ ধরনের ওহীকে 'ওহীয়ে গাইরে মাতলু' হিসেবে নামকরণ করা হয়, ওহীর এ প্রকারকেই 'হাদীস' এবং 'সুন্নাহ' বলা হয়।

দ্বিতীয় উৎস : সুন্নাহ

সুন্নাহ আরবী শব্দ। পদ্ধতি, অভ্যাস, রীতি–এসব অর্থে ব্যবহৃত হয়। ফিকহ শাস্ত্রে সুন্নাহ বলে এমন ইবাদতকে বোঝানো হয়, যা ফরয বা ওয়াজিব নয়। উসূলে ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আকওয়াল (উক্তিসমূহ) আফআল (কাজকর্ম) এবং তাক্বরীরাত (সমর্থন দিয়েছেন–এমন বিষয়)-কে সুন্নাহ বলা হয়। হাদীস ও সুন্নাহের মাঝে অনেকে পার্থক্য করেন, অনেকে এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করেন না, বরং দুটিই এক ও অভিন্ন জিনিসের দুটি নাম বলেন। যাঁরা পার্থক্য করেন তাঁরা বলেন, হাদীস হলো শুধুমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উক্তিসমূহের নাম, আর সুন্নাহ বলতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আক্বওয়াল (উক্তিসমূহ) ও আফআল (কর্মসমূহ) উভয়টিকে বোঝানো হয়। কোরআনের আদ্যোপান্ত যেমন ওহী, তেমনি সুনানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও ওহী। তাই কোরআনের পর শরয়ী বিধানের সর্ববৃহৎ উৎস হলো সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

কোরআনের ভাষ্যমতে সুন্নাহ দলিল

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সমস্ত বাণী ওহী এবং তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড নির্ভুল হওয়ার সাক্ষ্য স্বয়ং কোরআন শপথ করে দিয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ○ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ○ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ○ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى

Scanned by CamScanner

"কসম নক্ষত্রের যখন তা পতিত হয়। (হে মক্কাবাসীগণ!) তোমাদের সঙ্গী পথ ভুলে যাননি এবং বিপথগামীও হননি। তিনি তাঁর নিজ খেয়াল-খুশি থেকে কিছু বলেন না। এটা তো খালেস ওহী, যা তাঁর কাছে পাঠানো হয়।" (আন নাজম ১-৪)

অন্যত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চারিত্রিক মহত্ত্বের ঘোষণা এভাবে করা হয়, وانك لعلى خلق عظيم "এবং নিশ্চয়ই আপনি চরিত্রের সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন।" (সূরা ক্বলাম -৪)

কোরআনই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনধারাকে সকলের জন্য পছন্দনীয়, অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে পেশ করে। ইরশাদ হচ্ছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً

"বস্তুত রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ, এমন ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।" (সূরা আহযাব : ২১)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই আদর্শকে আল্লাহর প্রেমের মাপকাঠি নির্ধারণ করে মুসলমানদেরকে এই সুসংবাদও কোরআন দিল :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

"(হে নবী!) মানুষকে বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তবে আমার অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন।" (আলে-ইমরান : ৩১)

অতঃপর স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের।" (নিসা-৫৯)

অপর আয়াতে ঘোষণা হচ্ছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য।

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।" (নিসা -৮০)

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য না করে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ওপর চরম হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে।

قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"বলে দিন! আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। তার পরও যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে আল্লাহ কাফেরদেরকে পছন্দ করেন না।" (আলে-ইমরান ৩২)

সুন্নাহ-কোরআনের ব্যাখ্যাদাতা ও বিশ্লেষক। ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"(হে নবী!) আমি তোমার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি। যাতে তুমি মানুষের সামনে সেই সব বিষয়ের ব্যাখ্যা দাও, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা করে।" (নাহল -৪৪)

আল্লামা শাতেবী (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

فلا تجد في السنة أمرا إلا والقرآن قد دل على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية.

"অতএব সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে এমন কোনো বিষয় পাবে না, যার ব্যাপারে কোরআনে সামগ্রিক বা বিশদ নির্দেশনা নেই।" (আল-মুওয়াফাক্বাত ৪/১২)

তিনি আরো বলেন,

ليس فى السنة إلا وأصله فى القرآن إنما هى تبيين له وتفصيل .

"সুন্নাহে এমন কোনো বিষয় নেই, যার 'ভিত্তি' কোরআনে নেই। কেননা সুন্নাহ তো কোরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।" (আল-মুওয়াফাক্বাত ৪/২১)

মোটকথা, ওহী হওয়ার দিক দিয়ে কোরআন ও সুন্নাহের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়টির অনুসরণ ফরয, যা মূলত আল্লাহর আনুগত্যেরই নামান্তর।

আ-সারে সাহাবার অবস্থান

উল্লেখযোগ্য আরেকটি বিষয় হলো আ-সারে সাহাবা অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের আক্বওয়াল (উক্তিসমূহ) ও আফআল (কর্মকাণ্ড) সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তাবে'। তাই আ-সারে সাহাবা কিছু শর্ত সাপেক্ষে শরয়ী বিধিবিধানের

Scanned by CamScanner

দলিলের মর্যাদা পেয়ে থাকে। বিষয়টি যেহেতু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ, অতএব উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহের ওপর রচিত কিতাব অধ্যয়ন করে এ ব্যাপারে জেনে নেওয়া শ্রেয়।

কোরআন-সুন্নাহর মান নির্ণয়

কোরআন ও সুন্নাহ উভয়টি ওহী এবং উভয়টির আনুগত্য আবশ্যকীয়। এ বিষয়ে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। তবে উভয়ের মাঝে দুটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, যার প্রভাব ফিকহের অনেক বিধিবিধানের ওপর পরিলক্ষিত। সংক্ষিপ্তাকারে পার্থক্যদ্বয় তুলে ধরা হলো।

এক. কোরআন ওহীয়ে মাতলু। অর্থাৎ কোরআনের শব্দ ও মা'না (বিষয়বস্তু) উভয়টি ওহী। আর সুন্নাহর মা'না (বিষয়বস্তু) আল্লাহর তরফ থেকে হলেও শব্দ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর। এ কারণেই ওজু ছাড়া কোরআন স্পর্শ করা অবৈধ, তবে হাদীস স্পর্শ করা অনুত্তম হলেও বৈধ। অনুরূপভাবে নামাযে হাদীস পড়লে ক্বিরাত পড়ার ফরয আদায় হবে না।

দুই. কোরআন ও সুন্নাহের মাঝে আরেকটি পার্থক্য হলো, কোরআন পরিপূর্ণভাবে মুতাওয়াতির হওয়ার কারণে قطعی الثبوت অর্থাৎ অকাট্যভাবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। আর সুন্নাহর মধ্যে কিছু মুতাওয়াতির হওয়ার কারণে قطعی الثبوت যা علم يقين এর ফায়েদা দেয়। আবার কিছু এমন আছে যা মুতাওয়াতির নয় তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত। এগুলো ظنی الثبوت অর্থাৎ নিঃসন্দেহে অকাট্যভাবে প্রমাণিত বলা যাবে না। علم قطعی এর অস্বীকার করা কুফরী। আর علم ظنی এর অস্বীকার করা কুফরী নয়, তবে গোনাহের কাজ।

পার্থক্যের প্রভাব বিধানের ওপর

دلیل قطعی এবং دلیل ظنی এর মধ্যে শক্তিগত পার্থক্যের প্রভাব শরীয়তের বিধানাবলির ওপরও পরিলক্ষিত। দেখুন! শরীয়তের বিধান সাত প্রকার :
১. ফরয ২. ওয়াজিব ৩. মুস্তাহাব ৪. মুবাহ ৫. হারাম ৬. মাকরূহে তাহরীমী ও ৭. মাকরূহে তানযীহী।

কোরআন এবং সুন্নাতে মুতাওয়াতিরা قطعی الثبوت এবং دلیل قطعی। এ দুটি দ্বারা সাত ধরনের বিধানই প্রমাণিত হবে। বিশেষ করে 'ফরয' এবং 'হারাম'–এ দুটি বিধান دلیل قطعی ছাড়া প্রমাণ করা যাবে না।

Scanned by CamScanner

আর সুন্নাতে গাইরে মুতাওয়াতিরা যেহেতু ظنى الثبوت বা ظنى دليل অতএব এগুলো দ্বারা 'ফরয' এবং 'হারাম' প্রমাণ করা যাবে না। তবে অবশিষ্ট পাঁচ ধরনের বিধান অর্থাৎ ওয়াজিব, মুস্তাহাব, মুবাহ এবং মাকরূহে তাহরীমী ও মাকরূহে তানযীহী প্রমাণ করা যাবে।

ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য

উক্ত আলোচনা থেকে ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যকার পার্থক্যও নির্ণিত হলো। ফরয دليل قطعى দ্বারা প্রমাণিত, আর ওয়াজিব دليل ظنى দ্বারা প্রমাণিত। উভয়টির ওপর আমল করা আবশ্যকীয়, না করা গোনাহ। তবে ফরয অস্বীকার করা কুফরী, ওয়াজিব অস্বীকার করা কুফরী নয়।

অনুরূপভাবে হারাম এবং মাকরূহে তাহরীমীর মধ্যকার পার্থক্যও নির্ণিত হয়ে গেল যে হারাম دليل قطعى দ্বারা প্রমাণিত। আর মাকরূহে তাহরীমী دليل ظنى দ্বারা প্রমাণিত। উভয়টি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যকীয়, লিপ্ত হওয়া গোনাহ। তবে হারামের অস্বীকার করা কুফরী, মাকরূহে তাহরীমীর অস্বীকার করা কুফরী নয়।

তৃতীয় উৎস : ইজমা

'ইজমা' শব্দের আভিধানিক অর্থ ঐকমত্য পোষণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় বিশেষ ঐকমত্যকে ইজমা বলা হয়। ফুকাহায়ে কেরাম এটাকে বিভিন্ন ভাষায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন,

اتفاق أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – خاصة على أمر من الأمور الدينية.

"উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দ্বীনি যেকোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করা।" (আল মুস্তাসফা ১/১৩৭)

আল্লামা আমেদী (রহ.) বলেন,

الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع.

"যেকোনো যুগে নতুন কোনো বিষয়ের শরয়ী বিধানের ওপর উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যোগ্য বিশ্লেষকদের ঐকমত্যকে 'ইজমা' বলা হয়।" (আল ইহকাম ১/১৯৫)

উক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ইজমা কোনো স্থান বা কাল বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটা যেকোনো সময় যেকোনো বিষয়ে হতে পারে। তবে ঐকমত্য অবশ্যই যুগের মুজতাহিদ উলামাদের মাঝে সংঘটিত হতে হবে।

Scanned by CamScanner

ইজমার অবস্থান

শরীয়তের বিধানের দলিল ও উৎস হওয়ার ক্ষেত্রে ইজমার অবস্থান সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মতোই। অর্থাৎ সুন্নাতে মুতাওয়াতিরা যেমন دليل قطعى আর গাইরে মুতাওয়াতিরা دليل ظنى। তদ্রূপ ইজমা যা তাওয়াতুরের ভিত্তিতে প্রমাণিত হবে তা دليل قطعى আর যেটা তাওয়াতুর নয় বরং নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হবে তা دليل ظنى।

কোরআনের ভাষ্যমতে ইজমা দলিল

কোরআন-সুন্নাহে মুসলমানদের ওপর ইজমার আনুগত্য এমনভাবে আবশ্যকীয় করে দিয়েছে, যে রকম ওহীর দ্বারা প্রমাণিত বিধানের আনুগত্য আবশ্যকীয়। কারণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের সাথে সাথে ওহীর মাধ্যমে শরীয়তের বিধানাবলি জানার ধারা চিরতরে শেষ হয়ে যায়। এদিকে ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এবং উম্মত নতুন নতুন অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হবে, এটাও নিশ্চিত। এসব সমস্যার শরয়ী সমাধান বের করাও উম্মতের জন্য অতীব প্রয়োজনীয়। তাই আল্লাহ তা'আলা অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে, এমন সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা এভাবে করলেন যে কোরআন ও সুন্নাহের এমন কিছু মূলনীতি ও নাযায়ের (অর্থাৎ বাহ্যিক সাদৃশ্যপূর্ণ তবে সূক্ষ্ম কারণে হুকুম ভিন্ন) সন্নিবেশ ঘটান, যেগুলোর আলোকে চিন্তা-ফিকির ও বিচার-বিশ্লেষণ করে যুগের মুজতাহিদগণ সে যুগের সৃষ্ট মাসআলার শরয়ী সমাধান বের করবেন। কোরআন-হাদীসের আলোকে সর্বসম্মতভাবে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন মুখে হোক বা কাজেকর্মে হোক, যুগের এবং পরবর্তী সকল মুসলমানের ওপর তার আনুগত্য আবশ্যকীয়, যে রকম কোরআন ও সুন্নাহর আনুগত্য আবশ্যকীয় এবং ওই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করাও হারাম।

এ ব্যাপারে কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"আর যে ব্যক্তি তার সামনে হিদায়াত স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে ও মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ অনুসরণ করবে আমি তাকে সে পথেই ছেড়ে দেব, যা সে অবলম্বন করেছে। আর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব, যা অতি মন্দ ঠিকানা।" (সূরা নিসা : ১১৫)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে ইজমাও শরীয়তের একটি দলিল, অর্থাৎ গোটা উম্মত যে বিষয়ে একমত হয়ে যায়, তা নিশ্চিতভাবে সঠিক এবং তার বিরুদ্ধাচরণ মারাত্মক গোনাহ।

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

Scanned by CamScanner

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"(হে মুসলমানগণ!) এভাবেই আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি। যাতে তোমরা অন্য লোক সম্পর্কে সাক্ষী হও এবং রাসূল হলেন তোমাদের পক্ষে সাক্ষী।" (সূরা বাকারা : ১৪৩)

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

الرابعة- وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به، لأنهم إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس. فكل عصر شهيد على من بعده، فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين، وقول التابعين على من بعدهم. وإذ جعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول قولهم-

"এ আয়াতে উম্মতের ইজমা দলিল হওয়া এবং তদানুযায়ী আমল ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যখন এই উম্মতকে সাক্ষী হিসেবে গণ্য করে অন্য উম্মতের বিরুদ্ধে তাদের কথাকে দলিল হিসেবে গণ্য করেছেন। বোঝা গেল ইজমা দলিল এবং ওয়াজিবুল আমল। অনুরূপভাবে সাহাবাদের ইজমা তাবেঈনদেন জন্য আর তাবেঈনদের ইজমা তাবে'তাবেঈনদের জন্য দলিল। আর উম্মতকে যেহেতু সাক্ষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাই তাদের কথা গ্রহণ করা আবশ্যক।" (তাফসীরে কুরতুবী ২/১০৫)

ইমাম জাস্‌সাস (রহ.) বলেন, "এ আয়াত এই কথার দলিল বহন করে যে প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের ইজমা গ্রহণযোগ্য। ইজমা শরয়ী দলিল হওয়ার বিষয়টি শুধুমাত্র প্রথম শতাব্দী বা বিশেষ কোনো যামানার সাথে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ আয়াতে পুরো উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মত শুধু তাঁরাই নন, যাঁরা সে যুগে ছিলেন, বরং কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলিম প্রজন্মের সকলেই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মত। অতএব সর্বযুগের মুসলমান আল্লাহর রাজসাক্ষী, যাদের সর্বসম্মত কথা দলিল হিসেবে গণ্য, কোনো ভুলের ওপর তারা ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না।" (মাআরিফুল কোরআন ১/৩৭৩)

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

"আল্লাহর রশিকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখো এবং পরস্পরে বিভেদ করো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

Scanned by CamScanner

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ দ্বীনি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা উম্মতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির নামান্তর, যা কোরআনে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ।

হাদীসের ভাষ্যমতে ইজমা দলিল

ইজমা দলিল হওয়ার ব্যাপারে এত বেশিসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার সমষ্টি তাওয়াতুরের পর্যায়ের। ইজমা শরীয়তের দলিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে–এমন হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবীর সংখ্যা ৪২ জন। একটু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। আলোচনা দীর্ঘ না করে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেই ক্ষ্যান্ত হব।

১. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলাম,

يا رسول الله، إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان: أمر ولا نهي، فما تأمرنا؟ قال: «تشاورون الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأي خاصة»

"হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমাদের সামনে এমন কোনো বিষয় আসে, যে ব্যাপারে (কোরআন-সুন্নাহে) স্পষ্ট কোনো বিধান নেই। এমন বিষয়ে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আপনার কী নির্দেশ? তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তোমরা সে ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম এবং আবেদীনদের সাথে পরামর্শ করো। ব্যক্তিগত কারো সিদ্ধান্তে চলবে না।" (তাবারানী, আল আওসাত, হা. ১৬১৮)
উক্ত হাদীস থেকে বোঝা যায়, সর্বযুগের ফুকাহায়ে কেরাম ও আবেদীনের ঐক্যবদ্ধ রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা অবৈধ। আর ঐক্যবদ্ধতায় ভুল হয় না।

২. হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة ومناصحة ولاة الأمر، فإن دعوة المسلمين من ورائهم.

"তিনটি বৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে, যেগুলোর উপস্থিতিতে কোনো মুমিনের অন্তর খেয়ানত করতে পারে না। (ক) আমলে আল্লাহর জন্য ইখলাস (খ) মুসলমানদের জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা (গ) ইলমের ধারক-বাহকদের অনুসরণ। কেননা তাদের দু'আ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে।" (আলমুস্তাদরাক, হা. ২৯৪)

হাদীস থেকে বোঝা যায়, ইজমায়ী রায় ভ্রষ্টতা, প্রবৃত্তি ও শয়তানের কুমন্ত্রণামুক্ত।

Scanned by CamScanner

৩. ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

إن الله لا يجمع أمتي – أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم – على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار.

"আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতকে ভ্রষ্টতার ওপর ঐক্যবদ্ধ করবেন না। আল্লাহর রহমত জামা'আতে মুসলিমীনের সাথে রয়েছে। যে পৃথক পথ অবলম্বন করবে (ঐক্যবদ্ধ পথ ছেড়ে) সে জাহান্নামে যাবে।" (তিরমিযী হা. ২১৬৭, আল মুস্তাদরাক হা. ৮৬৬৪)

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায়, সর্বযুগে মুসলমানদের মধ্যে একটি বিশেষ জামা'আত থাকবে, যারা হক্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তারা আল্লাহর রহমতে বেষ্টিত থাকবে। দ্বীনি বিষয়ে তাদের অনুসরণ বাধ্যতামূলক, বিরুদ্ধাচরণে জাহান্নাম অবধারিত।

আ-সারে সাহাবা

আ-সারে সাহাবা থেকেও ইজমা শরীয়তের দলিল হওয়ার বিষয়টি প্রতিভাত হয়। যেমন–হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন,

فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ

"সমস্ত মুসলমান যে বিষয়টিকে ভালো মনে করে তা আল্লাহর নিকটও ভালো, আর যে জিনিসকে মন্দ মনে করে তা আল্লাহর নিকটও মন্দ।" (মুসনাদে আহমদ, হা. ৫৪১)

হযরত ফারুকে আজম (রা.) কাজী শুরাইহকে বিচারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে মূলনীতি লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, তা নিম্নরূপ :

كتب عمر الى شريح ان اقض بما فى كتاب الله، فان اتاك امر ليس فى كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن أتاك أمر ليس فى كتاب الله ولم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر الذى اجتمع عليه الناس، فإن جاءك أمر لم يتكلم فيه أحد فأى الامرين شئت فخذ به، إن شئت فتقدم، وان شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك.

"হযরত ওমর রা. কাজী শুরাইহ রহ.কে লিখে পাঠান যে, তুমি কুরআনের বিধান অনুসারে মীমাংসা করবে। যদি তোমার সামনে এমন কোনো বিষয় এসে যায় যার বিধান কোরআনে উল্লেখ নেই, তবে সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে মীমাংসা করবে। আর যদি এমন কোনো মোকাদ্দমা আসে, যার বিধান

Scanned by CamScanner

কোরআন-সুন্নাহের কোনোটিতে স্পষ্ট নেই তাহলে তার জন্য এমন কোনো মীমাংসার অনুসন্ধান করো, যার ওপর সকলে ঐকমত্য পোষণ করেছে। আর যদি কোনো মোকদ্দমা এমন আসে যে ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহ ও ইজমার কোনোটিতে এর বিধান উল্লেখ নেই, তবে তুমি দুটির যেকোনো একটি পথ অবলম্বন করো। চাইলে অগ্রসর হও এবং ইজতেহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করো। আর চাইলে পেছনে হটে যাও, অর্থাৎ ইজতেহাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকো। এ-জাতীয় ক্ষেত্রে পশ্চাদগমনের মধ্যেই তোমার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।" (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, পৃ. ৪২১)

হযরত ওমর (রা.) ঐতিহাসিক এই দিকনির্দেশনায় শরয়ী বিধানের উৎস হিসেবে তৃতীয় নম্বরে ইজমাকে স্থান দিয়েছেন।

ইজমার দলিল বা সনদে ইজমা

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়। তা হলো ইজমা দলিল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ইজমা/ঐকমত্য পোষণকারীদেরকে শরীয়তের বিধান প্রণয়ন করার মধ্যে খোদায়ী ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তারা কোরআন-সুন্নাহকে পাশ কাটিয়ে যে জিনিসকে চাইবে হালাল আর যাকে চাইবে হারাম করে দেবে। (নাউযুবিল্লাহ)

খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে ফিকহ শাস্ত্রের কোনো মাসআলা কোরআন-সুন্নাহ ব্যতীত প্রমাণিত হতে পারে না। ইজমার প্রতিটি সিদ্ধান্তও কোরআন-সুন্নাহর মুখাপেক্ষী। তাই তো ফিকহ শাস্ত্রের যে মাসআলার ব্যাপারেই ইজমা সংঘটিত হবে, ওই মাসআলা হয়তো কোরআনের কোনো আয়াত থেকে সংগৃহীত হবে, অথবা সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সংগৃহীত হবে, অথবা এমন কিয়াস থেকে হবে, যার আসল কোরআন-সুন্নাহে বিদ্যমান। মোটকথা, প্রতিটি ইজমায়ী ফায়সালা কোনো না কোনো দলিলে শরয়ীর ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। যাকে 'সনদে ইজমা' বলা হয়।

একটি সংশয় ও তার নিরসন

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে ইজমার ভিত্তিতে গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্তই যদি কোরআন-সুন্নাহ বা কিয়াসের ওপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে তাহলে ইজমার উপকারিতা কী রইল? এটাকে শরয়ী দলিল হিসেবে কেনইবা উল্লেখ করা হয়?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, ইজমার দুটি উপকার রয়েছে–

এক. কোরআন-সুন্নাহ বা কিয়াস থেকে প্রমাণিত বিধান কখনো কখনো ظنى الدلالة এর ভিত্তিতে হয়। এমতাবস্থায় উক্ত বিধানের ওপর ইজমা সংঘটিত হলে সেটা আর ظنى

Scanned by CamScanner

থাকবে না, বরং قطعی হয়ে যাবে। ফলে পরবর্তী যুগের কোনো ফকীহের জন্য উক্ত বিষয়ে মতানৈক্য করার অবকাশ থাকবে না। আর যদি বিধানটি পূর্ব থেকেই قطعی الدلالة হয়ে থাকে, তবে ইজমার দ্বারা তা আরো শক্তিশালী ও দৃঢ় হবে।

দুই. ইজমার আরেকটি উপকারিতা হলো, ইজমা যে দলিলের ওপর ভিত্তি করে হবে পরবর্তী যুগের কারো জন্য ওই দলিল পরখ করে দেখা এবং তা নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকবে না। উক্ত বিষয়ে আস্থা রাখার জন্য পূর্ববর্তীদের ইজমাই যথেষ্ট। কোন দলিলের ভিত্তিতে তাদের ইজমা সংঘটিত হলো–এটা জানার কোনো প্রয়োজন নেই।

কাদের ইজমা গ্রহণযোগ্য?

শুধুমাত্র সুস্থ মস্তিষ্ক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানদের ইজমা গ্রহণযোগ্য। পাগল, অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং অমুসলিমদের সহমত বা ভিন্নমতের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই। যেকোনো যুগের সমস্ত মুসলমানের কোনো বিষয়ে ঐকমত্য পোষণই ইজমা সংঘটিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে সমস্ত মুসলমান বলতে সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে বোঝানো হয় নাকি কিছুসংখ্যক মুসলমান উদ্দেশ্য- বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। কেউ বলেন, শুধুমাত্র মদীনাবাসীর ইজমা গ্রহণযোগ্য। কেউ বলেন, সাহাবাদের ইজমা গ্রহণযোগ্য, অন্য কারো নয়। এ ছাড়া এ বিষয়ে আরো কিছু মত রয়েছে। তবে অধিকাংশের মত হলো, শরয়ী কোনো হুকুমের ব্যাপারে যেকোনো যুগের সুন্নাতের অনুসারী সমস্ত ফকীহদের ঐকমত্য পোষণই ইজমার জন্য যথেষ্ট। এ মতটি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত। কারণ যেসব দলিল দ্বারা ইজমা শরয়ী দলিল হওয়া প্রমাণিত সেগুলোতে ইজমাকে কোনো স্থান-কাল বা বংশের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি। বরং হাদীসে উল্লিখিত الأمة، المسلمون، السواد الأعظم، الجماعة এ শব্দগুলোর মধ্যে তাঁদের (মদীনাবাসী, সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইত) ন্যায় কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মুসলমানরাও শামিল। সেসব দলিল থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয় যে সুন্নাতের অনুসারী ফুকাহায়ে কেরামের ইজমাই গ্রহণযোগ্য। ফাসেক, জাহেল-মূর্খ, বিদ'আতী এবং জনসাধারণের সহমত বা ভিন্নমত পোষণের কোনো প্রভাব ইজমার ওপর পড়বে না। মোটকথা, তাদের ঐকমত্য বা ভিন্নমত ইজমা সংঘটিত হওয়ার বেলায় অগ্রহণযোগ্য। শুধুমাত্র সুন্নাতের অনুসারী ফুকাহায়ে কেরামের ইজমাই শরীয়তের দলিল। (দেখুন : আল ইহকাম-আমেদী ১/১৯৫, আততাক্বরীর ওয়াত তাহবীর ৩/৮০)

Scanned by CamScanner

ইজমার প্রকারভেদ

মৌলিকভাবে ইজমা তিন প্রকার :

এক. ইজমায়ে কাওলী

ইজমার যোগ্য ব্যক্তিবর্গ দ্বীনি কোনো বিষয়ে মৌখিকভাবে ঐকমত্য প্রকাশ করাকে 'ইজমায়ে কাওলী' বলা হয়। যেমন–হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফতকে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দেন এবং তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করেন।

হুকুম

'ইজমায়ে কাওলী' সমস্ত ফকীহের মতে দলিল এবং শরীয়তের বিধিবিধানের উৎস।

দুই. ইজমায়ে আমলী

ইজমার যোগ্যতাসম্পন্ন বক্তিবর্গ কোনো যুগে কোনো একটি কাজ যদি মুবাহ মুস্তাহাব বা সুন্নাত মনে করে করতে থাকেন, তবে দ্বীনি ওই আমলকে ইজমার ভিত্তিতে বৈধ বলা হবে।

হুকুম

'ইজমায়ে আমলী' ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতানুসারে শরীয়তের দলিল। এই প্রকারের ইজমা দ্বারা কোনো বিষয়কে মুবাহ, মুস্তাহাব বা সুন্নাত হওয়া প্রমাণ করা যাবে। এর দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণ করা যাবে না। যেমন–ইদ্দত পালনরত বোনের সাথে অপর বোনকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হওয়া ও বিশ রাক'আত তারাবীহ সুন্নাতে মু'আক্কাদা হওয়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমায়ে আমলী দ্বারা প্রমাণিত। (দেখুন: উসূলে বযদবী কাশফুল আসরারসহ ৩/২৬৫, আত্তাক্বরীর ৩/১১৫)

তিন. ইজমায়ে সুকূতী

ইজমার যোগ্যতাসম্পন্নদের মধ্য হতে কিছুসংখ্যক ফকীহ কোনো বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন মৌখিকভাবে হোক বা আমলীভাবে এবং এটা সে যুগে খুব প্রসিদ্ধিও লাভ করে। এমনকি সে যুগের অন্য আহলে ইজমা ফকীহদের কাছেও সেই খবর পৌঁছে। অতঃপর তাঁরা পর্যালোচনা ও গবেষণা করে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েও কোনো ধরনের মতানৈক্য করেননি। এমন বিষয়কে 'ইজমায়ে সুকূতী' বলা হয়।

Scanned by CamScanner

হুকুম

'ইজমায়ে সুকূতী' দলিল হওয়ার বিষয়টি ফুকাহাদের মাঝে মতভেদপূর্ণ। আমাদের অধিকাংশ হানাফী ও হাম্বলী এবং কোনো কোনো শাফেঈ মাযহাবের অনুসারীদের মতে ইজমায়ে সুকূতী হুজ্জাতে ক্বাতইয়্যাহ বা অকাট্য প্রমাণ। আর ইমাম শাফেঈ (রহ.) এবং অধিকাংশ মালেকী মাযহাবের অনুসারীর মতে এটা কোনো দলিলই নয়! (বিস্তারিত দেখুন : তাসহীলুল উসূল, পৃ. ১৬৮-১৭৩, আত তাকরীর ৩/১০১-১০২)

ইজমা অস্বীকার করার বিধান

ইজমা শরীয়তের দলিল এটা যখন প্রমাণিত হলো, এবার এর অস্বীকারের পরিণতি কী হবে, এটাও জেনে নেওয়া যাক। এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে :

এক. কেউ কেউ বলেন, 'ইজমায়ে কৃতয়ী' তথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত হুকুম অস্বীকার করা কুফরী।

দুই. কোনো কোনো নীতিশাস্ত্রবিদ বলেন, ইজমার দ্বারা প্রমাণিত বিধান যদি দ্বীনের জরুরি বিষয়াদিসংক্রান্ত হয়, যেগুলো সন্দেহাতীতভাবে আলেম জাহেল সকলেরই জানা, তবে তার অস্বীকার করা কুফরী। যেমন নামাযের রাকাতসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়াদি। (দেখুন: কাশফুল আসরার ৩/২৬২)

আর যদি হুকুমটি অন্য বিষয়ে হয় তাহলে তার অস্বীকার কুফরী নয়। যেমন–মীরাছবিষয়ক কিছু সূক্ষ্ম বিষয়ে সংঘটিত ইজমা। যেগুলো জনসাধারণের কাছে অস্পষ্ট।

তিন. ফখরুল ইসলাম (রহ.) বলেন, সাহাবাদের ইজমায়ে কাওলী ও ইজমায়ে সুকূতীর মধ্য হতে যেগুলো قطعی সেগুলোর অস্বীকার করা কুফরী। এ ছাড়া অন্যদের ইজমা অস্বীকার করা ভ্রষ্টতা। (দেখুন : আলমাওসূআ-কুয়েতীয়া ২/৪৯ মাদ্দাহ اجماع)

ইজমার স্তর

শক্তি ও সামর্থ্যের বিবেচনায় ইজমার তিনটি স্তর রয়েছে :

১. সর্বাধিক শক্তিশালী ইজমা হলো সাহাবাদের কাওলী ও আমলী ইজমা, সর্বসম্মতিক্রমে তা حجت قطعی (অকাট্য দলিল)।
২. দ্বিতীয় স্তরে হলো সাহাবাদের ইজমায়ে সুকূতী। এটা অনেকের নিকট حجت قطعی (অকাট্য দলিল) হলেও কেউ কেউ এটাকে দলিল হিসেবে মানেন না। তাই এর অস্বীকার কুফরী নয়।

Scanned by CamScanner

৩. তৃতীয় স্তরে হলো সাহাবাদের পরবর্তী যুগের ফকীহগণের ইজমা। এটা অধিকাংশের নিকট দলিল হলেও অকাট্য দলিল নয়। তাই এর অস্বীকারও কুফরী নয়। (বিস্তারিত দেখুন : আত তাকরীর ৩/১০৮, তাসহীলুল উসূল পৃ. ১৭৩-১৭৪)

চতুর্থ উৎস : কিয়াস

কিয়াসের সংজ্ঞা

قياس (কিয়াস) শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুমান করা, বরাবর করা।
পারিভাষিক সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাষায় করা হয়েছে। যেমন–আবু বকর বাক্বিল্লানী (রহ.) বলেন,

حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما.

"একটি জানা বিষয়কে অন্য আরেকটি জানা বিষয়ের ওপর এমনভাবে প্রয়োগ করা যে উভয়ের মাঝে সমার্থক কোনো কারণে হ্যাঁ-সূচক, বা না-সূচক হুকুম প্রমাণিত হয়।" (আল ইহকাম, ইবনে হযম ১/৩১২)
আল্লামা আবুল হাসান আল বসরী বলেন,

تحصيل حكم الاصل فى الفرع لاشتباههما فى علة الحكم عند المجتهد .

"আসল'-এর হুকুম শাখাগত বিষয়ের ওপর প্রয়োগ করা একজন মুজতাহিদের কাছে হুকুমের 'ইল্লত'-এর দিক দিয়ে উভয়ের মাঝে সাদৃশ্যতা স্পষ্ট হওয়ার কারণে।" (আল ইহকাম, ইবনে হযম ১/৩১১)
মোল্লা জীওন (রহ.) বলেন, تقدير الفرع بالاصل فى الحكم والعلة "হুকুম এবং ইল্লত"-এর দিক দিয়ে আসল-এর সাথে (فرع) শাখাগত বিষয়কে সমমান প্রদান করা।" (নূরুল আনওয়ার, পৃ. ২২৪)

কিয়াসের গুরুত্ব

শর্ত সাপেক্ষে কিয়াস ফিকহ শাস্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ উৎস ও দলিল। অসংখ্য বিষয়ের শরয়ী হুকুম এই কিয়াসের মাধ্যমেই উদ্‌ঘাটিত। কারণ 'নস'-এর সংখ্যা সীমিত, আর নব উদ্ভাবিত সমস্যা অসংখ্য, সীমাহীন। এ কারণেই ইমাম আহমদ (রহ.) বলেন, لا يستغنى أحد من القياس 'কেউ কিয়াসের অমুখাপেক্ষী নয়।' তিনি আরো বলেন, القياس ضرورة 'কিয়াস আবশ্যকীয় একটি বিষয়।'

Scanned by CamScanner

ইমামুল হারামাঈন (রহ.) বলেন,

إن أكثر الحوادث لا نص فيها بحال. ولذا قال غيره من الأئمة: إنه لو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من الحوادث عن الأحكام، لقلة النصوص وكون الصور لا نهاية لها.

"নতুন সংঘটিত অধিকাংশ বিষয়ে কোনো 'নস' নেই। এ কারণেই ইমামগণ বলেন, যদি কিয়াসকে অকার্যকর বলা হয় তাহলে অসংখ্য নতুন বিষয় শরীয়তের হুকুম শূন্য হয়ে যাবে। 'নস' সীমিত আর ঘটনাপ্রবাহ অন্তহীন হওয়ার কারণে।" (আল বাহরুল মুহীত, যারকাশী ৭/১৬)

কিয়াস শরীয়তের দলিল হওয়ার বিষয়টি অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এর ওপর পুরো উম্মতের ইজমাও সংঘটিত হয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন এবং হিদায়াতের আলোকবর্তিকা সমস্ত ইমামগণ থেকে তাওয়াতুরের ভিত্তিতে এটি প্রমাণিত। বিষয়টি সর্বসম্মত প্রতিষ্ঠিত ছিল, আছে এবং থাকবে। তবে সর্বপ্রথম ভ্রান্ত মু'তাযেলাদের গুরু নায্যাম আল মু'তাযেলী 'কিয়াস' দলিল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। পরবর্তীতে অসংখ্য মু'তাযেলী তার অনুসরণ করে। এদিকে দাউদ যাহেরী এবং যাহেরী মাযহাবের অনুসারীরাও 'কিয়াস' দলিল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে। একই কাজ রাফেযীদের ইমামিয়্যাহ ফেরকাও করে। বর্তমানেও নতুন কিছু ফেরকা ন্যাক্কারজনক এ কাজটি করে যাচ্ছে। যেমন– লা-মাযহাবী, গাইরে মুকাল্লিদ, সালাফী ও আহলে হাদীস নামধারী বিভিন্ন দল-উপদল।

ইমাম নববী (রহ.) 'তাহযীবুল আসমা' নামক কিতাবে দাউদ যাহেরীর জীবনীতে উল্লেখ করেন,

وقال إمام الحرمين: الذى ذهب إليه أهل التحقيق أن منكرى القياس لا يعدون من علماء الأمة وحملة الشريعة؛ لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترًا، ولأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفى النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام.

"ইমামুল হারামাঈন (রহ.). বলেন, শরীয়তের গবেষকদের মত হলো, কিয়াসের অস্বীকারকারীরা আলেম ও শরীয়তের ধারক-বাহক হিসেবে গণ্য হতে পারে না। কারণ তারা একগুঁয়েমী করে তাওয়াতুরের ভিত্তিতে প্রমাণিত বিষয়ের বিরোধিতা করে। শরীয়তের অধিকাংশ হুকুম উদ্ঘাটন করা হয়েছে ইজতেহাদের মাধ্যমে, যার শত ভাগের এক ভাগের ব্যাপারেও 'নস' নেই। তারা মূলত সাধারণ জনগণের কাতারে শামিল।" (তাহযীবুল আসমা ১/১৮৭)

মোল্লা মুঈন (রহ.) 'দিরাসাতুল লাবীব' নামক কিতাবে বলেন,

Scanned by CamScanner

لاشك أن فى علماء الأمة ممن تعلق بهذا الحديث الكريم طائفة تسمى 'ظاهرية'، وهو فى التحقيق عبارة عن اصحاب داود الظاهرى خاصة، وعن كل من كان على الظاهرية المحضة التى تسمى 'جامدة' فى اطلاق العلماء، وذلك لعدم قولهم بالقياس مطلقا حتى فى العلة المنصوصة والجلية، بل ما يتارأى من أقوالهم انهم لا يقولون بالاستنباط رأسا، وهو مما لا يعتد بهم ائمة الحديث والفقه، حتى قال السيوطى وغيره : ان الاجماع لا ينخرق بخلافهم، ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بجواز الاستنباط، واعمال الفكر فى كتاب الله وسنة رسوله، من "تذكرة الراشد" ص ٢٦٩

"সন্দেহ নেই, উম্মতের আলেম সমাজের মধ্যে একটি দল রয়েছে, যাদেরকে যাহেরী বলা হয়। এর দ্বারা মূলত দাউদ যাহেরীর অনুসারীদেরকে বোঝানো হয় এবং তাদেরকে বোঝানো হয়, যারা শুধুমাত্র যাহেরের পূজা করে। আলেমদের ভাষায় তাদেরকে 'জামেদা' অর্থাৎ জড় পদার্থ বলা হয়। কারণ তারা কিয়াস দলিল হওয়াকে একেবারেই অস্বীকার করে, এমনকি নস দ্বারা প্রমাণিত ইল্লতের ক্ষেত্রেও। বরং তাদের উক্তিতে দেখা যায় যে তারা সরাসরি ইস্তিম্বাত তথা নতুন নতুন হুকুম বের করা ও উদ্‌ঘাটন করারও বিরোধী। হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইমামদের নিকট তারা গ্রহণযোগ্য কেউ নয়। এমনকি ইমাম সুয়ূতী এবং অন্যরা বলেন, তাদের বিরোধিতায় উম্মতের ঐক্যে চির ধরবে না। কোরআন ও সুন্নাহর মাঝে 'ইস্তিম্বাত' ও চিন্তা-ফিকিরের বৈধতার ইঙ্গিতবাহী অসংখ্য আয়াত ও হাদীস দ্বারা তাদের মাযহাব পরিত্যাজ্য।' (মোকাদ্দামায়ে ই'লাউস সুনান ২০/৯৪৪৯)

কোরআন-সুন্নাহের শ্রেষ্ঠত্বের দলিল 'কিয়াস'

'কিয়াস' ফিকহ শাস্ত্রের চতুর্থ দলিল ও উৎসই শুধু নয়। বরং কিয়াস শরীয়তের বিধিবিধান এবং কোরআন-সুন্নাহর শ্রেষ্ঠত্বেরও দলিল। কারণ কিয়াসের মাধ্যমেই কোরআন-সুন্নাহ উভয়টির মর্ম অনুযায়ী আমল করার পথ সুগম হয়। ফিকহ শাস্ত্রের নীতিপ্রণয়নকারীগণ বলেন,

(وفي ذلك تعظيم شأن الكتاب، والعمل لفظا ومعنى) أي: في العمل بالقياس تعظيم شأن الكتاب واعتبار نظمه في المقيس عليه، واعتبار معناه في المقيس.

Scanned by CamScanner

وأما منكرو القياس فإنهم عملوا بنظم الكتاب فقط وأعرضوا عن اعتبار فحواه، وإخراج الدرر المكنونة من بحار معناه وجهلوا أن للقرآن ظهرا وبطنا، وأن لكل حد مطلعا وقد وفق الله تعالى العلماء الراسخين العارفين دقائق التأويل لكشف قناع الأستار عن جمال معاني التنزيل.

"আর এর মধ্যে কোরআনের শ্রেষ্ঠত্বের এবং তার শব্দ ও তাৎপর্য উভয়ের ওপর আমল করার উপকারিতা রয়েছে। অর্থাৎ কিয়াসের ওপর আমল করার মধ্যে কোরআনের তা'যীম হয়। আর مقيس عليه (যার ওপর কিয়াস করা হয়, অর্থাৎ আসল) এর মধ্যে (ألفاظ) শব্দের ধর্তব্য হয়। আর مقيس (যাকে কিয়াস করা হয় অর্থাৎ فرع শাখাগত মাসআলা) এর মধ্যে কোরআনের তাৎপর্যের ওপর আমল হয়। অন্যদিকে কিয়াসের বিরোধিতা করা মানে হলো শুধুমাত্র কোরআনের শব্দের ওপর আমল করে তার মর্মকে উপেক্ষা করা। অনুরূপ তাৎপর্যের মহাসমুদ্রে লুক্কায়িত দুর্লভ মুক্তা বের করে আনাকেও পরিহার করা। আর তারা এ বিষয়েও অজ্ঞতার মধ্যে রয়ে গেছে যে কোরআনের জাহের-বাতেন দুটি দিকই রয়েছে এবং প্রতিটির ক্ষেত্রই ভিন্ন ভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা সুদক্ষ উলামায়ে কেরামকে কোরআনের সূক্ষ্ম বিষয়াদি বোঝার জানার তাওফীক দান করেছেন। যেন তাঁরা কোরআনের মর্ম ও তাৎপর্যের মাঝে পর্দা সরিয়ে দিতে পারেন।" (আত তাওযীহ ২/১১৩)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, যাহের পূজারীদের পক্ষ থেকে কিয়াসকে শরীয়তের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর যে অপচেষ্টা করা হয়, তা মূলত তাদের মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণেই। তারা ছাড়া পৃথিবীর কোনো প্রকৃত আলেম কিয়াস দলিল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করার মতো দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। কবি সুন্দর বলেছেন,

جنونك مجنون ولست بواجد : طبيبا يداوى من جنون جنون

"তোমার পাগলামি উন্মাদ, আর আমি পাগলামির উন্মাদনার চিকিৎসা করার মতো কোনো চিকিৎসক খুঁজে পাই না।"

কোরআনের ভাষ্যমতে কিয়াস দলিল

কিয়াস দলিল হওয়ার বিষয়টি ভিত্তিহীন-মনগড়া নয়, কোরআন ও সুন্নাহের মধ্যে এর ভিত্তি রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Scanned by CamScanner

"হে মুমিনগণ! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, তাঁর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখতিয়ারধারী তাদেরও। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দেয় তবে তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ন্যস্ত করো। এটাই উৎকৃষ্ট পন্থা এবং এর পরিণামও সর্বাপেক্ষা উত্তম।" (সূরা নিসা ৫৯)

উল্লিখিত আয়াতের فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদি কোনো হুকুমের ব্যাপারে তোমাদের মাঝে মতভেদ হয় যে বিষয়ে কোরআন-সুন্নাহে স্পষ্ট কোনো বিধান নেই, তাহলে এ ধরনের বিষয়ের হুকুম জানার জন্য আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন করো। এই প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্য হলো, কোরআন-সুন্নাহের স্পষ্ট বিধানের ওপর কিয়াস করে যে বিষয়ে কোনো 'নস' নেই, সে বিষয়ের হুকুম উদ্‌ঘাটন করা।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ

"নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্যসম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মীমাংসা করতে পারো।" (সূরা নিসা ১০৫)

আল্লামা কুরতুবী (রহ.) বলেন, بِمَا أَرَاكَ اللهُ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ইস্তিম্বাত ও কিয়াসের ভিত্তিতে উদ্‌ঘাটিত বিধান। (তাফসীরে কুরতুবী ৫/৩৭৬)

হাদীসের ভাষ্যমতে কিয়াস দলিল

কিয়াস দলিল হওয়ার কথা অসংখ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন—রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

বিচারক ইজতেহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সে দুটি সাওয়াব পাবে। আর যদি ইজতেহাদের পর ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে একটি সাওয়াব পাবে। (বুখারী : ৭৩৫২)

এ ছাড়া আরো হাদীস ও আ-সারে সাহাবা দ্বারা কিয়াস দলিল হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত। বিস্তারিত উসূলের কিতাবে রয়েছে। যেমন—কাশফুল আসরার, আল ইহকাম আমেদী, আল বাহরুল মুহীত, আততাওযীহ, ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ইবনুল কায়্যিম, আত্তাহসীল ফিল মাহসূল, মিনহাজুল ওসূল ফী ইলমিল উসূল মাআ শরহিল ইসনাভী ইত্যাদি উসূলের ওপরে লিখিত অন্যান্য কিতাব।

Scanned by CamScanner

استحسان ইস্তিহসান

استحسان শব্দের আভিধানিক অর্থ কোনো জিনিসকে ভালো হিসেবে গণ্য করা। পরিভাষায় ইস্তিহসান বলা হয়,

اسم لدليل يقابل القياس الجلى

"এমন দলিল যা কিয়াসে জলীর বিপরীত।" (আলমাওসূআ ৩/২১৮)

ফকীহগণের অভিমত

استحسان শরীয়তের দলিল কি না? বিষয়টি মতভেদপূর্ণ। হানাফী, মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাব মতে এটি শরীয়তের দলিল। ইমাম শাফেঈ (রহ.) এটাকে দলিল হিসেবে গণ্য করেন না। (প্রাগুক্ত)

ইস্তিহসান প্রমাণে দলিল

ইস্তিহসান দলিল হওয়ার বিষয়টি নতুন কিছু নয়। কোরআনেও এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে,

فَبَشِّرْ عِبَادِ ○ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

"সুতরাং আমার সেই বান্দাদের সুসংবাদ শোনাও, যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে যা কিছু উত্তম তার অনুসরণ করে, তারাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়াত দিয়েছেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।" (সূরা যুমার : ১৭, ১৮)

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا

"এবং নিজ সম্প্রদায়কে হুকুম দাও, এর উত্তম বিধানাবলি যেন মেনে চলে।" (সূরা আ'রাফ : ১৪৫)

ইস্তিহসানের মধ্যেও ভালো দিকটির অনুসরণ এবং তা অবলম্বন করা উদ্দেশ্য, আর ওই দিকটিই বান্দার জন্য সহজতর, যা আল্লাহ তা'আলা নিজের বান্দাদের জন্য চান। ইরশাদ করেন,

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য যা সহজ তা-ই চান, তোমাদের জন্য জটিলতা সৃষ্টি করতে চান না।" (সূরা বাকারা : ১২৮)

Scanned by CamScanner

অতএব, দ্বীনি ব্যাপারে সহজ দিকটি কামনা করে এমন সকল হাদীস ও আ-সারে সাহাবা ইস্তিহসান দলিল হওয়ার প্রমাণ।

عرف উরফ

عرف তথা সমাজের প্রথা-প্রচলন আইন-কানুনের একটি উৎস হিসেবে ইসলামের পূর্ব থেকেই চলে আসছে। ইসলাম এসেও কিছু শাখাগত বিষয়াদির মধ্যে উরফকে উৎসের স্থান দিয়েছে।

عرف এর সংজ্ঞা

عرف শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, মনে ও অন্তরে কোনো জিনিসকে ভালো লাগা এবং তার প্রতি আস্থাশীল হওয়া।
আর পরিভাষায় বলা হয় :

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول

"মানুষ যার ওপর স্থিতিশীল হয়ে যায় বিবেকের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং মানুষের স্বভাবও তাকে গ্রহণ করে নেয়।" (আল মাওসূআ ৩০/৫৩)
আল্লামা ইবনে আবেদীন (রহ.) উল্লেখ করেন,

العادة عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطبائع السليمة

"বারবার সংঘটিত ওই বিষয়কে বলা হয়, যা মানুষের মাঝে স্থিতিশীল হয়ে যায় এবং 'তবীয়তে সালীমা' (সুস্থ স্বভাব) তাকে গ্রহণ করে নেয়।" (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন ২/১১৪)
তিনি আরো উল্লেখ করেন,

العادة والعرف مااستقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

"আর عرف বলা হয়, যা মানুষের মাঝে বিবেকের দিক দিয়ে স্থিতিশীল হয়ে গেছে এবং 'তবীয়তে সালীমা' (সুস্থ স্বভাব) তাকে গ্রহণ করে নিয়েছে।" (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন ২/১১৪)

দলিল :
রাসূল (সা.)-এর নবুওয়াতপূর্ব আরব সমাজে চলমান সেসব কাজকর্ম বিষয়াদি, যা রেসালতের পরও অবৈধ ঘোষিত হয়নি তা 'উরফ' দলিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে। যেমন–মুদারাবা, রেহেন ইত্যাদি।

আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন,

Scanned by CamScanner

والعرف فى الشرع له اعتبار * لذا عليه الحكم قد يدار

"শরীয়তে 'উরফ'-এর গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তাই তো কখনো কখনো কোনো কোনো হুকুম তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে।" (রসমুল মুফতী, পৃ. ১৭৫)

শুধু তাই নয়, বরং 'উরফ'-এর পরিবর্তনের কারণে কোনো কোনো শরয়ী বিধানের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়। এর অনেক উদাহরণ ফিকহের কিতাবাদিতে বিদ্যমান। ইবনে আবেদীন (রহ.) বলেন,

واعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع اليه فى مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا فقالوا فى الأصول فى باب ما تترك به الحقيقة، تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة... ... الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعى، وفى المبسوط الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

"স্মরণ রেখো! আদত ও উরফকে গ্রহণযোগ্যতা দিয়ে অসংখ্য মাসআলায় তার আশ্রয় নিতে হয়। এমনকি নীতি শাস্ত্রবিদগণ এটাকে আসল মূলনীতির মর্যাদা প্রদান করেন এবং উসূলের কিতাবাদিতে "হাকীকত বর্জন করার অধ্যায়ে" উল্লেখ করেন। উরফ ও আদতের ভিত্তিতে হাকীকত তথা আসল অর্থের ব্যবহারকে পরিহার করা হবে। 'উরফ' দ্বারা প্রমাণিত হুকুম শরয়ী দলিল দ্বারা প্রমাণিত হুকুমের ন্যায়। 'মাবসূত' কিতাবে রয়েছে, 'উরফ' দ্বারা প্রমাণিত হুকুম 'নস' দ্বারা প্রমাণিত হুকুমের ন্যায়।" (রাসায়েলে ইবনে আবেদীন ২/১১৫)

উরফের প্রকার

বিভিন্ন আঙ্গিকে উরফের বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন–উরফে কাওলী, উরফে আসলী, উরফে আম, উরফে খাস, উরফে সহীহ, উরফে ফাসেদ, উরফে সাবেত এবং উরফে মুতাবাদ্দাল। এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য উসূলের কিতাবাদি দেখুন।

উরফের মূল্যায়ন

শরয়ী বিধিবিধানে উরফ মূল্যায়নযোগ্য হওয়া না হওয়ার দিক দিয়ে উরফ তিন প্রকার :

১. ওই উরফ, যার গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে শরয়ী দলিল প্রতিষ্ঠিত। যেমন–বিবাহশাদিতে কুফু-র প্রতি লক্ষ্য রাখা। এ ধরনের উরফের মূল্যায়ন করা এবং তদানুযায়ী আমল ওয়াজিব।
২. ওই উরফ, যা নিষিদ্ধ হওয়ার ওপর শরীয়তের দলিল প্রতিষ্ঠিত। যেমন–জাহেলী যুগের প্রথা উলঙ্গ অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা, সহোদর বোনকে

Scanned by CamScanner

একই সাথে বৈবাহিক বন্ধনে রাখা ইত্যাদির উরফ যেসব ব্যাপারে শরীয়তের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এ ধরনের উরফ নিশ্চিতভাবে অগ্রহণযোগ্য।

৩. ওই উরফ, যার গ্রহণযোগ্যতা বা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো দলিল নেই। এ ধরনের উরফই ফুকাহায়ে কেরামের গবেষণা ও আলোচনার বিষয়বস্তু। তারা এ ধরনের উরফ ধর্তব্য হওয়া মেনেছেন ও মূল্যায়ন করেছেন এবং এর ওপর শরীয়তের অনেক বিধানের ভিত রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে হতে কেউ এ বিষয়টিকে অস্বীকার করেননি। উরফ ধর্তব্য হওয়ার ব্যাপারে কোরআন-সুন্নাহে দলিল রয়েছে এবং এর ওপর ইজমাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (দেখুন : আল মাওসূ'আ ৩০/৫৭)

'উরফ' গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত

ব্যাপকহারে সব ধরনের উরফ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং উরফ শরীয়তের মূলনীতি হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন :

১. উরফ ধারাবাহিকভাবে ও সচরাচর থাকতে হবে।
২. উরফ আম বা ব্যাপক হতে হবে।
৩. উরফ শরয়ী নসের বিরোধী হতে পারবে না।
৪. চুক্তির সময় উরফবিরোধী কোনো শর্ত আরোপ করতে পারবে না।
৫. তাসাররুফের সময় উরফ বিদ্যমান থাকতে হবে। (দেখুন : আল মাওসূআ ৩০/৫৮-৫৯)

استصحاب ইস্তিসহাব

ফিকহ শাস্ত্রের আরেকটি উৎসের নাম ইস্তিসহাব। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো জিনিসকে কোনো ধরনের পরিবর্তন করা ব্যতীত তার আগের অবস্থায় রেখে দেওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তনের কোনো দলিল পাওয়া যাবে না। এটাকেই আল্লামা ইসনাবী (রহ.) এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

استصحاب الحال، وهو عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول

"অর্থাৎ আগের বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে পরের ঘটিত বিষয়ের ওপর হুকুম আরোপ করার নাম ইস্তিসহাব।" (নিহায়াতুস সূল ১/৩৬১)

Scanned by CamScanner

استصحاب দলিল কি না?

ইস্তিসহাব দলিল হওয়ার বিষয়টি মতভেদপূর্ণ।

استصحاب এর স্তর

যারা ইস্তিসহাব দলিল হওয়ার প্রবক্তা তাঁরা বলেন, একজন মুজতাহিদ শরীয়তের অন্য কোনো দলিল না পেলেই ইস্তিসহাবের শরণাপন্ন হবেন। এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, انه آخر مدار الفتوى "ইস্তিসহাব ফতওয়ার সর্বশেষ ভিত্তি।" (ইরশাদুল ফুহুল ২/১৭৪)

ইস্তিসহাবের ওপর ভিত্তি করেই ফিকহের প্রসিদ্ধ এই কায়দা প্রতিষ্ঠিত হয় :

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه.

অর্থাৎ "হুকুম যা ছিল, তা-ই থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিরোধী কোনো দলিল পাওয়া না যাবে।"

এবং এই মূলনীতিটিও তার ওপরই প্রতিষ্ঠিত ماثبت باليقين لا يزول بالشك অর্থাৎ "নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত বিষয় সন্দেহের কারণে প্রত্যাখ্যাত হবে না।"

مصالح مرسلہ মাসালেহে মুরসালাহ

এটাকে ফিকহের আরেকটি উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যার মধ্যে শুধু প্রয়োজন এবং কল্যাণকে ভিত্তি করে মাসআলার হুকুম উদ্‌ঘাটন করা হয়।

আল্লামা শাতেবী (রহ.) مصالح مرسلہ এর সংজ্ঞা এভাবে করেছেন :

الاجتهاد الملائم لقواعد الشريعة وإن لم يشهد له أصل معين، وهو الذي يسمى المصالح المرسلة.

অর্থাৎ "মাসালেহে মুরসালাহ বলা হয় ওই ইজতিহাদকে, যা শরয়ী মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যদিও তার নির্দিষ্ট কোনো মূলনীতি থাকে না।" (আল-মুওয়াফাকাত৹ ৩/৪১)

অন্য ইমামদের তুলনায় ইমাম মালেক (রহ.) مصالح مرسلہ এর আশ্রয় বেশি নিয়েছেন। যদিও অন্যরাও এর দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'আল মুওয়াফাকাত'।

Scanned by CamScanner

তাকলীদের তাৎপর্য ও প্রামাণিকতা

তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ মেনে চলা ফরয। আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণই মুক্তির একমাত্র পথ। তবে কোনো ব্যক্তির সাধ্যে সরাসরি আল্লাহ তা'আলার সাথে কথা বলে তাঁর নির্দেশ পালন যেমন সম্ভব নয়, তেমনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর কাছ থেকেও সরাসরি কোনো বিষয়ে দিকনির্দেশনা নেওয়া অসম্ভব। অতএব আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণের জন্য আল্লাহর কালাম কোরআনে কারীম ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা ও জীবনচরিত তথা সুন্নাতের অনুসরণ অপরিহার্য।

কোরআন ও সুন্নাহে বর্ণিত বিধানাবলি দুই ধরনের। প্রথমত, কিছু বিধান এমন রয়েছে, যা অকাট্যভাবে সুস্পষ্ট প্রমাণিত এবং তাতে কোনো প্রকারের অস্পষ্টতা ও পরস্পর বিরোধিতা নেই। যথা : নামায, রোজা, হজ, যাকাত ফরয হওয়া, যিনা হারাম হওয়া ইত্যাদি বিধানাবলি।

দ্বিতীয়ত, ওই সকল বিধান, যার বর্ণনায় অস্পষ্টতা কিংবা পরস্পর বিরোধিতা পাওয়া যায়। যথা–কোরআনে কারীমে রয়েছে,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

অর্থাৎ "তালাকপ্রাপ্তা মহিলাগণ তিন 'কুরূ' পরিমাণ সময় ইদ্দত পালন করবে।" (সূরা বাকারা : ২২৮) উক্ত আয়াতে 'কুরূ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ দুটি, হায়েয ও পবিত্রতা। তাই স্বাভাবিকত সমস্যা অবশ্যই দেখা দেবে যে এখানে দুটি বিপরীতমুখী অর্থের মধ্য থেকে কোন অর্থ মেনে আমল করা হবে? অতএব উক্ত আয়াতে শব্দের অর্থের বিভিন্নতার কারণে উক্ত বিধানে অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে।

অনুরূপ একটি হাদীসে রয়েছে,

«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»

অর্থাৎ "ফাতেহা না পড়লে নামায শুদ্ধ হবে না।" (বুখারী : ৭৫৬)

দৃশ্যত এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে ইমাম-মুক্তাদী সকলের ওপরই নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া ফরয। অথচ অপর হাদীসে রয়েছে,

وإذا قرأ فأنصتوا

অর্থাৎ "ইমাম যখন ক্বেরাত পড়েন তোমরা চুপ থাকো। (মুসলিম, হা: ৪০৪)

অনুরূপ আরেকটি হাদীসে রয়েছে,

«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ "ইমামের পেছনে নামায আদায়কারীর জন্য ইমামের ক্বেরাতই যথেষ্ট।" (শরহু মা'আনিল আ-সার, হা: ১২৯৪, সুনানে দারাকুতনী, হা: ১২৩৩)

হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় মুক্তাদির ওপর ক্বেরাত ফরয নয়। উক্ত মাসআলায় হাদীসগুলো দৃশ্যত পরস্পরবিরোধী।

উল্লিখিত দুই ধরনের বিধানের প্রথম প্রকারের বিধানগুলো সুস্পষ্ট ও সুসাব্যস্ত হওয়ায় তাতে কোনো প্রকার ইজতিহাদ ও গবেষণার যেমন কোনো প্রয়োজন নেই, তেমনি কেউ এসব মাসআলা তথা নামায, রোযা, হজ, যাকাত ফরয এবং ব্যভিচার, হারাম হওয়া ইত্যাদি বিধান জানতে অন্য কারো অনুসরণ বা তাকলীদের প্রয়োজন হয় না।

এবার আসুন! দ্বিতীয় প্রকারের বিধানাবলি, যার দুটি উদাহরণ ওপরে উল্লেখ হয়েছে। এর প্রথমটিতে শব্দের একাধিক আভিধানিক অর্থ থাকার কারণে বিধানে অস্পষ্টতা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। আর অপরটিতে পরস্পরবিরোধী একাধিক হাদীস থাকায় মাসআলাটিতে নির্দিষ্ট একটি সমাধানে পৌঁছতে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এখন মাসআলাদ্বয়ে সৃষ্ট জটিলতার সমাধান ব্যতীত উক্ত বিধানে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ অসম্ভব।

এ সমস্যা সমাধানের বাস্তবসম্মত দুটি পথ রয়েছে। এক হলো, এসব ক্ষেত্রে নিজের বিবেক খাটিয়ে স্বীয় জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল হয়ে নিজের বুঝ অনুযায়ী মাসআলাতে একটি সমাধানে পৌঁছা এবং তদানুযায়ী আমল করা। দ্বিতীয় হলো, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল না হয়ে পূর্ববর্তী নেককার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞানীজনদের অনুসরণ করা। এককথায় পূর্ববর্তী মুজতাহিদ আলেমগণের মধ্য থেকে যাঁর ওপর আস্থা হয়, তাঁর অনুসরণ করা। অর্থাৎ মুজতাহিদ আলেমগণের যাঁরা উক্ত মাসআলাসমূহে সৃষ্ট জটিলতায় কোরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান ও পারদর্শিতার আলোকে যে সমাধান দিয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকে যাঁর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা হয় তাঁর কথা অনুযায়ী আমল করা। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটির নামই হলো 'তাকলীদ'। সুতরাং 'তাকলীদ' এমন কোনো ভয়ঙ্কর প্রাণীর নাম নয় যে তার নাম শুনলেই ভয় পেতে হবে। বরং কোরআন-হাদীসের জটিল বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা ও সমাধানে পূর্ববর্তী কোনো একজন মুজতাহিদের দেওয়া সমাধান মেনে নেওয়াকেই 'তাকলীদ' বলে।

আর নিঃসন্দেহে এ কথা সুস্পষ্ট যে কোরআন-হাদীসের জটিল মাসআলাগুলোর সমাধানের বর্ণিত পদ্ধতিদ্বয়ের প্রথমটি অত্যন্ত দুরূহ ও স্পর্শকাতর। এতে পদস্খলন ও ভ্রান্তির আশংকা প্রবল।

আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই হলো সবচেয়ে সহজ ও বিপদমুক্ত। কেননা পূর্ববর্তী ইমাম ও সালাফে সালেহীন আলেম ও মুজতাহিদগণের ইলম, আমল ও তাক্বওয়া-পরহেজগারীর

Scanned by CamScanner

সাথে বর্তমানের কারো তুলনাই হয় না। কেননা তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত অগাধ জ্ঞান ও ধীশক্তি দ্বারা কোরআন-হাদীসে যে পারদর্শিতা অর্জন করেছেন, পরবর্তীদের মধ্যে এর নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাক্বওয়া পরহেজগারিতেও ছিলেন বে-মেছাল। এমনকি তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগের নিকটবর্তী হওয়ায় কোরআন-সুন্নাহের পরিবেশের সাথে বেশি পরিচিত ছিলেন। এতে তাঁদের পক্ষে আমাদের চেয়ে কোরআন-সুন্নাহ বোঝা অনেক সহজ হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ। অতঃপর যারা তাদের সাথে মিলিত হয়েছে, অতঃপর যারা উক্ত লোকদের যুগের সাথে মিলিত হয়েছে। এরপর মিথ্যা ও খারাবি ছড়িয়ে পড়বে।" (তিরমিযী : ২৩০৩, বুখারী : ২৬৫২)

সুতরাং কোরআন-সুন্নাহের বিধান মানার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি, অর্থাৎ কোনো একজন মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ ও তাকলীদের পথটিই সর্বসাধারণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ও আপদমুক্ত পন্থা।

(দেখুন : আল ফুসূল, জাস্‌সাস ৪/২৮১-২৮৮, আল ফক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্বিহ ২/৬৭, আল ক্বাওলুস্ সাদীদ ফী বা'যি মাসায়িলিল ইজতিহাদি ওয়াত্তাক্বলীদ, ইবনে মোল্লা ফর্‌রূখ পৃঃ ৩২-৪৫, তাক্বলীদ কী শরয়ী হাইসিয়াত, মুফতী তাকী উসমানী, পৃঃ ৭-১৪)

কোরআন-সুন্নাহের ওপর আমলের স্বীকৃত দু'টি পদ্ধতি

আরো স্পষ্ট হওয়ার জন্য ওলামায়ে কেরাম তাকলীদের বিষয়টি এভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, কোরআন-সুন্নাহের ওপর আমল করা সকল মুসলমানদের ওপর জরুরী। তবে কোরআন-সুন্নাহের ওপর আমল করার স্বীকৃত দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হলো, কোরআন-সুন্নাহ সরাসরি নিজে বুঝে ও গবেষণার মাধ্যমে সেগুলোর বিধানাবলী বের করে তদনুযায়ী আমল করা, যার অপর নাম হলো 'ইজতিহাদ'। এটি কোরআন-সুন্নাহের ওপর গভীর ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মুজতাহিদ ফকীহের কাজ। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, কোরআন-সুন্নাহের গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন মুজতাহিদের ব্যাখ্যা ও ইজতিহাদ অনুসারে কোরআন-সুন্নাহের ওপর আমল করা, একেই 'তাকলীদ' বলা হয়। এটি ইজতিহাদে অক্ষম সর্বসাধারণ ব্যক্তিদের দায়িত্ব। মূলত উভয় পদ্ধতিতেই কোরআন-সুন্নাহের অনুসরণ রয়েছে। প্রথম পদ্ধতিতে সরাসরি নিজের ইজতিহাদ অনুসারে কোরআন-সুন্নাহের অনুসরণ, আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিশেষজ্ঞের ইজতিহাদ অনুসারে কোরআন-সুন্নাহের অনুসরণ।

এ জন্যই কোরআন-হাদীসের বিভিন্ন জায়গায় সর্বসাধারণকে জ্ঞানীদের অনুসরণ তথা তাক্বলীদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। আর সাহাবা, তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের আমলও ছিল অনুরূপ। এর উদাহরণ হাদীস ও ইতিহাসের পাতায় অসংখ্য, যার বিস্তারিত বর্ণনা এ স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়।

Scanned by CamScanner

তাক্বলীদের সংজ্ঞা

'তাক্বলীদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, গলায় বেড়ি লাগানো।

পরিভাষায় 'তাক্বলীদ' বলা হয়, "শরয়ী বিধানাবলিতে দলিল চাওয়া ব্যতীত কোনো মুজতাহিদ ইমামের কোরআন-হাদীস ও অন্যান্য শরয়ী দলিলের গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।" (তাক্বলীদ কী শরয়ী হাইসিয়াত, মুফতী তাকী উসমানী পৃ: ১৪, আত তা'রীফাত পৃ: ৬৪, ফাতহুল গাফ্ফার শরহুল মানার, ইবনে নুজাইম ২/৩৭)

এখানে 'দলিল চাওয়া ব্যতীত' এ কথার উদ্দেশ্য এই নয় যে দলিল ছাড়াই কারো কথা মেনে নেওয়া হচ্ছে, বরং মুজতাহিদ ইমাম কোরআন, হাদীস ও শরয়ী দলিলাদিতে অধিক পারদর্শী হওয়ায় তাঁর ওপর পরিপূর্ণ আস্থাশীল হওয়ার কারণে তাঁর থেকে দলিল চাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতার আলোকে কোরআন-হাদীস গবেষণা করে বিধানাবলি সংকলন করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে মুক্বাল্লিদগণ দলিল জানতে পারবে না, বরং স্বীয় ইমাম কোন দলিলের আলোকে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা জানতে পারবে। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই, পরবর্তী ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ তাঁদের কিতাবাদিতে স্বীয় ইমামের দলিলসমূহ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। সেগুলোতে প্রত্যেক ইমামের অনুসারী ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণ স্ব স্ব ইমামের মাসায়েলসমূহ দলিল দিয়ে প্রমাণিত করেছেন।

তাক্বলীদের প্রকারভেদ

আর উল্লিখিত তাক্বলীদের দুটি পদ্ধতি রয়েছে। এক. নির্দিষ্ট একজন মুজতাহিদ ইমামকে অনুসরণ করা, যাকে 'তাকলীদে শখসী' বলা হয়। দুই. অনির্দিষ্ট একাধিক ইমামের অনুসরণ করা, যাকে 'তাক্বলীদে মুতলাক' বলা হয়। উভয় প্রকারের তাক্বলীদই কোরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

কোরআনে কারীমে তাক্বলীদের প্রমাণ

এক. মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

অর্থাৎ "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসূল ও তোমাদের উলুল আমর ব্যক্তিদের অনুসরণ করো।" (সূরা নিসা : ৫৯)

Scanned by CamScanner

উক্ত আয়াতের তাফসীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), জাবের (রা.), হাসান বসরি, আতা ইবনে সায়েব, আতা ইবনে আবী রাবাহ, আবুল আ-লিয়া রহমতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ মুফাস্‌সিরগণ 'উলিল আমর' অর্থ মুজতাহিদ ইমামের অনুসরণ করা- ব্যাখ্যা করেছেন। (তাফসীরে ত্বাবারী ৫/৮৮, তাফসীরে কাবীর ৩/৩৩৪)

দুই. ইরশাদ হচ্ছে,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ "তোমরা না জানলে জ্ঞানীদের থেকে জেনে নাও।" (সূরা নাহল : ৪৩, আম্বিয়া : ৭)
নিজে না জানার কারণে অপর জ্ঞানী ব্যক্তির অনুসরণের নামই হলো তাক্বলীদ।
এ ছাড়া আরো অনেক আয়াত দ্বারা তাক্বলীদ প্রমাণিত। সংক্ষেপে এ দুটি আয়াত উল্লেখ করা হলো।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসে তাক্বলীদ

এক.

عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر

হযরত হুজায়ফা (রা.) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আমি জানি না তোমাদের মাঝে আর কত দিন থাকব, তোমরা আমার পরে আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করো।" (তিরমিযী : ৩৬৬৩)
এখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু বকর ও ওমর (রা.)-এর অনুসরণ তথা তাক্বলীদ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
দুই. সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন,

فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم

অর্থাৎ "তোমরা আমার অনুসরণ করো, আর তোমাদের পরবর্তীগণ তোমাদের অনুসরণ করবে।" (মুসলিম : ৪৩৮)
বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন,

وقيل: معناه تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذلك أتباعهم إلى انقراض الدنيا

অর্থাৎ "কতক উলামায়ে কেরামের মতে হাদীসটির অর্থ হলো, তোমরা আমার থেকে শরয়ী বিধানাবলি শেখো, তোমাদের পরবর্তীগণ তা তোমাদের থেকে শিখবে। এভাবে

Scanned by CamScanner

ক্রমধারাবাহিকতায় কেয়ামত পর্যন্ত একদল অন্য দলের অনুসরণ করতে থাকবে।" (ফাতহুল বারী ২/২০৫) এতেও তাক্বলীদের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।
এ ছাড়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাহাবীকে দূর দেশে গভর্নর বানিয়ে পাঠাতেন এবং ওই দেশের লোকদের ব্যাপারে এই হেদায়েত দিয়ে দিতেন, যেন তারা শরীয়তের সকল বিষয়ের সমাধান ওই সাহাবী থেকে জেনে নেয়। যেমন–হযরত মু'আয ইবনে জাবাল ও হযরত আলী (রা.)-কে ইয়ামানের গভর্নর ও ইমাম হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। (বুখারী : ৪৩৪১, ৪৩৪৯)
এ ছাড়া রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক হাদীস ও সুন্নাহ দ্বারা তাক্বলীদ প্রমাণিত।
স্মর্তব্য, যদি কোরআন-হাদীসে তাক্বলীদের প্রতি গুরুত্বারোপ করে কোনো প্রমাণ নাও থাকত, তবুও সর্বসাধারণের জন্য কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিকভাবে আমল করার প্রয়োজনে তাকলীদ অপরিহার্য ছিল। কেননা কোনো ব্যাপারে নিজে না জানলে সে বিষয়ে অন্য জ্ঞানী ব্যক্তির অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা এমন একটি প্রকৃতিগত ও বাস্তবসম্মত সত্য, যা কোনো মানুষই অস্বীকার করতে পারবে না। তাই এর প্রয়োজনীয়তার পক্ষে বাস্তবতাও একটি বড় দলিল।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাক্বলীদ

অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামই শরয়ী বিষয়ে মুজতাহিদ সাহাবীগণের তাক্বলীদ করতেন। যাঁরা কোরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি মাসআলা বের করতে সক্ষম ছিলেন না, তাঁরা ফকীহ সাহাবীগণের অনুসরণ করতেন এবং তাঁদের থেকে জিজ্ঞেস করে আমল করতেন। হাফেয ইবনুল ক্বায়্যিম (রহ.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর প্রায় ১৩০ জন সাহাবী ফতওয়া দিতেন। আর বাকি সবাই শরয়ী বিধানাবলিতে তাঁদের অনুসরণ করতেন। (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/৮)
হ্যাঁ, তবে সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাক্বলীদে শখসীর বাধ্যবাধকতা ছিল না, বরং তাক্বলীদে মুতলাক ও তাক্বলীদে শখসী উভয় ধরনের তাক্বলীদের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাক্বলীদে শখসীর উদাহরণ

এক. সহীহ বুখারীতে রয়েছে,

عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما، عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا

"হযরত ইকরামা (রহ.) সূত্রে বর্ণিত, একদা মদীনাবাসী একদল হজ আদায়কারী (যাঁরা সকলেই সাহাবী বা তাবেয়ী ছিলেন) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন, তা হলো কোনো মহিলার তাওয়াফে যিয়ারতের পর হায়েজ এলে

করণীয় কী? হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, সে তাওয়াফে বিদা না করে চলে যাবে। তবে এ বিষয়ে মদীনার ফকীহ যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর মত ছিল এর বিপরীত। তাই মদীনাবাসীগণ বললেন, আমরা যায়েদ ইবনে সাবেতের কথা ছেড়ে আপনার কথা কখনো মেনে নেব না। ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, তোমরা মদীনায় গিয়ে বিষয়টি অন্য সাহাবী থেকে জিজ্ঞেস করো।" (বুখারী : ১৭৫৮)

উক্ত হাদীসে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মদীনাবাসী এ সকল লোক হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.)-এর তাক্বলীদে শখসী করতেন। এ জন্যই তাঁরা ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতো বড় ফকীহ সাহাবীর কথাও যায়েদ (রা.)-এর বিপরীত হওয়ায় গ্রহণ করেননি। আবার ইবনে আব্বাস (রা.)ও তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হননি এবং এ বলে ফিরিয়ে দেননি যে তোমরা তাক্বলীদে শখসী করে শিরিক করে ফেলেছ, অথবা গোনাহ করেছ। বরং তিনি তাঁদেরকে মদীনায় গিয়ে বিষয়টি অন্য সাহাবী থেকে জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

দুই. বুখারী শরীফে অন্যত্র উত্তরাধিকারসংক্রান্ত একটি মাসআলায় লোকেরা হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি যে উত্তর দিলেন তা ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ফতওয়ার বিপরীত হয়, তখন আবু মুসা আশআরী (রা.)-এর নিকট তা জানানো হলে তিনি বললেন,

لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم

"যত দিন এই বড় আলেম তোমাদের মাঝে রয়েছে, তত দিন তোমরা আমাকে ফতওয়া জিজ্ঞেস করো না।" (বুখারী : ৬৭৩৬)
উক্ত হাদীসে আবু মুসা আশআরী (রা.) ইবনে মাসউদ (রা.)-এর তাক্বলীদে শখসী করার জন্য সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ ছাড়া অসংখ্য ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সাহাবায়ে কেরাম শুধু তাকলীদে মুতলাক-ই করেননি, বরং নির্দিষ্ট একজন মুজতাহিদের অনুসরণ তথা তাক্বলীদে শখসীও করতেন। যদিও তাঁদের যুগে তাক্বলীদে শখসী ওয়াজিব ছিল না। বরং উভয় ধরনের তাক্বলীদের প্রচলন ছিল।

মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো একটি মানা ওয়াজিব হওয়ার কারণ

সাহাবা তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের যুগে যদিও 'তাক্বলীদে শখসী' তথা নির্দিষ্ট একজনের তাক্বলীদের পাশাপাশি 'তাক্বলীদে মুতলাক' অনির্দিষ্ট যেকোনো মুজতাহিদের অনুসরণের প্রচলন ছিল, তবে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম একটি বৃহত্তর স্বার্থকে সামনে রেখে পরবর্তী লোকদের ওপর তাক্বলীদে শখসী বাধ্যতামূলক ওয়াজিব হওয়ার ওপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। বৃহত্তর স্বার্থটি হলো, সর্বসাধারণকে স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদার

Scanned by CamScanner

অনুসরণ থেকে হেফাজত করা। কেননা সাহাবা তাবেঈন ও সোনালি যুগের মানুষের মধ্যে আমানতদারি, স্বচ্ছতা ও আল্লাহর ভয় ইত্যাদির ব্যাপক পরিবেশ থাকায় তাতে স্বাধীনভাবে যেকোনো কারো থেকে মাসআলা জেনে আমলের অনুমতি ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষের মধ্য থেকে স্বচ্ছতা উঠে যাওয়ায় মানুষ মুজতাহিদগণের মতবিরোধকে স্বীয় প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। যে মাসআলায় যে ইমামের অনুসরণে সর্বদা নিজের সুবিধা হয় সে মাসআলায় ওই ইমামের অনুসরণ করে। এতে প্রকারান্তরে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মানার পরিবর্তে নিজের নফসের চাহিদার অনুসরণ হয়ে যায়। অথচ কোরআন হাদীসে কঠোরভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বারণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ

"তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।" (সূরা স-দ : ২৬)

পরবর্তী যুগে অনির্দিষ্ট ইমামের তাক্বলীদের অনুমতি দিলে মানুষের মধ্যে নফসের চাহিদা অনুযায়ী চলার মতো জঘন্য অপরাধ ব্যাপক আকার ধারণ করবে। আর বাস্তবেও বর্তমানে তাই হচ্ছে। এ পরিস্থিতিকে সামনে রেখে চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে সকল উলামায়ে কেরাম প্রচলিত সুবিন্যস্ত চার মাযহাবের (হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী) কোনো একটির অনুসরণ সকলের ওপর বাধ্যতামূলক হওয়ার ওপর ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

এ জন্যই হাফেয ইবনে তাইমিয়াহ হাম্বলী (রহ.). তাঁর ফতওয়ায় লেখেন,

وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد إلشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب أو محرم بمجرد هواه مثل أن يكون طالبا لشفعة الجوار فيعتقدها أنها حق له ثم إذا طلبت منه شفعة الجوار اعتقدها أنها ليست ثابتة، أو مثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد فإذا صار جدا مع أخ اعتقد أن الجد لا يقاسم الإخوة، أو إذا كان له عدو يفعل بعض الأمور المختلف فيها، كشرب النبيذ المختلف فيه، ولعب الشطرنج، وحضور السماع اعتقد أن هذا ينبغي أن يهجر وينكر عليه فإذا فعل ذلك صديقه اعتقد ذلك أن هذا من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر فمثل هذا ممن يكون في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بسبب هواه هو مذموم مجروح خارج عن العدالة وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز.

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, "ইমাম আহমদ ও অন্য ইমামগণ এ কথা সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে কোনো ব্যক্তি একটি জিনিস একসময় ওয়াজিব কিংবা হারাম বিশ্বাস করে পরবর্তীতে প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী এর বিপরীত বিশ্বাস করা কখনো জায়েয নেই। ... ... এরূপ একসময় একটি জিনিসকে হারাম মেনে পরবর্তীতে নফসের চাহিদা অনুযায়ী তা হালাল করে নেওয়া জঘন্য অপরাধ এবং একটি নিকৃষ্ট কাজ। যা তাকে সৎ মানুষের গণ্ডি থেকে বের করে অসৎ মানুষের কাতারে দাঁড় করাবে।" (আল ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৯৫)

উল্লেখ্য, কোনো এক যুগে একটি জিনিস ওয়াজিব ছিল না, কিন্তু পরবর্তীতে তা ওয়াজিব হয়ে যাওয়া যুগের প্রয়োজনের খাতিরে এর বিধান রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এর অনেক নজির পাওয়া যায়। উদাহরণত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ থেকে নিয়ে ওমর (রা.)-এর খেলাফত কাল পর্যন্ত কোরআন শরীফ সাত পদ্ধতির সকল পদ্ধতিতে লেখার অনুমতি ছিল। পরবর্তীতে এতে ব্যাপক ফেতনা-ফ্যাসাদের আশংকায় হযরত উসমান (রা.) স্বীয় খেলাফত আমলে কোরআনে কারীমের একটি লিখন পদ্ধতি বাকি রেখে সবগুলো পুড়িয়ে দেন এবং একটি ছাড়া সকল পদ্ধতি নিষিদ্ধ করে দেন। অথচ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগেও সবগুলোর অনুমতি ছিল। (বুখারী : ৪৯৮৭)

অনুরূপ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবা তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের যুগে অনির্দিষ্ট তাক্বলীদের অনুমতি থাকলেও যুগের সমস্যার দিকে লক্ষ্য রেখে ধারাবাহিক সুবিন্যস্তভাবে চলে আসা চার মাযহাব রেখে বাকি সব মাযহাবের অনুসরণ নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়ার ওপর সর্বযুগের সকল উলামায়ে কেরাম একমত পোষণ করেছেন।

মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো একটি মানা ওয়াজিব হওয়া প্রসঙ্গে সকল যুগের উলামাগণের ইজমা

হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর পর থেকে চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া এবং এর বাইরে কারো অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সকল উলামার ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে। অসংখ্য কিতাবে এই ইজমার কথা উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত হলো :

১. ইমামুল হারামাইন আবু মুহাম্মদ আল জুআইনী শাফেয়ী (রহ.) (৪৭৮ হি.) বলেন,

أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل عليهم أن يتبعوا مذاهب الأئمة الذين سبروا ونظروا وبوبوا الأبواب وذكروا أوضاع المسائل وتعرضوا للكلام على مذاهب الأولين.

"সকল বিজ্ঞ আলেম এ কথার ওপর একমত যে সর্বসাধারণ মুসলমানগণ সাহাবায়ে কেরামের মতামত তালাশ করতে যাবে না। বরং তাদের ওপর জরুরি হলো, সাহাবা-পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের মাযহাব অনুসরণ করা। যাঁরা স্বীয় পারদর্শিতার

আলোকে দ্বীনের সকল বিধানকে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সুবিন্যস্তভাবে সাজিয়েছেন।” (আল বুরহান ২/১৭৭)

২. ইমাম ইবনে মুফলিহ হাম্বলী (রহ.) (৭৬৩ হি.) বলেন,

وفي الإفصاح: أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم

অর্থাৎ “এ কথার ওপর সকল উম্মতের ইজমা রয়েছে যে চার মাযহাবের কোনো একটির অনুসরণ ওয়াজিব, এর বাইরে কোনো হক্ব দল নেই।” (কিতাবুল ফুরু ১১/১০৩)

৩. আল্লামা যারকাশি শাফেয়ী (রহ.) (৭৯৪ হি.) বলেন,

وقد وقع الاتفاق بين المسلمين على أن الحق منحصر في هذه المذاهب، وحينئذ فلا يجوز العمل بغيرها، فلا يجوز أن يقع الاجتهاد إلا فيها.

অর্থাৎ “সকল মুসলমানের ঐকমত্য হলো, চার মাযহাবের মধ্যেই হক্ব সীমাবদ্ধ। অতএব এর বাইরে যাওয়া জায়েয নেই।” (আল বাহরুল মুহীত ৮/২৪০)

৪. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী (৯১১ হি.) বলেন,

وما خالف المذاهب الأربعة، فهو كالمخالف للإجماع

“যারা চার মাযহাবের বিরোধিতা করে তারা উম্মতের ইজমার বিরোধিতাকারীর অন্তর্ভুক্ত।” (আল আশবাহ ওয়ান্নাযায়ের, সুয়ূতী, পৃ: ২০৮)

৫. আল্লামা ইবনে নুজাইম হানাফী (৯৭৫ হি.) বলেন,

وما خالف الأئمة الأربعة مخالف للإجماع

“যারা চার ইমামের বিরোধিতা করে তারা উম্মতের ইজমার বিরোধী।” (আল আশবাহ ওয়ান্নাযায়ের, ইবনে নুজাইম ১/৩৩২)

এ ছাড়া ইমাম গাযালী, ইবনুস সালাহ, আসনাবী, আল্লামা ইবনুল হুমাম, ইবনু আমীরিল হাজ, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রহ.)সহ অনেক উলামায়ে কেরাম থেকে অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে। যা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে চতুর্থ শতাব্দীর পর চার মাযহাবের কোনো একটি মানা ওয়াজিব হওয়ার ওপর সকল উলামার ইজমা হয়েছে। (দেখুন : আদাবুল মুফতী ওয়াল মুস্তাফতী, পৃ: ১৬২, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১১/৯২, নিহায়াতুস সূল ৪/৬৩৩, রাসায়েলে ইবনে রজব ১/৪৭, আত তাহরীর আত তাক্বরীরসহ ৩/৪৭৩, আল মীযানুল কুবরা ১/৬৬, ইক্বদুল জীদ, পৃ: ৩১)

Scanned by CamScanner

ঐক্যের ডাক অনৈক্যের ফাঁদ :

বর্তমানে বহুধা বিভক্ত একটি দল চার মাযহাবের অনুসরণকে মুসলিম উম্মাহের অনৈক্যের কারণ মনে করে থাকে! চির সত্য হলো, তাক্বলীদ তথা মাযহাবের অনুসরণ মুসলমানদের অনৈক্যের কোনো কারণ নয়। মুসলিম উম্মাহ দীর্ঘ বারো-তের শ বছর যাবৎ এর ওপর ঐকমত্যের সাথে আমল করে আসছে। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী যে চার মাযহাবের অনুসরণ করেই মুসলিম উম্মাহ নিজেদের ঐক্য ও সংহতিকে টিকিয়ে রেখেছে। একই সাথে তারা হজ পালন করে, একই সাথে তারা সালাত আদায় করে। কিন্তু কেউ কখনো কাউকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে না যে তুমি ইমাম শাফেয়ীর মাযহাব অনুসরণ করো কেন? তুমি ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুসরণ করো কেন?

আমরা জানি যে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে পৃথিবীর সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। তাবলীগ জামাতের সকলেই একই মাযহাবের অনুসারী? কখনো নয়। তাদের মাঝে হানাফী, শাফেয়ী, কেউ কেউ মালেকী... । কিন্তু চার মাযহাব হওয়ার কারণে তাদের মাঝে কখনো কোনো তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে? মাযহাব অনুসরণ করেও আলহামদুলিল্লাহ সকলেই ইসলামের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে।

সুতরাং শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে চার মাযহাব পরস্পর অনৈক্যের শিকার–এ দাবি করা নিতান্তই অযৌক্তিক; বরং যারা মুসলিম উম্মাহকে এক করার মানসে নতুন মাসআলা-মাসায়েল দিতে শুরু করেছে, তারাই আরেকটি দল সৃষ্টি করে বসেছে। চার মাযহাব অনুসরণ করা যাবে না। বর্তমান সময়ে এ আওয়াজ তুলছে সালাফী বা আহলে হাদীসগণ। তারা মানুষকে কোরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর আমল করার আহ্বান করলেও নিজেরা অধিকাংশ মাসআলায় তাদের সমমনা কোনো আলেমের বক্তব্য অনুসরণ করে থাকে। তারা ঐক্যের ডাক দিয়ে মহা অনৈক্যের শিকার।

এ সম্পর্কে ড. ইউসুফ আল কারযাভী তাঁর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

প্রশ্ন : কিছু কিছু দাঈ রয়েছেন, যাঁরা 'মুসলিম উম্মাহকে এক হওয়ার মতামত পেশ করে থাকেন এবং ইসলামী সমাজে যেকোনো ধরনের অনৈক্য নিষিদ্ধ' এ বক্তব্য জোরালোভাবে উপস্থাপন করে থাকেন। সুতরাং মুসলিম সমাজে বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত থাকাটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এবং তাঁরা বলে থাকেন, ইসলাম ঐক্য ও সংহতির ধর্ম। সমস্ত মানুষ একই চিন্তাধারায় পরিচালিত হবে এবং একই দল ও মতের অনুসারী হবে; যারা হবে আল্লাহর দল বা হিযবুল্লাহ। সুতরাং তারা মুসলিম ঐক্যের জোর দাবি জানিয়ে থাকেন।

উত্তর : উপর্যুক্ত প্রশ্নের উত্তরে ডা. ইউসুফ কারযাভী বলেছেন,

Scanned by CamScanner

أجاب الدكتور القرضاوي : أنا أقول هناك فرقاً كبيراً بين الاختلاف والتفرق، هناك اختلاف مشروع وهناك تفرق ممنوع، الاختلاف المشروع اختلاف الناس في الآراء وفي السياسات، وفي المناهج وفي هذه الأشياء ... ممكن الناس تختلف في الأهداف، تتكون جماعات، وتتكون أحزاب لها أهداف مختلفة، أو ترتيب الأهداف؛ جماعة يرون الاقتصاد أولاً، وجماعة تقول لا الأخلاق أولاً، وجماعة تقول لا الوحدة أولاً، وجماعة تقول لا الثقافة أولا ...

"আমি বলব মতপার্থক্য ও বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। একদিকে মতপার্থক্য শরীয়তে বৈধ ও দলাদলি শরীয়তে অবৈধ। শরীয়তসম্মত মতপার্থক্য হলো, মানুষের মতামত, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতিগত পার্থক্য। উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা নিরূপণে মানুষের মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। এবং এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের মাঝে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি হওয়াটাও স্বাভাবিক। এক দলের উদ্দেশ্য ও কর্ম-পদ্ধতি অন্য দল থেকে ভিন্ন হতে পারে। কোনো দল অর্থনীতিকে প্রাধান্য দেবে, কোনো দল চারিত্রিক পবিত্রতাকে গুরুত্ব দেবে। কোনো বিশেষ দল হয়তো বলবে, সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয় হলো ঐক্য। হয়তো কোনো দল বলেবে–না, বরং সাংস্কৃতিক বিকাশই মুখ্য!"

ডা. কারযাভী আরো বলেন,

المهم سيظل الناس يختلفون، هذا الاختلاف ليس تفرقاً، اختلاف رأى، لا بد للناس أن تختلف، بعدين نعرض هذا على الناس ليرى الناس أينا أولى بالتقديم وأينا أولى بالتأخير ما تقوله قاله بعض الناس في الاختلاف الفقهي؛ يعني هناك دعوة من بعض الناس لإزالة المذاهب الفقهية، ناس يسمونهم اللامذهبيين، يقول لك: المذاهب فرقت المسلمين، إيه معنى مالكي، وشافعي، وحنبلي، وإباضي، وزيدي وكذا .. كل يجب أن يزول، والناس على مذهب واحد! ..

"বিবেচনার বিষয় হলো, জাতীয় ক্ষেত্রে মানুষ মতপার্থক্য করতে থাকবে। এ ধরনের মতপার্থক্য তাফাররুক বা দলাদলি সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি হলো মতের ভিন্নতা, যা স্বীকৃত ও স্বতঃসিদ্ধ। তবে ফিকহী মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে যে মতপার্থক্য রয়েছে, সে ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য কী? এক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে, যারা ফিকহী মাযহাবসমূহকে মূলোৎপাটিত করতে চায় এবং নিজেদেরকে লা-মাযহাবী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। তারা আপনাকে বলবে, মাযহাবসমূহ! সে তো মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করেছে এবং তারা উদ্দেশ্য নেয়, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী, ইব্বাজী, যায়দী ইত্যাদি। সবগুলো দূরীভূত হওয়া আবশ্যক এবং সব মানুষকে এক মাযহাবের অনুসারী হতে হবে!"

Scanned by CamScanner

তিনি পরবর্তীতে বলেছেন,

تكون النتيجة ان هؤلاء الناس الذين يدعون الى إلغاء المذاهب يزيدون المذاهب مذهبًا واحدًا، كما نقول نحن : المذهب الخامس، هم فى الحقيقة ده يقولوا اراه، وألهم بعض الاجتهادات يجتمعون على هذه الاجتهاد، فأصبح مذهبا جديدًا ! ... إذا زدنا المذاهب مذهبا لم نزل الخلاف، ومحاولة إزالة الخلاف بين الناس لا يزيد الناس إلا فرقة، طبيعة الناس لازم تختلف! ...

"ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, যে সমস্ত লোক মাযহাব মূলোৎপাটনের দাওয়াত দিয়ে থাকে, তারা আরেক নতুন মাযহাবের সূচনা করে থাকে। আমাদের দৃষ্টিতে তারা পঞ্চম মাযহাবের অবতারণা করছে। প্রকৃতপক্ষে তারা অতি ধূর্ত চতুর, কখনও নিজেদের মনগড়া বক্তব্য পেশ করে থাকে, কখনও কোনো শায়খের উক্তি বর্ণনা করে, কখনও কোনো ইমামের ইজতেহাদের সাথে একমত হয় এবং এভাবে এক নতুন মাযহাবের সৃষ্টি করে। এভাবে আমরা যদি মাযহাবসমূহের ওপর আবার নতুন মাযহাব সৃষ্টির পেছনে পড়ি, তাহলে উম্মাহের মাঝে অনৈক্য বাড়বে, তারা আরও বেশি বিভেদে লিপ্ত হবে। মানুষের প্রকৃতিই সে ক্ষেত্রে অনৈক্য সৃষ্টি করতে বাধ্য হবে।

الصحابة اختلفوا، الصحابة كانوا مختلفين، سيدنا عمر بن عبد العزيز قال : ما أحببت أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا؛ لأنه لولم يختلفوا لكان أمرا واحدًا، ومنهجًا واحدًا، أما قد اختلفوا فقد فتحوا لنا باب اليسر والسعة، تختار أى واحد من الصحابة، فتحوالنا باب تنوع المنازع وتعدد المشارب.

"সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মতপার্থক্য করেছেন, তাঁরা মতপার্থক্য করতেন। উমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহ.) বলেছেন, রাসূলের সাহাবীরা (রা.) মতপার্থক্য না করুক, এটি আমি পছন্দ করি না। কেননা তাঁদের মধ্যে যদি মতপার্থক্য না থাকত, তাহলে একটিই মাত্র পদ্ধতি থাকত, একটি মাত্র তরীকা থাকত। কিন্তু তাঁরা মতপার্থক্য করেছেন এবং আমাদের জন্য প্রশস্ততার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তুমি যেকোনো একজন সাহাবীকে অনুসরণ করো। তাঁরা আমাদের জন্য বিবিধ উৎস ও বিবিধ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন।"

(কাতারভিত্তিক আল-জাজিরা টিভি চ্যানেলের সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম 'শরীয়ত ও জীবন' (আশ-শারীয়াতু ওয়াল হায়াতু)-এ ড. ইউসুফ কারযাবীর সাক্ষাৎকার। আলোচ্য বিষয়,. موقف الإسلام من الأحزاب والتعددية السياسية

(http://www.qaradawi.net/2010-0-2-23-09-38-15/4/632.html)

Scanned by CamScanner

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা নিম্নলিখিত উপসংহারে আসতে পারি :

১. শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহের মাঝে যে মতপার্থক্য রয়েছে, তা কোনো অনৈক্য ও ফেরকাবাজির অন্তর্ভুক্ত মনে করা নিতান্ত বোকামি। মূল কারণ বাদ দিয়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মুসলিম উম্মাহের অনৈক্যের কারণ মনে করা অদূরদর্শিতা ও অপরিপক্বতাকে আরও প্রকট করে তোলে।

২. চার মাযহাবকে উৎপাটিত করার দাওয়াত মূলত মানুষকে নতুন এক মাযহাব সৃষ্টির দাওয়াত দেওয়ারই নামান্তর। কেউ যদি এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবে বুঝতে হবে, সেও নতুন কোনো মাযহাব বা ফেরকা প্রবর্তনে আগ্রহী।

৩. মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যের ডাক দিয়ে তাদের মধ্যে একটি গৌণ বিষয় নিয়ে তুলকালাম সৃষ্টি করে ফেতনার কুরুক্ষেত্র তৈরিই বা কতটা যুক্তিসঙ্গত। ঐক্যের এটি কোন পদ্ধতি? যে ঐক্যের ডাকের পরিণতি হলো মহা অনৈক্য, সেই ঐক্যই বা কোন ধরনের ঐক্য?

ঐক্যের ডাক দিয়ে সালাফী, লা-মাযহাবী বা আহলে হাদীসগণ খেই হারিয়ে ফেলেছে। তারা নিজেরাই বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে একে-অপরকে কাফের বলে থাকে। (নাউযুবিল্লাহ)।

সুতরাং যে ঐক্যের ফল হলো, মুসলিম উম্মাহের মাঝে নতুন নতুন ফেতনার জন্মদান এবং সাধারণ মুসলমানদের অনিশ্চয়তার হাতে সমর্পণ, সেটা কিভাবে মুসলিম উম্মাহের মাঝে ঐক্য হিসেবে নির্ধারণ করা যেতে পারে এবং Unity In The Muslim Ummah -এর যৌক্তিকতা বা কোথায়? লা-মাযহাবী বা আহলে হাদীসদের অভিযোগ হলো, মুসলমানরা চার মাযহাব মেনে ইসলামে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে। এক নবী, এক কোরআন, তবে চার মাযহাব মানব কেন? ইত্যকার হাজারও প্রশ্ন তারা করে থাকে।

আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, তারা যে শুধু কোরআন ও সহীহ হাদীসের ওপর আমল করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে, তারা তার কতটুকু বাস্তবায়ন করেছে? তাদের মাঝে কি এমন কোনো ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা আমাদের জন্য আদর্শ হতে পারে?

তিক্ত হলেও সত্য যে সালাফীরা নিজেদের মাঝে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার দাবি করেছে তার কিয়দাংশও কখনও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়নি, বরং তারা মুসলিম উম্মাহের মাঝে ফেতনার জন্ম দিয়েছে, ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহকে আরও বিভক্ত করেছে।

Scanned by CamScanner

إذا صح الحديث فهو مذهبي এর উদ্দেশ্য

উক্ত কথাটি বিভিন্ন কিতাবে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)সহ অন্য ইমামদের থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। যার ভাবার্থ হচ্ছে, "সহীহ হাদীস দ্বারা যা প্রমাণিত তা-ই আমার মাযহাব।"

বর্তমানে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উক্ত কথাটির দ্বারা অনেকেই বিভ্রান্ত হচ্ছেন, যার কারণ হলো এ বাক্যের সঠিক মর্ম না বোঝা। বাক্যটির অর্থ এই নয় যে যেকোনো ব্যক্তি কোনো কিতাব থেকে একটি হাদীস নেবে এবং ওই হাদীস তার নিজের মতে সহীহ প্রমাণিত হবে, এরপর নিজের বুঝ অনুযায়ী একটি ব্যাখ্যা করবে, তা-ই ইমাম আবু হানীফার মাযহাব হয়ে যাবে, আর হানাফী মাযহাবের সকলকে তা মানার নির্দেশ দেবে। বরং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর উক্ত কথার সঠিক মর্ম অনুধাবনের জন্য দুটি বিষয় বুঝতে হবে। প্রথমত, তাঁর এ কথাটির 'মুখাতাব' (সম্বোধিত ব্যক্তি) কারা? দ্বিতীয়ত, صح الحديث (হাদীস সহীহ প্রমাণিত) হওয়ার অর্থ কী?

প্রথম কথা হলো, এখানে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কথাটির মুখাতাব হলেন মুজতাহিদ ইমামগণ। ইমাম সাহেব (রহ.) তাঁর মুজতাহিদ শাগরেদদেরকে লক্ষ্য করে কথাটি বলেছেন। সর্বসাধারণের জন্য নয়। এতে বোঝা যায় যে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়াস তথা শরীয়তের মূল দলিলসহ নাসেখ-মানসূখ ইত্যাদির জ্ঞানসম্পন্ন ইজতেহাদের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করেই কথাটি বলেছিলেন। এ জন্যই পরবর্তীতে ইমাম সাহেব (রহ.)-এর অনেক শাগরেদ এবং পরবর্তী মুজতাহিদ ইমামগণ অনেক মাসআলায় দলিল বিশ্লেষণপূর্বক ইমাম সাহেবের বিপরীত মত ব্যক্ত করেছেন। এ সম্বন্ধে আল্লামা শামী (রহ.) লেখেন,

ولا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص ومعرفة محكمها من منسوخها، فإذا نظر أهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته إلى المذهب لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب -

(رد المحتار ١/ ٦٨، شرح عقود رسم المفتي ص ١١٨)

দ্বিতীয় কথা হলো, صح الحديث অর্থাৎ "ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মতের বিপরীত কোনো সহীহ হাদীস প্রমাণিত হওয়া"-এর অর্থ এই নয় যে যেকোনো ব্যক্তি একটি হাদীসের সনদ সহীহ বলে দিল, সাথে সাথে আমরা ওই হাদীসটিকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাসআলার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেব। বরং صح الحديث এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হাদীসটি সনদের বিচারে সর্বসম্মতিক্রমে সহীহ হওয়ার পাশাপাশি এর অর্থ ও মর্ম সুস্পষ্ট হতে হবে এবং এর সাথে সাংঘর্ষিক এর সমমানের অন্য কোনো দলিল না

Scanned by CamScanner

থাকতে হবে, সাথে সাথে হাদীসটি 'মানসূখ' তথা রহিত না হতে হবে। যদি বাস্তবেই এমন কোনো হাদীস ইমাম সাহেব (রহ.)-এর মতের বিরুদ্ধে পাওয়া যায়, তখন ইমাম সাহেবের মতটি ছেড়ে ওই হাদীসের মর্ম অনুযায়ী আমল করবে। (উসূলুল ইফতা, পৃ: ১৯১)

আল্লামা ইবনে হামদান (রহ.) লিখেছেন,

وليس لكل فقيه أن يعمل بما رآه حجة من الحديث حتى ينظر هل له معارض أو ناسخ أم لا أو يسأل من يعرف ذلك ويعرف به وقد ترك الشافعي العمل بالحديث عمدا لأنه عنده منسوخ لما بينه

"প্রত্যেক ফকীহের জন্য এই অনুমতি নেই যে বাহ্যিক হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর আমল করবে, যতক্ষণ না সে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান অর্জন করবে যে এ হাদীসটির সাংঘর্ষিক কোনো দলিল আছে কি না, অথবা হাদীসটির বিধান রহিত কি না। এ ব্যাপারে সে যদি জ্ঞান না রাখে, তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) অনেক হাদীসের ওপর ইচ্ছা করেই আমল করেননি। কেননা তাঁর নিকট সে সমস্ত হাদীসের বিধান মানসূখ (রহিত) ছিল।" (সিফাতুল ফতওয়া, পৃ. ৩৮)

এ ছাড়া উক্ত কথাটির আরো একটি মর্ম অনেক উলামা এভাবে বলেছেন যে হাদীস থাকা অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (রহ.) কিয়াস ও রায়ের দিকে কখনো যেতেন না এবং এ নীতিতেই তাঁর ফিকহী মাযহাব সংকলন করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মাযহাবের সকল বিধান আমলযোগ্য সহীহ হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ কথা বোঝানোর জন্যই ইমাম সাহেব (রহ.) উক্ত কথাটি বলেছেন। এ জন্য বলেননি যে যেকোনো ব্যক্তি তাঁর এ কথার আশ্রয়ে তাঁর সংকলনকৃত মাসআলাগুলো নিয়ে যাচ্ছেতাই টানাহিঁচড়া করবে। এ সম্বন্ধে ইমাম হাসান ইবনে সালেহ (রহ.) বলেন,

كان النعمان بن ثابت فهما عالما متثبتا في علمه إذا صح عنده الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعده إلى غيره

অর্থাৎ "নুমান ইবনে সাবেত (আবু হানীফা) (রহ.) অধিক বোধসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান ও মুহাক্কিক আলেম ছিলেন, যখন তাঁর নিকট রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো একটি হাদীস সহীহ প্রমাণিত হতো তখন অন্যদিকে না গিয়ে তদানুযায়ী ফায়সালা করতেন।" (আল ইনতিক্বা, পৃ. ১২৮)

Scanned by CamScanner

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন,

ما خالفت أبا حنيفة في شيء قط فتدبرته إلا رأيت مذهبه الذي ذهب إليه أنجى في الآخرة، وكنت ربما ملت إلى الحديث، وكان هو أبصر بالحديث الصحيح مني

অর্থাৎ "আমি যখনই কোনো মাসআলা নিয়ে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সাথে বিরোধ করতাম, পরবর্তীতে চিন্তা করে দেখতাম যে তাঁর সিদ্ধান্তই বেশি সঠিক। কখনো কখনো আমি কোনো একটি হাদীস দেখে তাড়াহুড়া করে সেদিকে ঝুঁকে যেতাম, অথচ তিনি সহীহ হাদীসের ব্যাপারে আমার চেয়ে অধিক প্রজ্ঞাবান ছিলেন।" (তারীখে বাগদাদ, ১৫/৪৬৬)

ইমামগণের উক্তিটির ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের আরো কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হলো :

আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) বলেন,

ولا تكن حاكما على جميع فرق المؤمنين، كانك قد أوتيت علما لم يؤتوه أو وصلت الى مقام لم يصلوه.

"মুমিনদের সকল বিষয়ে তুমি বিচারক সেজো না! তোমার ভাবখানা এমন যে তুমি এমন ইলমের অধিকারী হয়েছো, যা পূর্ববর্তী কেউ অর্জন করেনি, তুমি এমন স্থানে পৌঁছেছ, যেখানে অন্য কেউ পৌঁছেনি।" (রিসালাতুন ফিল খুরুজি আনিল মাযাহিবিল আরবা'আ, আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) পৃষ্ঠা-২২)

যারা ইমামদের এসব উক্তির অপব্যবহার করে, তারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর নিম্নোক্ত উক্তিটি মনে রাখা দরকার :

ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم وتكلم إما بظن وإما بهوى

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অথবা মুসলমানদের অন্য কোনো ইমামদের ব্যাপারে এই ধারণা পোষণ করে যে তাঁরা কিয়াস কিংবা অন্য কোনো কারণে সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছেন, তবে সে তাঁদের ওপর ভ্রান্ত বিষয় আরোপ করল এবং নিজের ধারণা অথবা প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে তাঁদের ওপর মিথ্যারোপ করল।" (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২০/৩০৪)

সারকথা হলো, প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব।' এর অর্থ হলো, হাদীসটি আমলযোগ্য হতে হবে। কেননা হাদীস সহীহ হলেই

Scanned by CamScanner

সেটি আমলযোগ্য হয় না। এ বিষয়ে সমস্ত মুহাদ্দিস, সমস্ত মুফাসসির, সমস্ত ফকীহ একমত যে সকল সহীহ হাদীস আমলযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) লিখেছেন,

إمام الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه على علم أنه لا يعمل به

"ইমামগণ এবং হাদীস বিশারদ ফকীহগণ কোনো একটি হাদীস সহীহ হলে, তার ওপর তখনই আমল করেন, যখন কোনো সাহাবী, তাবেঈ, অথবা তাদের নির্দিষ্ট কোনো একটি দল থেকে হাদীসটির ওপর আমলের প্রমাণ পাওয়া যায়। আর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে হাদীসের ওপর আমল না করার ব্যাপারে একমত হয়েছেন, তার ওপর আমল করা জায়েয নেই; কেননা তার ওপর যে আমল করা যাবে না, সেটা জেনেই তাঁরা হাদীসটি পরিত্যাগ করেছেন।" (রিসালাতুন ফিল খুরুজি আনিল মাযাহিবিল আরবা'আ, আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী (রহ.) পৃষ্ঠা-২২)

এ বিষয়ে চূড়ান্ত কথা হলো, ইমামগণের এ সমস্ত বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে মানুষের মাঝে মাযহাবের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো চরম প্রতারণার শামিল। প্রত্যেক ইমাম যে বলেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটি আমার মাযহাব, তাঁদের এই বক্তব্যের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো,

إذا صح الحديث للعمل به فهو مذهبي

অর্থাৎ "হাদীসটি যখন আমলযোগ্য হবে, তখন সেটি আমার মাযহাব হবে।"

বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বলেছেন,

ووجه النظر أن محل العمل بهذه الوصية ما إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعي أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا

"ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর বক্তব্যের ওপর তখনই আমল করা যাবে, যখন এ ব্যাপারে সুনিশ্চিতভাবে অবগত হওয়া সম্ভব হবে যে তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। কিন্তু যদি প্রমাণিত হয় যে তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন এবং তিনি হাদীসটির ওপর আমল করেননি কিংবা হাদীসটির কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, তবে সে ক্ষেত্রে উক্ত বক্তব্যের ওপর আমল করা যাবে না।" (ফাতহুল বারী ২/২২৩)

Scanned by CamScanner

ইমাম নববী (রহ.) লেখেন,

وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه ان كل أحد رأى حديثا صحيحا قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره: وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه: وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم صحته: وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه وما أشبهها وهذا شرط صعب قل من ينصف به: وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك: قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله ليس العمل بظاهر ما قاله الشافعي بالهين فليس كل فقيه يسوغ له أن يستقل بالعمل بما يراه حجة من الحديث

"ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যে বলেছেন, হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব' এর অর্থ এই নয় যে, যে কেউ সহীহ হাদীস দেখলেই বলবে যে এটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মাযহাব এবং বাহ্যিক হাদীসের ওপর আমল করবে। বরং এটি তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, যে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব। এর জন্য শর্ত হলো, তার প্রবল ধারণা হতে হবে যে শাফেয়ী (রহ.) এই হাদীস সম্পর্কে অবগত হননি। অথবা ইমাম শাফেয়ী (রহ.) হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে অবগত হননি। আর এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সকল কিতাব অধ্যয়ন করা হবে এবং তাঁর নিকট থেকে যাঁরা ইলম শিক্ষা করেছেন, তাঁদের সব কিতাব মুতালা'আ করতে হবে।

এটি একটি কঠিন শর্ত, যা অল্পসংখ্যক লোকই অর্জন করতে পারে। ফকীহগণ পূর্বোক্ত শর্তগুলো এ কারণে আরোপ করেছেন যে কোনো একটি হাদীস ত্রুটিযুক্ত রহিত, সুনির্দিষ্ট অথবা হাদীসটির ব্যাখ্যা সঙ্গতিপূর্ণ না হওয়ার কারণে ইমাম শাফেয়ী অনেক সহীহ হাদীসের ওপর আমল করেননি। অথচ তিনি এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং এর জন্য ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর নিকট সুনির্দিষ্ট দলিল ছিল।

শায়েখ আবু আমর ইবনুস সালাহ বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) যা বলেছেন, তার বাহ্যিকের ওপর আমল করাটা সহজ নয়। কেননা প্রত্যেক ফকীহ হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে তার ওপর আমল করতে পারবে না।" (শরহুল মুহায্যাব ১/১০৪)

মূলত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস বর্ণনার দিক থেকে সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। সমস্ত আলেম এ ব্যাপারে একমত যে হাদীস সহীহ

Scanned by CamScanner

হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। বরং এ ক্ষেত্রে দেখতে হবে এ হাদীসের সাংঘর্ষিক অন্য কোনো হাদীস বা কোরআনের কোনো নির্দেশনা আছে কি না। হাদীসটির বিধান রহিত কি না, ইত্যাদি। একজন সাধারণ মানুষ তো দূরে থাক, বড় বড় আলেমের পক্ষেও এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা কঠিন। যাঁরা ইজতেহাদের যোগ্যতা রাখেন, তাঁরাই কেবল এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। শরীয়তের বিষয়ে যারা কোনো জ্ঞান রাখে না, অথবা জ্ঞান থাকলেও যেটা ইজতেহাদের জন্য যথেষ্ট নয়। তারা সহীহ হাদীস পেলেই সেটা নিয়ে খুব মাতামাতি করে। অনেকে হয়তো এতটুকু জানে না, সহীহ হাদীস কাকে বলে, কখন সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা যায় এবং কখন সহীহ হাদীসের ওপর আমল করা যায় না।

ইমাম আবু যায়েদ কাইরাওয়ানী (রহ.) লিখেছেন,

قال ابن عيينة: "الحديث مضلة إلا للفقهاء" يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل يخفى عليه أو متروك أوجب تركه غير شيئ مما لايقوم به إلا من استبحر وتفقه -

"আল্লামা ইবনে উয়াইনা (রহ.) বলেছেন, ফকীহগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য হাদীস নিয়ে গবেষণা ভ্রান্তির কারণ হতে পারে। এর দ্বারা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, ফকীহগণ ব্যতীত অন্যরা হয়তো হাদীসকে তার বাহ্যিক অর্থের ওপর প্রয়োগ করবে, অথচ অন্য কোনো হাদীস দ্বারা এর ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অথবা অন্যদের নিকট হাদীসের দলিল অস্পষ্ট থাকবে, অথবা হাদীসটি মূলত আমলযোগ্য নয়, যার সুস্পষ্ট কোনো কারণ রয়েছে, যা এ বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং ফকীহগণ ব্যতীত অন্যরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না।"

আমাদের সমাজে দেখা যায়, শরীয়তের বিষয়ে যাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা কোনো এক ইমামের এ ধরনের উক্তি মুখস্থ করে নিজেও যেমন ধোঁকায় পড়ে এবং অন্যকেও ধোঁকায় ফেলে। এ কথা বললে অনেকেই হয়তো বলবেন, নবীজির হাদীসের ওপর একজন আমল করছে আর তার ব্যাপারে ভ্রান্ত হওয়ার ফায়সালা দেওয়া হবে, এটা কেমন কথা?

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামাহ লিখেছেন,

وهنا تثور ثائرة أدعياء الدعوة إلى العمل فيقولون: هل يجوز لكم أن تحكموا بالضلال على من يعمل بالسنة ويفتي الناس بها؟! فنقول : نعم إذا لم يكن أهلا لهذا المقام، فحكمنا عليه بالضلال لا لعمله بالسنة، معاذ الله بل لتجرئه على ما ليس أهلا له-

Scanned by CamScanner

“আমাদের সমাজে কিছু দাঈ রয়েছে, যারা উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করবে, আপনারা এমন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত হওয়ার কথা বলছেন, যে রাসূলের সুন্নাহের ওপর আমল করার নির্দেশ দিচ্ছে এবং সুন্নাহের আলোকে মানুষকে ফতওয়া দিচ্ছে ?

আমরা বলব, যেহেতু সে এ কাজের যোগ্য নয়, এ জন্য আমরা তার ভ্রান্তির ব্যাপারে ফায়সালা দিচ্ছি, সে সুন্নাহের ওপর আমল করছে এ কারণে নয়। বরং সে যে বিষয়ের যোগ্য নয়, সে বিষয়ে ঔদ্ধত্য প্রদর্শনের কারণে এই ফায়সালা দেওয়া হচ্ছে।”

সহীহ হাদীস আমলযোগ্য হতে হবে

আমরা জানি যে প্রত্যেক ইমামই বলেছেন, হাদীস সহীহ হলে সেটিই আমার মাযহাব। বিবেচনার বিষয় হলো, ইমামগণ যদি এ কথা নাও বলতেন, তবুও কি সকলের ওপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহীহ হাদীস অনুসরণ করা জরুরি নয়? কোনো মুমিন কি এ কথা বলার দুঃসাহস দেখাবে যে আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহীহ হাদীস পেলেও সেটা মানব না?

আমরা সালাফীদেরকে প্রশ্ন করব, কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ আছে? কেউ যদি কোরআনের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করে সে মুসলমান থাকবে না।

আমাদের কথা হলো, কোরআন সুনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তারা কি কোরআনের সকল আয়াতের ওপর আমল করে দেখাতে পারবে। কারো জন্য কি কোরআনের সকল আয়াতের ওপর আমল করা বৈধ?

সর্বজনস্বীকৃত বিষয় হলো, কোরআন সুনিশ্চিতভাবে বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কোরআনের সমস্ত আয়াতের ওপর আমল বৈধ নয়। কেউ যদি কোরআনের সমস্ত আয়াতের ওপর আমল করতে চায়, তবে সে সুনিশ্চিতভাবে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা সকলেই অবগত, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মদপান বৈধ ছিল। পবিত্র কোরআনে এ বৈধতা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

অর্থাৎ “তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদেরকে বলুন! এতে মানুষের কল্যাণ ও বড় গোনাহ রয়েছে। আর এর গোনাহ তার কল্যাণের চেয়ে বড়।” (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৯)

তিরমিযী শরীফের হাদীসে রয়েছে, এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আ[illegible]তটি হযরত ওমর (রা.)-এর সম্মুখে পাঠ করা হলে তিনি দু'আ করলেন,

Scanned by CamScanner

اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا

"হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করুন।"
অতঃপর পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৪৩ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ হয়। এ আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা মাতাল অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না।"
এ আয়াতে শুধু নামাযের পূর্বে মদ অবৈধ করা হয়েছে। এ আয়াত হযরত ওমরের সামনে তেলাওয়াত করা হলে, তিনি পূর্বের ন্যায় দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট বিধান দান করুন।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদার ৯০ ও ৯১ নম্বর আয়াত অবতীর্ণ করেন।

আল্লাহ পাক বলেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

অর্থ : "হে মুমিনগণ! এই মদ, জুয়া, প্রতিমা ও ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।

শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে?"

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত ওমর (রা.) বললেন,

انتهينا، انتهينا

"আমরা এ সমস্ত জিনিস থেকে বিরত হলাম।" (তিরমিযী, হাদীস : ৩০৪৯, আবু দাউদ হাদীস : ৩৬৭০)

এখন কেউ যদি বলে সূরা নিসার ৪৩ নম্বর আয়াতে মাতাল অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে তো মদ হারাম এ কথা বলা হয়নি। মাতাল অবস্থায় নামায না পড়লেই আয়াতের ওপর আমল হয়ে যাবে। সুতরাং নামায ব্যতীত অন্য সময়ে মদ পান করা বৈধ হবে।

Scanned by CamScanner

সূরা বাকারার ২১৯ নম্বর আয়াত, সূরা নিসার ৪৩ নম্বর আয়াত, এগুলো কি সহীহ নয়? এ দুই আয়াতের আলোকে কি সালাফীরা মদ খাওয়া হালাল বলতে পারবেন? আর যদি হালাল বলেন, তবে তাঁরা মুসলমান থাকবেন? অথচ কোরআন সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট যেকোনো কিছু সহীহ হলেই সেটি আমলযোগ্য নয়। চাই তা কোরআন হোক কিংবা হাদীস। কোরআনে যেমন নাসেখ-মানসূখ রয়েছে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসেও নাসেখ-মানসূখ রয়েছে। আর এটি সর্বজনস্বীকৃত যে মানসূখের (রহিত)–ওপর আমল করা নিষিদ্ধ এবং নাসেখের (রহিতকারী বিধান) ওপর আমল করা আবশ্যক। এ ছাড়া হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এমন অনেক গ্রহণযোগ্য কারণ রয়েছে, যার কারণে হাদীসটির ওপর আমল করা হয় না। সুনির্দিষ্ট কারণে হাদীস পরিত্যাগ সত্ত্বেও অনেকে বিষয়টি উপলব্ধি করতে না পেরে নিজের অজ্ঞতাকে ইমামদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার কালজয়ী উক্তি :

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة –المقبولين عند الأمة قبولا عاما– يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته؛ دقيق ولا جليل. فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، فلا بد له من عذر في تركه.

"প্রত্যেকের অবগত হওয়া জরুরি যে মুসলিম উম্মাহের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত ইমামদের কোনো ইমামই স্বেচ্ছায় রাসূলের কোনো সুন্নাতের বিরোধিতা করেননি। সুন্নাতটি ছোট থেকে ছোট হোক কিংবা বড় থেকে বড়। কেননা তাঁরা সন্দেহাতীত ও নিশ্চিতভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা ব্যতীত প্রত্যেকের কথাই যেমন গ্রহণ করা যায়, আবার প্রত্যাখ্যানও করা যায়। কিন্তু তাঁদের কারো কাছ থেকে যদি এমন বক্তব্য পাওয়া যায়, যা কোনো সহীহ হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, তবে বুঝতে হবে তাঁর কাছে অবশ্যই যথার্থ কোনো প্রমাণ বা ওজর রয়েছে, যার কারণে তিনি সহীহ হাদীসটি গ্রহণ করেননি।" (রফউল মালাম, পৃ: ৮)

কিন্তু বর্তমান যুগের স্বশিক্ষিত তথাকথিত মুজতাহিদগণের অবস্থা কী? তাদের অবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লামা আব্দুল গাফ্ফার হিমসী (রহ.) লিখেছেন,

لأنارى فى زماننا كثيرا ممن ينسب إلى العلم مغترا فى نفسه، يظن أنه فوق الثريا وهو فى حضيض الأسفل، فربما يطالع كتابا من الكتب الستة– مثلا– فيرى فيه حديثا مخالفا لمذهب

Scanned by CamScanner

ابى حنيفة فيقول : إضربوا مذهب ابى حنيفة على عرض الحائط، وخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون هذا الحديث منسوخا أو معارضا بما هو أقوى منه سندا، أو نحو ذلك من موجبات عدم العمل به، وهو لا يعلم بذلك فلو فوض لمثل هؤلاء العمل بالحديث مطلقا : لضلوا فى كثير من المسائل وأضلوا من أتاهم من سائل-

"বর্তমান সময়ে অনেকেই নিজেকে বড় আলেম মনে করে যে সে (ইলমের দিক থেকে) সুরাইয়্যা তারকার তথা মঙ্গলগ্রহের ওপরে রয়েছে অথচ বাস্তবতা হলো, তার অবস্থান পাতালের তলদেশে। উদাহরণস্বরূপ, এরা সিহাহ সিত্তা থেকে কোনো একটি হাদীসের কিতাব পড়ে এবং সেখানে কোথাও যদি তারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের বিপরীত কোনো হাদীস পায়, তবে তারা বলে 'আবু হানীফার মাযহাব দেয়ালে ছুড়ে মারো, আর রাসূলের হাদীস গ্রহণ করো।' অথচ হাদীসটির বিধান রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা এ-জাতীয় সুনিশ্চিত কারণ রয়েছে, যার কারণে হাদীসটির আমল পরিত্যাগ করা হয়েছে। অথচ সে এর কোনোটিই জানে না। যদি এ শ্রেণীর লোকদের হাতে সাধারণভাবে হাদীসের অনুসরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তারা নিজেরাও যেমন পথভ্রষ্ট হবে, তেমনি তাদের নিকট যারা প্রশ্ন করে, তাদেরকেও পদচ্যুত করবে।"

তথাকথিত আহলে হাদীসের সালাফীদের দেখলে মনে হয় যেন চৌদ্দ শ বছর যাবৎ মুসলিম উম্মাহ সহীহ হাদীস সম্পর্কে অবগত ছিল না, চৌদ্দ শ বছর পরে তারাই শুধু সহীহ হাদীস পড়েছে। ইতিপূর্বে কেউ হয়তো বুখারী পড়েনি, একমাত্র এরাই চৌদ্দ শ বছর পরে এসে বুখারী পড়েছে। যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরাম, যাঁরা মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন হাদীসের জগতে অজ্ঞ।

Scanned by CamScanner

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)

নাম ও বংশ :

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর নাম হলো, নু'মান, উপনাম আবু হানীফা, পিতার নাম সাবেত। তাঁর পূর্বপুরুষগণ পারস্য বংশোদ্ভূত। বর্ণিত আছে, তাঁর পিতা সাবেত (রহ.)-এর জন্মের পর তাঁকে তাঁর পিতা আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রা.)-এর নিকট নিয়ে যান, তখন হযরত আলী (রা.) তাঁর জন্য ও তাঁর বংশের জন্য বরকতের দু'আ করেছিলেন। (আখবারু আবী হানীফা, সাইমারি, পৃঃ ১৬, তাহযীবুল আসমা ২/২১৭)

আবু হানীফা (রহ.) সম্বন্ধে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী :

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلت عليه سورة الجمعة: {وآخرين منهم لما يلحقوا بهم} قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا، وفينا سلمان الفارسي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان، ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا، لناله رجال - أو رجل - من هؤلاء»

অর্থাৎ, "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে সূরা জুমু'আ অবতীর্ণ হয়, তাতে এ আয়াতটি রয়েছে, "এবং (রাসূলকে যাদের কাছে পাঠানো হয়েছে) তাদের মধ্যে আরো কিছু লোক আছে, যারা এখনো তাদের সাথে এসে যোগ দেয়নি।" আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কারা? এ বিষয়টি তাঁকে তিনবার জিজ্ঞেস করা হয়। সেখানে সালমান ফারসী (রা.) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সালমানের ওপর হাত রেখে বললেন, যদি ঈমান সুরাইয়া তারকায়ও পৌঁছে যায়, এদের মধ্য থেকে কিছু লোক অথবা একজন লোক সেখান থেকেও ঈমান ছিনিয়ে আনবে।" (বুখারী, হা. ৪৮৯৭)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও ইবনে হাজার মক্কী (রহ.)সহ অনেক মুহাদ্দিস বলেছেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীগণ। (তাবয়ীযুস সহীফা : ৭)

Scanned by CamScanner

হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.) বলেন,

قد بشر صلى الله عليه وسلم بالإمام ابى حنيفة فى الحديث الذى أخرجه ابو نعيم فى الحلية عن ابى هريرة رضـ ... ...، وحديث ابى هريرة اصله فى صحيحى البخارى ومسلم بلفظ لو كان الإيمان عند الثريا لناوله رجال من فارس، وفى لفظ مسلم لو كان الإيمان عند الثريا لذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتناوله ... ...، وهذا اصل صحيح يعتمد عليه فى البشارة والفضيلة نظير الحديثين الذين فى الامامين، ويستغنى به عن الخبر الموضوع.

“রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, হাদীসটি ইমাম আবু নুআইম আসবাহানী তাঁর ‘হিলয়াহ’ নামক কিতাবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন। হাদীসটির মূল বর্ণনা বুখারী মুসলিমে শব্দের ভিন্নতায় উল্লেখ রয়েছে,..........। এটি আবু হানীফা (রহ.)-এর ফজীলত ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কীয় একটি বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হাদীস। যেমনিভাবে ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (রহ.)-এর ব্যাপারে দুটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিশুদ্ধ এই হাদীস থাকা সত্ত্বেও তাঁর ফজীলত সম্বন্ধে জাল হাদীসের বর্ণনা অনর্থক। (তাবয়ীযুস সহীফা : পৃ: ৭)

ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) বলেন,

قال بعض تلامذة الجلال: وما جزم به شيخنا من أن الإمام أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه لأنه لم يبلغ أحد أى فى زمانه من أبناء الفارس فى العلم مبلغه ولا مبلغ أصحابه، وفيه معجزة ظاهرة للنبى صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بما سيقع، وليس المراد بفارس البلد المعروف بل جنس من العجم وهم الفرس.

“জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)-এর কিছু ছাত্র বলেন, আমাদের শায়েখ যে বলেছেন, এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-ই উদ্দেশ্য তা অত্যন্ত স্পষ্ট, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা তাঁর যুগে পারস্য বংশোদ্ভূত কোনো লোক ইলমের মধ্যে তাঁর ও তাঁর শাগরেদগণের সমপর্যায়ে পৌঁছেনি। এটি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট মো'জেযা যে তিনি অচিরেই সংঘটিতব্য ঘটনার আগাম বার্তা দিয়েছেন। এখানে পারস্য দ্বারা নির্দিষ্ট দেশ উদ্দেশ্য নয় বরং অনারবী একটি জাতি উদ্দেশ্য, তারা হলো পারস্য বংশোদ্ভূত।” (আল খাইরাতুল হিসা-ন, পৃ: ৩১)

Scanned by CamScanner

জন্ম :

ইমাম সাহেব (রহ.)-এর জন্ম তারিখ নিয়ে কিছু মতবিরোধ থাকলেও নির্ভরযোগ্য মতে ৮০ হিজরী সনে তিনি ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যখন কুফা নগরী ছিল ইসলামী খেলাফতের রাজধানী ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রধান চর্চাকেন্দ্র। তখনো কুফা নগরীতে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। (তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৫৩, তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/১৫৮)

তাবেঈ হওয়ার সৌভাগ্য

মুহাদ্দিসগণের সিদ্ধান্ত হলো, কোনো ব্যক্তি একজন সাহাবার সাক্ষাৎ ও দর্শন লাভ করলেই তাবেঈ হিসেবে গণ্য হবে। নির্দিষ্ট একটি সময় তার সংস্পর্শে থাকা বা তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা শর্ত নয়। এ মতটি গ্রহণ করেছেন ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন ইমাম তিরমিযী, হাকেম (রহ.), ইবনে সালাহ (রহ.), ইমাম নববী (রহ.), হাফেজ ইবনে হজর আসকালানী (রহ.) এবং হাফেয সাখাভী (রহ.) প্রমুখ। (মোকাদ্দামায়ে ইবনুস সালাহ, পৃ: ৩০২, ফাতহুল মুগীস ৪/১৪৫)

অতএব ইমাম আবু হানীফা (রহ.) নিঃসন্দেহে তাবেঈ এবং আল্লাহর বাণী والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه এর অন্তর্ভুক্ত। কারণ তিনি কয়েকজন সাহাবাকে দেখেছেন। মতান্তরে কয়েক সাহাবী থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। ‘আল খাইরাতুল হিসান’ নামক কিতাবে উল্লেখ হয়েছে–

أما رؤيته لأنس وإدراكه لجماعة من الصحابة بالسن فصحيحان لاشك فيهما

“ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হযরত আনাস (রা.)-কে দেখেছেন এবং একদল সাহাবার যুগ পেয়েছেন। এ দুটি বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত ও সঠিক।” (আল খাইরাতুল হিসান, পৃ: ৫৫)

তাবেঈ হতে পারা ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জন্য এমন একটি গৌরবের বিষয়, যা তাঁর সমকালীন অন্য কোনো ইমামের নেই। বিষয়টি হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর একটি ফতওয়া থেকে আরো স্পষ্ট হয়। হাফেয সুয়ূতী (রহ.) ‘তাবঈযুস সহীফাহ’ নামক কিতাবে উল্লেখ করেন, হাফেয ইবনে হাজর আসকালানী (রহ.)-কে প্রশ্ন করা হলো যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তাবেঈনদের অন্তর্ভুক্ত কি না? তখন তিনি উত্তরে বলেন,

Scanned by CamScanner

أدرك الإمام أبو حنيفة جماعة من الصحابة، لأنه ولد بالكوفة، سنة ثمانين من الهجرة، وبها يومئذ من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى، فإنه مات بعد ذلك بالاتفاق، وبالبصرة يومئذ أنس بن مالك، ومات سنة تسعين أو بعدها.

- الإمام الأعظم من التابعين

وقد أورد ابن سعد بسند لا بأس به، أن أبا حنيفة رأى أنساً، وكان غير هذين من الصحابة في البلاد أحياء قد جمع بعضهم جزء فيما ورد من رواية أبي حنيفة من الصحابة، لكن لا يخلو إسناده من ضعف، والمعتمد على إدراكها ما تقدم، وعلى رؤيته من الصحابة، ما أورده ابن سعد في الطبقات وهو بهذا الاعتبار من طبقة التابعين، ولم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأعصار للمعاصرين له، كالأوزاعي بالشام، والحماد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالمدينة، ومسلم بن خالد الزنجي بمكة، والليث بن سعد بمصر.

অর্থাৎ, "ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একদল সাহাবার যুগ পেয়েছেন। কেননা তিনি ৮০ হিজরীতে কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তখন সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) বসবাস করতেন। কারণ সর্বসম্মতিক্রমে তিনি এরপর ইহলোক ত্যাগ করেন। আর বসরা নগরীতে ছিলেন হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)। তিনি ৯০ হিজরী বা এর পরে ইন্তেকাল করেন।
- ইমামে আযম তাবেঈগণের অন্তর্ভুক্ত
ইবনে সা'দ নির্ভরযোগ্য সনদে উল্লেখ করেছেন যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হযরত আনাস (রা.)-কে দেখেছেন। এ ছাড়া ওই দুজন সাহাবী ব্যতীত আরো কিছু সাহাবা বিভিন্ন অঞ্চলে জীবিত ছিলেন। কোনো কোনো মুহাদ্দিস সাহাবাগণ থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সরাসরি বর্ণনা করা হাদীসগুলোকে পুস্তিকাকারে একত্রিত করেছেন। তবে সনদের দিক দিয়ে সেগুলো দুর্বলতামুক্ত নয়। নির্ভরযোগ্য হলো তিনি সাহাবাদের যুগ পেয়েছেন এবং কারো কারো দর্শন লাভ করেছেন। এ বিষয়টি ইবনে সা'দ তাবাকাতে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তিনি তাবেঈনের অন্তর্ভুক্ত। আর এই গৌরব তাঁর সমকালীন আর কোনো ইমামের নসীব হয়নি। যেমন–শাম দেশে ইমাম আওযায়ী (রহ.), বসরা নগরীতে ইমাম হাম্মাদ (রহ.), কুফা নগরীতে ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহ.), মদীনা শরীফে ইমাম মালেক (রহ.), মক্কা নগরীতে মুসলিম ইবনে খালেদ যানজি (রহ.) এবং মিসরে লাইস ইবনে সা'দ (রহ.)।" (পৃ: ১১)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) নিঃসন্দেহে তাবেঈ ছিলেন। উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে প্রমাণিত যে তিনি বেশ কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাৎ ও সুহবতপ্রাপ্ত

Scanned by CamScanner

হয়েছেন। যুগশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফেয যাহাবী (রহ.) বলেন, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর সাথে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছেন। (তাযকিরাতুল হুফ্ফায ১/১৫৮)

এ ছাড়া সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে জায (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা.) সহল ইবনে সা'দ হযরত আবুত তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসিল (রা.) প্রমুখ সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে সাআদ, দারাকুতনী, ইবনু আবদিল বার, খতীবে বাগদাদী, সাইমারি, ইবনুল জাওযী, নববী, তুরপুশতী, মিয্যী, আইনি, ইবনে হাজার আসকালানী, ইবনে হাজার মাক্কী ও হাফেজ সুয়ূতী (রহ.)সহ অনেক ইমাম থেকে এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একাধিক সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। (দেখুন : তারীখুল খতীব ১৫/৪৪/৭২৪৯, আখবারু আবী হানীফা ১৮, তাহযীবুল আসমা ২/২১৬, তাহযীবুল কামাল ২৯/৪১৮, তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪৪৯)

বিশুদ্ধ সূত্রে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা

এমনকি ইমাম আব্দুল কাদের কুরাশী, সুয়ূতী, ইবনে হজর মক্কী (রহ.)সহ অনেকেই একাধিক সাহাবী থেকে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) হাদীস বর্ণনা করার কথাও প্রমাণ করেছেন। ইমাম আবু মা'শার আব্দুল করীম আল মুক্বরী আশ শাফেয়ী (রহ.) সাহাবায়ে কেরাম থেকে সরাসরি ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বর্ণিত হাদীসগুলো একত্রিত করে স্বতন্ত্র পুস্তিকা সংকলন করেছেন। যার নাম হলো, ما رواه الإمام أبو حنيفة عن الصحابة। আবুল মাকারেম আব্দুল্লাহ নীশাপূরী (রহ.)-ও স্বতন্ত্র পুস্তিকায় الأحاديث السبعة عن سبعة من الصحابة رواية ابى حنيفة নামে সাতজন সাহাবী থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর বর্ণনাকৃত হাদীসগুলো সংকলন করেন। অনেক মুহাদ্দিস যদিও সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইমাম সাহেব (রহ.)-এর হাদীসগুলোর সনদ যঈফ বলে মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু ইমাম আবুল মাকারেম আব্দুল্লাহ নিশাপূরী (রহ.) তাঁর কিতাবের শুরুতে এর সনদ সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার দাবিও করেছেন। তিনি লেখেন,

فهذه الأحاديث السبعة المسموعة لفقيه الأمة وإمام الأئمة ابى حنيفة النعمان بن ثابت رضى الله عنه من سبعة من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالإسناد الصحيح قال:أخبرنا الشيخ الإمام محمد بن منصور الوانى فى شعبان سنة ست وخمس مائة قال أخبرنا الشيخ الفقيه العالم الزواهى قال حدثنا القاضى الإمام الشهيد أبو سعيد بن عماد الإسلام أبى العلاء صاعد بن

Scanned by CamScanner

محمد قال أنبأنا أبو مالك نصروية بن أحمد البلخي ورد علينا حاجا، قال حدثنا أبو الحسن على بن الخضيب قال حدثنا على بن بدر وهو أبو الخضر القاضى قال حدثنا هلال بن بدر عن هلال بن ابى العلاء عن ابيه عن ابى حنيفة رضى الله عنه قال: لقيت سبعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت عن كل واحد منهم حديثا. (الاحاديث السبعة عن سبعة من الصحابة رواية ابى حنيفة مع [الرسائل الثلاث الحديثية] صـ ١٦٩) .

শিক্ষা জীবন

বাল্য বয়সেই তিনি কোরআনে কারীম হেফজ করেন এবং ক্বিরাতের প্রসিদ্ধ ইমাম আসেম কূফী (রহ.)-এর নিকট অতি অল্প সময়ে ক্বিরাত ও তাজবীদের জ্ঞান অর্জন করেন।

তিনি ছিলেন কুফার ব্যবসায়ী ঘরানার ছেলে। তাই ক্বিরাত ও হেফজ শেষ করে তিনি পারিবারিক ব্যবসায় মনোযোগী হন। ইতিমধ্যে কুফার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আমের শা'বী (রহ.)-এর সাক্ষাৎ লাভের পর শা'বী (রহ.) তাঁকে উপদেশ দিলেন, আমি তোমার মধ্যে তীক্ষ্ণ মেধার ছাপ লক্ষ্য করেছি। আমার পরামর্শ হলো, তুমি দ্বীনি ইলম অর্জন করো ও তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করো এবং উলামায়ে কেরামের মজলিসে হাজির হও। আবু হানীফা (রহ.) বলেন, ইমাম শা'বীর কথাটি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করল, আমি দ্বীনি ইলম অর্জনে ব্রত হলাম, এতে আল্লাহ তা'আলা আমাকে সীমাহীন লাভবান করেছেন। (উকূদুল জুমান, পৃ. ১৬০-১৬১)

অতঃপর কুফার অন্যতম ফকীহ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান (রহ.)-এর মজলিসে হাজির হলেন এবং প্রায় ১৮ বছর তাঁর সান্নিধ্যে থেকে ইলমে ফিকহে পারদর্শিতা অর্জন করেন। অতঃপর নিজে ফিকহ শাস্ত্রকে সুবিন্যস্তভাবে সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন।

এ ছাড়া বিভিন্ন শহরের বড় বড় মুহাদ্দিস ও ফকীহ থেকে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উলামায়ে কেরাম বর্ণনা করেন যে তিনি প্রায় চার হাজার উস্তাদ থেকে হাদীস, ফিকহ, তাফসীর ও অন্যান্য দ্বীনি ইলম অর্জন করেন। (আল খাইরাতুল হিসান, পৃঃ ৬৮)

প্রসিদ্ধ শিক্ষকবৃন্দ

উল্লিখিত চার হাজার শিক্ষকের সকলেই ছিলেন স্বীয় যুগের ইলমের সুদৃঢ় স্তম্ভ। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো–ইমাম আতা ইবনে আবী রাবাহ, আমের শা'বী, আব্দুর রহমান ইবনে হুরমুয, আমর ইবনে দীনার, নাফে' মাওলা ইবনে উমর, কাতাদা, কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান, আলক্বামা ইবনে ক্বাইস, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান, আসেম ইবনে কুলাইব, মানসূর ইবনে মু'তামির, ইবনে শিহাব যুহরী, আতা

Scanned by CamScanner

ইবনুস সায়েব, হিশাম ইবনে উরওয়া, সুলাইমান আল আ'মাশ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ। (আল জাওয়াহিরুল মুযীআ ১/৪৫৪, তাহযীবুল কামাল ২৯/৪১৮-৪১৯)

ছাত্রবৃন্দ

ইমাম সাহেব (রহ.)-এর অকূল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের এক বিশাল জামাত জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করেছেন এবং তাঁর সোহবত লাভে ধন্য হয়েছেন। তাঁদের মধ্য থেকে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো :

ইমাম আবু ইউসূফ, ইমাম মোহাম্মদ ইবনুল হাসান, যুফার ইবনুল হুযাইল, হাসান ইবনে যিয়াদ, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, সুফিয়ান সাওরী, মিসআর ইবনু কিদাম, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ, ক্বাসেম ইবনে মা'ন, ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া, আলী ইবনে মুসহির, ইউসুফ ইবনে খালেদ সিমতী, ঈসা ইবনে ইউনুস, ইবরাহীম ইবনে ত্বহমান রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ। (তাহযীবুত তাহযীব ১০/৪৪৯, মানাকিবু আবী হানীফা, যাহাবী পৃঃ ২০)

ইমাম সাহেব সম্পর্কে তাঁর যুগের আলেমগণের বাণী

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মক্কী ইবনে ইবরাহীম (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা হলেন তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম। (তাহযীবুল কামাল ১০/৪৫১)

ঈসা ইবনে ইউনুস (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফার চেয়ে উত্তম মুত্তাকী ও বড় ফকীহ কাউকে দেখিনি। (আল ইন্তিক্বা, পৃঃ ১৩৭)

ইমাম শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.)-এর নিকট ইমাম সাহেবের ইন্তেকালের খবর পৌঁছলে তিনি ভীষণ মর্মাহত হয়ে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়ে বললেন, আহ! ইলমের নূর নিভে গেছে, কুফাবাসী তাঁর মতো আর কাউকে দেখেনি। (আখবারু আবী হানীফা, সাইমারি, পৃঃ ৮০)

ইলমে হাদীসে তাঁর পাণ্ডিত্য

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাফেয যাহাবী (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-কে হাফেযে হাদীসগণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (রহ.) বলেন, আমাকে মুহাদ্দিস বানিয়েছেন ইমাম আবু হানীফা। (আল জাওয়াহিরুল মুযীআ ১/৩০)

Scanned by CamScanner

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সামাআ (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা তাঁর 'কিতাবুল আ-সার' নামক হাদীসের কিতাবটি ৪০ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে লিখেছেন। (আল জাওয়াহিরুল মুযীআ ১/৪৭৪)

ইমাম ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা হাদীস শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তিনি পরিপূর্ণ মুখস্থ না থাকলে কখনো হাদীস বর্ণনা করতেন না। (ফাযায়েলে আবী হানীফা, ইবনে আবিল আওয়াম, পৃঃ ১২৫)

ইমাম শু'বা (রহ.) বলেন, আল্লাহর কসম! ইমাম আবু হানীফা উৎকৃষ্ট ধীসম্পন্ন এবং উন্নত স্মরণশক্তির অধিকারী একজন লোক। (আল খাইরাতুল হিসান, পৃঃ ৩৪)

ইমাম আবু ইউসূফ (রহ.) বলেন, আমি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। (আল জাওয়াহিরুল মুযীআ ১/২৮)

ইলমে ফিকহে প্রবর্তকের ভূমিকা পালন

ইমাম নযর ইবনে শুমাইল (রহ.) বলেন, সকল মানুষ ফিকহ শাস্ত্রের ব্যাপারে ঘুমন্ত ছিল, সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানীফাই তাদেরকে এ বিষয়ে জাগ্রত করেছেন। (তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৭৩)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমি আবু হানীফা (রহ.)-এর চেয়ে বড় ফকীহ আর কাউকে দেখিনি। (তারীখে বাগদাদ ১/৪৭৪)

খোদাভীতি ও ইবাদত

ইমামে আযম আবু হানীফা (রহ.) ছিলেন তাকওয়া ও খোদাভীতিতে অতুলনীয় ও পরহেযগারীর জ্বলন্ত প্রতীক। তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠতম ইমামগণই অকুণ্ঠভাবে এর স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইমাম আলী ইবনে হাফস (রহ.) বলেন, হাফস ইবনে আব্দুর রহমান ইমাম আবু হানীফার ব্যবসায়িক শরিক ছিল। একদা ইমাম সাহেব (রহ.) তাঁকে কিছু দ্রব্য দিয়ে বিক্রয়ের জন্য এ বলে পাঠালেন যে তাতে একটি কাপড় আছে, যাতে এই ত্রুটি রয়েছে, গ্রাহকের নিকট তা স্পষ্ট করে দেবে। তবে হাফস ইবনে আব্দুর রহমান ভুলক্রমে ত্রুটি না বাতিয়ে সবগুলো বিক্রয় করে দেন এবং তিনি কার কাছে কাপড়গুলো বিক্রয় করেছেন, তাও ভুলে যান। ইমাম আবু হানীফা (রহ.) তা শুনে বিক্রয়লব্ধ সকল মুদ্রা সদকা করে দিলেন, অথচ তাতে ২০ হাজার দেরহাম ছিল। (তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৯০)

Scanned by CamScanner

একদা তিনি প্রচণ্ড গরমের দিনে প্রখর রোদে বসা ছিলেন। অথচ পাশেই দেয়ালের ছায়া ছিল। এ ঘটনা দেখে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আবী যায়েদা (রহ.) এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন যে আপনি ছায়ায় না বসে রোদে কষ্ট করছেন কেন? ইমাম সাহেব (রহ.) উত্তরে বললেন, এই দেয়ালের মালিক আমার থেকে ঋণ নিয়েছে। তাই আমি এই ভয়ে তার দেয়ালের নিচে বসি না যে তা আবার আমার ঋণ বাবদ লাভ গ্রহণ করা হয়ে যায় কি না। যদিও সর্বসাধারণের জন্য আমি এটি হারামের ফতওয়া দেই না, তবুও সতর্কতামূলক তা করছি।

এ ধরনের অগণিত ঘটনা তাঁর জীবনের পাতায় পাতায় অংকিত রয়েছে।

ইবাদত-বন্দেগীতেও ইমাম আযম (রহ.) ছিলেন বে-নযীর, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা কখনো রাতে ঘুমাতেন না। (তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৮৩)

ইয়াহইয়া ইবনে নসর (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা রমাজানে ৬০ খতম কোরআন তেলাওয়াত করতেন। (মানাক্বিবে আবী হানীফা, যাহাবী, পৃঃ ২৩)

হাফস ইবনে আব্দুর রহমান (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা ৩০ বছর পর্যন্ত প্রতি রাতে এক খতম কোরআন তেলাওয়াত করতেন। (তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৮৪)

আসাদ ইবনে ওমর (রহ.) বলেন, তিনি একাধারে ৪০ বছর এশার নামাযের ওজু দিয়ে ফজর পড়েছেন। (তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৮৫)

অতুলনীয় দানশীলতা

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) বলেন, ১০ বছর যাবৎ ইমাম আবু হানীফা আমার পরিবারের খরচ বহন করেছেন। (উকূদুল জুমান ২৩৫)

ইমাম মিসআর ইবনে কিদাম (রহ.) বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) যখন নিজ পরিবারের জন্য খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়চোপড় ইত্যাদি খরিদ করতেন। তখন উলামায়ে কেরামের জন্যও ওই পরিমাণ জিনিস হাদিয়াস্বরূপ পেশ করতেন। (তারীখে বাগদাদ ১৫/৪৯০, আখবারু আবী হানীফা, সাইমারি, পৃ : ৫৯)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন, যখনই আমার নিকট চার হাজার দেরহামের বেশি জমা হতো, আমি সব সদকা করে দিতাম। (আল জাওয়াহিরুল মুযীআ ১/৪৯৬)

এ ছাড়া ইতিহাসের পাতায় ইমাম সাহেব (রহ.)-এর দানশীলতার অগণিত ঘটনা বিদ্যমান।

Scanned by CamScanner

বন্দি জীবন

খলিফা আবু জাফর তাঁকে বিচারকের দায়িত্বে নিযুক্ত করার প্রস্তাব করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর খলীফা রাগান্বিত হয়ে তাঁকে বন্দি করে জেলে প্রেরণ করেন। তিনি বন্দি অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেন। (আলইন্তিক্বা, পৃ. ১৭১)

ইন্তেকাল

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ১৫০ হিজরী সনে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অসীয়ত ছিল যেন তাঁকে এমন কোনো জায়গায় দাফন করা না হয়, যা অন্যায়ভাবে দখলকৃত হওয়ার বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে। অতঃপর তাঁকে বাগদাদের 'মাকবারায়ে খিযরান'-এ দাফন করা হয়।

তাঁর ইন্তেকালে সমগ্র ইসলামী বিশ্ব শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়ে। মক্কার ফকীহ ইবনে জুরাইজ (রহ.) তাঁর ইন্তেকালের খবর পেয়ে বলেন, "আহ! ইলম দুনিয়া থেকে উঠে গিয়েছে।" (আল ইন্তিকা, পৃ : ১৩৫)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহ.) ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ইন্তেকালের পর তাঁর কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, হে আবু হানীফা! আপনার পূর্ববর্তী ফকীহ ইমামগণ তো তাঁদের স্থলাভিষিক্ত রেখে গেছেন, কিন্তু আপনি আপনার সমকক্ষ কোনো স্থলাভিষিক্ত রেখে যাননি। এ বলে জারজার কাঁদলেন। (মোকাদ্দামায়ে কিতাবুল আ-সার, পৃ : ৮৪)

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিকহের সনদ

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ফিকহ অর্জন করেন কুফার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ ইমাম হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রহ.) থেকে। হাম্মাদ (রহ.) ফিকহ অর্জন করেন বিশিষ্ট তাবেয়ী ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) থেকে। তিনি ফিকহ অর্জন করেন হযরত আলক্বামা ইবনে ক্বাইস (রহ.) থেকে। তিনি ফিকহ অর্জন করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে। তিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে।

উলামায়ে কেরাম বলেন,

الفقه زرعه عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه –، وسقاه علقمة، وحصده إبراهيم النخعي، وداسه حماد، وطحنه أبو حنيفة، وعجنه أبو يوسف وخبزه محمد، فسائر الناس يأكلون من خبزه

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ, "সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ চাষ করেছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, আর পানি সিঞ্চন করেছেন হযরত আলক্বামা (রহ.), ফসল কেটেছেন ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.), ফসল মাড়িয়েছেন হাম্মাদ (রহ.), আর সেগুলো ভালোভাবে পিষেছেন ইমাম আবু হানীফা (রহ.), সেগুলো থেকে খামীর তৈরি করেছেন ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.), অতঃপর রুটি বানিয়েছেন ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)। অতঃপর সকল মানুষ সে রুটি ভক্ষণ করে।" (রদ্দুল মুহতার ১/৪৯)

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (রহ.)

আবু ইসমাঈল হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান মুসলিম আল কূফী।

তিনি হযরত আনাস (রা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর সোহবতে থেকে ফিকহ অর্জন করেছেন। ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর শাগরিদদের মধ্যে সর্বাধিক তাঁকে অগ্রগণ্য মনে করা হতো এবং ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানই তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হন।

জনৈক ব্যক্তি ইবরাহীম নাখয়ীকে জিজ্ঞেস করল, আমরা আপনার পর কার থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করব? তিনি বলেন, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানকে।

ইমাম আবু ইসহাক শায়বানী (রহ.) বলেন, আমি হাম্মাদ থেকে বড় ফকীহ আর দেখিনি। ইমাম মা'মার ইবনে রাশেদ (রহ.) বলেন, আমি যুহরী, হাম্মাদ ও ক্বাতাদার চেয়ে বড় ফকীহ কখনো দেখিনি।

তাঁর থেকেই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) ফিকহ অর্জন করেছেন।

তিনি ১২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন

(আত তা-রীখুল কাবীর, বুখারী ৩/১৮/৭৫, ত্বাবাক্বাতে ইবনে সা'দ ৬/৩২৪/২৪৯৭, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/৫২৭/৭১৪)

ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)

ইবরাহীম ইবনে ইয়াযীদ ইবনে ক্বাইস আন নাখয়ী। তিনি বিশিষ্ট তাবেয়ী এবং কুফার শ্রেষ্ঠতম ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। তিনি ছোটবেলায় হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। এ ছাড়া অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামের সোহবত লাভে ধন্য হয়েছেন।

Scanned by CamScanner

হযরত কুবাইসা (রহ.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে চলাফেরা ও আচার-ব্যবহারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। আর এ সকল বিষয়ে ইবনে মাসউদ (রা.)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যশীল ছিলেন হযরত আলক্বামা (রহ.)। আর ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) ছিলেন এ সকল বিষয়ে হযরত আলক্বামা (রহ.)-এর সর্বাধিক সাদৃশ্যশীল। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১২/১৯৬)

ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-এর ইন্তেকালের পর ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, ইবরাহীম নাখয়ী তাঁর চেয়ে বড় আলেম ও বড় ফকীহ কাউকে রেখে যাননি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল হাসান বসরী এবং ইবনে সীরীন (রহ.)ও তাঁর সমকক্ষ নন? তিনি বললেন–না, তাঁরাও তাঁর সমকক্ষ নন। এমনকি মক্কা-মদীনা, কুফা ও শামের বিশাল এলাকায়ও তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

তাঁর ইন্তেকাল ৯৪ হিজরীতে হয়েছিল।

(তাবাক্বাতে ইবনে সা'দ ৬/২৭০, আত্তা-রীখুল কাবীর-বুখারী ১/১/৩৩৩, তাহযীবুল কামাল ২/২৩৩/২৬৫)

আলক্বামা ইবনে ক্বায়স (রহ.)

আলক্বামা ইবনে ক্বাইস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক (রহ.)। তিনি প্রথম স্তরের তাবেয়ীগণের একজন। তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব, ওসমান, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা, সালমান ফারসী ও আবুদ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীগণ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর শাগরিদগণের মধ্যে তাঁর নামই সর্বাগ্রে উঠে আসে।

হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) চলাফেরা, আচার-ব্যবহারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বেশি সাদৃশ্য ছিলেন। আর হযরত আলক্বামা ছিলেন সকল বিষয়ে ইবনে মাসউদ (রা).-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যশীল। এ জন্যই তিনি কুফায় হযরত আলী (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ইন্তেকালের পর ফিকহ ও ফতওয়ার ইমাম ছিলেন।

তাঁর ইন্তেকাল ৬১ হিজরীতে হয়।

(ত্বাবাকাতে ইবনে সা'দ ৬/১৪৬/১৯৮২, তারীখে বুখারী ৭/৪১/১৭৭, তাহযীবুত তাহযীব ৭/২৭৬, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৫/১৬/৩৮২)

Scanned by CamScanner

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফেল ইবনে হাবীব রাদিয়াল্লাহু আনহু।

তিনি প্রথম যুগের অগ্রগণ্য সাহাবীগণের একজন। বদরসহ সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী ছিলেন। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জুতা বহনকারী সাহাবী হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর বর্ণনা মতে, তিনি ষষ্ঠ নম্বরে ইসলাম গ্রহণ করেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হা. ৩২২৩৩)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোরআন যেভাবে নাজিল হয়েছে সেভাবে পড়তে চায় সে যেন ইবনে মাসউদের মত পড়ে। (মুসনাদে আহমদ ১/৭/৩৫)

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বলেন, আমরা মদীনায় এসে ইবনে মাসউদকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পরিবারের সদস্য হিসেবেই মনে করতাম। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট তাঁর ও তাঁর মাতার অধিক পরিমাণে যাওয়া-আসা ছিল। (তিরমিযী হা. ৩৮০৬)

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে চলাফেরা ও আচার-ব্যবহারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। (তিরমিযী হা. ৩৮০৭)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের পা কিয়ামতের দিবসে আমলের পাল্লায় উহুদ পাহাড় থেকে বেশি ভারী হবে। (মুসনাদে আহমদ ২/২৪৩/৯২১)

হযরত আলী (রা.) বলেন, যদি আমি কাউকে বিনা পরামর্শে আমির নিযুক্ত করি তাহলে ইবনে মাসউদকে করব। (তিরমিযী, হা. ৩৮০৮)

একটি বর্ণনা মতে ইবনে মাসউদ (রা.) জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবীর একজন ছিলেন (আল ইস্তিক্বা ৩/৯৮৭)

তিনি ৩২ হিজরীতে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

(আল ইস্তিআব ৩/৯৮৭/১৬৫৯, উসদুল গাবাহ ৩/৩৮১/৩১৮২, আল ইসাবাহ ৪/১৯৮/৪৯৭০)

Scanned by CamScanner

আবু ইউসুফ (রহ.)

তাঁর নাম হলো ইয়াকুব, পিতা ইবরাহীম আনসারী, উপনাম আবু ইউসুফ।

১১৩ হি. সনে জন্মগ্রহণ করেন।

কৈশোর থেকেই ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর সংশ্রবপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তাঁর দীর্ঘ সতের বছর সোহবতের দরুনই এলমে ফিকহের উচ্চ শিখরে পৌঁছেন। তিনি আব্বাসীয় তিন খলীফা (মাহদী, হাদী, হারুনুর রশীদ)-এর যুগে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ইসলামী ইতিহাসের সর্বপ্রথম 'কাজীউল কুজাত' (প্রধান বিচারপতি)-এর নামে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি হাদীস, ফিকহ, তাফসীর, তারীখ, সীরাতসহ জ্ঞানের সকল শাখায় পারদর্শী ছিলেন।

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) বলেন, ফিকহবিদদের মধ্য থেকে ইমাম আবু ইউসুফের ন্যায় ইলমে হাদীসে অধিক গ্রহণযোগ্য আস্থাভাজন ও বিশেষজ্ঞ আর কাউকে দেখিনি।

ইমাম নাসায়ী (রহ.) বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য একজন মুহাদ্দিস ছিলেন।

ইমাম ইবনে সামাআ বলেন, ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) প্রধান বিচারপতির দায়িত্বসহ সকল দায়িত্ব পালন সত্ত্বেও দৈনিক ২০০ রাক'আত নফল নামায পড়তেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.) ১৮২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন ।

(তারীখে বাগদাদ ১৪/১৪২, ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ৬/৩৭৮, তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায (২৭৩), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৪৬৯/১৩১২)

মুহাম্মদ ইবনুল হাসান (রহ.)

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনু ফারক্বাদ আশ শায়বানী (রহ.)।

তিনি ১৩২ হিজরীতে ওয়াসেত নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল আঠারো। এ জন্য তিনি ইমাম আবু ইউসুফের ন্যায় আবু হানীফা (রহ.)-এর দীর্ঘ সোহবত লাভ করতে পারেননি।

Scanned by CamScanner

পরবর্তীতে তিনি আবু ইউসুফ (রহ.)-এর নিকট ইলমে ফিকহে পরিপূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করেন।

তিনি আল্লাহ প্রদত্ত ধীশক্তি, মেধা ও প্রজ্ঞায় ছিলেন অতুলনীয়। ইমাম মালেক (রহ.)সহ অনেক যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম দারাকুতনির ন্যায় শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসও তাঁকে হাদীসশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর ফিকহী মাযহাবের সংকলন ও প্রবর্তন তাঁর মাধ্যমেই পরিপূর্ণতা পেয়েছে। ফিকহবিষয়ক তাঁর সকল কিতাব পরবর্তী ফকীহগণের মৌলিক উৎসগ্রন্থ হিসেবে গণ্য হয়েছে।

তিনি ফিকহ, হাদীস, আরবী ভাষা ও সাহিত্যসহ সকল মৌলিক জ্ঞানের গভীর সমুদ্রতুল্য ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, আমি তাঁর থেকে এ পরিমাণ ইলম অর্জন করেছি, যার লিপিবদ্ধ কপি পূর্ণ এক উট বোঝাই হবে। তাঁর চেয়ে অধিক মেধা শক্তির অধিকারী আমি কখনো দেখিনি, তাঁর ভাষা ও সাহিত্য এত উঁচুমানের ছিল যেন তাঁর মুখের ভাষায়ই কোরআন নাজিল হয়েছে।

জনৈক ব্যক্তি ইমাম আহমদ (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনি এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ মাসআলাসমূহ কোত্থেকে পেলেন? তিনি উত্তরে বললেন, তা আমি মুহাম্মদ (রহ.)-এর কিতাবসমূহ থেকে পেয়েছি।

(তারীখে বাগদাদ ২/১৭২, ওফায়াতুল আ'য়ান (৫৬৭), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৫৫৫/১৩৫৮)

Scanned by CamScanner

ফতওয়া পরিচিতি

فتوى ফতওয়া এবং فتيا 'ফুতইয়া' আরবী শব্দ বহুবচন فتاوى এবং فتاوِى। তবে فتوى শব্দটির ব্যবহার فُتْيَا শব্দের চেয়ে বেশি। উভয়টি فتيا এর অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং উভয়টি إفتاء এর অর্থে ব্যবহৃত হয়। إفتاء এর অর্থ হলো,

الإجابة عن سوال ما سواء كان متعلقا بالأحكام الشرعية أو بغيرها

"যেকোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা, শরীয়তের বিধিবিধান সম্পর্কীয় হোক বা অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কীয়।" (উসূলুল ইফতা, পৃ. ৯)

পারিভাষিক অর্থ

'ফতওয়া' ধাতুগত দিক দিয়ে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদান করার বেলায় ব্যাপক অর্থবোধক হলেও পরবর্তীতে শব্দটি শুধুমাত্র শরীয়ত সম্পর্কীত প্রশ্নের উত্তর প্রদানের সাথেই খাস হয়ে গেছে। এ কারণেই বর্তমানে ফতওয়া বলতে বোঝানো হয়, الجواب عن مسألة دينية 'যেকোনো দ্বীনি মাসআলার উত্তর প্রদান করা' এবং 'تبيين الحكم الشرعى عن دليل لمن سأل عنه 'প্রশ্নকারীর সামনে দলিলভিত্তিক শরয়ী হুকুম বর্ণনা করা।' (আল মাওসূআ ৩২/২০)

বিচারকের রায় ও ফতওয়ার মাঝে পার্থক্য

'রায়' এবং 'ফতওয়া' সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও উভয়ের মাঝে কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে, নিম্নে তা তুলে ধরা হলো :

১. 'ফতওয়া' শরয়ী বিধান সম্পর্কে অবগত করানোর নাম। আর 'রায়' হলো বাদী-বিবাদীর মধ্যে কোনো বিধান প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করা।

২. কোনো মুফতীর ফতওয়া-ফতওয়া তলবকারী বা অন্য কারো জন্য বাধ্যতামূলক পালনীয় নয়। বরং সে চাইলে অন্য কোনো মুফতীর ফতওয়া মোতাবেকও আমল করতে পারবে। আর বিচারকের রায় বাদী-বিবাদী উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক পালনীয়।

৩. মুফতীর ফতওয়াটি দিয়ানতদারীর ওপর ভিত্তি করে হয়। অর্থাৎ ফতওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের অভ্যন্তরীণ ও ভেতরের দিকটি বিবেচ্য। আর বিচারকের রায় মানুষের বাহ্যিক দিক বিবেচনায় হয়।

Scanned by CamScanner

৪. বিচারকের রায় ব্যক্তিবিশেষ অর্থাৎ বাদী-বিবাদীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর মুফতীর ফতওয়া সকলের বেলায়ই কার্যকরী পালনীয়। কোনো ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

৫. বিচারকের রায় স্বশব্দে পাঠ করতে হয়। আর ফতওয়া কাজে-কর্মে, ইশারা-ইঙ্গিতে লিখিত এবং মুখেও প্রদান করা হয়। (দেখুন : শরহু উক্বূদি রাসমিল মুফতী, পৃঃ ৪৭, আল ফুরূক্ব ৪/৪৮, ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/৩৮, আল মাওসূআ, কুয়েতী ৩২/২১)

ফতওয়ার গুরুত্ব

বিভিন্ন আবেদনের প্রেক্ষিতে উত্তর আকারে যেসব দ্বীনি মাসআলা-মাসায়েল সংকলিত হয়েছে তা আজ ফতওয়ার ধাঁচে দ্যুতি ছড়াচ্ছে। মানব প্রয়োজন পূরণে সদা মানুষের সাথে আছে। শরীয়তের দলিল চতুষ্ট থেকে উদ্ঘাটিত বিধিবিধানের এই ধারা মুসলিম সমাজের জন্য যারপরনাই উপকারী। নিত্যনতুন প্রয়োজনের সাথে সাথে এর পরিধিও বিস্তৃত হয়েই চলেছে। মানব জীবনের খুঁটিনাটি এমন কোনো বিষয় নেই, যার উত্তর একজন ফতওয়া বিশেষজ্ঞ দিতে পারবেন না। এর জ্বলন্ত প্রমাণ প্রত্যেক যুগে বিভিন্ন ভাষায় রচিত ফতওয়ার কিতাবসমূহ, যার মধ্যে যুগীয় নতুন নতুন বিষয়ের সমাধান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনস্বীকার্য বিষয় হলো, প্রত্যেক ব্যক্তিই দ্বীনি বিষয়ে সমাধান পাওয়ার জন্য একজন বিচক্ষণ মুফতী ও তাঁর ফতওয়ার মুখাপেক্ষী, গবেষণালব্ধ দিকনির্দেশনা ছাড়া যেকোনো বিষয়ে ধর্মীয় সমাধান অসম্ভব। কোনো ব্যক্তি এ কথার দাবি করতে পারেনি এবং পারবেও না যে, সে তার জীবনের কোনো বাঁকে একজন মুফতী ও তাঁর ফতওয়ার শরণাপন্ন হতে হয়নি বা হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে ইবলিসকর্তৃক ধোলিত মগজধারীরা এই দাবি করলেও করতে পারে। তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।

কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার অনুসারী বলে দাবি করবে আবার যেকোনো বিষয়ে ধর্মীয় সঠিক সমাধানের ব্যাপারে বেপরোয়া হবে, এটা হতেই পারে না। মানব জীবনে আক্বীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, সমাজনীতি-রাজনীতি, অর্থনীতি-বাণিজ্যনীতি, লেনদেন, আখলাক-চরিত্র, আচার-আচরণ তথা মুআমালাত মুআশারাত এবং বিচারব্যবস্থায় এমন অসংখ্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, যখন প্রত্যেকেই পথপ্রদর্শিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। আর এই কঠিন পরিস্থিতিতে একজন মুসলমানমাত্রই ফিকহ, ফতওয়া, ফকীহ ও মুফতীর দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে এবং এ ছাড়া বিকল্প কোনো পথও থাকে না।

এ কথা বাস্তব সত্য যে ফতওয়া আকারে প্রদান করা মাসআলা-মাসায়েল ও বিধিবিধানের ভিত্তি মূলত কোরআন-সুন্নাহ। ইজমা-কিয়াসও কোরআন-সুন্নাহর

Scanned by CamScanner

ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। আর এটা কারো কাছে অস্পষ্ট নয় যে কোরআন-সুন্নাহে বিশেষ পদ্ধতিতে বিধিবিধানের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আবার এ বিষয়টিও কারো অজানা নয় যে সর্ব যুগেই সমস্যা, পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট পরিবর্তনশীল। ফলে সর্বসাধারণের পক্ষে পরিবর্তনশীল নিত্যনতুন সমস্যার সমাধান কোরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্‌ঘাটন করা কল্পনাতীত দুষ্কর।

অতএব বিবেকের দাবিও এটাই যে কোরআন-সুন্নাহে পারদর্শী, মুত্তাকী ও পরহেজগার নির্ভরযোগ্য একদল আলেম সমাজ থাকবেন। যাঁরা শরীয়তের মূলনীতির আলোকে মুসলমানদের সমসমায়িক সমস্যা এবং অন্যান্য বিষয়ের সমাধান উদ্‌ঘাটন করবেন। উদ্‌ঘাটিত এসব মাসআলা-মাসায়েল এবং বিধিবিধানের সম্ভারকেই 'ফতওয়া' নামকরণ করা হয়।

দ্বীনের সেবক

হিজরী প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিশেষ দুটি শ্রেণী ইলমে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন :

এক. এক শ্রেণীর আলেম, যাঁরা হাদীস বর্ণনা, সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রতি ছিলেন যারপরনাই যত্নবান। হাদীসের 'সনদ' (সূত্র) 'মতন' (শব্দ)-এর যাচাই-বাছাই ও পরখ করার প্রতি ছিলেন চূড়ান্তভাবে সতর্ক। তাঁরা সে যুগে মুহাদ্দিসীন, আসহাবে হাদীস ও আহলে হাদীস নামে পরিচিত ছিলেন। তবে তাঁরাও ইজতেহাদ ও কিয়াসের আশ্রয় নিয়েছেন এবং অসংখ্য মাসআলা-মাসায়েল ও বিধিবিধান উদ্‌ঘাটন করেছেন। যার প্রমাণ তাঁদের বিভিন্ন ফতওয়া এবং হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত তরজমাতুল বাব অর্থাৎ হাদীসের শিরোনাম।

দুই. আরেক শ্রেণীর আলেম, যাঁরা কোরআন-সুন্নাহর আলোকে মাসআলা-মাসায়েল ও শরীয়তের বিধিবিধান উদ্‌ঘাটন ও বেরকরণের প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন। হাদীসের শব্দের সংরক্ষণের পাশাপাশি মর্ম উদ্ধারে ছিলেন পারদর্শী। 'রেওয়ায়াতে হাদীস' (হাদীস বর্ণনা)-র তুলনায় 'দেরায়াতে হাদীস' (হাদীসের মর্ম বোঝা)-র প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ছিল বেশি। তাই তাঁদের সনদে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় কম। সে যুগের এই শ্রেণীর আলেমদেরকে 'আসহাবে রায়' বলে আখ্যায়িত করা হতো। এর থেকে এমন মতলব বের করা যে তাঁরা হাদীস জানতেন না—মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

তথাকথিত আহলে হাদীস

বর্তমানে রাস্তা-ঘাটে কিছু লোককে দেখা যায়, যারা নিজেদের পরিচয় বিভিন্ন নামে দিয়ে থাকে। যেমন—মুহাম্মদী, মুওয়াহহিদী, সালাফী, আহলে হাদীস। ব্রিটিশ সরকারের নিমক

Scanned by CamScanner

হালালির বিনিময়ে তারা আহলে হাদীস উপাধি লাভ করার সৌভাগ্য (?) অর্জন করে!! কারণ ব্রিটিশ আহলে হাদীস আর ইসলামের সোনালি যুগের আসহাবে হাদীস উপাধিতে ভূষিত উলামায়ে কেরামের মধ্যে আক্বীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে, ইবাদত-বন্দেগীর দিক দিয়ে, দ্বীনি ইলমের দিক দিয়ে, আদব-আখলাকের দিক দিয়ে, কাজে-কর্মে, লেবাসে-পোশাকে, বেশ-ভূষা বা কোনো দিক দিয়েই ন্যূনতম মিল নেই। আবার এরা তাদের অনুসারীও নয়। তাদের পরিচয় তাদেরই অনুসরণীয়, অনুকরণীয় ও বরণীয় মান্যবর পুরোধাদের কলমে যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা থেকে নমুনাস্বরূপ দু'টি উক্তি উল্লেখ করা হলো :

তাদের অনুসরণীয় ব্যক্তি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন,

ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم: كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا.

"আহলে হাদীস বলতে আমরা তাদেরকে বোঝাই না, যারা হাদীস শ্রবণ করা বা লিপিবদ্ধ করা অথবা বর্ণনা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বরং আহলে হাদীস বলতে আমরা তাদের বুঝিয়ে থাকি, যারা হাদীসের সংরক্ষণ, নিরীক্ষণ, জাহেরী (বাহ্যিক) ও বাতেনী (পরোক্ষ) মর্ম অনুধাবনে সক্ষম এবং হাদীসের বাহ্যিক ও পরোক্ষ মর্মের অনুসারী।" (মাজমূউল ফাতাওয়া ৪/৯৫)

তাদের মান্যবর পুরোধা নবাব সিদ্দীক হাসান খান (রহ.) বলেন,

ولذلك تراهم يقتصرون منها على النقل ومبانيها ولا يصرفون العناية إلى فهم السنة وتدبر معانيها ويظنون أن ذلك يكفيهم وهيهات بل المقصود من الحديث فهمه وتدبر معانيه دون الاقتصار على مبانيه فالأول في الحديث السماع ثم الحفظ ثم الفهم ثم العمل ثم النشر وهؤلاء قد اكتفوا بالسماع والنشر من دون ثبت وفهم وإن كان لا فائدة في الاقتصار عليه والاكتفاء به فالحديث في هذا الزمان لقراءة الصبيان دون أصحاب الإيقان وهم في غفلتهم يعمهون

نقل الغزالي عن أبي سفيان أنه حضر في مجلس زائد بن أحمد فكان أول حديث سمعه قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فقام وقال يكفيني حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره فهكذا يكون سماع الناس الأكياس وأما هؤلاء الجهلة فجل تحديثهم عبارة عن اختيار بعض المسائل المختلف فيها بين المجتهدين والمحدثين في باب الطاعات دون المعاملات الدائرة بينهم كل يوم على العلات وتمام اتباعهم حكاية خلاف أهل الاجتهاد مع

Scanned by CamScanner

أهل الحديث الواقع في العبادات دون الإرتفاقات ومن ثم لا يهتدون إلى ما انتقده أهل الحديث في الباب سبيلا ولا يعرفون من فقه السنة في المعاملات شيئا قليلا وكذلك لا يقدرون على استخراج مسألة واستنباط حكم على أسلوب السنن وأهليها ولا يوفقون للعمل بمسألة حديثية في الإرتفاقات على منهاج ذويها وكيف يوفقون له وهم اكتفوا عن العمل بها بالدعاوى اللسانية وعن اتباع السنة بالتسويلات الشيطانية ثم اعتقدوها عين الدين ورضوا أن يكونوا مع الخوالف بين المسلمين وهذه شيمة كلهم أميرهم وفقيرهم وصحيحهم وسقيمهم فقد اختبرت إياهم مرارا فما وجدت أحدا يرغب في طريق الصالحين أو يسير سيرة المؤمنين بل صادفت جملتهم منهمكين في الدنيا الدنية مستغرقين في زخارفها الرديئة جامعين للجاه والمال طامعين فيه من دون مبالاة الحرام والحلال خلاة الأذهان عن حلاوة الإسلام قساة القلب بالنسبة إلى المسلمين كالمردة الطغام، شعر

(أملتهم ثم تأملتهم ... فلاح لي أن ليس فيهم فلاح)

وكيف يفلح قوم يخالف قولهم فعلهم وفعلهم قولهم يقولون عن خير البرية وهم شر البرية إذا سئلوا عن شيء قالوا فيه قولا سديدا وإذا قدروا على شيء لم يبالوا به بل نالوا منه نيلا شديدا، نظم

(عجبت من شيخي ومن زهده ... وذكره النار وأهوالها)

يكره أن يشرب في فضة ... ويسرق الفضة إن نالها)

فيا لله العجب من أين يسمون أنفسهم بالموحدين المخلصين وغيرهم بالمشركين المبتدعين وهم أشد الناس تعصبا وغلوا في الدين قد أنفقوا في غير شيء نفائس الأوقات والأنفاس واتعبوا أنفسهم وحيروا من خلفهم من الناس ضيعوا الأصول فحرموا القبول وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في مهامة الحيرة والضلالة والمقصود أن هؤلاء القوم رؤيتهم قذاء العيون وشجى الحلوق وكرب النفوس وحمى الأرواح وغم الصدور ومرض القلوب إن أنصفتهم لم تقبل طبيعتهم الإنصاف وإن طلبته منه فأين الثريا لأمن يد الملتمس الوصاف قد انتكست قلوبهم وعمي عليهم مطلوبهم رضوا بالأماني وابتلوا بالحظوظ الفواني وحصلوا على الحرمان وخاضوا بحار العلم لكن بالدعاوى الباطلة وشقاشق الهذيان والله ما ابتلت من وشلة أقدامهم ولا زكت به

Scanned by CamScanner

عقولهم وأحلامهم ولا ابيضت به لياليهم ولا أشرقت بنوره أيامهم ولا ضحكت بالهدى والحق منه وجوه الدفاتر إذ بكت بمداد أقلامهم فما هذا دين إن هذا إلا فتنة في الأرض وفساد كبير كيف ولو كان لهؤلاء إخلاص في القول والعمل وحرص على العلم النافع عند مجيء الأجل وخيفة من الحي القيوم وحياء من النبي المعصوم لزهدوا في أوساخ الأموال ولا ستنكفوا عن التزي بزي الصلاح لصيد الجهال ولا يأكلوا أبدا مال المسلم بالباطل ولا يرضوا بالعاجل عن الآجل ولا يكتفوا من علم الحديث على رسمه ومن العمل بالكتاب على اسمه ولا يبذلوا نفائس الأوقات إلا في الطاعات ولا يصرفوا شرائف الأنفاس في غير الباقيات الصالحات ولا يصحبوا أهل الدنيا ليلا ونهارا ولا يروا غيره تعالى للمهام مدارا ولا يتقدموا للوعظ والفتيا إلا بحقها ولا يجترؤا على نصبهم للإرشاد إلا على وجهها كما فعل أهل الحديث من قبلهم وأصحاب التوحيد في عهدهم فأولئك الذين يحقق لهم العمل بالكتاب والسنة والتمسك بهما والدعاء إليهما وهما عن النار جنة لا لهؤلاء النفر المتباهين بدعواهم المتلبسين بالرياء والسمعة في أولاهم وأخراهم (الحطة في ذكر الصحاح الستة ١٣٩- ١٤٠)

অর্থ : "এ জন্যই তাদের দেখা যায়, কেবল হাদীসের বাহ্যিক ও শাব্দিক দিক নিয়েই মাতামাতি করছে, হাদীসের গভীর মর্ম ও তত্ত্ব নিয়ে তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। তারা মনে করে, শুধু এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট। কখনো নয়! বরং হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার সঠিক মর্ম অনুধাবন করে আমল করা। শুধু শব্দের পিছে পড়া নয়।

হাদীস শাস্ত্রের প্রথম ধাপ হলো হাদীস শ্রবণ, তারপর মুখস্থ করা, তারপর বোঝা, তারপর আমল, অতঃপর তার প্রচার-প্রসার। কিন্তু এসব লোক (কথিত আহলে হাদীস) একটি হাদীস শোনামাত্রই না বুঝে বা নিজেদের বুঝ অনুযায়ী প্রচার আরম্ভ করে, যাতে লাভের চেয়ে ক্ষতির মাত্রাই বেশি থাকে। যেন হাদীস শাস্ত্র কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই নয়, বরং তা কেবল শিশুদের সুখপাঠ্য।

... ... অথচ এসব মূর্খদের (কথিত আহলে হাদীস) মূল কাজ হলো, ইবাদতসংক্রান্ত কয়েকটি মতভেদপূর্ণ মাসআলা নিজের মতো করে মুখস্থ করে সেগুলো নিয়ে ঘুরে বেড়ানো। নিত্যপ্রয়োজনীয় লেনদেনবিষয়ক কোনো মাসআলার ব্যাপারে সামান্য পরিমাণ জ্ঞানও তাদের নেই। তারা নিজের চেষ্টার সবটুকুই ইবাদতসংক্রান্ত মতভেদ নকলেই ব্যয় করে, ফলে মুহাদ্দিসগণের পরিভাষা এবং ফিকহুল হাদীসের ব্যাপারে চূড়ান্তভাবে আনাড়ি। হাদীস গবেষণা করে নিত্যনতুন মাসআলার সমাধান তো দূরের কথা, একটি হাদীস অনুসারে সঠিক পদ্ধতিতে আমল করতেই সক্ষম নয়। আমলই বা কী করবে, বাগাড়ম্বরতাই তাদের মূল পেশা এবং শয়তানি কর্মকাণ্ডই তাদের নেশা। আর

Scanned by CamScanner

এগুলোকে তারা দ্বীনের কাজ ভেবে করে থাকে এবং নিজেদেরকে দ্বীনের পথে পশ্চাৎগামী মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করাকেই পছন্দ করে। আর তা তাদের সর্বস্তরের সদস্যদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আমি তাদেরকে একাধিকবার পরীক্ষা করেছি, তাদের কাউকেই সৎকর্মশীল ও মুমিনদের পথে চলতে দেখিনি। বরং তাদেরকে পেলাম দুনিয়ার হীন স্বার্থের পেছনে ছুটন্ত, হালাল-হারামের পরোয়া না করে অবৈধ সম্পদ ও পদের লিপ্সায় ডুবন্ত। ইসলামের সরল স্বচ্ছতা থেকে বিমুখ হয়ে বেছে নিয়েছে তারা বক্রতার পথ।

'আমি তাদের ব্যাপারে বারবার চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করে দেখেছি কল্যাণ বলতে তাদের মধ্যে কোনো জিনিস নেই।'

এসব লোক যাদের কথায়-কাজে কোনো মিল নেই, শ্রেষ্ঠতম মানব রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথার দোহাই দিয়ে চললেও নিজেরা হলো নিকৃষ্টতম মানুষ। সুন্দর ও মিষ্টি কথার আবরণে তারা অনেক ভয়ংকর।

'শায়খের তপস্যার বিষয়টি আশ্চর্যজনক! আরো আশ্চর্যের হলো তার মুখে জাহান্নাম ও তার ভয়াবহতার আলোচনা। তিনি রুপার পাত্রে পান করাকে ঘৃণা করেন; কিন্তু সুযোগ পেলে এই রুপাই চুরি করেন।'

বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, তারা কিভাবে নিজেদেরকে খালেছ তাওহীদবাদী বলে দাবি করে এবং অন্যদেরকে মুশরিক বিদ'আতি বলে গালি দেয়, অথচ তারাই হলো দ্বীনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও গোড়ামীর শিকার। মূল্যবান সময়কে অযথা কাজের পেছনে নষ্ট করে চলছে, তাদের অনুসারীদেরকে দিশেহারা করছে, নিজেরাও নীতিবিবর্জিত হয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত মরুচারীর ন্যায় ছোটাছুটি করছে। তাদেরকে দেখলে মনে হবে তাদের চোখে ময়লা পড়েছে। মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত, নফস দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, আত্মা ব্যাধিগ্রস্ত ও অস্থিরচিত্ত। সত্য ও ন্যায় তাদের স্বভাববহির্ভূত এবং ন্যায়ের পথ তাদের অপরিচিত। তাদের অন্তর বক্র হয়ে গেছে, চক্ষু হয়ে গেছে অন্ধ । অলীক স্বপ্ন ও আশাতেই সন্তুষ্ট, ধ্বংসশীল দুনিয়ার লালসায় মত্ত। ফলে তারা অর্জনের পরিবর্তে কেবল বঞ্চিতই হয়েছে। যদিও নিজেদের মিথ্যা দাবি ও অসত্য বুলিতে তারা জ্ঞানের সাগর পাড়ি দিয়েছে। বাস্তবে জ্ঞান সমুদ্রে তাদের পা-ই পড়েনি। না তাদের বিবেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে, না তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে, না তাদের রাত্রি পোহায়ে কখনো আলোর ঝিলিক দেখেছে, না তাদের তরে কখনো হেদায়েতের সূর্য হেসেছে।

এরই নাম কি দ্বীন? না! এ তো বড় একটি ফেতনা। তাদের কথা-কাজে যদি ইখলাস থাকত, সঠিক উপকারী ইলমের আগ্রহ থাকত, মৃত্যুর স্মরণ থাকত, চিরঞ্জীব প্রতিপালকের ভয় থাকত, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে দাঁড়ানোর লজ্জা থাকত, তারা কখনোই ধন-সম্পদের উচ্ছিষ্টের পেছনে পড়ত না। সৎ

Scanned by CamScanner

লোকদের পোশাকে আচ্ছাদিত হয়ে মূর্খদেরকে আকৃষ্ট করার মতো ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত না। অন্যায়ভাবে মুসলমানদের সম্পদ হরণ করত না, পরকালের স্থায়ী নেয়ামতকে বাদ দিয়ে অস্থায়ী দুনিয়ার ওপর সন্তুষ্ট হতো না এবং ভাসাভাসা হাদীস শাস্ত্রের রসম পালনে ও নামসর্বস্ব কোরআনের ওপর আমল করার দাবির ওপরও ক্ষান্ত হতো না। আর ইবাদত ছাড়া অযথা কাজে সময় নষ্ট করত না। দুনিয়াদারদের পেছনে পেছনে ঘুরত না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ওপর ভরসা রাখত না। অন্যায়ভাবে ওয়াজ ও ফতওয়া দিতে অগ্রসর হতো না। মানুষকে অবৈধ পন্থায় নসীহত করার দুঃসাহস পেত না। যেমনিভাবে পূর্বেকার বাস্তব ও সৎ আহলে হাদীসগণ ও খালেস তাওহীদবাদীগণ ছিলেন ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী সঠিক আমলকারী ও দাওয়াতদাতা। যারা জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে ছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ সকল দাবিসর্বস্ব নামধারী অহংকারী আহলে হাদীস দল থেকে পবিত্র ছিলেন, যারা কেবল কপটতা ও আত্মপ্রদর্শনেই লিপ্ত।"(আল হিত্তাহ, পৃঃ ১৩৯-১৪১)

ইতিহাসের পাতায় 'ফতওয়া'

ফতওয়া প্রদান নতুন কোনো জিনিস নয়, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাও ফতওয়া প্রদান করেছেন। কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজের মহান সত্তার সাথে ফতওয়া শব্দটি সম্পৃক্ত করেছেন। ইরশাদ করেন,

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

"(হে নবী!), লোকে তোমার কাছে নারীদের ব্যাপারে শরীয়তের ফতওয়া (বিধান) জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে ফতওয়া দিচ্ছেন, অর্থাৎ বিধান জানাচ্ছেন।" (নিসা-১২৭)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ "(হে নবী!), লোকে তোমার কাছে ('কালালাহ' সম্পর্কে) ফতওয়া (বিধান) জিজ্ঞেস করে, বলে দাও! আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' সম্পর্কে ফতওয়া দিচ্ছেন।" (সূরা নিসা ১৭৬)

এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নিজের মহান সত্তার সাথে ফতওয়া প্রদানের বিষয়টিকে সম্পৃক্ত করেছেন, এর থেকেই বিষয়টির গুরুত্ব অনুমান করা যায়। আর এটা এই বিভাগের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের সবচেয়ে বড় সনদও বটে। যিনি এই মর্যাদাপূর্ণ মহান পদের অধিকারী তাঁকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে তিনি কত বড় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত এবং তাঁকে কী করতে হবে, কেমন হতে হবে?

Scanned by CamScanner

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে ফতওয়া

কোরআন-হাদীস ও ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায়, ফতওয়া প্রদান নতুন কিছু নয়, ফতওয়া প্রদানের ধারাবাহিকতা স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে আরম্ভ হয়ে অদ্যাবধি চলমান এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ চলমান থাকবে। যমানায়ে নবুওয়াতে সাহাবায়ে কেরাম যেকোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সামনে ব্যক্ত করা হতো। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেই সমস্যার সমাধান দুটির যেকোনো একটির মাধ্যমে প্রদান করতেন। এক. সরাসরি ওহীর মাধ্যমে। দুই. ইজতিহাদ করে। এমতাবস্থায় কখনো ওহীর মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইজতেহাদের সমর্থন করা হতো। কখনো ইজতিহাদের খেলাফ ওহী অবতীর্ণ হতো। যেমন বদর যুদ্ধের বন্দিদের ব্যাপারে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

“তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলে দাও! রূহ আমার রবের হুকুমঘটিত। তোমাদেরকে যে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তা সামান্য মাত্র।” (বনী ইসরাঈল ৮৫)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

“লোকে আপনার কাছে নতুন মাসের চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, এটা মানুষের কাজকর্মের এবং হজের সময় নির্ধারণ করার জন্য।” (বাকারা ১৮৯)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا

“তারা আপনাকে যুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন, আমি তার কিছু বৃত্তান্ত পড়ে শোনাচ্ছি।” (সূরা কাহ্ফ-৮৩)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে,

Scanned by CamScanner

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

“তারা আপনাকে ঋতুবতী মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, তোমরা ঋতু অবস্থায় মহিলাদের সাথে সহবাস ত্যাগ করো।” (সূরা বাকারা : ২২২)

আরো ইরশাদ হচ্ছে,

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

“তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, আপনি বলে দিন, এগুলোতে বড় গোনাহ রয়েছে, কিছু উপকারও হয়, তবে উপকারের চেয়ে গোনাহটাই বড়।” (সূরা বাকারা : ২১৯)

সাহাবীদের যুগে ফতওয়া

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পর ফতওয়া প্রদানের এই গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। যাঁদের সংখ্যা ১৩০ (একশত ত্রিশ) থেকে সামান্য বেশি।

ফতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদের স্তর

ফতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদেরকে তিন স্তরে বিন্যস্ত করা যায় :

প্রথম স্তর : المكثرون

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের মধ্য হতে যারা অত্যধিক বেশি ফতওয়া প্রদান করেছেন তাঁদের সংখ্যা মাত্র ৭ (সাত) জন। তাঁরা হলেন–১. আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.), ২. খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রা.), ৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.), ৪. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.), ৫. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.), ৬. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং ৭. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)।

ইবনে হযম (রহ.) বলেন,

يمكن ان يجمع من فتيا كل واحد منهم سفر ضخم

“তাঁদের প্রত্যেকের ফতওয়াসমূহ পৃথক পৃথক একত্রিত করা হলে একটি বড় কিতাবে পরিণত হবে।” (আল ইহকাম ৫/৯২)

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় স্তর : المتوسطون

ফতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদের মধ্যে দ্বিতীয় স্তরে হলেন যাঁরা প্রথম স্তরের তুলনায় কম ফতওয়া প্রদান করেছেন। তাঁদের সংখ্যা প্রায় বিশ (২০) জন। তাঁরা হলেন খলীফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.), উম্মে সালামা, আনাস ইবনে মালেক, আবু সাঈদ খুদরী, আবু হুরাইরা, ওসমান, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, আবু মুসা আশআরী, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ, সালমান ফারসী, মুআয ইবনে জাবাল, ত্বালহা, যুবায়ের, আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, ইমরান ইবনে হুসাইন, উবাদাহ ইবনে সামেত, আবু বাকরা ও মুআবিআ ইবনে আবী সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুম (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/১০)

তৃতীয় স্তর : المقلون

ফতওয়া প্রদানকারী সাহাবাদের তৃতীয় স্তরে তাঁরা যাঁরা নেহায়েত কম ফতওয়া প্রদান করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ফতওয়ার সংখ্যা বড়জোর দু-একটি বা এর সামান্য বেশি। তাঁদের সকলের ফতওয়া কিতাবের আকারে রূপ দিলে ছোট এক খণ্ড হতে পারে। এই স্তরের সাহাবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

হযরত আবুদ দারদা, আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ, সাঈদ ইবনে যায়েদ, হাসান, হুসাইন, নু'মান ইবনে বাশীর, উবাই ইবনে কা'ব, আবু আইউব আনসারী, আবু তালহা, আবু যর গিফারী, উসামা ইবনে যায়েদ, বারা ইবনে আযেব, উম্মুল মুমিনীন হাফসা, উম্মে হাবীবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবীগণ। (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/১০)

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বুঝে আসে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম দ্বীনের অন্যান্য শাখার ন্যায় ফতওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ ও অতীব প্রয়োজনীয় দায়িত্ব সুচারুরূপে আদায় করেন, যার ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি চলমান।

যাঁদের ত্যাগে ফিকহ পেলাম

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন,

والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب عبد الله بن عمر، وأصحاب عبد الله بن عباس؛ فعلم الناس عامته عن أصحاب

Scanned by CamScanner

هؤلاء الأربعة؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود.

অর্থাৎ, "দ্বীন, ফিকহ এবং ইলম–এই তিনটি জিনিসের বিস্তার মুসলিম উম্মাহর মাঝে ঘটেছে চারজন সাহাবীর ছাত্রদের মেহনতের বদৌলতে। তাঁরা হলেন ১. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রহ.)-এর ছাত্রগণ ২. যায়েদ ইবনে সাবেত (রহ.)-এর ছাত্রগণ ৩. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রহ.)-এর ছাত্রগণ ৪.আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর ছাত্রগণ।" পৃথিবীবাসীর সংগৃহীত ইলম এই চারজন সাহাবীর (রা.) ছাত্রদের মেহনত ও ত্যাগের ফসল।

উল্লেখ্য, তাঁদের ইলম ও ফতওয়া অনেকটা শহরকেন্দ্রিক হয়ে যায়। মদীনাবাসী ফতওয়া ও ইলম সংগ্রহ করেন হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত এবং আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর ছাত্রদের থেকে। মক্কাবাসী ফতওয়া ও ইলম সংগ্রহ করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর শিষ্যদের থেকে। আর কুফা ও ইরাকবাসী ফতওয়া ও ইলম সংগ্রহ করেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর ছাত্রদের থেকে।" (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/৫০)

তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের যুগে ফতওয়া

সাহাবায়ে কেরামের পর ফতওয়া প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁদের হাতে গড়া ছাত্র তাবেঈনের কাঁধে। এরপর তাঁদের ছাত্র তাবেতাবেঈনের কাঁধে তাঁদের এই খেদমত বিভিন্ন শহরকেন্দ্রিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মদীনা শরীফে যাঁরা ফতওয়া দিতেন

মদীনার প্রসিদ্ধ সাতজন ফকীহ। যথা– সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, ওরওয়া ইবনুয যুবায়ের, ক্বাসেম ইবনে মুহাম্মাদ, খারেজা ইবনে যায়েদ, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, উবাইদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেস রহমাতুল্লাহি আলাইহিম।

এ ছাড়া সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ, নাফে' প্রমুখ। অতঃপর ইবনে শিহাব যুহরী, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, রবীআ ইবনে আবদুর রহমান প্রমুখ। অতঃপর ইমাম মালেক ও তাঁর শাগরিদগণ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ। (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/১৯)

Scanned by CamScanner

মক্কা শরীফে যাঁরা ফতওয়া দিতেন
আতা ইবনে আবী রাবাহ, ত্বাউস ইবনে কাইসান, মুজাহিদ ইবনে জবর, আমর ইবনে দীনার, ইকরামা রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ। (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/১৯)

কুফা ও ইরাকে যাঁরা ফতওয়া দিতেন
আলক্বামা ইবনে কাইস, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, মাসরূক্ব, আমর ইবনে শুরাহবীল, আবীদা, সুলাইমান ইবনে রবীয়া প্রমুখ। অতঃপর ইবরাহীম নাখয়ী, আমের শা'বি প্রমুখ। অতঃপর হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান, মিসআর ইবনে কিদাম প্রমুখ। অতঃপর ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরি প্রমুখ। অতঃপর ইমাম আবু হানীফার শাগরিদগণ ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান, যুফার, হাসান ইবনে যিয়াদ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ ফকীহগণ। (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/২০)

বসরা নগরীতে যাঁরা ফতওয়া দিতেন

আমর ইবনে সালামা, আবু মারয়াম আল হানাফী, হাসান বসরী প্রমুখ। অতঃপর আইয়ুব সাখতিয়ানি, সুলাইমান তাইমি রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ। (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/২০)

শামে যাঁরা ফতওয়া দিতেন
আবু ইদরীস খাওলানি, খালেদ ইবনে মা'দান, জুবাইর ইবনে নুফাইর, মাকহুল, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ। (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/২১)

মিসরে যাঁরা ফতওয়া দিতেন
ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব, বুকাইর আল আশাজ, আমর ইবনে হারেস প্রমুখ। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব, আশহাব, আবদুর রহমান ইবনুল ক্বাসেম, ইমাম শাফেয়ী প্রমুখ। অতঃপর ইমাম শাফেয়ীর শাগরিদগণ ইমাম মুযানি, বুয়াইত্বি প্রমুখ। অতঃপর ইমাম আবু জা'ফর ত্বাহাবি রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ। (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/২২)

ইয়েমেনে যাঁরা ফতওয়া দিতেন
মুহাম্মাদ ইবনে সাওর, মুত্বাররিফ, আব্দুর রায্যাক ইবনে হাম্মাম রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ। (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/২৩)

বাগদাদ শহরে যাঁরা ফতওয়া দিতেন
আবু উবাইদ ক্বাসেম ইবনে সাল্লাম, ইমাম আবু সাওর, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও তাঁর শাগরিদগণ প্রমুখ রহমাতুল্লাহি আলাইহিম। (ই'লামুল মুআক্কিঈন ১/২৩)

Scanned by CamScanner

ফতওয়া ও মুফতী প্রসঙ্গে কিছু কথা

ফতওয়া প্রদানে সতর্কতা

ফতওয়া প্রদানের দায়িত্ব মহান। এ দায়িত্ব পালন করা যেমন সওয়াবের কাজ, তেমনি এ দায়িত্ব অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। কারণ একজন মুফতী আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সেতুবন্ধক। সঠিক ফতওয়া প্রদান করলে তিনি দায়িত্বমুক্ত হয়ে সাওয়াবের অধিকারী হবেন। আর ভুল ফতওয়া প্রদান করলে প্রশ্নকারীর আমলের পরিণতি তাঁকেই ভোগ করতে হবে। অতএব ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে ভয় করা একজন প্রকৃত মুফতীর পরিচায়ক। সালাফে সালেহীন ফতওয়া প্রদান থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। নিম্নে কিছু নমুনা উল্লেখ করা হলো :

১. আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রহ.) বলেন,

"أدركت عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أراه قال: في هذا المسجد، فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا "

"আমি একশত বিশ (১২০) জন সাহাবীর সংস্পর্শ লাভ করি। তাঁদের মধ্য হতে এমন কাউকে পাইনি, যিনি হাদীস বর্ণনা করার সময় এটা কামনা করেননি যে যদি অন্য কোনো ভাই (সাহাবী) হাদীস বর্ণনার এ দায়িত্ব আদায় করতেন, তাহলে তিনি এর থেকে নিষ্কৃতি পেতেন। এমন কাউকেও পাইনি, যিনি ফতওয়া প্রদানকালে এ আশা করেননি যে যদি অন্য ভাই (সাহাবী) ফতওয়া প্রদানের এই গুরুদায়িত্ব আদায় করতেন, তবে তিনি নিষ্কৃতি পেতেন।" (ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৬৪)

২. আতা ইবনে সায়েব (রহ.) বলেন,

أدركت اقواما يسئل أحدهم عن شيء فيتكلم وهو يرعد

"আমি এমন অনেক মনীষীর সংস্পর্শে ধন্য হয়েছি, যাঁরা কোনো প্রশ্নের উত্তর প্রদানকালে আল্লাহর ভয়ে কাঁপতেন।" (শরহুল মুহায্যাব ১/৪০)

৩. হযরত শা'বি, হাসান বসরী, এবং আবু হাসীন (রহ.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন,

ان أحدكم ليفتى فى المسئلة ولو وردت على عمربن الخطاب رضى الله عنه لجمع لها أهل بدر

"তোমাদের কেউ কেউ তো এমন মাসআলার ব্যাপারেও নির্দ্বিধায় ফতওয়া প্রদান করো! যা হযরত ওমর (রহ.)-এর সামনে উত্থাপিত হলে তিনি এর সমাধান বের করার জন্য সমস্ত বদরী সাহাবাকে একত্রিত করতেন।" (শরহুল মুহায্যাব ১/৪০)

Scanned by CamScanner

৪. ইমাম মালেক (রহ.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তাঁকে একবার ৫০টি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়, যার একটিরও উত্তর তিনি দেননি। তিনি বলতেন :

من أجاب فى مسئلة فينبغى قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب.

"কেউ কোনো মাসআলার উত্তর প্রদানের আগে উচিত হলো নিজেকে জান্নাত-জাহান্নামের ওপর পেশ করে এর থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে বের করা, অতঃপর উত্তর প্রদান করা।" (শরহুল মুহায্‌যাব ১/৪১)

৫. ইমাম মালেক (রহ.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত যে একবার তাঁকে কোনো এক মাসআলা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমার জানা নেই। তখন তাঁকে বলা হলো, এত সহজ একটি মাসআলা তবুও আপনি বলেন, জানেন না? এ কথা শুনে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, ليس فى العلم شيء خفيف "দ্বীনি ইলমের মধ্যে হালকা ও সহজ বলতে কোনো জিনিস নেই।" (প্রাগুক্ত)

৬. ইমাম শাফেঈ (রহ.)-এর সম্পর্কে বর্ণিত যে একবার একটি মাসআলা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর প্রদান করেননি। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, حتى أدرى أن الفضل فى السكوت أو فى الجواب "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তর দেব না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ কথা জানতে না পারব যে কল্যাণ চুপ থাকার মধ্যে, নাকি উত্তর প্রদানের মধ্যে।" (প্রাগুক্ত)

৭. ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেন,

لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنأ وعلى الوزر

"যদি ইলম ধ্বংস হওয়ার ভয় না হতো তবে আমি কখনো ফতওয়া প্রদান করতাম না। প্রশ্নকারীরা বিনা কষ্টে সমাধান পেয়ে যাবে, আর যাবতীয় গোনাহের ভার আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।" (প্রাগুক্ত)

আত্মস্বীকৃত অযোগ্য মুফতী ও গবেষকদের পরিণতি

ফেতনার এ যুগে ধর্মীয় এই মহান পদটিও এক শ্রেণীর আত্মস্বীকৃত মুফতী ও হাইব্রিড গবেষকদের দ্বারা কলুষিত। প্রকৃত মুফতী হওয়ার জন্য যেসব শর্ত আবশ্যকীয় তার মধ্য হতে যেকোনো একটি শর্ত পূরণেও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ, তারাও আজ সমাজে ধর্মীয় মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রদান করে। ধর্মীয় বিষয়ে কথা বলার

Scanned by CamScanner

জন্য আগে আগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জিজ্ঞাসিত না হয়েও তারা উত্তর প্রদানের জন্য মুখিয়ে থাকে। অনেক সময় তারা বিচারকদের ন্যায় রায় ঘোষণা করে, আবার সরকার বাহাদুরের ন্যায় তা কার্যকর করে। বেশভূষায় সরলমনা মুসলমানরা হন তাদের দ্বারা প্রতারিত। জনসাধারণের সরলতাকে পুঁজি করে তাঁরা হয়ে ওঠে সমাজের মুফতী, জনগণের রাহবার (?)। শরীয়ত তাদের সম্মানার্থে একটি বিশেষ 'বিশেষণ' প্রদান করেছে। সেটা হলো 'ماجن' (মাজিন)। অতএব তাদের পুরো খেতাবটি হবে এ রকম مفتى ماجن (মুফতী মাজিন) অর্থাৎ প্রতারক, প্রবঞ্চক ছলনাকারী মুফতী। এসব প্রতারকের দায়ভার প্রকৃত মুফতী ও বিচারকদের ওপর বর্তাতে পারে না। শরীয়ত তাদের ব্যাপারে কী বলে এর কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

«من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار»

"আমি যা বলিনি, এমন কথা আমি বলেছি বলে যে ব্যক্তি চালিয়ে দেবে তার ঠিকানা জাহান্নাম।" (আবু দাউদ, হা. ৮০)

২. অপর হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

«من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه»

"যে ব্যক্তি ইলম অর্জন ছাড়া ফতওয়া প্রদান করবে, এর গোনাহের দায়ভার ফতওয়া প্রদানকারীর ওপরই বর্তাবে।" (আবু দাউদ, হা. ৩৬৫৭)

৩. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

«من أفتي بفتيا غير ثبت، فإنما إثمه على من أفتاه»

"ইলমের অধিকারী না হয়েও যে ব্যক্তি ফতওয়া প্রদান করবে, গোনাহের দায়ভার তাকেই বহন করতে হবে।" (ইবনে মাজাহ, হা. ৫৩)

৪. অন্য এক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا»

Scanned by CamScanner

আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে জোরপূর্বক ইলম উঠিয়ে নেবেন না। বরং প্রকৃত আলেমদের দুনিয়া ত্যাগ করার সাথে সাথে ইলমও উঠে যেতে থাকবে। একটি সময় এমন আসবে, যখন প্রকৃত কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নিজেদের রাহবার হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। তখন তারা অযোগ্য, মূর্খ এবং ধর্মীয় জ্ঞান না রাখা সত্ত্বেও সেসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (বুখারী, হা. ১০০, মুসলিম, হা. ২৬৭৩)

৫. আরেক হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

من أفتى الناس بغير علم لعنته الملائكة في السماء والأرض.

"যে ব্যক্তি ইলমী যোগ্যতা ছাড়া ফতওয়া প্রদান করে আসমান ও জমীনের ফেরেশতারা তার ওপর অভিসম্পাত করে।" (মু'জামু ইবনে আসাকির ৬৭৬)

অযোগ্যের নিয়োগ

যে ব্যক্তি ফতওয়া প্রদানের যোগ্য নয় তার জন্য ফতওয়া প্রদানের ধৃষ্টতা প্রদর্শন না করাটাই মঙ্গলজনক। অন্যথায় সে চরম অপরাধী ও গোনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে। জেনে-শুনে যারা তাদেরকে নিয়োগ দেবে তারাও সমান অপরাধী। অতএব এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা রাষ্ট্র এবং প্রতিষ্ঠানের একান্ত দায়িত্ব। হাতুড়ে ডাক্তার যেমন চিকিৎসার লাইসেন্স পেতে পারে না, অযোগ্য কোনো গবেষকও দ্বীনি বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়ার অধিকার রাখে না। তাই তো ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন,

من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا.

"অযোগ্য হয়েও যারা ফতওয়া প্রদান করবে তারা গোনাহগার, নাফরমান। আর যারা তাদেরকে এ পদে অধিষ্ঠিত করবে তারাও গোনাহগার।" (ই'লামুল মুআক্কিঈন ৪/১৬৬)

উদ্‌গ্রীব কারা?

এবার দেখা যাক, ফতওয়া প্রদানের মতো স্পর্শকাতর ও নাজুক পথে চলতে চায় কারা, কারা এর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে।

১. হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এবং ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

من أفتى عن كل ما يسئل فهو مجنون

Scanned by CamScanner

"যারা সব প্রশ্নের উত্তর দিতে চায় তারা পাগল।" (শরহুল মুহাযযাব ১/৪০)

২. হযরত সুহনূন (রহ.) বলেন,

أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه.

"স্বল্প জ্ঞানীরাই বেশি ফতওয়া প্রদানের ধৃষ্টতা দেখায়। তারা কোনো একটি বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে মনে করে সর্ব বিষয়ে পণ্ডিত।" (ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৬৫)

৩. ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন,

الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته، فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم-

"ফতওয়া প্রদানের ধৃষ্টতা মূলত অল্প জ্ঞান, অনভিজ্ঞতা এবং অযোগ্যতার পরিচায়ক। কারণ স্বল্পজ্ঞানীরাই সব প্রশ্নের উত্তর না জেনে, না বুঝেই প্রদান করে।" (ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৬৫)

৪. ইবনে সীরীন (রহ.) হযরত হুযাইফা (রা.)-এর একটি উক্তি নকল করেন, তিনি বলেন,

إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بداء أو أحمق متكلف، قال: فربما قال ابن سيرين: فلست بواحد من هذين، ولا أحب أن أكون الثالث -

"তিন শ্রেণীর ব্যক্তিরা ফতওয়া প্রদান করে থাকে। এক. ওই ব্যক্তি, যে নাসেখ (রহিতকারী) ও মানসূখ (রহিত) সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। দুই. ধর্মীয় জ্ঞানের অধিকারী আমির/নেতা নিরুপায় হয়ে। তিন. নির্বোধ। ইবনে সীরীন (রহ.) বলেন, আমি প্রথম দুই শ্রেণীর কেউ নই। আর তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রত্যাশা করি না।" (ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/৬৭)

যোগ্যকে খুঁজে বের করতে হবে

বাহ্যিক বেশভূষা দেখে যোগ্যতা নির্ণয় করা যায় না। যোগ্যকে খুঁজে বের করতে হবে। ইবনে সীরীন (রহ.) খুবই সুন্দর বলেছেন, "إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون

دينكم» "ইলমের অপর নাম দ্বীন। অতএব কার কাছ থেকে দ্বীনি বিষয়ে জানতে চাও, একটু পরখ করে দেখে নিও।" (মোকাদ্দামায়ে মুসলিম ১/১৪)

এ বিষয়ে খতীব বাগদাদী (রহ.)-এর দিকনির্দেশনা চমৎকার। তিনি বলেন,

ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه ان يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته ويعتمد اخبار الموثوق بهم.

"ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হলো মুফতীদের সার্বিক দিকগুলো নিখুঁতভাবে নিরীক্ষণ করা। বিচার-বিশ্লেষণের পর যে ফতওয়া প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাকেই ফতওয়া প্রদানের জন্য মনোনীত করা, আর যে অযোগ্য প্রমাণিত হবে তাকে বারণ করা। অন্যথায় শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলে হুমকি প্রদান করা। আর যোগ্য চেনার উপায় হলো সমকালীন ফকীহ উলামায়ে কেরামের সাথে মতবিনিময় করা এবং নির্ভরযোগ্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে তদানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।" (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩২৪)

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন,

«ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك»

"৭০ জন যুগশ্রেষ্ঠ আলেম যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে যোগ্য বলে সনদ দেননি, আমি ফতওয়া প্রদান করিনি।" (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫)

তিনি আরো বলেন,

ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك؟

"আমি ফতওয়া প্রদান শুরু করার আগে আমার চেয়ে বড় আলেমকে জিজ্ঞেস করেছি তিনি আমাকে ফতওয়া প্রদানের যোগ্য ভাবেন কি না?" (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫)

তিনি আরো বলেন,

لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه

Scanned by CamScanner

"কেউ নিজেকে যোগ্য ভাবার আগে বড়কে জিজ্ঞাসা করা উচিত, সে যোগ্য কি না?" (আল ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ ২/৩২৫)

বিস্ময়ে হতবাক হতে হয় যখন দেখা যায়, সহীহ-শুদ্ধভাবে কোরআনের একটি আয়াত পড়তেও অক্ষম ব্যক্তিরা ফতওয়া প্রদান, ধর্মীয় বিষয়ে লেকচার এবং বিচার-বিশ্লেষণে মহা ব্যস্ত। হায়রে নির্বোধ! কার স্বার্থে তোমার এত সব আয়োজন, আল্লাহকে ভয় করো!

মুফতীর শর্ত

ফতওয়া দেওয়া একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও নাজুক বিষয়। এ জন্যই সালাফে সালেহীনগণ এ দায়িত্ব থেকে নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করতেন। এ নাজুক বিষয়ের দায়িত্ব যে নিজের কাঁধে তুলে নেবেন, সেও কোনো সাধারণ লোক হলে চলবে না, তার জন্য রয়েছে বিশেষ শর্ত-শারায়েত। সেগুলোর অনুপস্থিতিতে কেউ ফতওয়া দিলে শরীয়তে তার প্রতি ভীষণ ভীতি প্রদর্শন করেছে। শর্তসমূহ নিম্নরূপ :

এক. মুসলিম হওয়া। কোনো কাফেরের ফতওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

দুই. সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়া। পাগল ও অসুস্থ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির ফতওয়া গ্রহণীয় নয়।

তিন. বালেগ ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। নাবালেগের ফতওয়া গ্রহণীয় নয়।

চার. আদেল, নেককার ও মুত্তাকী হওয়া। অতএব কোনো ফাসেক ও বিদ'আতী ব্যক্তির ফতওয়া শুদ্ধ নয়।

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন,

فشرط المفتي إسلامه وعدالته، ولزم منها اشتراط بلوغه وعقله فترد فتوى الفاسق والكافر وغير المكلف

"মুফতীর জন্য শর্ত হলো, মুসলিম হওয়া ও ন্যায়পরায়ণ নেককার হওয়া, সাথে সাথে বালেগ ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়াও জরুরি। অতএব কোনো ফাসেক, কাফের ও শরীয়তের মুকাল্লাফ নয়, এমন ব্যক্তির ফতওয়া অগ্রহণযোগ্য।" (আল বাহরুর রায়েক ৬/২৮৬)

Scanned by CamScanner

আল্লামা হাসকাফী (রহ.) বলেন,

ولا خلاف في اشتراط إسلامه وعقله

"মুফতীর জন্য মুসলিম হওয়া ও সুস্থ বিবেকসম্পন্ন হওয়ার শর্তে কোনো দ্বিমত নেই।" (আদ দুররুল মুখতার ৫/৩৫৯)

পাঁচ. স্বয়ং মুজতাহিদ হওয়া বা কমপক্ষে কোরআন-হাদীসের যথেষ্ট পারদর্শিতার সাথে সাথে মুজতাহিদ ফকীহগণের ইজতেহাদকৃত মাসআলাসমূহও পরিপূর্ণ আত্মস্থ থাকা এবং পূর্বেকার মুজতাহিদ ফকীহগণের মতামতসমূহ বোঝা ও সে সম্বন্ধে প্রাজ্ঞ হওয়া।

মূলত পূর্বের যুগে ফতওয়া দেওয়ার জন্য ইজতেহাদের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার শর্ত ছিল। তবে বর্তমানে তা অতি দুষ্কর হওয়ায় এ শর্তে শিথিল করা হয়েছে। যদিও মুজতাহিদ হলে সে-ই অধিক অগ্রগণ্য, তবে বর্তমানে ফতওয়া দেওয়ার জন্য মুজতাহিদ হওয়া শর্ত নয়। বরং মুজতাহিদগণের বর্ণনাকৃত বিধানসমূহের ওপর পারদর্শিতা থাকলেই যথেষ্ট হবে।

ইমাম ইবনে দাক্বীক্বিল ঈদ (রহ.) বলেন,

توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم واسترسال الخلق في أهوائهم فالمختار أن الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلا متمكنا من فهم كلام الإمام ثم حكى للمقلد قوله فإنه يكتفي به لأن ذلك مما يغلب على ظن العامي أنه حكم الله عنده وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع من الفتيا

অর্থাৎ, "বর্তমানে ফতওয়া দেওয়ার জন্য মুজতাহিদের শর্ত করা কঠিন সমস্যা টেনে আনার ও জনসাধারণকে স্বেচ্ছাচারিতায় ছেড়ে দেওয়ার নামান্তর। অতএব, নির্ভরযোগ্য মত হলো, কোনো আদেল আলেম যে পূর্বের যুগের মুজতাহিদদের থেকে বর্ণিত মাসআলাসমূহ নিজে বুঝতে সক্ষম সে সর্বসাধারণকে মুজতাহিদদের মতামতগুলো বর্ণনা করতে পারবে। কেননা সর্বসাধারণের জন্য মুফতীর কথাই আল্লাহ তা'আলার বিধান হিসেবে সাব্যস্ত। বর্তমান যুগে এ ধরনের ফতওয়ার বৈধতার ওপর সকল উম্মতের ইজমা (ঐকমত্য) রয়েছে।" (আলফুরূক্ব লিল ক্বারাফী ২/১১৭)

আল্লামা যারকাশী, আল্লামা শামী (রহ.) প্রমুখ থেকেও তা বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন : আল বাহরুল মুহীত ৮/৩৫০, রদ্দুল মুহতার ৪/৩০৬)

Scanned by CamScanner

ছয়. গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, হুঁশিয়ার ও ধীমান হওয়া। অতএব বোকা প্রকৃতির ও প্রায় সময় ভুল করে, এমন ব্যক্তি ফতওয়া প্রদানের যোগ্য নয়। অনুরূপ মানুষের অবস্থা, চতুরতা ও প্রতারণা সম্বন্ধেও সম্যক হুঁশিয়ার ও জ্ঞাত হওয়া শর্ত।

আল্লামা হাসকাফী (রহ.) বলেন,

وشرط بعضهم تيقظه

"অনেক আলেম গভীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, হুঁশিয়ার হওয়া শর্ত আরোপ করেছেন।" (আদ্দুর্‌রুল মুখতার ৫/৩৫৯)

আল্লামা শামী (রহ.) বলেন, এ শর্ত বর্তমান যুগে অতি জরুরি।

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রহ.) বলেন,

ولا يصير الرجل أهلا للفتوى ما لم يصر صوابه أكثر من خطئه؛ لأن الصواب متى كثر فقد غلب

"কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ফতওয়া দেওয়ার যোগ্য হয় না, যতক্ষণ না তার ভুলের চেয়ে শুদ্ধ বেশি হবে। কেননা শুদ্ধ যখন বেশি হবে, তা প্রাধান্য পাবে।" (আল বাহরুর রায়েক্ব ৬/২৯৪)

সাত. যুগ চাহিদা ও মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি এবং রীতি ও প্রচলনের ব্যাপারেও জ্ঞান থাকতে হবে।

আল্লামা শামী (রহ.) বলেন,

وقد قالوا من جهل بأهل زمانه فهو جاهل

"উলামায়ে কেরাম বলে থাকেন যে স্বীয় যুগের মানুষের স্বভাব, রীতিনীতি ও প্রচলনের ব্যাপারে ধারণা রাখেনা, সে মূর্খ।" (রদ্দুল মুহতার ৫/৩৫৯)

আট. অভিজ্ঞ মুত্তাকী মুফতীর দীর্ঘ সোহবত অর্জনের মাধ্যমে ফতওয়া দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। সাথে সাথে কোনো অভিজ্ঞ মুফতী তাকে ফতওয়া দেওয়ার যোগ্য হিসেবে অনুমতি বা সমর্থন করতে হবে। অতএব কোনো অভিজ্ঞ মুফতীর সংস্রব ব্যতীত কেবল নিজে কিতাব মুতা'আলা করে ফতওয়া দেওয়া জায়েয নেই। এ সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (রহ.) বলেন,

Scanned by CamScanner

لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا من كتابين بل قال النووي – رحمه الله تعالى – ولا من عشرة فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب فلا يجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فإنه يميز بين الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتمد به فهذا هو الذي يفتي الناس

অর্থাৎ, "এক-দুই কিতাব দেখেই ফতওয়া দেওয়া জায়েয নেই। বরং ইমাম নববী (রহ.) বলেন, এমনকি ১০-২০ কিতাব দেখেও ফতওয়া দেওয়া জায়েয হবে না, কেননা কখনো এমনও হয় যে ১০-২০ জন লেখকও একটি দুর্বল মতের ওপর একমত হয়ে যান, তখন ওই মত অনুসারেও আমল জায়েয হবে না। হ্যাঁ, এমন বিজ্ঞ লোক, যিনি ফতওয়ায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি থেকে তা অর্জন করেছেন এবং এতে তাঁর মৌলিক যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। সাথে সাথে শুদ্ধ-অশুদ্ধের পার্থক্য করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ মাসআলা সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান থাকে, সে-ই কেবল ফতওয়া দিতে পারবেন। (আল ফাতাওয়াল কোবরা ৪/৩৩২, আরো দেখুন : উসূলুল ইফতা, তকী উসমানী ৯০)

গুরুত্বপূর্ণ একটি ফতওয়া

সম্প্রতি ৯ নভেম্বর ২০০৪ সালে আম্মানে কিছু বরেণ্য মুফতীদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের ২০০ মুফতীর নিকট তিনটি বিষয়ে তাঁদের ফতওয়া বা মতামত চাওয়া হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই এখানে তাঁদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তসমূহের উল্লেখ পাঠকদের উপকারে আসবে বলে আশা করি। নিম্নে তা হুবহু প্রদত্ত হলো। তিনটি প্রশ্নের মধ্যে যেহেতু তৃতীয় প্রশ্নটি আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কীত, তাই শুধুমাত্র ওই প্রশ্নটির উত্তরের অনুবাদ উল্লেখ করা হলো।

The Amman Message (Arabic: رسالة عمان) is a statement which was issued on 9 November 2004 (27th of Ramadan 1425 AH) by King Abdullah II bin Al-Hussein of Jordan, calling for tolerance and unity in the Muslim world.[1] Subsequently, a three-point ruling was issued by 200 Islamic scholars from over 50 countries, focusing on issues of: defining who a Muslim is; excommunication from Islam (takfir), and; principles related to delivering religious edicts (fatāwa).

http://en.wikipedia.org/wiki/Amman_Message

Scanned by CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الرقم: 2/207/ د 2005/1

عدد في 1426/05/23

الموافق 2005/06/30

مدير مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي
فاكس رقم : 0096264633887 عمان - الأردن

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد

تصلكم صحبة هذا الأجوبة التي تناولت ما شرفتمونا به من الأسئلة الثلاثة ، ونرجو من الله ان يسدد خطانا وخطاكم ، ويعاملنا بما هو أهل له ، إنه سميع مجيب .

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته !!

من عملكم

الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة
الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

ص.ب : 13719 جدة : 21414 المملكة العربية السعودية . هاتف 2575662/6980518/6900346/6900347 فاكس : 2575661
P.O. Box 13719 Jeddah : 21414 Saudi Arabia - Tel : 2575662/6980518/6900346/6900347 Fax : 257566

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد :

الأسئلة الواردة من مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي
والإجابة عليها
السؤال الأول والثاني ، وهما متكاملان

(1) هل يجوز أن نعتبر المذاهب التي ليست من الإسلام السني جزءاً من الإسلام الحقيقي ؟ .

(2) ما هي حدود التكفير في يومنا هذا :

(أ) هل يجوز تكفير أحد من أصحاب المذاهب التقليدية ؟

(ب) هل يجوز تكفير سالكي الطريقة الصوفية الحقيقة ؟

إن هذين السؤالين قد تحدث بسببهما بلبلة بين المسلمين وتفريق لصفوفهم .

المسلمون أمة واحدة يؤمنون بإله واحد ، كتابهم المنزل إليهم القرآن ، قبلتهم واحدة ، وأصول دينهم خمسة : الشهادة ، والصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج .

فمن أخذ بهذه الأصول والتزمها فهو مؤمن مهما كان مذهبه ، وليست المذاهب في واقع الأمر إلا اجتهاداً في فهم نصوص الكتاب والسُنة التي هي مصادر هذا الدين ، وإن تمايزت طرقها في ذلك أو اختلف أئمتها في التفسير والتأويل والأصول والقواعد والترجيح بين الأقوال في عدد من المسائل .

وينطق بهذه الحقيقة قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ﴾ [النساء : 136] . فهذه الأصول أساسية للإيمان ، ولا يكون المؤمن مؤمناً

إلا إذا اعترف بوجود الخالق وبعثة الرسول الخاتم والإيمان بالقرآن والكتاب الذي أنزل من قبل .

والكفر يكون بما نصت عليه بقية الآية من قوله سبحانه : ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ ... ﴾ .

وما وراء ذلك من وصف بعض الأعمال بالكفر مجاز اعتبره المتكلمون والفقهاء كفراً ، اعتماداً على النصوص الشرعية التي جاءت به تغليظاً وتبغيضاً وتنفيراً من الوقوع في الكبائر والمعاصي ، وتأكيداً على قبحها وفسادها وأثرها على الإيمان بما يتولد عنها لدى العصاة من جحود وإنكار لقواعد الإيمان الصادق الذي دعا إليه الله في كتابه الكريم وفصّله الرسول ﷺ في سُنته الشريفة . والدليل على ذلك ما ذكره ابن قدامة من قوله في ترجيح عدم تكفير تارك الصلاة : " وهذا قول أكثر الفقهاء ; قول أبي حنيفة ومالك والشافعي " . واستدل بالأحاديث المتفق عليها التي تُحرِّم على النار من قال لا إله إلا الله ، والتي تُخرج من النار من قالها ، وكان في قلبه من الخير ما يزن برة (حبة قمح) ، كما استدل بآثار الصحابة وبإجماع المسلمين قائلاً : " فإنا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ، تُرك تغسيله والصلاة عليه ، ودفنه في مقابر المسلمين ولا مُنع ورثته ميراثه ولا مُنع هو ميراث مورّثه ، ولا فرّق زوجين لترك الصلاة من أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة ، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها " .

وقال ابن القيم في المدارج : " الكفر نوعان : كفر أكبر وكفر أصغر . فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار ، والكفر الأصغر هو الموجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود في النار " .

والأشاعرة أقرب المذاهب إلى أهل السُنة ، يأخذ بمعتقدهم جماهير من المسلمين . وقد كان الإمام أبو الحسن الأشعري محارباً للبدع . وله كتب في العقيدة ، وهو من أنصار السُنة بما أضافه من الأدلة العقلية لأدلة أهل السُنة النقلية . والخلاف بين أهل السُنة والأشاعرة في بعض صفات الباري عزّ وجل ، يرجع إلى منهج كلٍ في اجتهاده . وللإمام الأشعري مصنفات حافلة مثل : الإبانة ، والموجز ، والمقالات رد بها على الملاحدة وعلى طوائف من أهل البدع كالمعتزلة والرافضة والجهمية وغيرها.

ومثله وإن اختلف في المنهج العلمي لتقرير العقيدة ، لا يُتهم بالبُعد عن المسلمين .

وأما الصوفية فأهل الحق منهم ملتزمون بما التزم به سائر المسلمين ، ما عدا طائفة منهم ابتدعت في الدين ما لم يأذن به الله . وتحرّج كثير من أهل السُنة من مسايرتهم في ذلك .

السؤال الثالث

- من يجوز أن يعتبر مفتيا في الإسلام ؟ وما هي المؤهلات الأساسية لمن يتصدى للفتوى وهداية الناس إلى أحكام الشريعة الإسلامية وتعريفهم بها ؟

المفتي هو المتمكن من إدراك الوقائع، ومعرفة أحكامها الشرعية بالدليل، من غير معاناة، مع حفظه لأكثر الفقه .

وله مكانة عالية مهمة، فهو وارث علم النبي ﷺ، وموقّع عن رب العالمين ﷻ، يُبين أحكامه ويطبقها على أفعال الناس ; لأنه يعتبر من أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع إليهم حيث قال جل شانه : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾[سورة النحل : 43] .

ولما كانت للمفتي هذه المكانة وتلك المنزلة اشترط العلماء فيمن يتعرض للإفتاء أن تتوافر فيه شروط المجتهد ، وأن يتصف بصفات ويتخلق بآداب منها ما يلي :

أولا : أن يكون مسلماً ، مكلفاً ، عدلاً ، ثقة ، مأموناً ، ورعاً ، تقياً ، غير مبتدع في الدين ، متنزهاً عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة ; لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد ، وخبر الفاسق لا يُقبل .

ثانيا : أن لا يكون متساهلا في فتواه ، لأن من عُرف بالتساهل فيها لم يجز أن يُستفتى ، ولأن من واجب المفتي أن لا يدلي برأيه إلا بعد استيفاء الموضوع حقه من النظر والدرس . ورد في سنن الدارمي مرفوعا ، قال رسول الله ﷺ : « أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار » .

Scanned by CamScanner

ثالثا: ان يكون فقيه النفس ، سليم الذهن ، رصين الفكر ، صريح القول ، واضح العبارة ، صحيح التصرف والاستنباط ، فطنا مدركا لوقائع الأمور في شتى نواحي الحياة .

رابعا: ان يكون عارفا باللغة العربية ، وموارد الكلام ، ومصادره بما يمكنه من فهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله ﷺ في خطابيهما ، فإن اللغة العربية هي الذريعة لمدارك الشريعة .

خامسا: العلم بكتاب الله ﷻ على الوجه الذي تتضح به معرفة ما تضمنه من الأحكام : من محكم ، ومتشابه ، وعموم ، وخصوص ، ومجمل ، ومفسر ، وناسخ ، ومنسوخ .

سادسا: العلم بسنة رسول الله ﷺ الثابتة من أقواله ، وأفعاله ، وطرق ورودها من التواتر والآحاد والصحة والفساد ، وحال الرواة ، من تعديل وتجريح .

سابعا: معرفة مذاهب الفقهاء المتقدمين فيما أجمعوا عليه ، واختلفوا فيه ، ليتبع الأحكام ، ولا يفتي بخلاف ما أجمعوا عليه ، ويجتهد رأيه فيما اختلفوا فيه .

ثامنا: معرفة القياس وطرق العلة والاجتهاد ؛ ليرد الفروع إلى أصولها ، ويجد الطريق إلى العلم بأحكام النوازل .

تاسعا: أن يكون متأدبا بالآداب التي رسمها الفقهاء لمن يمارسُ الإفتاء ، ومنها : أن لا يفتي وهو في غضب او خوف او جوع أو شغل قلب أو مدافعة للأخبثين ؛ لئلا يخرج عن حالة الاعتدال وكمال التثبت وان يتحرى الحكم بما يرضي ربه ، ويجعلَ نصب عينيه قوله تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ [سورة المائدة : 49] . وان لا يفتي بالحيل المحرمة أو المكروهة ، وأن لا يبتغي بفتواه مصالح دنيوية من جر مغنم أو دفع مغرم ، وأن لا يحابي في فتواه فيفتي بالرخص من أراد نفعه. وأن يكون متهيبا للإفتاء ، لا يتجرأ عليه إلا حيث يكون الحكم جليا واضحا . اما فيما عدا ذلك فعليه أن يتثبت ويتريث حتى يتضح له وجه الجواب ، فإن لم يتضح له الجواب وأفتى يكون قد أفتى بغير علم ، والإفتاء بغير علم كذب على الله ورسوله وكبيرة من الكبائر ، لقوله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . [سورة الأعراف : 33] . ومن أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل: لا ادري .

ويمكن أن يضاف إلى ما تقدم من الصفات ما يلي :

- أن يكون دارسا للفقه دراسة واسعة ، متسماً بالاعتدال والوسطية ، متمرسا في فهم مسائل الفقه المذكورة في الكتب ، ويكون ذا باع في دراسة قضايا الفقه الجزئية .
- وأن يكون محيطاً بأكثر ما صدر من فتاوى وأحكام في موضوع فتواه ، معتمداً على ما كتبه المحققون من الفقهاء والمفتين . وعليه أن يأخذ بما يترجح لديه من أحكام بالشروط المعتبرة في الاجتهاد الفقهي، بحسب الدليل دون الأخذ بالأقوال الضعيفة غير المعتبرة أو الشاذة .
- وأن يراعي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية والفروق بين المسائل الجزئية ، كما يراعي المآلات.
- أن يكون عارفاً بالكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية ومصطلحاتها ، فهي مفاتيح لفهم النصوص الفقهية .

والحرص على الالتزام بهذا وتطبيقه في السير على المنهج الإلهي وحماية المؤمنين من الحرج والخطأ فيما يصدر عن غير المفتين المتثبتين هو القصد الأساسي من كل هذه الشروط .

نسأل الله التوفيق في الأمر والهداية إلى الرشد . وصلى الله علي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

١٩١

Scanned by CamScanner

তৃতীয় প্রশ্ন :

من يجوز أن يعتبر مفتيا في الإسلام؟ وما هي المؤهلات الأساسية لمن يتصدى للفتوى وهداية الناس الى أحكام الشريعة الإسلامية وتعريفهم بها؟

অর্থাৎ ইসলামে কে মুফতী হতে পারবেন? এবং মুফতী হওয়ার জন্য মৌলিক কী কী বিষয়ে যোগ্যতা থাকা আবশ্যকীয় মানুষকে? শরীয়তের বিধিবিধানের ব্যাপারে নির্দেশনা ও ফতওয়া প্রদানে সক্ষম ব্যক্তি কে?

উত্তর :

المفتى المتمكن من إدراك الوقائع، ومعرفة أحكامها الشرعية بالدليل، من غير معاناة، مع حفظه لأكثر الفقه.

মুফতী ওই ব্যক্তি, যে বাস্তব ঘটনা উপলব্ধি করতে এবং দলিলসহ তাঁর শরয়ী বিধান বর্ণনা করতে সক্ষম। এমনকি শরীয়তের অসংখ্য বিধানাবলিও তাঁর তটস্থ।

وله مكانة عالية مهمة، فهو وارث علم النبي صلى الله عليه وسلم، وموقّع عن رب العالمين(عزوجل)، يبين أحكامه ويطبقها على أفعال الناس؛ لأنه يعتبر من أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع إليهم حيث قال جل شأنه: (فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)

ولما كانت للمفتي هذه المكانة وتلك المنزلة اشترط العلماء فيمن يتعرض للإفتاء أن تتوافر فيه شروط المجتهد، وأن يتصف بصفات ويتخلق بآداب منها مايلي:

"ইসলামে মুফতীর গুরুত্ব অপরিসীম। সে হলো রাসূল (সা.)-এর ইলমের উত্তরসূরি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত প্রতিনিধি। সে আল্লাহর বিধিবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং সেটিকে মানুষের অবস্থা ও কাজের জন্য আমলযোগ্য করে তোলে। কারণ মুফতীকে "আহলুয যিকির"-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের নিকট জিজ্ঞাসার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

"যদি তোমাদের জানা না থাকে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস করো।" (সূরা নাহল : ৪৩)

"মুফতীর সুউচ্চ মর্যাদা ও গুরুত্বের কারণে উলামায়ে কেরাম মুফতীর মাঝে মুজতাহিদের শর্তসমূহের উপস্থিতিকে অপরিহার্য করেছেন এবং তাঁর মাঝে নিম্নে বর্ণিত গুণাবলি থাকা আবশ্যক :

Scanned by CamScanner

এক.

أولاً: أن يكون مسلماً، مكلفاً، عدلاً، ثقة، مأموناً، ورعاً، تقياً، غير مبتدع في الدين، متنزهاً عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة: لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد، وخبر الفاسق لا يقبل.

"মুসলমান, মুকাল্লাফ (বালেগ ও বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া), (আদেল) ন্যায়পরায়ণ, (সিক্বা) বিশ্বস্ত, আমানতদার, পরহেজগার ও মুত্তাকী হওয়া এবং দ্বীনি বিষয়ে বিদ'আতী না হওয়া, পাপাচার ও অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকা, অর্থাৎ ফাসেক ও অসভ্য না হওয়া। কেননা কারও মাঝে যদি উল্লিখিত শর্তগুলো না থাকে, তবে কোনোভাবেই তার কথা নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ ইসলামে ফাসেকের কোনো বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।"

দুই.

ثانياً: أن لا يكون متساهلا في فتواه، لأن من عرف بالتساهل فيها لم يجز أن يُستفتى، ولأن من واجب المفتي أن لا يدلي برأيه إلا بعد استيفاء الموضوع حقه من النظر والدرس. ورد في سنن الدارمي مرفوعا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار.

"ফতওয়ার ব্যাপারে বেপরোয়া এবং সহনশীল না হওয়া। কেননা যে ফতওয়ার ব্যাপারে বেপরোয়া, তার জন্য ফতওয়া দেওয়া জায়েয নয়। কেননা মুফতীর জন্য আবশ্যক হলো যে সে বিষয়টি সম্পর্কে পূর্ণ অধ্যয়ন ও সম্যক ধারণা লাভের পূর্বে কোনো ফতওয়া প্রদানে অগ্রসর হবে না। রাসূল (সা.)-এর হাদীসে রয়েছে :

"তোমাদের মাঝে যে ফতওয়া প্রদানে দুঃসাহস দেখাল, সে যেন জাহান্নামের ব্যাপারে দুঃসাহস দেখাল।"

তিন.

ثالثاً: أن يكون فقيه النفس، سليم الذهن، رصين الفكر، صريح القول، واضح العبارة، صحيح التصرف والاستنباط، فطنا مدركا لوقائع الأمور في شتى نواحي الحياة.

"প্রত্যুৎপন্ন ফকীহ হওয়া। সাথে সাথে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন সঠিক চিন্তাধারার অধিকারী এবং দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্টভাষী হওয়া। মাসআলা আহরণ এবং গবেষণার ক্ষেত্রে যথার্থ পদ্ধতি অনুসরণ করা। জীবনের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন ঘটনা গভীর ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি করা।"

Scanned by CamScanner

চার.

رابعاً: أن يكون عارفا باللغة العربية، وموارد الكلام ومصادرها بما يمكنه من فهم مراد الله عزوجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابيهما، فإن اللغة العربية هي الذريعة لمدارك الشريعة.

আরবী ভাষা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হওয়া এবং আরবী ভাষার প্রয়োগক্ষেত্র ও তার উৎস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া; যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর বক্তব্য ও বাচনশৈলী সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কেননা শরীয়তকে সঠিকভাবে আয়ত্ত করার মাধ্যম হলো আরবী ভাষা।

পাঁচ.

خامساً: العلم بكتاب الله على الوجه الذي تتضح به معرفة ما تضمنه من الأحكام؛ من محكم، ومتشابه، وعموم، وخصوص ومجمل، ومفسر، وناسخ، ومنسوخ.

"পবিত্র কোরআনের ওপর এই পরিমাণ ব্যুৎপত্তি অর্জন করা, যার মাধ্যমে কোরআনে বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ সম্পর্কে অবগত হতে পারে। অর্থাৎ কোরআনের মুহকাম, মোতাশাবেহ, আম, খাস, মুজমাল, মুফাস্সার এবং নাসেখ-মানসুখ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা।

ছয়.

سادساً: العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله، وأفعاله، وطرق ورودها من التواتر والآحاد والصحة والفساد، وحال الرواة، من تعديل وتجريح.

"রাসূল (সা.)-এর প্রমাণিত সুন্নাহের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। রাসূল (সা.) থেকে বর্ণিত বিষয়সমূহ, তাঁর বক্তব্য ও কাজ এবং এগুলো বর্ণনার পরম্পরা সম্পর্কে অবগত হওয়া। অর্থাৎ কোন হাদীসটি মুতাওয়াতির, কোনটি খবরে ওয়াহেদ, কোনটি সহীহ কোনটি যয়ীফ–সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা। সাথে সাথে বর্ণনাকারীদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা।"

সাত.

سابعا: معرفة مذاهب الفقهاء المتقدمين فيما أجمعوا عليه، واختلفوا فيه، ليتبع الأحكام ، ولا يفتي بخلاف ما أجمعوا عليه، ويجتهد رأيه فيما اختلفوا فيه.

Scanned by CamScanner

"পূর্ববর্তী ফকীহগণের মাযহাব সম্পর্কে অবগত হওয়া। অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে তাঁদের মাঝে ইজমা হয়েছে এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁরা মতবিরোধ করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে অবগত থাকা; যেন এর আলোকে সে ফতওয়া দিতে পারে এবং ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়ের বিপরীত সে কোনো ফতওয়া না দেয় এবং মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সে ইজতেহাদ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।"

আট.

ثامنا : معرفة القياس وطرق العلة والاجتهاد؛ ليرد الفروع الى اصولها، ويجد الطريق الى العلم بأحكام النوازل.

"কিয়াস, ইল্লত ও ইজতেহাদের পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে অবগত হওয়া। যেন শাখাগত মাসআলা-মাসায়েল ও উদ্ভূত সমস্যার ক্ষেত্রে মৌলিক উৎসের আলোকে এর সমাধান দিতে পারে।"

নয়.

تاسعا : أن يكون متأدبا بالآداب التي رسمها الفقهاء لمن يمارس الإفتاء، ومنها : أن لا يفتي وهو في غضب أو خوف أو جوع أو شغل قلب أو مدافعة للأخبثين لئلا يخرج عن حالة الاعتدال وكمال التثبت، وأن يتحرى الحكم بما يرضي ربه، ويجعل نصب عينيه قوله تعالى: (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتّبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

"মুফতীর জন্য যে সমস্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও আদব অর্জন আবশ্যক, সেগুলো অর্জন করা। অর্থাৎ ক্রোধ, ভয়, ক্ষুধা, মানসিক চিন্তা, প্রাকৃতিক চাহিদা থাকা অবস্থায় সে কোনো ফতওয়া প্রদান করবে না; যেন সে পূর্ণ স্থিরতা ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা থেকে বিচ্যুত না হয়। এবং বিধিবিধান আহরণে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ রাখা এবং তার দৃষ্টি থাকবে পবিত্র কোরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াতের দিকে—

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ

"আর আমি আদেশ করছি যে আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাজিল করেছেন, তদানুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তাদের ব্যাপারে সাবধান থেকো যাতে তারা তোমাকে ফেতনায় ফেলে এমন কোনো বিধান থেকে বিচ্যুত না করে যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাজিল করেছেন।" (সূরা মায়েদা, আয়াত : ৪৯)

Scanned by CamScanner

وأن لا يفتي بالحيل المحرمة أو المكروهة، وأن لا يبتغي بفتواه مصالح دنيوية من جر مغنم أو دفع مغرم، وأن لا يحابي في فتواه فيفتي بالرخص من أراد نفعه-

وأن يكون متهيبا للإفتاء، لا يتجرأ عليه إلا حيث يكون الحكم جليا واضحا، أما فيما عدا ذلك فعليه أن يتثبت ويتريث حتى يتضح له وجه الجواب، فإن لم يتضح له الجواب وأفتى يكون قد أفتى بغير علم، والإفتاء بغير علم كذب على الله ورسوله وكبيرة من الكبائر، لقوله تعالى: (قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون). ومن أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا سئل أحدهم عما لا يعلم أن يقول للسائل: لا أدري.

"হারাম বা মাকরূহ হীলার পথ দেখিয়ে কোনো ফতওয়া প্রদান না করা এবং মুফতী ফতওয়ার ক্ষেত্রে পার্থিব কোনো কল্যাণ-অকল্যাণের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না এবং কোনো ধরনের পক্ষপাতিত্ব করবে না অর্থাৎ কারও উপকারের লক্ষ্যে শিথিল বিষয়ের ওপর ফতওয়া প্রদান করবে না। ফতওয়ার ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া এবং কোনো হুকুম সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন না হওয়া পর্যন্ত কোনো ফতওয়া প্রদান করবে না। নতুবা তার জন্য এ বিষয়ে পূর্ণ অনুসন্ধান ও স্থিরতা আবশ্যক, যতক্ষণ না বিষয়টি তার নিকট পূর্ণ বিকশিত না হয়। বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়ার পূর্বেই যদি সে ফতওয়া প্রদান করে, তবে সে না জেনে না বুঝে ফতওয়া প্রদানকারীর শামিল হবে। আর না জেনে ফতওয়া প্রদান হলো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ওপর মিথ্যারোপ করা এবং এটি বড় বড় কবীরা গোনাহের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেছেন–

'বলে দাও! আমার প্রতিপালক তো অশ্লীল কাজসমূহ হারাম করেছেন? সে অশ্লীলতা প্রকাশ্য হোক, বা গোপন। তা ছাড়া সর্বপ্রকার গোনাহ, অন্যায়ভাবে কারও প্রতি সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহ যে সম্পর্কে কোনও প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, এমন জিনিসকে আল্লাহর শরীক স্থির করাকেও। তা ছাড়া এ বিষয়কেও যে তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কথা বলবে, যে সম্পর্কে তোমাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই।' (সূরা আ'রাফ, আয়াত : ৩৩)

এ জন্য পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম থেকে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে যে যখন তাদের অজানা কোনো বিষয়ে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তখন তারা বলে দিয়েছেন, 'আমি জানি না'।"

Scanned by CamScanner

উপর্যুক্ত শর্তগুলোর সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোও যোগ করা যায় :

أن يكون دارسا للفقه دراسة واسعة، متسماً بالاعتدال والوسطية، متمرسا في فهم مسائل الفقه المذكورة في الكتب، ويكون ذا باع في دراسة قضايا الفقه الجزئية.

১. ফিকহ শাস্ত্রে ব্যাপক ও দীর্ঘ অধ্যয়ন করা এবং মধ্যম পন্থা ও ভারসাম্যের ওপর অটল থাকা। ফিকহের কিতাবসমূহে লিখিত মাসআলা-মাসায়েল অনুশীলন করা এবং শাখাগত মাসআলা-মাসায়েলের সমাধান প্রদানে সিদ্ধহস্ত হওয়া।

وأن يكون محيطاً بأكثر ما صدرَ من فتاوى وأحكام في موضوع فتواه، معتمداً على ما كتبه المحققون من الفقهاء والمفتين. وعليه أن يأخذ بما يترجح لديه من أحكام بالشروط المعتبرة في الاجتهاد الفقهي، بحسب الدليل دون الأخذ بالأقوال الضعيفة غير المعتبرة أو الشاذة.

২. ফতওয়া প্রদান করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশিত ফতওয়াসমূহ সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা এবং এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মুফতী এবং বিশ্লেষক আলেমগণের লিখিত ফতওয়ার কিতাবসমূহের ওপর নির্ভর করা। ফিকহ শাস্ত্রে ইজতেহাদের শর্ত অনুযায়ী দলিলের আলোকে কোনো মাসআলাকে প্রাধান্য দিয়ে সেটা গ্রহণ করা বৈধ হবে; কিন্তু তার পক্ষে কোনো দুর্বল কিংবা কোনো বিরল বক্তব্য গ্রহণ করা বৈধ নয়।

وأن يراعي المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية والفروق بين المسائل الجزئية، كما يراعي المآلات.أن يكون عارفاً بالكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية ومصطلحاتها، فهي مفاتيح لفهم النصوص الفقهية.

৩. ‘মাকাসেদে শরইয়্যাহ’ তথা শরীয়তের চাহিদা ও উদ্দেশ্য, ফিকহের মূলনীতিসমূহ এবং বিভিন্ন মাসআলার মাঝে মৌলিক তারতম্যের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া। ফিকহ শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্য কিতাবসমূহ এবং ফিকহের পরিভাষা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা। কেননা এগুলো হলো, ফিকহ শাস্ত্র অধ্যয়নের মূল চাবিকাঠি।

أن يكون عارفا بالكتب المعتمدة فى المذاهب الفقهية ومصطلحاتها، فهى مفاتيح لفهم النصوص الفقهية.

Scanned by CamScanner

৪. প্রত্যেক মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব এবং তাদের পরিভাষা সম্পর্কে সম্যক অবগত হওয়া। কারণ পরিভাষা জানা ইলমে ফিকহে পারদর্শী হওয়ার পূর্বশর্ত।

والحرص على الالتزام بهذا وتطبيقه في السير على المنهج الإلهي وحماية المؤمنين من الحرج والخطأ فيما يصدر عن غير المفتيين المتثبتين هو القصد الأساسي من كل هذه الشروط.

উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী সেগুলো বাস্তবায়ন করা এবং মুসলমানদেরকে বিভিন্ন সমস্যা ও অযোগ্য অপরিণামদর্শী কথিত মুফতী ও বিশ্লেষকদের ভ্রান্ত মতবাদ থেকে রক্ষা করা। উপরোল্লিখিত শর্তগুলোর এটাই মূল উদ্দেশ্য।

শুধুমাত্র নিজেই গবেষণা করে ফতওয়া দেওয়া

বর্তমান যুগে অনেক আধুনিক পণ্ডিত বের হয়েছে, যারা নিজেরা নিজেদের মতো স্টাডি করে নিজেদের গবেষণা অনুযায়ী ফতওয়া দেওয়া আরম্ভ করেছে। শরীয়ত এ ধরনের গবেষকের ফতওয়া দেওয়া হারাম করেছে, তাদের ফতওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। যারা তাদের থেকে ফতওয়া জিজ্ঞেস করবে, তারাও গোনাহগার হবে। এ গ্রুপের মধ্যে মওদুদীসহ বর্তমান যুগের জাকির নায়েকরাও অন্তর্ভুক্ত। তারা কোনো অভিজ্ঞ ও মুত্তাকী মুফতী থেকে জ্ঞানার্জন করেনি। বরং নিজের গবেষণা অনুযায়ী অধ্যয়নের পরই ইসলাম ও শরীয়ত নিয়ে বড় বড় লেকচার ও ফতওয়াবাজি আরম্ভ করেছে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ হয়েছে, মানুষদেরকেও গোমরাহীর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

এ সম্বন্ধে যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ আল্লামা শামী (রহ.) বলেন,

والتخرج فى ذلك على أستاذ ماهر ولذا قال فى آخر منية المفتى: لو أن الرجل حفظ جميع كتب اصحابنا لا بد أن يتلمذ للفتوى حتى يهتدى إليه-

"বিজ্ঞ শিক্ষকের দীর্ঘ সোহবত অর্জনের মাধ্যমে যোগ্যতা অর্জন করা পূর্বশর্ত। এ জন্যই 'মুনইয়াতুল মুফতী' নামক কিতাবের শেষে বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি আমাদের আলেমগণের সকল কিতাব নিজেই আত্মস্থ করে নেয়, তবুও ফতওয়ার জন্য সে কারো শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে, তারপর ফতওয়া দিতে পারবে।" (শরহু উকূদি রসমিল মুফতী, পৃ: ৪০)

হাদীস শরীফে এ ধরনের মুফতীর ব্যাপারে ভীষণ ধমকি এসেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন,

Scanned by CamScanner

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا»

"আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে জোরপূর্বক ইলম উঠিয়ে নেবেন না, বরং প্রকৃত আলেমদেরকে দুনিয়া থেকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ইলমও উঠে যেতে থাকবে। একটি সময় এমন আসবে, যখন প্রকৃত কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নিজেদের সরদার হিসেবে গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করবে। তখন সেসব অযোগ্য ব্যক্তিরা জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও সেসব প্রশ্নের উত্তর দেবে। এভাবে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।" (বুখারী : হা. ১০০, মুসলিম : হা. ২৬৭৩)

কিতাব সংগ্রহ করলেই আলেম হওয়া যায় না

এ প্রসঙ্গে খতীবে বাগদাদী (রহ.) 'আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ' কিতাবে লিখেছেন,

قيل لبعض الحكماء: إن فلانا جمع كتبا كثيرة، فقال: هل فهمه على قدر كتبه؟ قيل: لا، قال: فما صنع شيئا، ما تصنع البهيمة بالعلم

"কোনো এক বিজ্ঞজনকে বলা হলো, অমুক ব্যক্তি অনেক কিতাব সংগ্রহ করেছে। তিনি তাঁকে বললেন, তার বুঝ কি তার সংগৃহীত কিতাবের সমান? ওই লোক উত্তর দিলেন, না। তখন তিনি বললেন, প্রকৃতপক্ষে সে কিছুই করেনি। চতুষ্পদ জন্তু ইলম দিয়ে কী করবে!" (২/২৩৪)

অর্থাৎ বুঝ অর্জন না করে কিতাব সংগ্রহ করা; আর একটি জন্তুর নিকট অনেক কিতাব থাকা সমান।

সুতরাং কিতাব সংগ্রহের নাম ইলম নয়। কারও নিকট অধিক হাদীস থাকার কারণে সে যদি বড় আলেম হয়ে যেত, তবে যার নিকট এক ডিস্কের মধ্যে সমস্ত হাদীসের কিতাব রয়েছে, সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আলেম হয়ে যেত। ৪০ টাকার একটা ডিস্ক সংগ্রহ করা, আর ইলমের পেছনে ৪০ বছর সাধনা করা এক জিনিস নয়। সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে এ কথা বলা যথেষ্ঠ নয় যে আমার নিকট এক মিলিয়ন হাদীসের একটি ডিস্ক আছে। সুতরাং কাউকে অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা নেই। বিষয়টি যদি এমনই হতো, তবে পৃথিবীর যে কেউ ডিস্ক সংগ্রহ করবে, সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ আলেম হয়ে যাবে।

খতীবে বাগদাদী (রহ.) ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহ.)-এর উক্তি বর্ণনা করেছেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো,

Scanned by CamScanner

কেউ যদি এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে, তবে কি সে ফতওয়া দিতে পারবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, দুই লক্ষ হাদীস মুখস্থ করলে কি ফতওয়া দিতে পারবে? তিনি বললেন, না। পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, যদি তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, না। চার লক্ষ তিনি বললেন, না। যদি পাঁচ লক্ষ হাদীস মুখস্থ করে? তিনি উত্তর দিলেন, আশা করা যায়।

খতীবে বাগদাদী (রহ.) এ উক্তি বর্ণনা করে বলেছেন, পাঁচ লক্ষ হাদীস শুধু মুখস্থ করাটাই উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রতিটি হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করা এবং সে সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করা আবশ্যক। তিনি লিখেছেন,

وليس يكفيه إذا نصب نفسه للفتيا أن يجمع في الكتب ما ذكره يحي دون معرفته به ونظره فيه وإتقانه له، فإن العلم هو الفهم والدراية وليس بالإكثار والتوسع في الرواية

'কারও পক্ষে নিজেকে ফতওয়ার আসনে সমাসীন করার জন্য ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (রহ.) যে পরিমাণ হাদীসের কথা বলেছেন, সেগুলো সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং তীক্ষ্ণ জ্ঞান অর্জন ব্যতীত তা সংগ্রহ করাটাই যথেষ্ঠ নয়। কেননা ইলম হলো, প্রকৃত বুঝ ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের নাম। অধিকসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করার নাম ইলম নয়।' (আল-জামে' ২/১৭৪)

সুতরাং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির দোহাই দিয়ে শুধু হাদীস সংগ্রহ করাটা ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। আর কেউ যদি অনেক হাদীস সংগ্রহ করেও, তবুও কি সে সরাসরি কোরআন ও হাদীসের ওপর আমল করতে সক্ষম হবে? ইজতেহাদের অন্য যে সমস্ত শর্ত রয়েছে, সেগুলো অর্জন করা আবশ্যক নয় কি?

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) বলেছেন,

«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، اتخذ الناس رءوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا»

'আল্লাহ তা'আলা ইলমকে তাঁর বান্দাদের থেকে উঠিয়ে নেবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে উঠানোর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি একসময় কোনো আলেমই অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষ তখন অন্ধ-মূর্খ লোকদের নিকট প্রশ্ন করবে, তারা ইলম ব্যতীত ফতওয়া দেবে। ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬৮৭৭, সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৭৩)

Scanned by CamScanner

এ হাদীসে রাসূল (সা.) সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন যে ইলমের অস্তিত্ব নির্ভর করে উলামাদের অস্তিত্বের ওপর। আলেম এবং ইলম পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং ইলমকে টেকনোলজির অনুগামী মনে করা কতটা যুক্তিসঙ্গত?

ইমাম আবু হাইয়্যান উন্দুলুসী (রহ.) বলেছেন,

يظن الغمر أن الكتب تهدي ... أخا فهم لإدراك العلوم

وما يدري الجهول بأن فيها ... غوامض حيرت عقل الفهيم

إذا رمت العلوم بغير شيخ ... ضللت عن الصراط المستقيم

"মূর্খ ও অনভিজ্ঞ লোকরা মনে করে থাকে যে কিতাব তাকে ইলম অর্জনে পথপ্রদর্শন করবে। কিন্তু মূর্খ লোকেরা জানে না যে তাতে এমন দুর্বোধ্য বিষয় থাকে যে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যদি তুমি উস্তাদ ব্যতীত ইলম অর্জন করো, তুমি সরল-সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে।" (আল আদাবুশ শরইয়্যাহ ২/১২৫)

আল্লামা শাওকানী (রহ.) লিখেছেন,

إن إنصاف الرجل لا يتم حتى يأخذ كل فن عن أهله كائنا ما كان

"কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় অভিজ্ঞ লোকদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে।"

আল্লামা শাওকানী (রহ.) আরও বলেছেন,

وأما أخذ العلم عن غير أهله ورجح ما يجده من الكلام لأهل العلم في فنون ليسوا من أهلها وأعرض من كلام أهلها فإنه يخبط ويخلط

"আলেম যদি অযোগ্য লোকের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করে এবং জ্ঞানের সংশ্লিষ্ট শাখায় পারদর্শী নয়, এমন লোকের বক্তব্যকে সে প্রাধান্য দেয়, তবে সে অনুমাননির্ভর এবং অবিমৃষ্যকারী।" (আদাবুত তলাব ওয়া মুনতাহাল আরাব, পৃষ্ঠা-৭৬)

আল্লামা সাখাবী (রহ.) লিখিত 'আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার' নামক কিতাবে রয়েছে,

من دخل فى العلم وحده خرج وحده

"যে ব্যক্তি একাকী ইলমের পথে প্রবেশ করল, সে একাকী সেখান থেকে বের হয়ে গেল।" (আল জাওয়াহির ওয়াদ দুরার, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-৫৮)

সালাফে সালেহীনের বিখ্যাত উক্তি হলো :

من أعظم البلية تشيخ الصحيفة

Scanned by CamScanner

"কিতাবকে নিজের উস্তাদ বানানো বড় বড় মুসীবতের অন্যতম।" (আল্লামা ইবনে জামাআ (রহ.) তাযকিরাতুস সামে, পৃষ্ঠা-৮৭)

আবু যুরআ (রহ.) বলেন,

لا يفتي الناس صحفي، ولا يقرئهم مصحفي

"বই পড়ে কেউ ফতওয়া দেবে না এবং কোরআন পড়ে কেউ ক্বারী হবে না।" (আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, পৃষ্ঠা-১৯৪)

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন,

من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام

"যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে ফকীহ হলো, সে শরীয়তের হুকুমকে জলাঞ্জলি দিল।" (তাযকিরাতুস সামে' ওয়াল মুতাকাল্লিম, পৃষ্ঠা-৮৩)

অন্য মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দেওয়ার বিধান

নির্দিষ্ট একটি মাযহাব অনুসরণ করা আবশ্যক হয়েছে একটি মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। তা হলো, সর্বসাধারণ মুসলমানকে বিভিন্ন মাযহাবের সুবিধাজনক বিধানাবলির সমন্বয়ে শরীয়তের বিধানকে নফসের চাহিদার অধীন বানিয়ে নেওয়া থেকে বাঁচানো। যাতে নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের আওতায় সুশৃঙ্খলভাবে শরীয়ত মোতাবেক চলতে পারে। নতুবা স্বর্ণযুগ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত চারটি মাযহাবই হক ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্য থেকে কোনো মাযহাবকেই ভ্রান্ত ও ভুল বলা যাবে না।

এ জন্যই প্রয়োজনে কখনো কখনো এক মাযহাবের মুফতীর জন্য অন্য মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দেওয়া জায়েয আছে। তবে সাধারণভাবে ও সর্বাবস্থায় এর স্বাধীন অনুমতি নেই। এর জন্য রয়েছে বিশেষ অবস্থা, সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি ও শর্তাবলি। (রদ্দুল মুহতার ৪/১৮০)

এর নিয়ম হলো, অতি প্রয়োজনে বিশেষ কোনো মাসআলায় বাস্তব প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে কিংবা ব্যাপক ক্ষতি থেকে সর্বসাধারণকে বাঁচানোর জন্য কখনো কখনো অন্য মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দেওয়া ও আমল করা জায়েয হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার নফসের চাহিদা ও সুযোগ-সন্ধানের নিয়্যাত ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভয় অন্তরে রেখে উক্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এর জন্য রয়েছে বিশেষ কয়েকটি শর্ত :

Scanned by CamScanner

১. বাস্তবেই অতি প্রয়োজন কিংবা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কেবল সম্ভাবনা বা সন্দেহনির্ভর হলে চলবে না।
২. চার মাযহাবের বাইরে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না, বরং তা মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো একটি অনুযায়ী হতে হবে।
৩. যে মাযহাব অনুযায়ী ফতওয়া দেবে ওই মাসআলায় সে মাযহাবের সকল শর্তাদির প্রতি লক্ষ রেখে ফতওয়া দিতে হবে। নচেৎ 'তালফীক' তথা এক মাসআলায় একাধিক মাযহাব মিলিয়ে আমল হয়ে যাবে, যা সর্বসম্মতিক্রমে নিষেধ।
৪. মাসআলাটি ওই মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত কি না এর পূর্ণ যাচাই করতে হবে। সর্বোত্তম পন্থা হলো, ওই মাযহাবের মুহাক্কিক ফকীহ ও মুফতীর সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করে নেবে।
৫. স্বীয় মাযহাবের অন্য অভিজ্ঞ মুফতীগণের সাথেও বাস্তব প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির ব্যাপারে আলোচনা করবে। (উসূলুল ইফতা, মুফতী তাকী উসমানী, পৃ: ১৫০), ইদারাতুল মাবাহিসিল ফিকহিয়্যা, জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ-এর সিদ্ধান্ত ২৪/২৫ অক্টোবর ১৯৯৪ ইং, কিতাবুন নাওয়াযেল, সালমান মানসূরপুরী ১/১৪৪)

প্রসিদ্ধ কিছু ফিকহ ও ফতওয়ার কিতাবসমূহের নাম

১. আলমাবসূত, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) (১৮৯ হি.)
২. আয্যিয়াদাত, ,, ,,
৩. আল-জামিউস সগীর, ,, ,,
৪. আল-জামিউল কাবীর, ,, ,,
৫. আসসিয়ারুস সগীর, ,, ,,
৬. আসসিয়ারুল কাবীর, ,, ,,
৭. মুখতাসারুত্ ত্বাহাবি, ইমাম ত্বাহাবি (৩২১ হি.)
৮. শরহু মুখতাসারিত্ ত্বাহাবি, ইমাম আবু বকর জাস্সাস (৩৭০ হি.)
৯. আন নাওয়াযেল, ইমাম আবুল লাইস সমরক্বন্দী (৩৭৫ হি.)
১০. উয়ূনুল মাসায়েল, ,, ,,
১১. আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া, ইমাম আবুল হাসান সুগদী (৪৬১ হি.)
১২. আলমাবসূত, শামসুল আইম্মাহ সারাখসী (রহ.) (৪৮৩ হি.)
১৩. তুহফাতুল ফুক্বাহা ইমাম আলা উদ্দীন সমরক্বন্দী (৪৫০ হি.)
১৪. বাদায়েউস সানায়ে, ইমাম আলা উদ্দীন কাসানী (৫৮৭ হি.)
১৫. খুলাসাতুল ফতওয়া, ত্বাহের আল বুখারী (৫৪২ হি.)
১৬. আল-ফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়া, আব্দুর রশীদ ওয়ালওয়ালিজী (৫৪০ হি.)

Scanned by CamScanner

১৭. আল-ফাতাওয়াস সিরাজিয়া, সিরাজুদ্দীন উশি (৫৬৯ হি.)
১৮. হেদায়া, ইমাম বুরহানুদ্দীন মুরগীনানি (৫৯৩ হি.)
১৯. ফাতাওয়া ক্বাযীখান, ইমাম ক্বাযীখান (৫৯২ হি.)
২০. শরহুল জামিউস সগীর, ,, ,,
২১. আল-মুহীত্বুল বুরহানী, মাহমুদ ইবনে মাযাহ আল বুখারী (৬১৬ হি.)
২২. আল-ফাতাওয়াত তাতারখানিয়া, আল্লামা আলেম ইবনুল আলা (৭৮৬ হি.)
২৩. আল-ফাতাওয়াল বায্‌যাযিয়া, শামসুল আইম্মাহ কুরদরী (৮২৭ হি.)
২৪. ফাতহুল ক্বদীর, ইমাম ইবনুল হুমাম (৮৬১ হি.)
২৫. আল-বেনায়াহ, আল্লামা আইনি (৮৫৫ হি.)
২৬. আল-ইনায়াহ, আকমালুদ্দীন বাবারতী (৭৮৬ হি.)
২৭. শরহে বেক্বায়া, ওবাইদুল্লাহ মাহবূবী (৭৫০ হি.)
২৮. নেক্বায়া, ,, ,,
২৯. শরহুন নেক্বায়া, মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হি.)
৩০. আস্‌সি'আয়া, আব্দুল হাই লখনভী (১৩০৪ হি.)
৩১. কানযুদ দাক্বায়েক্ব, আবুল বারাকাত নসফী (৭১০ হি.)
৩২. তাবঈনুল হাক্বায়েক্ব, আল্লামা ফখরুদ্দীন যাইলাঈ (৭৪৩ হি.)
৩৩. আল-বাহরুর রায়েক্ব, আল্লামা ইবনে নুজাইম (৯৭০ হি.)
৩৪. আন্‌নাহরুল ফায়েক্ব, সিরাজুদ্দীন ইবনে নুজাইম (১০০৫ হি.)
৩৫. মুলতাক্বাল আবহুর, আল্লামা ইবরাহীম হলবী (৯৫৬ হি.)
৩৬. মাজমাউল আনহুর, আব্দুর রহমান দামাদ আফিন্দি (১০৭৮ হি.)
৩৭. মুনয়াতুল মুসল্লী, সাদীদুদ্দীন কাশগরী (৭০৫ হি.)
৩৮. শরহুল মুনয়া (কাবীরী), ইবরাহীম হলবী (৯৫৬ হি.)
৩৯. শরহুল মুনয়া (ছগীরী), ,, ,,
৪০. আল-ফাতাওয়াল খাইরিয়া, খাইরুদ্দীন রমলী (১০৮১ হি.)
৪১. আদ্দুররুল মুখতার, আলা উদ্দীন হাসকাফী (১০৮৮ হি.)
৪২. হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবি আলাদ্দুর, আল্লামা ত্বাহত্বাবী (১২৩১ হি.)
৪৩. রদ্দুল মুহতার, ইবনে আবেদীন শামী (১২৫২ হি.)
৪৪. রাসাইলু ইবনে আবেদীন, ,, ,,
৪৫. তানক্বীহুল ফাতাওয়াল হামেদিয়্যা, ,, ,,
৪৬. আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া, শায়েখ নেযামুদ্দীন বুরহানপুরী ও তাঁর সহযোগীবৃন্দ
৪৭. নূরুল ঈযাহ, আল্লামা শুরুনবুলালী (১০৬৯ হি.)
৪৮. মারাক্বিল ফালাহ, ,, ,,
৪৯. হাশিয়াতুত ত্বাহত্বাবি আলালমারাকি, আল্লামা ত্বাহত্বাবী (১২৩১ হি.)
৫০. মানাসিকু মোল্লা আলী ক্বারী (১০১৪ হি.)
৫১. মাজাল্লাতুল আহকাম, আলা উদ্দীন ইবনে আবেদীন (১৩০৬ হি.)

Scanned by CamScanner

৫২.শরহুল মাজাল্লাহ, খালেদ আল আতাসি
৫৩.দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, আলী হায়দার
৫৪.বুহূস ফী ক্বাযায়া ফিক্বহিয়্যা মু'আসারা, মুফতী তক্বী উসমানী দাঃবাঃ
৫৫.ফিক্বহুল বুয়ূ', ,, ,,
৫৬.আল-মাউসূআতুল ফিক্বহিয়্যা আলকুয়েতিয়্যা
৫৭.মাজমূআতুল ফাতাওয়া, আব্দুল হাই লখনভী
৫৮.ফাতাওয়া রশীদিয়া, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.)
৫৯.ফাতাওয়া খলীলিয়া, খলীল আহমদ (রহ.)
৬০.ইমদাদুল ফাতাওয়া, আশরাফ আলী থানবী (রহ.)
৬১.আশরাফুল জাওয়াব, ,, ,,
৬২.আলহীলাতুন নাজিযা, ,, ,,
৬৩.বাওয়াদিরুন্ নাওয়াদির, ,, ,,
৬৪.ইমদাদুল আহকাম, যফর আহমদ উসমানী (রহ.)
৬৫.আযীযুল ফাতাওয়া, আযীযুর রহমান উসমানী (রহ.)
৬৬.ইমদাদুল মুফতীন, মুফতী শফী' (রহ.)
৬৭.জাওয়াহিরুল ফিকহ, ,, ,,
৬৮.ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ, আযীযুর রহমান উসমানী (রহ.)
৬৯.কিফায়াতুল মুফতী, মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী
৭০.ফাতাওয়া শাইখিল ইসলাম, সায়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.)
৭১.ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী
৭২.আহসানুল ফাতাওয়া, রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী
৭৩.খাইরুল ফাতাওয়া, খাইর মোহাম্মদ জালন্ধরী
৭৪.ফাতাওয়া রহীমিয়া, আব্দুর রহীম লাজপুরী
৭৫.আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ইউসুফ লুধিয়ানভী
৭৬.ফাতাওয়া উসমানী, মুফতী তক্বী উসমানী দাঃবাঃ
৭৭.জাদীদ ফিক্বহী মাক্বালাত, ,, ,,
৭৮.ফাতাওয়া হক্কানিয়া, দারুল উলূম হক্কানিয়া
৭৯.নিযামুল ফাতাওয়া, মুফতী নিযামুদ্দীন
৮০.ফাতাওয়া মুফতী মাহমুদ, মুফতী মাহমুদ
৮১.ইমদাদুস সায়েলীন, মুফতী রফী' উসমানী দাঃ বাঃ

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত সংকলন ও সম্পাদনায় যেসব বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে

১. প্রতিটি ফতওয়াকে যথোপযুক্ত অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে।
২. প্রতিটি ফতওয়ার বিষয়বস্তুকে একটি সাবলীল শিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে।
৩. প্রতিটি ফতওয়ার অবস্থান চিহ্নিত করার জন্য উত্তরের শেষে বন্ধনীর মধ্যে ভলিয়ম নং, পৃষ্ঠা নং ও ক্রমিক নং উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন : (১৫/৩৭৩/৬০০৩) তবে যেসব ফতওয়ার ক্রমিক নং উল্লেখ নেই, সেগুলোর শুধুমাত্র ভলিয়ম নম্বর ও পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন (৬/৫৮৮)
৪. প্রশ্ন ও উত্তর চলিত সরল ভাষায় সাজানো হয়েছে।
৫. প্রশ্নপত্রে অপ্রাসঙ্গিক কোনো বক্তব্য থাকলে উত্তরের সাথে সঙ্গতি রেখে অতিরিক্তগুলো ফেলে দেয়া হয়েছে।
৬. প্রশ্ন অগোছালো হলে পুরো প্রশ্ন সুন্দর সাবলীল ভাষায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।
৭. প্রশ্নকারীর নাম ঠিকানা বিভিন্ন দিক বিবেচনায় উল্লেখ করা হয়নি।
৮. একই প্রশ্নপত্রে একাধিক বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রতিটি প্রশ্ন পৃথকভাবে যথোপযুক্ত অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।
৯. আরবি ও উর্দু ভাষায় লিখিত কিছু ফতওয়ার বাংলা অনুবাদ করে দেয়া হয়েছে।
১০. উত্তরের ভাষায় সংশোধনী অতীব জরুরী মনে হলে তা করা হয়েছে।
১১. প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে কোনো করণে অসামঞ্জস্যতা দেখা গেলে তা সংশোধন করা হয়েছে।
১২. উত্তর ও দলিলের মাঝে পুরোপুরি সঙ্গতি না থাকলে বা দলিল অসঙ্গত হলে সঙ্গতিপূর্ণ দলিল উল্লেখ করা হয়েছে।
১৩. যেসব ফতওয়ায় দলিল উল্লেখ নেই সেগুলোতে দলিল উল্লেখ করা হয়েছে।
১৪. উত্তরদাতা এবং সম্পাদনাকারীদের নাম উল্লেখ করা হয়নি।
১৫. দলিলে উল্লিখিত প্রত্যেকটি কিতাবের সাথে প্রকাশনার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
১৬. প্রত্যেকটি দলিলের ইবারত মূল কিতাবের সাথে মিলিয়ে ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

Scanned by CamScanner

১৭. কোনো কোনো দলিলে দেখা গেছে, ইবারত আছে কিতাবের নাম নেই অথবা কিতাবের নাম আছে কিন্তু ইবারত বা খন্ড ও পৃষ্ঠা উল্লেখ নেই। এসব ঘাটতিগুলোকে নির্ভুলভাবে পূরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৮. কিতাবের খন্ড ও পৃষ্ঠা ভুল লেখা হলে তা সংশোধন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯. একই ধরণের প্রশ্নের উত্তর সাংঘর্ষিক হলে কারণ নির্ণয় করে তা দূর করা হয়েছে।

২০. একাধিক প্রশ্নের বিষয়বস্তু ও উত্তর হুবহু মিলে গেলে যেকোনো একটি রেখে অন্যগুলো উল্লেখ করা হয়নি।

২১. দলিল হিসেবে কুরআনের আয়াত উল্লেখ হলে সূরার নাম ও আয়াত নাম্বার উল্লেখ করা হয়েছে।

২২. হাদীস উল্লেখ হলে হাদীস নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে।

মুফতী এনামুল হক কাসেমী
আহ্বায়ক : সংকলন ও সম্পাদনা পরিষদ
সিনিয়র মুফতী ও মুহাদ্দিস,
মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

Scanned by CamScanner

الإيمان والعقائد

ঈমান ও আকায়েদ

ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন : মুমিন ও মুসলিমের মধ্যে পার্থক্য কী? একজন সাধারণ মুসলমানের কর্তব্য কী?

উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আগমন করেছেন সেগুলোর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়। আর ঈমানের চাহিদানুযায়ী শরয়ী বিধান মতে নিজেকে পরিচালনা করাকে ইসলাম বলা হয়। ইসলাম ছাড়া যেমন ঈমান পরিপূর্ণ হয় না, তেমনি ঈমান ছাড়া ইসলাম গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাই ইসলাম শব্দ দ্বারা অনেক সময় ঈমান এবং ঈমান শব্দ দ্বারা ইসলাম বোঝানো হয়।

একজন সাধারণ মুমিনের কর্তব্য হলো, ঈমানের বহির্ভূত কোনো বিশ্বাসকে অন্তরে স্থান না দেওয়া এবং সব বিষয়ে শরীয়তকে তার যুক্তি ও জ্ঞানের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। আর একজন সাধারণ মুসলমানের কর্তব্য হলো ইসলাম পরিপন্থী কোনো কাজে লিপ্ত না হওয়া। লিপ্ত হলেও সাথে সাথে তাওবা করে নেওয়া এবং নিজেকে শরীয়তের অধীন বানিয়ে শরীয়তের প্রতিটি আদেশ-নিষেধ যথাযথ মেনে চলা। (৬/৫৮৮/১৩৩৩)

📖سورة النساء الآية ٦٥ : ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

📖تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ١ / ٥٣٢ : يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة انه لايؤمن احد حتى يحكم الرسول عليه السلام فى جميع الامور فما حكم به فهو الحق الذى يجب عليه الانقياد له باطنا وظاهرًا ... ... اى اذا حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فى انفسهم حرجًا مما حكمت به وينقادون له فى الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولامنازعة كما ورد فى الحديث والذى نفسى بيده لايؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به".

Scanned by CamScanner

📖 فيض الباری (ربانی بکڈپو) ١ / ٦٨ : وقد جوَّز الغزالي رحمه الله تعالى بينهما النِّسبَ الثلاث من الأربع، غير العموم من وجه، باعتبارات مختلفة، ويقرُب منه ما قال الدَّوَّاني: أن الإسلام هو الانقياد الظاهري، وهو التَّلفظ بالشهادتين، والإقرار بما يترتب عليهما. والإسلام الكامل الصحيح لا يكون إلا مع الإيمان، والإسلام الظاهري قد ينفك عن الإيمان، قال تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا} وأما الإسلام الحقيقي المعتبر عند الله فلا ينفكُ عن الإيمان. وما وَضَحَ لدي: أن الإيمان يتدرج من القلب إلى الجوارح، على عكس الإسلام، فهما في مسافة ذهابًا وإيابًا، فإن ظهر الإيمان على الجوارح، ورسخ الإسلام في القلب فهما واحد، وإن بقي الإيمان في القلب واقتصر الإسلام على الجوارح فهما متغايران .

📖 مجالس الأبرار للشيخ الدهلوی (حقانيه) صـ ٧٣ : فإن العبد بمجرد الاتيان بكلمتى الشهادة وتقرير ألفاظ الإيمان على طريق العادة وعد نفسه من المومنين من غير فهم معناها لايصير مؤمنا بينه وبين الله تعالى حتى يصدق بقلبه جميع شرائعه وينقاد فى جميع أحكامه ولا يتشكك ولا يتردد فى شئ منها ولوجود هذا التصديق والانقياد فى القلب علامات ... منها أن لا يشق على قلبه إذا أخبر عن شئ من أمر دينه ولايتهاون به ولايتكبر عنه بل يقبله ويطيعه وان كان ذلك الامر فى غاية الصعوبة والمخبر فى غاية الحقارة، ومنها أن لا يكون له هواه اميرًا والشرع تابعا له بان لا يأخذ من الشرع شيئا إلا مايوافق هواه بل يجب أن يكون له الشرع أميرا وهواه أسيرا فلا يأخذ من هواه ومراده شيئا إلا بإذن الشرع وإن كان فيه نقصان المال والجاه والعرض كما أخبربه النبى صلى الله عليه وسلم وقال "لايؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به" فإذا وجد فى العبد تلك العلامات كان مؤمنا حقا وهذا هو الإيمان المنجى من العذاب الأبدى-

📖 فتح الباری (دار الريان) ١ / ١٤٠

Scanned by CamScanner

ঈমানে মুফাস্‌সাল-সংশয় ও নিরসন

প্রশ্ন : “ঈমানে মুফাস্‌সাল” কালেমায় সাতটি বিষয়ের ওপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে :

(ক) ওই কালেমায় উল্লিখিত اليوم الآخر এবং والبعث بعد الموت এর প্রকৃত অর্থ কী? অর্থাৎ এগুলো দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে। উভয়টির অর্থ এক ও অভিন্ন, নাকি ভিন্ন ভিন্ন? অভিন্ন হলে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ কী?

(খ) এ কালেমায় উল্লিখিত والقدر خيره وشره من الله تعالى এখানে তাক্বদীর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

২. প্রচলিত ৬টি কালেমা (কালেমা তাইয়িবাহ, শাহাদাত, তামজীদ, তাওহীদ, ঈমানে মুজমাল, ঈমানে মুফাস্‌সাল) কি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে?

এ বিষয়ে যথাযথ ব্যাখ্যা সহকারে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

উত্তর : ১. (ক) ঈমানে মুফাস্‌সাল কালেমায় উল্লিখিত اليوم الآخر এবং البعث بعد الموت এ দুটি বাক্যের অর্থ এক নয়। প্রথম বাক্যের অর্থ হলো কিয়ামত বা হাশরের দিবস আর দ্বিতীয় বাক্যের অর্থ হলো কিয়ামতের দিনে পুনরুত্থান।

(খ) সমুদয় সৃষ্টির ভালো-মন্দ, উপকার-অপকার ইত্যাদি যাবতীয় সব কিছুর স্থান-কাল এবং এসবের শুভ-অশুভের পরিমাণ ও পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত।

আল্লাহ তা'আলা সব কিছু সৃষ্টি করার পূর্বে সৃষ্টিজগতের একটি নকশা ও পরিকল্পনা লিখে রেখেছেন। এই নকশা ও পরিকল্পনাকেই বলা হয় তাক্বদীর। এই পরিকল্পনা ও নকশা অনুসারেই সব কিছু সংঘটিত হয় এবং হবে।

অতএব ভালো-মন্দ–সব কিছুই আল্লাহর তরফ থেকে পূর্বেই নির্ধারিত এবং সেই নির্ধারণ বা তাক্বদীর অনুযায়ী সব কিছু সংঘটিত হয়, এই বিশ্বাস রাখতে হবে।

২. আমরা কালেমা তাইয়িবাহ, শাহাদাত, তাওহীদ, তামজীদ, ঈমানে মুফাস্‌সাল বলতে যে কালেমাগুলো পড়ে থাকি, সেগুলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকেই বর্ণিত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। (১৫/৩৭৩/৬০০৩)

📖 (১-ক) سورة الحج الآية ٧ : ﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ﴾

📖 (১-খ) التعريفات الفقهية (اشرفى بكڈپو) صـ ٤٢٤ : التقدير هو تحديد كل مخلوق بحده الذى يوجد من حسن وقبح ونفع وضرر وغيرهما -

Scanned by CamScanner

📖 (২) الجامع الصغير (مكتبة نزار مصطفى) ١ / ٨٧١ (٤١٨٦) : عن انس بن مالك رض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بى الى السماء، دخلت الجنة فرأيت في عارضتي الجنة مكتوبا ثلاثة أسطر بالذهب: السطر الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله والسطر الثاني ما قدمنا وجدنا وما أكلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا والسطر الثالث أمة مذنبة ورب غفور
(الرافعي ابن النجار) عن أنس.

📖 (২) جامع الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٤٥٠ (٢٦٣٩): عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله .

📖 (২) صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١ / ١٥٧ (٨) : عن عمر بن الخطاب ... ... قال فاخبرنى عن الايمان : قال أن تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وفى رواية (١ / ٢٩) وتؤمن بالبعث .

📖 (২) جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٣٣١ (٣٤٦٠) : عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما على الأرض أحد يقول: لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

📖 (২) جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٣١٥ (٣٤٢٨) : حدثنا محمد بن واسع، قال: قدمت مكة فلقيني أخي سالم بن عبد الله بن عمر، فحدثني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من دخل السوق، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة ".

Scanned by CamScanner

ছয় কালেমার প্রমাণ

প্রশ্ন : ক্বারী বেলায়েত সাহেবের "নূরানী পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা" নামক বইতে বর্ণিত কালেমাগুলো সঠিক কি না? এবং সেগুলো শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত কি না? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব। নিম্নে কালেমাগুলো দেওয়া হলো :

- کلمہ طیبہ : لا اله الا الله محمد رسول الله.
- کلمہ شہادت : اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
- کلمہ توحید : لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير.
- کلمہ تمجید : سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله.
- ایمان مجمل : أمنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه.
- ایمان مفصل : أمنت بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت.

অন্যদিকে যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিভিন্ন বই ও ওযীফাতে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্যের সাথে বর্ণিত কালেমাগুলো শরীয়তের দলিলের ভিত্তিতে সঠিক কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব। নিম্নে কালেমাগুলো দেওয়া হলো।

- کلمہ طیبہ : لا اله الا الله محمد رسول الله.
- کلمہ شہادت : اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
- کلمہ توحید : لا اله الا انت واحدا لا ثانى لك محمد رسول الله امام المتقين رسول رب العالمين.
- کلمہ تمجید : لااله الا انت نور يهدى الله لنوره من يشاء محمد رسول الله امام المرسلين خاتم النبيين-
- ایمان مجمل : أمنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه واركانه.
- ایمان مفصل : أمنت بالله وملئكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت.

উল্লিখিত কালেমাগুলোর ব্যাপারে কেউ কেউ শরয়ী দৃষ্টিকোণে ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করে থাকেন, তা কতটুকু সঠিক? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : কালেমা প্রসঙ্গে প্রশ্নপত্রে দুই ধরনের কালেমা উল্লেখ করা হয়েছে। এক : 'নূরানী পদ্ধতিতে কোরআন শিক্ষা' নামক বই হতে। দ্বিতীয় : যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিভিন্ন ওযীফাতে। উভয় বইয়ে উল্লিখিত কালেমাগুলো কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক বলে প্রমাণিত। কোনো একটাকে সঠিক নয় বলা কোরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। কেননা ঈমান বলা হয় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত দ্বীনে ইসলামের সব বিষয়কে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। মুখে উচ্চারণ করা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা ঈমানের পরিপূরক।

তাই মনে-প্রাণে দ্বীনের সব বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনকরত উচ্চারণের ক্ষেত্রে শাব্দিক দিক দিয়ে কিছু বেশকম হলেও এটিকে ভিত্তিহীন বলার কোনো কারণ নেই। প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত কালেমায়ে তাইয়্যিবার শব্দগুলো কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কালেমা শাহাদাতের শব্দগুলোও হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। কোনো কোনো হাদীসে وحده لا شريك له এর উল্লেখ আছে, কোনো কোনো হাদীসে এর উল্লেখ নেই। তাই উভয় পদ্ধতিতে পড়ার অনুমতি আছে। কোনো একটাকে সঠিক নয় বলা যাবে না। কালেমায়ে তাওহীদ, কালেমায়ে তামজীদ, ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাস্সালের পরিভাষাগুলো বুজুর্গানে দ্বীন কর্তৃক প্রবর্তিত এবং শব্দগুলো বিভিন্ন হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। আর ঈমানে মুজমালে وارکانه শব্দ না থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। থাকলেও ভালো। উক্ত শব্দ থাকা বা না থাকার ওপর ঈমান নির্ভরশীল নয়। বরং তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাই প্রকৃত ঈমান বিধায় এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা কিছুতেই সমীচীন নয়। (১৩/৩৬/৫১৪৩)

کلمہ طیبہ

📖 الجامع الصغير (مكتبة نزار مصطفى) ١ / ٨٧١ (٤١٨٦) : عن انس بن مالك رض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بى الى السماء، دخلت الجنة فرأيت في عارضتي الجنة مكتوبا ثلاثة أسطر بالذهب: السطر الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله والسطر الثاني ما قدمنا وجدنا وما أكلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا والسطر الثالث أمة مذنبة ورب غفور-

(الرافعي ابن النجار) عن أنس.

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ١ / ٧٧ (٢١٩) : عن ابن عباس قال: «كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله» .

كلمہ شہادت

📖 صحيح البخارى (دارالحديث) ١ / ٣٠٥ (١٢٠٢) : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا نقول: التحية في الصلاة، ونسمي، ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض ".

📖 مسند أحمد (دار المعارف مصر) ١ / ١٩ (١٢١) : عن عقبة بن عامر، أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، فقال: " من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ، فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين، غفر له خطاياه فكان كما ولدته أمه ".

قال عقبة بن عامر: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي عمر بن الخطاب، وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتي، فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من توضأ فأحسن الوضوء، ثم رفع نظره إلى السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء "-

Scanned by CamScanner

كلمہ توحيد

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٣٣٧ (٣٤٧٤) : عن أبي ذر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتبت له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله ": «هذا حديث حسن صحيح غريب».

كلمہ تمجيد

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ١ / ٤٣١ (٦١٨) : أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، حدثنا أحمد بن يوسف السلمي، حدثنا عبيد الله بن موسى، حدثنا مسعر، عن إبراهيم السكسكي، عن عبد الله بن أبي أوفى، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه لا يستطيع أن يأخذ من القرآن شيئا، وسأله أن يعلمه شيئا يجزئ من القرآن فقال له: " قل.سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول، ولا قوة إلا بالله ".

ايمان مجمل

📖 إحياء علوم الدين (دار الحديث) ١ / ١٤٠ : (قال الإمام الغزالى رحمه الله) : بناء الإيمان على هذه الأركان وهى أربعة،

١ –معرفة ذات الله تعالى...

٢ – العلم بصفات الله تعالى...

٣ –العلم بافعال الله تعالى ...

Scanned by CamScanner

٤ –السمعيات (أى متعلقة بالآخرة)...

ايمان مفصل

🕮 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤ / ٢٠٠٦ (٤٦٩٥) : حدثني عمر بن الخطاب، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره».

🕮 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣ / ٢٧٧ (٤٧٧٧) : عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، إذ أتاه رجل يمشي، فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر».

🕮 الدر المنثور (مكتبة الرحاب) ٥ / ٦٤٥ : عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن عثمان رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير {له مقاليد السماوات والأرض} فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سألني عنها أحد تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والله أكبر واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله

Scanned by CamScanner

الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

কালেমা তাইয়িবাহ পড়া কি শিরক?

প্রশ্ন : জনৈক মুফতী সাহেব বলেছেন, কালেমায়ে তাইয়িবাহ একসাথে এভাবে لا اله الا الله محمد رسول الله 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' মিলিয়ে পড়লে নাকি শিরক হয়। তাই কালেমায়ে তাইয়িবার মাঝখানে 'و' হরফে আত্ফ বা 'وَأَنَّ' যোগ করে পড়তে হবে। উক্ত বক্তব্য বা খেয়ালটি সঠিক কি না? দলিল-প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : ইসলামে প্রসিদ্ধ পাঁচ কালেমার প্রথম ও প্রধান হলো কালেমায়ে তাইয়িবাহ لااله الا الله محمد رسول الله। এ কালেমাকে যে শিরক বলে তার জন্য তাওবাকরত ওই কালেমা পাঠ করে ঈমান নবায়ন করা জরুরি। তার বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল ও মূর্খতার পরিচায়ক। (১৮/৮৪/৭৪৯০)

📖 الإصابة فى تمييز الصحابة (دار الكتب العلمية) ٦ / ٣٦٥ : وأخرجه الحاكم، من طريق يونس، عن يوسف بن صهيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، قال: انطلق أبو ذر ونعيم ابن عم أبي ذر، وأنا معهم يطلب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو مستتر بالجبل، فقال له أبو ذر: يا محمد، أتيناك لنسمع ما تقول، قال: أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمن به أبو ذر وصاحبه.

📖 الجامع الصغير (مكتبة نزار مصطفى) ١ / ٨٧١ (٤١٨٦) عن انس بن مالك رضـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بى الى السماء، دخلت الجنة فرأيت في عارضتي الجنة مكتوبا ثلاثة أسطر بالذهب: السطر الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله والسطر الثاني ما قدمنا وجدنا وما أكلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا والسطر الثالث أمة مذنبة ورب غفور
(الرافعي ابن النجار) عن أنس.

Scanned by CamScanner

কালেমা সব গোনাহ মুছে দেয়

প্রশ্ন : "এক্বীন ও এখলাসের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা শরীফ পড়লে জীবনের সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়"– এটা কি কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

উত্তর : এক্বীন ও এখলাসের সহিত যে ব্যক্তি কালেমা শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার পেছনের গোনাহ মাফ করে দেবেন- এটা অবশ্যই হাদীস এবং বহু হাদীসগ্রন্থে হাদীসটির উল্লেখ রয়েছে। (৪/২৫৬/৬৭৭)

📖 مسند الإمام احمد (مؤسسة الرسالة) ٣٢/ ١٧١ (١٩٤٣٢) : عن عمرو بن عبسة ﷺ قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له، فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ قال: " ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ " قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله، قال: " قد غفر لك غدراتك وفجراتك ".

📖 فيه أيضا ٣٦/ ٣٢٣ (٢١٩٩٨) : عن معاذ بن جبل ﷺ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، يرجع ذاك إلى قلب موقن، إلا غفر الله لها " -

কালেমা তাইয়িবাহ পড়ে ইসলাম গ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমরা সাধারণত হাদীসে দেখি যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাওয়াতে যাঁরা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন তাঁরা শুধু পড়েছেন اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدًا عبده ورسوله জিজ্ঞাসা হলো لااله الا الله محمد رسول الله পড়ে কেউ মুসলমান হয়েছেন এমন কোনো বর্ণনা আছে কি না এবং কখন থেকে তা মুসলমানের মধ্যে চালু হয়েছে?

উত্তর : ইসলাম ও ঈমান সম্পাদনের বেলায় দুটি বাক্যের لااله الا الله محمد رسول الله মুখে উচ্চারণ ও অন্তরে তার মর্ম স্থাপন বাধ্যতামূলক জরুরি বিষয়। ওই দুটি বাক্য ঈমান ও ইসলামের মূলমন্ত্র। এটিকে কালেমায়ে তাইয়িবাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়।

Scanned by CamScanner

কালেমায়ে তাইয়িবাহ পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের ইতিহাস নতুন নয় বরং ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই চলমান। স্বয়ং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটা পাঠ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও পাঠ করিয়েছেন। কিন্তু আরবী ব্যাকরণ অনুসারে এবং ঈমানের মৌলিক চাহিদার অনুপাতে এ কালেমার সাথে فعل ও حرف দুটি-একটি বাক্য যোগ করে এ কালেমাটি ব্যবহার করলেও বাস্তবে এর ভেতরে কালেমা উচ্চারণ করিয়েছেন এবং এটিই পাঠ করেছেন।

সুতরাং কালেমায়ে তাইয়িবাহ পাঠ করে ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি নতুন নয়। বরং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানা থেকে এর সূচনা, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। হাদীস শরীফে এর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। (৭/৪১৮/১৮২৫)

📖 صحيح البخارى (دارالحديث القاهرة) ١٤/١ (٢٥) : عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله».

📖 صحيح البخارى (دارالحديث القاهرة) ١ / ١١ (٨) : عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان ".

📖 جامع الترمذى (دارالحديث) ٤٤٨/٤ (٢٦٣٨) : عن عبادة بن الصامت، أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك، ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حرم الله عليه النار».

Scanned by CamScanner

অমুসলিমরা মোনাফেক হতে পারে কি?

প্রশ্ন : মুসলমানদের মধ্যে যারা মোনাফেক তাদের কঠোর শাস্তির বিধান আছে। প্রশ্ন হলো, অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে মোনাফেক আছে কি না?

উত্তর : অন্তরের সাথে মুখের কথা ও কাজে গরমিল হওয়াকেই মোনাফেকী বলা হয়। মোনাফেক দুই ধরনের হয়ে থাকে : ১. আক্বীদা-বিশ্বাসে ২. কাজেকর্মে-কথাবার্তায়। মুখে এবং বাহ্যিক আচরণে মুসলমান সেজে অন্তরে কুফরী আক্বীদা পোষণকারী আক্বীদাগত মোনাফিক। এ ধরনের মোনাফেক নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময়ে এবং পরবর্তীতেও ছিল। কিন্তু এদের চিহ্নিতকরণ ওহীর মাধ্যমে একমাত্র নবীর পক্ষেই সম্ভব অন্য কারো জন্য সম্ভব নয়। এ ধরনের মোনাফেক কাফেরের চেয়েও বেশি মারাত্মক। এরা চির জাহান্নামী। জাহান্নামে এদের শাস্তিই সবচেয়ে বেশি হবে। কোরআন মাজীদে এদের আলোচনাই করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকারের মোনাফেক যারা মিথ্যা কথা বলে, ওয়াদা খেলাফী ও আমানতে খিয়ানত করে, এরা কর্মের বিচারে মোনাফেক। মুসলমানদের মধ্যেও এ ধরনের মোনাফেক থাকতে পারে, আর কাফেরদের মধ্যেও থাকাটা স্বাভাবিক।

সারকথা, আক্বীদাগত মোনাফেকই আসল মোনাফেক। এরা বাস্তবে মুসলমান নয় বরং জঘন্য কাফের। (৭/৭৮৭/১৮৭০)

📖 عمدة القارى(احياء التراث) ١/ ٢٢٢: والنفاق ضربان: احدهما ان يظهر صاحبه الدين وهو مبطن للكفر وعليه كانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاخر ترك المحافظة على امور الدين سرا ومراعتها علنا -

📖 تفسيرابن كثير(دار المعرفة) ١/٥٠ : النفاق هو اظهار الخير واسرار الشر وهو انواع: اعتقادى وهو الذى يخلد صاحبه فى النار، وعملى وهو من اكبر الذنوب.

অমুসলিম ভালো কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে

প্রশ্ন : মাদার তেরেসা, যিনি সেবামূলক অনেক ভালো কাজ করেছেন। পরকালে তাঁর পরিণাম কী হবে?

উত্তর : কোনো ভালো কাজ আল্লাহ তা'আলার নিকট কবুল হওয়ার এবং পরকালে এর প্রতিদান পাওয়ার জন্য ঈমান আনয়ন করা পূর্বশর্ত। ঈমান ব্যতীত যত ভালো কাজই

Scanned by CamScanner

করুক না কেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট অগ্রাহ্য। পরকালে প্রতিদান পাওয়ার আশা করা অনর্থক। সুতরাং মাদার তেরেসা ঈমান গ্রহণ না করে যত ভালো কাজই করুক না কেন পরকালে এর প্রতিদানের বা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কোনো আশা নেই। তবে দুনিয়াতে এর প্রতিদান কোনো না কোনোভাবে পেয়ে যাবেন। (৬/৬৩২/১৩৫৯)

📖 سورة المائدة الآية ٥ : ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧ / ١٣٢ (٢٨٠٨) : عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة، لم تكن له حسنة يجزى بها».

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ١ / ٣٤١ : سوال-اگر کوئی غیر مسلم نیکی کا کوئی کام کرے مثلا کہیں کنواں کھدوادے یا مخلوق خدا سے رحم و شفقت کا برتاؤ کرے جیساکہ کچھ عرصہ قبل بھارتی کرکٹ بشن سنگھ بیدی نے ایک مسلمان بچے کے لئے اپنے خون کا عطیہ دیا تھاتو کیا غیر مسلم کو نیک کام کرنے پر اجرت ملے گا؟
جواب-نیکی کی قبولیت کے لئے ایمان شرط ہے اور ایمان کے بغیر نیکی ایسی ہے جیسے روح کے بغیر بدن اس لئے اس کو آخرت میں اجر نہیں ملے گا البتہ دنیا میں ایسے اچھے کاموں کا بدلہ چکادیا جاتا ہے۔

চর্মচোখে আল্লাহর দর্শন

প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলাকে কোনো লোকের পক্ষে এই পৃথিবীতে চর্মচোখে দেখা সম্ভব কি না? কোনো ব্যক্তি যদি এ রকম আক্বীদা পোষণ করে যে আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালাম এ পৃথিবীতে থেকেই চর্মচোখে আল্লাহ তা'আলাকে দেখতেন তাহলে ওই ব্যক্তির আক্বীদা সঠিক হবে কি না? অনুগ্রহপূর্বক উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে এই পৃথিবীতে কোনো মানুষের পক্ষে চর্মচোখে আল্লাহর দর্শন সম্ভব নয়। তিনি নবী বা ওলী বা সাধারণ কোনো মানুষ হোন না কেন, সকলের ক্ষেত্রে একই হুকুম। হ্যাঁ, নবীগণের

Scanned by CamScanner

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিরাজের রাতে চর্মচোখে আল্লাহর দর্শন লাভ করেছেন বলে উলামায়ে কেরাম মত ব্যক্ত করেছেন। তবে এটা এই দুনিয়ার ঘটনা নয়। বরং এটা উর্ধ্বজগতের ঘটনা, যা শরীয়তের পরিভাষায় আখেরাতেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আখেরাতে সকল ঈমানদারের আল্লাহর দর্শন লাভের কথা কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু "নবীগণ এ দুনিয়ায় বসেই চর্মচোখে আল্লাহকে দেখতেন"–এ কথা বা আক্বীদার কোনো ভিত্তি ইসলামী শরীয়তে নেই। এ ধরনের আক্বীদা পোষণকারী শরীয়তের দৃষ্টিতে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীতে নিমজ্জিত। সুতরাং এরূপ আক্বীদা পরিহার করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত অপরিহার্য। (৫/১৩০/৮৩৮)

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۴۱۱/۳ : انسان کو حق تعالی کی زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں؟

اس مسئلہ میں تمام علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم دنیا میں حق تعالی کی ذات کا مشاہدہ اور زیارت نہیں ہو سکتی ... البتہ آخرت میں مومنین کو حق تعالی کی زیارت ہونا صحیح و قوی احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور خود قرآن کریم میں موجود ہے، ''وجوہ یومئذ ناضرۃ الی ربہا ناظرۃ'' ... ... خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی کو حق تعالی کی زیارت نہیں ہو سکتی، اور آخرت میں سب اہل جنت کو ہو گی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شب معراج میں زیارت ہوئی وہ بھی در حقیقت عالم آخرت ہی کی زیارت ہے، جیسا شیخ محی الدین بن عربی نے فرمایا کہ دنیا صرف اس جہاں کا نام ہے جو آسمانوں کے اندر محصور ہے، آسمانوں سے اوپر آخرت کا مقام ہے، وہاں پہنچکر جو زیارت ہوئی اسکو دنیا کی زیارت نہیں کہا جاسکتا.

আল্লাহর দীদার

প্রশ্ন : হযরত আশরাফ আলী থানভী রহ. রচিত এবং হযরত শামছুল হক ফরিদপুরী রহ. কর্তৃক অনূদিত 'তা'লীমুদ্দীন' কিতাবের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'তামাস্‌সুল' নামক বিষয়বস্তুটির সারমর্মে এ কথাই বোঝা যায় যে স্বপ্নে বা কাশফে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার (مثال) তথা প্রতিচ্ছবি হিসেবে আকার দেখা সম্ভব। যদিও তার বৈশিষ্ট্য "লাইসা কামিসলিহী শাইয়ুন"। কিন্তু স্বপ্ন বা কাশফের এই দেখার উদাহরণ তেমন যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর নূরের (مثال) উদাহরণ দিয়েছেন অতি উজ্জ্বল যয়তুনের

Scanned by CamScanner

তেলের চেরাগের সাথে। এখানে প্রশ্ন জাগে যে আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাকে (مثال) হিসেবে স্বপ্নে বা কাশফে দেখার প্রমাণ কী? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এভাবে কখনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে দেখেছিলেন কি না? অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে এ রকম দেখা সম্ভবপর কি না? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত অন্য কেউ যদি এ রকম স্বপ্ন দেখেন সে ক্ষেত্রে এর কী প্রমাণ আছে যে শয়তান তাঁকে স্বপ্নে ধোঁকা দিচ্ছে না? মানিকগঞ্জের মরহুম পীর সাহেব একবার হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে এ রকম একটি বর্ণনা তাঁর কোনো এক কিতাবে লিখেছিলেন, যার মোটামুটি বর্ণনা এ রকম (ভুল হলে আল্লাহ পাক মাফ করুন) যে "হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে একজন তরুণ যুবকের আকৃতিতে (مثال) হিসেবে দেখেছিলেন" এই বর্ণনাটি সত্য কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিষয় নিয়ে মৌখিকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা সমীচীন। এ ধরনের সূক্ষ্ম বিষয় লিখিতাকারে পরিষ্কারভাবে বোঝানো যায় না। এতদসত্ত্বেও সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া হলো।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) 'তা'লীমুদ্দীন' নামক কিতাবে যা লিখেছেন, তা সঠিক। রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর একাধিক হাদীস ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের নির্ভরযোগ্য উক্তি দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে সূরতে মিসালীতে স্বপ্ন বা কাশফ দ্বারা দেখা সম্ভব। স্বয়ং রাসূলে করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেও দেখেছেন এবং উম্মতের মধ্যেও অনেকেই দেখেছেন। যাঁদের মাঝে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) অন্যতম। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে স্বপ্নের মাঝে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে যেমন আকারে দেখবে বাস্তবেও তিনি তেমনই। বরং তার এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই নিরাকার। কারণ স্বপ্নের মাঝে অনেক সময় আকারকে নিরাকার এবং নিরাকারকে আকার দেখায়। অন্যথায় সে ঈমানের দিক থেকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার ব্যাপারে হাদীসের কিতাবসমূহে যেমন স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে শয়তান ধোঁকা দিতে পারবে না, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার স্বপ্নের ব্যাপারে তেমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাই এ ক্ষেত্রে শয়তান ধোঁকা দিতে পারবে না বলে এমন নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না, যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের ক্ষেত্রে দেয়া যায়। আর যেহেতু নবী ব্যতীত অন্য কারো স্বপ্ন শরীয়তের দলিল নয়, তাই কোনো আদেশ-নিষেধকে স্বপ্নের ওপর নির্ভরশীল করা যায় না। মানিকগঞ্জের মরহুম পীর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যে কথাটি লিখেছেন যে, "তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে একজন তরুণ যুবকের আকৃতিতে مثال হিসেবে দেখেছিলেন" এই বিশেষ আকৃতিতে দেখার

Scanned by CamScanner

কথাটি হাদীসের দু-একটি কিতাবে পাওয়া গেলেও সূত্রের দিক থেকে তা একেবারেই পরিত্যাজ্য।

বি. দ্র. : আপনার প্রশ্নপত্রে কোরআনে কারীমের আয়াত বাংলায় লেখা হয়েছে, যা কোরআন বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে। অতএব এর থেকে সাবধান থাকা অত্যাবশ্যক। (৯/৫৭/২৪৮৮)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ /٢٠٨ (٣٢٣٤) : عن ابن عباس رضـ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اتانى ربى فى احسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك ربى وسعديك قال فيم يختصم الملأ الاعلى؟ قلت ربى لاادرى ... ... الخ قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، قال وفى الباب عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عائش عن النبى صلى الله عليه وسلم وقال : انى نعست فاستثقلت نوما فرأيت ربى فى احسن صورة .

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٨ / ٣٨٠ : ثم يكون معنى الخبر أن تلك الرؤيا جمع يحتمل وجوها من التأويل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان موصوفا بتلك الصفات جميعا، فكذلك لو رأى أحد في المنام ربه على وصف يتعالى عنه، وهو يعلم أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، ولا يعتقد في صفته تعالى ذلك لا تضره تلك الرؤيا، بل يكون لها وجه من التأويل، قال الواسطي: من رأى ربه تعالى في المنام على صورة شيخ عاد تأويله إلى الرائي، وهو إشارة إلى وقاره وقدر محله، وكذلك إذا رآه شخص ساكن يتولى أمره ويكفي شأنه اهـ كلام القشيري.

📖 شرح النووى على مسلم (نسخۂ هنديه) ٢/ ٢٤٣ : قال القاضى: واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى فى المنام وصحتها ، وان رآه الانسان على صفة لا تليق بجلاله من صفة الاجسام لأن ذلك المرئى غير ذات الله تعالى -

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١/ ٥١ : ورأى ربه فى المنام مائة مرة ولها قصة مشهورة -

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ١ / ٥١ : (قوله ولها) اى لرؤيته ربه تعالى فى المنام قصة مشهورة ذكرها الحافظ النجم الغيطى وهى ان الامام قال رأيت ... ... الخ

📖 فتح البارى (دار الريان) ١٣/ ٤٣٥ : واختلف من أثبت الرؤية فى معناها فقال قوم ... ... وقال بعضهم رؤية المؤمن لله نوع كشف وعلم، إلا أنه أتم وأوضح من العلم وهذا أقرب إلى الصواب من الاول-

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ١٥/ ٢٥ (٢٢٦٦) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي».

📖 اللآلى المصنوعة (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٣ : عن أم الطفيل امرأة أبي مرفوعا رأيت ربي في المنام في أحسن صورة شابا موفرا رجلاه في خضرة له نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب؛ موضوع. نعيم وثقه قوم وقال ابن عدي يضع وضعفه ابن معين بسبب هذا الحديث ومروان كذاب وعمارة مجهول وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال منكر (قلت) قال في الميزان: عمارة بن عامر عن أم الطفيل بحديث الرؤية لا يعرف ذكره البخاري في الضعفاء وقال ابن حبان في الثقات عمارة بن عامر عن أم الطفيل بحديث الرؤية منكر لم يسمعه عمارة من أم الطفيل.

قال وإنما ذكرته لئلا يغتر الناظر فيه فيحتج به وروايته من حديث أهل مصر وكذا سماه الطبراني في المعجم الكبير في الحديث المذكور.

Scanned by CamScanner

وقال عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري ومروان بن عثمان هو ابن أبي سعيد بن المعلى الذرقي وروى له النسائي وضعفه أبو حاتم وما وسم بكذب نعم.

📖 كشف الخفاء (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٨٥ : قال السبكى: حديث رأيت ربي فى صورة شاب امرد هو دائرعلى ألسنة بعض المتصوفة، وهو موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم-

"মুহাম্মদ খোদা সে জুদা নেহী"

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদে জনৈক ব্যক্তি একটা বোর্ড দান করেন, যার মধ্যে লেখা আছে :

الله اكبر – محمد

নিচে বাংলায় লেখা আছে :
খোদা মুহাম্মদ সে জুদা নেহী
মুহাম্মদ খোদা সে জুদা নেহী
বর্ণিত কথাটি শরীয়ত সমর্থিত কি না এবং এ বোর্ড মসজিদে রাখা যাবে কি না?

উত্তর : মসজিদে কোরআন শরীফের আয়াত অথবা কোনো কালেমা বরকতের নিয়তে সঠিকভাবে লেখা জায়েয হলেও নামাযীর একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকায় এ ধরনের লেখা উলামায়ে কিরামগণ মাকরূহ বলেন। আর যদি সঠিকভাবে লেখা না হয় তা অবশ্যই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই কেবল محمد – الله অথবা الله اكبر – محمد আরবী গ্রামারের দিক দিয়েও ভুল হতে পারে, তাই এ ধরনের লেখা নিষিদ্ধ হবে। প্রশ্নে বর্ণিত الله اكبر – محمد লেখার পর "খোদা মুহাম্মদ সে জুদা নেহী, মুহাম্মদ খুদা সে জুদা নেহী" এই বাক্য উপরোক্ত লেখা ভুল হওয়াকে নিশ্চিত করে দেয়। যেহেতু এই আক্বীদা খ্রিস্টানদের মনগড়া আক্বীদার মতোই, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধরনের লেখা মসজিদে রাখার অনুমতি দেওয়া যায় না। আর যদি লিখতেই হয়, তাহলে لا اله الا الله محمد رسول الله অথবা الله اكبر – محمد رسول الله লেখা যায়। (৯/৩০৯/২৬২৮)

Scanned by CamScanner

📖 مجموع فتاوى ابن تيمية (عالم الكتب) ٤٧٢/١ : لكن ما رأيت فيهم من كفر هذا الكفر الذى ماكفره احد قط مثل التلمسانى وآخر يقال له البليانى من مشايخ شيراز ومن شعره

؎ وفى كل شئ له آية : تدل على انه عينه

وايضا

وما انت غير الكون بل انت عينه : ويفهم هذا السر من هو ذائقه

... إلى أمثال هذه الأشعار وفي النثر ما لا يحصى ... ... كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح منهم وإن الله سبحانه ليس هو خلقه ولا جزءا من خلقه ولا صفة لخلقه بل هو - سبحانه وتعالى - متميز بنفسه المقدسة بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته.

📖 كفايت المفتى (امداديه) ١/ ٢٣٣: سوال- ایک شخص وعظ میں یہ شعر پڑھتا ہے

؎ جمال خدا گر نہ دیکھا ہو تم نے: محمد کو دیکھو وہی ہو بہو ہے

پڑھنے کے بعد کہتا ہے، یہ شعر بالکل صحیح ہے اس واسطے کہ جو صورت محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی صورت بعینہ باری تعالی کی ہے، کیونکہ باری تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شکل پر پیدا کیا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے... ...

جواب- یہ شعر بالکل شرک ہے اور جو اس کو سچ سمجھ کر پڑھے وہ مشرک ہے اس میں کلام نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روحی فداہ افضل الموجودات اور خاتم الانبیاء والرسل ہیں، ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، لیکن آپ بھی خدا تعالی کی ایک مخلوق اور بندے ہیں، خالق و مخلوق بھلا ایک کیوں کر ہو سکتے ہیں،... ... نیز یہ کہنا کہ احمد اور احد میں صرف میم کا فرق ہے یہ بھی الحاد اور زندقہ ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا بکڈپو) ١/ ١٤١ :جواب- شریعت میں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ یہ الفاظ مساجد میں ضرور لکھے جائیں، لیکن چونکہ ایسا کرنا ممنوع بھی نہیں لہذا یہ دیکھنا چاہئے کہ جن الفاظ کے لکھنے میں کوئی اور مفسدہ لازم نہ آئے وہ جائز ہونگے اور "یااللہ" یا محمد" چونکہ عام طور پر اہل بدعت اپنی مساجد میں لکھا کرتے ہیں اور لفظ "یا" سے اس

Scanned by CamScanner

عقیدے کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ کی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہر جگہ موجود ہے، اور یہ عقیدہ غلط محض ہے اور باطل ہے لہذا ان الفاظ کا لکھنا جائز نہیں۔

আল্লাহ তা'আলা ও দাড়ির ব্যাপারে আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য

প্রশ্ন : জনাব, একটি মাদ্রাসার সুপার সাহেব আমাদের সামনে মাদ্রাসার অফিস কক্ষে বসে নিম্নের বাক্যগুলো তাঁর নিজ মুখে বলেছেন−

১. দাড়ি রাখা শরীয়তের বিধান নয়। এটা সিলসিলামাত্র।
২. মুমিনের কলব হলো আল্লাহর সিংহাসন। জনাব সুপার সাহেব বলেন, এত বড় আল্লাহ এই ক্ষুদ্র জায়গায় কী করে জায়গা পান।
৩. জনাব সুপার সাহেব আরো একজন শিক্ষককে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি মাদ্রাসায় এসেছেন? উত্তরে শিক্ষক বলেন, আল্লাহ এনেছেন। সুপার বললেন, আল্লাহ আনে নাই আপনি এসেছেন। অন্য একদিন বলেন, আল্লাহ চালায় না আপনি নিজেই চলেন।

প্রশ্ন হলো,

১. উপরোল্লিখিত বাক্যগুলো যা সুপার সাহেব বলেছেন, তা শরীয়ত মতে সঠিক কি না?
২. শরীয়তে এ রকম উক্তিকারীর হুকুম কী?
৩. এ রকম লোকের পেছনে নামাযের একতেদা করা জায়েয কি না? এবং এ রকম ব্যক্তি কওমের মোক্তাদা (অনুসরণীয়) হওয়ার অধিকার রাখে কি না? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নে সুপার সাহেবের যে উক্তিগুলো বর্ণনা করা হয়েছে বাস্তবে যদি তিনি এ উক্তিগুলো করে থাকেন তাহলে প্রায় সবকটি উক্তিই খুব মারাত্মক ও ঈমান বিধ্বংসী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ক্ষুদ্র একটি সুন্নাতকে অস্বীকার করা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসি-তামাশার পাত্র বানানো কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত।

১. যেহেতু দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং এটা ইসলামের একটি নিদর্শন তাই দাড়িকে শরীয়তের বিধান নয় বলা জঘন্য পথভ্রষ্টতা, গোমরাহী ও ইজমার পরিপন্থী।
২. মুমিনের কলব হলো আল্লাহর সিংহাসন। এর এক ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ সব জায়গায় বিরাজমান। অপর ব্যাখ্যা হলো, মুমিনের কলবকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন। সুপার সাহেব এ উক্তির দ্বারা যদি দ্বিতীয় অর্থ বুঝিয়ে থাকেন,

Scanned by CamScanner

তাহলে আপত্তির কথা ছিল না। কিন্তু কথার ভাব দ্বারা প্রথম অর্থের সাথে উপহাস করা হচ্ছে। তাই এই উক্তিও মারাত্মক ও ঈমান পরিপন্থী।

৩. তদ্রূপ সুপার সাহেবের উক্তি "আল্লাহ আনে নাই, আপনি এসেছেন"। "আল্লাহ চালায় না আপনি নিজেই চলেন"–এগুলোও কুফুরী কালেমার অন্তর্ভুক্ত। কেননা তিনি এ বাক্যগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের কুদরত, ইরাদা ও খালেকিয়্যাতের অস্বীকার করেছেন। অথচ কোরআন-হাদীসের অকাট্য বাণী দ্বারা সাব্যস্ত যে আল্লাহ তা'আলার ইরাদা ও কুদরত ব্যতীত কোনো কিছুই হতে পারে না এবং আল্লাহ পাকই বান্দার সকল কর্মের সৃষ্টিকর্তা।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরণের উক্তিকারী থেকে এসব উক্তির ব্যাখ্যা চাওয়া জরুরি। সঠিক ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম হলে তাকে বেঈমান ও ঈমানহারা বলা যাবে। সে অনতিবিলম্বে সঠিক মনে তাওবা করে পুনরায় ঈমান আনতে হবে এবং বিবাহ দোহরাতে হবে। এরূপ ব্যক্তি নামাযের ইমাম বা কওমের অনুসরণীয় হওয়ার অধিকার রাখে না। (৮/৪১৮/২১৫৬)

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٥٠٧/٢ : رجل قال لآخر احلق رأسك وقلم اظفارك فان هذه سنة ، فقال لا افعل وان كان سنة فهذا كفر لانه قال على سبيل الانكار والرد وكذا فى سائر السنن خصوصا فى سنة هى معروفة وثبوتها بالتواتر كالسواك.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٢٢٣/٤ : (الكفر لغة الستر : وشرعا تكذيبه صلى الله عليه وسلم فى شئ مما جاء به من الدين ضرورة)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢٢٣/٤ : (قوله – تكذيبه صلى الله عليه وسلم) المراد بالتكذيب عدم التصديق الذى مر اى عدم الاذعان والقبول لما علم مجيئه به صلى الله عليه وسلم ضرورة اى علما ضروريا لايتوقف على نظر واستدلال، ... وظاهر كلامه تخصيص الكفر بجحد الضرورى فقط، مع ان الشرط عندنا ثبوته على وجه القطع وان لم يكن ضروريا وقد يكون استخفافا من قول او فعل كما مر... ... ويجب حمله على ما اذ علم المنكر ثبوته قطعا لان مناط التكفير وهو التكذيب او الاستخفاف عند ذلك يكون، اما اذا لم يعلم فلا الاان يذكر له اهل العلم ذلك فيلج.

Scanned by CamScanner

📖 شرح العقائد (مكتبۂ ضميريہ) صـ ٥١ : لا يخرج من علمه وقدرته شئ لان الجهل بالبعض و العجز عن البعض نقص وافتقار الى مخصص مع ان النصوص القطعية ناطقة بعموم العلم وشمول القدرة فهو بكل شيْ عليم وعلى كل شيْ قدير.

📖 عقد الفرائد على شرح العقائد (مكتبۂ ضميريہ) صـ ٨٤ : ثالثها : للأشعرى وهو ان الفعل بقدرة الله وحدها ولكن للعبد قدرة واختيار اذا صرفها الى الفعل خلق الله الفعل منه فالفعل مخلوق الله ومكسوب العبد-

📖 رد المحتار (سعيد كمبنى) ٢٢٤/٤ : وفى البحر عن الجامع الأصغر : اذا اطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض اصحابنا : لا يكفر لان الكفر يتعلق بالضمير ولم يعقد الضمير على الكفر، وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندى لانه استخف بدينه-

📖 مجمع الانهر (مكتبة المنار) ٢ / ٥٠٢ : من تكلم بها اختيارا جاهلا بانها كفر ففيه اختلاف، والذى تحرر انه لا يفتى بتكفير مسلم مهما امكن حمل كلامه على محمل حسن اوكان فى كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة .

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ١/ ٤٢ : کسی ادنی سے ادنی سنت کو برا سمجھنا یا اسکا مذاق اڑانا در حقیقت اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء ہے، جسکے کفر ہونے میں کچھ شبہ نہیں، جب سنت سے استہزاء کفر ہے تو داڑھی تو واجب ہے اور شعار اسلام ہے، ایک مشت سے کم کرنا بالاجماع حرام ہے، اس کا مذاق اڑانا بطریق اولی کفر ہے،... اسے دوبارہ مسلمان کر کے نکاح بھی دوبارہ کیا جائے، اگر دوبارہ اسلام قبول نہ کریں تو حاکم پر فرض ہیں کہ اس کے قتل کا حکم دے۔

"আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান"–এর ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : "আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান"–এর ব্যাখ্যা জানালে উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : "আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান"। এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলার কুদরত, বাদশাহী ও ইলম সর্বত্র বিস্তৃত। (১৯/৩৮৫/৮২৩৬)

📖 اللباب فى علوم الكتاب (دار الكتب العلمية) ١٨/ ٤٠٠: قوله تعالى:
'وهو معكم' يعنى بقدرته وسلطانه وعلمه -

📖 تفسیر مظہری (دارالاشاعت) ١١ / ٢٩٣ : "وهومعكم اين ما كنتم" اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اللہ کی معیت بے کیف ہے (جسمانی نہیں مکانی نہیں زمانی نہیں ناقابل بیان ہے) اللہ کی نسبت تمام مقاموں سے ایک جیسی ہے اسلئے ہر مقام میں وہ بندوں کے ساتھ رہتا ہے خواہ بندے کہیں ہوں۔

আল্লাহ তা'আলা নিরাকার

প্রশ্ন : তথাকথিত আহলে হাদীস লা-মাযহাবীরা বলে থাকে যে সহীহ আক্বীদা হলো : আল্লাহ তা'আলা নিরাকার নন বরং আকারবিশিষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান ও হাজির নন বরং (শুধুমাত্র) আরশের ওপর আছেন। তাদের কোনো কোনো বইতে উল্লিখিত আক্বীদা পোষণ না করলে কাফের হয়ে যাওয়ার কথা পর্যন্ত লিখে প্রচার করছে। উল্লিখিত আক্বীদাকে সুন্নী জামাতের আক্বীদা বলে প্রচার করছে এবং الرحمٰن على العرش استوى، يد الله فوق ايديهم আল্লাহ তা'আলার হাত, নফস, গজব, রহমত ইত্যাদি সংবলিত বিভিন্ন আয়াত হাদীস কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করে থাকে। উল্লিখিত বিষয়ে দলিল-প্রমাণসহ সঠিক সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা শরীর এবং শারীরিক সমস্ত গুণাবলী থেকে পবিত্র তথা নিরাকার। তাঁর শরীর তথা আকারে বিশ্বাস পোষণ করা গোমরাহী। আর কোরআন ও হাদীসে আল্লাহ তা'আলার হাত, পা, নফস সম্পর্কে যা বর্ণিত আছে তা তাঁর শান অনুপাতে, যা আমাদের বোধগম্য হওয়ার কথা নয়।
দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান। তবে তাও তাঁর শান অনুযায়ী, যা উপলব্ধি করা যায় না। তিনি শুধুই আরশে সমাসীন- এ আক্বীদা পোষণ করা ভ্রষ্টতা বৈ কিছুই নয়, যা পরিত্যাগ করা আবশ্যক। (১৯/৪৪৯/৮২২১)

📖 شرح العقيدة الطحاوية لابن ابى العز (مؤسسة الرسالة) ١/ ٣٣٣ :
وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفى

Scanned by CamScanner

بعض الصفات الثابتة بالادلة القطعية كاليد والوجه ... ...
ولكن لا يقال لهذه الصفات أنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان ... ولهذا لم يرد ذكرها فى صفات الله تعالى، فالألفاظ الشرعية صحيحة المعانى سالمة من الاحتمالات الفاسدة.

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ١٨/٧ : صفات الله تعالى قديمة كلها من غير تفصيل بين صفات الذات وصفات الفعل وانها قائمة بذات الله لا هو ولا غيره ... والله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولاعرض ولا حال لمكان، ثم ان الله تعالى موصوف بصفة الكمال ويوصف بان له يدا وعينا ولكن لا كالايدى ولا كالاعين ولا نشتغل بالكيفية.

📖 التفسير المظهرى (دار إحياء التراث العربى) ١ / ٢٢٦-٢٢٥ : "واذا سألك عبادى عنى فانى قريب" يعنى فقل لهم انى قريب، وأخرج عبد الرزاق عن الحسن سأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبى صلى الله عليه وسلم اين ربنا؟ فأنزل الله، وهذا مرسل ... قال البغوى: روى الكلبى عن ابى صالح، عن ابن عباس، قال: قال يهود المدينة يا محمد كيف يسمع ربنا دعائنا وانت تزعم ان بيننا وبين السماء مسيرة خمسمائة عام وان غلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية.

আল্লাহ তা'আলা নিরাকার সর্বত্র বিরাজমান

প্রশ্ন :

১. "আল্লাহ তা'আলা সর্বত্র বিরাজমান" এ কথার ব্যাখ্যায় অনেকে বলে যে আল্লাহ তা'আলা 'ইলম' ও 'সামআ' তথা গুণগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান, সশরীরে নয়। আবার কেউ কেউ বলে যে আল্লাহ সত্তাগত ও গুণগত উভয়ভাবে সর্বত্র বিরাজমান। এ বিষয়ে দলিলসহ সঠিক সমাধান চাই।

২. আল্লাহ তা'আলা কি আকারবিশিষ্ট না নিরাকার? গাইরে মুকাল্লিদরা বলে বেড়ায় আল্লাহ তা'আলা আকারবিশিষ্ট, দলিল-প্রমাণসহ বিষয়টির সমাধান চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর :

১. শরয়ী প্রমাণাদি দ্বারা এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে আল্লাহ তা'আলা সত্তাগত ও গুণগতভাবে সর্বদা সর্বত্র বিরাজমান। যার প্রকৃত ধরন কোনো সৃষ্টি তার জ্ঞানে উপলব্ধি করতে পারে না।

২. আল্লাহ তা'আলা শরীর ও শারীরিক সমস্ত গুণাবলি থেকে পবিত্র অর্থাৎ নিরাকার। তাঁর শরীর তথা আকারে বিশ্বাস পোষণ করা গোমরাহী। আর কোরআন-হাদীসে আল্লাহ তা'আলার হাত, পা, নফস সম্পর্কে যা বর্ণিত আছে তা তাঁর শান অনুপাতে, যা আমাদের জ্ঞান ও ধারণার বাইরে, এটি গবেষনার বিষয় নয়। (১৯/৫০০/৮২৮৭)

📖 سورة الحديد الآية ٤ : ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

📖 سورة الشورىٰ الآية ١١ : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ١٨/ ٧ : صفات الله تعالى قديمة كلها من غير تفصيل بين صفات الذات وصفات الفعل وانها قائمة بذات الله تعالى لا هو ولا غيره كالو احد من العشرة لاعين العشرة ولا غيره، والله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا حال لمكان ثم ان الله تعالى موصوف بصفة الكمال ويوصف بان له يدا وعينا ولكن لا كالأيدى ولا كالأعين ولا نشتغل بالكيفية.

📖 أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (دار الصميعى) صـ ٣١٦ : فما اثبته الله تعالى لذاته المقدسة من الصفات واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وجب اثباته من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، هذا معتقد اهل السنة والجماعة وسلف الأمة-

📖 شرح الفقه الاكبر (دار النفائس) صـ ٩١ : (وله) اى لله سبحانه (يد و وجه ونفس) كما يليق بذاته وصفاته (فما ذكره الله تعالى من ذكر الوجه) اى كقوله تعالى : "كل شيْ هالك الا وجهه" وقوله تعالى "ويبقى وجه ربك" وقوله تعالى : "فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيْ".

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا صد ٥٠ : (لا يشبهه شيئ من الاشياء من خلقه) اى من مخلوقاته، وهذا لانه تعالى واجب الوجود لذاته، وماسواه ممكن الوجود فى حد ذاته، فواجب الوجود هو الصمد الغنى الذى لا يفتقر الى شيئ ويحتاج كل ممكن اليه فى ايجاده وامداده.

📖 تفسير مظهرى(دارالاشاعت) ١١/ ٢٩٣ : وهو معكم اين ما كنتم : اور وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اللہ کی معیت بے کیف ہے، (جسمانی نہیں مکانی نہیں زمانی نہیں ناقابل بیان ہے) اللہ کی نسبت تمام مقاموں سے ایک جیسی ہے، اس لئے ہر مقام میں وہ بندوں کے ساتھ رہتا ہے خواہ بندے کہیں ہوں.

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নিরাকার

প্রশ্ন : বর্তমানে তথাকথিত আহলে হাদীসদের সাথে বহু বিষয়ে আমাদের মতপার্থক্য রয়েছে। আমরা আল্লাহ তা'আলাকে সর্বত্র বিরাজমান ও নিরাকার বিশ্বাস করি। কিন্তু তারা আল্লাহকে আকারবিশিষ্ট (তাঁর স্বরূপ জানা নেই) এবং আল্লাহকে আরশে অধিষ্ঠিত বিশ্বাস করে। এ সম্পর্কে তারা কোরআনে কারীমের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে থাকে। আর তারা এ কথাও প্রচার করে যে আল্লাহ তা'আলা আপন সত্তায় আরশে আছেন, আর গুণগতভাবে সর্বত্র আছেন। আমার প্রশ্ন হলো, তাদের শেষোক্ত আক্বীদার সাথে আমাদের কোনো বিরোধ আছে কি না? এবং আল্লাহকে নিরাকার বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : মানুষের ধারণাতে যে আকার-আকৃতি রয়েছে আল্লাহ তা'আলা সে ধরনের আকৃতি থেকে পবিত্র। এই হিসেবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা মতে আল্লাহ তা'আলা নিরাকার।

সকল মাখলুক তাঁর দৃষ্টিসীমা ও ক্ষমতার ভেতরে রয়েছে। কেউ তাঁর দৃষ্টির আড়ালে ও ক্ষমতার বাইরে যেতে পারে না। এ হিসেবে তিনি সর্বত্র বিরাজমান ও হাজির নাজির। নির্দিষ্ট কোনো স্থানে তাঁর সত্তা সীমাবদ্ধ নয়। এসব বিষয় খুবই স্পর্শকাতর। তাই এ সম্পর্কে বেশি আলোচনা থেকে বিরত থাকাই নিরাপদ। (১৯/৮৪৮/৮৪৮৮)

📖 سورة الغافر الآية ١٩ :﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾

📖 سورة الحديد الآية ٤ : ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Scanned by CamScanner

📖 سورة الشورى الآية ١١ : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

📖 الفقه الأكبر (مكتبه رحمانيه) صـ ٥ : وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته او نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من صفات الله تعالى بلا كيف.

📖 شرح الفقه الأكبر(مكتبه رحمانيه) ص ٣٧ : (بلا كيف) أى مجهول الكيفيات، وفى نسخة وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى فى القرآن الى آخره (ولا يقال) أى فى مقام التاويل كما عليه بعض الخلف مخالفين للسلف (ان يده قدرته) اى بطريق الكناية (أو نعمته) أى بناء على أن اليد تطلق على النعمة.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٨/ ٢٩٣ : "وهو معكم اينما كنتم" يعنى اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اس معیت کی حقیقت اور کیفیت کسی مخلوق کے احاطہ علم میں نہیں آسکتی، مگر اس کا وجود یقینی ہے اس کے بغیر انسان کا نہ وجود قائم رہ سکتا ہے نہ کوئی کام اس سے ہو سکتا ہے اس کی مشیت اور قدرت ہی سے سب کچھ ہوتا ہے جو ہر حال اور ہر جگہ میں ہر انسان کے ساتھ ہے.

"وحدة الوجود" এর ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : "وحدة الوجود"-এর ব্যাখ্যা এবং এ ব্যাপারে দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের অভিমত কী?

উত্তর : "وحدة الوجود"-এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বই একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ, তাঁর সামনে পুরো জগতের অস্তিত্ব এতটাই অসম্পূর্ণ যেন তা অস্তিত্বহীন। যেমন কোনো বড় আলেমের সামনে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যাপারে বলা হয়, এই

ব্যক্তি তো ওই বড় আলেমের সামনে কিছুই না। ঠিক আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের সামনে পুরো জগতকে সুফিয়ায়ে কেরাম এমনই অস্তিত্বহীন ভাবেন। আর এটাই দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের বিশ্বাস ও মতাদর্শ। (১৭/৯২৪/৮৩১০)

📖 شریعت وطریقت (مرکزی ادارۂ تبلیغ) ص:۳۱۰ : تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہر صفت میں دو مرتبے ہوتے ہیں ایک کامل ایک ناقص اور یہ قاعدہ ہے کہ کامل کے روبرو ناقص ہمیشہ کالعدم سمجھا جاتا ہے.

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۱/ ۵۵۳ : 'ہمہ اوست' مسئلۂ وحدۃ الوجود کا ایک عنوان ہے جیسے کہ اصطلاح صوفیاء میں توحید عینیت اور مظہریت وغیرہ بھی اسی مسئلہ کے مختلف عنوان ہیں، حاصل اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالی کا وجود کامل ہے اور اس کے مقابلہ میں تمام ممکنات کا وجود اتنا ناقص ہے کہ کالعدم ہے عام محاورہ میں کامل کے مقابلہ میں ناقص کو معدوم سے تاویل کیا جاتا ہے جیسے کسی بہت بڑے علامہ کے مقابلہ میں معمولی تعلیم یافتہ کو یا کسی مشہور پہلوان کے مقابلہ میں معمولی شخص کو کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، حالانکہ اس کی ذات اور صفات موجود ہیں مگر کامل کے مقابلہ میں انہیں معدوم قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالی کے وجود کامل کے سامنے تمام مخلوق کے وجود کو حضرات صوفیاء معدوم قرار دیتے ہیں.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহকে কেমন দেখেছেন?

প্রশ্ন : "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে দাড়ি-গোঁফবিহীন যুবকের ন্যায় দেখেছেন," –এ কথাটি বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) কর্তৃক লিখিত "আসহাবে সিয়ার" নামক বইয়ে রয়েছে। এই বাক্যের সঠিক ব্যাখ্যা কী?

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে দাড়ি-গোঁফবিহীন দেখেছেন এরূপ কোনো হাদীস নেই। বরং লোকমুখে হাদীস হিসেবে প্রসিদ্ধ কথাটিকে হাদীস বিশারদগণ 'মওজু' বানোয়াট বলে আখ্যায়িত করেছেন। (১১/৬৫১/৩৬৩৫)

Scanned by CamScanner

📖 كشف الخفاء (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٨٥ : قال السبكي: حديث رأيت ربي في صورة شاب امرد هو دائرعلى ألسنة بعض المتصوفة، وهو موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم-

📖 اللآلى المصنوعة (دار الكتب العلمية) ١ / ٣٣ عن أم الطفيل امرأة أبي مرفوعا رأيت ربي في المنام في أحسن صورة شابا موفرا رجلاه في خضرة له نعلان من ذهب على وجهه فراش من ذهب؛ موضوع.

'আল্লাহ' শব্দের স্থলে 'গড' ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমি একজন কলেজের ছাত্র। ছোটবেলায় কিছু আরবী পড়ালেখা করার কারণে ধর্মীয় সাধারণ বিষয়ের জ্ঞান আছে। আমি জানি আল্লাহ তা'আলার যেমন কোনো স্ত্রী নেই, তেমনি আল্লাহ শব্দেরও স্ত্রীলিঙ্গ নেই এবং এর অর্থ কোনো ভাষার শব্দ দিয়ে হয় না। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় আল্লাহর অর্থ গড দিয়ে করেছে, গড-এর স্ত্রীলিঙ্গ রয়েছে। আমি পরীক্ষার খাতার মধ্যে 'গড'-এর জায়গায় 'আল্লাহ' শব্দ ব্যবহার করাতে সেই সাবজেক্টে আমাকে নম্বর কম দেন, অথচ পরীক্ষকও মুসলমান। এ নিয়ে তাঁর সাথে বহু কথোপকথন হয়। তিনি কোনোমতেই উল্লিখিত বিষয়টি মানতে রাজি নন। আমার জানার বিষয় হলো, পরীক্ষায় উপযুক্ত নম্বর পাওয়ার জন্য 'আল্লাহ' শব্দের স্থলে 'গড' ব্যবহার করতে পারব কি না? এবং যে সকল মুসলমান ছাত্রছাত্রী এ রকম সর্বদা বলাবলি ও লেখালেখি করে তাদের ঈমানে কোনো ত্রুটি আসবে কি? আর এ ব্যাপারে আমার শিক্ষক ও সাথীদের কিভাবে বোঝাতে পারি? বিস্তারিত জানাবেন বলে আশা করি।

উত্তর : আল্লাহ শব্দের অর্থ গড দ্বারা করা সহীহ হবে না। খ্রিস্টানরা যে মর্মে ও আক্বীদা বিশ্বাসে গড ব্যবহার করে সে আক্বীদা (আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী-পুত্র আছে) সহীহ মনে করে কোনো মুসলমান গড ব্যবহার করলে ইসলামের গন্ডি থেকে খারিজ হয়ে যাবে। কোনো অবস্থায়ই মুসলমানের জন্য গড দ্বারা আল্লাহর অর্থ করা সহীহ হবে না। এরূপ করা থেকে বেঁচে থাকা সকলের জন্য জরুরি। যে পরীক্ষায় আল্লাহ তা'আলার স্থানে গড লিখে পাস হতে হয় সে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে বা গড না লিখে ফেল হওয়াই প্রকৃত মুসলমানদের ঈমানি দায়িত্ব। (১০/৫০২/৩১৩৪)

📖 تفسيرالفخر الرازى (إحياء التراث العربي) ١٠/٤١٧ الاعراف الآية ١٨١ : والثاني: أن يسموا الله بما لا يجوز تسميته به، مثل تسمية من

Scanned by CamScanner

سماه- أبا- للمسيح. وقول جمهور النصارى: أب، وابن، وروح القدس.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ /۳۷۷ : اگر مراد یہ ہے کہ دوسرے نام اگرچہ دیگر اقوام کے نزدیک خدا ہی کے نام ہیں لیکن چونکہ وہ دیگر اقوام کے شعار بن چکے ہیں اور مسلم کو غیر مسلم کے شعار سے اجتناب چاہئے، تو یہ مراد بھی خلاف شرع نہیں، بلکہ شرعا مطلوب ہے، مگر اس صورت میں انہی ناموں کو منع کیا جا سکتا ہے جو غیر اقوام کا شعار ہیں، اور جو شعار نہیں انکو منع نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے خدا، ایزد، یزدان کہ یہ نام کسی مخصوص غیر مسلم کے شعار نہیں، بلکہ بکثرت اہل اسلام کی تصانیف میں موجود ہیں۔

সূর্যের সাথে আল্লাহকে তুলনা করা

প্রশ্ন : মুফতী সাঈদ আহমদ সাহেব লিখিত 'কুরআন ও সুন্নাহর কষ্টি পাথরে তাওহীদ ও রিসালাত' নামক কিতাবের ১১ নং পৃষ্ঠাটির চিহ্নিত অংশটুকুর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঠিক আক্বীদা কী? উক্ত আয়াতের প্রকৃত অর্থ কী? আল্লাহ আরশের ওপর প্রতিষ্ঠিত বা সমাসীন আছেন এরূপ লিখলে বা বললে তার ব্যাপারে কী ফতওয়া? আল্লাহ পাককে সূর্যের সাথে তুলনা করা কি জায়েয হয়েছে? উপরোক্ত ব্যাপারগুলো দলিল-প্রমাণ সহকারে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

বি. দ্র. উক্ত মুফতী সাঈদ আহমদ সাহেবের লিখিত উল্লিখিত কিতাবের প্রশ্নে আলোচিত বিষয়টুকু হলো নিম্নরূপ :

"আল্লাহ আরশের ওপর প্রতিষ্ঠিত"

এ কথা ঠিকই, সূর্য ৯ কোটি ৩০ লাখ মাইল দূরে থেকে তার কিরণ নিক্ষেপ করে যমীনে বসবাসকারী মানুষকে ঘর্মাক্ত করে দেয়। সূর্যের কিরণে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। আল্লাহ তা'আলা আরশের ওপর থেকেও সৃষ্টিজগতের ওপর রহমত নাযিল করছেন, সাহায্য করছেন। (কুরআন ও সুন্নাহর কষ্ঠি পাথরে তাওহীদ ও রিসালাত, পৃষ্ঠা নং ১১)

উত্তর : আয়াতটির শাব্দিক অর্থ হলো, "আল্লাহ পাক আরশের ওপর সমাসীন বা অধিষ্ঠিত হয়েছেন"–এ-জাতীয় আয়াতের আসল তাৎপর্য কী, এ নিয়ে অনেক মতামত থাকলেও বিশুদ্ধ মত হলো, মানব জ্ঞান আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পূর্ণরূপে বুঝতে অক্ষম। এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়াও অর্থহীন। বরং এ ব্যাপারে এরূপ আক্বীদা স্থাপন করা উচিত যে এসব আয়াত বা বাক্যের যে অর্থ আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে সেটাই সত্য। নিজে কোনো অর্থ উদ্ভাবন করা মোটেই উচিত নয়। অতএব উপরোক্ত আয়াত

Scanned by CamScanner

থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে তিনি (আল্লাহ) অপ্রতিহত একচ্ছত্র আধিপত্য ও অদ্বিতীয় পরাক্রম সহকারে আরশে তথা সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেছেন। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কেউ যেতে পারে না। তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর। একমাত্র তাঁর জন্যই রয়েছে নিখিল বিশ্বের সর্বময় ক্ষমতা আধিপত্য সার্বভৌম। আর এই ক্ষমতা তাঁর জন্য চির বিদ্যমান। প্রশ্নে উল্লিখিত জনাব মুফতী সাঈদ সাহেবের কিতাবে এই আয়াতের যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তা সহীহ তাফসীরের কিতাবসমূহে পাওয়া যায় না। আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার বিষয়টিকে সূর্যের সাথে তুলনা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সঠিক তাফসীরবিদগণের ন্যায় উপরোল্লিখিত তাফসীর করাই ছিল সমীচীন ও সন্দেহমুক্ত। (৬/৭৬৪/১৪৩০)

📖 تفسير روح المعانى (دار الحديث) ١١/٨٨ : (ثم استوى على العرش) على المعنى الذى اراده سبحانه وكف الكيف مشلولة وقيل الاستواء على العرش مجاز عن الملك والسلطان متفرع عن الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السرير يقال استوى فلان على سرير الملك ويراد منه ملك وان لم يقعد على السرير اصلا وقيل ان الاستوى بمعنى الاستيلاء وارجعوه الى صفة القدرة وانت تعلم ان هذا وامثاله من التشابه وللناس فيه مذاهب، وما اشرنا اليه هو الذى عليه اكثر سلف الامة، وقد صرح بعض ان الاستواء صفة غير الثمانية لا يعلم ماهى الامن هى له والعجز عن درك الادراك ادراك، واختار كثير من الخلف ان المراد بذلك الملك والسلطان، وذكره لبيان جلالة ملكه وسلطانه بعد بيان عظمة شانه وسعة قدرته بما مر من خلق هاتيك الاجرام العظيمة-

📖 التفسير المظهرى (احياء التراث العربى) ٤ / ٣١٥ : قالوا — معنى استوى استواء على العرش الذى هو اعظم المخلوقات ومحدد الجهات، وذا يستلزم استيلائه تعالى على جميع الخلائق -

📖 تفسیر معارف القرآن ،ادریس کاندھلوی (فرید بکڈپو) ٥/ ١٠١: "الرحمن على العرش استوى" اللہ تعالی بلا مکان اور بلا جہت کے اور بلا حد اور بلا کیفیت کے عرش پر قائم ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، عرش عظیم باری تعالی کا جلوہ گاہ ہے، عرش اس کا مستقر اور جائے قرار نہیں، اس لئے کہ وہ نہ مکان کا محتاج ہے اور نہ کسی تخت اور جہت کا

Scanned by CamScanner

محتاج ہے، اور نہ عرش اس کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور نہ تھامے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کی عرش عظیم کو تھامے اور اٹھائے ہوئے ہیں، عرش اللہ تعالی کا مخلوق اور پیدا کردہ ایک جسم ہے جو محدود اور متناہی ہے اور یہ ناممکن اور محال ہے کہ کوئی شئ خالق کو اٹھا سکے اور تھام سکے۔

📖 تفسیر عثانی (مجمع الملک فھد) ص ۲۰۹ : (پھر قرار پکڑا عرش پر) عرش کے معنی تخت اور بلند مقام کے ہیں، استوی کا ترجمہ اکثر محققین نے استقرار و تمکن سے کیا ہے... گویا یہ لفظ تخت حکومت پر ایسی طرح قابض ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ اور گوشہ حیطہ نفوذ واقتداء سے باہر نہ رہے، اور نہ قبضہ وتسلط میں کسی قسم کی مزاحمت اور گڑبڑی پائی جائے سب کام اور انتظام برابر ہو اب دنیا میں بادشاہوں کی تخت نشینی کا ایک تو مبدا اور ظاہری صورت ہوتی ہے، اور ایک حقیقت یا غرض وغایت یعنی ملک پر پورا تسلط و اقتدار اور نفوذ وتصرف کی قدرت حاصل ہونا، حق تعالی کے "استواء علی العرش" میں یہ حقیقت اور غرض وغایت بدرجۂ کمال موجود ہے، یعنی آسمان وزمین (کل علویات و سفلیات) کو پیدا کرنے کے بعد ان پر کامل قبضہ واقتدار اور ہر قسم کی مالکانہ اور شہنشاہانہ تصرفات کا حق بے روک ٹوک اسی کو حاصل ہے، جیسا کہ دوسری جگہ "ثم استوی علی العرش" کے بعد "یدبر الأمر" وغیرہ الفاظ اور یہاں "یغشی اللیل النھار" الخ سے اسی مضمون پر متنبہ فرمایا ہے۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি, নাকি মাটির তৈরি

প্রশ্ন : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরি হয়ে মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত, না নূরের তৈরি? এ ব্যাপারে ইসলামের সঠিক আক্বীদা জানতে চাই।

উত্তর : কোরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা জাতিকে নূরের দ্বারা এবং মানবজাতিকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। আর এটাও অসংখ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে মানবজাতি থেকেই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হেদায়াত ও কল্যাণের জন্য যুগে যুগে পয়গম্বর পাঠিয়েছেন। আর পয়গম্বরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Scanned by CamScanner

ওয়াসাল্লাম। কাজেই তিনি মানবজাতিরই অন্তর্ভুক্ত। তবে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সৃষ্টিকূলের সেরা।

এমতাবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) মানবজাতি থেকে বের করে নূরের সৃষ্টি বলে ফেরেশতা জাতির অন্তর্ভুক্ত করা কোরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট দলিলাদিকে অস্বীকার করারই নামান্তর। তবে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর বলা যাবে কি না, এ ব্যাপারে শরীয়তের বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মত হলো, যেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সৃষ্টিতে নূরেরও দখল রয়েছে, তাই রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাশারের সাথে সাথে নূরীও বলা যায়। অর্থাৎ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টিগত বা জাহেরীভাবে বাশার এবং রূহানিয়্যাত অর্থাৎ বাতেনীভাবে নূর ছিলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন সাধারণ মানুষের ন্যায় আচরণ করতেন তখন তাঁর মধ্যে বাশারিয়্যাত প্রাধান্য পেত। আর যখন আল্লাহ পাকের ইবাদতে রত থাকতেন তখন নূরের দিকটাই প্রাধান্য পেত। (৪/৩৯০/৭১৯)

📖 سورة الكهف الآية ١١٠ : ﴿قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً.﴾

📖 سورة ص الآية ٧١ : ﴿إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ﴾.

📖 تفسير روح المعانى (دار الحديث) ٦/ ٣٧٨ : (قد جائكم من الله نور) عظيم وهو نور الانوار والنبى المختار صلى الله عليه وسلم والى هذا ذهب قتادة واختاره الزجاج وقال ابو على الجبائى عنى بالنور القرآن لكشفه واظهاره طرق الهدى واليقين-

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ۱ /۵۵ : سوال—رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھنا کیسا ہے؟

الجواب-نور کے معنی ہیں روشنی، چنانچہ اللہ تعالی نے چاند کو نور فرمایا ہے "هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا" روشنی چونکہ خود بھی ظاہر ہوتی ہے اور دوسری اشیاء کو بھی روشن اور ظاہر کر دیتی ہے اس لئے نور کے التزامی معنی ہیں "الظاہر المظہر"... ... حقیقت یہ ہے کہ نور بمعنی ہدایت ہی اصل کمال ہے، اور یہ ظاہری روشنی سے بدرجہا زیادہ افضل ہے،... ... الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے آپ کی بشریت کا انکار نصوص قرآنیہ کے خلاف اور آپ کی توہین کو مستلزم ہونیکی وجہ سے کفر ہے-

Scanned by CamScanner

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরে হেদায়েত

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি বলেন আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম একটি নূর সৃষ্টি করেন, তার নাম মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। অতঃপর এই নূরে মুহাম্মদীর বরকতে ক্রমান্বয়ে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। প্রমাণস্বরূপ নিম্নের দুটি হাদীস পেশ করেন।

قال النبى صلى الله عليه وسلم: اول ما خلق الله نورى، وفى رواية:اول ماخلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم-

অর্থ : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অন্য বর্ণনায় আছে যে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম মুহাম্মদী নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সেই নূর দ্বারা আরশ কুরসী এবং বিশ্বজগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। নূরে মুহাম্মদী আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। আল্লাহ পাকের জাতের অংশ নয়। যদি কেউ বলে যে নূরে মুহাম্মদী আল্লাহ পাকের জাতের অংশ তবে সে যিন্দিক।

অন্য এক ব্যক্তি বলেন যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর জাতি নূর দ্বারা নূরে মুহাম্মদী সৃষ্টি করে সে নূর দ্বারা বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন। প্রমাণস্বরূপ নিম্নের হাদীস পেশ করেন।

قال النبى صلى الله عليه وسلم: انا من نور الله والخلق كلهم من نورى.

অর্থ : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি আল্লাহর নূরের পয়দা আর বিশ্বজগতের সমস্ত সৃষ্টি আমার নূরের পয়দা। অর্থাৎ আল্লাহর জাতি নূর দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সৃষ্টি আর হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূর দ্বারা বিশ্বজগতের সৃষ্টি। আমার প্রশ্ন হলো, এই দুজনের কথার মধ্যে কার কথা ঠিক?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসসমূহ নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায় না। তবে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সর্বাবস্থায় এ অর্থে নূর বলা যায় যে তিনি কুফর ও শিরক এবং জাহিলিয়াতের অন্ধকারকে দূর করার জন্য তথা হেদায়েত নিয়ে দুনিয়াতে আগমন করেছিলেন। তবে তিনি দৈহিক বা শারীরিক ক্ষেত্রে যে মহামানব ছিলেন তা কোরআন ও হাদীসের অকাট্য অসংখ্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং ভিত্তিহীন উক্তি বা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্রষ্টার অংশ বলা বা দৈহিকভাবে মানুষ ব্যতীত নূরের তৈরি বা অন্য কিছু মনে করা সম্পূর্ণ ইসলামী আক্বীদা পরিপন্থী এবং সরাসরি কোরআন-হাদীসের বিরোধিতার শামিল। অতএব, অতি সত্তর এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করে সঠিক ইসলামী আক্বীদায় বিশ্বাসী হওয়া একান্ত জরুরি। (৮/৩৪৫/২১৩৮)

Scanned by CamScanner

📖 تفسير الفخر الرازى (دار إحياء التراث العربي) ١١ /٣٢٧ : ثم قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وفيه أقوال: الأول: أن المراد بالنور محمد وبالكتاب القرآن، والثاني: أن المراد بالنور الإسلام، وبالكتاب القرآن. الثالث: النور/ والكتاب هو القرآن، وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة، لأن النور الظاهر هو الذي يتقوى به البصر على إدراك الأشياء الظاهرة، والنور الباطن أيضا هو الذي تتقوى به البصيرة على إدراك الحقائق والمعقولات.

📖 مجموع الفتاوى لابن تيمية (عالم الكتب) ٣٦٦/١٨ : وكذلك ما ذكر من "ان الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر اليها فعرقت ودلقت فخلق من كل قطرة نبيا وان القبضة كانت هى النبى صلى الله عليه وسلم وانه بقى كوكب درى فهذا ايضا كذب باتفاق اهل المعرفة بحديثه -

📖 الموضوعات الكبرى (المطبع المجتبائى) صـ ٧٣ : حديث انا من نور الله والمؤمنون منى، قال العسقلانى: إنه كذب مخلق، وقال الزركشى لا يعرف، وقال ابن تيمية موضوع .

📖 تذكرة الموضوعات (ادارة الطباعة المنيرية) صـ ٧٦ : وكذا حديث «أنا من نور الله والمؤمنون مني الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة» قال ابن حجر لا أعرفه".

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ۵۵/۱ : الجواب-نور کے معنی ہیں روشنی، چنانچہ اللہ تعالی نے چاند کو نور فرمایا ہے "ھو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا" روشنی چونکہ خود بھی ظاہر ہوتی ہے اور دوسری اشیاء کو بھی روشن اور ظاہر کر دیتی ہے اس لئے نور کے التزامی معنی ہیں "الظاہر المظہر"... حقیقت یہ ہے کہ نور بمعنی ہدایت ہی اصل کمال ہے، اور یہ ظاہری روشنی سے بدرجہا زیادہ افضل ہے،... ... الغرض حضور صلی اللہ علیہ

Scanned by CamScanner

وسلم نور بھی ہے اور بشر بھی ہے آپ کی بشریت کا انکار نصوص قرآنیہ کے خلاف اور آپ
کی توہین کو مستلزم ہونے کی وجہ سے کفر ہے۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর না বাশার?

প্রশ্ন : একদল লোক বলে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৈহিক গঠন নূরের তৈরি এবং তাঁকে আদম (আঃ)-এর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। দলিল :

ان جابر بن عبد الله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اول ماخلق الله ؟ قال: نور نبيك يا جابر

তারা আরো বলে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়া সৃষ্টি করা হতো না। দলিল :

لولاك ماخلقت الدنيا

আরেকটি দলের কথা হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দৈহিক গঠন মাটির। দলিল :

أ. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى (الكهف)

ب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم بنو آدم وادم خلق من تراب (رواه البزاز)

ج. ...انا سيد ولد ادم (مسلم)

তারা আরো বলে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদম (আঃ)-এর পরে সৃষ্টি করা হয়েছে। দলিল :

أ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اول ما خلق الله القلم (رواه الترمذى)

ب. واذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين (سورة ص)

এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি না করলে দুনিয়া সৃষ্টি হতো না। এ আয়াতের বিপরীত :

أ. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (الذاريات)

ب. ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعبدوا الخ (النحل)

প্রথম দলের জবাব হলো, প্রথম হাদীস মওযূ। দ্বিতীয় হাদীসের ব্যাপারে ইবনুল জাওযী বলেন, এ হাদীসটি মওযূ।

একদল লোক এ কথাও বলে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং আল্লাহর মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য। নবীর ছায়া মাটিতে পড়ে নাই। এখন কথা হলো, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি মাটির তৈরি? তাঁকে কখন সৃষ্টি করা হয়েছে?

Scanned by CamScanner

তাঁকে সৃষ্টি না করলে কি দুনিয়া সৃষ্টি হতো না? কোরআন-হাদীসের আলোকে দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : কোরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণ (আঃ)-কে দৈহিক দিক দিয়ে মাটির দ্বারা মানবজাতির মধ্য থেকে সৃষ্টি করে যুগে যুগে মানবজাতির হেদায়েত ও কল্যাণের জন্য পাঠিয়েছেন। আর এটাও কোরআন-হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পয়গম্বরদের অন্তর্ভুক্ত। যার দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৈহিক দিক দিয়ে মাটির তৈরি। কোরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দৈহিক দিক দিয়ে মাটির তৈরি, অর্থাৎ বাশার বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং অসংখ্য হাদীস শরীফেও মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেকে মাটির তৈরি, অর্থাৎ বাশার বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে ওহীপ্রাপ্ত মানব বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে বা সেরা মানবের মর্যাদায় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অধিষ্ঠিত, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। যেহেতু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সত্যের আলো, পথপ্রদর্শক, আলোর দিশারি—এ কারণে কোরআন-হাদীসের কোনো কোনো স্থানে তাকে নূর বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে, যার সম্পর্ক মূলত আত্মারই সাথে। তাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দৈহিক দিক দিয়ে মাটির তৈরির কথা অস্বীকার করে নূরের তৈরি বলে মানবজাতি থেকে বের করে অন্য জাতির অন্তর্ভুক্ত করা কোনো মুসলমানের আক্বীদা হতে পারে না।

একদিকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূরকে হযরত আদম (আঃ)-এর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়, অন্যদিকে হযরত আদম (আঃ)-কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বে সৃষ্টি করার কথা কোরআনের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়। মূলত এ দুই কথার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ আত্মার জগতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নূর অর্থাৎ আত্মা হলো প্রথম সৃষ্টি, আর দেহের জগতে আদম (আঃ) সর্বপ্রথম সৃষ্টি।

لولاك ماخلقت الدنيا، اول ما خلق الله نوری، ما اول ما خلق الله ؟ قال نور نبيك يا جابر.

উল্লিখিত হাদীসগুলো হাদীস বিশারদগণের ভাষ্য মতে 'মওযূ' অর্থাৎ জাল। তবে প্রথমটির অর্থ সঠিক বলে অনেক মুহাদ্দিসগণ মত প্রকাশ করেছেন।

স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্য একাধিক হতে পারে। তাই পৃথিবী সৃষ্টির কারণ তাঁর হাবীবের প্রেরণ এবং তাঁর ইবাদত-বন্দেগী বা গোলামীর বহিঃপ্রকাশ উভয়টাই হতে পারে। তাই এই দুই উক্তি বা দলিলসমূহের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অবশ্যই সৃষ্টিজগতের শিরোনামে অধিষ্ঠিত। তবে আল্লাহর সঙ্গে তুলনা দিয়ে উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য বলে উক্তি করা আল্লাহ তা'আলার মহান শানের

Scanned by CamScanner

পরিপন্থী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেহেতু বাশার, মাটির তৈরি সকল মানব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাই তাঁর ছায়া থাকাটাই স্বাভাবিক। বরং সাহাবায়ে কেরাম তাঁর ছায়ার দর্শন লাভ করার ব্যাপারে সহীহ হাদীসও পাওয়া যায়। কেউ কেউ ছায়া না থাকার উক্তি প্রদান করলেও কোনো হাদীসে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আর এ সমস্ত কথা মানলে বা না মানলে ঈমানের কোনো ক্ষতি হয় না। তাই এ বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা অর্থহীন। (৫/৮৫/৮২২)

📖 سورة بنى اسرائيل الآية ٩٣: ﴿قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً﴾

📖 سورة طه الآية ٥٥ : ﴿مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى﴾

📖 سورة التوبة الآية ١٢٨ : ﴿لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَّحِيمٌ﴾

📖 تفسير الطبرى (المكتبة التجارية) ٩ /٣٩ (١٦): قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى الاية يقول تعالى ذكره قل لهؤلاء المشركين يا محمد انما انا بشر مثلكم من بنى آدم لا علم لى الا ما علمنى الله وان الله يوحى الى ان معبودكم الذى يجب عليكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا معبود واحد لا ثانى له ولا شريك-

📖 تفسير معالم التنزيل (دار الفكر) ٣/ ٣٥٣ : (قل انما انا بشر مثلكم) قال ابن عباس: علم الله رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره أن يقر، فيقول: انما انا آدمى مثلكم إلا انى خصصت بالوحى وأكرمنى الله -

📖 تفسير الجلالين (نسخة هندية) صـ ٢٥٣

📖 صحيح البخارى (دارالحديث) ٢ /١٧٧ (٢٤٥٨) : أن زينب بنت أم سلمة، أخبرته أن أمها أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: «إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب

Scanned by CamScanner

أنه صدق، فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها».

📖 جامع الترمذى (دارالحديث) ٣/ ٤٠٢ (١٣٣٩) : عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإن قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذ منه شيئا».

📖 مسند الإمام أحمد (مؤسسة الرسالة) ٤١/ ٤٦٣ (٢٥٠٠٢) عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، فاعتل بعير لصفية، وفي إبل زينب فضل، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بعيرا لصفية اعتل، فلو أعطيتها بعيرا من إبلك، فقالت: أنا أعطي تلك اليهودية، قال: فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الحجة والمحرم شهرين، أو ثلاثة، لا يأتيها، قالت: حتى يئست منه، وحولت سريري، قالت: فبينما أنا يوما بنصف النهار، إذا أنا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل -

📖 حادى الأرواح الى بلاد الأفراح (مطبعة المدني) ص ٢١ : عن أنس بن مالك قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح ثم مد يده ثم أخرها فلما سلم قيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صنعت في صلاتك شيئا لم تصنعه في غيرها قال: "أني رأيت الجنة فرأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كالدباء فأردت أن أتناول منها فأوحي إليها أن استأخري فستأخرت ثم رأيت النار فيما بيني وبينكم حتى لقد رأيت ظلي وظلكم فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحى إلي أقرهم فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا فلم أر لي عليكم فضلا إلا بالنبوة".

Scanned by CamScanner

📖 الموضوعات الكبرى (مطبع مجتبائى) صد ٥٩ : حديث 'لولاك لما خلقت الافلاك' قال الصغانى: انه موضوع كذا فى الخلاصة،لكن معناه صحيح.

📖 احسن الفتاوى (ايچ ايم سعيد) ١/ ٥٢ : منكرين بشريت حضور اكرم صلى الله عليه وسلم فداه ابى وامى كو اشرف المخلوقات كى جنس اور بشريت كے اعلى ترين مقام سے گرا كر كس مخلوق ميں داخل كرنا چاہتے ہيں؟ اگر ان كا مطلب يہ ہے كہ ملائكہ كى طرح آپ بھى مجردات ميں سے ہيں تو يہ مدعيان محبت نادان دوست كى طرح محسن اعظم صلى الله عليہ وسلم كى توہين كر رہے ہيں، الله تعالى نے ملائكہ سے حضرت آدم عليہ السلام كو سجدہ كرايا حضور اكرم صلى الله عليہ وسلم تو حضرت آدم عليہ السلام سے بھى افضل ہيں، بشريت و رسالت ميں تضاد كفار كا عقيدہ تھا وہ كہتے تھے كہ رسول صرف فرشتہ ہى ہو سكتا ہے، الله تعالى نے ان كے اس غلط عقيدہ پر قرآن كريم ميں جابجا ترديد فرمائى ہے.
الغرض حضور اكرم صلى الله عليہ وسلم نور بھى ہيں اور بشر بھى، آپ كى بشريت كا انكار نصوص قرآنيہ كے خلاف اور آپ كى توہين كو مستلزم ہونے كى وجہ سے كفر ہے۔

📖 فتاوى محموديہ (زكريا بكڈپو) ١/ ١١٠ : امام احمد ابن حنبلؒ نے اپنى مسند ميں ام المؤمنين حضرت زينبؓ كا ايك واقعہ نقل كيا ہے اس ميں حضور اقدس صلى الله عليہ وسلم كا دوپہر كے وقت تشريف لانا اور آپ كے سايہ مبارك ہونا صاف صاف مذكور ہے، قالت بينما انا يوما بنصف النهار إذ أنا بظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل الخ مسند احمد (٥/٢٣١) نيز حضرت انس ابن مالكؓ كى ايك روايت حادى الارواح الى بلاد الافراح جلد اول باب اول ص- ٤٢ ميں ہے جس ميں حضرت نبى اكرم صلى الله عليہ وسلم كا سايہ مبارك كو خود ملاحظہ فرمانا منقول ہے، لقد رأيت ظلى يہ دونوں روايتيں مرفوع ہيں۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রূহ সর্বত্র হাজির নাজির নয়

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রূহ মুবারক একই সময়ে পৃথিবীর সকল ওয়াজ-মজলিসে হাজির হয়ে থাকে, এমনকি

Scanned by CamScanner

প্রতিটি ঘরে ঘরেও বিচরণ করে থাকে। আরো বলেন এ আক্বীদা বিশ্বাস যারা পোষণ করবে না তারা মুসলমান নয়। অতএব আরজ এই যে তাঁর বাক্যগুলো কতটুকু শরীয়তসম্মত? এ ধরনের আক্বীদা বিশ্বাস পোষণকারীকে শরীয়তের পরিভাষায় কী বলা যাবে এবং এ ধরনের ব্যক্তিকে ইমাম বানানো ও তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের বহু দলিল প্রমাণ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট যে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে মানবজাতির সর্বোচ্চ স্থান ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন, যা অন্য কোনো মানবকে প্রদান করেননি। কিন্তু কোরআন ও হাদীস তথা শরীয়তের অকাট্য প্রমাণাদি দ্বারা এ আক্বীদা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে পৃথিবীর সর্বস্থানে সর্বকালে হাজির ও নাজির থাকা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য, অন্য কাউকে এ ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। তাই প্রশ্নে বর্ণিত কথা নিছক কাল্পনিক, কোরআন-হাদীসে এ ধরনের কোনো কথা উল্লেখ নেই। কিছুসংখ্যক লোক রাসূল প্রেমের দাবিদার হয়ে কাল্পনিক কথা নিয়ে সরলমনা মুসলমানকে ধোঁকা দিচ্ছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই বলেছেন : তোমরা আমার রওজায় সালাত সালাম দিলে আমি সরাসরি শুনি, আর যদি দূর হতে সালাত সালাম দাও তাহলে ফেরেস্তাগণ আমার নিকট পৌঁছায়। সুতরাং উক্ত ব্যক্তির এ ধরনের আক্বীদা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত এবং সঠিক আক্বীদার পরিপন্থী। অতএব উক্ত ব্যক্তির আক্বীদা ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার পর সে তাওবা করে সঠিক ইসলামী আক্বীদা পোষণ না করা পর্যন্ত তাঁকে ইমাম বানানো জায়েয হবে না এবং তাঁর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করাও উচিত হবে না। (٦/١٨٣/١١٣٧)

📖 سنن النسائی (دار الحدیث) ٢/ ١٣٦ (١٢٨١) : عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام».

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢١٨ (١٥٨٣) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي عند قبري وكل بها ملك يبلغني، وكفي بها أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيدا و شفيعا" هذا لفظ حديث الأصمعي، وفي رواية الحنفي قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته ".

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱/ ۱۰۶ : ہر جگہ حاضر وناظر ہونا خداوند تعالی کی صفت خاصہ ہے عالم الغیب والشہادۃ صرف وہی ایک ذات ہے، اور یہ صفت اسکی ذاتی صفت ہے، جسکو کوئی چھین نہیں سکتا، جو شخص اس کی اس صفت کی نفی کرتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر وناظر سمجھتا ہے وہ غلطی پر ہے اور اس کا یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔"قل لا اقول لکم عندی خزائن الله ولا أعلم الغیب"۔

📖 الدر المختار مع الرد (ایچ ایم سعید) ۴۵/۳ : و فی النهر: تجوز مناكحة المعتزلة لأنا لا نكفر احدًا من اهل القبلة ان وقع الزاما فی المباحث .

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۳ /۲۹۰ : آجکل کے فرقہ مبتدعہ کے عقائد حد شرک تک پہونچے ہوئے ہیں، اس لئے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، البتہ اگر کوئی بدعتی شرکیہ عقائد نہ رکھتا ہو بلکہ موحد ہو، صرف تیجہ چالیسواں وغیرہ جیسی بدعت میں مبتلا ہو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন না

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি গায়েব জানতেন?

উত্তর : কোনো মাধ্যম ছাড়া নিজের ইচ্ছায় সরাসরি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানা ও ওয়াকেফহাল হওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় ইলমে গায়েব বলা হয়। এ অর্থে ইহকাল ও পরকালের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র আলিমুল গায়েব, এটা আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। এতে অন্য কেউই শরীক নেই, যা কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য অকাট্য প্রমাণাদির দ্বারা প্রমাণিত। উপরোক্ত অর্থে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলিমুল গায়েব মনে করা কুফুরী ও শিরকী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। (৬/৩১৬/১২৬২)

📖 سورة النمل الآية ٦٥ : ﴿قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

Scanned by CamScanner

📖 سورة هود الآية١٢٣ : ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾

📖 سورة هود الآية ٣١ : ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾

📖 سورة الاعراف الآية ١٨٨ : ﴿وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ﴾

📖 سورة لقمان الآية ٣٤ : ﴿إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٠٢ (٤٨٥٥) : عن مسروق، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت، أين أنت من ثلاث، من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، ثم قرأت: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير}، {وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب} ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب، ثم قرأت: {وما تدري نفس ماذا تكسب غدا} -

"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন"– এ আক্বীদা পোষণ করার বিধান

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয় একসময় একজন ভালো মুসল্লি ছিল; কিন্তু পরবর্তীতে সে দেওয়ানবাগীর মুরীদ হয়। এখন সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন বলে আক্বীদা রাখে। তার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? তার বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল আছে কি না? তার সাথে সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ গায়েব জানে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন বলে আক্বীদা রাখা কোরআন-হাদীস পরিপন্থী। এরূপ

Scanned by CamScanner

আক্বীদা পোষণকারীরা বোঝানোর পরও সঠিক পথে ফিরে না এলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা অত্যন্ত ক্ষতিকর। (৮/১৯০/২০৬৫)

📖 سورة النمل الآية ٦٥ : ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾

📖 سورة آل عمران الآية ٤٤ : ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

📖 تفسير الخازن (دار الكتب العلمية) ٣ / ٣٥٢: قوله تعالى : قل لا يعلم من فى السمٰوٰت والارض الغيب الا الله... والمعنى ان الله هوالذى يعلم الغيب وحده۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির নাজির নন

প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির তিনি মাহফিলে উপস্থিত হন। এ ধরনের আক্বীদা রাখা ঠিক কি না?

উত্তর : কোরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণাদির আলোকে হাজির-নাজির, অর্থাৎ সর্বত্র বিরাজমান হওয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির মনে করার অর্থ হলো আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্যের সাথে শরীক করা যা কুফুরী ও শিরকী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। (৬/৪১৬/১২৬২)

📖 سورة الحديد الآية ٤ : ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

📖 شعب الايمان (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢١٨ (١٥٨٣) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى علي عند قبري وكل بها ملك يبلغني، وكفي بها أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيدا و شفيعا " هذا لفظ حديث الأصمعي، وفي رواية الحنفي

Scanned by CamScanner

قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته ".

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص۹۲ : یہ اعتقاد کفر ہے، نصوص صریحہ کے خلاف ہے کلام پاک میں ہے، ''وهوالله فى السمٰوات والارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون''، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے تمام جگہ کوئی حاضر وناظر نہیں ہے۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বত্র বিরাজমান নন

প্রশ্ন : হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির বা সর্বত্র বিরাজমান এই আক্বীদা পোষণ করার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : কোরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিল-প্রমাণের আলোকে হাজির-নাজির বা সর্বত্র বিরাজমান গুণটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য এবং তাঁরই জন্য নির্ধারিত। অন্য কারো জন্য উক্ত গুণের মধ্যে অংশীদারিত্বের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। এই আক্বীদা বিশ্বাস পোষণ করা ঈমানদার হওয়ার পূর্বশর্ত। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো সৃষ্টির ব্যাপারে হাজির-নাজির বা সর্বত্র বিরাজমানের আক্বীদা পোষণ করা সম্পূর্ণ শিরিকী আক্বীদা। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে হাজির-নাজির বা সর্বত্র বিরাজমানের আক্বীদা পোষণ করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আল্লাহ তা'আলার সাথে এ গুণে শরীক করার নামান্তর। (৬/৭৫৮/১৪২০)

📖 سورة الحديد الآية ٤ : ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢١٨ (١٥٨٣) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى علي عند قبري وكل بها ملك يبلغني، وكفي بها أمر دنياه وآخرته، وكنت له شهيدا و شفيعا " هذا لفظ حديث الأصمعي، وفي رواية الحنفي قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا أبلغته ".

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣ /٢٧ : تزوج بشهادة الله ورسوله لم يجز بل قيل يكفر.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢٧/٣ : (قوله قيل يكفر) لانه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب-

কোরআন উত্তম নাকি রাসূল (সা.)? আখেরাতে কার সুপারিশ প্রাধান্য পাবে?

প্রশ্ন : কোরআনে কারীম বেশি সম্মানিত নাকি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)? কিয়ামতের দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ বেশি প্রাধান্য পাবে, নাকি কোরআনে কারীমের সুপারিশ?

উত্তর : কোরআনে কারীম মূলত আল্লাহ তা'আলার কালাম তথা আল্লাহ তা'আলার গুণবিশেষ, এ হিসেবে কোরআনে কারীম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তুলনায় অনেক বেশি সম্মানিত। এতে সন্দেহ করার কোনো অবকাশ নেই। তবে কোরআনে কারীম বলে যদি মানুষের হাতে লিখিত মজুদ কোরআনের কপিকে বোঝানো হয় তাহলে এর চেয়ে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অনেক বেশি সম্মানিত।

কিয়ামতের দিবসে শাফা'আতে কোবরা অর্থাৎ সবচেয়ে বড় শাফা'আত একমাত্র রাসূলই (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর নির্দেশে করবেন, যা সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। অতএব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফা'আত কোরআন ও অন্য সব কিছুর সুপারিশের ওপর প্রাধান্য পাবে। অর্থাৎ রাসূল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ হবে ব্যাপক আর কোরআনের সুপারিশ হবে ব্যক্তিবিশেষের জন্য। (৬/৭০০/১৩৯৯)

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٤١٣ (٣٣٤٠) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة، «فرفع إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهس منها نهسة» . وقال: " أنا سيد القوم يوم القيامة، هل تدرون بم؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيقول بعض الناس: ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم،

Scanned by CamScanner

فيقول بعض الناس: أبوكم آدم فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، ائتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأسجد تحت العرش، فيقال يا محمد ارفع رأسك، واشفع تشفع، وسل تعطه ".

🕮 صحيح مسلم (دارالغد الجديد) ٦/ ٨٠ (٥٥٢) : عن زيد، أنه سمع أبا سلام، يقول: حدثني أبو أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرءوا الزهراوين البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة» .

🕮 کفایت المفتی (مکتبہ امدادیہ) ۱ / ۱۱۵ : سوال- مسجد بیت المقدس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف ان تینوں چیزوں میں سے ازروئے عقائد کسکو بزرگ وبرتر خیال کرنا چاہئے؟

جواب- قرآن سے مراد اگر کلام نفسی ہے جو خداوند تعالی کی صفت ہے تو اس کا افضل ہونا ظاہر ہے، اور اگر مراد یہ کاغذ پر لکھا ہوا یا چھپا ہوا قرآن مجید ہے تو اس قرآن مجید اور مسجد بیت المقدس و کعبۃ اللہ و مسجد حرام و مسجد نبوی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں الخ۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳۱/۱۰ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں تقابل کا مسئلہ واقعۃً نازک ہے ہر شخص کے سمجھنے کا نہیں۔

হাজির-নাজির আক্বীদা পোষণ করা

প্রশ্ন : গত ২৯/০১/২০০৩ ইং রোজ বুধবার সকাল ৮টায় আমাদের বাড়িতে কিছুসংখ্যক আলেম দাওয়াত করেছিলাম। দাওয়াতের মজলিসে মিলাদের একটি কাসীদার ব্যাপারে এক পীর সাহেব বলেন যে এটা ঠিক নয়। আর বাকি ৮-১০ জন আলেম বলেন যে ঠিক। কাসীদাটি হলো, (হাজির নাজির শাহেদ কাসেম আয়া সিরাজুম মুনীর) এ কথা বলার কারণে পীর সাহেব দাঁড়িয়ে কিয়াম করেননি। মিলাদ শেষে বাকি আলেমরা তাঁর ওপর খুব রাগ করেন এবং তুমুল তর্ক-বিতর্ক হয়। একপর্যায়ে ওই আলেমরা পীর সাহেবকে কাফের, ওহাবী ও বেঈমান বলে আখ্যায়িত করেন। ওই পীর সাহেব মনে অনেক দুঃখ নিয়ে চলে যান। তাতে বহু পাবলিকও মনে কষ্ট পেয়েছে। অতএব অনুগ্রহপূর্বক নিচের প্রশ্নগুলোর ফায়সালা দিয়ে আমাদের উপকৃত করবেন।

প্রশ্ন :

১. নবীজি হাজির-নাজির হতে পারেন কি না?

২. হাজির-নাজির আক্বীদা পোষণ করা বা না করার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : মাহফিলে উক্ত বুজুর্গের সাথে অন্য আলেমদের যেসব আচরণ প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে তা খুবই দুঃখজনক। শরীয়তের কোনো মাসআলা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতে পারে। তবে তা হবে কোরআন-হাদীসের দলিল-প্রমাণভিত্তিক। এখানে প্রশ্নগুলোর উত্তর দলিলভিত্তিক দেওয়া হলো :

হাজির মানে বিরাজমান, উপস্থিত আর নাজির মানে দ্রষ্টা, যিনি দেখেন। ইসলামী আক্বীদা হলো যে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই সব কিছু দেখেন এবং সর্বত্র বিরাজমান। এ ধরনের গুণের মালিক আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারে না। কোনো নবী-রাসূলও এ ধরনের গুণের অধিকারী নন। ইসলামী আক্বীদার বিপরীত আক্বীদা পোষণ করা আল্লাহ পাকের সাথে শিরকের শামিল বিধায় কোনো মুসলমান রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আল্লাহ তা'আলার মতো হাজির-নাজির, অর্থাৎ সর্বদ্রষ্টা ও সর্বত্র বিরাজমান বলে আক্বীদা পোষণ করতে পারে না। (৯/১৭৭/২৫৪১)

📖 سنن النسائی (دار الحدیث) ٢/ ١٣٦ (١٢٨١) : عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام».

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی قاضیخان (قدیمی کتب خانہ) ۲۹٦/۱ : رجل تزوج امرأة بشهادة الله تعالى ورسوله كان باطلا لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشهود وكل نكاح يكون بشهادة الله وبعضهم جعلوا ذلك كفرا لأنه يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو كفر۔

📖 البزازية على هامش الهندية (مكتبة زكريا) ٣٢٦/٦ : قال علمائنا: من قال أرواح المشائخ حاضرة يكفر.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۳۴۸/۲ : خلاصہ یہ کہ خدا کے سوا کسی اور کے لئے چاہے نبی ہو یا ولی حاضر وناظر اور حاجت رواں ہونیکا عقیدہ بالکل غلط اور باطل ہے، اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے حاضر وناظر صرف خدا کی ذات ہے، مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں، ''حق سبحانہ وتعالی بر احوال جزئی وکلی او مطلع ست وحاضر وناظر! شرم باید کرد! یعنی خداوند قدوس بندوں کے تمام جزوی وکلی امور پر خبر دار اور مطلع اور حاضر وناظر ہیں، اس کے علاوہ کئی اور کے تصور سے ہمیں شرم کرنی چاہئے،'' مکتوب ع۔۷۸ ص۔ ۱۰۰ ج۔ ا... حضرت شاہ ہدایت اللہ نقشبندی جی پوریؒ فرماتے ہیں، خدا تعالی اپنی ذات وصفات اور افعال میں یکتا ہے، کوئی اس کی ذات وصفات اور اس کی افعال میں کسی قسم کی شرکت نہیں رکھتا، (معیار السلوک ص۔ ۷) اسی لئے حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ کے استاد سلطان العارفین حضرت قاضی حمید الدین ناگوری ''توشیح'' میں تحریر فرماتے ہیں کہ بعض اشخاص وہ ہیں جو اپنے حوائج اور مصیبت کے وقت اولیاء وانبیاء کو پکارتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی ارواح موجود ہیں ہماری پکار سنتی ہیں اور ہمارے ضروریات کو خوب جانتی ہیں، یہ بڑا شرک اور کھلی جہالت ہے۔

Scanned by CamScanner

অপরপক্ষের বক্তব্য হলো, আমাদের নবীর মর্যাদা সব কিছুর চেয়ে বেশি, এমনকি দ্বীনের চেয়েও বেশি। যেহেতু আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তা'আলা কিছুই সৃষ্টি করতেন না। উল্লিখিত দুটি মতের কোনটি সঠিক? দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মাসআলা দ্বীন বড় নাকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বড়–এ নিয়ে তর্ক-বিতর্ক উম্মতের জন্য কখনো উচিত নয়। এটা দ্বীনের এমন বিষয় নয়, যা জানা আবশ্যকীয়। তদুপরি দ্বীনের অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে, যা সর্বসাধারণের জ্ঞান পরিধির বাইরে হওয়ায় এ নিয়ে আলোচনাতে অনেক ক্ষেত্রে ঈমান হারানোর আশংকা প্রবল। তাই কোরআনে কারীমে এসব আলোচনার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) না হলে যেমন দ্বীন বোঝা অসম্ভব, তেমনি দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবীজির আগমনও আবশ্যক। অতএব উভয়টি বড়, কোনটিই ছোট নয়। (৯/৭৭৯/২৮৫৭)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ۱۷۸/۱ : وعنه عليه الصلوٰة والسلام القرآن احب الى الله تعالى من السماوات والارض ومن فيهن-

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ۱ / ۱۸۷ : قوله ومن فيهن ظاهره يعم النبي صلى الله عليه وسلم والمسئلة ذات خلاف والاحوط الوقف-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴ /۵۵۳: الجواب– فی الدر المختار قبيل باب المياه وعنه عليه الصلوٰة والسلام القرآن احب... ... اس روایت سے معلوم ہوا کہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں توقف بہتر ہے، میں کہتا ہوں کہ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ کوئی ضروریات دین سے نہیں ہے اور نص نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، قال الله تعالى "ولا تقف ما ليس لك به علم"، وقال الله تعالى "ان الظن لا يغنى من الحق شيئا"، حدیث میں متکلمین فی القدر پر غصہ فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارد ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے فضول امور میں کلام کرنا ممنوع ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۳۱/۱۰ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں تقابلی کا مسئلہ واقعۃً نازک ہے ہر شخص کے سمجھنے کا نہیں۔

Scanned by CamScanner

'নূরের নবী'-র ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : নূরুন নবী বা নূরের নবী বলে কী বোঝানো হয়? সকল নবী ও রাসূলগণ কি নূরের নবী, নাকি শুধুমাত্র শেষ নবীই নূরের নবী? দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : নুরুন্নবী অর্থ নবীগণের ওহীপ্রাপ্ত শিক্ষার আলো, যে আলো ছাড়া আল্লাহর প্রেরিত কিতাব মানুষের বোঝা সম্ভব নয়। এই অর্থে সকল নবী ও রাসূলগণকে নূরের নবী বলা হয়ে থাকে। (৮/৬৮১/২২২৪)

📖 سورة المائدة الآية ١٥ : ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

📖 سورة الانعام الآية ١٢٢ : ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পেশাব-পায়খানা পাক নাকি নাপাক

প্রশ্ন : শেষ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-র পায়খানা-পেশাব পবিত্র এবং তা ভক্ষণ ও পান করা হয়েছে? এ ব্যাপারে সঠিক আক্বীদা কী? দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-র পেশাব-পায়খানা পবিত্র কি না, এ ব্যাপারে বিভিন্ন ধরনের মতামত কিতাবে উল্লেখ আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশাব পান করার ঘটনা হাদীসের কিতাবে উল্লেখ আছে, তবে পায়খানা ভক্ষণের কোনো ঘটনা হাদীস শরীফে পাওয়া যায় না। (৮/৬৮১/২২২৪)

📖 رد المحتار (سعيد كمپنى) ٣١٨/١ : صحح بعض الائمة الشافعية طهارة بول النبى صلى الله عليه وسلم وسائر فضلاته وبه قال ابو حنيفة رحـ كما نقله فى المواهب اللدنيةعن شرح البخارى للعينيؒ وصرح به البيرى فى شرح الاشباه وقال الحافظ ابن حجر تظافرت الادلة على ذلك وعد الأئمة ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ونقل بعضهم عن شرح المشكاة لملا على القارىؒ انه قال اختاره كثير من اصحابنا واطال فى تحقيقه فى شرحه على الشمائل فى باب ماجاء فى تعطره عليه الصلاة و السلام-

Scanned by CamScanner

📖 شرح الزرقانى على المواهب اللدنية (دار المعرفة) ٢٣٣/٤ : وحديث شرب المرأة البول صحيح يعنى ام ايمن -

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন না

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একজন মুফতী সাহেব বলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সার্বিকভাবে গায়েব জানেন এবং সর্বত্র হাজির-নাজির। তিনি মিলাদে কিয়াম করেন, অন্যান্য বিদ'আতী কার্যকলাপে লিপ্ত। এখন আমার প্রশ্ন হলো যে ওই মুফতী সাহেবকে কাফের বলা যাবে কি না? যদি কাফের না হয়ে থাকেন তাহলে "শরহে ফিক্বহে আকবার"-এর এই এবারতের কী অর্থ?

ثم اعلم ان الانبياء لم يعلموا المغيبات من الاشياء الا ما أعلمهم الله تعالى احيانا وذكر الخليفة تصريحًا بالتكفير باعتقاد أن النبى صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى : قل لا يعلم من فى السماوات والارض الغيب الا الله - شرح الفقه الاكبر صـ ١٧٥

উত্তর : সার্বিকভাবে ইলমে গায়েব এবং সর্বত্র হাজির-নাজির হওয়া আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য ও গুণ, যা আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টির মধ্যে আর কারো জন্য হতে পারে না। এমনকি স্বয়ং নবী কারীমও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ধরনের গুণে গুণান্বিত ছিলেন না। যদিও নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আল্লাহ প্রদত্ত ইলম ও জ্ঞান সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবার ঊর্ধ্বে। তাই আলেমুল গায়েব ও সর্বত্র হাজির-নাজির একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। এই আক্বীদা পোষণ করা মুসলমান হওয়ার পূর্বশর্ত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য এমনকি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-র ব্যাপারে সরাসরি আলেমুল গায়েব ও সর্বত্র হাজির-নাজিরের আক্বীদা পোষণকারী মুসলমান হতে পারে না। এ ধরনের আক্বীদা সম্পূর্ণভাবে ইসলামী আক্বীদার পরিপন্থী। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য দলিল-প্রমাণ এ ব্যাপারে বিদ্যমান রয়েছে। (১০/৫১৯/৩২০৩)

📖 شرح الفقه الاكبر (مكتبه رحمانيه) صـ ١٥١ : وبالجملة فالعلم بالغيب أمر تفرد به سبحانه ولا سبيل للعباد اليه الا باعلام منه والهام بطريق المعجزة او الكرامة او الارشاد الى الاستدلال بالامارات فيما يمكن فيه ذلك، ولهذا ذكر فى الفتاوى ان قول القائل عند روية هالة القمر اى دائرته يكون مطرا مدعيا علم الغيب لا بعلامة كفر... ... ثم اعلم ان الانبياء عليهم الصلاة

Scanned by CamScanner

والسلام لم يعلموا المغيبات من الاشياء إلا ما علمهم الله تعالى
احيانا وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبى عليه
الصلاة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى قل لا يعلم من
فى السمٰوات والأرض الغيب الا الله۔

📖 أحكام القرآن للتهانوى (إدارة القرآن) ٤٤/٣ : "قل لا يعلم من فى
السمٰوات والارض الغيب الا الله"
دلت الآية على اختصاصه عزوجل بعلم الغيب ونفيه عمن سواه
كائنا من كان وهى مسئلة إجماعية صدعت بها نصوص الكتاب
والسنة واجمعت عليها الامة واتفقت عليهاالمذاهب الاربعة
وسائر فقهاء الأمصار.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریہ) ص ٦١ : علم غیب میں تمام علماء کا عقیدہ اور مذہب یہ ہے کہ
سوائے حق تعالی کے اس کو کوئی نہیں جانتا ہے، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها
الا هو"... ... پس اثبات علم غیب غیر حق تعالی کو شرک صریح ہے، مگر ہاں جو بات کہ
حق تعالی اپنے کسی مقبول کو بذریعہ وحی یا کشف بتادیوے وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے، اور
پھر وہ مقبول کسی کو خبر دیوے تو اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، جیسا علم جنت اور دوزخ اور
رضاء وغیرہ کا حق تعالی نے انبیاء علیہم السلام کو بتلادیا اور پھر انہوں نے امت کو خبر دی۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲۰۸/۱ : البتہ اگر کوئی بریلوی بالکل نصوص صریحہ کے خلاف
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس قسم کا علم متناہی جو صفت خداوندی ہے ثابت
کرے تو وہ کافر اور مشرک ہوگا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲۰/۱۰ : علم غیب کلی طریق پر کہ کوئی ذرہ مخفی نہ رہے بلکہ ہر
شئ ہر وقت سامنے ہو ذات باری تعالی کے ساتھ مخصوص ہے، ہر جگہ حاضر وناظر اور ہر
شئ سے باخبر ہونا اسی کی صفت خاصہ ہے کوئی ولی یا نبی یا فرشتہ اس صفت میں شریک نہیں
لہذا کسی اور کو اس صفت میں شریک اعتقاد رکھنا شرک ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ
ذات وصفات باری تعالی کا علم تمام مخلوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے
زیادہ عطا ہوا ہے انبیاء کرام کو اللہ تبارک وتعالی کبھی کبھی بعض اشیاء مغیبہ کا علم وحی کے
ذریعہ سے عطا فرمادیتے ہیں مگر وہ جزئی ہے کلی نہیں۔

Scanned by CamScanner

কোরআন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মধ্যে কোনটি উত্তম?

প্রশ্ন : কোরআন উত্তম নাকি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)? কোরআন-হাদীসের ভিত্তিতে জানতে চাই।

উত্তর : কোরআন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয়ই উত্তম হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে উভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম শরীয়তের পক্ষ থেকে তা নির্ণয় করার কোনো আদেশ নেই। এ ধরনের প্রশ্নে উপকারের আশা নেই, বরং ক্ষতির আশংকা প্রবল। এ বিষয়ে গবেষণা অহেতুক ও অনর্থক কাজ, তাই এটি বর্জনীয়। (১০/৬৭৫/৩২৭৪)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۵۵۳/۴ : الجواب- فی الدر المختار قبیل باب المیاہ وعنہ علیہ الصلوٰۃ والسلام القرآن احب الی اللہ تعالی من السماوات والارض ومن فیہن وفی رد المحتار قولہ (ومن فیہن) ظاہرہ یعم النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمسئلۃ ذات خلاف والاحوط الوقف اس روایت سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس میں توقف بہتر ہے، میں کہتا ہوں کہ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ مسئلہ کوئی ضروریات دین سے نہیں ہے، اور نص نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ، قال اللہ تعالی "ولا تقف ما لیس لك بہ علم"، وقال اللہ تعالی "ان الظن لا یغنی من الحق شیئا"، حدیث میں متکلمین فی القدر پر غصہ فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارد ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے فضول امور میں کلام کرنا ممنوع ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۳۱/۱۰ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک میں تقابل کا مسئلہ واقعۃ نازک ہے ہر شخص کے سمجھنے کا نہیں۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আলোচনা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবে

প্রশ্ন : বড় বড় নবীগণ যেমন হযরত আদম (আঃ), হযরত শীস (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইদ্রিস (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), হযরত ইয়াকুব (আঃ), হযরত ইউসুফ (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত

Scanned by CamScanner

সুলাইমান (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) প্রমুখ নবীগণ কর্তৃক এবং তাঁদের ওপর নাযিলকৃত বড় বড় আসমানী কিতাব যেমন : তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল এবং অন্য সহীফাগুলোতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সুসংবাদ কিভাবে দেওয়া হয়েছিল তা হুবহু পৃথক পৃথকভাবে উল্লেখ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আগমনের সুসংবাদ হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকলেই বিভিন্নভাবে দিয়ে গেছেন। পূর্বের সকল কিতাব ও সহীফাগুলোতে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে। বিবরণগুলো এ স্বল্প পরিসরে পেশ করা সম্ভব নয়। (১০/৬৯৮/৩২৮০)

📖 انظر : سورة الاعراف - الآية : ١٥٧ ، سورة الحجرات – الآية : ٢٩،
سورة الصف – الآية : ٦ ، دلائل النبوة للبيهقى ٢ / ٥٦

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٨٠/٤

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নামকরণ

প্রশ্ন : কোরআন শরীফে সূরা ছফ-এ আছে "স্মরণ করো যখন মরিয়াম পুত্র ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের আমি সত্যায়নকারী এবং আমি একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন তাঁর নাম আহমদ।"

১. আমরা জানি, বড় চারটি কিতাবের মধ্যে প্রথমে তাওরাত, তারপর যাবুর, তারপর ইঞ্জীল এবং সর্বশেষ কোরআন শরীফ নাজিল হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর ওপর ইঞ্জীল কিতাব নাযিল হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) তাঁর ঠিক পূর্ববর্তী কিতাব তাওরাতের কথা বললেন, যাবুর কিতাবের কথা উল্লেখ করলেন না কেন?

   বর্তমান দুনিয়াতেও দেখা যায় এবং হযরত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলেও তাওরাতের অনুসারীদের ইহুদি এবং ইঞ্জীলের অনুসারীদের নাসারা বা খ্রিস্টান বলা হতো। অথচ যাবুর কিতাব একটি বড় কিতাব হওয়া সত্ত্বেও তাওরাত ও ইঞ্জীলের মতো এর কোনো আলোচনা হতো না। যাবুর কিতাবের অনুসারী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলে ছিল কি না? এবং বর্তমানেও আছে কি না? থাকলে তারা কী নামে পরিচিত? তাওরাত ও ইঞ্জীলের মতো বর্তমানে যাবুর কিতাবের কোনো অস্তিত্ব আছে কি না? না থাকলে কেন নেই?

Scanned by CamScanner

২. উপরোক্ত আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ) আমাদের প্রিয় নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নাম আহমদ বলে উল্লেখ করেছেন। অথচ তাঁর প্রসিদ্ধ নাম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যা আল্লাহ পাকের আরশে এবং বেহেশতের দরজায় লিখিত রয়েছে বলে ফাজায়েলে যিকির নামক কিতাবে উল্লেখ আছে। এমতাবস্থায় আমাদের নবী (সা.)-র ঠিক পূর্ববর্তী নবী ঈসা (আঃ) তাঁর নাম মুহাম্মদ না বলে আহমদ কেন বললেন? যার ফলে সাধারণ লোকজন আখেরী নবীর নাম সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

উত্তর : মানব জ্ঞানের পরিধি সীমিত। সীমিত জ্ঞানে অসীম ইলমকে বোঝা অসম্ভব। মহান আল্লাহ পাকের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে বিবিধ হিকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে। মানবের সীমিত জ্ঞানে সব হিকমত ও রহস্য বোঝা যেমন অসম্ভব, তার চেষ্টাও নিষ্ফল। তা সত্ত্বেও মনে-প্রাণে মাথা পেতে তার প্রতিটি হুকুম-আহকাম মেনে নেওয়াই ঈমানের একান্ত দাবি।

আল্লাহ পাকের অফুরন্ত হিকমত বুঝে না আসার কারণে তাঁর কৃতকর্মে কোনোরূপ প্রশ্ন করার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। বরং ঈমান হারানোর আশংকা প্রবল। তাই উলামায়ে কিরাম অহেতুক প্রশ্ন থেকে যা ঈমান-আমলের সাথে সম্পৃক্ত নয় নিষেধ করেছেন। তবে প্রশ্নকারীর শান্তনার জন্য এটুকু বলা যায় :

১. বড় চারটি কিতাবের মধ্যে যাবুর ব্যতিক্রম। এর মধ্যে কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। ছিল শুধু নসীহতের কথা ও আল্লাহ পাকের হামদ সানা। এ জন্য স্বয়ং হযরত দাউদ (আঃ)ও তাওরাতের বিধিনিষেধের অনুসারী ছিলেন। এ হিসেবে হযরত ঈসা (আঃ)-এর পূর্বে অনুসরণীয় কিতাব একটাই তা হলো–তাওরাত । এ কারণেই তিনি শুধুমাত্র তাওরাতের উল্লেখ করেছেন। যেহেতু যাবুরের নিজস্ব কোনো অনুসরণীয় বিধান নেই, তাই তার স্বতন্ত্র অনুসারী ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। তবে দাউদ (আঃ)-এর অনুসারী বলে কিছু লোকের অস্তিত্বের কথা কিতাবে পাওয়া যায়, যারা বাগদাদের উত্তরে বাস করে, আর 'মাযামীর' নামক যাবুরের অনুবাদ গ্রন্থ বলে জানা যায়।

২. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক নাম থাকলেও ইঞ্জীল কিতাবে আহমদ নামটির উল্লেখ রয়েছে তাই ঈসা (আঃ) এ নামটির উল্লেখ করেছেন। এ কারণে নামের ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। (১০/৮৩৭/৩২৮১)

📖 تفسير القرطبي (احياء التراث) ١٨/٥٥ : لأن في التوراة صفتي واني لم أتكلم بشئ يخالف التوراة.

Scanned by CamScanner

📖 تفسير السمرقندى (دار الفكر) ٤٤٣/٣ : يعنى اقرأ عليكم الإنجيل موافقا للتوراة فى التوحيد وفى بعض الشرائع.

📖 تفسير فتح البيان (دار الكتب العلمية) ١٨٤/٢ : الزبور بالفتح كتاب داود قال القرطبي وهو مأة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام وانما هى حكم ومواعظ.

📖 دائرة المعارف الإسلامية (دار الفكر) ١٢٣/٩ : وما زالت فى كردستان فرقة قليلة العدد من اتباع داود (الداودية) وهم يعيشون فى ناحية كرند الجبلية بالقرب من خانقين وفى مندلة شمالى بغداد ويعد داود فى رأيهم أعظم الأنبياء شانا-

📖 فيه أيضا ١٠ / ٣٣٦ (مادة : زبور) : كتاب المزامير ترجمة الزبور على خلاف الترجمات التى جاءت فى أهل الألسنة المختلفة ... ... منها كاروب (karrwp) وشيخو-

শয়তানের উর্ধ্বে গমন এবং পূর্ববর্তী আসামানী কিতাবসমূহ

প্রশ্ন : কোরআন শরীফে সূরা জিন এবং কোনো কোনো সূরায় উল্লেখ আছে যে শয়তানরা আকাশের খবর চুরি করার জন্য আকাশে যায়, তখন তাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কা নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নবুওয়াত লাভের পর বিশেষ করে ওহীর হেফাজতের উদ্দেশ্য এ ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। তা ছাড়া ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার আগে-পিছে হেফাজতকারী ফেরেশতা থাকত এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথেও নাকি ওহী হেফাজতকারী ফেরেশতা থাকত। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমিই এই উপদেশ গ্রন্থ কোরআন শরীফ নাজিল করেছি এবং আমিই এর হেফাজত করব।"

কোরআন শরীফের বর্ণনা থেকে বাহ্যত বোঝা যায়, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের পূর্বে শয়তানরা আকাশে গিয়ে ফেরেশতাদের আলোচনা থেকে খবর চুরি করে পৃথিবীতে এসে সত্য-মিথ্যা মিলিয়ে ওই সমস্ত খবর জ্যোতির্বিদদের কাছে পৌঁছাত। তখন শয়তানদের আকাশের খবর চুরি করার ব্যাপারে কড়াকড়ি ছিল না। আমরা যতদূর জানি আগের যামানার আসমানী কিতাবগুলো যেমন : তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল বর্তমানে অনেক পরিবর্তিত হয়ে বিকৃত হয়ে গেছে।

Scanned by CamScanner

এখন আমার প্রশ্ন হলো, তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল এবং অন্য ছোট ছোট সহীফাগুলো যেগুলো আগের যামানার নবীদের প্রতি আল্লাহ পাক নাজিল করেছিলেন কোরআন শরীফের মতো সেগুলো হেফাজতের (অবিকৃত রাখার) ব্যবস্থা গ্রহণ না করার কারণ কী? এবং আগের যামানার শয়তানদের আকাশের খবর চুরি করার ব্যাপারে কেন বাধা প্রদান করা হতো না? আগের যামানায় আসমানী কিতাবগুলো সহীহ না থাকার ফলে এবং আগের যামানার শয়তানদের আসমানের খবর চুরি করে জ্যোতির্বিদদের কাছে পৌঁছানোর ধারা অব্যাহত থাকায় আগের যামানার লোকদের দ্বীন ঈমান নষ্ট হয়েছিল কি না এবং নষ্ট হয়ে থাকলে আগের যামানার লোকদের দ্বীন ঈমান হেফাজতের কী ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছিলেন ইত্যাদি বিষয়গুলো কোরআন-হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা করে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

উত্তর : মানব জ্ঞানের পরিধি সীমিত। সীমিত জ্ঞানে অসীম ইলমকে বোঝা অসম্ভব। মহান আল্লাহ পাকের প্রতিটি কর্মকান্ডে বিবিধ হিকমত ও রহস্য নিহিত রয়েছে। মানবের সীমিত জ্ঞানে সব হিকমত ও রহস্য বোঝা যেমন অসম্ভব, তার চেষ্টাও নিষ্ফল। তা সত্ত্বেও মনে-প্রাণে মাথা পেতে তার প্রতিটি হুকুম-আহকাম মেনে নেওয়াই ঈমানের একান্ত দাবি।

আল্লাহ পাকের অফুরন্ত হিকমত বুঝে না আসার কারণে তাঁর কৃতকর্মে কোনোরূপ প্রশ্ন করার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। বরং ঈমান হারানোর আশংকা প্রবল। তাই উলামায়ে কেরাম অহেতুক প্রশ্ন থেকে যা ঈমান-আমলের সাথে সম্পৃক্ত নয় নিষেধ করেছেন।

তবে প্রশ্নকারীর শান্তনার জন্য এ কথা বলা যায় যে পূর্বেকার কিতাবগুলোর হেফাজতের ব্যবস্থা আল্লাহ পাক আম্বিয়া (আঃ)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই যুগে যুগে যখনই প্রয়োজন নবী-রাসূল প্রেরণ করে বিকৃত ধর্মকে সহীহ করে দিয়েছেন। কিন্তু সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোনো নবীর আবির্ভাব নবী হিসেবে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিধায় কোরআন পাকের হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ পাক নিজে নিয়েছেন এবং শয়তান ও জিনদের প্রতারণার রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছেন।

কোরআনে কারীমের হিফাজতের দায়িত্ব আল্লাহর কাছে থাকা সত্ত্বেও যে মুসলমান ঈমান আমল নষ্ট হওয়ার পথে পরিচালিত হচ্ছে, তা বড়ই পরিতাপের বিষয়। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে হিদায়াত দান করুন। আমীন... (১০/৮৩০/৩২৭৭)

📖 تفسير روح المعانى (دار الحديث) ٣٠٤/٧ : ولم يحفظ سبحانه كتابا من الكتب كذلك بل استحفظها جل وعلا الربانيين

Scanned by CamScanner

والاحبار فوقع فيها ما وقع وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل محفوظا اولا واخرا۔

📖 أضواء البيان (دار الفكر) سورة المائدة ١ / ٤٠٥ : فالجواب أن الله استحفظهم التوراة واستودعهم إياها، فخانوا الامانة ولم يحفظوها، بل ضيعوها عمدا والقرآن العظيم لم يكل الله حفظه الى احد حتى يمكنه تضييعه، بل تولى حفظه جل وعلا بنفسه الكريمة المقدسة، كما أوضحه بقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون۔

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) سورۃ حجر ۲۸۳/۵ : ... ... یحی بن اکثم نے پوچھا قرآن کی کونسی آیت میں ؟ تو فرمایا کہ قرآن عظیم نے جہاں تورات وانجیل کا ذکر کیا ہے اس میں تو فرمایا بما استحفظوا من کتاب اللہ یعنی یھودی ونصاری کو کتاب اللہ تورات وانجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے یہی وجہ ہوگئی کہ جب یہود ونصاری نے فریضۂ حفاظت ادانہ کیاتو یہ کتابیں مسخ ومحرف ہوکر ضائع ہوگئیں۔

📖 فتاوی حقانیہ (دار العلوم حقانیہ) ۳۳۶/۱ : اس کی تفصیل بخاری شریف میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جنات اور شیاطین آسمانی دنیا تک پہونچ کر خفیہ ٹھکانوں پر بیٹھ جاتے تاکہ فرشتوں کی آپس میں گفتگو سن کر اسے کاہنوں اور نجومیوں تک پہنچادے، اس میں سنی ہوئی کوئی بات تو درست ہوتی تھیں اور سو باتیں جھوٹ اور من گڑھت ہوتی تھی، جس کالوگوں میں مشہور ہوجانے پر اس وقت کے مذہب حق پر اثر پڑتا، اس کے بعد دوسرے نبی آجاتے اور وہ اس جھوٹ اور حق سے مخلوط باطل کو جدا کردیتے۔

হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ও মৃত্যুতে বিশ্বাসী কাফের

প্রশ্ন : আব্দুল্লাহ নামক এক ব্যক্তি একটি পুস্তক লিখেছে, সে তাতে উল্লেখ করেছে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পিতা ছিল এবং তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁকে আসমানে উঠানো হয়নি, সুতরাং পুনরাগমনের কোনো প্রশ্নই নেই। প্রশ্ন হলো, এ আক্বীদা পোষণকারী কাফের হবে কি না? এ রকম ব্যক্তির সাথে বিবাহশাদী বৈধ হবে? যদি বিবাহিত হয় তাহলে কি তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে? তার জানাযা পড়া এবং মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে দাফন করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যে ব্যক্তি প্রশ্নে বর্ণিত উক্তিগুলো লিখেছে সে মুসলমান হতে পারে না। তাই কোনো মুসলমান এ ধরনের লেখক বা এ ধরনের আক্বীদা পোষণকারীদের সাথে কোনো প্রকারের ইসলামী সম্পর্ক রাখতে পারে না। (২/১৪৮)

📖سورة النساء الآية ١٥٧ ، ١٥٨ : ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ○ بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾

📖سورة آل عمران الآية ٥٩ : ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

📖تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ١ / ٣٧٥ : {إن مثل عيسى عند الله} في قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب {كمثل آدم} فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم.

📖فيه أيضا ٣/ ١٢١ : {قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا} أي: فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام؟ أي: على أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج.

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٤٥٠ (٣٤٤٨) : عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب، سمع أبا هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها» ، ثم يقول أبو هريرة: " واقرءوا إن شئتم: {وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا}.

ঈসা (আঃ) উম্মত হয়ে অবতরণ করবেন

প্রশ্ন : আমাদের মাঝে একটি কথা প্রচলিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর কাছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মত হয়ে আসার জন্য আরজ করেছিলেন। জানার বিষয় হলো, এ কথা কি ঠিক? ঠিক না হলে ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে এরূপ কাহিনী কেন বর্ণনা করা হয়?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হযরত ঈসা (আঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর উম্মতের মান ও গুণ জেনে আল্লাহর দরবারে আখেরী নবীর উম্মত হওয়ার জন্য দু'আ করেছিলেন, আল্লাহ পাক এ দু'আ কবুল করেছেন- এ কথা নির্ভরযোগ্য কিতাবে রয়েছে, এটা ভিত্তিহীন কাহিনী নয়। তাই তিনি নবী হিসেবে নয়, উম্মত হিসেবে দুনিয়াতে আসবেন। (১০/৭৫৩)

📖 فتح البارى (دارالريان) ٦/ ٥٦٨ : قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء الرد على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه فبين الله تعالى كذبهم وأنه الذي يقتلهم أو نزوله لدنو أجله ليدفن في الأرض إذ ليس لمخلوق من التراب أن يموت في غيرها وقيل إنه دعا الله لما رأى صفة محمد وأمته أن يجعله منهم فاستجاب الله دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجددا لأمر الإسلام -

📖 تفسير روح البيان (دار الفكر) ٤١/٢ : قيل: سينزل عيسى عليه السلام من السماء على عهد الدجال حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية فيفيض المال .... ثم يموت هو بعد ما يعيش اربعين سنة من نزوله فيصلى عليه المسلمون لانه سأل ربه ان يجعل من هذه الامة فاستجاب الله تعالى دعاءه-

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কবরে জীবিত আছেন। এ ধরনের আক্বীদার মূলে শরয়ী কোনো ভিত্তি আছে কি না?

উত্তর : নবী (করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ কবর মুবারকে স্বশরীরে জীবিত আছেন। এ জীবনকে বরযখী জীবন বলা হয়। নবীজির এ বরযখী জীবনের রূপ স্বতন্ত্র ও দুনিয়ার জীবন সাদৃশ্য। (৬/৪১৯/১২৮৫)

📖 مسند ابى يعلى (دار المأمون للتراث) ٦ / ١٤٧ (٣٤٢٥) : عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون».

Scanned by CamScanner

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢١٨ (١٥٨٣) : عن ابی هريرةؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا أبلغته.

📖 إعلاء السنن (ادارة القرآن) ١٠/٤٩٤ : أنه صلى الله عليه وعلى اٰله وسلم حى فى قبره بعد موته كما فى حديث «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون» وقد صححه البيهقى وألف فى ذلك جزأ. قال الأستاذ أبو منصور البغدادى : قال المتكلمون المحققون من أصحابنا : إن نبينا صلى الله عليه وسلم حى بعد وفاته -

📖 سيرة المصطفى (اسلامک اکیڈمی) ٣ / ١٢١۴ : تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اور عبادت میں مشغول ہیں اور حضرات انبیاء کرام کی یہ برزخی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلاشبہ یہ حیات حسی اور جسمانی ہے اس لئے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عامۂ مؤمنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے۔

সকল নবীগণের (আঃ) উম্মত ছিল

প্রশ্ন : দুনিয়াতে এমন কোনো নবী আগমন করেছিলেন কি না, যিনি সারা জীবন দাওয়াতের মেহনত করে একজন উম্মতও তৈরি করতে পারেননি। যদি আগমন করে থাকেন তবে তাঁর নাম কী?

উত্তর : এ ধরনের কোনো নবীর আগমন হয়নি। (৮/১৮৮/২০২৫)

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ٣/ ٦٦ (١٩٦) : قال أنس بن مالكؓ : قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد» -

📖 المستدرك على الصحيحين (قديمى كتب خانه) ١ / ٣٢٨ (٨٢٢): عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله

Scanned by CamScanner

عليه وسلم: «لم يمت نبي حتى يؤمه رجل من قومه» . «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد اتفقا جميعا على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه».

৯০ হাজার কালাম

প্রশ্ন : ইসলামে সর্বমোট ৯০ হাজার কালাম আছে। এর মধ্যে ৩০ হাজার জাহেরী ও ৬০ হাজার বাতেনী। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি আছে কি না?

উত্তর : এ ধরনের কথা ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। (৬/৪১৬/১২৬২)

হাশরে নবীগণ (আঃ) কী অবস্থায় উঠবেন

প্রশ্ন : আমরা জানি, হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে। এখন প্রশ্ন হলো, নবীগণ বিশেষ করে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কী অবস্থায় উঠবেন?

উত্তর : হাশরের ময়দানে সব মানুষের উপস্থিতি বস্ত্রহীন অবস্থায় হবে বলে স্পষ্ট হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। সর্বপ্রথম ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, অতঃপর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এরপর অন্য নবীদেরকে পোশাক পরানো হবে বলেও হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। (৭/৭০৯/১৮৭৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٤١٧ (٣٣٤٩) : عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: {كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين}، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ

Scanned by CamScanner

فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح ": {وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني} – إلى قوله – {العزيز الحكيم}.

📖 عمدة القارى (احياء التراث) ١٥/٢٤٢ : "واول من يكسى يوم القيامة ابراهيم فيه منقبة ظاهرة له وفضيلة عظيمة وخصوصية كما خص موسى عليه الصلاة والسلام بانه صلى الله عليه وسلم يجده متعلقا بساق العرش مع ان سيد الامة اول من تنشق عنه الارض ولا يلزم من هذا ان يكون افضل منه بل هو افضل من فى القيا مة ولا يلزم من اختصاص الشخص بفضيلته كونه افضل مطلقا اوالمراد غير المتكلم بذلك لان قوما من اهل الاصول ذكروا ان المتكلم لا يدخل تحت عموم خطابه، وروى ابن المبارك فى رقائقه من حديث عبد الله بن الحارث عن على رضى الله تعالى عنه اول من يكسى خليل الله قبطتين ثم يكسى محمد حلة حبرة عن يمين العرش، وفى منهاج الحليمى من حديث عباد بن كثير عن ابى الزبير عن جابر رض اول من يكسى من حلل الجنة ابراهيم ثم محمد ثم النبيون-

শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব কি নবী ছিলেন?

প্রশ্ন : হুজুর! ১৯ মে ২০০৪ ইং এক ইসলামী অনুষ্ঠানে জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব নবীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। এখন প্রশ্ন হলো, শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব নবীদের অন্তর্ভুক্ত কি না? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : শরয়ী দলিল-প্রমাণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে নবী স্বীকৃতি দেওয়ার অবকাশ নেই বিধায় শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধদেব সম্পর্কে নবী বলে বিশ্বাস স্থাপন করা সহীহ হবে না। কোনো মুসলমানের জন্য অনুমানের ওপর এ ধরনের কথাবার্তা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ। (১০/৪৯২/৩১৬০)

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ٥/٣٧٣- ٣٧٤ : سوال—زيد كهتا ہے كہ رام چھمن ہو سكتا ہے كہ اپنے زمانہ ميں پيغمبر ہوں.... ...يہ بات كہاں تک صحيح ہے.... ...؟

الجواب-جب تک دليل شرعى سے ثبوت نہ ہو كسى كى پيغمبرى كا يقين كرنا درست نہيں-

Scanned by CamScanner

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ফজীলত ও হাশরে তাঁর সুপারিশ

প্রশ্ন :

১. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদা ও সম্মান সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে বেশি।

২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিন, ফেরেশতা, মানুষ, জিন, বেহেশত দোযখ, আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম এবং অন্যান্য যত রকমের সৃষ্টি আছে কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

৩. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমস্ত ফেরেশতা, জিন, মানুষ এবং অন্য সমস্ত সৃষ্টির নবী।

৪. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীর মোবারকের সাথে কবর শরীফের যে অংশটুকু লেগে আছে তার সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ পাকের নিকট কা'বা শরীফ এবং আরশের চেয়েও বেশি।

৫. মে'রাজের রাতে নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলে দিলেন জুতাসহ আরশে আসার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জুতার ধুলা লেগে যেন আল্লাহর আরশ ধন্য হয়।

৬. মে'রাজের রাতে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি দেখেছিলেন এবং কথাবার্তা বলেছিলেন।

৭. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওসীলা দিয়ে দু'আ করলে দু'আ কবুল হয়।

৮. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রওজা মোবারকে জিন্দা আছেন। রওজা মোবারকের কাছে দাঁড়িয়ে আল্লাহ পাকের কাছে গোনাহ মাফ চাইলে এবং নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করার জন্য বললে আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির গোনাহ মাফ করে দেন।

৯. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ ছাড়া আদি-অন্ত কেউই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। বেহেশতে যাওয়ার জন্য নেককার লোকদেরও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশের প্রয়োজন হবে কি না?

১০. দুনিয়াতে মানুষের চেয়ে জিনদের সংখ্যা অনেক বেশি, মানুষের উক্ত সংখ্যার মধ্যে ইয়াজুজ মাজুজ শামিল আছে কি না? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মোট কতবার জিনদের কাছে দাওয়াত পৌছিয়েছিলেন এবং তারা দাওয়াত কবুল করেছিল কি না? জিনদের মাধ্যমে ইয়াজুজ মাজুজের কাছে দাওয়াত পৌছানো যেতে পারে কি না? কোনো জিন মানুষের হেদায়াতকারী হতে পারে কি না?

Scanned by CamScanner

১১. হাশরের মাঠে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ দ্বারা সমগ্র মানব উপকৃত হবে। এতে কাফেরদের কোনো লাভ হবে কি না?

১২. নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়তে মিলাদ শরীফে ক্বিয়াম অর্থাৎ ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা এবং ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা বলার সময় দাঁড়িয়ে সালাম বলা জায়েয আছে কি না?

১৩. সমস্ত নবী এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতেও 'দ্বীন' আল্লাহ পাকের কাছে বেশি প্রিয়। কারণ একমাত্র দ্বীনের জন্যই সমস্ত নবীকে কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কথাটি সঠিক কি না?

১৪. দ্বীনের জন্য সমস্ত নবীকে যে পরিমাণ কষ্ট দেওয়া হয়েছে নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর চেয়েও বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছে। কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর :

১. সত্য।

📖 جامع للترمذى (دارالحديث) ٥/ ٤٠٥ (٣٦١٦) : عن ابن عباس ؓ، قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم، فقال بعضهم: عجبا إن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا، اتخذ إبراهيم خليلا، وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما، وقال آخر: فعيسى كلمة الله وروحه، وقال آخر: آدم اصطفاه الله. فخرج عليهم فسلم وقال: «قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك،وموسى نجي الله وهو كذلك، وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر».

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد كمپنى) ١/ ٥٢٧ : أجمعت الأمة على أن الانبياء أفضل الخليقة وأن نبينا عليه الصلاة والسلام وسلم أفضلهم.

২. হ্যাঁ, এ ধরনের কথা কিতাবে পাওয়া যায়।

📖 سورةالأنبياء الآية ١٠٧ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

📖 الموضوعات الكبرى (مطبع مجتبائى) صـ ٥٩ : حديث 'لولاك لما خلقت الافلاك' قال الصغانى: انه موضوع كذا فى الخلاصة، لكن معناه صحيح.

📖 فتاوى محموديه (اداره صديق) ٤/ ٨٤ : لولاك لما خلقت الافلاك، لولاك لما خلقت الدنيا۔ ان دونوں میں سے کس کے الفاظ صحیح ہیں؟

الجواب- ... ...اس سے معلوم ہوا کہ اس کے الفاظ موضوع ہیں مگر معنی صحیح ہیں۔

৩. সত্য।

📖 سورةالأنبياء الآية ١٠٧ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ٧ (٥٢٣) : عن ابى هريرة رض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست ... وأرسلت الى الخلق كافة -

📖 العقيدة الطحاوية (نادية القرآن) صـ ٥٣ : وهو المبعوث الى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى.

৪. সত্য।

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد كمپنى) ٢ / ٦٢٦ : لا حرم للمدينة عندنا، ومكة افضل منها على الراجح الا ما ضم أعضاءه عليه الصلاة والسلام فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسى -

وفى الشامية: قال فى اللباب ... فما ضم أعضاءه الشريفة فهو افضل بقاع الأرض بالإجماع -

Scanned by CamScanner

৫. কিছু কিতাবে উল্লেখ থাকলেও বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নয়।

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۹۴/۱ : نعلین شریفین کے متعلق یہ بات کہ حضرت حق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعلین سمیت عرش پر بلایا بعض سیر وتفاسیر میں مذکور ہے، واعظ اسے دیکھ کر بیان کردیتے ہیں، مگر سند اور صحت کی لحاظ سے ہمیں اس کی کوئی پختہ سند نہیں ملی۔

৬. দেখার ব্যাপারে বর্ণনার ভিন্নতা থাকলেও কথাবার্তা হওয়া প্রমাণিত।

📖 تفسير الخازن (دار الكتب العلمية) ٤/ ٢٠٦ : عن ابن عباس رض انه رآه بعينه ... ... ووقفه بعض مشايخنا -

📖 فتح البارى (دار الريان) ٧/ ٢٥٩ : واختلف السلف هل رأى ربه في تلك الليلة أم لا على قولين مشهورين وأنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها وطائفة وأثبتها ابن عباس وطائفة-

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۹۴/۱ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیلۃ المعراج میں اللہ تعالی کی رؤیت بغیر حجاب سے مشرف ہونا ثابت ہے۔ اگرچہ کلام بغیر حجاب کا صراحۃ ثبوت نہیں ہے۔

৭. সত্য।

📖 جامع الترمذى (دارالحديث) ٥/ ٣٨٨ (٣٥٧٨) : عن عثمان بن حنيف، أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني قال: «إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك» . قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللَّهُمَّ فشفعه في» -

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۱/ ۱۹۱ : حضرت انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ العظام اور صلحاء کرام کے وسیلہ سے اللہ تعالی سے دعا مانگنا شرعا جائز بلکہ قبولیت دعاء کا ذریعہ ہونے کی

Scanned by CamScanner

وجہ سے مستحسن اور افضل ہے قرآن وحدیث کے اشارات وتصریحات سے اس قسم کا توسل بلاشبہ ثابت ہے.

৮. সত্য।

📖 مسند أبي يعلى (دار المأمون للتراث) ٦ / ١٤٧ (٣٤٢٥) : عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون».

📖 المستدرك على الصحيحين (قديمی کتب خانہ) ٣/ ٨٤ (١٩٦٦) : عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمه عثمان بن حنيف، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل ضرير، فشكا إليه ذهاب بصره، فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد، وقد شق علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ائت الميضأة فتوضأ، ثم صل ركعتين، ثم قل: اللّٰهُمَّ إني أسألك، وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فيجلي لي عن بصري، اللّٰهُمَّ شفعه في، وشفعني في نفسي". قال عثمان: فوالله ما تفرقنا، ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط «هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه -

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ١/ ١٨٢ : اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جسمانی پر جمیع صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ائمہ اربعہ، جمیع حضرات محدثین ومفسرین وجمیع علماء امت کا اتفاق ہے، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے.

৯. সত্য, হবে।

📖 شرح العقيدة الطحاوية (مؤسسة الرسالة) ١/ ٣٥٥ : النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة، كما تقدم. وفي

Scanned by CamScanner

صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا أول شفيع في الجنة».

📖 شرح الفقه الاكبر (دار النفائس) صـ ١٩٧ : وقال فى "الوصية" وشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حق لكل من هو من اهل الجنة وان كان صاحب كبيرة انتهى وظاهره ان هذه الشفاعة ليست مختصة باهل الكبائر من هذه الامة.

১০. সত্য, ইয়াজুজ মাজুজ মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিনদের কাছে ছয়বার দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন এবং অনেকেই তা কবুলও করেছেন। জিনদের মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছাতে পারে এবং জিন মানুষের হেদায়াতকারী হতে পারে তবে নবী হতে পারে না।

📖 المستدرك على الصحيحين (قديمى كتب خانہ) ٥/ ٣٩٧ (٨٦٨٢) : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: «إن الله عز وجل جزأ الخلق عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء الملائكة، وجزءا سائر الخلق، وجزأ الملائكة عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون وجزءا لرسالته، وجزأ الخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الجن، وجزءا بني آدم، وجزأ بني آدم عشرة أجزاء، فجعل تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج، وجزءا سائر الناس والسماء ذات الحبك» ، قال: «السماء السابعة والحرم بحياله العرش».

📖 آكام المرجان (مكتبة خير كثير) صـ ٥٣ : قال: فظاهر هذه الأحاديث التى ذكرناها يدل على أن وفادة الجن كانت ست مرات -

১১. আখিরাতের সুপারিশ মুমিনদের জন্য নির্ধারিত।

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٣٤٦ (٢٤٣٥) : عن أنس رضـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى".

📖 وفيه ايضا ٤/ ٣٤٨ (٢٤٤١) : وعن عوف بن مالك الأشجعى رضـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتانى آت من عند ربى،

Scanned by CamScanner

فخيرنى أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة وهى لمن مات ولا يشرك بالله شيئًا .

📖 فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٢ / ٥١٣ : قلت: لعل المراد بأمتى الأمة المؤمنة التى دعته الى الشفاعة او اجتمعت تحت لوائه فالإضافة لأدنى ملابسة .

১২. জায়েয নাই।

📖 المدخل لابن الحاج (المكتبةالتوفيقية) ١ / ١٦٠ : وينبغى له أيضا أن يتحرز فى نفسه بالفعل وفى من جالسه بالقول من هذه البدعة التى عمت بها البلوى وكثر وقوعها عند الصغير والكبير منا ممن يعرف العلم وممن لا يعرفه أعنى فى الأكثر إلا من وفقه الله وقليل ما هم ، وهو هذا القيام الذى اعتاد بعضنا لبعض فى المجالس والمحافل، لأنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله فى الاتباع لهم فى القول والفعل والحركة والسكون-

📖 إعلاء السنن (ادارةالقرآن) ١٧ / ٤٣٠ : وبما ينبغى أن يعلم أن القيام المتعارف فى المولود ليس مما نحن فيه فى شئ ولا يدل عليه دليل لاقوى ولا ضعيف بل هو من مخترعات الأوهام وتسويلات النفس وتشريع جديد، فلا يصح إلحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم، هذا هو الحقيقة.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٥ /٢٥٤ : اول تو اس محفل مولد میں جو کہ آج کل رائج ہے خود کلام ہے اس میں بہت سی خرابیاں ہیں... پھر قیام تو سب سے بڑھکر ہے اور خصوصا یہ سمجھ کر کہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لاتی ہے.

১৩.১৪. সত্য। (৮/১২৫/১৯৫৯)

📖 سنن الترمذى (دارالحديث) ٤ / ٣٦٢ (٢٤٧٢) : عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون

Scanned by CamScanner

من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال».

‘আমিই তুমি’

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব মে'রাজের আলোচনা করতে গিয়ে একপর্যায়ে বলেন, আল্লাহ পাক রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কে?" উত্তরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আমিই তুমি"। ইমাম সাহেবের এ কথায় উপস্থিত সচেতন মুসল্লিরা মনে করছেন তিনি শিরক করেছেন।

আমার প্রশ্ন হলো :

১. মে'রাজে আল্লাহর সাথে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এ ধরনের কোনো কথাবার্তা হয়েছে কি না?
২. এ ধরনের কথার দ্বারা ইমাম সাহেব শিরক করেছেন কি না?
৩. যদি শিরক করে থাকেন তবে ওই ইমামের কী করণীয়?
৪. বর্তমানে ওই ইমামের পেছনে নামায পড়া যাবে কি না?

উত্তর : কোরআন শরীফ ও বিশুদ্ধ হাদীসে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূলের মধ্যে এ ধরনের কোনো কথাবার্তা হয়েছে বলে প্রমাণ নেই। ইমাম সাহেবের উক্ত বাক্যটির মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্তাকে আল্লাহ তা'আলার জাতের সাথে তুলনা করা যদি উদ্দেশ্য হয় এবং এটা তার আক্বীদাও হয় তবে শিরক হবে। এমতাবস্থায় তাওবা না করা পর্যন্ত তার পেছনে নামাজ পড়া বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে তার উদ্দেশ্য ও আক্বীদা এমন না হলে শিরক হবে না এবং তার পেছনে নামায পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। (১২/১১৯/৩৮৩৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٣/ ٥ (١٧٣) : عن عبد الله، قال: «لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها» ، قال: "{إذ يغشى السدرة ما يغشى}"، قال: «فراش من ذهب» ، قال: " فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا:

Scanned by CamScanner

أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا" .

📖 سيرة المصطفى (بنگله اسلامک اکیڈمی) ١ / ٣٣١ – ٣٣٣ : الغرض نبی کریم علیه الصلوٰة والتسليم دیدار خداوندی اور بلا واسطه کلام ایزدی سے مشرف ہوئے، حق جل شانه نے آپ سے کلام فرمایا اور پچاس نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائیں، ... ...

اور ابو ہریرہؓ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ حق جل شانه نے اثناء کلام میں نبی کریم علیه الصلاة والتسليم سے یہ فرمایا : فقال له ربه قد اتخذتك خليلا وحبيبا وأرسلتك إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معى وجعلت امتك خير امة اخرجت للناس وجعلت امتك وسطا وجعلت امتك هم الاولين والاخرين وجعلت من امتك اقوامًا قلوبهم أناجيلهم وجعلتك اول النبيين خلقا واخرهم بعثا واعطيتك سبعا من المثانى لم اعطها نبيا قبلك وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا قبلك وأعطيتك الكوثر واعطيتك ثمانية اسهم الاسلام والهجرة والجهاد والصلوٰة والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وجعلتك فاتحا وخاتما.

📖 وكذا فى فتح البارى (دار الريان) ٧/ ٢٤٢

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٥/ ٤٤٠

মিলাদের মজলিসে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আগমন

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার কিছু আলেম-উলামা মিলাদের সময় সবাই একসাথে দাঁড়িয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করে। তাদের আক্বীদা হলো, এ মজলিসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হয়ে তাদের সালামে সন্তুষ্ট হন। জানার বিষয় হলো, মিলাদে ক্বিয়াম করা এবং এ ধরনের আক্বীদা রাখা শরীয়তে প্রমাণিত কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও অত্যন্ত বরকতময়। দরূদ ও সালাম যেকোনো অবস্থায় পাঠ করা যায়। কোনো অবস্থাকে জরুরি মনে করা ভুল। আর প্রচলিত মিলাদ কিয়ামের কোনো প্রমাণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগ হতে ৬০০ হিজরী পর্যন্ত কোনোভাবে পাওয়া যায় না। তাই প্রচলিত পন্থায় মিলাদ ক্বিয়াম শরীয়তসম্মত না হওয়ায় বর্জনীয় বলে হক্কানী উলামায়ে কেরাম মত ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে এ ধরনের মিলাদ কিয়ামের মজলিসে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হন বলে আক্বীদা পোষণ করা শিরকী আক্বীদার পর্যায়ভুক্ত। এ ধরনের আক্বীদা পরিহার করা ঈমানদারের জন্য জরুরি। (১১/৬০৬/৩৬৬৪)

📖 إعلاء السنن (ادارة القرآن) ١٧ / ٤٣٠ : وبما ينبغى ان يعلم ان القيام المتعارف فى المولد ليس مما نحن فيه فى شئ ولا يدل عليه دليل لا قوى ولا ضعيف بل هو من مخترعات الاوهام وتسويلات النفس وتشريع جديد فلا يصح إلحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم هذا هو الحقيقة .

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ١ / ١٦٠ : جواب- "محفل ميلاد ميں كھڑے ہو كر صلوة وسلام پڑھنا ادلہ اربعہ ميں سے كسى دليل سے ثابت نہيں تو اس قيام كو حكم شرعى وضرورى ٹھہرانا بدعت وگمراہى ہے اس كو ترك كردينا ضرورى ہوگا، كيونكہ عوام الناس مبتدعين اسكو حكم شرعى وضرورى ٹھہراتے ہيں، اس فعل كو ترك كرنے والے پر طرح طرح كے طعن واعتراض كرتے ہيں، محفل ميلاد ميں قيام مروج بے اصل اور بدعت ہے.

📖 جواہر الفقہ (مكتبہ تفسير القرآن) ١ / ٢١٧: اس مجلس ميں حضور صلى اللہ عليہ وسلم كا تشريف لانا كسى دليل شرعى سے ثابت نہيں، رسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم پر بہتان ہے رسول كريم صلى اللہ عليہ وسلم نے اس امر كا فيصلہ خود ايك حديث ميں اس طرح فرمايا ہے من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا أبلغته -

📖 فتاوى محموديہ (زكريا بكڈپو) ١ / ١٩٣ : رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كا ہر جگہ حاضر وناظر ہونيكا عقيدہ غلط ہے يہ شان صرف اللہ تعالى كى ہے، وهو عالم الغيب والشهادة ہے -

Scanned by CamScanner

মিলাদ অনুষ্ঠানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির হন না

প্রশ্ন : একজন হক্কানী আলেম বলেন, মিলাদ অনুষ্ঠানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির হন না কারণ এটা অসম্ভব যে একই সময় পৃথিবীর সকল মিলাদ মাহফিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হবেন।

জবাবে জনৈক বিদ'আতী বলে, এটা সম্ভব না হলে একই সময় সমগ্র পৃথিবীতে আজরাঈল (আঃ) জান কবজ করেন কিভাবে? একই সময় মুনকার নাকির কবরে সুওয়াল জাওয়াব করেন কিভাবে? একই সময় রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবরে দেখানো হয় কিভাবে? যদি এগুলো সম্ভব হয় তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির হওয়াও সম্ভব।

উত্তর : সর্বদা সর্বাবস্থায় হাজির-নাজির হওয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই গুণ। আল্লাহ পাক ছাড়া কোনো মাখলুক হাজির-নাজির নয়। আল্লাহ পাক ছাড়া কোনো মাখলুককে হাজির-নাজির বিশ্বাস করা কুফুরী। তাই এই আক্বীদা পরিহার করে তাওবা করা জরুরি।

আজরাঈল (আঃ)-এর অধীনে অনেক ফেরেস্তা আছেন। তাই একই সময় সমগ্র পৃথিবীতে জান কবজ করা সম্ভব। মুনকার নাকীর ফেরেস্তা একজন নয়, বরং অসংখ্য। তাই একই সময় বিভিন্ন কবরে সুওয়াল করতে পারেন। কবরে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপস্থিতি কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। ماتقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক মুসলমানের কল্পনায় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যে আকৃতি রয়েছে, সেদিকে ইঙ্গিত করা। তখন মৃত ব্যক্তি নিজে নিজেই বুঝতে পারে যে তাকে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হচ্ছে। অথবা মৃত ব্যক্তির কবর ও নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওজায়ে আতহারের মধ্যবর্তী আড়াল সরিয়ে দেওয়া হয়, তখন মৃত ব্যক্তি নবী কারীমকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সরাসরি দেখতে পায়। (১৫/৯৯/৫৯৫১)

📖 أحكام القرآن للتهانوى (ادارة القرآن) ٣ / ٤٦ : قل لا يعلم من فى السمٰوت والأرض الغيب الا الله ...

قال فى النبراس حاشية شرح العقائد: والتحقيق أن الغيب ما غاب عن الحواس والعلم الضرورى والعلم الاستدلالى وقد نطق

القرآن بنفي علمه عما سواه تعالى، فمن ادعى أنه يعلمه كفر ومن صدق المدعي كفر ۔

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۱ / ۳۴۸ : حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں اور یہ صریح کفر ہے، جسکی حرمت قرآن کریم کی نصوص صریحہ اور فقہ کی عبارات سے بھی ثابت ہے،من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر (بزازیہ) ذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضته قوله تعالى قل لا يعلم من في السمٰوٰت والأرض الغيب إلا الله -

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۱ / ۹۲ : یہ عقیدہ غلط ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالی کی طرح ہر جگہ حاضر وناظر ہیں اور یہ خیال بھی باطل ہے کہ شیطان (یعنی ابلیس) ہر جگہ موجود ہے یاملک الموت ایک وقت میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں شیاطین بہت سے ہیں اور ملک الموت کے ماتحت بھی بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں.

রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির, আলেমুল গায়েব এবং মুখতারে কুল বিশ্বাস করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি কথার একপর্যায়ে বলে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির, আলেমুল গায়েব এবং মুখতারে কুল, অর্থাৎ সব কিছু তাঁর ইচ্ছাধীন। আরো বলে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরি নয় বরং নূরের তৈরি। যদি কেউ রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি না বলে সে কাফের হয়ে যাবে। জানার বিষয় হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে হাজির-নাজির, আলেমুল গায়েব এবং মুখতারে কুলের আক্বীদা পোষণ করা কতটুকু শরীয়তসম্মত এবং এ আক্বীদা পোষণকারীদের শরীয়তে কী হুকুম?

উত্তর : যেসব গুণাগুণ আল্লাহ তা'আলার সত্তার সাথে সীমাবদ্ধ ওই সব গুণাগুণ কোনো সৃষ্টি, এমনকি সৃষ্টির সেরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাঝে বিদ্যমান আছে বলে বিশ্বাস করা শিরক ও কুফুরী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। কারণ কোনো মাধ্যম ছাড়া সব বিষয়ে আলেমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আর 'মুখতারে কুল' বলতে যদি সর্বশক্তি ও সর্বাধিকারী, আর হাজির-নাজির বলতে যদি সর্বাবস্থায় সর্বত্র বিরাজমান

Scanned by CamScanner

বোঝানো হয়, তবে তাও একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। অনুরূপভাবে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি বলতে যদি মানব নয় মনে করা হয়, তবে তা হবে কোরআনে পাকের অকাট্য আয়াতসমূহের অস্বীকার। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে এ ধরনের আক্বীদা পোষণকারীকে ইসলামী জামাতভুক্ত লোক মনে করার কোনো উপায় নেই। তবে কোনো ব্যক্তি যদি রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহপ্রদত্ত ক্ষমতায় ওই সব গুণাগুণের অধিকারী মনে করে তখন তাকে মুসলমান বলা যাবে। (১৪/৭৫৬/৫৭৬১)

📖 سورة الأنعام الآية ٥٩ : ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾

📖 سورة يونس الآية ٤٩ : ﴿قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾

📖 سورة آل عمران الآية ٤٤ : ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

📖 سورة مريم الآية ١١٠ : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

📖 رد المحتار (سعيد كمپنى) ٤ / ٢٤٣ : قلت : وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها، إلا اذا أسند ذلك صريحا أو دلالة الى سبب من الله تعالى كوحى أو إلهام -

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ١ / ٨١ : الله تعالى نے فرمایا کہ ہم نے ابتداء سے انسانوں کی ہدایت کے لئے جتنے نبی بھیجے سب بشر تھے، اور انبیاء علیہم السلام نے اپنی بشریت کا اعتراف فرمایا بلکہ تبلیغ کی، اور اسی اعتراف و تبلیغ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو " قل انما انا بشر مثلکم" میں حکم فرمایا گیا، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر قرآن کی نص کا منکر اور حضرت حق اور انبیاء علیہم السلام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا منکر اور مخالف ہے۔

📖 تالیفات رشیدیہ (ادارہ اسلامیات) ص ٩١ : جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کا معتقد ہے سادات حنفیہ کے نزدیک قطعا مشرک وکافر ہے، صاحب البحر الرائق کتاب النکاح میں صاف تحریر فرماتے ہیں کہ جو کوئی نکاح کے شاہدین اللہ اور

Scanned by CamScanner

رسول اللہ مقرر کرے اور اعتقاد یہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں وہ یقیناکافر ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ١٥ / ١٠٨: اللہ تبارک وتعالی نے اپنے حبیب پاک حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطافرمایا ہے جو کسی کو نہیں ملا، اللہ پاک جہاں چاہے اور جب چاہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچادے، اور جس چیز پر چاہے مطلع فرمادے اس اعتبار سے حاضر وناظر آپ کی صفت نہیں بنے گی، حاضر وناظر وہ ہے جو ہر جگہ ہر وقت ہر شئ کے حق میں حاضر وناظر ہو، یہ صرف اللہ تعالی کی صفت ہے، زید نے جو تاویل کی ہے اس تاویل کے اعتبار سے خدائے پاک کی دوسری صفات بھی دوسروں کے لئے ثابت کی جاسکتی ہیں، جس میں عقائد کے فساد کا قوی خدشہ ہے تاویل مذکور کے اعتبار سے زید پر کفر وارتداد کا حکم نہ لگایا جائے، مگر اس اطلاق کو موجب ضلال کہا جائیگا، زید کو اس سے باز آنا لازم ہے جب تک وہ باز نہ آئے اس کو امام نہ بنایا جائے، ... فقط واللہ تعالی اعلم

“রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের সৃষ্টি নন” বিশ্বাসী প্রকৃত মুমিন

প্রশ্ন : ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ‘নূরের তৈরি নন, মাটির তৈরি’ বলার কারণে কাউকে কাফের বলা বা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মর্যাদা ক্ষুণ্নকারী বলে গণ্য করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ হবে?

উত্তর : সমস্ত নবী-রাসূল মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। আর মানবজাতির সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি। আর ফেরেস্তা জাতির সৃষ্টির মূল উপাদান নূর। সে হিসেবে এক লাখ বা দুই লাখ ২৪ হাজার নবী-রাসূলের জন্ম যেভাবে মায়ের গর্ভ থেকে হয়েছে, তেমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও স্বীয় পিতা আব্দুল্লাহর ঔরস ও মাতা আমেনার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেন। তবে অন্যান্য নবী-রাসূলের জন্মের তুলনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি। কারণ তিনি সৃষ্টির সেরা। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা, এর বিপরীত আক্বীদা পোষণ করা ভ্রষ্টতা। (১৫/৮০৯/৬২৭৭)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الكهف الآية ١١٠ : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾

📖 سورة الحجرات الآية ١٣ : يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

📖 سنن الترمذی (دار الحديث) ٥ / ٥٤٣ (٣٩٥٥) : عن ابی هريرة رضـ عن النبی صلی الله عليه وسلم قال: ... ... الناس كلهم بنو اٰدم واٰدم خلق من تراب -

📖 تفسيرالفخر الرازی (دار احياء التراث) ٢١ / ٥٠٣ : قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أي لا امتياز بيني وبينكم في شيء من الصفات إلا أن الله تعالى أوحى إلي أنه لا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد -

📖 كفايت المفتی (دارالاشاعت) ١ / ٩٣ : سوال—كيا حضور عليه السلام كو بحيثيت بشر ہونے كے بشر سمجھنا يا كہنا كفر ہے يا نہيں؟

الجواب—آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی سمجھنا اور بشر کہنا اسلام کی تعلیم ہے، ہاں بشر ہونے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر اور رسول اور نبی اور حبیب تھے۔

আযানের স্থানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির হন মনে করে দরূদ পাঠ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার কিছুসংখ্যক লোক আযানের পূর্বে বিভিন্ন ধরনের দরূদ শরীফ পড়ে। যেমন : الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ইত্যাদি। এখন আমার জিজ্ঞাসা হলো, আযানের পূর্বে এভাবে দরূদ শরীফ পড়ার শরীয়তে কোনো ভিত্তি আছে কি না? এ ছাড়া হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আযানের পূর্বে ওই স্থানে হাজির হন–এমন আক্বীদা পোষণ করে উক্ত দরূদ শরীফ পাঠ করার হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বস্তুত দরূদ ও সালামের স্থান হচ্ছে আযানের পরে, আযানের পূর্বে নয়, হাদীস শরীফে এমনটাই পাওয়া যায়। অতএব আযানের পূর্বে দরূদ ও সালামের প্রথাটি নববী শিক্ষার পরিপন্থী হওয়ায় তা বর্জনীয়।

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আযানের আগে আযানের স্থানে হাজির হন এরূপ আক্বীদা পোষণ করা ইসলামী আক্বীদা পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাড়া নবী-রাসূল বা অন্য কেউ হাজির-নাজির নন। কাজেই এ ধরনের ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারীকে অনতিবিলম্বে তাওবা করে আক্বীদা সংশোধন করা জরুরি। (১৬/১৬০/৬৪৬০)

📖 سورة الجن الآية ٢٢ : ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾

📖 صحيح مسلم (النسخة الهندية) ١ / ١٦٦ : عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلوا علي. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سلوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة".

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۱ / ۳۶۹ : الجواب-درود شریف کا موقع شریعت مطہرہ نے اذان کے بعد بتایا ہے نہ کہ اذان سے پہلے لہذا اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا خواہ بلند آواز سے ہو یا آہستہ بہر کیف ناجائز اور بدعت ہے اور دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نماز کے آخر کی بجائے نماز شروع کرتے ہی سبحانك اللهم الخ کی بجائے درود پڑھنے لگے اور روکنے والوں کو درود شریف کا منکر بتائے.

আলেমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ

প্রশ্ন : বর্তমানে মুসলিম সমাজে সুন্নী দাবিদার একটি দল এ কথার ব্যাপক প্রচার-প্রসার করে যাচ্ছে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বত্র হাজির (বিরাজমান), নাজির (সব কিছু দেখেন), এবং আলিমুল গায়েব ছিলেন। ফলে সমাজের সরলমনা মুসলিম জনসাধারণ তাদের জালে ফেঁসে যাচ্ছে।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন হলো, এ ধরনের আক্বীদা ও এর পোষণকারীর হুকুম কী? তাদের পেছনে ইকতেদা এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক করা বৈধ কি না? শরীয়তের দলিল ও প্রমাণভিত্তিক জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : কোরআন এবং হাদীসের অগণিত প্রমাণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির এবং আলেমুল গায়েব নন। অর্থাৎ তিনি সর্বত্র বিরাজমান সর্বদ্রষ্টা ও সর্বজ্ঞাত নন। এগুলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে নেই। তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অতীত ও ভবিষ্যতের ওই সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত হয়েছেন যেগুলো আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়েছেন। আর ওহীর মাধ্যমে জানানো হলে তা ইলমে গায়েবের অন্তর্ভুক্ত থাকে না। সুতরাং রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির এবং আলেমুল গায়েব বিশ্বাস করা বা বলা ইসলামী আক্বীদা পরিপন্থী। এ ধরনের আক্বীদা পোষণকারীদের পেছনে ইকতেদা করা বা তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করা নাজায়েয। (১৬/৯৮১)

📖 سورة النمل الآية ٦٥ : ﴿قُل لاَّ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ﴾

📖 سورة التوبة الآية ١٠١ : ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾

📖 صحيح البخارى (دارالحديث) ٣/ ٢٤٢ (٤٦٩٠) : عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله، كل حدثني طائفة من الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» الحديث.

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ٢٣٤ (٦٥٨٣ – ٦٥٨٤) : عن سهل بن سعد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردنَّ عليّ أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم، فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري، لسمعته وهو يزيد

Scanned by CamScanner

فيها: (فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيَّر بعدي.

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٣ / ٤٦٤ : عن مجاهد: جاء رجل من اهل البادية ... ... وقد علمت متى ولدت فاخبرنى متى اموت، فانزل الله عزوجل "ان الله عنده علم الساعة" الى قوله "عليم خبير".

📖 شرح العقائد النسفية (المكتبة الضميرية) صـ ١٥٧ : وبالجملة العلم بالغيب امر تفرد به الله تعالى، لاسبيل إليه للعباد إلا بإعلام منه أو الهام بطريق المعجزة أوالكرامة أو إرشاد الى الاستدلال بالأمارات.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরি, নূরের নয়

প্রশ্ন : মুহতারাম, অনেকে বলে যে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি, তারা দলিল হিসেবে কোরআনের আয়াতও উল্লেখ করে :

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

আরো বলে, হযরত উসমান (রা.) দুই নূরের অধিকারী। অর্থাৎ 'যুন্নুরাইনে'র উপাধি পেয়েছেন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দুই কন্যাকে বিবাহ করার কারণে। বোঝা গেল, দুই কন্যাকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূর বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। অতএব কন্যা নূর হলে পিতা কিভাবে মাটি হবে? তাদের এ দলিল কতটুকু সহীহ এবং এর জবাব কী?

উত্তর : পবিত্র কোরআনের অসংখ্য আয়াতে এ কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেমন এক আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে, "قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا" "বলে দিন, আমার রব সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র, আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ।" তদ্রূপ সূরা কাহফের শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ" "বলুন, আমিও তোমাদের মতোই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল একই ইলাহ" কোরআনের এ ধরনের স্পষ্ট ঘোষণার বিপরীত রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নূরের তৈরি বলা এবং এর পক্ষে

Scanned by CamScanner

মনগড়া দলিল পেশ করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। আর যে সকল আয়াতে নূরের আগমনের কথা এবং হাদীসে নূর বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, সকল তাফসীর বিশারদগণের মতে তার অর্থ হচ্ছে হেদায়াতের আলো বা নূর। যেহেতু নবী আলাইহিস সালাম কোরআন ও সুন্নাহের আদর্শের আলো দ্বারা গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতিকে আলোর পথে এনে দিয়েছেন তাই রূপক অর্থে তাঁকে নূরও বলা হয়েছে এবং প্রশ্নে উল্লিখিত আয়াতেও এটাই বলা হয়েছে। আর উল্লিখিত আয়াতে অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে 'নূর' বলতে কিতাব তথা কোরআনকেই বোঝানো হয়েছে।

সুতরাং এসব আয়াত ও হাদীস রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি হওয়া প্রমাণ করে না। উল্লেখ্য, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মেয়েদেরকে নূরের তৈরি এ অর্থে নূর বলা হয়নি। বরং উত্তম চরিত্র ও হেদায়াতপ্রাপ্ত হিসেবে নূর বলা হয়েছে। এ কারণে দুই কন্যাকে বিবাহ করার কারণে উসমান (রা.)-কে যিন্নুরাঈন বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুজন নূরানী নারীর স্বামী। (১৭/৯০)

📖 سورة آل عمران الآية ١٦٤ : لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

📖 سورة بنى اسرائيل الآية ٩٣ : ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾

📖 التفسير المظهرى (دار احياء التراث) ٥ / ٤٢٧ : "قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ قال ابن عبّاس" علّم الله عزّ وجلّ رسوله صلى الله عليه وسلم التواضع لئلا يزعى على خلقه فامره ان يقرّ فيقول انى آدمي مثلكم الا انى خصصت بالوحى.

📖 شمائل الترمذى (النسخة الهندية) صـ ٢٣ : عن عمرة قالت: قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه.

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٥ / ١٠٥ (٢٣٦٥) : وعن رافع بن خديج قال: قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم وهم يأبرون النخل

Scanned by CamScanner

يقولون يلقحون النخل فقال: «ما تصنعون»، قالوا كنّا نصنعه قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا» فتركوه فنفضت أو فنقصت قال: فذكروا ذلك له فقال: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر».

📖 تفسير الخازن (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٤ : "قد جاءكم من الله نور" يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم وانما سماه الله نورا لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور فى الظلام، وقيل: النور هو الاسلام.

📖 شرح العقائد النسفية (المكتبة الضميرية) صـ ٢٤ : الرسول انسان بعثه الله تعالى الى الخلق لتبليغ الأحكام-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱ / ۱۰۵ : حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالی نے بشر قرار دیا اور بشریت کے اعلان کا حکم فرمایا، تو پھر آپ کو بشر نہ ماننا خدائے قہار کا مقابلہ کرنا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا ہے جبکہ قرآن کریم کو بھی نور فرمایا گیا ہے، اس کا مطلب خود قرآن شریف میں موجود ہے،... ... یعنی آپ کی ہدایت پر عمل کرنے سے آدمی بادیۂ ضلالت کی تاریکیوں سے نکل کر سبیل الرشاد اور صراط مستقیم کی روشنی میں آجاتا ہے-

"রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিলাদে হাজির হন" কাল্পনিক আক্বীদা

প্রশ্ন : মিলাদে প্রিয় নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির হওয়ার কাল্পনিক আক্বীদা পোষণ করে ক্বিয়াম করা জায়েয নাকি নাজায়েয?

উত্তর : সর্বস্থানে হাজির-নাজির থাকা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট্য। সুতরাং রাসূলকেও (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সবখানে হাজির-নাজির বিশ্বাস করা আল্লাহ তা'আলার সাথে শরীক করার নামান্তর, যা ইসলামী আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই আক্বীদা পোষণ করে মিলাদ অনুষ্ঠানে ক্বিয়াম করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বর্জনীয়। (৮/৯৪৩)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٥/ ٣٣٣ (٦٥٨٣ ، ٦٥٨٤) : عن سهل
بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ..... فيقال:
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي.

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢١٨ (١٥٨٣) : عن ابى
هريرة رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على
عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا أبلغته -

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٥٠٧ (٢٧٥٤) : عن انس رضـ قال: لم
يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك.

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤ / ٢٢٢٢ (٥٢٣٠) : عن أبي أمامة رضـ قال:
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا فقمنااليه
فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضا» .

📖 احسن الفتاوى (سعید کمپنی) ۱/ ۳۴۷ : نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وحالت پر
مسلمانوں کو مطلع کرنا اسلام کا اہم ترین فرض ہے اور ساری تعلیمات اسلامیہ کا خلاصہ یہی
ہے، اور اسی میں مسلمانوں کی بہبودی اور فلاح منحصر ہے... پس اگر ولادت یا معجزات یا
غزوات وغیرہ کا ذکر بطرز وعظ ودرس بغیر پابندی رسم کے کرے تو ہزاروں برکتوں کا
باعث ہوگا مگر اس زمانہ میں محفل میلاد میں مندرجہ ذیل وجوہ باعث عدم جواز ہیں۔
(الف) حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ محفل میلاد
میں تشریف لاتے ہیں اور یہ صریح کفر ہے، جس کی حرمت قرآن کریم کی نصوص صریحہ
اور فقہ کی عبارات سے بھی ثابت ہے،... یہ مسئلہ کتب فقہ میں مذکور ہے کہ اگر کسی
نے نکاح کرتے وقت کہا کہ میرے گواہ خدا اور رسول ہیں تو یہ شخص کافر ہو جائیگا، اس
لئے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھا، غرضیکہ ایسا عقیدہ رکھنے
والے کی تکفیر سے قرآن احادیث اور کتب فقہ بھری ہوئی ہیں۔

📖 مجموعۃ الفتاوی (سعید کمپنی) ص ۴۶ : واقعی انبیاء اور اولیاء کو ہر وقت حاضر ناظر جاننا اور
اعتقاد رکھنا کہ ہر حال میں وہ ہماری ندا سنتے ہیں، اگرچہ ندا دور سے بھی ہو شرک ہے
کیونکہ یہ صفت اللہ کے لئے خاص ہے، کوئی اس میں اس کا شریک نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

হাজির-নাজিরে বিশ্বাসীর মুরীদ হওয়া

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির কি না? যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে এ আক্বীদা পোষণ করে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা এবং তার পেছনে নামাজ পড়া ও তার মুরীদ হওয়া যাবে কি না?

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা অনুযায়ী হাজির-নাজির একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ হাজির-নাজির হতে পারে না। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে হাজির-নাজির হওয়ার আক্বীদা শরীয়ত পরিপন্থী।

যে ব্যক্তি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাপারে এ আক্বীদা পোষণ করবে তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখা জায়েয হবে না। আর তার পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী এবং তার মুরীদ হওয়া নাজায়েয। (১৭/৪৫২/৭১১২)

📖 سورة القصص الآية ٤٤ : ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ -

📖 شعب الايمان (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢١٨ (١٥٨٣) : عن ابى هريرة ؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا أبلغته .

📖 البحر الرائق (مكتبۂ رشيديه) ٣ / ١٠٠ : لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد ويكفر لاعتقاده أن النبى يعلم الغيب .

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন না

প্রশ্ন : নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি আলিমুল গায়েব? যদি কোনো ব্যক্তি নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আলেমুল গায়েব বলে বিশ্বাস করে তার হুকুম কী?

উত্তর : আলিমুল গায়েব একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। উক্ত গুণটি একমাত্র তাঁরই বৈশিষ্ট্য, যা কোরআন ও হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। নবীয়ে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এ রকম বিশ্বাস স্থাপন করা কুফরী ও শিরকের পর্যায়ভুক্ত। (১২/৪৯৩/৩৯২৫)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الأعراف الآية ١٨٨ : ﴿وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

📖 سورة النمل الآية ٦٥ : ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ﴾

📖 سورة الأنعام الآية ٥٩ : ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾

📖 فتاوى قاضيخان (قديمى كتبخانه) ١ / ٢٩٦ : وبعضهم جعلوا ذلك كفرا لأنه يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهو كفر .

📖 خير الفتاوى (زكريا) ١ / ٢٠٨ : البتہ اگر کوئی بریلوی بالکل نصوص صریحہ کے خلاف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس قسم کا علم غیر متناہی جو صفت خداوندی ہے ثابت کرے تو وہ کافر اور مشرک ہوگا۔

📖 احسن الفتاوى (سعید کمپنی) ١ / ٣٦ : الجواب— قاضی خان وغیرہ کتب فقہ میں ایسے شخص کی تکفیر کی ہے جو نکاح میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائے اس لئے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھا۔ اس بات میں آیات احادیث اور عبارات فقہ اس کثرت سے ہیں کہ انہیں تحریر میں لانا مشکل ہے۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূরে পৃথিবী সৃষ্টি?

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি, নাকি মাটির তৈরি? এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা কী? "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর নূরে তৈরি আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূরে সারা পৃথিবী তৈরি"- এ কথার কোনো ভিত্তি রয়েছে কি না?

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টিগতভাবে মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। "আল্লাহর নূরে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলালাইহি ওয়াসাল্লাম) তৈরি আর রাসূলের নূরে সারা পৃথিবী তৈরি"- এ কথাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন। (১৭/৪৫২/৭১১২)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الكهف الآية ١١٠ : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

📖 الموضوعات الكبرى صـ ٧٣ : حديث انا من نور الله والمؤمنون مني، قال العسقلاني: إنه كذب مخلق، وقال الزركشي: لا يعرف، وقال ابن تيمية: موضوع .

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরি মহামানব

প্রশ্ন : নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরি, নাকি নূরের তৈরি?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা নবী কারীমকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাটির তৈরি বাশার বলেছেন। তবে সাধারণ বাশার নয়, ওহীপ্রাপ্ত বাশার। (১৭/৫৪৪)

📖 سورة الكهف الآية ١١٠ : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

📖 سورة آل عمران الآية ١٦٤ : ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ١٥/ ٣٦ (٢٢٧٨) : حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع» -

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۱ /۹۳ : جواب: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہی سمجھنا اور بشر کہنا اسلام کی تعلیم ہے ہاں بشر ہونے کے ساتھ اللہ کے پیغمبر اور رسول اور نبی اور حبیب تھے.

মাটি থেকে নূরের জন্ম?

প্রশ্ন : জনৈক পীর সাহেব এক মাহফিলে বলেছেন যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি। তিনি এ প্রসঙ্গে দলিল পেশ করেন যে মানুষের শরীরে তায়াম্মুম করা জায়েয নয়। কারণ সে মাটির পরিবর্তিত রূপ, ঠিক তেমনিভাবে মুহাম্মদ

Scanned by CamScanner

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটি থেকে নূর দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেছেন। তা ছাড়া তিনি একটি হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন যে একদা রাতের বেলায় হযরত আয়েশা (রা.) একটি সুঁই হারিয়ে ফেলেন, তখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গৃহে আগমন করলে তাঁর নূরের আলো দ্বারা উক্ত সুঁইটি খুঁজে পান। (নূর সম্পর্কিত হাদীসটি নাকি মাশহুদ বিশ শাওয়াহেদ) তাই মাননীয় মুফতী সাহেবের নিকট আমার আবেদন এই যে আপনি কোরআন-হাদীসের আলোকে বুঝিয়ে দেবেন যে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি ছিলেন, নাকি মাটির তৈরি?

উত্তর : কোরআন ও হাদীসের অনেক জায়গায় নবী কারীমকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাশার বলা হয়েছে। আর বাশার অর্থ মানব। সুতরাং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন : الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب অর্থাৎ "মানবজাতি হলো আদম সন্তান, আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটির থেকে।" সুতরাং আদম সন্তানও মাটির সৃষ্টি। যেহেতু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বংশপরিক্রমা আদম (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং স্বয়ং নবী আলাইহিস সালাম বলেছেন انا سيد ولد آدم "আমি আদম সন্তানের সর্দার।" তাহলে নবী আলাইহিস সালামও আদম আলাইহিস সালামের মতো 'বাশার' এবং মৌলিক উপাদান হিসেবে মাটির সৃষ্টি। যে সমস্ত স্থানে নবী আলাইহিস সালামের শানে নূর ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হেদায়াত। অর্থাৎ তিনি সঠিক পথের দিশারি। সুতরাং তিনি রূপক অর্থে নূরও বটে। প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীসটি উলামায়ে কেরাম জাল হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসটি সহীহ ধরা হলেও তা সাময়িক মোজেযা হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, কোনো বস্তু আলোকিত হলেই নূরের তৈরি হওয়া জরুরি নয়, যেমন বিদ্যুতের আলোকিত বাল্ব নূরের তৈরি নয়। তাই এর দ্বারা নবী আলাইহিস সালামের নূরের তৈরি হওয়ার ওপর দলিল পেশ করা সহীহ নয়। (১৮/১৯২/৭৪৯৪)

📖 سورة ص الآية ٧٥ : ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٥٤٣ (٣٩٥٥) : عن ابى هريرة رضـ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ... ... الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب .

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥/ ١٥٣ (٣١٤٨) : عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم

Scanned by CamScanner

القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر».

📖 إعراب القرآن وصرفه وبيانه (دار الرشيد) ٢/ ١٨٤ : بشر اسم جامد بمعنى الانسان ذكرا أو أنثى واحدًا أو جمعًا، وزنه فعل بفتحتين .

📖 الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (مكتبة الشرق) ص ٤٥ : ومنها، ما يذكره الوعاظ عند ذكر الحسن المحمدي أنه في ليلة من الليالي سقطت من يد عائشة إبرته ففقدت فالتمستها ولم تجد فضحك النبي وخرجت لمعة أسنانه فأضاءت الحجرة ورأت عائشة بذلك الضوء إبرته. وهذا، وإن كان مذكورا في معارج النبوة وغيره من كتب السير الجامعة للرطب واليابس فلا يستند بكل ما فيها إلا النائم والناعس ولكنه لم يثبت رواية ودراية.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۱ / ۱۶۲ : سورۃ البقرۃ میں ارشاد ہے "کما ارسلنا فیکم رسولا منکم" سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں نور نہیں ہیں، بعض مقامات پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لفظ نور استعمال ہوا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا اطلاق مجازاً ہے اس معنی پر کہ 'النور كيفية ظاهرة بنفسها مظهر لغيرها' اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر بنفسہا اور بالصفت جو کہ نبوت ہے اور مظہر بالحق ہے.

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব কিছু দেখেন-শোনেন বলে আক্বীদা পোষণ করা

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব জুমু'আর খুতবায় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সব কিছু দেখেন এবং সব শোনেন বলে বয়ানে উল্লেখ করেন। বিষয়টি শোনার পর এলাকার কিছু মুসল্লী ইমাম সাহেবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, 'জি, এটাই আমার আক্বীদা যে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

Scanned by CamScanner

তাঁর উম্মতের সকল অবস্থা সব সময় দেখেন ও শোনেন। সম্মানিত মুফতী সাহেবের নিকট আমার জিজ্ঞাসা–

১. এরূপ আক্বীদা পোষণ করা কি শুদ্ধ?
২. এরূপ আক্বীদা পোষণকারী ইমামের পেছনে নামায আদায় করার শরয়ী বিধান কী? প্রমাণসহ জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে মানুষের সকল অবস্থা সব সময় দেখা ও শোনা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই গুণ। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ নবী-রাসূল হলেও মানুষের সকল অবস্থা সব সময় শোনেন না দেখেন না। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো জন্য এ ধরনের আক্বীদা পোষণ করা শিরকী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের আক্বীদা পোষণকারী ব্যক্তি খাঁটি নিয়তে তাওবা করে খালেস ইসলামী আক্বীদা পোষণ না করা পর্যন্ত তাকে ইমাম বানানো বা তার পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে না। (১৮/৩৮৭/৭৬৩৫)

📖 شرح الفقه الأكبر (مكتبه رحمانيه) صـ ١٥١ : فالعلم بالغيب امر تفرد به سبحانه ولا سبيل للعباد إليه إلا بإعلام منه أوالهام بطريق المعجزة أوالكرامة أوالإرشاد ... ... ثم اعلم أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام لم يعلموا المغيبات من الاشياء إلا ما علمهم الله تعالى، وذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبى عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لمعارضة قوله تعالى: "قل لا يعلم من فى السمٰوٰت والارض الغيب الا الله".

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٧ : من تزوج بشهادة الله تعالى ورسوله لم يجز بل قيل يكفر.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٢٧ : لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب.

📖 نظام الفتاوى (تاج پبلیشنگ) ١ / ١٩٣ : سوال- ایک مقرر اپنا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب میں وعظ کا ارادہ کرتا ہوں تو میں پوری توجہ اور حضور قلب کے ساتھ یوں کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کی نیابت میں میں بیان کروں اور میں

اس لئے کہتا ہوں کہ اس عرض کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام باطنی طریقہ سے میری مدد کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے میرے بیان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوتی، کیا ایسے شخص کا عقیدہ شرکیہ تو نہیں ہے؟ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر مان کر ان سے استمداد کرے کیا ایسے عقیدے والا مسلمان ہے؟

الجواب- اگر اس شخص کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حاضر و ناظر ہونے کا ہے... تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے اس کو فوراً توبہ کرنا ضروری ہے ورنہ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی.

আল্লাহর নূরের এক-তৃতীয়াংশ থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সৃষ্টি

প্রশ্ন : বিদ'আতিরা বলে, নবী নূরের তৈরি, তাদের দলিল হলো :

১. আল্লাহ তা'আলা নিজের নূর হতে কিছু নূর আলাদা করে তিন ভাগ করেন। এক ভাগ দিয়ে মুহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টি করেন, আর দুই ভাগ দিয়ে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করেন, যা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

২. উসমান (রা.)-কে যিন্নুরাইন বলা হয়। কারণ তিনি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুই মেয়েকে বিবাহ করেছেন। আর মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি। আর নূর হতে নূর হয়, এ জন্যই তাঁকে যিন্নুরাইন বলা হয়।

উত্তর : কোরআন-হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সৃষ্টিগত দিক দিয়ে মহামানব এবং সরল-সঠিক পথের দিশারি হিসেবে নূরের মিনার। সুতরাং মনগড়া হাদীস ও ভ্রান্ত যুক্তি দ্বারা রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক। (১৮/৬৮২/৭৭৯৩)

📖 سورة بنى اسرائيل الآية ٩٣ : ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾

📖 تفسير الخازن (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٤ : "قد جاءكم من الله نور" يعنى محمدا صلى الله عليه وسلم وانما سماه الله نورا لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور فى الظلام -

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ١ / ٥٢ : الجواب - نور کے معنی ہیں روشنی، چنانچہ اللہ تعالی نے چاند کو نور فرمایا ہے—ھوالذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا- روشنی چونکہ خود بھی ظاہر ہوتی ہے اور دوسری اشیاء کو بھی روشن اور ظاہر کر دیتی ہے، اسلئے نور کے التزامی معنی ہیں الظاہر المظہر، اسی مناسبت سے حضرت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی نور کہا جاتا ہے، اس لئے کہ وہ خود بھی ہدایت پر ہیں اور دوسروں کے لئے بھی وصول الی اللہ کے راستوں کو ظاہر کرنیوالے اور صراط مستقیم کی ہدایت کرنیوالے،... ... ... حقیقت یہ ہے کہ نور بمعنی ہدایت ہی اصل کمال ہے، اور ظاہری روشنی سے بدرجہا زیادہ افضل ہے، چنانچہ سورج چاند اور ستارے ظاہری نور ہونے کے باوجود بشر کے خادم ہیں،... چونکہ بشر اشرف المخلوقات ہیں، اس لئے اللہ تعالے نے نور ہدایت کے لئے بشر ہی کو منتخب فرمایا.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরে হেদায়াত

প্রশ্ন : জনৈক বক্তা তাঁর আলোচনায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি, না মাটির তৈরি বলতে গিয়ে বিভিন্ন দলিল দ্বারা মাটির তৈরি সাব্যস্ত করেছেন এবং যারা বলে নূরের তৈরি তাদের কথা বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। যার দরুন অপরপক্ষের লোকদের মধ্যে জ্বালা-যন্ত্রণা এবং ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়ে গেছে। এমনকি সম্মেলন কর্তৃপক্ষের একজনকে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়েছে। এটাকে কেন্দ্র করে কয়েক এলাকার লোক মিলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত অ্যাকশন নেওয়ার প্রস্তুতিও নিয়েছে।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, প্রকৃতপক্ষে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরি, না নূরের তৈরি? শরয়ী দলিলসহ বিস্তারিত জানালে এলাকাবাসী উপকৃত হবে, ইনশাআল্লাহ।

উত্তর : হযরত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুধুমাত্র একজন মানবই নন, বরং সর্বোত্তম মহামানব। সমস্ত মানবজাতির সর্দার এবং আদম (আঃ) ও বনী আদমের জন্য মহাগৌরব। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমনিভাবে সত্তাগত দিক থেকে একজন মানব। তেমনিভাবে হেদায়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজাতির জন্য নূরের স্তম্ভ। সেই স্তম্ভের আলোকরশ্মি থেকেই মানবজাতির জন্য সঠিক পথের সন্ধান লাভ হয়।

Scanned by CamScanner

বস্তুত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সহ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম মানবজাতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন কোরআনের ভাষায়–

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন মানব। জিন, ফেরেশতা কিংবা অন্য কোনো মাখলুক নন। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীর মোবারক নূরের তৈরি নয়। বরং মানব জন্মের প্রাকৃতিক ধারা অনুসারেই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সৃষ্টি। আর মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থাৎ "আমি সকল মানবজাতিকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি...।" অতএব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন শারীরিকভাবে একজন মানব, তদ্রূপ মানবজাতির জন্য হেদায়াতের নূর। (১৯/৩২৯)

📖 سورة الكهف الآية ١١٠ : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ﴾

📖 آل عمران الآية ١٦٤ : ﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

📖 سورة طه الآية ٥٥ : ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

📖 تفسير القرطبي (دار احياء التراث) ٦ / ١٤٧ : قوله تعالى: (منها خلقناكم) يعني آدم عليه السلام لأنه خلق من الأرض، قاله أبو إسحاق الزجاج وغيره. وقيل: كل نطفة مخلوقة من التراب، على هذا يدل ظاهر القرآن. وروى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من مولود إلا وقد ذر عليه من تراب حفرته) أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين، وقال: هذا حديث غريب من حديث عون لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل، وهو أحد الثقات الأعلام من أهل البصرة. وقد مضى هذا

المعنى مبينا في سورة (الأنعام) عن ابن مسعود. وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة ومن التراب .

📖 خیر الفتاوی (زکریا بکڈپو دیوبند) ۱ / ۱۴۷ : واضح رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نورانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مطہرہ کے منافی نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر وسید البشر ہونے کے باوجود اس نورانیت سے موصوف ہیں پس اس نورانیت کی بناء پر انکار بشریت جائز نہیں ہے، ورنہ نص قرآنی "قل انما انا بشر مثلکم" کا انکار لازم آئیگا، اور حضرات فقہاء کرام نے اس عقیدۂ بشریت کو شرائط صحت ایمان قرار دیا ہے جس کا مقتضی یہ ہے کہ آپ ﷺ بشریت مطہرہ کا اقرار واعتراف کئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی معتبر و صحیح نہ ہو۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার আক্বীদা পোষণ করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি বা ইমাম বলে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিলাদের অনুষ্ঠানে সরাসরি হাজির হন, তাই আমরা দাঁড়িয়ে নবীজিকে সম্মান প্রদর্শন করি। শরীয়তে তাদের হুকুম কী?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন এই আক্বীদা পোষণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করাও শরীয়ত সমর্থিত নয়। এরূপ আক্বীদা পোষণকারী ইমামের পেছনে নামায পড়া সহীহ হবে না। (১৯/৯৭৭/৮৫৬১)

📖 سورة القصص الآية ٤٤ : ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ -

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٥٠٧ (٢٧٥٤) : عن انس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص احب اليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك.

Scanned by CamScanner

📖 البزازية بهامش الهندية (مكتبة زكريا) ٦ / ٣٢٦ : قال علماءنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت کراچی) ص ۹۲ : یہ اعتقاد کفر ہے نصوص صریحہ کے خلاف ہے کلام پاک میں ہے "وهو الله فى السموات وفى الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون" اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے تمام جگہ کوئی حاضر وناظر نہیں ہے اور مصیبت کے وقت اور ہر وقت خدا تعالی سے مدد مانگنی چاہئے.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱/ ۱۰۷ : الجواب- ... ...حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس آکر صلاۃ وسلام مجھ پر بھیجتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے پڑھتا ہے وہ ملائکہ کے ذریعہ پہونچایا جاتا ہے، آواز بلند کرکے پڑھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ناظر ہے اور بلا واسطہ سنتے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے اور اس سے توبہ لازم ہے.

মিলাদ মাহফিলে ‘ইয়া নবী’

প্রশ্ন : প্রচলিত মিলাদ মাহফিলে ‘ইয়া নবী সালামু আলাইকা’ বলার সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসে উপস্থিত হন, এই আক্বীদা বিশ্বাস পোষণ করে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ক্বিয়াম করার বিধান কী?

উত্তর : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাড়া নবী-রাসূল বা অন্য কাউকে হাজির মনে করে ক্বিয়াম করা ইসলামী আক্বীদা ও কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার পরিপন্থী। কাজেই এ ধরনের ভ্রান্ত আক্বীদা পরিহার না করলে মুসলমান থাকাও দুষ্কর। এ ধরনের আক্বীদা পোষণকারীর জন্য অনতিবিলম্বে তাওবা করে আক্বীদা সংশোধন করা জরুরি। (১৫/৭৪৯/৬২২৯)

📖 سورة الأنعام الآية ٥٠ : ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ﴾

📖 سورة القصص الآية ٤٤ : ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٤/ ٢٢٢٢ (٥٢٣٠) : عن ابی امامة رضـ قال: خرج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصًا فقمنااليه ، فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضها بعضًا.

📖 البزازية بهامش الهندية (مكتبة زكريا) ٦ / ٣٢٦ : قال علماءنا من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر.

📖 عزیزالفتاوی(دارالاشاعت) ص ۹۲: یہ اعتقاد کفر ہے نصوص صریحہ کے خلاف ہے کلام پاک میں ہے "وهو الله في السموات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون" اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خدا کے تمام جگہ کوئی حاضر وناظر نہیں ہے اور مصیبت کے وقت اور ہر وقت خدا تعالی سے مدد مانگنی چاہئے.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱ / ۱۰۷ : ...حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایاہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس آکر صلاۃ وسلام مجھ پر بھیجتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے پڑھتا ہے وہ ملائکہ کے ذریعہ پہنچایا جاتا ہے آواز بلند کر کے پڑھنااور یہ عقیدہ رکھنا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حاضر ناظر ہیں اور بلاواسطہ سنتے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے، اوراس سے توبہ لازم ہے.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি?

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব বলেছেন যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরি। তিনি হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন, "তিনি বলেন, আমি একদা আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনি আমাকে এ ব্যাপারে অবগত করুন যে সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা কোন জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তদুত্তরে হযরত নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হে জাবির! আল্লাহ সকল বস্তুর পূর্বে সর্বপ্রথম তোমাদের নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর নূর হতে। অতঃপর সে নূর আল্লাহর কুদরতে তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চলমান ছিল। সেই সময় লাওহ, কলম, আসমান, জমিন, বেহেশত, দোযখ, সূর্য-চন্দ্র, জিন-ইনসান ছিল না। –যারক্বানী ১/৪৬, মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ ১/৯

প্রশ্ন হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসলে মাটির সৃষ্টি, নাকি নূরের সৃষ্টি? মাটির তৈরি হলে এর দলিল এবং উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যা জানতে ইচ্ছুক।

উত্তর : কোরআন-হাদীসের অকাট্য প্রমাণাদির দ্বারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাশার হওয়া প্রমাণিত। এ আক্বীদা পোষণ করা অত্যাবশ্যকীয়। আর তিনি

Scanned by CamScanner

উম্মতের জন্য দ্বীনের রাহবার ও পথপ্রদর্শনকারী। এ গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁকে নূরও বলা হয়। পক্ষান্তরে নূর বলতে মানব নয় বলে মনে করা হলে তা হবে কোরআনে কারীমের অকাট্য আয়াতসমূহ অস্বীকার করার নামান্তর।

হাদীসটির ব্যাখ্যা :
হাদীসটি একটি দীর্ঘ জাল বা ভিত্তিহীন বর্ণনার অংশ বিশেষ, যা লোকমুখে অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কোনো কোনো কিতাবে হাদীসটি উল্লেখ করলেও সনদ ব্যতীত উল্লেখ করা হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, আলোচ্য হাদীসটি হাদীসের কোনো কিতাবেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর হাদীস বিশারদগণের মতে যে হাদীসের কোনো সনদ বা যোগসূত্র পাওয়া যায় না, তা ভিত্তিহীন বলেই বিবেচিত হবে। উক্ত হাদীসের কোনো সনদ পাওয়া না যাওয়াই হাদীসটি ভিত্তিহীন হওয়া প্রমাণ করে। (১৫/৫৩৭/৬১৩৫)

📖 سورة بنى إسرائيل الآية ٩٤ : ﴿ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴾

📖 سورة الكهف الآية ١١٠: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾

📖 سورة الحجر الآية ٣٣ : ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٣٢/ ١٠ (١٩٢٦٥) : عن يزيد بن حيان التيمي قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة، وعمر بن مسلم، إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حصين : ... ... ثم قال : أما بعد، ألا يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل، فأجيب ... ... الحديث.

📖 مجموع فتاوى ابن تيمية (دار عالم الكتب) ١٨ / ٣٦٦- ٣٦٧ : وكذلك ما ذكر من " أن الله قبض من نور وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت فخلق من كل قطرة نبيا وأن القبضة كانت هي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بقي كوكب دري " فهذا أيضا كذب باتفاق أهل المعرفة ... ... أنه كان موجودا قبل أن يخلق أبواه ... فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسيرته.

Scanned by CamScanner

📖 التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة (المكتبة الإسلامية) صـ ١٢٩ : " اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر" ... ... وهو حديث موضوع، لوذكر بتمامه لما شك الواقف عليه فى وضعه، وبقيته تقع فى نحو ورقتين من القطع الكبير مشتملة على ألفاظ ركيكة ومعان منكرة.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (مکتبۂ امدادیہ) ۱ / ۹۰ : جواب-آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نوع کے لحاظ سے بشر ہیں اور قرآن کریم کے الفاظ میں "بشر مثلکم" ہیں، ہادی راہ ہونیکی حیثیت سے نور اور سراپانور ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اور بشر انسان ہی کو کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوانسان ماننا فرض ہے اور آپ کی انسانیت کا انکار کفر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اگر زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا بھی قائل ہے تو اس کا موقف بھی صحیح ہے اور اگر بشریت اور نورانیت میں تضاد سمجھتا ہے تو اس کا موقف غلط ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کامل ہیں، اور صفت ہدایت کے اعتبار سے نور کامل ہیں.

হায়াতুন্নবী

প্রশ্ন : একটি কিতাবে লেখা আছে যে কবরে নবীদের লাশে কোনো হায়াত থাকে না। অথচ আমরা জানি যে আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে জীবিত। আর এর প্রমাণও দেখা গেছে যে এক আশেকে নবীর সাথে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর থেকে হাত উঠিয়ে মুসাফাহা করেছেন।

অতএব, মুফতী সাহেবের কাছে আমার আবেদন এই যে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানিয়ে আমাকে উপকৃত করবেন। নিম্নে উক্ত কিতাবের অংশ বিশেষ উল্লেখ করা হলো।

علامہ سیوطی اور علامہ سید محمود آلوسی امام نسفی سے ناقل ہیں ارواح الانبياء تخرج من جسدها وتصير مثل جسدها مثل المسك والكافور وتكون فى الجنة تاكل وتشرب وتتنعم ،

انبیاء علیہم السلام کی ارواح کا مستقر اعلی علیین ہیں نہ کہ ان کے ابدان، کیونکہ ان کے ابدان مبارکہ تو قبور ارضی میں مدفون ہوتے ہیں، لیکن دیگر اموات کے برعکس ان کو اللہ تعالی نے یہ فضیلت اور شرف فرمایاہے کہ ان کے ابدان قبروں میں بالکل اسی طرح صحیح سالم رہیں گے جس طرح رکھے گئے اوران کے ابدان محفوظ رکھنے کی ضمانت اللہ نے لیاہے.

Scanned by CamScanner

اور ایک سوال وجواب بھی ذکر ہے، سوال-انبیاء علیہم السلام کے ابدان قبروں میں مدفون و محفوظ ہیں ان ابدان میں ارواح کا اعادہ نفخۂ ثانیہ پر ہوگا اس سے پہلے نہیں ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح معراج کی سفر میں آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات کیا

جواب- جس طرح حیات دنیا میں ارواح ابدان عنصریہ کے ذریعہ متحرک ہوتی ہیں اور تمام اعمال وتصرفات بجالاتی ہیں اسی طرح انبیاء علیہم السلام اور بعض کاملین کی ارواح وفات کے بعد عالم برزخ میں مثالی اور برزخی اجسام کے ذریعہ کرتی ہیں اگر کسی کامل بزرگ کو حالت بیداری میں کسی پیغمبر یا کسی فوت شدہ ولی کی زیارت بشکل انسانی نصیب ہو جائے تو یہ شکل اسکی مثالی شکل ہے، اور اسکی روح مثالی جسم میں متشکل ہو کر اسکے سامنے آتی ہے اور اس کا عنصری جسم قبر میں بلا حرکت وحس موجود ہے، تفسیر جواہر القرآن (کتب خانہ رشیدیہ) ۱ / ۱۹۳

উত্তর : হায়াতুল আম্বিয়া (আঃ) সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকলেও প্রকৃত ও বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হলো এই যে আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) স্ব স্ব কবরে জীবিত আছেন। তাঁদের এ জীবনে হায়াতে দুনিয়াবী ও হায়াতে বরযখী উভয় ধরনের হায়াতের সমন্বয় হয়। এর বিপরীতে সাধারণ মানুষের জীবন শুধু বরযখীই হয়ে থাকে। (১১/৮৮৯/৩৭৬৬)

📖 مسند ابي يعلى (دار المأمون للتراث) ٦ / ١٤٧ (٣٤٢٥) : عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون».

📖 شعب الايمان (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢١٨ (١٥٨٣) : عن ابى هريرة رض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا أبلغته

📖 الحاوى للفتاوى (مكتبه رشيديه) صـ ٥٥٤ : حياة النبي صلى الله عليه وسلم فى قبره هو وسائر الانبياء معلومة عندنا علما قطعيا لما قام عندنا من الأدلة فى ذلك وتواترت به الاخبار وقد ألف البيهقى جزءً فى حياة الأنبياء فى قبورهم فمن الاخبار الدالة على ذلك ما اخرجه مسلم عن انس رض ان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به مر بموسى عليه السلام وهو قائم يصلى فى قبره ... ... وأخرج ابويعلى

Scanned by CamScanner

فی مسنده والبیهقی فی کتاب 'حیاة الانبیاء' عن انس رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم قال: الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون
واخرج ابونعیم فی الحلیة عن یوسف بن عطیة قال سمعت ثابتا البنانی یقول لحمید الطویل هل بلغك أن أحدًا یصلی فی قبره إلا الأنبیاء؟ قال: لا.

📖 سیرۃ المصطفی (بنگلہ اسلامک اکیڈمی) ۳ / ۱۲۱۴ : تمام اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و السلام وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور نماز اور عبادت میں مشغول ہیں، اور حضرات انبیاء کرام کی یہ برزخی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا شبہ یہ حیات حسی اور جسمانی ہے، اسلئے کہ روحانی اور معنوی حیات تو عامۂ مومنین بلکہ ارواح کفار کو بھی حاصل ہے،... ... مسند ابی یعلی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون شیخ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو حسن فرمایا اور علامہ مناوی فیض القدیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح اور علامہ سیوطی مرقاۃ الصعود حاشیہ سنن ابی داود میں فرماتے ہیں کہ حیات انبیاءؑ کے بارے میں احادیث درجہ تواتر کو پہنچی ہیں.

📖 وفیہ ایضا ۳ / ۱۲۲۰ : ان تمام روایات سے یہ امر بخوبی واضح ہوگیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے اجسام مبارکہ بوسیدہ اور بالیدہ ہونے سے محفوظ ہیں، اور وفات کے بعد عبادات سے معطل نہیں بلکہ نمازیں پڑھتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق ملتا ہے، اور مزار مبارک پر جو شخص حاضر ہو کر صلوۃ وسلام پڑھتا ہے اس کو خود سنتے ہیں اور امت کے اعمال آپ پر قبر ہی میں پیش کئے جاتے ہیں یہ تمام امور اس امر کی قطعی دلیل ہیں کہ حضرات انبیاء کی حیات جسمانی ہے اور ارواح طیبہ کا اجسام مبارکہ سے تعلق قائم ہے غرض یہ کہ انبیاء کرام کی حیات دلائل قطعیہ سے ثابت ہے اور یہ امر بدیہی ہے کہ امت نے جسد اطہر کو وفات کے بعد قبر شریف میں ودیعت رکھا ہے اور شریعت نے مزار مبارک کی زیارت کی تاکید اکید کی ہے، اور قبر مبارک ہی میں امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور قبر مبارک ہی میں آپ نماز ادا فرماتے ہیں اور قبر مبارک ہی میں آپ کو اللہ کی طرف سے رزق پہنچتا ہے

Scanned by CamScanner

اور اجسام مبارکہ کا قبروں میں دفن کیا جانا مشاہدہ اور معائنہ سے ثابت ہے، جس میں
کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اور اجساد مطہرہ کا قبور سے دوسری جگہ منتقل ہونا کہیں
ثابت نہیں اور احادیث متواترہ سے انبیاء کرام کی جو حیات ثابت ہے وہ حیات فی القبور ہے
نہ کہ حیات فی السموات۔

"আদম (আঃ)ও ভুল করেছেন" বলার বিধান

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব জুমু'আর খুতবার পূর্বে বয়ানে বলেন, "আমরা তো মানুষ, আমরা ভুল করবই, আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)ও ভুল করেছেন।" এ ধরনের উক্তি শরীয়ত সমর্থন করে কি না?

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা মতে, সমস্ত নবী ও রাসূল সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। তাঁদের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়ে যদি কেউ সন্দেহ পোষণ করে কিংবা তাঁদেরকে নিষ্পাপ স্বীকার না করে তাহলে সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। তবে হ্যাঁ, কোনো কোনো নবী-রাসূলের ইজতেহাদী ভুল হয়েছে বটে, তবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরবর্তীতে সঠিক পথ জানিয়ে দিয়েছেন। আর এ ধরনের ভুল প্রকৃতপক্ষে ভুলের পর্যায়ভুক্ত নয়। সমস্ত উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, কোনো ব্যক্তির জন্য এ সকল বিষয়ে কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া নিজের পক্ষ থেকে কোনোরূপ বক্তব্য কিংবা মন্তব্য করা বৈধ নয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেবের এ উক্তি "আমরা মানুষ, আমরা তো ভুল করবই, আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)ও ভুল করেছেন" দ্বারা আদম (আঃ)-এর ভুলকে নিজেদের ভুলের সাথে তুলনা করে মারাত্মক ভুল করেছেন। সুতরাং ভবিষ্যতে এ ধরনের বক্তব্য থেকে বিরত থাকা ইমাম সাহেবের জন্য জরুরি। (১২/২০৯/৩৮৮২)

📖 تفسير القرطبي (دار احياء التراث العربي) ١/ ٢١٧ : وقال من جمهور الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي إنهم معصومون من الصغائركلهاكعصمتهم من الكبائر أجمعها؛ لأنا أمرنا باتباعهم في افعالهم وآثارهم وسيرهم أمرا مطلقا من غير التزام قرينة، فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتداء بهم الخ

📖 فيه أيضا ٦ / ١٧٦ : لايجوز لأحد منا اليوم أن يخبر بذلك عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنه أو قول نبيه فأما أن يتبدئ ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنين إلينا المماثلين

Scanned by CamScanner

لنا فكيف في أبينا الأقدم الأعظم الأكرم النبي المقدم الذى عذّره
الله سبحانه وتعالى وتاب عليه وغفرله -

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٦/ ١٥٩ : اسی لئے قشیری ابو نصر نے فرمایا کہ اس لفظ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہنا جائز نہیں، اور قرآن کریم میں جہاں کہیں کسی نبی یا رسول کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں یا تو وہ خلاف اولی امورہ میں یا نبوت سے پہلے کے ہیں، اس لئے بضمن آیات قرآن وروایات حدیث تو ان کا تذکرہ درست ہے لیکن اپنی طرف سے ان کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার ব্যাপারে দুটি সংশয় ও তার নিরসন

প্রশ্ন : আমরা জানি, হযরত মুসা (আ.) আল্লাহ পাকের সাথে সরাসরি কথা বলতেন। কিন্তু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলেছিলেন। শুধুমাত্র মে'রাজের রাত্রিতে একবার হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ পাকের সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। হযরত মুসা (আ.) তাঁর নবুওয়াতকালে আল্লাহ পাকের সাথে কতবার সরাসরি কথা বলেছিলেন?
আল্লাহ পাক হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে সরাসরি কথা বলতেন অথচ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে সরাসরি কথা বলতেন না। তাহলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং আল্লাহর হাবীব?
তা ছাড়া আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ.)-কে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন, অথচ হুজুরকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সে ক্ষমতা দেননি। তাহলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং আল্লাহর হাবীব?

উত্তর : আল্লাহ পাক সমস্ত নবী-রাসূলকে কিছু না কিছু মোজেযা দান করেছেন। আর মোজেযাগুলো সাধারণত প্রত্যেক নবী-রাসূলের স্বীয় যুগের চাহিদা অনুযায়ী দান করা হয়েছে। সার্বিক দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ও বড় বড় মোজেযা দান করেছেন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে। তার মধ্যে কোরআনে কারীম (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এমন মোজেযা সব নবীগণের সকল মোজেযার ওপর, যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। তাই মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতে সার্বিক ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমস্ত নবী ও রাসূলগণ হতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। বাহ্যিক বিবেচনায় কোনো কোনো নবী-রাসূলের মোজেযা শ্রেষ্ঠ বলে অনুমেয় হলেও শ্রেষ্ঠত্ব শুধু মোজেযা দ্বারা প্রমাণিত হয় না, বরং সার্বিক বিবেচনায়ই

Scanned by CamScanner

হয়ে থাকে। তাই হযরত মুসা (আ.)-এর আল্লাহ পাকের সাথে কথা বলা ও হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃতকে জীবিত করার দ্বারা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। আর হযরত মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ পাকের সাথে কতবার কথা বলেছেন তার সঠিক সংখ্যা পাওয়া যায়নি। (১৫/৭৪৭)

📖 صحيح مسلم (دارالغداالجديد) ١٥/ ٣٦ (٢٢٧٨) : حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع» -

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ١٥ / ٣٦ : وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب اهل السنة أن الادميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٥ / ٤٨ (٢٢٨٦) : عن همام بن منبه عن ابى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا فاحسنها واجملها واكملها الا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان، فيقولون: ألّا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك فقال محمد صلى الله عليه وسلم انا فكنت اللبنة.

📖 التفسير الكبير (دار احياء التراث العربى) ٦ / ٥٢١، ٥٢٣ : أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض، وعلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من الكل ويدل عليه وجوه (أحدها) قوله تعالى : وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين، فلما كان رحمة لكل العالمين لزم ان يكون افضل من كل العالمين، ... ... الحجة العاشرة : أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، فوجب ان يكون محمد افضل الانبياء، بيان الاول قوله تعالى : كنتم خير امة اخرجت للناس ... ... والحادية عشرة : انه عليه السلام خاتم الرسل فوجب ان يكون افضل، لأن نسخ الفاضل بالمفضول قبيح فى المعقول.

Scanned by CamScanner

📖 تفسیر جواہر القرآن (کتب خانہ رشیدیہ) ١ / ١٢١ : تلك الرسل فضّلنا ... امت مسلمہ کا اس امر پر اجماع ہے کہ بعض انبیاء کو بعض پر جزوی فضیلت ہے، لیکن تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "শ্রেষ্ঠ নবী নয়" বলা ভ্রষ্টতা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি কোরআনের তথ্য মতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রেষ্ঠ নয় দাবি করে একটি বিশদ প্রবন্ধ সম্প্রতি ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়েছে। ফলে অনেকেই বিভ্রান্ত বা বিব্রত হচ্ছে। অতএব কোরআনের আলোকে এর সঠিক সমাধান জানিয়ে কৃতজ্ঞ করতে মর্জি হয়।

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার কথা কোরআনের কোনো আয়াতে পরিষ্কারভাবে না থাকলেও তাফসীর বিশারদগণ স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে সূরা বাকারার ২৫৩ নং আয়াতের একাংশের (ورفع بعضهم درجات "অর্থাৎ তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে তিনি বহু উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন") দ্বারা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। উপরন্তু واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه الخ অর্থ : আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে আমি যদি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত দান করি, তারপর যখন তোমাদের নিকট কোনো রাসূল আসেন, যে তোমাদের কিতাবকে সত্য বলে সমর্থন করেন তবে তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং অবশ্যই তাঁর সাহায্য করবে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং-৮১) এই আয়াত দ্বারা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত এবং অসংখ্য সহীহ হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি কোনো ব্যক্তি এর বিপরীত মত পোষণ করে সে নিশ্চিত ভ্রষ্ট। তার এই বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ নবী।

উল্লেখ্য, যারা কোরআনের অনুসারী হওয়ার দাবিদার, তাদের হাদীসের অনুসারী হওয়া আবশ্যকীয়। কারণ কোরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বীকৃতির মাধ্যমেই কোরআনে কারীম আল্লাহর

Scanned by CamScanner

বাণী প্রমাণিত হয়েছে বিধায় শুধুমাত্র কোরআনের আলোকে শরয়ী সমাধান চাওয়া মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা। (১৬/৫০৮/৬৬২০)

📖 سورة الحشر الآية ٧ : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٥ / ٣٥ (٢٢٧٨) : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه القبر. وأول شافع وأول مشفع".

📖 تفسير روح البيان (دارالفكر) ١ / ٣٩٤ : وخص محمدا عليه وعليهم السلام بكونه مبعوثا الى الجن والانس وبكون شرعه ناسخا لجميع الشرائع المتقدمة. ... ... والظاهر انه أراد محمدا صلى الله عليه وسلم لانه هو المفضل عليهم حيث اوتى ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية الى ثلاثة آلاف آية واكثر ولو لم يؤت الا القرآن وحده لكفى به فضلا منيفا على سائر ما اوتى الأنبياء لانه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات.

📖 شرح العقائد النسفية (المكتبة الضميرية) صـ ١٣٣ : وافضل الانبياء محمد عليه السلام -

মহিলা কোনো নবী নেই

প্রশ্ন : মহিলাদের মধ্যে কোনো নবী ছিল কি না?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী মহিলাদের মধ্যে কোনো নবী ছিল না। (১৮/২৩৫/৭৫৩২)

📖 سورة يوسف الآية ١٠٩ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٢ / ٥١٤ : يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء. وهذا قول جمهور العلماء، كما دل

Scanned by CamScanner

عليه سياق هذه الآية الكريمة: أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بني آدم وحي تشريع.

📖 تفسير الطبرى (المكتبة التجارية) ٨ / ٨٠ : "وما ارسلنا" يا محمد "من قبلك الا رجالا" لا نساء ولا ملائكة "نوحى إليهم".

সকল স্ত্রী জান্নাতে একই স্বামীর সাথে থাকবে

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির যদি একাধিক স্ত্রী থাকে এবং ওই ব্যক্তি ও তার প্রত্যেক স্ত্রী জান্নাতী হয়, তবে জান্নাতে ওই ব্যক্তির সাথে সব স্ত্রী থাকবে, নাকি একজন স্ত্রী থাকবে?

উত্তর : দুনিয়াতে যে ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী আছে জান্নাতেও তারা তার সাথে থাকবে। (১৮/৫/৭৪১৩)

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٢/ ٥٢٩ : "ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم" أى يجمع بينهم وبين احبابهم فيها من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين لتقر أعنيهم بهم.

📖 فتاوى محموديه (زكريا بكڈپو) ٥/ ٢٩٨ : الجواب- مومنہ عورتوں کو اپنے شوہر ملیں گے... اور جس مرد نے کئی عورتیں دنیا میں کی ہیں وہ سب اس کو ملیں گی.

বেহেস্তে জিনরা মানবজাতিকে দেখবে না, বেহেস্ত ফেরেস্তাদের জন্য নয়

প্রশ্ন : জনৈক হুজুর বয়ানে বলেছেন যে, বেহেস্তের মধ্যে জিন জাতি মানুষদেরকে দেখতে পারবে না। তবে মানুষ জিনদেরকে দেখতে পারবে, অর্থাৎ দুনিয়ার বিপরীত। এর দ্বারা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। আমার প্রশ্ন হলো

১. কথাটি কতটুকু বাস্তব?
২. জিন জাতি বেহেস্তে যেতে পারবে কি?
৩. ফেরেস্তাগণ জান্নাতে আসল হিসেবে যাবে, নাকি তাবে' হিসেবে, না যাবেই না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মানবজাতির কল্যাণমুখী প্রশ্ন হচ্ছে যা আমল-আখলাক, আক্বীদা-বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত, চাই তা ইহকালের হোক বা পরকালের, এতে প্রশ্নকারী এবং উত্তরদাতা উভয়ের সাওয়াবের আশা করা যায়। যে প্রশ্নের সাথে আমল-আক্বীদার কোনো সম্পর্ক নেই ওই সব অহেতুক প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করা থেকে হাদীস শরীফে নিষেধ এসেছে। আপনার প্রশ্নও এই পর্যায়ের, আশা করি ভবিষ্যতে এরূপ প্রশ্ন থেকে বিরত থাকবেন।

তবে জনৈক হুজুর যা বলেছেন সেরূপ কথা কিতাবে পাওয়া যায় যে মুমিন জিন বেহেস্তে যাবে, তাদেরকে মানবজাতি দেখবে তারা মানবকে দেখবে না। বেহেস্ত মানব এবং দানবের জন্য, ফেরেস্তার জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে তাঁদের শান অনুযায়ী নিয়ামত দেবেন। (১৪/৮৭৭/৫৮৩৪)

📖 شرح الفقه الاكبر (مكتبه رحمانيه) صـ ١٣٢: ومنها أن الجنى الكافر يعذب بالناراتفاقا لقوله تعالى "لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين" والمسلم منهم يثاب بالجنة عند ابى يوسف ومحمدرحمهم الله، ووافقهما بقية اهل السنة والجماعة، ويؤيدهم ماورد فى سورة الرحمن عند تعداد نعيم الجنان ومنه قوله تعالى: "ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأى آلاء ربكما تكذبان".

📖 آكام المرجان (مكتبه خير كثير) صـ ٥٧ : وذهب الحارث المحاسبى الى أن الجن الذين يدخلون الجنة يوم القيامة نراهم فيها ولا يرونا عكس ما كانوا عليه فى الدنيا.

📖 فيه ايضا صـ ٥٩: الوجه الثالث : ان الملائكة وإن كانوالا يجازون بالجنة إلا أنهم يجازون بنعيم ينا سبهم على اصح قولى العلماء.

জান্নাতে নারী কোন স্বামীর সঙ্গে থাকবে?

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় দু'জন নেককার স্বামী-স্ত্রী দম্পতি জীবন যাপন করে আসছিল। আকস্মিকভাবে স্বামীর ইন্তেকাল হওয়ায় স্ত্রী সঠিকভাবে ইদ্দত পালনকরত অন্যত্র এক নেককার পুরুষের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এখন আমার প্রশ্ন, উক্ত স্ত্রী জান্নাতে কোন স্বামীর নিকট থাকবে।

উল্লেখ্য, আমরা জানি, কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিলে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করলে বেহেস্তে তার দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গেই থাকবে, কথাটি কতটুকু সত্য?

Scanned by CamScanner

উত্তর : এক বর্ণনা অনুযায়ী যে স্বামীর সাথে সংসার করা অবস্থায় মারা যাবে, স্ত্রী সে স্বামীর সাথে বেহেস্তে থাকবে। তবে কতক উলামায়ে কেরামের মত হলো, একাধিক স্বামীর মধ্যে যে কাউকে গ্রহণ করার অধিকার তাকে দেওয়া হবে এর মধ্যে যে অধিক সুন্দর চরিত্রের হবে সে তাকেই গ্রহণ করবে। কেউ কেউ উভয় মতকে এভাবে সমন্বয় করেছেন যে যদি চরিত্রের দিক দিয়ে তারা সমান হয় তাহলে শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। (১৬/৯৪১/৬৮২১)

📖 السنن الكبرى (دار الحديث) ٧ / ١٢٠ (١٣٤٢١) : عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال لامرأته: إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة، فلا تزوجي بعدي، فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الدنيا، فلذلك " حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده؛ لأنهن أزواجه في الجنة ".

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ٢٣ / ٢٢٢ (٤١١) : عن أنس بن مالك، قال: قالت أم حبيبة: يا رسول الله المرأة منا يكون لها زوجان ثم تموت فتدخل الجنة هي وزوجاها، لأيهما تكون للأول أو للآخر؟، قال: «تخير أحسنهما خلقا كان معها في الدنيا يكون زوجها في الجنة يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة» .

📖 فيض القدير (مكتبة نزار) ١٢/ ٦١١٥ : (المرأة) في الجنة تكون (لآخر أزواجها) في الدنيا قال البيهقي: فلذا حرم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة اه قال بعضهم: وإنما كانت لآخرهم لأنها تركت الزوج ولم يتركها هو ولا يعارضه خبر أنه سئل عن المرأة يموت زوجها فتتزوج آخر ثم يموت فلمن هي؟ قال: لأحسنهما خلقا كان معها لأن المراد به من فرق بينهما الطلاق لا الموت لأنه إذا وقع على غير بأس فهو لسوء الخلق لأنه أبغض الحلال إلى الله.

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۹ / ۴۳ : بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری شوہر کو ملے گی اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو اختیار دیا جائیگا، جس کے ساتھ

Scanned by CamScanner

زیادہ موافقت ہواس کواختیار کرے اور بعض حضرات نے یوں تطبیق دی ہے کہ اگر سب شوہر حسن خلق میں مساوی ہوں توآخری شوہر کو ملیگی ورنہ اختیار دیا جائیگا۔

জান্নাত-জাহান্নাম সত্য

প্রশ্ন : আজ থেকে প্রায় দুই-তিন বছর আগে আমার মনে একটি সন্দেহ, একটি জিজ্ঞাসা চরম আকারে ঘুরপাক খাচ্ছিল যে মৃত্যুর পর আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম যে আছে তার প্রমাণ কী?

আর যদি একটি ধর্মই মানতে হয়, তাহলে পৃথিবীতে অনেক ধর্ম আছে তার মধ্যে কোনটি সত্য? এই চিন্তা কিছুতেই মন থেকে সরাতে পারছিলাম না। তাই অনেকের কাছে এ ব্যাপারে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং কিছু কিছু বই থেকে এই প্রকৃত সত্য জানার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি তখনও ইসলাম ধর্মের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস হারাইনি, তখনও নামায কালাম বাদ দেইনি, আগে থেকেই নামায কালাম পড়ি, এখনো পড়ছি। এই অনুসন্ধান করার জন্য কিছু কিছু লোকের কাছে এই সত্যের উদ্‌ঘাটন করার কারণে মনে প্রচন্ড ভীতি সঞ্চার হলো যে আমার ঈমান নষ্ট হয়ে গেল নাকি? প্রচন্ড ভয়ে প্রায় পাগলের মতো হয়ে গেলাম–এ জন্য যে যদি আমার উপরোক্ত সন্দেহের জন্য ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং আমি কাফের বলে গণ্য হই তাহলে আমার পরকালে কী হবে? ভয়ে দাড়ি রেখে দিলাম এবং অনেকের কাছে আমার উপায় কী হবে তা জানতে চাইলাম। একজন আমাকে বললেন যে এতে আপনার ঈমান নষ্ট হয়নি। অন্য একজন পরামর্শ দিলেন, আপনি বেশি বেশি যিকির করতে থাকুন। ইতিমধ্যে আমি একজন পীর সাহেবের কাছে বাইআত হয়ে সাধ্যমতো আমল করছি। তবে এ ব্যাপারটি কোনো দিন তাঁর কাছে বলিনি। অবশ্য তিনি বাইয়াতের সময় কালেমায়ে শাহাদাত ও তাওবা পড়ান। এ ছাড়া আমি কালেমার যিকির করি। কিছুদিন শান্ত ছিলাম, তারপর আবার ওই আগের ভয় আমাকে পেয়ে বসেছে। আমি কাফের হয়ে গেছি নাকি এই ভয়ে এবং পরকালে আমার কী হবে এই ভয়ে টেনশনে আছি। দয়া করে শরীয়ত অনুযায়ী আমার করণীয় কী? তা জানাবেন।

উত্তর : উল্লিখিত বিষয়ে আপনার জল্পনা-কল্পনা ও জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা আপনার ঈমান নষ্ট হয়নি, বরং তা শয়তানের কুমন্ত্রণামাত্র। তাই ঈমান চলে গেল নাকি এই নিয়ে সন্দেহ পোষণের কোনো অবকাশ নেই। আপনি বেশি বেশি কালিমায়ে তাইয়্যিবা ও "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" পড়তে থাকুন এবং প্রতিদিন নিজের ঈমানের ওপর আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করতে থাকুন। (১১/৩৯২/৩৫৬১)

Scanned by CamScanner

📖 فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٢ / ١٩٨ : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم يتكلموا، أو يعملوا به» ، قوله: 'مالم يتكلموا أو يعملوا به' الخ قال الكرماني رح: "فيه أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات ....

قلت: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح؛ لأن المفهوم من لفظ 'مالم يعمل' يشعر بان كل شئ في الصدر لايؤاخذ به سواء توطن به أو لم يتوطن -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ /۱۵۲ : سوال–ایک شخص پابند شرع ہے ایک روز ایک کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے اس کے دل میں شیطانی وسوسہ آیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اور یہ کہ میں مرتد ہو گیا ہوں لیکن نہ اس سے کوئی انکار اور نہ ہی کوئی گناہ پایا گیا جو دال علی الکفر ہو اور اس کو بے حد پریشانی ہوئی، اور ڈر کی وجہ سے بہت پریشان ہوا کہ میں قیامت کے روز اللہ پاک اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ ... ...اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس میں کوئی خطرناک بات تو نہیں ہے جو کہ ایمان کے منافی ہو؟

الجواب–اس شیطانی وسوسہ سے اس کا ایمان زائل نہیں ہوا، الحمد للہ ایمان موجود ہے کلمہ طیبہ اور لاحول کثرت سے پڑھا کرے، اور ہر روز اپنے مومن ہونے پر خدائے پاک کا شکر ادا کیا کرے۔

কাফের চিরস্থায়ী জাহান্নামী কেন

প্রশ্ন : ক. কোনো কাফের অথবা মুশরিক যদি ৭০ বছর বয়সে মারা যায়, তবে সে ৭০ বছর কুফুরী বা শিরক করল। বর্ণিত আছে, যে যতটুকু পাপ কাজ করবে সে ততটুকু ফল ভোগ করবে। সে মতে এবং সাধারণ বিবেচনায় ওই কাফের বা মুশরিক ব্যক্তির ৭০ বছর দোযখের আযাব ভোগ করার কথা, কিন্তু কোরআন-হাদীস অনুযায়ী তাকে অনন্ত কাল দোযখের শাস্তি ভোগ করতে হবে। যেমন : ইয়াজুজ-মাজুজের চিরকাল দোযখী হওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। অথচ তাদের নিকট কোনো নবীর দ্বীনের

Scanned by CamScanner

দাওয়াত পৌঁছানোর কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় চিরকাল দোযখবাসী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা সহকারে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

খ. কোরআন শরীফের সূরা হুদের ১০৬ নং আয়াতে আছে, "অতএব যারা হতভাগা তারা দোযখে যাবে, সেখানে তারা আর্তনাদ ও চিৎকার করতে থাকবে।"

একই সূরার ১০৭ নং আয়াতে আছে, "তারা সেখানে চিরকাল থাকবে, যত দিন আসমান-জমিন বর্তমান থাকবে তবে তোমার প্রতিপালক অন্য কিছু ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা। নিশ্চয়ই তোমার পরওয়ারদেগার যা ইচ্ছা করতে পারেন।" সূরা হুদের উপরোক্ত ১০৭ আয়াতের শেষের অংশের মর্ম অনুযায়ী চির দোযখীদের আযাবের কোনো সময় পরিসমাপ্তি ঘটবে কি না? অথবা ঘটার কোনো সম্ভাবনা আছে কি না? এ বিষয়ে এ আয়াতের সহীহ নির্ভরযোগ্য তাফসীর অনুযায়ী বিশদভাবে জানানোর জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

গ. শুনেছি, আল্লাহ পাকের রহমত তার আযাবের ওপর প্রবল থাকবে, এই বক্তব্যটি সঠিক কি না? এবং সঠিক হয়ে থাকলে তা কখন কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তর : ক. "যে যতটুকু পাপ কাজ করবে, সে ততটুকু ফল ভোগ করবে।" কথাটি মুমিন গোনাহগারের ব্যাপারে প্রযোজ্য। আর কাফের ব্যক্তি ৭০ বছর কুফুরী করে মারা যাক বা আজীবন ঈমানদার থেকে মৃত্যুকালে কাফের হয়ে মৃত্যুবরণ করুক, সর্বাবস্থায় সে চির জাহান্নামী হবে। কারণ জান্নাত একমাত্র ঈমানের ওপর অটল থেকে মৃত্যুবরণকারীর জন্য নির্ধারিত। আর কাফের যেহেতু কুফরের ওপর অটল থেকে মৃত্যুবরণ করে, তাই সে অনন্তকাল কুফরীর ওপর থাকার ইচ্ছার ওপর অটল ছিল বিধায় তার একমাত্র ঠিকানা জাহান্নাম এবং তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। আর ইয়াজুজ মাজুজের নিকট কোনো নবীর দীনের দাওয়াত না পৌঁছালেও তাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক বিধায় তারা ঈমান না আনার কারণে জাহান্নামে চিরকাল থাকতে হবে।

📖 سورة البينة الآية ٦ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾

📖 تفسير الفخر الرازى (دار إحياء التراث العربي) ١٤ / ١٩٠ : السؤال الأول: كفر ساعة كيف يوجب عقاب الأبد على نهاية التغليظ.

جوابه: أنه كان الكافر على عزم أنه لو عاش أبدا لبقي على ذلك الاعتقاد أبدا فلما كان ذلك العزم مؤبدا عوقب بعقاب الأبد

Scanned by CamScanner

خلاف المسلم المذنب فإنه يكون على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب فلا جرم كانت عقوبته منقطعة .

📖 تفسير روح المعانى (دار الحديث) ٤ / ٤٢٢ : (ومن جاء بالسيئة كائنا من كان من العالمين (فلا يجزى الامثلها) بحكم الوعد واحدة بواحدة وإيجاب كفر ساعة عقاب الابد لان الكافر على عزم انه لو عا ش أبدا لبقى على ذلك الاعتقاد ابدًا .

📖 التفسير المظهرى (دار احياء التراث) ٥ / ٢٦٩ : "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" يبين الحجج ويمهد الشرائع فيلزمهم الحجة ... ... قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى: الحاكم هو الله تعالى لكن العقل قد يدرك بعض ما وجب عليه، وهو التوحيد والتنزيهات والاقرار بالنبوة بعد مشاهدة المعجزات، فهذه الامور غير متوقفة على الشرع والا لزم الدور، لان الشرع يتوقف عليها فيجب على الانسان اتيان هذه الامور قبل بعثة الرسل، ويعذب المشرك وان لم يبلغه الدعوة.

📖 فيه ايضًا ٥/ ٢٧١ : فالاولى أن يقال أن عدم التعذيب قبل البعثة مخصوص بالمعاصى دون الشرك حيث قال الله تعالى "ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء" فالتقدير ما كنا معذبين على المعاصى حتى نبعث رسولا يبين لهم ما يتقون.

📖 أصول الشاشى (كتب خانۂ رشيديه) صـ ٣٤: وجب الايمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع، قال ابو حنيفة رحمه الله تعالى: لو لم يبعث الله تعالى رسولالوجب على العقلاء معرفته بعقولهم.

খ. সূরা হুদের ১০৭ নং আয়াতের শেষের অংশের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যারা কাফের 'চির জাহান্নামী' তাদের আযাবের পরিসমাপ্তি ঘটবে না। তবে কোনো সময় আযাবের ধরন কারো কারো ক্ষেত্রে ব্যবধান হতে পারে। কিন্তু যারা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনার পর গোনাহে লিপ্ত হয়েছে, আর এ কারণে দোযখবাসী হয়েছে, আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন অবশ্যই তাদেরকে অবশেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে

Scanned by CamScanner

জান্নাতবাসী করবেন। তবে দীর্ঘমেয়াদি জাহান্নামীকে ইচ্ছা করলে স্বল্প মেয়াদ অতিক্রম করার পর জান্নাত দিতে পারেন। তেমনিভাবে তার কোনো আমলের উসিলায় জাহান্নামের শাস্তি মাফও করতে পারেন। কারণ তাঁর রহমত আযাবের চেয়ে ব্যাপক।

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٢ / ٤٧٦ : ان الاستثناء عائد على العصاة من اهل التوحيد ممن يخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعون فى اصحاب الكبائر ثم تأتى رحمة ارحم الراحمين فتخرج من النار من لم يفعل خيرا قط وقال يومًا من الدهر لا اله الا الله كما وردت بذلك الاخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث انس وجابر وابى سعيد وابى هريرة وغيرهم من الصحابة ولا يبقى بعد ذلك فى النار الا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها وهذا الذى عليه كثير من العلماء قديما و حديثا.

গ. আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর আযাবের ওপর প্রবল থাকবে এ কথাটি সহীহ হাদীস শরীফের অনুবাদ, আর তা প্রযোজ্য হবে কেবল মুমিন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, কাফেরের বেলায় নয়। (১৪/৮৩২/৫৮৪৪)

📖 صحيح مسلم (النسخة الهندية) ٢ / ٣٥٦ (٢٧٥١) : عن ابى هريرة رض ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لماخلق الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى

📖 شرح النووى على مسلم (دارالغد الجديد) ١٧ / ٦٤: قال العلماء: غضب الله تعالى ورضاه يرجعان الى معنى الإرادة، فارادته الإثابة للمطيع ومنفعة العبد تسمى رضا ورحمة وإرادته عقاب العاصى وخذلانه تسمى غضبًا.

জাহান্নামীদের অপরাধ

প্রশ্ন : কোরআন শরীফের সূরা হুদের ১১৮ ও ১১৯ নং আয়াতে আছে, "আর তোমার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন তবে অবশ্যই সব মানুষকে একই পথের পথিক করে দিতে পারতেন। তোমার পালনকর্তা যাদের ওপর রহমত করেছেন, তারা বাদে সবাই

Scanned by CamScanner

চিরদিন মতভেদ করতে থাকবে এবং এজন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তোমার আল্লাহর কথা পূর্ণ হলো যে অবশ্যই আমি জাহান্নামকে জিন ও মানবজাতির দ্বারা ভর্তি করব।"

সূরা সাজদার ১৩ নং আয়াতে আছে :

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দিতাম। কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে আমি জিন ও মানবজাতি দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব।"

এখন আমার প্রশ্ন হলো, উপরোক্ত আয়াতগুলোর বর্ণনায় জাহান্নাম ভর্তি করার জন্য জাহান্নামবাসীদের তো আল্লাহ পাক পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট করে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তাহলে তাদের দোষ কী এবং তারা কিভাবে জান্নাতে যাবে? বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে একই উম্মত বা জাতির অন্তর্ভুক্ত করে সৃষ্টি করতে পারতেন এ কথার অর্থ হলো : তিনি চাইলে সব মানবজাতিকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে পারতেন, ফলে পৃথিবীতে কোনো কাফেরের অস্তিত্ব থাকত না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা করেননি। বরং তিনি প্রতিটি মানুষকে সৎপথ গ্রহণ করা বা বর্জন করার এখতিয়ার/স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। আল্লাহপ্রদত্ত সে এখতিয়ারকে ব্যবহার করেই মানুষ হেদায়াত কিংবা গোমরাহীর রাস্তা অবলম্বন করে থাকে। সুতরাং বান্দার গোমরাহীর জন্য মূলত বান্দাই দায়ী, আল্লাহ তা'আলা দায়ী নন।

জিন ও মানবজাতি দ্বারা আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে পূর্ণ করবেন, এটা ব্যাপকভাবে বলা হয়নি। বরং জিন ও মানবজাতির মধ্যে যারা আল্লাহপ্রদত্ত এখতিয়ার বা স্বাধীনতা দ্বারা সৎপথ গ্রহণ না করে অবাধ্য ও গোমরাহীর পথ বেছে নিয়েছে, তাদের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করা হবে বলা হয়েছে।

মূলত এ কথাটি আল্লাহ পাক শয়তানের চ্যালেঞ্জের জবাবে বলেছিলেন। শয়তান সূরা আ'রাফের ১৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছিল :

ولا تجد اكثرهم شاكرين "আপনি আপনার অধিকাংশ বান্দাকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।" এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা ১৮ নং আয়াতে বলেন, "যারা তোমার অনুগত্য করবে তাদেরকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।" মূলত হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব একটি চিরাচরিত নিয়ম। প্রতিটি মানুষ তার কর্ম সম্পাদনে স্বাধীন। হক ও বাতিলের দ্বন্দ্বের দ্বারা আল্লাহর রহমত ও গজবের গুণ দুটি এ ধরার বুকে বিকশিত হয়ে থাকে।

বি.দ্র. : এটি একটি তাক্বদীরসংক্রান্ত মাসআলা এ সম্পর্কে অধিক প্রশ্ন করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। (১৪/৯৮৬)

📖 البحر المحيط (دار الكتب العلمية) ٥ / ٢٧٢ : "ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة "... قال الزمخشري : يعني لاضطرارهم الى ان

Scanned by CamScanner

يكونوا اهل ملة واحدة وهى ملة الإسلام كقوله: "وإن هذه أمتكم امة واحدة"، وهذا كلام يتضمن نفى الاضطرار وانه لم يقهرهم على الاتفاق على دين الحق ولكنه مكنّهم من الاختيار الذى هوأساس التكليف فاختار بعضهم الحق وبعضهم الباطل فاختلفوا.

📖 انوار البیان (مکتبہ طیبہ) ۴/ ۵۴۰ : ولوشاء ربك لجعل الناس ... مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنادیتا، اور سب ایک ہی دین پر ہوتے دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، اور سب تکوینی طور پر قہرا وجبرا مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ تعالی کی حکمت کا یہ تقاضہ ہوا ہے کہ حق اور باطل دونوں راستے بیان کر دی جائے اور جسے ایمان قبول کرنا ہو وہ اپنے اختیار سے قبول کرے اور جسے کفر پر رہنا ہو وہ اپنے اختیار سے کفر پر رہے، جیسا کہ سورۂ کہف میں فرمایا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارًا ... ...
پس جب حق قبول کرنے پر جبر نہیں کیا بااختیار بنادیا تو شیاطین کی کوششوں اور نفوس انسانیت کے تقاضوں پر چلنے والے کافر رہینگے، اور اس طرح سے اہل حق اور اہل باطل میں ہمیشہ اختلاف رہیگا، ہاں جس پر اللہ کی مہربانی ہو وہ حق ہی کو اختیار کریگا، اور حق ہی پر رہیگا، ولذلك خلقهم اور لوگوں کو اسی لئے پیدا فرمایا کہ وہ مختلف رہیں) اور اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک فریق جنت میں ایک فریق دوزخ میں ہوگا، جیسا کہ سورۂ شوری میں فرمایا 'فريق فى الجنة و فريق فى السعير' (ایک فریق جنت میں اور ایک فریق دوزخ میں ہوگا) آخر میں فرمایا- "وتمت كلمة ربك" اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہوگی کہ میں جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دونگا جس میں سب دوزخی موجود ہونگے،
اس آیت کا مفہوم وہی ہے جو سورۃ الم سجدۃ میں فرمایا- "ولوشئنا لآتينا كل نفس هداها" ... ... (اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو ہدایت دے دیتے لیکن میرا فیصلہ ہو چکا کہ میں دوزخ کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دونگا، جو اس میں اکھٹے موجود ہونگے،) جب یہ فیصلہ ہے تو اہل کفر کا وجود بھی تکوینی طور پر ضروری ہے کفر والے انسانوں میں

Scanned by CamScanner

سے بھی ہونگے اور جنات میں سے بھی ہونگے دونوں جماعتوں کے کافروں سے جہنم بھر دیا جائیگا جیسا کہ سورہ اعراف میں اور سورہ ص میں ہے اللہ تعالی ابلیس کو خطاب کرکے فرمایا، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين (میں تجھ سے اور ان سب جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دونگا جو تیرا اتباع کریں گے)

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۴/ ۶۸۰ : پانچویں آیت میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی امت وملت بنا دیتا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی چاہتے تو تمام انسانوں کو زبردستی قبول اسلام پر مجبور کر ڈالتے سب کے سب مسلمان ہی ہو جاتے ان میں کوئی اختلاف نہ رہتا، مگر بتقاضائے حکمت اس دنیا میں اللہ تعالی کسی کو کسی عمل پر مجبور نہیں کرتے بلکہ اس نے انسان کو ایک قسم کا اختیار سپرد کر دیا ہے، اس کے ماتحت وہ اچھا یا برا جو چاہے عمل کر سکتا ہے، اور انسان کی طبائع مختلف ہے اس لئے راہیں مختلف ہوتی ہیں اور عمل مختلف ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ دین حق سے اختلاف کرتے ہی رہینگے بجز ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالی نے رحمت فرمائی یعنی انبیاء علیہم السلام کا اتباع کرنے والے۔

ইয়াজুজ মা'জুজ জাহান্নামী কেন

প্রশ্ন : শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেব রহ. কর্তৃক অনুবাদকৃত বাংলা বুখারী শরীফে নিম্নোক্ত হাদীসটি দেখলাম। হাদীসটির অনুবাদ মোটামুটি নিম্নরূপ:

"কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক হযরত আদম (আ.)-কে ডাকিবেন, আদম (আ.) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হাজির হইবেন। তখন আল্লাহ পাক বলিবেন যে আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে চির দোযখীদের আলাদা করুন। আদম (আ.) জিজ্ঞাসা করিবেন যে কতজনের মধ্যে কতজন? তখন আল্লাহ পাক বলিবেন যে প্রতি হাজারে ৯৯৯ (নয়শত নিরানব্বই) জন চির দোযখী ও একজন বেহেস্তী। এ কথা শুনিয়া সাহাবীগণ ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন যে তোমরা শান্ত হও, বেহেস্তী একজন তোমাদের মুসলমানদের মধ্য থেকে হইবে এবং ৯৯৯ (নয়শত নিরানব্বই) জন চির দোযখী হইবে ইয়াজুজ মাজুজ।"

উক্ত হাদীসের আগে লিখিত ভূমিকা ও পরে লিখিত টিকা ও ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বেশির ভাগ রেওয়ায়াত থেকে পাওয়া যায় যে ইয়াজুজ মাজুজ ইয়াফেস ইবনে নূহের বংশধর। তারা সবাই অমুসলমান, ঈমানদার তাদের মধ্যে কেহই নেই। তাদের

Scanned by CamScanner

সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে তারা বয়স অনেক বেশি পায় এবং তাদের যৌন স্পৃহা খুব বেশি, এমনকি তাদের এককেজনের এককে হাজার সন্তান-সন্ততি হওয়ার পূর্বে সাধারণত মৃত্যু হয় না। তারা সাধারণ মানুষ হতে বেশি দুর্ধর্ষ প্রকৃতির।"

এখন আমার বক্তব্য হলো নিম্নরূপ : কোরআন শরীফের সূরা কাহাফে বর্ণিত আছে যে ইয়াজুজ মাজুজ সাধারণ মানুষের আবাদিতে আসার পথ জুলকারনাইন কর্তৃক প্রাচীর নির্মাণ করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর জুলকারনাইন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক পূর্বে দুনিয়াতে এসেছিলেন। এদিকে আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে বলেছেন :

১. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

২. وان من امة إلا خلا فيها نذير

৩. وما أرسلناك الا كافة للناس

৪. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

৫. يا ايها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك

যেহেতু হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সারা বিশ্বের জিন মানুষ সকলের নবী এবং কেয়ামত পর্যন্ত যামানার জন্য নবী, আর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াতে আসার পর ইয়াজুজ মাজুজ ও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতে দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তাই ওপরে লিখিত কোরআন-হাদীসের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াজুজ মাজুজের কাছেও সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাওয়াত পৌঁছানোর কথা। কখন ও কিভাবে পৌঁছল তা আমি জানতে খুবই আগ্রহী। জুলকারনাইনের আগে সাধারণ মানুষের আবাদিতে আসার পথ ইয়াজুজ মাজুজের জন্য খোলা ছিল। তখন তাদের কাছে কোনো নবীর দাওয়াত পৌঁছেছিল কি?

কোরআন শরীফের সূরা আম্বিয়া এবং অন্য হাদীস থেকে পাওয়া যায় যে কিয়ামতের আলামত হিসেবে হযরত ঈসা (আ.) দুনিয়াতে আসার পর ইয়াজুজ মাজুজের পথ খুলে দেওয়া হবে এবং তারা দুনিয়াতে প্রবল বেগে বের হয়ে সব কিছু তছনছ করে ফেলবে। তারা বের হওয়ার আগে আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আ.)-কে ওহী মারফত জানিয়ে দেবেন যে, সব মুসলমানকে নিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করুন। পরে মুসলমানদের আবেদনে ঈসা (আ.) আল্লাহর কাছে তাদের জন্য বদ-দু'আ করলে আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। উক্ত বর্ণনায় ও ঈসা (আ.) কর্তৃক তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর কোনো ইশারা-ইঙ্গিত পাওয়া যায় না।

এখন আমার প্রশ্ন হলো : কোরআন-হাদীসের উপরোক্ত বক্তব্য এবং যুক্তি অনুযায়ী এত বিপুলসংখ্যক ইয়াজুজ মাজুজকে ধ্বংস করে চির দোযখী সাব্যস্ত করার আগে তাদের

Scanned by CamScanner

কাছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বিশ্বনবী ও রাহমাতুল্লিল আলামীন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের দাওয়াত কখন ও কিভাবে পৌঁছল? শুনেছি, কোনো এক উপলক্ষে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে এমন একদিন আসবে, যেদিন কাঁচা হোক পাকা হোক, প্রতিটি ঘরে কালেমা ইজ্জতের সাথে হোক জিল্লতের সাথে হোক প্রবেশ করবে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বক্তব্যে ইয়াজুজ মাজুজের ঘরও শামিল আছে কি না? যদি হয়ে থাকে তাহলে এত বিপুলসংখ্যক ইয়াজুজ মাজুজ (আদম সন্তানদের প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন) কিভাবে চির দোযখী হবে?

উত্তর : প্রথমে আপনার জানা দরকার যে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের অস্বীকারকারী কাফেরকে জাহান্নামে দেওয়া হবে। এটা নবী-রাসূল প্রেরণের ওপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহপ্রদত্ত আকল বিবেক থাকাই জাহান্নামের আযাবের জন্য যথেষ্ট। অবশ্য শরীয়তের বিস্তারিত আহকাম অমান্যের মাধ্যমে যে কুফুরী হয় তার শাস্তি নবী-রাসূল প্রেরণের ওপর নির্ভরশীল। কোরআনে কারীমের আয়াতে ওই দ্বিতীয় প্রকারের আজাবই উদ্দেশ্য। এই ব্যাখ্যার পর আপনার ইয়াজুজ মাজুজ সম্পর্কিত সংশয়ের নিরসন সহজ। দ্বিতীয়ত, ইয়াজুজ মাজুজ সবাই প্রাচীরের ভেতরে অবস্থান করার ধারণা সঠিক নয়। বর্তমান বিশ্বের রাশিয়া-ইউরোপের কিছুসংখ্যক অধিবাসীরাও ইয়াজুজ মাজুজেরই একটি অংশ। অবশ্য এ বংশের বেশি দুষ্ট ও সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোকেরা প্রাচীরের ভেতর আবদ্ধ আছে। কেয়ামতের পূর্বে ওই অংশই ধ্বংসলীলা চালাবে। এ হিসেবে প্রাচীরের বাইরে অবস্থানকারীদের নিকট দাওয়াত বারে বারে পৌঁছেছে। আর প্রাচীরের ভেতরে অবস্থানকারীদের নিকট কোনো দাঈ দাওয়াত নেওয়ার প্রমাণ না থাকলেও আল্লাহপ্রদত্ত বিবেক দ্বারা তারা আল্লাহর অস্তিত্বের ওপর ঈমান না আনার শাস্তি পাবে। (৮/১৬৮/১৯৫৯)

📖 التفسير الكبير (دار إحياء التراث) ٢٠/ ٣١٣ : وإذا ثبت هذا فنقول:

في الآية قولان: الأول: أن نجري الآية على ظاهرها ونقول: العقل هو رسول الله إلى الخلق، بل هو الرسول الذي لولاه لما تقررت رسالة أحد من الأنبياء، فالعقل هو الرسول الأصلي، فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول العقل. والثاني: أن نخصص عموم الآية فنقول: المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد مجيء الشرع، وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير

Scanned by CamScanner

إليه عند قيام الدلائل، وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة، على أنا لو نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي، والله أعلم.

📖 روح المعانى (دار الحديث) ٨ / ٥٣ : قالوا: إن العقل آلة للعلم بهما فيخلقه الله تعالى عقيب نظر العقل نظرًا صحيحا واوجبوا الإيمان بالله تعالى وتعظيمه وحرموا نسبة ما هو شنيع اليه سبحانه، حتى روى عن ابى حنيفة رضـ أنه قال: لو لم يبعث الله رسولا لوجب على الخلق معرفته.

📖 تفسیر معارف القرآن(المکتبۃ المتحدۃ) ۶۴۶/۵ : روایت حدیث سے حاصل شدہ نتائج : (۱) یاجوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان حضرت نوحؑ کی اولاد میں سے ہیں، جمہور محدثین ومؤرخین ان کو یافث ابن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافث بن نوح کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی، یاجوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب سد ذو القرنین کے پیچھے ہی محصور ہوگئے ہوں، ان کے کچھ قبائل اور قومیں سد ذوالقرنین کے اس طرف بھی ہونگے، البتہ ان میں سے جو قتل وغارت گیری کرنے والے وحشی لوگ تھے وہ سدّ ذوالقرنین کے ذریعہ روک دئے گئے، مؤرخین عام طور سے ان کو ترک اور مغول یا منگولین لکھتے ہیں، مگر ان میں سے یاجوج ماجوج نام صرف ان وحشی غیر متمدن خونخوار ظالم لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہیں ہوئے، انہیں کی برادری کے مغول اور ترک یا منگولین جو متمدن ہوگئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔

ইয়াজুজ মাজুজের সুয়াল-জাওয়াব

প্রশ্ন : শুনেছি, হাদীসে আছে যে মানুষের মৃত্যুর পর কবরে দুজন ফেরেশতা এসে তাকে তিনটা প্রশ্ন করে :

তোমার রব কে?

তোমার দ্বীন কী?

দুনিয়াতে তোমাদের মাঝে যে লোককে পাঠানো হয়েছিল তিনি কে?

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন হলো, আমরা জানি দুনিয়াতে ইয়াজুজ মাজুজের সংখ্যা অনেক বেশি। জুলকারনাইনের প্রাচীর নির্মিত হওয়ার পরে সাধারণ মানুষের আবাদিতে আসার পথ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। জুলকারনাইন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনেক পূর্বে দুনিয়াতে এসেছিলেন। ফলে উক্ত প্রাচীরের কারণে ইয়াজুজ মাজুজের নিকট হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের দাওয়াত পৌঁছানোর রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে।

এমতাবস্থায় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াতের দাওয়াত না পৌঁছানো অবস্থায় ইয়াজুজ মাজুজের নিকট ও কবরে উক্ত তিনটি প্রশ্ন বিশেষ করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রশ্ন দুটি করা হবে কি না এবং প্রশ্নগুলো করা হলে ইয়াজুজ মাজুজের বেলায় প্রশ্নগুলোর যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা সহকারে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

উত্তর : ইসলামের বিধান মতে, আখেরাতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে অবশ্যই তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছানো জরুরি। আর এ দাওয়াত আল্লাহ পাক কখনও নিজের প্রেরিত রাসূলের মাধ্যমে পৌঁছান আবার কখনও রাসূলের প্রতিনিধির মাধ্যমেও পৌঁছান। এক বর্ণনানুযায়ী ইয়াজুজ মাজুজের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেছে। কিন্তু তারা তা কবুল করার পরিবর্তে কুফুরের ওপরই অটল রয়েছে। যেহেতু তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছেছে সুতরাং তাদেরকে উক্ত ব্যাপারে প্রশ্ন করা যুক্তিসঙ্গত । (১৪/৮৯৭/৫৮৪১)

📖 المستدرك للحاكم (قديمى كتبخانه) ٥ / ٣٩٧ (٨٦٨٢) : عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : إن الله عزوجل جزّأالخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الملائكة، وجزأ سائر الخلق وجزء الملائكة عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وجزءً لرسالته، وجزء الخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الجن، وجزأ بنى آدم ، وجزء بنى آدم عشرة اجزاء فجعل تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزأً سائر الناس، ... هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

📖 الدر المنثور (مكتبة الرحاب) ٥/ ٥٥٨ : وأخرج نعيم بن حماد في الفتن وابن مردويه بسند واه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثني الله ليلة أسري بي إلى

Scanned by CamScanner

يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأبوا أن يجيبوني فهم في النار مع من عصى من ولد آدم وولد إبليس -

📖 كتاب الفتن لنعيم بن حماد (مكتبة التوحيد) ٢ / ٥٩٣ (١٦٥٣)

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٥ / ٦٤٥ : مگر ظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس بھی انبیاء علیہم السلام کی دعوت پہونچ چکی ہے ورنہ نص قرآنی کے مطابق ان کو جہنم کا عذاب نہ ہونا چاہئے، "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" معلوم ہوا کہ دعوت ایمان ان کو بھی پہونچی ہے، مگر یہ لوگ کفر پر جمے رہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے جو اللہ کے وجود اور اسکے ارادہ و مشیت کے قائل ہونگے، اگرچہ صرف اتنا عقیدہ ایمان کے لئے کافی نہیں، جب تک رسالت اور آخرت پر ایمان نہ ہو۔

📖 تفسیر مواھب الرحمن (رشیدیہ) جزء(١٦)٥ / ٣٩ : بعض نے بیان کیا کہ یاجوج ماجوج کافر ہے، شب معراج کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو ایمان کی دعوت کی مگر انہوں نے نہ مانا۔

📖 تفسیر انوار البیان (مکتبہ طیبہ) ٥ / ٥٣٧ : فائدہ : صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوا کہ یاجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والے یہی ہیں، اسپر حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنھایہ میں یہ اشکال کیا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تو وہ دوزخ میں کیسے جائینگے، پھر اسکا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" اس میں واضح ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی شخص یا جماعت عذاب میں مبتلا ہوگی سب کے پاس کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجا گیا ہے، (البتہ اس رسول کے معنی میں عموم ہے، خواہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا رسول پہنچا ہو خواہ اس کے رسولوں میں سے کسی کا بھیجا ہوا قاصد آیا ہو) اور کسی جگہ رسول کا پہنچنا یا ان کے کسی قاصد کا پہنچنا ہمارے علم میں ہونا ضروری نہیں، اللہ تعالی کی مخلوق کہاں کہاں ہے اسے اپنی مخلوق کا علم ہے اور اپنی مخلوق پر کس طرح پر حجت قائم فرمائی ہے، وہ اس کو جانتا ہے۔

Scanned by CamScanner

মাহদীর আগমনের পূর্বলক্ষণ ও সময়

প্রশ্ন : ইমাম মাহদী (আ.)-এর আগমন সম্পর্কিত আলামতসমূহের মধ্যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কি কেয়ামতের বড় নিদর্শন? এবং তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কত বছর পর আগমন করবেন? এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো জানতে চাই।

উত্তর : চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কেয়ামতের বড় আলামতের অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত মাহদীর আগমনের নির্দিষ্ট কোনো তারিখ হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে একটি হাদীসের আলোকে ১২০০ হিজরীর পরবর্তী সময়ে তাঁর আগমন হবে বলে কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন। (১০/৭৫৪)

📖 سنن ابن ماجة (النسخة الهندية) صـ ٢٩٤ : عن أبى قتادة ؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات بعد المائتين.

📖 مرقاةالمفاتيح (انور بكڈپو) ٩ / ٣٦٢ : "بعد المائتين" أى : من الهجرة أو من دولة الإسلام أو من وفاته عليه الصلاة والسلام ويحتمل ان يكون اللام فى المائتين للعهد، اى بعد المائتين بعد الألف وهو وقت ظهور المهدى وخروج الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وتتابع الآيات من طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض وظهور يأجوج ومأجوج وأمثالها.

কাশফের মাধ্যমে জান্নাত, জাহান্নাম, আরশ, কুরসী ইত্যাদি দেখা

প্রশ্ন : কাশফ বা ইলহামের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের পক্ষে জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, লাওহ, কলম, সিদরাতুল মুনতাহা, আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার আরশ-কুরসী ইত্যাদি দেখা সম্ভব কি না? যদি কেউ এ রকম দাবি করে তাহলে এমনকি প্রমাণ আছে যে, তার কাশফ বা ইলহাম ভুল নয়। কেননা ওহী ব্যতীত কাশফ ও ইলহাম ভুল বা শুদ্ধ যেকোনোটিই হতে পারে। হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) রচিত 'কাসদুস সাবীল' বইটির 'শোগল' সম্পর্কিত আলোচনায় এ ব্যাপারে কিছুটা ইঙ্গিত দেওয়া আছে, সরাসরি কিছু বলা নেই। বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : সুন্নাতের পূর্ণ অনুসারী আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে কাউকে কোনো সময় অদৃশ্য কোনো বিষয় সূরতে মিসালী তথা আকৃতির মাধ্যমে দেখানো বা জানানো হয়।

Scanned by CamScanner

এভাবে কোনো বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়াকে কাশফ বা ইলহাম বলা হয়। কাশফ বা ইলহাম দ্বারা প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়াদি আকৃতির মাধ্যমে জানা সম্ভব। তবে সে আকৃতি বাস্তবের সাথে হুবহু মিল হওয়া জরুরি নয়। যেহেতু নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো কাশফ ও ইলহাম শরীয়তের দলিল নয়, তাই শরীয়তের কোনো আদেশ-নিষেধ তাদের কাশফ ও ইলহামের ওপর নির্ভরশীল নয়। যদি শরীয়তের কোনো বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় তবে একজন ঈমানদারের কথাকে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়া মিথ্যা বলা যাবে না। (৯/৬২/২৪৮৯)

📖 العقائد النسفية مع شرحه (المكتبة الضميرية) صـ ٣٠ : والالهام ليس من اسباب المعرفة بصحة الشئ عند اهل الحق.

📖 ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ٤/٢٤٢- ٢٤٣ : وأما ماوقع لبعض الخواص كالأنبياء والأولياء بالوحى أو الالهام فهو بإعلام من الله تعالى فليس مما نحن فيه.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (کتبخانہ نعیمیہ) ۱ / ۹۸ :جواب- غیر نبی کو کشف یا الہام ہوسکتا ہے، مگر وہ حجت نہیں، نہ اس کے ذریعہ کوئی حکم ثابت ہوسکتا ہے بلکہ اس کو شریعت کی کسوٹی پر جانچ کر دیکھا جائیگا اگر صحیح ہو تو قبول کیا جائیگا ورنہ رد کردیا جائیگا، یہ اس صورت میں ہے کہ وہ سنت نبوی کا متبع اور شریعت کا پابند ہو، اگر کوئی شخص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہو تو اس کا کشف والہام کا دعوی شیطانی مکر ہے۔

আখেরাতে নফসের অবস্থান

প্রশ্ন : বেহেস্ত ও দোযখে নফসে মুতমাইন্নাহ ও নফসে আম্মারার স্থান কোথায় হবে?

উত্তর : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নফসে মুতমাইন্নাহর জন্য ইন্তেকালের সময় থেকে নিয়ে বেহেস্তে পৌঁছা পর্যন্ত বহু প্রতিদানের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং বিশেষ এক বেহেস্তে তার জন্য স্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন। পক্ষান্তরে নফসে আম্মারার জন্য অনেক ভয়াবহ দুঃসংবাদ এবং দোযখ বরাদ্দ রয়েছে। (৫/২৮৪/৮৯৭)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامى) ٣ / ٥٦٤ - ٥٦٧ (٦٧٠٢) : عن عبد الله بن عمرو، قال: " إن أول قطرة تقطر من دم الشهيد يغفر له بها ما تقدم من ذنبه، ثم يبعث الله إليه ملكين بريحان من الجنة

Scanned by CamScanner

وبريطة، وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون سبحان الله قد جاء اليوم من الأرض ريح طيبة ونسمة طيبة، فلا يمر بباب إلا فتح له، ولا بملك إلا صلى عليه، وشيعه حتى يؤتى به الرحمن فيسجد له قبل الملائكة وتسجد الملائكة بعده ثم يؤمر به إلى الشهداء فيجدهم في رياض خضر وثياب من حرير عند ثور وحوت يلغثان كل يوم لغثة لم يلغثا بالأمس مثلها فيظل الحوت في أنهار الجنة فإذا أمسى وكزه الثور بقرنه فذكاه لهم فأكلوا من لحمه فوجدوا في لحمه طعم كل رائحة من أنهار الجنة ويلبث الثور نافشا في الجنة، فإذا أصبح غدا عليه، ثم الحوت فوكزه بذنبه فذكاه لهم فأكلوا من لحمه فوجدوا في لحمه طعم كل ثمرة من ثمار الجنة فينظرون إلى منازلهم بكرة وعشيا يدعون الله أن تقوم الساعة، وإذا توفي المؤمن بعث الله إليه ملكين بريحان من الجنة وخرقة من الجنة تقبض فيها نفسه، ويقال: اخرجي أيتها النفس الطيبة إلى روح وريحان، وربك عليك غير غضبان، فتخرج كأطيب رائحة وجدها أحد قط بأنفه، وعلى أرجاء السماء ملائكة يقولون سبحان الله قد جاء اليوم من الأرض ريح طيبة ونسمة كريمة فلا تمر بباب إلا فتح لها ولا بملك إلا صلى عليها وشيعه حتى يؤتى به الرحمن فتسجد الملائكة قبله ويسجد بعدهم، ثم يدعى ميكائيل فيقال: اذهب بهذه النفس فاجعلها مع أنفس المؤمنين حتى أسألك عنهم يوم القيامة، ويؤمر به إلى قبره، فيوسع عليه سبعين.طوله وسبعين عرضه، وينبذ له فيه فيه ريحان، ويستر بحرير، فإن كان معه شيء من القرآن كسي نوره، وإن لم يكن معه شيء جعل له نور مثل الشمس، فمثله كمثل العروس لا يوقظه إلا أحب أهله عليه، وإن الكافر إذا توفي بعث الله إليه ملكين بخرقة من بجاد أنتن من كل نتن وأخشن من كل خشن، فيقال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة ولبئس ما قدمت لنفسك، فتخرج كأنتن رائحة وجدها أحد قط بأنفه ، ثم يؤمر به في قبره فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه ثم يرسل عليه حيات كأنها أعناق البخت يأكل لحمه،

Scanned by CamScanner

ويقيض له ملائكة صم بكم عمي لا يسمعون له صوتا ولا يرونه فيرحموه، ولا يملون إذا ضربوا، يدعون الله بأن يديم ذلك عليه حتى يخلص إلى النار".

মৃতের রূহ বাড়িতে ফিরে আসে কি না

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির রূহ দুনিয়াতে তার নিজ বাড়িতে এবং তার আত্মীয়স্বজনের কাছে আসে কি না? মানুষ সাধারণত বলে থাকে যে প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে তার নিজ বাড়িতে উত্তরসূরিদের থেকে পুণ্য পাওয়ার আশায় এসে থাকে—এটা ঠিক কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির আত্মা দুনিয়াতে তার নিজ বাড়িতে আসার কোনো প্রমাণ কোরআন-হাদীসে নেই। অতএব এ ধরনের আক্বীদা অবশ্যই বর্জনীয়। (৬/১৮২/১১৫২)

📖 فتاوی دارالعلوم (مکتبہ دارالعلوم دیوبند) ۵/ ۴۳۹ : سوال-میت کی روح مکان پر آتی ہے یا نہیں؟

جواب- روح مکان پر نہیں آتی اس کا کچھ ثبوت نہیں ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۱۰۲: مردوں کی ارواح کا مکان پر آنانہ تو قرآن کریم کی کسی آیت سے ثابت ہے اور نہ ہی صریح حدیث سے اس کا ثبوت ہے... اصولی بات وہی ہے جو حضرت تھانویؒ نے اشرف الجواب ص ۱۱۹ میں تحریر فرمائی ہے۔

ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম

প্রশ্ন : নিম্নোক্ত বিষয়ে ফতওয়াদানের আবেদন রইল :

ক. ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ কী? কে কত সনে এর আবিষ্কার করে?

খ. ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতার মধ্যে পার্থক্য কী?

গ. এই মতবাদ আবিষ্কারের পটভূমি ও মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

ঘ. কোনো মুসলমানের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বা তার স্বার্থানুকূলে কাজ করা বৈধ কি না?

ঙ. যেসব মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করে তাদের হুকুম কী? শরয়ী দলিল সহকারে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ক, খ ও গ. ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularеism ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার একটি সংঘবদ্ধ আন্দোলনের নাম। এই মতবাদ বস্তুত পাশ্চাত্যের খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের জালিম শাসকদের পক্ষপাতিত্ব ও মজলুম জনগণের স্বার্থে আঘাত হানার জন্য আবিষ্কৃত হয়। খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা যখন নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে জালিম শাসকদের অন্যায়-অত্যাচার, অবিচার-নির্যাতনকে ধর্মীয়ভাবে বৈধ বা সঠিক বলে ঘোষণা দিল, তখন মজলুম জনতা তাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন করে বিজয়ী হয় ও ক্ষমতা লাভ করে। অতঃপর জুলুম, অত্যাচার, পাপাচারকে সমর্থনকারী যাজকদের তথাকথিত ধর্মকে মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে অচল অযোগ্য ও ব্যর্থ বলে ঘোষণা দিয়ে ধর্মকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে ও উপসানালয়ে সীমাবদ্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের জন্ম দেয় এবং এই শ্লোগান "ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার"–নিয়ে মাঠে নামে। তারা এর অর্থ 'যার ধর্ম তার কাছে' ব্যাখ্যা করে ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালনে স্বাধীনতার কথা বললেও মূলত এর আসল উদ্দেশ্য মানুষের পুরো জীবন থেকে ধর্মকে নিশ্চিহ্ন ও বিচ্ছেদ করে দেওয়া। যে কারণে মানুষ ধর্মবিমুখ হয়ে শেষ পর্যন্ত ধর্মহীন হতে বাধ্য হয়ে যায়। তাই ধর্মনিরপেক্ষতার আসল চেহারা বা তার ফলাফল ধর্মহীনতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ মতবাদ সর্বপ্রথম ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বাস্তবায়ন শুরু হয়। এরপর এ আন্দোলনকে বিভিন্ন কৌশলে বিশ্বময় সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক করার অভিযান শুরু হয়।

ঘ, ঙ. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের জীবনের কোনো অংশকে ইসলাম থেকে পৃথক করে দেখার সুযোগ নেই। তাই বিধর্মীদের অনুকরণে ইসলামকে ব্যক্তিজীবন ও ধর্মীয় কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ মনে করা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অসম্ভব মনে করা সম্পূর্ণ কুফুরী এবং এই মতবাদ নিয়ে রাজনীতি করা এবং এর সাথে সম্পৃক্ত হওয়াও কুফুরী।

অতএব, কোনো মুসলমানের জন্য উল্লিখিত মতবাদ বিশ্বাস করে রাজনীতি করা বা রাজনীতির সাথে জড়িত হওয়া মারাত্মক গোনাহ। তাই আমাদের সকলের জন্য এ মতবাদ থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। (৮/৮২৩/২৩৬৭)

📖 العلمانية صـ ١٨ : وما تقدم ذكره يعنى امرين : أولهما : ان العلمانية مذهب من المذاهب الكفرية التى ترى الى عزل الدين عن التاثير فى الدنيا، فهو مذهب يعمل على قيادة الدنيا فى جميع النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية والقانونية وغيرها بعيدًا عن اوامر الدين ونواهيه... ... ولهذا لو قيل عن هذه الكلمة "العلمانية" انها ("اللادينية" لكان ذلك ادق تعبيرًا و

Scanned by CamScanner

اصدق) وكان فى الوقت نفسه ابعد عن التلبيس واوضح فى المدلول (صـ ٨)

📖 الموسوعة الميسرة فى الاديان والمذاهب المعاصرة (دار الندوة) ٢/ ٦٧٩ : العلمانية بالإنجليزية (Secularеism) وترجمتها الصحيحة : اللادينية أو الدنيوية، وهى دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعى والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين،وتعنى فى جانبها السياسى بالذات اللادينية فى الحكم وهى اصطلاح لاصلة له بكلمة العلم (Science)

📖 فيه ايضًا ٢ / ٦٧٩: نشأت هذه الدعوة فى أوروبا وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي ولتغافل الشيوعى وقد ادت ظروف كثيرة قبل الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩م وبعدهاالى انتشارهاالواسع وتبلورمنهجهاوافكارها،وقدتطورت الأحداث وفق الترتيب التالى ... ...

📖 العلمانية صـ ١٨ : ان العلمانية بصورتيها السابقين كفر بواح لا شك فيها ولا ارتياب، وان من اٰمن بأى صورة منها وقبلها فقد خرج من دين الاسلام والعياذ بالله، وذلك ان الاسلام دين شامل كامل فى كل جانب من جوانب الانسان الروحية والسياسةوالاقتصادية والاخلاقية والاجتماعية منهج واضح وكامل ولايقبل ولا يجيز ان يشاركه فيه منهج اُخر ... ... والادلة الشرعية كثيرة جدًا فى بيان كفر وضلال من رفض شيئا محققا معلوما انه من دين الاسلام، ولوكان هذا الشئ يسيرًا جدًا فكيف بمن رفض الاخذ بكل الاحكام الشرعية المتعلقة لسياسة الدنيا مثل العلمانيون، من فعل ذلك فلاشك فى كفره -

📖 الموسوعة المیسرة فى الاديان (دار الندوة العالمية) ٢ / ٦٨٢: الأفكار والمعتقدات: بعض العلمانيين ينكرون وجود الله أصلاً.

– وبعضهم يؤمنون بوجود الله لكنهم يعتقدون بعدم وجود أية علاقة بين الله وبين حياة الإنسان.

Scanned by CamScanner

-الحياة تقوم على أساس العلم المطلق وتحت سلطان العقل والتجريب .

-إقامة حاجز سميك بين عالمي الروح والمادة، والقيم الروحية لديهم قيم سلبية .

- فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي.

- تطبيق مبدأ النفعية Pragmatism على كل شيء في الحياة.

- اعتماد مبدأ الميكيافيلية في فلسفة الحكم والسياسة والأخلاق .

- نشر الإباحية والفوضى الأخلاقية وتهديم كيان الأسرة باعتبارها النواة الأولى في البنية الإجتماعية.

- أما معتقدات العلمانية في العالم الإسلامي والعربي التي انتشرت بفضل الاستعمار والتبشير فهي:

- الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة .

- الزعم بأن الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية.

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ٦/ ٨٧ : دین وسیاست کی تفریق کا یہی نظریہ عہد حاضر میں ترقی کر کے "سیکولریزم" کی شکل اختیار کر گیا، جو آج کے نظامہائے سیاست میں مقبول ترین نظریہ سمجھا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اسلام میں اس نظریہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات چونکہ ہر شعبۂ زندگی سے متعلق ہے جن میں سیاست بھی داخل ہے اس لئے اسلام میں سیاست کو دین ومذہب سے بے تعلق رکھنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہے.

Scanned by CamScanner

মানবপূর্ব পৃথিবীতে জিন জাতি কার প্রবঞ্চনায় গোনাহ করত তাদের জান কে কবজ করত

প্রশ্ন : মানুষ সৃষ্টির পূর্বে জিন জাতির শয়তান কে ছিল? কার প্রবঞ্চনায় তারা গোনাহ করেছে? বর্তমানে জিনের শয়তান কে এবং মানুষ সৃষ্টির পূর্বে জিনের জান কবজ কে করেছেন?

উত্তর : মানব সৃষ্টির পূর্বে জিন জাতিকে গোনাহের প্রবঞ্চনা দেওয়ার জন্য শয়তান নামে কোনো পৃথক জাতি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, জিন জাতির মধ্যে মানুষের মতো গোনাহের দিকে আকৃষ্ট করা বা গোনাহে লিপ্ত হওয়ার জন্য তার ভেতর নফস বা মনের প্রবঞ্চনা মূল হিসেবে কাজ করত। তবে আদম (আ.)-কে সিজদা না করার কারণে জিন জাতির সদস্য আযাযীল শয়তান ও ইবলিস নামে ভূষিত হওয়ার পর মানব ও দানবকে গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার আরেকটি বড় উৎসমূল হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করে। তাই আদম (আ.)-এর সৃষ্টির পরে মানব-দানবের জন্য ইবলিস শয়তান হিসেবে নফসের সঙ্গে মিশে মানুষ ও জিনকে পথভ্রষ্ট করার ভূমিকা পালন করছে।
জিন জাতির জান কবজ করার জন্যও মালাকুল মাউত নিযুক্ত আছেন। (৭/৮৬০/১৯০২)

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٣ / ٩٤ : عن ابن عباس ؓ قال : كان ابليس قبل ان يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل وكان من سكان الارض وكان من أشد الملائكة اجتهادا واكثرهم علمًا فلذلك دعاه الى الكبر وكان من حى يسمون جنًّا.

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٣ / ٩٣: قال الحسن البصرى : ماكان ابليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن كما ان آدم عليه السلام اصل البشر.

📖 عالم الجن والشياطين ٣ /٤٢ : قال الحسن البصرى : لم يكن ابليس من الملائكة طرفة عين، والذى حققه ابن تيمية : (ان الشيطان كان من الملائكة باعتبار صورته وليس منهم باعتبار اصله ولا باعتبار مثاله-

📖 التفسير المظهرى (دار احياء التراث العربى) ٢٧٨/٧ : وأخرج الخطيب فى تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس قال وكل ملك الموت يقبض أرواح الآدميين فهو الذى يقبض أرواحهم وملك من

Scanned by CamScanner

الجن وملك فى الشياطين وملك فى الوحش والطير والسباع
والحيتان والنمل فهم أربعة أملك، والملائكة يموتون فى الصعقة
الأولى وان ملك الموت يلى قبض أرواحهم ثم يموت.

পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়, দাজ্জালের আবির্ভাব ইত্যাদির পর ঈমান কবুল না হওয়ার অর্থ

প্রশ্ন : বাংলা অনূদিত মেশকাত শরীফ দশম খন্ডে কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণসমূহ এবং দাজ্জালের বর্ণনা অধ্যায়ে নিম্ন বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। "আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ পাবে তখন আর কারো ঈমান-আমল তার কোনো উপকারে আসবে না। যদি এর পূর্বে ঈমান এনে না থাকে অথবা ঈমানের সাথে আমল সঞ্চয় না করে থাকে। আর তা হলো পশ্চিমাকাশে সূর্যোদয়, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং দাব্বাতুল আরদ বের হওয়া।" (মুসলিম)

আর বাংলা বেহেশতী জেওর দ্বিতীয় ভলিউমের সপ্তম খন্ডে কেয়ামতের আলামত (পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্যোদয়) বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, "যখন পশ্চিম দিক দিয়া সূর্যোদয় হবে তখন আর কাহারো ঈমান বা তাওবা কবুল হইবে না।" এর কিছু পরে বলা হয়েছে যে, "সূর্য পশ্চিম দিক দিয়ে উদয় হওয়ার সময় হইতে শিঙ্গায় ফুঁকের সময় পর্যন্ত একশত বিশ বছরের যামানা হইবে।"

এখন আমার প্রশ্ন হলো, শিঙ্গায় ফুঁকের আগে উপরে বর্ণিত একশত বিশ বছরের মধ্যে যে সকল লোক জন্মগ্রহণ করবে তাদের মধ্যে কেউ যদি তখন ঈমান আনে, তার ঈমান কবুল না হওয়ার কারণ কী? সে তো ওই আলামতগুলো প্রকাশ হওয়ার পরে জন্মগ্রহণ করেছে।

উত্তর : উল্লিখিত আলামতের পর তাওবা কবুল হবে না বলতে ওই সমস্ত লোকের তাওবা কবুল হবে না বোঝানো হয়েছে, যারা সাবালক ও স্বজ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও কাফের রয়ে যাবে, এরা তাওবাকরত ঈমান আনলে তা কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যারা ওই সময় নাবালেগ থাকবে পরে বালেগ হবে বা পাগল থাকবে পরে ভালো হবে বা নতুন জন্ম লাভ করবে অথবা পাপী মুসলমান গোনাহ থেকে তাওবা করবে তাদের সকলের তাওবা নিশ্চয় কবুল হবে। (১০/৫৭৪/৩২৭৮)

📖 التفسير المظهرى (دار احياء التراث العربى) ٣ / ٣٣٧ : ولعل قوله
تعالى "لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل او كسبت فى

Scanned by CamScanner

إيمانها خيرًا" تدل على أن من كان كافرا قبل ذلك لا يقبل إيمانه بعد ذلك، وأما من ولد بعد ذلك او أدرك العقل والبلوغ بعد ذلك وأمن فالظاهر أنه يقبل إيمانه .

📖 تفسير القرطبي (دار إحياء التراث) ٤/ ١٤١ : ورُوي عن عبد الله بن عباس رضـ أنه قال: لا يقبل من كافر عمل ولا توبة إذا أسلم حين يراها، إلا من كان صغيرا يومئذ، فإنه لو أسلم بعد ذلك قبل ذلك منه. ومن كان مؤمنا مذنبا فتاب من الذنب قبل منه .

মৃত্যু আল্লাহর হুকুমেই হয়

প্রশ্ন : আমার সাথে একজন লোকের এ মর্মে কথোপকথন হয় যে একজন লোক অ্যাকসিডেন্ট হয়ে মারা গেল অথবা জ্বর বা যেকোনো রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেল। এ ব্যাপারে আমার কথা হলো, এ লোক আল্লাহর হুকুমেই মারা গেছে, জ্বর বা অ্যাকসিডেন্ট ওসীলামাত্র। আর ওই ব্যক্তির কথা হলো, তাকে সরাসরি আল্লাহ তা'আলাই মেরে ফেলেছেন। আমাদের সংশয় দূর করে কার কথা সঠিক আশা করি তা নির্ধারণ করে উপকৃত করবেন।

উত্তর : মৃত্যুদাতা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাই। এরূপ আক্বীদা রাখা মুসলমানের জন্য জরুরি। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় এরূপ বলাই সঠিক হবে যে ওই ব্যক্তিদের মৃত্যু আল্লাহপাক দান করেছেন এবং ওই মৃত্যুর কারণ জ্বর ও অ্যাকসিডেন্ট ইত্যাদি আল্লাহপাকই সৃষ্টি করেছেন। তাই প্রশ্নে বর্ণিত উভয়ের বাক্য সঠিক হলেও দ্বিতীয় ব্যক্তির বাক্যটি আল্লাহর শানে বেয়াদবীর পর্যায়ভুক্ত। (১০/২২৭/৩০৯৩)

📖 شرح الفقه الاكبر (مكتبه رحمانيه) صـ ١٢٥ – ١٢٦ : فالمقتول ميت بأجله وقد علم الله تعالى وقدر وقضى ان هذا يموت بسبب المرض وهذا يموت بسبب القتل وهذا بالهدم وهذا بالهرم وهذا بالغرق وهذا بالحرق وهذا بالقبض وهذا بالاسهال وهذا بالسم وهذا بالغم والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق اسبابهما.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶/۴۹ : حامداً ومصلیا—ہر ایک کی موت کا اللہ تعالی کی طرف سے وقت مقرر ہے اور اس کا سبب بھی مقرر ہے بعض دفعہ آدمی ڈوبتا ہے زہر کھالیتا ہے مختلف اسباب کو اختیار کرتا ہے مگر وقت نہیں آتا تو نہیں مرتا جب وقت آجاتا ہے تب مر جاتا ہے کوئی پہرا کوئی حفاظت موت سے روکنے کے لئے کارگر نہیں۔

মাহদীর আবির্ভাবকে অস্বীকার করা

প্রশ্ন : ইমাম মাহদী (রা.)-এর আবির্ভাবকে অস্বীকার ও তুচ্ছ মনে করার হুকুম কী? তাঁর আবির্ভাবের বিষয়টি কোরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না?

উত্তর : হযরত মাহদী (রা.)-এর আবির্ভাবকে অস্বীকার ও তুচ্ছ মনে করা বহু হাদীস ও ইজমাকে অস্বীকার করার নামান্তর। হযরত মাহদীর (রা.) আবির্ভাব সহীহ হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং যারা হযরত মাহদীর (রা.) আবির্ভাবকে অস্বীকার ও তুচ্ছ মনে করে তারা মুনকিরীনে হাদীস তথা হাদীস অস্বীকারকারীদের দলভুক্ত। আর হাদীস অস্বীকার করা কুফুরী। (১০/৮০০/৩৩১৩)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٤/ ١٨٣٢ (٤٢٨٥) : عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المهدي مني، أجلى الجبهة، أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما، يملك سبع سنين».

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٤/ ١٨٣١(٤٢٨٣) : عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو لم يبق من الدهر إلا يوم، لبعث الله رجلا من أهل بيتي، يملؤها عدلا كما ملئت جورا» .

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٤/ ١٨٣١(٤٢٨٤) : عن أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المهدي من عترتي، من ولد فاطمة» -

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٤/ ٢٤٥ (٢٢٣٠) : عن عبد الله رضـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تذهب الدنيا حتى يملك

Scanned by CamScanner

العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي» : وفي الباب عن علي، وأبي سعيد، وأم سلمة، وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح-

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۱/ ۱۶۵ -۱۶۶ : قیامت کے قریب امام مہدی کا آنا صحیح احادیث اور اجماع امت سے ثابت شدہ مسئلہ ہے، اس سے انکار کرنا صحیح احادیث اور اجماع سے انکار کرنے کے مترادف ہے، جبکہ احادیث سے انکار کفر ہے۔

عن ابى سعيد ؓ قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلأ يصيب هذه الامة حتى لا يجد الرجل ملجأ يلجأ اليه من الظلم فيبعث الله رجلا من عترتى اهل بيتى فيملأ به الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن الارض- رواه الحاكم وقال صحيح وهو ابو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابورى امام الحديث فى وقته (مشكوة شريف، باب اشراط الساعة صـ ٤٧١) اس روایت سے امام مہدی کی پوری تفصیل واضح ہوتی ہے.... جو شخص مہدی آخر الزمان کا انکار کرتا ہے تو در اصل وہ احادیث نبوی کا انکار کرتا ہے۔

পাক পাঞ্জাতন বলতে কী বোঝায়?

প্রশ্ন : পাক পাঞ্জাতন বলতে কী বোঝায়? এর বিস্তারিত ঘটনার উৎপত্তি কোথা থেকে এলো এবং তা জানা না জানার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? দলিলসহ ব্যাখা দেওয়ার অনুরোধ করছি।

উত্তর : পাক পাঞ্জাতন শিয়াদের একটি ভ্রান্ত বানোয়াট আক্বীদা। এর মর্ম হলো পাঁচজন পূতপবিত্র ব্যক্তিত্ব। শিয়াদের ধারণা মতে, ওই পাঁচজন হলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), হযরত আলী (রা.), ফাতেমা (রা.), হাসান (রা.) ও হুসাঈন (রা.)। তারা মনে করে, এ পাঁচজনের সকলের নামের উল্লেখ কোরআনে পাকে ছিল। কিন্তু হযরত আবু বকর ও উসমান (রা.) দুশমনী করে কোরআন থেকে বাদ দিয়েছেন। শিয়াদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কোনো মুসলমান এ আক্বীদা পোষণ করতে পারে না। (১২/৫২৯/৩৯৯৯)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الحجر الآية ٩ : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۲ / ۵۱ : سوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو شامل کر کے پنجتن پاک کہنا صحیح ہے؟

الجواب۔ پنجتن کا مطلب اگر یہ ہے کہ ان سب کا مقام و درجہ متحد ہے تو یہ غلط ہے۔

📖 شیعہ اثنا عشریہ اور عقائد تحریف قرآن، منظور نعمانی ۶۲ : اثنا عشریہ کے چھٹے "امام معصوم" جعفر صادق نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی: ولقد عهدنا الى آدم من قبل كلمات فى محمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ذريتهم فنسى ... ... هكذا والله انزلت على محمد صلى الله عليه وآله (أصول كافى صـ ٢٢٣) .

আসমানী কিতাবসমূহ একটি দ্বারা আরেকটি রহিত কি না

প্রশ্ন : ১০৪ খানা আসমানী কিতাব। ১০০ খানা ছোট এবং ৪ খানা বড়, কোরআন আখেরী কিতাব। কোরআন নাযিল হওয়ার পর পূর্বের সমস্ত কিতাব রহিত হয়ে গেছে, এটা চির সত্য। কিন্তু আমার জানার বিষয় হলো, সহীফাগুলো এলাকা বা গোত্রভিত্তিক কিতাব ছিল, কিন্তু তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জীল কি সমস্ত দুনিয়াবাসীর জন্য নাযিল হয়েছিল? যদি এলাকাভিত্তিক হয়ে থাকে তাহলে কোন কিতাব কোন এলাকায় নাযিল হয়েছিল? এবং কোরআন নাযিল হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কিতাবের হুকুম বহাল ছিল, নাকি এক কিতাবের হুকুম নাযিল হলে অন্য কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে যেত? এই ধারাবাহিকতায় কোরআন নাযিলের ফলে শুধু ইঞ্জীলের হুকুম রহিত হয়েছে। কোরআন-হাদীসের মাধ্যমে অবগত করবেন।

উত্তর : হযরত ইসহাক (আ.)-এর পুত্র হলেন হযরত ইয়াকুব (আ.)। তাঁর বংশধরকে বনী ইসরাঈল বলা হয়। বনী ইসরাঈলের মধ্যে সর্বপ্রথম নাযিলকৃত বড় কিতাব তাওরাত হযরত মুসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়। হযরত মুসা (আ.) তৎকালীন ফেরাউনের দেশ মিসরে দাওয়াতের কাজে রত ছিলেন। তখন বনী ইসরাঈল একমাত্র আহলে কিতাব হিসেবে পরিচিত ছিল। মুসা (আ.)-এর পর তারা তাওরাতের মধ্যে কিছু হুকুম-আহকাম পরিবর্তন করতে থাকে। এই প্রেক্ষিতে হযরত দাউদ (আ.)-কে বনী ইসরাঈলের হেদায়াতের জন্য নবী বানিয়ে প্রেরণ করা হয় এবং হযরত দাউদ (আ.)-এর ওপর যাবুর নাযিল করা হয়। যেন বনী ইসরাঈলের পূর্বেকার তাওরাতের

Scanned by CamScanner

পরিবর্তনকৃত হুকুম-আহকামকে নতুনভাবে সংশোধন করে হেদায়াতের পথ সুগম করে দিতে পারে। হযরত দাউদ (আ.)-এর পর অনেক দিন অতিবাহিত হলে বনী ইসরাঈল আবার তাওরাতের মধ্যে চাহিদামতো হুকুম-আহকাম ঢোকাতে চেষ্টা করে এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা তাওরাতের আল্লাহপ্রদত্ত আসল হুকুম-আহকামও পরিবর্তন করে ফেলে। অতঃপর আল্লাহপাক তাদের হেদায়াতের জন্য যখন হযরত ঈসা (আ.)-কে প্রেরণ করেন, তখন তাওরাতের আসল হুকুম-আহকাম ইঞ্জীলের মাধ্যমে জানিয়ে দেন। তাই বলা যেতে পারে যাবুর এবং ইঞ্জীল প্রকৃতপক্ষে তাওরাতের পরিবর্তনকৃত হুকুম-আহকামের সংশোধনী বা তাফসীর। উল্লিখিত বিশ্লেষণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে পূর্বেকার কিতাবগুলো কোরআনে কারীমের ন্যায় বিশ্ব কিতাব ছিল না। বরং এলাকাভিত্তিক ছিল এবং এক কিতাব অন্য কিতাবের জন্য সম্পূর্ণ রহিতকারীও ছিল না। বরং স্থান-কাল-পাত্র বিশেষে কিছু কিছু হুকুম-আহকাম পরিবর্তন করা হয়েছে। অধিকাংশ হুকুম-আহকাম বহাল রয়েছে। তাই পূর্বেকার সব কিতাবকে বিশ্ব উম্মতের জন্য হেদায়াতের কিতাব যেমন বলা যাবে না, তেমনিভাবে সমগ্র পৃথিবীর জন্য বলাও সঠিক হবে না। পক্ষান্তরে কোরআনে কারীম হলো পূর্বেকার সকল কিতাব রহিতকারী বিশ্ব নবীর বিশ্ব কিতাব, যা সমগ্র পৃথিবীর হেদায়াতের জন্য একমাত্র শেষ নবীর শেষ কিতাব। যার পর আর কোনো নবীর নবী হিসেবে আগমনও হবে না এবং অন্য কোনো কিতাবও নাযিল হবে না। (১২/৭৩৬)

📖 قصص الأنبياء (دار الكتب العلمية) ٥ / ٣٠٧٥ : "أما التوراة التى علمها الله لعيسى عليه السلام، فكما نعلم أن مهمة عيسى عليه السلام أنه جاء ليكمل التوراة ويكمل ما أنقصه اليهود من التوراة، فالتوراة أصل من أصول التشريع لعصره والمجتمع المبعوث إليه.

📖 فيه أيضًا ٥ / ٣٠٨٦ : "ومصدقا لما بين يدى من التوراة ... ..." وقد قلنا إن (مصدقا) يعنى أن ماجاء به عيسى ابن مريم مطابقًا لما جاء فى التوراة.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٥ /٢٣١ : اس آیت میں لفظ قوم آیا ہے، کہ اپنی قوم کو اندھیری سے روشنی میں لائیں، لیکن یہی مضمون اسی سورۃ کی پہلی آیت میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرکے بیان کیا گیا تو وہاں قوم کے بجائے لفظ ناس استعمال کیا گیا لیخرج الناس من الظلمات الی النور، اس میں اشارہ ہے کہ حضرت موسی علیہ

Scanned by CamScanner

السلام کی نبوت وبعثت صرف اپنی قوم بنی اسرائیل اور مصری اقوام کی طرف تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ السلام کی بعثت تمام عالم کے انسانوں کے لئے ہے.

📖 فتاوی عزیزی (سعید کمپنی) پے ۴۰ : احبار یہود کی اولاد کہ جو لوگ مدینہ منورہ میں سکونت پذیر تھے وہ لوگ حضرت عیسی علیہ السلام کے مقام سے دور تھے، یہی وجہ تھی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے حال سے ان لوگوں کو کما ینبغی خبر نہ ہوئی، اور حضرت عیسی علیہ السلام کی دعوت اسلام خاص ملک شام کے بنی اسرئیل کے حق میں ہوئی، اور مدینہ منورہ کے یہود کا اختلاط مشرکین کے ساتھ تھا اس وجہ سے ان کی خیال کی تاثیر ان لوگوں میں ہوئی۔

📖 قصص القرآن ۲/ ۶۱ : "بنی اسرائیل کی رشد وہدایت کے لئے اصل اور اساس" تورات تھی لیکن حالات وواقعات اور زمانہ کے تغیرات کے پیش نظر حضرت داؤد کو بھی خدا کی جانب سے زبور عطا ہوئی جو تورات کے قوانین واصول کے اندر رہکر اسرائیلی گروہ کی رشد وہدایت کے لئے بھیجی گئی تھی، چنانچہ حضرت داودؑ نے شریعت موسوی کو از سر نو زندہ کیا، اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھائی اور نور وحی سے مستفیض ہو کر تشنہگان معرفت الہی کو سیراب فرمایا.

📖 وفیہ ایضا۴/ ۱۴: عیسیؑ کی جلالت قدر اور عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہے کہ اگر انبیاء بنی اسرائیل میں حضرت موسیؑ کو نبوت ورسالت کا مقام امامت حاصل ہے، تو عیسیؑ مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہیں، اس لئے کہ قانون ربانی تورات کے بعد نازل نہیں ہوئی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انجیل کا نزول تورات کی تکمیل ہی کی شکل میں ہوا ہے، یعنی نزول تورات کے بعد یہود نے جو قسم قسم کی گمراہیاں دین حق میں پیدا کرلی تھی انجیل نے تورات کی شارح بن کر بنی اسرائیل کو ان گمراہیوں سے بچنے کی دعوت دی، اور اس طرح تکمیل تورات کا فرض انجام دیا اور بنی اسرائیل میں حضرت موسیؑ کا فراموش شدہ پیغام ہدایت عیسیؑ ہی نے دوبارہ یاد دلایا۔

Scanned by CamScanner

সুপারিশ পাওয়ার উপযুক্ত উম্মত

প্রশ্ন : হাশরের মাঠে সব নবী ইয়া নফসী! ইয়া নফসী! বলবেন। আর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) "ইয়া উম্মতী, ইয়া উম্মতী" বলতে থাকবেন। এখানে উম্মত দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে। হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ দ্বারা অন্য নবীর উম্মতগণ নাজাত পাবে কি না?

শুনেছি, হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলা "ইয়া আবদী ইয়া আবদী" বলবেন, তা সঠিক কি না? যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এখানে "আবদ" দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কী ফায়সালা করবেন?

উত্তরঃ হাশরের মাঠে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর 'ইয়া উম্মতী' 'ইয়া উম্মতী' উক্তির মধ্যে সকল নবীর মুমিন উম্মত শামিল। কারণ অন্যান্য নবীর উম্মতগণ পরোক্ষভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মত। সুতরাং তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশে মুক্তি পাবে, ইনশাআল্লাহ।

আর হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলা 'ইয়া আবদী ইয়া আবদী' বলবেন তা কোনো হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায়নি। (১৫/৯৭/৫৮৮৭)

📖 فتح الباري (دار المعرفة) ١٣ / ٤٨٤ : وزاد فأقول أمتي أمتي قال الداودي لا أراه محفوظا لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا ولو كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب إلى غير نبيها فدل على أن المراد الجميع .

📖 فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٢ / ٥١٣ : قلت: لعل المراد بأمتى الأمة المؤمنة التى دعته الى الشفاعة او اجتمعت تحت لوائه فالاضافة لأدنى ملابسة، وهذا اللفظ قد يستعمل فى مقابلة قول الانبياء عليهم الصلاة والسلام: نفسى نفسى، على انه قد تقرر عند المحققين ان نبوة سائر الانبياء السابقين مستفادة من نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كاستفادة نور القمر من نور الشمس وعلى هذا فأمم جميع الانبياء امة محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة كما يظهر من اخذ الميثاق وغيره وهوالسيد والنبى على الاطلاق وتكون هذه السيادة مشهودة يوم القيامة حيث

Scanned by CamScanner

يكون آدم ومن دونه تحت لوائه ويرغب اليه الخلق حتى ابراهيم
عليه الصلاة و السلام.

আমলনামা কোন হাতে দেওয়া হবে?

প্রশ্ন : আমরা জানি, কোনো নেককার বান্দা মারা গেলে কেয়ামতের দিবসে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে। কিন্তু কেউ যদি এমন হয় যে তার সাওয়াব এবং গোনাহ উভয়টি আছে, তাহলে তার আমলনামা কি উভয় হাতে দেওয়া হবে? কোন কিতাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে তা উল্লেখ করে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : কেয়ামতের দিবসে সমস্ত মুমিন বান্দার আমলনামা তাদের ডান হাতে দেওয়া হবে, চাই গোনাহগার হোক বা নেককার হোক। আর সমস্ত কাফের, ইহুদী, খ্রিস্টান ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমলনামা তাদের বাম হাতে দিয়ে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। (১৫/১৬৩)

📖 التفسير المظهرى (دار احياء التراث) ١٠ / ٢٠٠ : "فأمامن أوتى كتابه" ديوان عمله "بيمينه" وهم المؤمنون "فسوف يحاسب حسابا يسيرا".

চেষ্টা করা তাকদীরের অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন : বুখারী শরীফে কেয়ামতের তথ্য অধ্যায়ে এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে কেয়ামতের দিন আল্লাহপাক আদম (আ.)-কে বলবেন, সমগ্র মানবজাতির মধ্য হতে প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন দোযখীকে আলাদা করো। এতে বোঝা যায় দোযখীদের সংখ্যা পূর্ব হতেই নির্ধারিত রয়েছে। অতএব তাবলীগ বা দ্বীনের মেহনত করে কি লাভ হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি তাকদীরের সাথে সম্পৃক্ত আর তাকদীরের ব্যাপারে নিঃসংশয় বিশ্বাস করাই ঈমানের অংশ। এ ব্যাপারে বেশি গবেষণা ও পর্যালোচনা অনুচিত। তথাপি বলা যেতে পারে তাকদীর দুই প্রকার–মুবরাম ও মু'আল্লাক। মানবজাতি স্বীয় কৃতকর্মের ফলাফল হিসেবে কতজন জান্নাতী বা কতজন জাহান্নামী, তা হচ্ছে তাকদীরে মুবরাম। তবে জান্নাতের বা জাহান্নামের পথ অবলম্বন করা সম্পূর্ণ তার

Scanned by CamScanner

এখতিয়ারভুক্ত। এ ইচ্ছাকে কাজে লাগিয়ে নেক আমল করতে পারলে জান্নাতী, অন্যথায় জাহান্নামী হতে হবে। এটা তাকদীরে মু'আল্লাক।

আমরা কেউ এ কথা নিশ্চিতভাবে জানি না যে আমাদের এখতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে জান্নাতে যাওয়ার কর্মে ব্যস্ত থেকেই মৃত্যুবরণ করতে পারব। আর বাস্তব যদি তা-ই করি তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যেতে পারব।

সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে ৯৯৯ জন জাহান্নামী হলে একজন জান্নাতী যে হবে সে জান্নাতী লোকটা আমি-আপনিও যেন হতে পারি। অর্থাৎ আমাদের কৃতকর্মের দ্বারায় যেন জান্নাতের খরিদদার হতে পারি সে জন্যই দাওয়াত, ইবাদত, ধর্ম-কর্ম সবই করতে হবে। তবে কে কে এ কাজ করে জান্নাত লাভ করতে পারবে তার অগ্রিম জ্ঞান আল্লাহর কাছে বিদ্যমান সে লোকগুলোই প্রতি হাজারে একজন হবে বলে হাদীসে বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং বুখারীর এ হাদীস দ্বারা ধর্ম-কর্ম বন্ধ করে দিয়ে তাকদীরের আশায় বসে থাকা ঈমানের পরিপন্থী। (১৫/৮৩৩/৬২৮৭)

📖 صحيح البخارى (دارالحديث) ٤ / ٢٣٨ (٦٦٠٥) : عن علي رضي الله عنه، قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكت في الأرض، وقال: «ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة» فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: "لا، اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ: {فأما من أعطى واتقى} الآية".

📖 فتح البارى (دار الريان) ١١ / ٥٠٦ : وحاصل السؤال: الا نترك مشقة العمل فانا سنصير الى ما قدر علينا؟ وحاصل الجواب: لا مشقة لان كل احد ميسر لما خلق له وهو يسير على من يسره الله.

📖 عمدة القارى (احياء التراث) ٢٣ / ١٥٢ : (الا نتكل) اى الا نعتمد على ما قدره الله فى الازل ونترك العمل؟ فقال لا اذا كل احد ميسر لما خلق له وحاصله ان الواجب عليكم متابعة الشريعة لا تحقيق الحقيقة والظاهر لا يترك للباطن -

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ١ / ٢٧٢ : فلم يرخص عليه السلام فى ذلك الا تكال وترك الاعمال حيث قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، بل امرهم بالتزام ما يجب على العبد من امتثال امر مولاه من العبودية عاجلا وتفويض الامر اليه بحكم الربوبية آجلا -

Scanned by CamScanner

📖 فتح البارى (دار الريان) ١١/ ٤٨٦ : المراد بالقدر حكم الله وقالوا- اى العلماء- القضاء هو الحكم الكلى الاجمالى فى الازل والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله، وقال ابو المظفر بن السمعانى: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون القياس والعقل فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه فى بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا مايطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به وضرب دونه الاستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم.

তাকদীরে মুআল্লাক

প্রশ্ন : আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন : اذا جاء اجلهم لايستأخرون ساعة বর্ণিত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, হায়াত নির্দিষ্ট। অন্যদিকে অনেক হাদীসের মধ্যে হায়াত বাড়া-কমার কথা রয়েছে। যেমন :

১. কিছু নেক কাজ এমন আছে, যার দ্বারা হায়াত বাড়ে।
২. অন্য হাদীসে আছে যে, আদম (আ.)-এর ৪০ বছর হায়াত দাউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। আবার অনেকে হায়াত বৃদ্ধির জন্য দু'আ করে থাকেন। জানার বিষয় হলো, বর্ণিত আয়াত ও হাদীসের উদ্দেশ্য কী? এবং উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্যতা কিভাবে হবে?

উত্তর : তাকদীরে মুআল্লাকের পরিবর্তন হতে পারে। হায়াত বৃদ্ধির হাদীসগুলো এরূপ তাকদীরের সাথে সম্পৃক্ত। আর আয়াতটি তাকদীরে মুবরামের সাথে সম্পৃক্ত, যা অপরিবর্তিত। তাই কোরআনের আয়াত ও হাদীসে পরস্পর কোনো সংঘর্ষ নেই। (১৮/৮২২/৭৮৮৫)

📖 فتح البارى (دار الريان) ١٠ / ٤٣٠ : والجمع بينهما من وجهين ... فالمحو والإثبات بالنسبة لما فى علم الملك ، ومافى أم الكتاب هو الذى فى علم الله تعالى فلا محو فيه البتة ويقال له القضاء المبرم ويقال للأول القضاء المعلق.

Scanned by CamScanner

যা কিছু হয় আল্লাহর হুকুমেই হয়

প্রশ্ন : যা কিছু হয় আল্লাহর হুকুমেই হয়। এটা সত্য কি না? যেমন একজন মানুষ বিষ পান করে মারা গেল। এটা কি আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে, নাকি সে নিজেই করেছে ধরা হবে?

উত্তর : দুনিয়ায় সংঘটিত সব কিছু আল্লাহর হুকুমে হওয়ার অর্থ হচ্ছে সব কিছু ভাগ্যলিপি অনুযায়ী হয়। যা পৃথিবী সৃষ্টির বহু পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর মানুষকে ভালো-মন্দ বেছে চলার এখতিয়ার বা স্বাধীনতাও আল্লাহপাক দান করেছেন এবং সে কোনটা অবলম্বন করবে তাও লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কে বিষ পান করবে বা খুন করবে, তা সেই ভাগ্যলিপিতে আছে। নিষিদ্ধ কাজ জেনেশুনে নিজ ইচ্ছায় করার কারণে বান্দা অপরাধী সাব্যস্ত হবে। আর আল্লাহপাক পূর্ব থেকে এসব জানার কারণে তিনি 'আলীম' বা মহাজ্ঞানী। (১৮/৮৪৭)

📖 صحيح البخارى (النسخة الهندية) ٢ / ٩٧٦ (٦٥٩٦) : عن عمران بن حصين ؓ قال قال رجل يا رسول الله: أيعرف اهل الجنة من اهل النار؟ قال: نعم، قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له او لما يسر له .

📖 عمدة القارى (احياء التراث) ٢٣ / ١٤٥ : ومذهب اهل الحق أن الأمور كلها من الإيمان والكفر والخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره ولا يجرى فى ملكه الا مقدراته، وقال الراغب: القدر بوضعه يدل على القدرة -

📖 شرح العقائد (المكتبة الضميرية) ص ٨٤ : وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة ويعاقبون عليها إن كانت معصية لا كما زعمت الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلا -

কবরের আযাব ও শাস্তি সত্য

প্রশ্ন : হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে কবরে মুনকার-নাকিরের সুওয়াল-জাওয়াবের পর মুমিনদের জন্য জান্নাতের বিছানা বিছানো হয়, তাদেরকে জান্নাতের পোশাক পরানো হয় এবং জান্নাতের দিকে দরজা খুলে দেওয়া হয় তাদের নিকট জান্নাতের সুগন্ধিও শান্তি

Scanned by CamScanner

আসতে থাকে। পক্ষান্তরে মুনকার নাকিরের সুওয়াল-জাওয়াবের পর কাফেরদের কবরে আগুন বিছানো হয় এবং তাদের জন্য দোযখের দরজা খুলে দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে দোযখের তাপ ও উত্তপ্ত হাওয়া তাদের কবরে আসতে থাকে। তা ছাড়া তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হয় এবং কবরের মধ্যে ৯৯টি সাপ নিয়োজিত করার বর্ণনাও হাদীসে পাওয়া যায়। ঢাকায় আজিমপুর কবরস্থান একটি প্রাচীন ও বড় কবরস্থান। জায়গার অভাবে এখানে দুই বছরে পুরনো কবরগুলোকে খনন করে আবার নতুন মুর্দা দাফন করা হয়। এখানে দীর্ঘদিন থেকে যারা কবর খননের কাজে নিয়োজিত তাদের দুজনের সাথে আলাপ করে জানতে পেরেছি, পুরনো কবর খননের পর হাড় ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। হাদীসে বর্ণিত সুখ-শান্তি এবং আযাব ও শাস্তির কোনো নিদর্শন দেখা যায় না। উপরোক্ত বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে হাদীসে বর্ণিত কবরের সুখ-শান্তি এবং আযাব ও শাস্তির হাক্বীকত সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

উত্তর : ইহজগতের আদেশ-নিষেধ বা কর্মকান্ড যেমন বোঝার সাথে সম্পৃক্ত নয় বরং মানার সাথে সম্পৃক্ত অনুরূপ পরজগতের কর্মকান্ড বোঝার সঙ্গে নয়, বরং মানার সাথে সম্পৃক্ত। কবরের শান্তি ও শাস্তির কথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা মানা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই।

তারপরও বিষয়টি এভাবে বুঝে নিতে পারেন যে রূহ যত দিন ইহজগতে থাকে, তত দিন চার উপাদান (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) দ্বারা তৈরি শরীরের সাথে সম্পৃক্ত থাকে। মৃত্যুর পর রূহ যখন ভিন্ন জগতে চলে যায়, তখন ওই জগতের শরীরের সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং শান্তি ও শাস্তি ভিন্ন জগতের ওই শরীরের ওপর হয়। কোনো কোনো সময় ইহজগতের শরীর, যা এ জমিনে কবরস্থ করা হয় তার ওপরও হতে দেখা যায়। (১৪/৮১৭/৫৮৪২)

📖 اشرف الجواب (دار الاشاعت) صـ۴۲۲ : سوال—احادیث میں جو عذاب وثواب قبر کا ذکر ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم نے انسان کے مر جانے کے بعد اس کے جسم عنصری کا مہینوں پہرہ دیا ہے ہمکو تو کچھ بھی عذاب وثواب نظر نہیں آیا؟

جواب یہ ہے کہ برزخ میں انسان کو یہ دوسرا جسم عطا ہوتا ہے جو جسم مثالی ہے عذاب وثواب اسی کو ہوتا ہے لہذا جسد عنصری پر عذاب وثواب محسوس نہ ہونے سے اسکی مطلقا نفی نہیں ہو سکتی، پھر بعض دفعہ حق تعالی نے اپنی قدرت سے ظاہر کرنے کے لئے اس جسم عنصری پر بھی عذاب وثواب کو ظاہر کیا ہے، چنانچہ اس قسم کی واقعات مذکور ہیں کہ بعض لوگوں نے کسی مردے کی قبر میں آگ جلتی ہوئی دیکھی بعض لوگوں کو کسی قبر سے نہایت پاکیزہ خوشبو محسوس ہوئی، لہذا اس حدیث پر کوئی اشکال نہیں۔

Scanned by CamScanner

কবরে শান্তি ও শাস্তি সত্য

প্রশ্ন : আমরা জানি, মানুষের মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশ শুরু হবে এবং নেক আমলকারীকে জান্নাত দেবে আর বদ আমলকারীকে জাহান্নামে দেবে। এই যে জান্নাত আর জাহান্নামে যাবে এটা তো হিসাব-নিকাশের পরে; অথচ শোনা যায় মানুষের কবর থেকেই শান্তি ও শাস্তি শুরু হয়, এমনটি কেন হয়? অর্থাৎ হিসাব-নিকাশের পূর্বেই কেন শান্তি ও শাস্তি শুরু হয়? হওয়ার কথা ছিল কেয়ামতের দিবসের পরে। বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : বিচারের দিন হিসাব-নিকাশের পরে কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী হবে–এ বিষয়টি স্বচক্ষে দেখানোর জন্যই বিচারের ব্যবস্থা। যার ফলাফলস্বরূপ অগ্রিম কবরের জগতে শান্তি ও শাস্তির আংশিক ব্যবস্থা করে থাকেন। এ কারণে কবরের জীবনে যে শান্তি পাবে তার সামনের ঘাঁটিগুলো সহজ, জান্নাতী হওয়ার আলামত। আর যে কবরে শাস্তি পাবে, তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তবে আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ, রহম, করুণা অনেক ক্ষেত্রে পরকালে কাজে লাগবে। তাই কবরে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিও রহমতে ইলাহীর দ্বারা বেহেস্তে যেতে পারে। তা কিন্তু আইনগত বা নিয়মভিত্তিক নয় বরং করুণাভিত্তিক। (১৭/১৬০/৬৯৫৬)

📖 جامع الترمذی (دار الحدیث) ٤ /٢٨٦ (٢٣٠٨) : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان القبر أول منزل من منازل الاخرة، فإن نجا منه فما بعده ايسر منه، ان لم ينج منه فما بعده أشد منه أفظع .

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ٥/ ٣٨٤ : الجواب- مرنے کے بعد عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے اس میں عذاب و ثواب ہوتا ہے البتہ قیامت کا عذاب وثواب زیادہ ہے پس دونوں عذابوں میں ایسی نسبت ہے جیسے جیل خانہ اور حوالات کی تکلیف میں، اور شب معراج میں اسی عذاب برزخی کے مبتلا لوگ دیکھے گئے تھے .

কবরের আযাব ও তা মাফ হওয়া প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : আমরা বিভিন্ন হাদীসে কবরের আযাবের বর্ণনা শুনেছি। আবার কবরের আযাব মাফ হয়ে যাওয়ারও অনেক হাদীস শুনে থাকি। যেমন শুক্রবারে কেউ মারা গেলে তার কবরে আযাব হয় না। অমুক আমলের উসিলায় কবরের আযাব বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি।

ক. হাদীসের বিভিন্ন শাস্তি ও আযাবের বর্ণনা কার জন্য? মুসলমান গোনাহগারের জন্য নাকি কাফের-মুশরিকের জন্য?

Scanned by CamScanner

খ. কোনো গোনাহগার মুসলমানের কোনো কারণে একবার কবরের আযাব মাফ হলে নির্ধারিত সময় বা কাল শেষ হওয়ার পর আবার পুনরায় কি আযাব শুরু হবে নাকি কেয়ামত পর্যন্ত আর জারি না হয়ে স্থগিত থাকবে?

গ. মৃত্যুর পর কবর কারো জন্য জাহান্নামের গর্ত হবে আর কারো জান্নাতের বাগান হবে। জাহান্নামের গর্ত হওয়াটা মুসলিম, কাফের, মুশরিক সবার জন্য, নাকি শুধু কাফেরদের জন্য? যদি মুসলমানদের জন্যও হয় তাহলে তা কত দিনের জন্য? বিস্তারিত জানতে খুবই আগ্রহী ।

উত্তর : কোরআন ও হাদীসে যেমন কাফের-মুশরিকদের জন্য শাস্তির বর্ণনা রয়েছে, তদ্রূপ গোনাহগার মুসলমানদের জন্যও শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। তবে যদি গোনাহগার মুসলমানের কবরের আযাব কোনো কারণে মাফ হয়ে যায় তাহলে আশা করা যায়, কেয়ামত পর্যন্ত আর আযাব হবে না। এর পরে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা মেহেরবানী করে তাকে মাফও করে দিতে পারেন অথবা আযাবও দিতে পারেন। তবে অবশ্যই কোনো একদিন সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (১৬/৪৭৭/৬৫৮৮)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٢٥٠ (١٠٧٤) : عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر» -

📖 الدر المختار (دار الكتاب ديوبند) ١/ ١١٤ : ويأمن الميت من عذاب القبر، ومن مات فيه او فى ليلته أمن من عذاب القبر ولا تسجر فيه جهنم وفيه يزور أهل الجنة ربهم تعالى.

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ١٦٥ : (قوله: ويأمن الميت من عذاب القبر الخ) قال اهل السنة والجماعة عذاب القبر حق وسؤال منكر ونكير وضغطة القبر حق لكن ان كان كافرا فعذابه يدوم الى يوم القيامة ويرفع عنه يوم الجمعة وشهر رمضان ... والمؤمن المطيع لا يعذب بل له ضغطة يجد هول ذلك وخوفه والعاصى يعذب ويضغط لكن ينقطع عنه العذاب يوم الجمعة وليلتها ثم لا يعود وان مات يومها او ليلتها يكون العذاب ساعة واحدة وضغطة القبر ثم يقطع، كذا فى المعتقدات للشيخ ابى المعين النسفى الحنفى من حاشية الحنفى ملخصا .

📖 احسن الفتاوى (سعيد كمپنى) ٤/ ٢٠٧ : سوال- ماہِ رمضان میں مسلمان عاصی وفات پاجائے تو عذاب قبر قیامت تک اس سے معاف ہے یا صرف ماہِ رمضان تک؟ بینوا توجروا

Scanned by CamScanner

الجواب—کافر سے رمضان تک عذاب قبر مرتفع ہوتاہے اور مسلمان عاصی کو قیامت تک امن ہو جاتاہے، غیر رمضان میں مرنے والوں کا بھی یہی حکم ہے کہ کافر کو جمعہ کے دن اور رمضان میں عذاب نہیں ہوتا اور عاصی مومن پر جب روز جمعہ یا رمضان آتاہے تو اس سے قیامت تک عذاب مرتفع ہو جاتاہے۔

📖شرح الفقه الاكبر (رحمانيه) ص١٠١ - ١٠٢

শাফা'আতে কোবরা

প্রশ্ন : জনাব, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া (রহ.) কর্তৃক লিখিত "ফাজায়েলে যিকির" কিতাবে কালেমায়ে তাইয়েবার অধ্যায়ে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফা'আত সম্পর্কীয় একটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে আল্লামা আইনী (রহ.) লিখেছেন, কেয়ামতের দিন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফা'আত ছয় প্রকারের হবে। প্রথম প্রকারের শাফা'আত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে হাশরের ময়দানের কষ্ট হতে মুক্তির জন্য হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ দ্বারা হাশরবাসী জিন, ইনসান, মুসলিম, কাফের–সকলেই উপকৃত হবে। আমার প্রশ্ন হলো, এই সুপারিশের দ্বারা কাফেরদের কী উপকার হবে? তাদের তো হিসাব-কিতাবের পর চিরদিনের জন্য জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর জাহান্নামের কষ্ট হাশরের ময়দানের কষ্ট হতে অনেক বেশি হবে।

উত্তর : হাশরের ময়দানে বিভিন্ন প্রকারের সুপারিশ কার্য সংঘটিত হবে। এর মধ্য হতে শাফা'আতে কুবরার কথা প্রশ্নে বর্ণিত 'ফাজায়েলে আমাল'-এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরো কয়েক প্রকারের সুপারিশ রয়েছে, যা একমাত্র মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত থাকবে। তবে শাফা'আতে কুবরার দ্বারা জিন, ইনসান, মুসলিম-অমুসলিম সকল সম্প্রদায় উপকৃত হবে। কারণ এটা বিচারকার্য আরম্ভ করার সুপারিশ। অর্থাৎ হাশরের কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে সকলের কৃতকর্মের ফল পাওয়ার জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় থাকবে। অতঃপর বিচারকার্য আরম্ভ হলে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারবে–এটাই অমুসলিমদের সাময়িক উপকারমাত্র। সুতরাং ফাজায়েল আমালের হাদীসের অনুবাদ যথাযথ বলে গণ্য। এতে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। (১৫/৮৮৭/৬২৮৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣ / ٢٤٩(٤٧١٢) : عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع

Scanned by CamScanner

إليه الذراع، وكانت تعجبه فنهش منها نهشة، ثم قال: " أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، ... ...فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه، فأنطلق فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا، لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع فأرفع رأسي، فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ... الحديث .

📖 عمدة القارى (احياء التراث) ۲ / ۱۲۷ : فما تنفعهم شفاعة الشافعين (المدثر ٤٨) ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع (غافر ۱۸) وهذا إنما جاءت فى الكفار والأحاديث مصرحة بأنها فى المذنبين، وقال الشفاعة خمسة اقسام، اولها : الإراحة من هول الموقف، الثانية: الشفاعة فى إدخال قوم الجنة بغير حساب وهذا ايضا وردت للنبى صلى الله عليه وسلم كما جاء فى الصحيح ... ... الثالثة: قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فى عدم دخولهم فيها قال القاضى وهذه ايضا يشفع فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماشاء ان يشفع الرابعة قوم دخلوا النار من المذنبين فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم والملائكة والانبياء والمؤمنين الخامسة الشفاعة فى زيادة الدرجات فى الجنة لاهلها۔

Scanned by CamScanner

📖 فتح البارى (دار الريان) ١ / ٢٣٤ : وان كل احد يحصل له سعد بشفاعته ، لكن المؤمن المخلص اكثر سعادة بها؛ فإنه صلى الله عليه وسلم يشفع فى الخلق لإراحتهم من هول الموقف، ويشفع فى بعض الكفار بتخفيف العذاب كما صح فى حق ابى طالب، ويشفع فى بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد ان دخولها وفى بعضهم بدخول الجنة بغير حساب وفى بعضهم لرفع الدرجات فيها فظهر الاشتراك فى السعادة بالشفاعة، وإن أسعدهم المؤمن الخالص .

ইয়াজুজ মাজুজ উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামী কেন

প্রশ্ন : শুনেছি, কোনো এক উপলক্ষে উম্মতের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ব্যাকুলতা দেখে আল্লাহপাক বলেছেন, উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহপাক তাঁকে সন্তুষ্ট করবেন। তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে তাঁর একজন উম্মত দোযখে থাকলেও তিনি সন্তুষ্ট হবেন না। এ কথাটি সহীহ হাদীসে আছে কি না? যদি থাকে তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উম্মতভুক্ত ইয়াজুজ মাজুজ, যাদের সংখ্যা প্রতি হাজারে ৯৯৯ জন হবে, তারা তো চির জাহান্নামী হবে। এমতাবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথাটির মর্ম কী হবে? ব্যাখ্যাসহ সবিস্তারে বুঝিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করছি।

উত্তর : আলোচ্য প্রথম বিষয়টি মুসলিম শরীফ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বিদ্যমান। প্রশ্নে বর্ণিত 'উম্মত' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওই সমস্ত উম্মত, যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাওয়াত কবুল করে ঈমান গ্রহণ করেছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো ছাড়া সন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সন্তুষ্ট করবেন। পক্ষান্তরে ইয়াজুজ মাজুজের নিকট দাওয়াত পৌঁছা সত্ত্বেও তারা তা প্রত্যাখ্যান করায় তারা কাফেরদের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। (১৫/৯৭/৫৮৮৭)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٣٤٦ (٢٤٣٥) : عن أنس رضـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى".

📖 فيه ايضا ٤ / ٣٤٨ (٢٤٤١) : وعن عوف بن مالك الاشجعى رضـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتانى آت من عند ربى،

Scanned by CamScanner

فخيرنى أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة وهى لمن مات ولا يشرك بالله شيئًا .

📖 فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٢ / ٥١٣ : قلت: لعل المراد بأمتى الأمة المؤمنة التى دعته الى الشفاعة او اجتمعت تحت لوائه فالاضافة لأدنى ملابسة -

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٥ / ٣٤٥ : مگر ظاہر یہی ہے کہ ان کے پاس بھی انبیاء علیہم السلام کی دعوت پہونچ چکی ہے ورنہ نص قرآنی کے مطابق ان کو جہنم کا عذاب نہ ہونا چاہئے، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معلوم ہوا کہ دعوت ایمان ان کو بھی پہونچی ہے مگر یہ لوگ کفر پر جمے رہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کے وجود اور اس کے ارادہ ومشیت کے قائل ہونگے، اگرچہ صرف اتنا عقیدہ ایمان کے لئے کافی نہیں جب تک رسالت اور آخرت پر ایمان نہ ہو بہر حال انشاء اللہ کا کلمہ کہنا باوجود کفر کے بھی بعید نہیں۔

গোনাহগারও সুপারিশ লাভ করবে

প্রশ্ন : গোনাহগার মুসলমান বান্দারা হাশরের ময়দানে সুপারিশ লাভ করবে কি না?

উত্তর : হ্যাঁ, গোনাহগার বান্দারা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুপারিশ লাভ করবে। (১৮/১৯৭/৭৫৩৩)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٣٤٦ (٢٤٣٥) : عن أنس رض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى".

📖 وفيه ايضا ٤ / ٣٤٨ (٢٤٤١) : وعن عوف بن مالك الأشجعى رض قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتانى آت من عند ربى، فخيرنى أن يدخل نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة وهى لمن مات ولا يشرك بالله شيئًا .

Scanned by CamScanner

সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক মনে করা

প্রশ্ন : কেউ যদি এ কথা বিশ্বাস করে যে "মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক। স্থান, কাল, ভাষা, পরিবেশ অনুসারে ধর্মাচারে পার্থক্য রয়েছে, স্বধর্ম পালন ও অন্যের ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করাই ধর্মের শিক্ষা।" তাহলে তার ঈমান থাকবে কি না?

উত্তর : প্রকৃত ঈমানদার হওয়ার জন্য ইসলামের মৌলিক আক্বীদায় বিশ্বাসী হওয়া পূর্বশর্ত। আর ইসলামের মৌলিক আক্বীদাসমূহের অন্যতম হলো ইসলামই হক্ব ও সত্য ধর্ম। অন্যান্য আসমানী ধর্ম যেমন : ঈসায়ী ও ইহুদী ধর্মের মেয়াদকাল শেষ, এগুলোর অনেক বিধান ইসলাম রহিত করে দিয়েছে। পরকালের মুক্তি একমাত্র ইসলাম মানার মধ্যেই নিহিত। মনগড়া সকল ধর্ম যথা হিন্দু, বৌদ্ধ ধর্ম একেবারেই ভ্রান্ত, শিরক এবং ভ্রষ্টতা। পরকালের মুক্তির একমাত্র পথ ইসলাম গ্রহণ। তবে দুনিয়ার জীবনে ইসলাম গ্রহণে কাউকে বাধ্য করা হয়নি। সকল ধর্মের লোকদেরকে স্ব স্ব ধর্ম চর্চার অধিকার ইসলাম দিয়েছে। জাগতিক জীবন মানবজাতির পরীক্ষার হল। এ হলে সবার জন্য কিছু স্বাধীনতা রয়েছে। এ কারণেই ইসলাম শান্তি ও মানবতার ধর্ম।

সুতরাং প্রশ্নের বিবরণে সকল ধর্মের মূল শিক্ষা এক ও ধর্মাচারে পার্থক্যের আক্বীদা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা পরিপন্থী হওয়ায় এমন আক্বীদা বিশ্বাসীকে মুসলমান ও ঈমানদার মনে করার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম। বহু আয়াত ও হাদীসে এর প্রমাণ বিদ্যমান। (১৭/১৭০/৬৭৪৪)

📖 سورة آل عمران الآية ٨٥ : ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الاخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾

📖 سورة آل عمران الآية ١٩ : ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ﴾

পীর সাহেবের হাতে সব কিছু মনে করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি যদি আক্বীদা রাখে ১. ভালো-মন্দ সব পীরের হাতে, ২. পীর পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন, ৩. পীর দুনিয়াতে সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত ব্যক্তির হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ১. ভালো-মন্দ একমাত্র আল্লাহর হাতে। পীরের হাতে হওয়ার আক্বীদা পোষণ করা আল্লাহ পাকের সাথে শিরক করার নামান্তর। তাই কোনো ঈমানদার এমন আক্বীদা পোষণ করতে পারে না।

২. পীর পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দেবেন এবং পাপের বোঝা বহন করবেন, এটা কখনো হবে না। এ ধারণাটি খ্রিস্টানদের প্রায়শ্চিত্তের আক্বীদার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এটা একটি কুফুরী আক্বীদা।

৩. পীর দুনিয়াতে সব ধরনের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারেন–এ আক্বীদা স্পষ্ট কোরআনবিরোধী আক্বীদা। আল্লাহপাক কারো কোনো বিপদের ফয়সালা করলে কেউ তাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। কোরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে : যদি আল্লাহ পাক তোমার অকল্যাণ ঘটান তাহলে তা হটানোর কেউ নেই। উল্লিখিত আক্বীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তির তাওবাকরত ঈমান ও নিকাহ নবায়ন করা আবশ্যক। (১৭/৪১৯)

📖 (١) سورة النساء الآية (٧٨) : ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

📖 (١)سورة الاعراف الآية (١٨٨) : ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ﴾

📖 (٢)سورة الانعام الآية : ١٦٤ : ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾

📖 (٢)صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٣/ ٧٢ (٢٠٤) : عن ابى هريرة ﷺ قال : ... ... يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا -

📖 (٣)سورة يونس الآية ١٠٧ : ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَه إِلَّا هُوَ﴾

ঈমান ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না

প্রশ্ন : যদি কেউ এ আক্বীদা রাখে যে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান আপন আপন ধর্ম পালন করে খোদাকে পাবে ও নাজাত পাবে, তার হুকুম কী?

উত্তর : মুসলমান ইসলামের ওপর সঠিকভাবে আমল করে আল্লাহকে পাবে, এ কথা চির সত্য। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান স্ব স্ব ধর্ম পালন করে আল্লাহকে পাওয়া ও নাজাতের

Scanned by CamScanner

অধিকারী হওয়ার আক্বীদা পোষণ করা নিতান্ত মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ নাজাতের জন্য ঈমান শর্ত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির জন্য তাওবা করে উক্ত আক্বীদা পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। (১৮/৩৮৮/৭৬৩৫)

📖 سورة آل عمران الآية ٩١ : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ﴾

📖 وفيه ايضا الآية ٨٥ : ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ا/ ۳۹ : جواب-اسلامی اصول کے موافق نجات کے لئے ایمان لازم ہے مشرک کے لئے نجات نہیں ہے.

📖 نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۱ / ۸۷ : نجات آخرت کے لئے اللہ تعالی کے وجود وحدانیت کے اعتقاد کے ساتھ ساتھ اس کے تمام رسولوں اور کتابوں اور ملائکہ اور جنت ودوزخ اور حساب وکتاب اور اللہ تعالی کی تمام صفات کمالیہ پر ایمان لانا اور سب کو برحق جاننا اور جو دین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے اس کو برحق و صحیح سمجھنا اور آپکو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے اور بغیر اضطراری حالت کے اس کا چھپانا بھی درست نہیں .

কালেমা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবীদের কটূক্তিকারী মুরতাদ

প্রশ্ন : জনৈক আলেম সাহেব ও তার সহচরদের আক্বীদা হলো,

- لا اله الا الله محمد رسول الله কালেমাটি শিরকী, ঈমানী কালেমা হলো اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
- মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শ্রেষ্ঠ নবী বলা যাবে না।
- হযরত আবু বকর (রা.)সহ অন্য খলীফাগণ হযরত উসামা ইবনে যায়েদের ইমামত ও খেলাফত ছিনতাইকারী এবং সাম্রাজ্যবাদ ও গোত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা।
- হযরত আয়েশা (রা.) হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্ত্রী নন। হলেও হযরত নূহ ও লুত (আ.)-এর স্ত্রীদের ন্যায় ছিলেন। এরূপ আরো বিভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী।

জনাব মুফতী সাহেবের নিকট জানতে চাই, উক্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী ব্যক্তিরা ঈমানদার কি না? এবং তাদের সাথে মু'আমালাত মু'আশারাত ও বিয়ে-শাদী বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়েশা (রা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.) এবং কালেমায়ে তাইয়েবার ব্যাপারে প্রশ্নে বর্ণিত ধরনের আক্বীদা পোষণকারী নিঃসন্দেহে ইসলামের গন্ডি হতে বের হয়ে মুরতাদ বলে গণ্য হবে। এ ধরনের কুফুরী আক্বীদা পোষণকারী আলেম ও তার সহচরদের সাথে মুসলমানদের কোনো ধরনের লেনদেন, বিয়ে-শাদী ও সামাজিকতা রক্ষা করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম হবে। এ ধরনের লোকের মুসলমান হওয়ার দাবি মিথ্যা ও ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। (১৩/৭০৮)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ١ / ١٢٥ (٣٢١) : عن ابن عباس رضـ قال: «كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، مكتوب عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله» .

📖 الإصابة فى تمييزالصحابة (دار الكتب العلمية) ٦ / ٣٦٥ : عن عبد اللهبن بريدة، عن أبيه، قال: انطلق أبو ذر ونعيم ابن عم أبي ذر، وأنا معهم يطلب رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهو مستتر بالجبل، فقال له أبو ذر: يا محمد، أتيناك لنسمع ما تقول، قال: أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فآمن به أبو ذر وصاحبه.

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ١٥/ ٣٦ (٢٢٧٨) : حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢ / ٢٦٤ : ولو قذف عائشة رضـ بالزنا كفر بالله ولوقذف سائر نسوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر ويستحق اللعنة ولو قال عمر وعثمان وعلى رضى الله تعالى عنهم لم يكونوا أصحابا لا يكفر، ويستحق اللعنة، كذا فى خزانة الفقه، من انكر إمامة ابى بكر الصديق رضـ فهو كافر وعلى قول بعضهم: هو مبتدع وليس بكافر، والصحيح انه كافر وكذلك من أنكر خلافة عمر رضـ فى اصح الاقوال .

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ١٦ / ٥٨ : الجواب- آقائے دوعالم سید الاولین والاخرین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات مقدسہ صفات مبارکہ علم اعلی کے اعتبار سے خدائے پاک کے نزدیک ہر مخلوق سے بلند، محبوب مقرب ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہونگے، دست مبارک میں لواء الحمد ہوگا، لیلۃ المعراج میں مقام دنی وقاب قوسین آپ کے ساتھ مخصوص ہے، "الوسیلۃ" شفاعت کبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وغیرہ وغیرہ فداہ ابی وامی (صلی اللہ علیہ وسلم صلوۃ دائمۃ ابدًا)

ذات، صفات، علم شان میں تنقیص کو ایمان برداشت نہیں کر سکتا، مسئلہ چونکہ ایمانیات سے متعلق ہے اس لئے کسی خاص شخص پر خاص بات کی وجہ سے حکم لگانا بھی آسان نہیں، جبتک شرعی دلائل سے تنقیح تام نہ ہو جائے.

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (مکتبہ امدادیہ) ١ / ١٩٠ :الجواب- کلمہ شہادت میں کلمہ طیبہ ہی کی گواہی دی جاتی ہے اگر کلمہ طیبہ کوئی چیز نہیں تو گواہی کس چیز کی دی جائیگی، دراصل مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے شیطان لوگوں کے دل میں نئی باتیں ڈالتا رہتا ہے یہ لوگ گمراہ ہیں ان سے محتاط رہنا چاہئے.

"অমাবস্যায় সন্তান গর্ভে এলে কালো/বিকলাঙ্গ হয়"–ধারণা পোষণ করা

প্রশ্ন : অনেক মুরব্বিরা বলে থাকেন, অমাবস্যা রাতে সন্তান-সন্তুতি মায়ের গর্ভে এলে সে সন্তান কালো বা কোনো অঙ্গ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে। কোরআন-হাদীসে এরূপ কোনো কথা আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অমাবস্যার রাতে সন্তান-সন্তুতি মায়ের গর্ভে এলে সে সন্তান কালো বা বিকলাঙ্গ হওয়ার ধারণাটি মনগড়া ও ভিত্তিহীন। (১১/৬৩০/৩৬০২)

📖 صحيح البخاري (دارالحديث) ١/ ٢٦٤ (١٠٤٣) : عن المغيرة بن شعبة، قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشمس

والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا، وادعوا الله» -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸ / ۱۲۵ : جواب-چاند گرھن اور سورج گرھن کو حدیث پاک میں قدرت خداوندی کے ایسے نشان فرمایا گیا ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں اور اس موقعہ پر نماز صدقہ خیرات، اور توبہ واستغفار کا حکم دیا گیا ہے، باقی سوال میں جس رسم کا تذکرہ ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، ہمارے خیال میں یہ توہم پرستی ہے جو ہندو معاشرے سے ہمارے یہاں منتقل ہوئی ہے۔

দাম্পত্য জীবনে লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী

প্রশ্ন :

১. আছরের পর ঘর ঝাড়ু দিয়ে ময়লা-আবর্জনা যদি বাইরে ফেলে দেয় তাহলে কি ভাগ্য চলে যায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর সংসারে কোনো ক্ষতি হয়? শরীয়তের সমাধান জানতে চাই।

২. বুধবার বাবার বাড়ি হতে যদি শ্বশুর বাড়ি চলে আসে অথবা স্বামীর বাড়ি হতে বাবার বাড়ি যায়, অভাব-অনটন বাড়ে বা ভাগ্যলক্ষ্মী চলে যায়। কথাটা শরীয়ত মতে কতটুকু সত্য? এরূপ ধারণা পোষণ করলে গোনাহ হবে কি না?

৩. সাধারণত প্রবাসী স্বামীর জন্য কোনো কারণে-অকারণে স্ত্রী যদি কাঁদে (দুঃখ মর্মাহত হয়ে কেঁদে থাকে) সে কারণে স্বামীর রোজগারের কোনো ক্ষতি হবে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : প্রশ্নে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা কুসংস্কারমাত্র। কুসংস্কারকে শরীয়ত সমর্থন করে না। তাই এ সমস্ত ধারণা পরিহার করা জরুরি। (১১/৭৬০)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۱ / ۳۵۹ : جواب- اسلام نحوست کا قائل نہیں اس لئے کسی کام یا دن کو منحوس سمجھنا غلط ہے نحوست اگر ہے تو انسان کی اپنی بد عملی میں ہے۔

📖 وفیہ ایضا ۱ / ۳۶۲ : سوال—ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ عصر کی اذان کے تھوڑی دیر بعد جھاڑو نہیں دینا چاہے یعنی اسکے بعد کسی وقت بھی جھاڑو نہیں دینی چاہئے اس طرح کرنے سے مصیبت نازل ہوتی ہیں۔

Scanned by CamScanner

الجواب-یہ ساری باتیں شرعا کوئی حیثیت نہیں رکھتیں ان کی حیثیت توہم پرستی کی ہے.

হাঁচির উৎপত্তি, যাত্রাকালে হাঁচিকে অলক্ষ্মী মনে করা

প্রশ্ন : হাঁচির উৎপত্তি কিভাবে হলো? জনৈক আলেম বলেছেন, আল্লাহপাক যখন আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে রূহকে তাঁর ভেতরে প্রবেশ করার নির্দেশ দিলেন তখন রূহ তার ভেতরে প্রবেশ করে সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে চলে আসে। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করার পর রূহ উত্তর দিল, আল্লাহ! আদম (আ.)-এর ভেতরে শুধু অন্ধকার আর আবর্জনা। সেখানে আমি কিভাবে থাকব? তাই বের হয়ে চলে আসি। এভাবে দুবার প্রবেশ ও বহির্গমনের পর তৃতীয়বার প্রবেশ করার পর রূহ দৌড় দিয়েছিল বের হওয়ার জন্য। সমস্ত শিরা-উপশিরা পেরিয়ে নাকের কাছে এসে আটকে যায়। যার ফলে আদম ((আ.)-এর হাঁচি আসে। তাই হাঁচির মাধ্যমে রূহ ভেতরে আটকে যায়, আর বাহির হতে পারে না। এ জন্য শুকরিয়া হিসেবে আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা হয়। এ কথার ভিত্তি কোনো গ্রহণযোগ্য কিতাবে আছে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হতাম।
কোথাও যাত্রাকালে কেউ হাঁচি দিলে 'নাহুসত' (অমঙ্গল) মনে করা হয়, বাস্তবে কি এর মধ্যে কোনো অমঙ্গল রয়েছে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাঁচির উৎপত্তির বর্ণনা গ্রহণযোগ্য কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না। তবে কোনো কোনো কিতাবে তার বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার পর যখন তাঁর ভেতর রূহ দেওয়ার সময় হলো তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেস্তাদিগকে বললেন, যখন তাঁর ভেতর রূহ দেওয়া হবে, তখন তোমরা তাঁর সম্মানার্থে সেজদায় লুটে পড়বে। অতঃপর যখন হযরত আদম (আ.)-এর ভেতর মাথার দিক থেকে রূহ ফুঁক দেওয়া হলো তখন শরীরের যে অংশেই রূহ প্রবেশ করে, সেখানেই গোশত হয়ে যায়। এরপর যখন রূহ মাথায় প্রবেশ করল, তখন তিনি হাঁচি দিলেন। ফেরেস্তারা তাঁকে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ বলো বা আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম হলো, তখন তিনি "আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" বললেন। উত্তরে আল্লাহ তা'আলা "রাহিমাকা রাব্বুকা ইয়া আদম" বললেন। এরপর যখন রূহ চোখে প্রবেশ করল তখন তিনি জান্নাতের ফল-মূলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এভাবে হাঁচির উৎপত্তি হলো। হাঁচি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত। সুতরাং কোথাও যাত্রাকালে হাঁচি দেওয়াতে অমঙ্গল মনে করা কুসংস্কার। শরীয়তে এর কোনো ভিত্তি নেই। (১১/৯২২/৩৭৪০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ١٥٢ (٦٢٢٣) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله يحب

Scanned by CamScanner

العطاس، ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، وأما التثاؤب: فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال: ها، ضحك منه الشيطان ".

📖 الكامل فى التاريخ لابن الاثير (دار الكتاب العربى) ١ / ١٨ : فلما بلغ الحين الذي أراد الله أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة: {فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين} فلما نفخ الروح فيه دخلت من قبل رأسه، وكان لا يجري شيء من الروح في جسده إلا صار لحما، فلما دخلت الروح رأسه عطس، فقالت له الملائكة: قل الحمد لله .

وقيل: بل ألهمه الله التحميد، فقال: الحمد لله رب العالمين. فقال الله له: رحمك ربك يا آدم. فلما دخلت الروح عينيه نظر إلى ثمار الجنة .

📖 تاريخ الطبرى (دار التراث) ١ / ٦٥ : عن ابن عباس، قال: فلما نفخ الله عز وجل فيه- يعني في آدم- من روحه أتت النفخة من قبل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا صار لحما ودما، فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من حسنه، فذهب لينهض فلم يقدر، فهو قول الله عز وجل «خلق الإنسان من عجل» ، قال: ضجرا لا صبر له على سراء ولا ضراء، قال: فلما تمت النفخة في جسده عطس فقال: الحمد لله رب العالمين بإلهام الله، فقال: يرحمك الله يا آدم، ثم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لآدم، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، لما كان حدث به نفسه من كبره واغتراره، فقال: لا اسجد، وأنا خير منه وأكبر سنا، وأقوى خلقا، «خلقتني من نار وخلقته من طين» ، يقول: إن النار

Scanned by CamScanner

أقوى من الطين، قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله تعالى، أيأسه من الخير كله، وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته.

حدثنا ابن حميد، قال، حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: فيقال- والله أعلم-: إنه لما انتهى الروح إلى رأسه عطس فقال: الحمد لله، قال: فقال له ربه: يرحمك ربك، ووقعت الملائكة حين استوى سجودا له.

Scanned by CamScanner

الكفر والارتداد

কুফর ও ধর্মত্যাগ

মুরতাদ ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন : মুরতাদ বলতে কী বোঝায়, মুরতাদ কি পূর্বের জায়গায় ফিরে আসতে পারে? কাফের ও মুরতাদ কি একই পর্যায়ের?

উত্তর : আভিধানিক অর্থে যে ফিরে যায় তাকে মুরতাদ বলা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফুরী কথা মুখে উচ্চারণ করার কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে মুরতাদ বলা হয়। মুরতাদও কাফের, তবে সে পূর্বে মুসলমান ছিল।

মুরতাদও পুনরায় মুসলমান হতে পারে। খাঁটি মনে কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্মের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের কথা প্রকাশের মাধ্যমেই মুরতাদ মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারে। (৭/৭৮৭/১৮৭০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٢٢١ : المرتد هو لغة الراجع مطلقا وشرعا (الراجع عن دين الإسلام وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان).

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٢ / ٢٥٣ : وإسلامه أن يأتي بكلمة الشهادة ويتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام وأن يتبرأ عما انتقل اليه .

কাদিয়ানী, ইহুদী-নাসারা, কাফের-মুশরিক-নাস্তিকদের মধ্যে পার্থক্য

১. ক. কাদিয়ানী এবং ইহুদী-নাসারাদের মাঝে পার্থক্য কী?
খ. কাদিয়ানী এবং কাফের-মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য কী?
গ. কাদিয়ানী এবং নাস্তিক-মুরতাদদের মাঝে পার্থক্য কী?
ঘ. কাদিয়ানী এবং যিন্দীকের মাঝে পার্থক্য কী?

২. যদি কোনো মুসলমানের আত্মীয় কাদিয়ানী হয়ে যায় এবং উক্ত মুসলমান ওই কাদিয়ানীর বাড়িতে আসা-যাওয়া এবং খাওয়া-দাওয়া করে তাহলে উক্ত মুসলমান সম্পর্কে শরয়ী বিধান কী?

Scanned by CamScanner

৩. দ্বীনি দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্যে কাদিয়ানীর বাড়িতে আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয আছে কি না?

৪. যেকোনো ক্ষেত্রে কাদিয়ানীর সহযোগিতা করা জায়েয আছে কি না?

৫. কাদিয়ানীকে দ্বীনি দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ আছে কি না? উল্লিখিত প্রশ্নসমূহের দলিলসহ জবাব দিতে হুজুরের একান্ত মর্জি কামনা করছি।

উত্তর : ১. হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনীত দ্বীন ইসলামকে অস্বীকারকারী সবাই কাফের, আল্লাহ তা'আলার দুশমন চির জাহান্নামী। মূল পরিণতির বিচারে সবাই এক ও অভিন্ন। তবে কর্ম ও আক্বীদায় এদের পরস্পর পার্থক্য থাকায় নাম ও কিছু হুকুম-আহকামে পার্থক্য করা হয় মাত্র। এদের মধ্যে যারা মুসা (আ.)-এর অনুসারী বলে দাবি করে তাদেরকে ইহুদী, যারা ঈসা (আ.)-এর অনুসারী হওয়ার দাবি করে তাদেরকে খ্রিস্টান, যারা দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের অপব্যাখ্যা করে তাদেরকে যিন্দীক, যারা মূর্তি প্রতিকৃতি ও অন্যান্য মাখলুকের পূজাঅর্চনা করে তাদেরকে মুশরিক, আর যারা আল্লাহর অস্তিত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে তাদেরকে নাস্তিক বলা হয়। কাদিয়ানীরা ইসলামের অপব্যাখ্যা করে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করে এবং মিস্টার গোলাম কাদিয়ানীকে নবী হিসেবে মান্য করে এজন্য তারা কাফের, যিন্দীক। কাফেরদের মধ্যে ইসলামের জন্য এরাই সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর। (৮/৫৭১)

📖 فيض البارى (ربانى بكڈپو) ٤/ ٤٧٢ : والزناديق قيل هم الذين يتعبدون بالزند والقاف ملحق فى المعربات : قلت والزناديق من يحرف فى معانى الالفاظ مع ابقاء الفاظ الاسلام كهذا اللعين فى القاديان، يدعى انه يؤمن بختم النبوة ثم يخترع له معنى من عنده يصلح له بعده الختم، دليلا على فتح باب النبوة، فهذا هو الزندقة حقا، اى التغيير فى المصاديق، وتبديل المعانى على خلاف ما عرفت عند اهل الشرع، وصرفها الى اهوائه مع ابقاء اللفظ على ظاهره، والعياذ بالله.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٦/ ١٧٢ : الردة الرجوع عن دين الاسلام الى الكفر سواء بالنية او الفعل المكفر او القول وسواء قاله استهزاء اوعنادا اواعتقادا.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱/ ۱۱۷ : کافر تو وہ بھی ہوتا ہے جو ضروریات دین نص قطعی وغیرہ کا انکار کرے، مگر اسے مشرک نہیں کہتے، بلکہ مشرک اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرے خواہ ذات میں خواہ صفات وافعال وغیرہ میں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت کراچی) ۷/ ۳۶ : غلام احمد قادیانی قطعی طور پر اسلام سے خارج اور اس کے متبعین بھی جو اس کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں یا دعوی نبوت کے باوجود اسے دائرۂ اسلام میں سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی قطعی طور پر کافر مرتد اور خارج از اسلام ہیں۔

২. যে ব্যক্তি কাদিয়ানীদের আক্বীদা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরও তাদেরকে অন্তর থেকে ভালোবাসে এবং মুসলমান মনে করে তার সাথে উঠাবসা ও খাওয়া-দাওয়া করে সে ব্যক্তিও মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং নিজেকে মুসলমান দাবি করার অধিকার রাখে না। আর যদি কাফের মনে করে আসা-যাওয়া বা খাওয়া-দাওয়া করে সেও গোনাহগার এবং মারাত্মক অপরাধী। সুতরাং এ রকম ব্যক্তির জন্য অতি সত্তর তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক।

📖 سورة الممتحنة الآية ١ : ﴿يا ايها الذين اٰمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم اولياء﴾

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٥/ ٣٤٧ : ولم يذكر محمد رحمه الله تعالى الاكل مع المجوسى ومع غيره من اهل الشرك انه هل يحل ام لا وحكى عن الحاكم الامام عبد الرحمن الكاتب انه ان ابتلى به المسلم مرة او مرتين فلا بأس به واما الدوام عليه فيكره... ... ولا يأكل معه حال مايظهر الكفر والشرك -

৩. নিজের ঈমান-আক্বীদার হেফাজতের সাথে সাথে তাদের হেদায়াতের প্রবল সম্ভাবনা থাকলে এবং তাদের আচার-আচরণে কোনো প্রকারের বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হওয়ার শর্তে তাদের নিকট দ্বীনি দাওয়াত নিয়ে যাতায়াত করা যাবে, অন্যথায় নয়।

📖 سورة الأنعام الآية ٦٨ : ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ﴾

Scanned by CamScanner

📖سورة هود الآية ١١٣ : ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾

📖خیر الفتاوی(زکریابکڈپو) ۱/ ۳۸۷ : اگر مرزائیوں کے ساتھ نشست وبرخاست کھاناپیناآمدرفت میل جول دلی محبت اور دوستی کی بناء پر ہو تو ناجائز اور حرام ہے، اگر کسی دینی وشرعی غرض کے تحت ہو تو جائز ہے۔

৪. কাদিয়ানীরা সাধারণ কাফেরের চেয়েও নিকৃষ্ট হওয়ায় তারা শুধু কাফেরই নয় বরং তারা যিন্দীকও। সুতরাং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া এবং সাহায্য-সহযোগিতা করার অনুমতি নেই। তবে অসুস্থ অবস্থায় সেবার দ্বারা মুগ্ধ হয়ে তাওবা করে পুনরায় ইসলাম কবুল করার প্রবল আশাবাদী হলে তাদের সেবা করা যেতে পারে।

📖الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٣٤٨/٥ : ولا بأس بعيادة اليهودى والنصرانى.

📖خیر الفتاوی (زکریابکڈپو) ۱/ ۳۸۷ : واضح رہے کہ موالات یعنی دلی محبت ومودت کسی غیر مسلم سے کسی بھی حال میں قطعا جائز نہیں لقولہ تعالی یا ایھا الذین اٰمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء الآیۃ البتہ مواسات یعنی ہمدردی، خیر خواہی، نفع رسانی کی اجازت ہے لیکن جو کفار بر سرپیکار ہوں ان کے ساتھ اس کی بھی اجازت نہیں۔

📖فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۲ / ۱۳۱ : مرزائی صرف کافر ہی نہیں بلکہ مرتد ہیں جو معاملہ دیگر کفار کیساتھ کیا جاتا ہے مرتد کے ساتھ شرعا نہیں کیا جاتا، اس لئے مرتد کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں چاہئے البتہ اگر یہ توقع ہو کہ وہ خوش اخلاقی اور تیمارداری سے متاثر ہو کر ارتداد سے تائب ہو جائیگا اور اسلام قبول کرلیگا تو پھر یہ تیمارداری مستقل تبلیغ کا حکم رکھتی ہے، بشرطیکہ نیت یہی ہو۔

৬. কাদিয়ানীকে দ্বীনি দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ অবশ্যই রয়েছে। তবে তা ওয়াজিবের পর্যায়ে নয়, বরং মুস্তাহাব।

📖الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٢٢٥/٤ : (من ارتد عرض الحاكم (عليه الإسلام استحبابا) على المذهب لبلوغه الدعوة-

Scanned by CamScanner

📖البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٥ /١٢٥ : قوله يعرض الإسلام على المرتد اى يعرضه الامام والقاضى وهو مروى عن عمر رضـ لان رجاء العود إلى الإسلام ثابت لاحتمال أن الردة كانت باعتراض شبهة لم يبين صفته وظاهر المذهب استحبابه فقط ولا يجب لان الدعوة قد بلغته وعرض الإسلام هو الدعوة إليه ودعوة من بلغته الدعوى غير واجبة-

📖الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٢/ ٢٥٣ : إذا ارتد المسلم عن الإسلام والعياذ بالله عرض عليه الاسلام فان كانت له شبهة ابداها كشفت الا ان العرض على ما قالوا غير واجب بل مستحب كذا فى فتح القدير.

আল্লাহ তা'আলাকে 'নূর' বলা কুফুরী নয়

প্রশ্ন : কিছু উলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহ তা'আলাকে নূর বলা কুফুরী। দলিল হিসেবে পেশ করেন,

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (سورة الانعام)

উক্ত আয়াতে নূরকে আল্লাহর সৃষ্ট বলা হয়েছে। আর আল্লাহকে সৃষ্ট বলা কুফুরী। তারা আরো বলেন, الله نور السمٰوات والارض উক্ত আয়াতে যে নূরের কথা বলা হয়েছে তা হলো হেদায়াতের নূর। অতএব আল্লাহকে নূর বলা যাবে না। আমার জিজ্ঞাসা হলো, উপরোক্ত বর্ণনা যদি সহীহ হয় তাহলে বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে ও হাদীসের মধ্যে আল্লাহকে সরাসরি নূর বলা হয়েছে। যেমন:

قوله تعالى:"تجلى ربه للجبل" أى ظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كما فى حديث صححه الحاكم (جلالين شريف ج١ صـ ١٤٠)

جاء فى تفسير المظهرى – ظهر من سبعين الف حجاب من نوره قدر نصف أنملة الخنصر فى تفسير الآية المذكورة

جاء فى الحديث– عن ابى ذر رضـ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال صلى الله عليه وسلم نور انى أراه، {رواه مسلم، الرقم (١٧٨)

Scanned by CamScanner

এ ছাড়া আসমায়ে হুসনা-র মধ্যে يانور রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এসব ক্ষেত্রে نور দ্বারা কী উদ্দেশ্য? সঠিক ফায়সালা দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : 'নূর' শব্দটি নূরের স্রষ্টা বা নূর দাতার অর্থে ব্যবহার হোক বা আল্লাহ তা'আলার সত্তার জন্য ব্যবহার হোক, আল্লাহ পাককে নূর শব্দ দ্বারা ডাকা এবং "ইয়া নূর" বলা সহীহ। এটাকে কুফুরী বলার কোনো দলিল নেই। (১৫/৪৪/৫৮৭৪)

📖 سورة الأعراف الآية ١٨٠ : ﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾

📖 سورة بنى اسرائيل الآية ١١٠ : ﴿قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾

📖 تفسير الجلالين (المكتبة الاشرفية ديوبند) صـ ٢٩٨ – الله نور السمٰوات والارض اى منورهما بالشمس والقمر.

📖 حاشية تفسير الجلالين (المكتبة الاشرفية ديوبند) صـ ٢٩٨ : وقال الإمام حجة الإسلام: النور فى الحقيقة اسم لكل ما هو ظاهر بذاته مظهر لغيره والله سبحانه هو المتصف بهذه الصفة وهو النور الحقيقى-

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٣٥٣ (٣٥٠٧) : عن ابى هريرة رضـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ان لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة هو الله الذى لا إله إلا هو... ... النور، الهادى، البديع، الباقى، الوارث، الرشيد، الصبور".

"আল্লাহকে ভয় পাই না, মানুষকে কেন ভয় পাব" বলা

প্রশ্ন : যায়েদকে রোজার মাসে দিনের বেলায় পানাহার করতে দেখে আমর বলল, "ভাই, রোজার মাসে দিনের বেলায় খাইলে চুপে চুপে খাও।"যায়েদ উত্তরে বলল, "আল্লাহকে ভয় পাই না, মানুষকে কেন ভয় পাইব?" আমর বলল, আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলেছেন, اتقوالله حق تقاته অর্থাৎ : "আল্লাহকে ভয় করার মতো ভয় করো।" আর তুমি বলো, "ভয় করো না" অথচ কোরআনে উল্লেখ আছে, أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَকাজেই তুমি কাফের, তোমার তাওবা করতে হবে অন্যথায় মুসলমান থাকবে না।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন হলো, যায়েদ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে কি না? আর আমরের জন্য ওই রকম বলা কতটুকু ঠিক হয়েছে ?

উত্তর : উল্লিখিত বর্ণনা মতে যায়েদের উচ্চারিত বাক্যের দ্বারা সে কাফের হবে না। সে মুসলমানই থাকবে, যদিও এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করা অনুচিত। কারণ আমরের নসীহতমূলক বাক্য "ভাই চুপে চুপে খাও"-এর উত্তরে যায়েদের বাক্য "আল্লাহকে ভয় পাই না, মানুষকে কেন ভয় পাইব"—এ ধরনের কথাবার্তায় শাব্দিক অর্থ বোঝানো হয় না বরং ব্যবহারিক অর্থ বোঝানো হয়। আর এখানে ব্যবহারিক অর্থ হলো : যে কাজ হতে আল্লাহকে ভয় করে বিরত থাকা দরকার, যখন সেই আল্লাহকে ভয় করছি না, তখন মানুষকে কেন ভয় করব? (১/৬৮/৫০)

📖 مجمع الانهر (مكتبة المنار) ٢ / ٥٠٥ : وقوله: حين الغضب لا أخشى الله اذا قيل له: ألا تخشى الله تعالى : كفر اذا نفى الخوف، وإن أراد به شيئا أخر لا يكفر.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥/ ١٢٥ : إذا كان فى المسئلة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المفتى أن يميل الى الوجه الذى يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم.

টাকাকে দ্বিতীয় খোদা বলা

প্রশ্ন : প্রসঙ্গক্রমে কেউ যদি বলে ফেলে (Money is the second god) অর্থাৎ টাকা দ্বিতীয় খোদা। এ কথার দ্বারা কি ঈমান চলে যাবে? যদি ঈমান চলে যায় তাহলে কি স্ত্রীর সাথে পুনরায় বিবাহ করতে হবে এবং পদ্ধতি কী হবে?

উত্তর : "টাকা দ্বিতীয় খোদা" এটা কুফুরী কথা, কিন্তু মর্ম না বুঝে মুখে এর উচ্চারণ করার দ্বারা কাফের হয়েছে বলে ফায়সালা দেওয়া যায় না। এর জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাওবা ইস্তেগফার করে নেওয়া জরুরি। (১০/৪২/২৯৭৭)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ١٢٥ : ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة.

Scanned by CamScanner

"আল্লাহ এমন জুলুমের শাস্তি সৃষ্টি করতে পারে নাই" বলা

প্রশ্ন : আমি একজন জুলুমকারীর জুলুমের অবস্থা দেখে হঠাৎ আবেগে বলে ফেলেছিলাম, মনে হয় আল্লাহ এই জুলুমকারীর জুলুমের শাস্তি তৈরি করতে পারে নাই। আমি তো উক্ত কথা দ্বারা আল্লাহকে অক্ষম সাব্যস্ত করেছি। এর দ্বারা কি আমার ঈমান চলে গেছে? মনে হয় আমি শিরক গোনাহ করে ফেলেছি আমি কি মুক্তি পাব না? আমি কি প্রাথমিক অবস্থায় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফা'আত পাব না? আমি তাওবা করেছি তবুও অতৃপ্ত, আত্মতৃপ্তি হচ্ছে না। এখন মুক্তির উপায় কী? জানালে খুশি হব।

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে মুসলিম নর-নারীর জন্য আল্লাহ তা'আলার শানের পরিপন্থী কোনো বাক্য ব্যবহার করা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক কুফুরীর নামান্তর। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য আল্লাহ তা'আলার শানের পরিপন্থী হওয়ার কারণে কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে না বলার দৃঢ় অঙ্গীকার করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে খালেস দিলে তাওবা করে নিলেই ইবাদত কবুল হওয়ার এবং শাফা'আত ও মুক্তি পাওয়ার আশা করা যায়। (৮/৯১৫/২৪০০)

📖سورة الزمر الآية ٥٣ : ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

📖المحيط البرهانى (ادارة القرآن) ٧ / ٣٩٩ : اذا وصف الله تعالى بما لايليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده و وعيده يكفر.

কুফুরী কথার পর বিবাহ নবায়ন

প্রশ্ন : আমি একজন জুলুমকারীর ভীষণ জুলুমের অবস্থা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে বলে ফেলেছি "এই জুলুমকারীর যে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির প্রয়োজন সেটা মনে হয় আল্লাহও দিতে পারবে না।" এ প্রশ্নের উত্তরে আপনারা বলেছিলেন, এ রকম বলা আল্লাহর শানের পরিপন্থী এবং কুফুরী। এখন আমার প্রশ্ন হলো, আমার স্ত্রী কি তালাক হয়ে গেছে? পুনরায় কি বিবাহ করতে হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্ত্রী তালাক হয়ে যাওয়ার ফতওয়া দেওয়া যায় না। তবে সতর্কতামূলক বিবাহ নবায়ন করা ভালো। (১০/৪২/২৯৭৭)

📖البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥/ ١٢٥ : والحاصل ان من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضى خان فى فتاواه، ومن تكلم بها مخط أو مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلم بها عالما عامدًا كفر عند الكل، ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بانها كفر ففيه اختلاف، والذى تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان فى كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فاكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير بها وقد ألزمت نفسى ان لا أفتى بشئ منها-

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٢٤٧ : وما كان خطأ من الألفاظ ولا يوجب الكفر فقائله يقر على حاله، ولا يؤمر بتجديد النكاح ولكن يؤمر بالاستغفار والرجوع عن ذلك، وقوله احتياطا أي يأمره المفتي بالتجديد ليكون وطؤه حلالا باتفاق.

আল্লাহকে গালি দেওয়া ও দোষারোপ করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি রেডিওর মাধ্যমে কোরআন ও হাদীসের কথা শোনে, আবার বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিলে এবং মারফতী পীরদের ওরসেও যায়। সে পুরোপুরি না হলেও মাঝেমধ্যে নামায-কালামও পড়ে। উক্ত ব্যক্তি কিছু উক্তি করে থাকে, যা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. আমাকে আল্লাহ নামায-রোজা ও দাড়ি রাখার দিকে আনে না, তাই আমি করি না।
২. সব দোষ আল্লাহর। এই গান-বাজনা সে বানাইছে কেন?
৩. একজনকে ধনী, একজনকে গরিব আর একজনকে দিয়ে চুরি করায়। এগুলো সব আল্লাহর শয়তানি আর স্বজনপ্রীতি, ইত্যাদি।

উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী? তার বিবাহ বহাল আছে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : উল্লিখিত উক্তিগুলো আল্লাহপাকের সাথে চরম বেয়াদবী ও মারাত্মক কুফুরীর শামিল। খাঁটি মনে তাওবা করে পুনরায় ঈমান না আনা পর্যন্ত এ ধরনের উক্তিকারীকে মুসলমান বলা যাবে না এবং তার বিবাহ বহাল থাকবে না। (৮/১৯০/২০৬৫)

📖المحيط البرهانی (ادارة القرآن) ٧ / ٣٩٩ : إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره يكفر.

📖الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٢ / ٢٥٩ : قال ابو حفص رحمه الله تعالى: من نسب الله تعالى الى الجور فقد كفر-

📖فيه ايضًا٢ /٢٦٢ : فقير قال فى شدة فقره : "فلان عبد ايضًا مع هذا القدر من النعم وانا عبد فى هذا القدر من العناء فهل يكون مثل هذا عدلا" كفر

📖الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٢٤٦ – ٢٤٧ : ما يكون كفرًا اتفاقا يبطل العمل والنكاح.

"তোমাকে আল্লাহও বোঝাতে পারবে না" বলা কুফুরী

প্রশ্ন : কেউ যদি কারো ওপর রাগান্বিত হয়ে মুখে বলে, "তোমাকে আল্লাহও বোঝাতে পারবে না", তবে কি তার ঈমান থাকবে, যদিও সে অন্তরে এই কথার বিশ্বাস না রাখে?

উত্তর : কেউ যদি মুখে এই কথা বলে, "তোমাকে আল্লাহও বোঝাতে পারবে না" আর তার অন্তরে এ ধরনের বিশ্বাস না থাকে তাহলে এর দ্বারা সে ঈমানহারা না হলেও এ ধরনের কথা কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা ও ইস্তেগফার করা এবং ভবিষ্যতে সর্বাবস্থায় এই ধরনের কথা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। (১১/৯০৬/৩৭৪৩)

📖البحر الرائق(ايچ ايم سعيد) ٥ / ١٢٥ : ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة.

Scanned by CamScanner

📖 ردالمحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٢٢٤ : وما يشك أنه ردة لا يحكم بها إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام.

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ٧ / ٢٨٥ : اذا وصف الله بما لا يليق به او سخر باسم من اسماء الله تعالى او بأمر من اوامره... يكفر-

রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিরস্কার ও ভর্ৎসনাকারীর বিধান

প্রশ্ন : মাননীয় মুফতী সাহেব, বিগত ১৬ এপ্রিল ২০০৪ ইং সালে আমাদের ইউনিয়নের চেয়ারম্যান স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জারিগানের নামে বিভিন্ন অনৈসলামিক কার্যকলাপসহ পালা-জারিগানের মাধ্যমে প্রিয় নবীকে ভর্ৎসনা, তিরস্কার ও মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ইসলামের ওপর চরম আঘাত হানে। জারিগানে ওরা বলেছে, মুসলমানের ধর্ম ভালো নয়, মুসলমানের নবী একজন...। নবী থাকবে পূতঃপবিত্র তার আবার বিবাহের প্রয়োজন কী? নবী একজন চোট্টা, তার চোখ খারাপ ছিল। যাকে পেয়েছে তাকে বিবাহ করেছে। তার ১০-১২টা স্ত্রীর প্রয়োজন কী?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওই ব্যক্তির হুকুম কী যে প্রিয় নবীকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করল? আর ওই সমস্ত লোকের কী হুকুম, যারা জনসভার আয়োজন করেছে এবং জনসভায় মেয়েদেরকে না আনার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও এনেছে?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয়, তাহলে তারা মুরতাদ ও কাফের হয়ে গেছে। তাদের জন্য নিজেদের ভুল স্বীকার করত তাওবা করে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করা আবশ্যক, অন্যথায় তাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেওয়ার মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা সরকারের দায়িত্ব। নচেৎ সকল মুসলমানের দায়িত্ব হবে তাদেরকে বয়কট করা। এ ক্ষেত্রে উক্ত সভার আয়োজক ও সমর্থক সকলের একই হুকুম। তবে যারা অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও মনে-প্রাণে এগুলোকে অপছন্দ ও ঘৃণা করেছে, তাদের জন্য শুধু তাওবা করে নেওয়া জরুরি। (১০/৫৪০/৩১৯৯)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٢٣١/٤ : (قوله : فانه يقتل حدًا) يعنى أن جزاءه القتل على وجه كونه حدًّا، ولذا عطف عليه قوله ولا تقبل توبته، لأن الحد لا يسقط بالتوبة فهو عطف تفسير، وأفاد أنه حكم الدنيا أما عند الله تعالى فهو مقبولة كما فى البحر.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ٧/ ٣٠٣ : ولو عاب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العيوب يكفر-

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۲ / ۴۹۱ : سوال—ایک مسلمان جس کے ہوش وحواس صحیح ہیں، وہ یہ کہ رہا ہے… حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور لگائی باز تھے، شہوت پرست تھے، ان کی گیارہ بیویاں تھیں، تو یہ شخص مسلمان کہلائے گا یا کافر؟… …

جواب— جس کے دل میں ایمان ہے وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتا، اس لئے کہ اس سے ایمان جاتا رہتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے… … جب تک پوری طرح یقین کے ساتھ کسی کا ایسا کہنا ثابت نہ ہو جائے کوئی سخت حکم لگانے میں پوری احتیاط لازم ہے، مبادا یہ حکم کہیں حکم لگانے والے پر نہ لوٹ جائے.

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাল্পনিক ছবি ও ব্যঙ্গচিত্র আঁকা

প্রশ্ন : রাসূলে (কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাল্পনিক ছবি বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ ব্যঙ্গচিত্র ও কাল্পনিক ছবি আঁকা এবং তা ছাপিয়ে প্রকাশ করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : রাসূলে (কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অবমাননা যেকোনোভাবেই করা মুখে হোক কিংবা ছবি এঁকে হোক কুফুরী। বিশেষত নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছবি এঁকে প্রকাশ করাও প্রকাশ্য নবীদ্রোহিতা। সুতরাং এ ধরনের বেআদব, রাসূলদ্রোহীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ওপর ফরয এবং এরূপ কুফুরী কাজ থেকে প্রকাশ্যে তাওবা না করা পর্যন্ত সাধারণ মুসলমানদের জন্য তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা জরুরি। (৯/৩৯)

📖 خلاصة الفتاوى (مكتبة رشيدية) ٣٨٦/٤ : وفى المحيط: من شتم النبي صلى الله عليه وسلم أوأهانه أو عابه فى امور دينه او فى شخصه او فى وصف من اوصاف ذاته سواء كان الشاتم مثلا من امته او غيرها و سواء كان من اهل الكتاب او غيره ذميا كان او

Scanned by CamScanner

حربيا سواء كان الشتم او الاهانة او العيب صادرا عنه عمدًا أو سهوًا أو غفلة أو جدًّا أو هزلًا فقد كفر.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۲ /۳٦۸ : الجواب— ... ... حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنانا تو براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت اور کھلا مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے لہذا آپ ہی کی تصویر بنائیں گے معاذ اللہ یہ صورت نہایت ہی خطرناک ہے نیز اپنے ذہن میں صورت مبارک کو تجویز کرکے تصویر بنا کر آپ کی طرف منسوب کرنا کہ یہ آپکی صورت مبارک ہے بہتان عظیم ہے جس کی سزا جہنم ہے۔

আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কাউকে তুলনা করা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব কিছুদিন পূর্বে জুমু'আর নামাযের আগে আল্লাহর ভীতি প্রসঙ্গে বয়ানকালে বলেছেন যে, মোগল সম্রাট দিল্লিতে বসে শায়েস্তা খাঁকে বাংলার জায়গীরদার করে পাঠিয়েছিলেন। বাংলার মালিকানা ছিল মোগল সম্রাটের কিন্তু জায়গীরদার দেওয়া হয়েছিল শায়েস্তা খাঁকে। আল্লাহ তা'আলা হলেন তামাম জাহানের মালিক আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন তামাম জাহানের জায়গীরদার। সুতরাং এই পৃথিবীতে আল্লাহর আইন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ অনুযায়ী আমাদের জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে ইমাম সাহেবের সাথে আলোচনান্তে জানা যায় যে তিনি "এক নজরে সুন্নতে নববী" গ্রন্থ হতে এই বক্তব্য দিয়েছেন, যা 'মারকাযে ইশায়াতে ইসলাম কর্তৃক' প্রকাশিত। কিন্তু কিছুসংখ্যক মুসল্লি উক্ত বক্তব্য শোনার পর মন্তব্য করেছেন যে ইমাম সাহেবের বক্তব্যে মোগল সম্রাটকে আল্লাহ তা'আলার সহিত এবং শায়েস্তা খাঁকে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা শিরক। সুতরাং এই ইমামের পেছনে নামায পড়া দুরস্ত হবে না।

অতএব জনাবের নিকট উপরোক্ত বিষয়ে আমাদের প্রশ্ন :

ক. ইমাম সাহেবের বক্তব্য শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না?

খ. বক্তব্যে মোগল সম্রাটকে আল্লাহর সাথে এবং শায়েস্ত খাঁকে হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তুলনা করা হয়েছে কি না?

গ. আল্লাহর সাথে শিরক হয়েছে কি না?

ঘ. এই ইমামের পেছনে নামায পড়া দুরস্ত হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা সারা জাহানের মালিক ও একমাত্র বিধানদাতা—এ কথা বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। এতে কোনো মুসলমানের সন্দেহ থাকতে পারে না। আর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল এ বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গ। তবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তামাম জাহানের জায়গীরদার, এ ধরনের কথা নির্ভরযোগ্য কোনো ইসলামী গ্রন্থে পাওয়া যায় না। বাস্তবে আল্লাহর সাথে কারো তুলনা করা শিরকের পর্যায়ভুক্ত, অন্যদিকে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাথে কাউকে তুলনা করাও বেয়াদবীর শামিল। প্রশ্নে ইমাম সাহেবের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে এ বক্তব্যে কাউকে আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে তুলনা করা তার উদ্দেশ্য ছিল না। তাই তার বক্তব্য শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবুও শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এ ধরনের কথা সকলের জন্য পরিহার করা আবশ্যক। তবে উক্ত ইমামের পেছনে নামায পড়তে কোনো অসুবিধা নেই। (৬/৫৫৮/১৩৪৩)

📖 کفایت المفتی (مکتبہ امدادیہ) ۱ / ۲۳۸ : سوال- انسان پر کون کونسی باتوں سے شرک وکفر عائد ہوتاہے،اورایسی صورت میں اس کاتدارک کیاہے؟

الجواب- غیر اللہ کی عبادت کرنے اوراس کو حاجت روا سمجھنے یا کسی مخلوق میں خدا کی صفات ثابت کرنے سے شرک لازم آتاہے،اوراس کاعلاج توبہ ہے۔

📖 عزیزالفتاوی(دارالاشاعت) صـ ۱۰۰ : سوال- ایک کتاب گجراتی میں ایک نظم ہے وہ کتاب مذکورہ مدارس اسلامیہ میں بغرض تعلیم داخل ہے ایک شعر کااس کے یہ مضمون ہے اے اللہ تو ہمارا باپ ہے تو ہماری ماں ہے تو روزی دیتاہے تو ہم کو پالتاہے مصرعہ اول میں شرک ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ تو ظاہر ہے کہ قائل کی مراد حقیقۃ ابوۃ کاثابت کرنا باری تعالی کے لئے نہیں ہے بلکہ مراد مجاز اور تشبیہ ہے،یعنی محبت ورحمت میں مثل باپ اور ماں کے ہے اور اس قسم کی تشبیہات احادیث میں بھی وارد ہیں،کمالایخفی لیکن وہ اشارات ہیں جو وارد ہوئے نہ بالتصریح،ایسے کلمات موہمہ بلکہ ایسے کلمات سے ممانعت وارد ہے کماسیجئ،لہذا یہ شرک تو نہیں ہے لیکن ایہام شرک اس میں ضرور ہے،اور ممکن ہے کہ اس سے جہلاء غلط مطلب سمجھیں اور گمراہ ہوں، بہر حال احتراز ایسے کلمات سے لازم ہے، قرآن شریف میں یہود اور نصاری کا یہ مقولہ ذکر فرماکر اس کی تردید فرمائی گئی ہے وقالت الیہود والنصاری نحن ابناء اللہ وأحباءہ.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱/۱۱۰ : سوال- ایک شخص جو کہ اپنے کو اور تمام امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ابراھیمؑ کے برابر تو سبھی لوگ ہو سکتے ہیں ... تو ایسے شخص کو امام بنانا کیسا ہے؟

الجواب- اگر وہ نفس مخلوق خدا اور بشر ہونے میں برابر سمجھتا ہے تو یہ عقیدہ درست ہے اور قرآن پاک و حدیث پاک سے ثابت ہے، اگر وہ درجۂ قرب وفضیلت میں برابر سمجھتا ہے تو اس کو توبہ لازم ہے ... اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ہر گز ہر گز امامت کے لائق نہیں۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে নিজেকে তুলনাকারীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে এক মাওলানা নিজেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তুলনা করেছে বলে খবর প্রকাশিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী দল উক্ত মাওলানার কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

প্রশ্ন হলো, এভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য কার্টুন বা কুশপুত্তলিকা বানানো এবং দাহ করা জায়েয আছে কি না? দলিলসহ বিস্তারিত জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : কোনো ব্যক্তির প্রতি চরম ক্ষোভ প্রকাশান্তে তাকে অপমানের জন্য তার কুশপুত্তলিকা দাহ করার পদ্ধতি শরীয়তসম্মত নয়। বরং এ পদ্ধতি বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য রাজনৈতিকদের উদ্ভাবিত। তবে সত্যিই যদি কেউ নিজেকে বা অন্য কাউকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে তুলনা করে তাহলে সে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপমান করল। রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপমানকারী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির উপযুক্ত। এমন লোকের প্রতি শরীয়তসম্মত পন্থায় ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রদর্শন ঈমানী কর্তব্য। (১৭/১৩১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ".

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ٩٢ (٥٩٥٠) : عن مسلم، قال: كنا مع مسروق، في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون».

📖شرح مسلم للنووى (دار الغد الجديد) ١٤ /٧٣ –٧٤ : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان فى ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحوذلك مما لايعد ممتهنا فهو حرام وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله ولافرق فى هذا كله بين ماله ظل ومالاظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

একটি কবিতা প্রসঙ্গে

প্রশ্ন : আমি একটা ইসলামী কবিতা প্রসঙ্গে কিছু কথা জানতে চাই। কবিতাটি হচ্ছে

দেখ চন্দ্র, সূর্য তারা
আসমান-জমিন মাতোয়ারা
মুখে হারদম গাইছে যারা

Scanned by CamScanner

ইয়া মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাসূলাল্লাহ,
যারে গ্রহ-নক্ষত্র সেজদা করে
সেজদা করে এ ধরা
সেজদা করে আসমান-জমিন
সেজদায় যে উম্মাদ তারা
রাসূলের ইশারায় নয়রে তারা
ইশারায় যে ওই ইয়া আল্লাহ
আগমনে তাঁর পশু-পক্ষী আর
লতা-বৃক্ষরা খুশিতে দিশে হারায়
প্রাণ পায় ধরা ফুলে ফলে ভরি
যেন হুর-পরীরা ফুল ছড়ায়
দিবসযামী কেঁদে বলে 'বিধি'
জন্মে দাও তারে মোর বেলায়

এখন প্রশ্ন হচ্ছে,

১. চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, আসমান-জমিন এরা কি সব সময় 'ইয়া মুহাম্মদ রাসূলাল্লাহ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলে যিকিরে মশগুল?
২. গ্রহ-নক্ষত্র এবং আসমান-জমিন কি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে আল্লাহর ইশারায় সেজদা করেছিল বা করেছে? কিংবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূরকে সেজদা করেছিল?
৩. মানুষকে ইসলামের প্রতি মুগ্ধ করা বা আকৃষ্ট করার জন্য এবং মানুষের মনে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মহব্বত জাগানোর উদ্দেশ্যে মানুষ যাতে আল্লাহকে ভয় করে এবং দ্বীনের পথে চলে, এই উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কবিতাংশটুকু লিখে বা ছাপিয়ে প্রকাশ ও প্রচার করা কি আল্লাহর দেওয়া সীমা লঙ্ঘনের পর্যায়ে পড়বে এবং তার ফলে অনন্তকালব্যাপী আমি পুণ্য অর্জনের পরিবর্তে পাপার্জন করতে থাকব?

কবিতাটি যদিও আমারই লেখা তবুও এখন আমার মনে না থাকার দরূন বিষয়টি সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জানতে চাই।

উত্তর :

১. কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, আসমান-জমিন, পশু-পাখি তথা সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, একত্ব, পূতঃ-পবিত্রতা ও গুণকীর্তনে সব সময় রত। 'ইয়া মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ' (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

Scanned by CamScanner

ওয়াসাল্লাম), বলে জিকিরে মশগুল থাকার কোনো প্রমাণ কোরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। তাই এসব কথা বলা, লেখা বা বিশ্বাস করা অবৈধ।

২. কোরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পশু-পাখি তথা সমস্ত সৃষ্টি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহর অনুগত ও তাঁর সামনে সেজদারত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সেজদা করার প্রমাণ কোরআন-হাদীসে নেই।

পক্ষান্তরে হাদীস শরীফে উট, ছাগল ইত্যাদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সেজদা করেছে বলে উল্লেখ আছে তা মানব ও জিন জাতির ব্যাপার নয়। বরং পশুর ব্যাপারে। পশুরা শরীয়তের মুকাল্লাফ নয় বিধায় তাদের সেজদা করা শিরকও নয়। বৈধ-অবৈধ, হালাল-হারাম পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। মানব ও জিন জাতির বেলায় প্রযোজ্য।

৩. মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা বা আল্লাহ ও রাসূলের মুহব্বত তাদের অন্তরে জাগানো অথবা মানুষের অন্তরে আল্লাহর ভীতি সৃষ্টি হওয়ার জন্য অনৈসলামিক আক্বীদা-বিশ্বাস প্রচার ও ব্যক্ত করা শরীয়তবিরোধী কাজ। তাই উল্লিখিত অভিপ্রায়ে অনৈসলামিক কবিতা ইত্যাদি আবৃত্তি করা বা ছাপানো আল্লাহর দেওয়া বিধানের সীমা লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় পরিত্যাজ্য। (১৬/১৯১/৬৪৪৪)

📖 سورة الإسراء الآية ٤٤ : ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾

📖 تفسير روح المعاني (دار الحديث) ٨ / ١١٤: "لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ" أي من الملائكة والثقلين "وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ" من الأشياء حيوانا كان أو نباتا أو جمادا "إِلَّا يُسَبِّحُ" ملتبسا "بِحَمْدِهِ" تعالى، والمراد من التسبيح الدلالة بلسان الحال أي تدل بإمكانها وحدوثها دلالة واضحة على وجوب وجوده تعالى ووحدته وقدرته وتنزهه من لوازم الإمكان وتوابع الحدوث كما يدل الأثر على مؤثره.

📖 سورة النور الآية ٤١ : قال تعالى – ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾

Scanned by CamScanner

«اذهب فإنهما لا يعصيانك» فلما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا: يا رسول الله، هذان فحلان لا يعقلان سجدا لك أفلا نسجد لك قال: «لا آمر أحدا أن يسجد لأحد ولو أمرت أحدا يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها».

📖 شرح المواهب اللدنية (دار المعرفة) ٥ / ١٤٣ : ومنها سجود الغنم له صلى الله عليه وسلم، عن انس بن مالك ﷺ قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطًا) بستانا (لأنصارى) لم يسم (ومعه أبو بكر وعمر ورجل من الأنصار) لم يسم يحتمل أنه انس ﷺ أبهم نفسه لغرض صحيح (وفى الحائط غنم فسجدت له) تعظيما لما شاهدت نور نبوته وألهمها الله معرفته (فقال أبوبكر يا رسول الله نحن أحق با لسجود لك من الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينبغى) لا يجوز (لأحد أن يسجد لأحد) عبر به المخصوص بالنفى ليشتمل الواحد وغيره ويختص بالعقلاء ففيه إشارة إلى أن الغنم ونحوها لا يمتنع سجودها تعظيما.

কথিত পীরের ঈমানবিধ্বংসী আক্বীদা

প্রশ্ন : পীরের দাবিদার নিম্নে বর্ণিত আক্বীদা অনুযায়ী সঠিক পীর কি না এবং তার অনুসরণ করা যাবে কি না? এবং সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদাভুক্ত কি না? একজন সঠিক পীর হওয়ার জন্য শর্ত কী? বিস্তারিত প্রমাণাদিসহ জানালে খুশি হব।

তার আক্বীদাসমূহ :

১. হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেমনিভাবে চারবার সিনা 'চাক' হয়েছিল তেমনিভাবে ৪/১০/০৫ ইং তারিখে আমারও স্বপ্নযোগে চারবার সিনা 'চাক' হয়েছে। (আল্লাহর প্রাপ্তির সোজা পথ, পৃ : ১৬১)

২. ১৯৪৭ ইং সালের ১৮ অক্টোবর স্বপ্নযোগে মানব আকৃতিতে দেখা দিয়ে জিবরাঈল (আ.) আমাকে মে'রাজ সম্পাদন করানোর জন্য চতুর্থ আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যান। (প্রাগুক্ত- পৃ : ১৬১)

৩. তার দুই কাঁধের মধ্যস্থলে কুতুবুল এরশাদের সিলমোহর আরবী ও বাংলাতে অংকিত আছে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সিলমোহরের মতো।

Scanned by CamScanner

আর হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সিলমোহরে চুমু দিলেন আর সেও হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সিলমোহরে চুমু খেতে লাগলেন। (প্রাগুক্ত- পৃ : ১৫৬)

৪. হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতীত কারো নামে দরূদ পড়া যাবে কি না? তার নামে দরূদ আছে। (পৃ :৭৫)

৫. আমাকে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১৯৩৯ সালে স্বপ্নযোগে দেখা দিয়ে তাঁর গদিনশীন করেছেন। (পৃ : ১৫)

৬. ২২/০১/৯৬ ইং তারিখে মসজিদে কোবায় যখন প্রবেশ করি তখন দেখতে পেলাম যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একজন সৈনিকের বেশে মসজিদের ভেতরে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর পরনে ছিল লম্বা জামা, কোমরে বাঁধা বেল্ট এবং অস্ত্রে-সস্ত্রে সুসজ্জিত। (উমরা সম্পাদন পৃ : ১৭)

উত্তর : সিনা 'চাক' হওয়াটা কেবলমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য। মে'রাজ তথা সশরীরে আসমানে গমন করা মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত, যা নবী-রাসূলগণের জন্য নির্ধারিত অন্য কারো জন্য হতে পারে না। তদ্রূপভাবে দরূদ শরীফ কেবল আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্যই হতে পারে। অন্য কারো নামে পড়া নাজায়েয।

কুতুবুল ইরশাদ হওয়ার জন্য সিলমোহর থাকা জরুরি নয়। সিলমোহর থাকলেই যে কুতুবুল ইরশাদ হতে পারে এমনটিও নয়। উল্লিখিত বর্ণনানুসারে কোরআন-হাদীসের খেলাফ যে পীর হওয়ার দাবি করে সে কখনো হক্কানী পীর হতে পারে না এবং তাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত বলা যাবে না। তাই এ ধরনের পীরের অনুসরণ করার দ্বারা পথভ্রষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। এ ধরনের পথভ্রষ্ট নামধারী পীরের সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জরুরি।

হক্কানী পীর হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন, আলেমে দ্বীন হতে হবে, আক্বীদা, আমল-আখলাক শরীয়ত মোতাবেক হতে হবে। পুরোপুরি সুন্নাতের পাবন্দ হতে হবে, হক্কানী বুজুর্গানে দ্বীনের সুহবতে থাকতে হবে, দুনিয়ার প্রতি লোভ-লালসা না থাকতে হবে ইত্যাদি। (১১/৩৯৮/৩৫৭৬)

📖 الروض الأنف (دار احياء التراث) ٢ / ١١٤ : وفي ذكر الطست وحروف اسمه حكمة تنظر إلى قوله تعالى: {طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين} ومما يسأل عنه هل خص هو - صلى الله عليه وسلم - بغسل قلبه في الطست أم فعل ذلك بغيره من الأنبياء قبله ففي خبر التابوت والسكينة أنه كان فيه الطست التي غسلت فيها قلوب الأنبياء عليهم السلام. ذكره الطبري، وقد انتزع بعض الفقهاء من حديث الطست حيث جعل محلا للإيمان والحكمة جواز تحلية

Scanned by CamScanner

المصحف بالذهب وهو فقه حسن ففي حديث أبي ذر – رضي الله عنه – هذا الذي قدمناه متى علم أنه نبي.

📖 القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع (دارالبيان)ص ٨٢-٨٣ : قد اختلف في الصلاة على المؤمنين فقيل لا يجوز إلا على النبي – صلى الله عليه وسلم – خاصة، وحكي عن الإمام مالك كما تقدم ... ... وقالت طائفة يجوز تبعاً مطلقاً ولا يجوز استقلالاً وهذا قول أبي حنيفة وجماعته.

📖 کفایت المفتی (مکتبہ امدادیہ) ۱ / ۱۱۳ : معراج کے متعلق آپ نے یہ شبہ ظاہر فرمایا ہے کہ یہ معجزہ کس کو دکھایا گیا؟ اور کیا یہ بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں تھا؟ اس شبہ کاازالہ بھی اس طرح فرمالیجئے کہ معراج کا معجزہ ہونااس بناء پر ہے کہ ایک انسان کاایک رات میں تمام عالم ملکوت کی سیر کر آناایسی بات ہے جس سے تمام انسان عاجز ہے، اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ معراج کاہونا بھی ثابت ہے یا نہیں؟ تو وہ اس کا ثبوت طلب کر سکتا ہے لیکن جو شخص معراج کے ہونے کو صحیح تسلیم کرتا ہے وہ اسکے معجزہ ہونے میں کسی طرح شبہ نہیں کر سکتا، رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت میں ہونا نہ ہونااس کے متعلق مفصل بیان اوپر گذر چکا۔

📖 امدادالفتاوی (زکریابکڈپو) ۵ / ۳۶۷ : الجواب۔ ایسی مشابہتیں کھینچ تان کر ہر شخص اپنے اندر بتلاسکتا ہے علاوہ اس کے اس پر کوئی دلیل عقلی نقلی قائم نہیں ہے کہ دو چیزیں اگر بعض صفات ایک دوسرے کی مشابہ ہوں تو بقیہ صفات میں بھی انکااشتراک ضروری ہو یہ محض مغالطہ ہے جسکی مثال منطقیوں نے یہ لکھی ہے کما يقال لصورة الفرس على الجدار هذا فرس وكل فرس صهال فهذا صهال اس پر تمام ادلہ قطعیہ واجماع متفق ہیں کہ کشف ومنام گو لاکھوں آدمیوں کا ہو دلائل شرعیہ کتاب وسنت واجماع وقیاس پر تعارض کے وقت راجح نہیں۔

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۲ / ۳۲۸ : شیخ کامل وہ ہے جس میں یہ علامات ہوں

۱۔بقدر ضرورت علم دین رکھتاہو

۲۔عقائد واعمال واخلاق میں شرع کاپابند ہو

۳۔دنیاکی حرص نہ رکھتاہو، کمال کادعوی نہ کرتاہو کہ یہ بھی شعبہ دنیاہے۔

Scanned by CamScanner

কোরআন ও নামাযের ব্যাপারে কুফুরী মতবাদ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি বুলি আওড়াচ্ছে যে মানুষের জন্য একমাত্র কোরআন মেনে চলাই যথেষ্ট। এ কথার ওপর ভিত্তি করে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। এগুলোর মধ্য হতে অন্যতম কিছু দিক প্রশ্নে তুলে ধরা হলো :

১. নামায তিন ওয়াক্ত, পাঁচ ওয়াক্ত পড়া ভুল ও পরিত্যাজ্য।
২. শুধুমাত্র 'সালাম' শব্দ অথবা "সালামুন আলা মানিত্তাবাআল হুদা" বলে ইসলামী অভিবাদন করতে হবে, "আসসালামু আলাইকুম" বলে অভিবাদন করা যাবে না।
৩. নামাযে আত্তাহিয়্যাতু, দু'আয়ে কুনূত, দরূদ শরীফ পড়া যাবে না।

এ বিষয়ে সঠিক উত্তর জানতে চাই।

উত্তর : হাদীস শরীফ ছাড়া কোরআন মানা কিছুতেই সম্ভব নয়। বরং হাদীস না মেনে কোরআন মানার দাবি প্রকাশ্য বেঈমানী ও প্রতারণা বৈ কিছু নয়। তাই প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির কথাগুলো কোরআন-সুন্নাহর আলোকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। (১৬/১৩০/৬৪০২)

📖 سورة المائدة الآية ٩٢ : ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾

📖 سورة النساء الآية ٦٤ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ﴾

📖 سورة النجم الآية ٣،٤ : ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾

কোরআনের অবমাননা কুফুরী

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির চারটি কন্যাসন্তান হয়েছে, পুত্রসন্তান নেই এবং চতুর্থবার মেয়ে হওয়ার পর স্ত্রীকে বলে, আবার মেয়ে হলে খবর আছে। এমনকি বিভিন্ন হুমকি দেয়। কিন্তু আল্লাহর কী মর্জি পঞ্চমবারও কন্যাসন্তান জন্মলাভ করে। এ খবর পেয়ে উক্ত ব্যক্তি পাগলের মতো হয়ে আল্লাহ তা'আলাকে বিভিন্নভাবে গালাগাল করে আর বলে, আমি কাফের হয়ে যাব, আল্লাহর কোনো চিহ্ন ঘরে রাখব না। এ অবস্থায় ঘরে একটি কোরআন শরীফ ছিল তা ছিঁড়ে টুকরো করে ময়লাযুক্ত কূপে ফেলে দেয়। লোকজন জানতে পেরে কোরআনের টুকরোগুলো কূপ থেকে উঠায়।

পরবর্তীতে লোকজনের আলোচনা দ্বারা কৃতকর্মের ওপর তার অনুশোচনা হয়। অতঃপর অন্য একটি কোরআন শরীফ খরিদ করে ঘরে রাখে। এখন জানার বিষয় হলো,

Scanned by CamScanner

উল্লিখিত অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির ঈমান আছে কি না? যদি ঈমান না থাকে তাহলে তার বৈবাহিক সম্পর্কের হুকুম কী হবে এবং এখন তার করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থাগুলো যেমন আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেওয়া, আমি কাফের হয়ে যাব বলা, আল্লাহর কোনো চিহ্ন ঘরে রাখব না বলা, এরপর ঘরের কোরআন শরীফ ছিঁড়ে ফেলা এবং কূপে নিক্ষেপ করা ইত্যাদি স্পষ্ট কুফুরী। তাই এমন কৃতকর্মের জন্য তার তাওবা করে পুনরায় ঈমান আনা এবং আকদে নিকাহ দোহরানো জরুরি। অন্যথায় তার সাথে সামাজিক-বৈবাহিক কোনো ধরনের সম্পর্ক রাখার সুযোগ নেই। (১৮/২৮৮)

📖 البحر الرائق (ایچ ایم سعید) ٥ / ١٢٠ : فيكفر اذا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره ... أو نسبه الى الجهل أو العجز أو النقص-

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٤ / ٢٢٢ : قوله (من هزل بلفظ كفر) أى تكلم به باختياره غير قاصد معناه، وهذا لا ينافى ما مر من أن الإيمان هو التصديق فقط، أو مع الإقرار، لأن التصديق وإن كان موجودا حقيقة لكنه زائل حكمًا، لان الشارع جعل بعض المعاصى أمارة على عدم وجوده كالهزل المذكور وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا فى قاذورة فإنه يكفر، وإن كان مصدقا، لأن ذلك فى حكم التكذيب، كما أفاده فى شرح العقائد ، وأشار إلى ذلك بقوله للاستخفاف؛ فان فعل ذلك استخفافا واستهانة بالدين فهو أمارة عدم التصديق-

📖 الدر المختار مع الرد (ایچ ایم سعید) ٤ /٢٤٦ : فى شرح الوهبانية للشرنبلالى : ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح، وأولاده أولاد زنا، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ١٧ / ۴۶۴ : الجواب—اولا تو آپس کی لڑائی ہی نہایت مذموم ہے، پھر مکتب میں داخل ہو کر قرآن کریم کو پیروں سے روندھنا اور پھاڑنا بالکل ہی وحشیانہ اور کافرانہ حرکت ہے، ایسے لوگوں کو توبہ اور تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہئے ،ورنہ وہ لوگ تعلق رکھنے کے قابل نہیں.

Scanned by CamScanner

কোরআন ও হাদীসের অবমাননাকারী বেঈমান

প্রশ্ন : যে ব্যক্তি কোরআন ও হাদীস শরীফের অবমাননা করে সে ঈমানদার বলে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : জেনেশুনে কোরআন ও হাদীস শরীফের অবমাননাকারী ঈমানদার হতে পারে না। (৬/৪৬৫/১২৯৪)

📖شرح الفقه الاكبر (مكتبة رحمانيه) صـ ١٦٧ : من استخف بالقرآن او بالمسجد او بنحو مما يعظم في الشرع كفر.

কাদিয়ানীর সেবা করা বা সেবা গ্রহণ করা

প্রশ্ন : একজন মুসলমানের আত্মীয়স্বজন যদি কাদিয়ানী হয় তবে ওই মুসলমান ব্যক্তি তাঁর কাদিয়ানী আত্মীয়স্বজনের সাথে কতটুকু সামাজিক সম্পর্ক রাখতে পারেন। যেমন ওই মুসলমানের মুসলিম মায়ের সাথে কাদিয়ানী ভাই-বোনদের দেখা-সাক্ষাৎ, অসুস্থাবস্থায় তার সেবা-যত্ন ইত্যাদি করতে পারবেন কি না? কাদিয়ানী আত্মীয়স্বজনের সাহায্য-সহযোগিতা, আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করা বা নিজে তাদেরকে সহায়তা করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : উলামায়ে উম্মতের সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানী বেদ্বীন, কাফের ও মুরতাদ। তাদের সাথে কোনো মুসলমানের সম্পর্ক রাখা বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মুসলিম মায়ের জন্য তার কাদিয়ানী সন্তানদের কোনো সহানুভূতি, খিদমত, সাহায্য গ্রহণ না করা এবং বাহ্যিক কোনো সম্পর্ক বজায় না রাখাই শরীয়তের হুকুম। তবে কোনো কাদিয়ানীর ঈমান আনার ব্যাপারে আশাবাদী হলে তার সেবা ও সাহায্য করা যেতে পারে। (১২/৭০২/৪০৯৭)

📖احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸ / ۲۵۰ : جواب—شیعہ کی جملہ اقسام، قادیانی، ذکری، منکرین حدیث اور انجمن دینداران سب زندیق ہیں جن کے احکام دوسرے کفار بلکہ مرتدین سے بھی زیادہ سخت ہیں انکے ساتھ خرید وفروخت وغیرہ ہر قسم کالین دین ناجائز ہے اور ان سے دوستانہ تعلق رکھنا اور محبت سے پیش آنا غیرت ایمانیہ کے خلاف ہے حتی الامکان انکے ساتھ ہر قسم کے معاملات سے بچنا فرض ہے۔ اگر کسی نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ بیع یا اجارہ وغیرہ کر لیا تو منعقد نہیں ہوگا، البتہ صاحبین رحمہ اللہ تعالی کے ہاں

Scanned by CamScanner

عدم جواز کے باوجود عقد نافذ ہو جائیگا، بوقت ابتلاء عام وضرورت شدیدہ اس قول پر عمل کرنیکی گنجائش ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۸/ ۲۹۲ : مرزائی صرف کافر ہی نہیں بلکہ مرتد ہیں، جو معاملہ دیگر کفار کے ساتھ کیا جاتا ہے مرتد کے ساتھ شرعا نہیں کیا جاتا اس لئے مرتد کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں چاہئے البتہ اگر یہ توقع ہو کہ وہ خوش اخلاقی اور تیمارداری سے متاثر ہو کر ارتداد سے تائب ہو جائیگا اور اسلام قبول کرلیگا تو پھر یہ تیمارداری مستقل تبلیغ کا حکم رکھتی ہے بشرطیکہ نیت یہی ہو۔

কাদিয়ানীর পৃষ্ঠপোষকতা করা

প্রশ্ন :

১. এক ব্যক্তি দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে তাবলীগের আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি নিজে কোনো দিন সরাসরি খতমে নবুওয়াতবিরোধী উক্তি করেননি। তবুও আমরা তাঁর ঈমানের প্রতি সন্দিহান। কারণ তিনি কাদিয়ানীর সহযোগী, আহমাদিয়্যাত (কাদিয়ানিয়্যাত) গোপনকারী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়োজিত। এ ছাড়া উলামায়ে হক্কানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও ইসলামের হারামকে হালালকারী এবং হক্ব কথা বলাকে ফেতনা বলে আখ্যাদানকারী।

২. উক্ত আমির সাহেব নিজ গৃহে ও তাঁর কাদিয়ানী বোনের বাসায় উলামায়ে কেরাম ও তাবলীগের সাথীদের দ্বারা নিজ কাদিয়ানী পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কবরের আযাব মাফের জন্য খতমে কোরআন ও দু'আর ব্যবস্থা করেন।

৩. কয়েক বছর ধরে আলোচনা-পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার পিতা বীরগঞ্জ থানা কাদিয়ানীর আমির ও তাঁর বোন, ভাগিনা, ভাগিনী–সবাই কাদিয়ানীর ক্যাডার। অথচ দুই বছর আগে তাঁর কাদিয়ানী ক্যাডার ভাগিনা (আমেরিকায় অবস্থানকারী) বীরগঞ্জে ফিরে এলে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে জমি ক্রয়ের জন্য তাবলীগের সাথীদেরকে নিয়োজিত করেন এবং কিছু তাবলীগের সাথীকেও প্রশংসাকারী হিসেবে তৈরি করেন। অতঃপর উলামাদের নিকট বলতে গিয়ে ধরা পড়লে উক্ত আমির সাহেব ভাগিনার কাদিয়ানিয়্যাতকে গোপন করেন। অথচ ২০০২ সালে তিনি হজে যাওয়ার পর উলামাদের সাক্ষাৎকার বৈঠকে তাঁর ভাগিনা স্বীকার করেন যে আমার স্ত্রী কাদিয়ানী।

তাঁর ক্যাডার ভাগিনার কাদিয়ানিয়্যাত প্রকাশ পাওয়ার পর সম্পর্ক বর্জনের জন্য এবং সহযোগিতা না করার জন্য এবং কাদিয়ানীরা (যিন্দীক কাফের)-এর অন্তর্ভুক্ত মর্মে ফতওয়া চারজন আলেমের সমন্বয়ে লিখে ছাড়া হয় ও বহু আলেমের স্বাক্ষরিত লিফলেট ছাড়া হয় গত ১৮/০২/২০০২ ইং তারিখে, তারপর উক্ত আমিরের শুভাকাঙ্ক্ষীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায় বহু গুণে। এমনকি উক্ত ফতওয়া নিয়েও

Scanned by CamScanner

উপহাস করে। অতঃপর গত ৭/৩/২০০২ ইং রোজ বৃহস্পতিবার তিনজন বিশিষ্ট আলেমের আহ্বানে এক উলামা বৈঠক আহ্বান করা হয়। তাতে ৪০ জন আলেম উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্য হতে একটি টিম গঠনপূর্বক সেই আমির সাহেবের সাথে কথা বলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমির সাহেব হজ থেকে আসার সাথে সাথে উক্ত উলামা টিম তাঁর সাথে কথা বলেন এবং কাদিয়ানীদের সাথে সম্পর্ক বর্জন করতে বলেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন রকম আপত্তি করেন। পরিশেষে সিদ্ধান্ত মেনে নেন। কিন্তু কয়েক দিন পরই কাদিয়ানীদের পৃষ্ঠপোষকতায় নেমে পড়েন। অতঃপর উলামায়ে কেরাম তাঁর সাথে ১৯/০৬/২০০২ ইং তারিখে চূড়ান্ত বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর তিনি হঠকারীতার সাথে বলেন, 'কাদিয়ানীদেরকে কাফের বলা হবে কেন'?

৫. পরিশেষে, কাদিয়ানীদের সাথে সম্পর্কের পথ সুগম করার ষড়যন্ত্রে গত ৯/০৪/২০০৩ ইং তারিখে উক্ত কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান বানানোর নামে তার আজ্ঞাবহ কিছু উলামাদের দিয়ে এক বৈঠক আহ্বান করেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তাঁর বোন-ভাগিনা কোর্টে এফিডেভিটপূর্বক ইসলাম গ্রহণ করবে। এই মর্মে পত্রিকায় বিবৃতি আসে। অথচ এ যাবত অজ্ঞাত কারণে তারা কেউ মুসলমান হয়নি। আমাদের উলামাদের দ্বারা এফিডেভিটপত্র তলব করলে এবং মসজিদে খতমে নবুওয়াতের ওপর বক্তব্য রাখলে উক্ত আমির সাহেবের আত্মীয়স্বজন ও কিছু অনুচর মসজিদ রক্তাক্ত হবে বলে হুমকি প্রদান করে।

গত ১৫/০৫/২০০৩ ইং তারিখে বিশিষ্ট উলামা ও সমাজপতিদের সমন্বয়ে মোট ৩০ সদস্যবিশিষ্ট খতমে নবুওয়াত আন্দোলন বীরগঞ্জ থানা শাখা কমিটি এবং ৯ সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হলে উক্ত আমির সাহেব বলেন, এটা একটি ফেতনা ও আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। অতঃপর ইমাম ও উলামাদের এবং বেশ কিছু তাবলীগী সাথীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও মিথ্যার জাল বুনতে আরম্ভ করেন।

অতএব আরজ এই যে তাঁর কর্মকাণ্ড ও তৎপরতা সম্পর্কে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে এ কথা স্বীকার না করার উপায় নেই যে তিনি মুসলমান ও তাবলীগের ছদ্মবেশে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিকল্পিতভাবে কাদিয়ানীদের সর্বাত্মক সহযোগিতায় নিয়োজিত আছেন। এমনকি তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের চাপে অত্র এলাকায় কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কথা বলাও উলামায়ে কেরামদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়েছে এবং কাদিয়ানীদের সাথে অবাধ মেলামেশা ও সাহায্য-সহযোগিতা করা সাধারণ মুসলমানরা জায়েয বিশ্বাস করে নিচ্ছে। এমনকি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে মারকায মসজিদের ইমাম সাহেবকে বহিষ্কার করার ষড়যন্ত্র চলছে এবং প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রকার হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং ইসলামী শরীয়তের আলোকে আমির সাহেবের উপরোক্ত কর্মকান্ডের ভিত্তিতে তাঁর ব্যাপারে ফয়সালা কী হবে এবং তাঁর নেতৃত্বে তাবলীগ জামাতের কাজে মুসলমানদের শরীক থাকা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কাদিয়ানী সম্প্রদায় সমস্ত উলামার ঐকমত্যে যিন্দীক তথা জঘন্যতম কাফের। তাদেরকে যারা মনে-প্রাণে মুসলমান বিশ্বাস করবে এবং যারা দ্বীনি বিষয়ে তাদের সাথে সম্পর্ক ও তাদের অনুসরণ করবে তারাও ইসলামের গন্ডিবহির্ভূত। এতে কোনো মুসলমানের সংশয় থাকতে পারে না। প্রশ্নোক্ত ব্যক্তির আচরণের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, এ ধরনের আচরণ যে কেউ করুক না কেন, তা হবে মারাত্মক আপত্তিকর। মুনাফিক ছাড়া কোনো খাঁটি ঈমানদারের এ আচরণ হতে পারে না। এ ধরনের ব্যক্তিকে দ্বীনদারীর ছদ্মবেশে কাদিয়ানী মতবাদ প্রচারক হিসেবে চিহ্নিত করলে তা অতিরঞ্জিত হবে না। এমন মনমানসিকতার লোক যেকোনো স্থানে পাওয়া যাক না কেন এলাকার স্থানীয় আলেমগণ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ প্রশাসনিক লোক সাথে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে তার পূর্ণ মত, উক্তি, বক্তব্য, লিখিতভাবে গ্রহণ করা দরকার। তার ব্যাপারে স্পষ্ট ফতওয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা পর্যন্ত এ ধরনের লোকের সাথে ওঠাবসা, সম্পর্ক-সহযোগিতা থেকে সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানের বিরত থাকা ঈমানী দায়িত্ব। একজন তাবলীগের দায়িত্বশীল লোকের এমন আচরণ হলে কেন্দ্রীয় মারকাযকে অবহিত করা কর্তব্য। অন্যথায় মুসলমানের ঈমান ধ্বংস করা ও গোমরাহী আক্বীদা প্রচারের সব গোনাহ স্থানীয় দায়িত্বশীল মুসলমান, বিশেষত কেন্দ্রীয় মুরব্বি উলামাদের ওপরই বর্তাবে। (৯/৫০৪/২৬৮৬)

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱/۴۶ : الجواب - ایسا شخص جو صوم وصلوۃ کا پابند ہے لیکن اس کے تعلقات قادیانی جماعت کے ساتھ ہیں اگر وہ دل سے بھی ان کو اچھا سمجھتا ہو تو اس سے وہ مرتد ہے، اور بلاشبہ خنزیر سے بدتر ہے اس سے تعلقات رکھنا ناجائز ہے، اگر وہ مسجد کیلئے چندہ دیتا ہے تو اسے وصول کرنا جائز نہیں، اور اگر وہ قادینیوں کے عقائد سے متفق نہیں اور نہ ہی انکو اچھا سمجھتا ہے بلکہ صرف تجارت وغیرہ دنیوی معاملات کی حد تک ان سے تعلق رکھتا ہے تو یہ شخص مرتد نہیں البتہ بہت سخت مجرم اور فاسق ہے.

📖 خیر الفتاوی ۱/ ۳۸۶، فتاوی محمودیہ ۱۰/ ۶۳

📖 کفایت المفتی ۱/ ۳۲۴

কাদিয়ানীদের সহযোগীর হুকুম

প্রশ্ন : যে সকল লোক কাদিয়ানীদের পক্ষে কথা বলে তাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা করে এবং তাদের পক্ষে মিছিল-মিটিং করে, তাদের হুকুম কী?

উত্তর : যে সমস্ত মুসলমান কাদিয়ানীদের ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তাদের পক্ষে কথা বলে, মিছিল-মিটিং করে এবং তাদেরকে আর্থিক সাহায্য ও আইনি

Scanned by CamScanner

সহায়তা করে তারা তাদের দলভুক্ত বলে বিবেচিত। উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুরতাদ এবং কাফের। (১১/৬৫৮/৩৬৯৩)

📖 المحيط البرهاني (ادارة القرآن) ٧ / ٣٩٨ : وذكر شيخ الاسلام خواهر زاده رحمه الله تعالى: فى شرح السير – ان الرضا بكفر الغير إنما يكون كفرًا إذا كان يستجيز الكفر ويستحسنه.

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٨ / ٨٦١ : اذا رأى منكرًا معلوما من الدين بالضرورة فلم ينكره ولم يكرهه ورضى به ويستحسنه كان كافرًا -

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (مکتبہ امدادیہ) ١ / ٢٣٢ : جو شخص دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں قادیانیوں کی حمایت ووکالت کرتا ہے وہ قیامت کے دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل نہیں ہوگا، خواہ وہ وکیل ہو یا کوئی سیاسی لیڈر یا حاکم وقت۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ١ / ٣٢٤ : جو لوگ کہ قادیانیوں کے عقائد کفریہ سے واقف ہوں اور پھر بھی ان کو مسلمان سمجھیں وہ گویا خود بھی ان عقائد کفریہ کے معتقد ہیں، اسلئے وہ بھی اسلام سے خارج اور قادیانیوں کے زمرے میں شمار ہوں گے.

কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা

প্রশ্ন : কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও কর্মসূচি ও লাঠি মিছিল করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা হোক—এটা সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানের প্রাণের দাবি। সরকার থেকে এ দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শরয়ী নীতিমালাকে সামনে রেখে আন্দোলন করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে অবশ্যই জায়েয এবং ঈমানী দায়িত্বও বটে। (১১/৬৫৮/৩৬৯৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢ / ٢٢ (٤٩) : عن طارق بن شهاب – وهذا حديث أبي بكر – قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد

Scanned by CamScanner

قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» .

📖سنن ابى داود (دار الحديث) ٤ / ١٨٥٤ (٤٣٣٨) : عن قيس، قال: قال أبو بكر: بعد أن حمد الله، وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرءون هذه الآية، وتضعونها على غير مواضعها: {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} [المائدة: ١٠٥] ، قال: عن خالد، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب» وقال عمرو: عن هشيم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب» .

📖فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۲ / ۳۲۷ : الجواب – سوشلزم، کیمونزم اور مغربی جمہوریت یہ تمام نظامہائے زندگی اسلام کے اصولوں سے متصادم ہیں، ایسے کسی بھی نظام کے خلاف آواز اٹھانا، جدوجہد کرنا یا کوئی تحریک چلانا یہ سب امور موجب ثواب ہیں، اس لئے کہ یہ سب نظامہائے زندگی منکرات میں داخل ہیں، خاص کر جب ان نظامہائے زندگی میں دینی اقدار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے ہوں، اس وقت مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ ان منکرات کا سد باب کریں، اور اگر منکرات کو ختم کرنے کے لئے کوئی جماعت مقرر ہو جائے یا کوئی خاص تحریک چلائی جائے تو یہ ایک مستحسن اور قابل فخر عمل ہوگا۔

আহমদিয়া মুসলিম জামাত নিঃসন্দেহে কাফের

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ভক্ত, অথচ তার স্ত্রী মুসলমান। সে দাবি করে, আহমদিয়া মুসলিম জামাতই একমাত্র খাঁটি জামাত। কেননা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩টি জামাত হবে একটি ব্যতীত ৭২টি দোযখী। আর সেই খাঁটি জামাতই হলো প্রতিশ্রুত মসীহ, মাহদী (আ.)-এর আহমদিয়া মুসলিম জামাত।

Scanned by CamScanner

এখন জানতে চাই, আহমদিয়া মুসলিম জামাতের হুকুম কী? এবং ওই ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করতে পারবে কি না? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। তারপর আর কেউ নবী হবে না। এ কথার ওপর ঈমান রাখা ফরয। যদি কেউ আল্লাহর ওপর ঈমান আনে কিন্তু নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শেষ নবী হিসেবে না মানে সে ব্যক্তি কাফের। কাদিয়ান শহরের মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শেষ নবী হিসেবে মানে না। সে নিজেই নবী বলে দাবি করে তাই সে কাফের। কাদিয়ানীরা মির্জা গোলাম আহমদকে নবী মানে এবং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শেষ নবী মানে না বিধায় তারাও নিঃসন্দেহে কাফের। অন্যদিকে শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান হলো, কোনো কাফেরের সাথে কোনো মুসলমান মহিলার বিবাহ হতে পারে না। তাই কাদিয়ানীর সাথে কোনো মুসলিম রমণীর বিবাহ বৈধ নয়।

আহমদিয়া মুসলিম জামাত গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আক্বীদা ও মিশনের অনুসারী জামাত। কোনো মুসলমান যদি তাদের আক্বীদাগুলো মেনে নিয়ে আহমদিয়া জামাতের সদস্য হয় তাহলে সে খতমে নবুওয়াতের আক্বীদা অস্বীকার করার দরুন শরয়ী বিধানানুযায়ী কাফের। বিবাহ হওয়ার সময় থেকে এ আক্বীদা পোষণ করে থাকলে এ ধরনের লোকের সাথে কোনো মুসলিম নারীর বিবাহই শুদ্ধ হয়নি। বিবাহের পর এ আক্বীদা গ্রহণ করে থাকলে সাথে সাথে বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে। তাই অবিলম্বে স্ত্রীকে স্বামীর থেকে পৃথক করে নেওয়া মুসলিম সমাজের ঈমানী দায়িত্ব। তবে স্বামী তাওবা করে নতুনভাবে ঈমান আনলে নতুন আকদের মাধ্যমে স্ত্রীকে সে গ্রহণ করতে পারবে। (৮/৫৩৭/২২৫৫)

📖سورة الأحزاب الآية ٤٠ : ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٤٥١ (٣٤٥٥) : عن فرات القزاز، قال: سمعت أبا حازم، قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين، فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول فالأول، أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم».

📖وفيه ايضا ٢ / ٤٧٠ (٣٥٣٥) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن " مثلي ومثل الأنبياء من قبلي،

Scanned by CamScanner

كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين "

📖احكام القرآن للتهانوى (ادارة القرآن) ٣ / ٣٥٦ : ﴿ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين﴾ ختم النبوة والرسالة على نبينا صلى الله عليه وسلم: دلت الآية دلالة واضحة على ختم النبوة والرسالة على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كما صدعت به نصوص الكتاب والسنة المتواترة،واجمعت عليه الأمة، حتى غدت هذه العقيدة من ضروريات الدين وأكفر منكره، وقتل المصر عليه من عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى من بعدهم.

📖 فتاوی دار العلوم دیوبند (مکتبہ دار العلوم دیوبند) ۷ /٤٥٤: الجواب - الفاظ وکلمات مذکورہ کی وجہ سے معلوم ہوا کہ وہ مرد قادیانی ہے اور قادیانی مرتد وکافر ہے لہذا ان میں نکاح قائم نہیں رہا عورت کو چاہئے کہ اس سے علیحدہ ہو جاوے اور اگر وہ اپنے عقائد باطلہ کفریہ سے توبہ کرے اور تجدید ایمان کرے تو اگر عورت راضی ہو تو از سر نوان میں نکاح ہونا ضروری ہے.

হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বিশ্বাস করা

প্রশ্ন : শুনেছি, হারামকে হালাল কিংবা হালালকে হারাম মনে করলে মানুষ কাফের হয়ে যায় এবং বিবাহবন্ধন নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মাসআলাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা কোথাও পাইনি। তাই একটু ব্যাখ্যাসহ জানানোর অনুরোধ রইল।

অনেক সময় আলোচনা প্রসঙ্গে একপর্যায়ে কেউ বলে উঠল, “গান-বাদ্য হারাম না” কিংবা তর্কের সুরে বলে উঠল, গান-বাদ্য ইসলামে নিষেধ নাকি? অথবা বলল, গান-বাজনা হারাম নাকি? এতে ঈমান চলে যাবে কি না?

উত্তর : যেকোনো ধরনের হারামকে হালাল মনে করলেই মানুষ কাফের হয়ে যায় না। অনেক ক্ষেত্রে শরয়ী বিধানসমূহ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেও এরূপ হয়ে থাকে। অবশ্য জেনেবুঝে শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা হারাম প্রমাণিত কোনো বস্তু সম্পর্কে হালাল বলে আক্বীদা রাখলে কাফের হয়ে যাবে।

Scanned by CamScanner

কোরআন-হাদীসের আলোকে গান-বাদ্য হারাম, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাই আলাপ-আলোচনা ও তর্কের বেলায় এর হারাম হওয়াকে অস্বীকার করা বড় গোনাহ এবং কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। এর জন্য তাওবা করা জরুরি। (৬/২২৫/১১৬১)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲/ ۲۹۲ : استحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي، وعلى هذا تفرع ما ذكر فى الفتاوى من أنه إذا اعتقد الحرام حلالا، فإن كان حرمته لعينه وقد ثبت بدليل قطعي يكفر وإلا فلا، بأن تكون حرمته لغيره أو ثبت بدليل ظني وبعضهم لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره وقال من استحل حراما قد علم فى دين عليه الصلاة والسلام تحريمه كنكاح المحارم فكافر، قال شارحه المحقق ابن الغرس وهو التحقيق.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۶/ ۶۸ : الجواب– فعل حرام کو حرام سمجھ کر غلبۂ شہوت یا سستی وغیرہ کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان کرے تو وہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان سے خارج نہیں ہوتا جب تک حکم شریعت کا استخفاف نہ پایا جاوے۔

📖 الدر المختار (دار الكتاب ديوبند) ۲ /۲۳۸ : وفى السراج: ودلت المسئلة أن الملاهى كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر، قال ابن مسعود: "صوت اللهو والغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء النبات" قلت: وفى البزازية استماع صوت الملاهى كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام: "استماع الملاهى معصية، والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر" أى بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ماخلق لأجله كفر بالنعمة لاشكر فالواجب كل الواجب ان يجتنب كى لا يسمع.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۸ / ۳۹۳ : راگ باجوں ساز و موسیقی اور مروج قسم کی قوالیوں کا سننا شریعت کی رو سے حرام ہے، ان منکرات کو جائز کہنا الحاد و بے دینی کے سوا کچھ نہیں انہیں جائز ثابت کرنے کی نامبارک کوششیں در حقیقت وہی الحاد ہے، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے۔

Scanned by CamScanner

কোনো মাসআলা সঠিক জেনেও অস্বীকার করা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি শরীয়তের সঠিক কোনো রায়কে না মানে এবং সরাসরি অস্বীকার করে তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তের সঠিক কোনো মাসআলাকে সঠিক জানা সত্ত্বেও অস্বীকার করা বা কোরআন-হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত প্রসিদ্ধ মাসআলাকে অস্বীকার করা শরীয়তকেই অস্বীকার করা বৈ কিছু নয়, যা কুফুরী। (১৫/২১৪/৫৯৮৬)

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٢ / ٢٧٢ : رجل عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها وقال "چه بارنامه فتوى آوردة" فقيل: يكفر؛ لأنه رد حكم الشرع وكذا لو لم يقل شيًا لكن القى الفتوى على الارض وقال اين چه شرع است كفر.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱/ ۵۱: جواب- کسی فتوی کے ماننے سے انکار کرنا دو طرح پر ہے اول یہ کہ منکر اس فتوی کو شرعی صحیح فتوی جانتے ہوئے ماننے سے انکار کر دے تو یہ توحقیقۃ شریعت کا انکار ہے اور یہ کفر ہے، دوم یہ کہ منکر اس فتوی کو صحیح شرعی فتوی نہ سمجھے، اور اس بناء پر ماننے سے انکار کردے تو یہ شریعت کا انکار نہیں ہوا بلکہ اس شخصی فتوی کا انکار ہوا پھر اگر وہ فتوی کسی فرض قطعی یا ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کے متعلق تھا تو اس کا انکار مستلزم انکار شریعت ہو جائیگا، اور یہ بھی منجز بکفر ہوگا، اور اگر وہ فتوی کسی قطعی اور ضروری چیز کے متعلق نہ تھا بلکہ کسی مجتھد فیہ امر کے متعلق تھا تو اس کا انکار کفر نہیں۔

নাজায়েযকে জায়েয এবং ইমাম ও ছাত্রদেরকে বেঈমান বলা

প্রশ্ন :

১. যদি কোনো ব্যক্তি বলে, বর্তমানে ইমামরা ঈমান ছাড়া ইমামতি করে এবং কওমী মাদ্রাসায় ঈমান ছাড়া ইলম শেখানো হয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কী হুকুম?

২. যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ইমামকে 'বান্দীর বাচ্চা' বলে গাল দেয় তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি কোন পর্যায়ের অপরাধ বলে গণ্য হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর :

১. যদি ব্যক্তিগত কোনো বিবাদের কারণে এরূপ বাক্য উচ্চারণ করে তাহলে সে গোনাহগার হবে এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে ফাসেক বলে আখ্যায়িত করা হবে। তবে ইলমে দ্বীনকে হেয় করার উদ্দেশ্যে এসব বাক্য উচ্চারণ করা কুফুরী। খালেস অন্তরে তাওবা না করা পর্যন্ত তার ইবাদত-বন্দেগী কবুল হওয়ার আশা করা যায় না। তাই অনতিবিলম্বে তাওবা করে নেওয়া ঈমানী কর্তব্য।

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (مكتبة زكريا) ٦ / ٣٣٧ : وشتم العالم أو العلوى لأمر غير صالح فى ذاته وعداوته لخلافه الشرع لا يكون كفرا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٧٢ : فلو بطريق الحقارة كفر، لأن إهانة اهل العلم كفر على المختار.

২. দেশীয় ভাষায় 'বান্দীর বাচ্চা' বলে কাউকে সম্বোধন করা গালির অন্তর্ভুক্ত। কাউকে 'বান্দীর বাচ্চা' বলা জায়েয হবে না। তাই কোনো আলেমকে বান্দীর বাচ্চা বলে গালিদাতা ফাসেক, এমন লোক ঈমানহারা হয়ে মৃত্যুবরণ করার প্রবল আশংকা রয়েছে। ইমাম সাহেব থেকে মাফ চেয়ে নিয়ে খালেস অন্তরে তাওবা করা অপরিহার্য। (১৭/১৮৪/৬৯৪১)

📖 خلاصة الفتاوى (مكتبة رشيدية) ٤/ ٣٨٨ : من أبغض عالمًا من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر -

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد)٤ / ٧٢ : والضابط أنه متى نسبه إلى فعل اختياري محرم شرعا ويعد عارا عرفا يعزر-

পর্দা নিয়ে উপহাস করা

প্রশ্ন : যদি কোনো বিবাহিতা মেয়ে রহস্য করে বলে যে পর্দা করা ঝামেলা বা পর্দা আর করব না। তবে তার ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কী? দলিলসহ জানানোর জন্য জনাবের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

উত্তর : শরীয়তের যেসব বিধান অকাট্যভাবে প্রমাণিত বা জরুরিয়াতে দ্বীনের (ধর্মের আবশ্যকীয় বিষয়, যা সর্বজনবিদিত) অন্তর্ভুক্ত, তা নিয়ে ঠাট্টা করা মারাত্মক গোনাহ ও ঈমান হারানোর আশংকা প্রবল। তাই প্রশ্নে বর্ণিত "পর্দা করা ঝামেলা" বা "পর্দা আর করব না" রহস্য করে বললেও উপহাস করার অন্তর্ভুক্ত বিধায় জঘন্যতম অপরাধ। সুতরাং তার জন্য তাওবা করা জরুরি ও ভবিষ্যতে এ ধরনের উক্তি থেকে সতর্ক থাকতে হবে। (১৫/৯৯৩/৬৩৭৪)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٢٢٣ : فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده فإنهم لم يشرطوا سوى القطع في الثبوت ويجب حمله على ما إذ علم المنكر ثبوته قطعا لأن مناط التكفير وهو التكذيب أو الاستخفاف عند ذلك يكون أما إذا لم يعلم فلا إلا أن يذكر له أهل العلم ذلك فيلج .

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٢ / ٢٦٨ : وقول الرجل لا أصلي يحتمل أربعة أوجه: أحدها: لا أصلي لأني صليت، والثاني: لا أصلي بأمرك، فقد أمرني بها من هو خير منك، والثالث: لا أصلي فسقا مجانة، فهذه الثلاثة ليست بكفر. والرابع: لا أصلي إذ ليس يجب علي الصلاة، ولم أؤمر بها يكفر، ولو أطلق وقال: لا أصلي لا يكفر لاحتمال هذه الوجوه.

📖 نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۱ / ۱۳۹ : جواب- نماز روزے اور دین وشریعت کی توہین کرنا کفر ہے، اس سے ایمان جاتا رہتا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے مگر یہ شخص جاہل تھا اس کی نیت توہین کی نہیں تھی اس لئے اس کو کافر نہ کہا جاویگا، البتہ اس کو فوراً توبہ کرنا چاہئے، اور آئندہ اس قسم کی بات کرنے سے پوری احتیاط رکھنا چاہئے.

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۱ / ۳۶ : جب تک کسی شخص کے کلام میں تاویل صحیح کی گنجائش ہو اور اس کے خلاف کی تصریح متکلم کے کلام میں نہ ہو یا اس عقیدہ کے کفر ہونے میں ادنی سے ادنی اختلاف ائمۂ اجتہاد میں واقع ہو اس وقت تک اس کے کہنے والے کو کافر نہ کہا جائے، لیکن اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے یا کوئی ایسی ہی تاویل وتحریف جو اس کے اجماعی معانی کے خلاف معنی پیدا کردے تو اس شخص کے کفر میں کوئی تامل نہ کیا جائے.

'শরীয়তের হুকুম মানি না' বলার হুকুম

প্রশ্ন : "শরীয়তের হুকুম মানি না" বলার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : "শরীয়তের হুকুম মানি না" এ ধরনের উক্তি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ ও ঈমান বিনষ্টের কারণ। তাই উক্তিকারী যথাযথভাবে তাওবা করতে হবে। (১৬/৬৭৪/৬৭২৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٢٢٩ : (و)اعلم انه (لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن او كان فى كفره خلاف ولو) كان ذلك (رواية ضعيفة)۔

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٢٣٠ : نعم سيذكر الشارح أن ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة وتجديد النكاح، وظاهره أنه أمر احتياط۔

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت کراچی) ۹۹ : سوال—زید و عمرو را باہم دیگر مناقشہ وفساد بود زید بہ عمرو گفت کہ ما بر محکمہ شرع شریف فیصلہ کنیم عمرو گفت من شرع قبول نمی کنم بر شریعت نمی آیم دریں صورت از روئے حکم شریعت عمرو مذکور خارج از دائرۂ اسلام گردید یانہ و زنش مطلقہ شدہ یانہ؟

جواب— ... ... پس ظاہر شد کہ در صورت مذکورہ امکان تاویل است وفقہائے محققین دریں صورت حکم کفر و بینونۂ زوجہ نہ فرمودہ اند۔

আলেমকে অপমান করা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেবের বিরোধী এক লোক বলল যে আমাদের ইমামের পেছনে নামায হবে না। কারণ সে মিথ্যা কথা বলে। তখন ইমাম সাহেবের পক্ষে এক লোক বলল যে যদি এ ইমাম সাহেবের পেছনে নামায না হয় তাহলে এভাবে বাছাই করলে কোন মৌলভীটির পেছনে নামায হবে? ইমাম সাহেবের পক্ষের লোকটি এ কথা বলার পর এক মুফতী সাহেব ফতওয়া দিয়েছেন যে সে এই কথা বলে উলামায়ে কেরামকে এহানত করেছে, তাই সে কাফের হয়ে গেছে। কেননা ফতওয়ায়ে শামীতে রয়েছে : إهانة العلماء كفر অতএব তার জন্য ঈমান ও নিকাহ নবায়ন করা জরুরি। এখন মুফতী সাহেবের নিকট জানার বিষয়, ওই মুফতী সাহেবের ফতওয়া ঠিক কি না? এবং ওই ব্যক্তির জন্য কি ঈমান ও নিকাহ নবায়ন করা জরুরি? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উল্লেখ্য, ওই ব্যক্তিকে এই কথার উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে এর দ্বারা ইমাম সাহেবের পক্ষপাতিত্ব করা আমার উদ্দেশ্য। আদৌ 'ইহানাতুল উলামা' বা উলামায়ে কেরামকে কটাক্ষ করা উদ্দেশ্য নয়।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত প্রথম ব্যক্তির উক্তি "এই ইমামের পেছনে নামায হবে না। কারণ সে মিথ্যা কথা বলে।" দলিল-প্রমাণ ছাড়া এ ধরনের উক্তি করা সাধারণ মুসলমানের

Scanned by CamScanner

জন্য যেমন অপরাধ ও অন্যায়, তেমনি দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা "যদি এই ইমামের পেছনে নামায না হয় তাহলে এভাবে বাছাই করলে কোন মৌলভীর পেছনে নামায হবে?" এ কথা বলাও অন্যায়। ভবিষ্যতে উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকা জরুরি। অন্যথায় ক্ষেত্র বিশেষে ঈমানহারা হয়ে যাওয়ার প্রবল আশংকা। তাই উভয়ের জন্য উচিত, আল্লাহর দরবারে তাওবা ইস্তেগফার করে নেওয়া। শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া এক মুসলমান অন্য মুসলমান ভাইকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়া মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহের কাজ।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী উলামায়ে কেরামকে হেয়প্রতিপন্ন করা বা কটাক্ষ করা তার উদ্দেশ্য নয় বিধায় তাকে কাফের বলে ফতওয়া দেওয়া যাবে না। এ ধরনের অনর্থক ফতওয়া প্রদান থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। (১২/২৯০/৩৯০১)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢ / ٤٥ (٦٠) : عن ابن عمر رض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما".

📖 البحرالرائق (ايج ايم سعيد) ٥ / ١٢٣ : ويخاف عليه الكفر إذا شتم عالما أو فقيها من غير سبب ويكفر بقوله لعالم ذكر الحمار في أست علمك مريدا به علم الدين وبجلوسه على مكان مرتفع والتشبه بالمذكورين ومعه جماعة يسألون منه المسائل ويضحكون منه ثم يضربونه بالمحراق وكذا يكفر الجميع لاستخفافهم بالشرع وكذا لو لم يجلس على مكان مرتفع ولكن يستهزئ بالمذكورين ويتمشى والقوم يضحكون وبإلقاء الفتوى على الأرض حين أتى بها خصمه.

📖 ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ٤/ ٢٢٤ : الكفر شيء عظيم فلا أجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر اهوفي الخلاصة وغيرها: إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم زاد في البزازية إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل ح وفي التتارخانية : لا يكفر بالمحتمل، لأن الكفر نهاية في العقوبة فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لا نهاية اهوالذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره

Scanned by CamScanner

اختلاف ولو رواية ضعيفة فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها ولقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها.

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۵ / ۳۸۲ : الجواب- جس شخص میں کفر کی کوئی وجہ قطعی ہو گی کافر کہا جاوے گا اور حدیثیں اس شخص کے بارے میں ہیں جن میں کوئی وجہ قطعی نہ ہو اور اس مسئلہ کے یہ معنی ہیں کہ اگر کوئی امر قولی یا فعلی ایسا ہو کہ محتمل کفر وعدم کفر دونوں کو ہو گو احتمال کفر غالب اور اکثر ہو تب بھی تکفیر نہ کریں گے نہ یہ کہ تکفیر قطعی پر بھی تکفیر نہ کریں گے کیونکہ کافر کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اس میں تمام وجوہ کفر کی جمع ہوں ورنہ جن کا کفر منصوص ہے وہ بھی کافر نہ ہونگے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۲/ ۱۱۹ : الجواب- علم دین کی وجہ سے اگر علماء کی توہین وتذلیل کرتا ہے تو یہ کفر ہے اور تجدید ایمان وتجدید نکاح لازم ہے ورنہ فسق ہے توبہ ضروری ہے۔

📖 فیہ ایضا ۲/ ۱۱۴ : الجواب- علماء دین سے استہزاء وتحقیر اگران کے علم دین کی وجہ سے ہے تو کفر ہے اور اگر کسی اور وجہ سے بغیر حق شرعی ہے تو سخت گناہ اور فسق ہے اور ایسی صورت میں تعزیر شرعی لازم ہوتی ہے۔

আলেম ও হাদীসের ব্যাপারে কটূক্তি

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি আলেমদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং আলেমদেরকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে। একদিন রাজনৈতিক আলোচনা চলাকালে ওই ব্যক্তি হঠাৎ বলে ওঠে যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এমন কিছু হাদীস রেখে গেছেন, যার দ্বারা দ্বন্দ্ব এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়। জিজ্ঞাসা হলো, ওই ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলমান না কাফের? তার ব্যাপারে শরীয়তের আদেশ কী? কোরআন-হাদীসের আলোকে সমাধান দিতে হুজুরের সুমর্জি হয়।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত উক্তি কোনো ব্যক্তি মুসলমান থাকা অবস্থায় করতে পারে না। করে থাকলে সে মুসলমান থাকে না। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি আলেমদেরকে আলেম হওয়ার কারণে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস শরীফকে সন্ত্রাস ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে তাহলে সে ব্যক্তি ইসলামের গন্ডি হতে বের হয়ে যাবে এবং সে বিবাহিত হলে মুসলিম

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। পুনরায় তাওবা করে ঈমান না আনা পর্যন্ত তার সাথে মুসলমানের ন্যায় আচরণ বৈধ হবে না। (৮/২৯৭/২১০৪)

📖 البزازية بهامش الهندية (مكتبة زكريا) ٦/٣٢٨ : والحاصل انه اذا استخف بسنة أوحديث من احاديثه عليه السلام كفر.

📖 فيه ايضًا ٦/٣٢٧ : ولو عاب نبيا كفر.

📖 مجمع الأنهر (مكتبة المنار) ٢ / ٥٠٩ : فالاستخفاف بالعلماء لكونهم علماء استخفاف بالعلم والعلم صفة الله تعالى منحه فضلا على خيار عباده ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن رسله فاستخفافه بهذا يعلم إنه الى من يعود ... ... والاستخفاف بالأشراف والعلماء كفر ومن قال للعالم عويلم او للعلوى عليوى قاصدا به الاستخفاف كفر.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥/ ١٢٤ : ولو صغر الفقيه أو العلوى قاصدا الاستخفاف بالدين كفر لا ان لم يقصده .

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٣/ ١٩٣: (وارتداد احدهما) اى الزوجين (فسخ) فلا ينقص عددا (عاجل) بلا قضاء .

📖 مجموعة رسائل ابن عابدين(سهيل اكيڈمى) ١ /٣٢٤ : وقال ابويوسف : وايما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه فقد كفر بالله وبانت منه امرأته، فإن تاب وإلا قتل.

টুপি-দাড়ি নিয়ে উপহাস এবং আলেমকে কটূক্তি করা

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশজুড়ে বোমা হামলার প্রেক্ষিতে কিছু লোক উলামায়ে কেরামের জীবন বিষিয়ে তুলেছে। শরীরে পাঞ্জাবি, টুপি আর মুখে দাড়ি থাকলেই হলো, আর রক্ষা নেই। নানা ধরনের কটূক্তি আর বিষবানে কানে জালাপোড়া শুরু হয়ে যায়। কেউ বলে, হুজুর দেখলেই ঘৃণায় গা রি রি করে ওঠে। আবার কেউ বলে, দাড়িওয়ালা দেখলেই (নাউযুবিল্লাহ) ছাগলের কথা মনে হয়। আবার কেউ বলে, হুজুর মানেই সন্ত্রাসী বোমাবাজ, দেশটা এদের কারণেই রসাতলে গেল। যারা এ ধরনের মন্তব্য করে তাদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? তাদের ঈমান কি বাকি থাকবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইলমে ওহীর ধারক-বাহক উলামায়ে কেরাম সর্বাধিক সম্মানের পাত্র। কোনো মুসলমান তাঁদেরকে গালমন্দ করতে পারে না। তথাপি যদি কোনো লোক উলামায়ে কেরামকে ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহক হওয়ার কারণে গালমন্দ করে, তাহলে তা কুফুরী। এমন ব্যক্তির জন্য নতুন করে ঈমান গ্রহণ করা এবং বিবাহের আকদ দোহরানো জরুরি। আর যদি দ্বীনি কোনো কারণ না হয় বরং পার্থিব হিংসা-বিদ্বেষের কারণে গালমন্দ করে তাহলে তা কুফুরী না হলেও মারত্মক গোনাহ ও হারাম। এমন ব্যক্তি ফাসেক বলে গণ্য হবে। এর জন্য খালেস মনে তাওবা করা এবং আলেমের নিকট ক্ষমা চাওয়া জরুরি। প্রশ্নে বর্ণিত উক্তি "দাড়িওয়ালা দেখলে ছাগলের কথা মনে হয়" এর দ্বারা যদি দাড়ির উপহাস উদ্দেশ্য হয় তাহলে সে ব্যক্তি ঈমানহারা হয়ে যাবে। কেননা দাড়ি সকল নবীর (আ.) সুন্নাত এবং ইসলামের বিশেষ নিদর্শন। (১২/৭৮৫)

📖 البزازية على هامش الهندية (مكتبة زكريا) ٦ / ٣٣٧ : وشتم العالم أوالعلوى لأمر غير صالح فى ذاته وعداوته لخلافه الشرع لايكون كفرا ولا خطأ.

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥ / ١٢٤ : ومن أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر، ولو صغر الفقيه أو العلوى قاصدا الاستخفاف بالدين كفر، لا إن لم يقصده.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٤٧٤: إن السنة احد الأحكام الشرعية المتفق على مشروعيتها عند علماء الدين، فإذا أنكر ذلك ولم يرها شيئا ثابتا ومعتبرا فى الدين يكون قد استخف بها واستهانها وذلك كفر.

📖 وفيه ايضًا ٤ / ٧٢ : إنه لو على وجه المزاح يعذر فلو بطريق الحقارة كفر، لأن إهانة اهل العلم كفر على المختار.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۲/ ۱۱۴ : الجواب۔ حامداً ومصلیاً: علماء دین سے استہزاء اور تحقیر اگران کے علم دین کی وجہ سے ہے تو کفر ہے، اور اگر کسی اور وجہ سے بغیر حق شرعی ہے تو سخت گناہ اور فسق ہے اور ایسی صورت میں تعزیر شرعی لازم ہوتی ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۱ / ۲۵۰ : داڑھی سنت الانبیاء ہے اس لئے داڑھی کی توہین اور بے عزتی کرنے والا آدمی بلاشک وشبہ کافر ہے، نیز استقباح سنت کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اور گالی گلوچ کرنے والا احادیث کی رو سے فاسق وفاجر ہے۔

Scanned by CamScanner

হক্কানী আলেমদের কাফের বলা

প্রশ্ন : এক জামে মসজিদের ইমাম সাহেব এমন কিছু কথা এবং কাজ প্রকাশ করেছেন, যা সাধারণ মুসল্লীদের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ। যেমন তিনি প্রায় বলে থাকেন, আশ্রাফ আলী থানভী (রহ.) কাফের। কাসেম নানুতুবী, রশীদ আহমদ গাংগুহী, হুসাইন আহমদ মাদানী, এমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহ.) এবং ছারছীনার মুরীদগণ এবং হক্বপন্থী সমস্ত আলেম কুফুরীর মধ্যে ছিল, অর্থাৎ তারা কাফের। আর যারা এই আক্বীদায় বিশ্বাস করবে না তারা হলো দুশমনে রাসূল।

আর বিশেষ কথা হলো, যদিও তিনি নিজেকে একজন সুফী হিসেবে ভাবেন; কিন্তু ভেতরে তাঁর স্পষ্ট নোংরামি ধরা পড়েছে। যেমন তাবিজ দেওয়ার নামে মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়া, রুমে দরজা বন্ধ করে নির্জনে মহিলাদের সাথে সময় কাটানো এবং সর্বশেষ একটি ঘটনা প্রকাশ পায়, তাহলো বেগানা মহিলার সাথে গা জড়াজড়ি করে ছবি তোলা। যখন এই ছবি প্রকাশ পেয়ে যায়, তখনই প্রশ্ন ওঠে এই ইমামের পেছনে ইকতেদা করা যাবে কি না? আবার অনেকে ভয়ে মুখ খুলছে না। তবে মুসল্লীরা এ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের আলোকে সঠিক সমাধান আশা করেন। অতএব, মুহতারামের নিকট আকুল আবেদন এই যে উক্ত বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের আলোকে একটি সুষ্ঠু ফতওয়া দিয়ে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করবেন।

উত্তর : 'ইমামত' মহা পবিত্র দায়িত্ব। এ পবিত্র দায়িত্ব পালনের জন্য শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত শর্তাদি ও গুণাবলির অধিকারী হওয়া একজন ইমামের জন্য জরুরি। তন্মধ্যে বিশেষত বিশুদ্ধ আক্বীদা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, বিশুদ্ধ কিরাতের অধিকারী হওয়া, নামাযের মাসায়েল ও আহকাম সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এবং প্রকাশ্য গোনাহ হতে বিরত থাকা জরুরি।

কোনো মুসলমানকে কাফের বলা মারাত্মক অপরাধ ও কবীরা গোনাহ। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী, কোনো মুসলমানকে কাফের বলার দ্বারা সে বাস্তবে কাফের না হলে কুফর তার দিকেই ফিরে আসে। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষ সে নিজেই কাফের হয়ে যাবে। আর বেগানা মহিলা থেকে পর্দা করা শরীয়তের আলোকে জরুরি। পর্দাবিহীন কোনো মহিলার সাথে ওঠাবসা, নির্জনে মেলামেশা করা মারাত্মক অপরাধ ও কবীরা গোনাহ। প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে যে ইমাম সাহেব মুসলমানদেরকে, বিশেষ করে বুজুর্গ ও আল্লাহর ওলীদেরকে কাফের বলার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে থাকে এবং বেগানা যুবতী মহিলার সাথে পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে নির্জনে মেলামেশা করতে থাকে, শরীয়তের পরিভাষায় সে জঘন্যতম ফাসেক। আর ফাসেক ব্যক্তিকে ইমাম বানানো ও তার পেছনে কোনো মুসলমানের ইকতিদা করা শরীয়তের আলোকে নাজায়েয। তাই প্রশ্নের বর্ণনা সঠিক হলে অনতিবিলম্বে এ ধরনের ইমামকে বহিষ্কার করে তার স্থলে একজন যোগ্য ইমাম নিয়োগ দেওয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও মুসল্লীদের ঈমানী দায়িত্ব। (১৪/১৯৮)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ١٢٤ (٦١٠٣): عن ابن عمر ﷺ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه كافر، فقد باء بها احدهما.

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ١١١ (٦٠٤٥) : عن ابى ذر ﷺ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لايرمى رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك

📖 عمدة القارى (احياء التراث العربى) ٢٢ / ١٢٤ : وهذا يقتضى ان من قال لاخر انت فاسق او يا فاسق أو قال أنت كافر أو يا كافر فان كان ليس كما قال كان هو المستحق للوصف المذكور.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٦٩ : (قوله ان اعتقد المسلم كافرا نعم) اى يكفر ان اعتقده كافرًا الا بسبب مكفر، قال فى النهر وفى الذخيرة: المختار للفتاوى أنه إن أراد الشتم ولا يعتقده كفرًا لا يكفر وإن اعتقده كفرًا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده انه كافر يكفر لأنه لما اعتقد المسلم كافرا فقد اعتقد دين الإسلام كفرا.

📖 ايضًا فيه ١ / ٥٦٠ : وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يتهم أمر دينه، وبأن فى تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعا، ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة، فإنه لا يؤمن أن يصلى بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشى فى شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا.

📖 فتاوى محموديه (زكريا بكڈپو) ١٦ / ٥٦ : جواب - علماء دیوبند کا مسلک صحیح ہے قرآن کریم، حدیث شریف، صحابہ کرام، فقہاء مجتہدین کے بالکل مطابق ہے، جو شخص اس کو غلط کہتا ہے وہ ان سب کی مخالفت کرتا ہے اور جو شخص ایسے دیوبندی علماء کو یا ان کے متعلقین کو کافر کہتا ہے۔ وہ اہل ایمان کو اہل کفر سمجھتا ہے اس کو ضروری ہے کہ اپنے ایمان کی خبر لے اور اصلاح کرائے ورنہ وہ ہمیشہ ایمان سے ناآشنا رہے گا اور مقبولان بارگاہ الہی و اولیاء کاملین کو کافر کہنے کی وجہ سے خدائے تعالی کی لعنت اور غضب کا مستحق رہے گا، اللہ تعالی ہدایت دے۔

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۵ / ۳۹٤ : الجواب- عالم کی اہانت اگر بمقابلہ امر دین و حکم شرع کے ہو اس سے کافر ہو جاتا ہے، اور جو کسی دنیاوی قصہ کی وجہ سے ہو سخت گنہگار ہوگا، لیکن کافر نہ ہوگا.

📖 خیر الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۲ / ۳۸۲: الجواب-اجنبیہ عورت کے ساتھ اس قدر میل جول رکھنے والا شخص قابل امامت نہیں اور قطع نظر ان تعلقات کے امام کے لئے نماز کے مسائل کا عالم ہونا بھی ضروری ہے، لہذا کسی متبع سنت عالم کو امام بنایا جائے.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت کراچی) ۱/ ۱٦۳ : الجواب-امام کا صحیح العقیدہ اور نماز کے متعلق مسائل سے واقف ہونا صحیح قراءت پڑھنے والا دیندار اور ظاہری گناہوں اور برائیوں سے پاک ہونا ضروری ہے... فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے.

ফতোয়াবাজ বলে কোনো আলেমকে গালি দেওয়া

প্রশ্ন : একজন আলেম অন্য এক আলেমকে একটি সঠিক মাসআলা জানিয়ে দিলে প্রতি উত্তরে দ্বিতীয় আলেম কটাক্ষ করে বলে উঠলেন "এখন ফতোয়াবাজি করবেন না।" এখন প্রশ্ন হলো, দ্বিতীয় আলেমের এ ধরণের উক্তির কারণে তাঁর ঈমান নবায়ন করতে হবে কি না?

উত্তর : কাউকে হক্ব কথা বলতে তার অবস্থা, মনোভাব ও অনুভূতির প্রতি লক্ষ রাখার পাশাপাশি মার্জিত ভাষা ও শালীন আচরণ জরুরি। এ সকল বিষয় বিদ্যমান না থাকার কারণে যদি শ্রোতা রাগান্বিত হয়ে কোনো কটাক্ষ করে, তবে এর জন্য শ্রোতার সঙ্গে কথকও অপরাধী। তবে এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা সত্ত্বেও যদি ওই আলেম কটাক্ষ করে থাকে, এটা মারাত্মক অন্যায় হয়েছে। এ কারণে তার ঈমান নষ্ট হবে না। কেননা সে ব্যক্তির ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে কটাক্ষ করেছে, আলেম সমাজের ওপর বা শরীয়তের বিধিবিধানের ওপর নয়। পক্ষান্তরে শরীয়তের বিধানকে হেয়প্রতিপন্ন করার মানসে কেউ যদি ফতওয়াকে কটাক্ষ করে ফতোয়াবাজ ইত্যাদি আখ্যা দেয়, তাহলে সে ঈমানের গন্ডি হতে বের হয়ে যাবে। (১৬/২৫৯/৬৪৯৩)

📖 المحيط البرهانى (ادارة القرآن) ۷ / ۳۹۹ : إذا وصف الله تعالى بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو انكر وعده او وعيده يكفر.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٢ / ٢٨١ : حكى أن فى زمن المامون ... هذا استهزاء بحكم الشرع والاستهزاء باحكام الشرع كفر كذا فى المحيط

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٢٣٠ : ثم إن مقتضى كلامهم أيضا أنه لا يكفر بشتم دين مسلم أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل ثم رأيته في "جامع الفصولين" حيث قال بعد كلام أقول وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام فينبغي أن لا يكفر حينئذ، والله تعالى أعلم -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۱ / ۱۷۵ : الجواب—اگر کسی عالم یا فقیہ کا قول قرآن وسنت سے متصادم نہ ہو تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہئے لہذا اگر یہ انکار استخفاف شریعت کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس عالم کے ساتھ ذاتی عناد اور بغض کی وجہ سے ہو تو پھر موجب فسق ہے کفر نہیں، واضح رہے کہ دوسرے مذاہب کے فقہ میں ان کی تقلید نہ کرنا اس حکم میں داخل نہیں ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۸ / ۳۴۳ : الجواب—شرعی فتوی کو بلا دلیل رد کرنا اور نہ ماننا سخت گناہ ہے، اگر کوئی اس فتوی شرعیہ کا استخفاف کر کے توہین وتحقیر کریگا تو یہ کفر ہے کہ تحقیر شریعت کو بھی مستلزم ہے اور جان بوجھ کر خواہش نفسانی کی وجہ سے خلاف شرع فتوی دینا اور مستحق کو محروم کرنا بڑا ظلم اور کبیرہ گناہ ہے جو ناواقف اس خلاف شرع فتوی پر عمل کرینگے اس کا گناہ بھی فتوی دینے والے پر ہوگا، اور ایسے شخص کو امام بنانا بالکل ناجائز ہے، تاوقتیکہ وہ توبہ کر کے حق بات کو ظاہر نہ کردے لیکن اس کا فیصلہ بھی معتبر علماء سے کرایا جائے کہ فتوی موافق شرع ہے یا خلاف شرع، کسی غیر عالم کا از خود فیصلہ کرنا درست اور معتبر نہیں۔

ইসলাম ও আলেমদের সমালোচনা এবং ঠাট্টা করা

যথাবিহীত সবিনয় নিবেদন এই যে, চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত কচুয়া উপজেলার গ্রামের অনেক বিবাহিত ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলছে, আলেমদের ভাবে গালাগাল করছে ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে, যার দরূন এলাকার ধর্মপ্রাণ ন মুরব্বি ও আলেম উলামাগণ আখেরাতে নাজাত পাওয়ার নিমিত্তে সমালোচনা বিদ্রূপকারীদেরকে তাওবা করিয়ে বিবাহ দোহরিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

অতএব, জনাবের নিকট আকুল আবেদন এই যে কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ধর্মপ্রাণ মুসলমান, মুরব্বি ও আলেম উলামাগণের তাওবা করানো ও বিবাহ দোহরানো কতটুকু শরীয়তসম্মত হয়েছে? বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তর : ইসলাম আল্লাহ পাকের মনোনীত ধর্ম, হক্কানী উলামায়ে কেরাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নায়েব ও জাতির পথপ্রদর্শক। তাই সর্বস্তরের মুসলমানের জন্য তারা যথেষ্ট সম্মানের পাত্র। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধাচরণ ও তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে পারে না। তাই ইসলাম ও আলেম-উলামাদের দ্বীনি ইলমের কারণে বিরুদ্ধাচরণ, গালাগাল ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে ইসলামের গন্ডি হতে বের হয়ে যাবে। কোনো হতভাগা এ রকম করে থাকলে তার জন্য খালেস দিলে তাওবা করে পুনরায় ঈমান আনা ও বিবাহ দোহরিয়ে নেওয়া জরুরি।

অতএব প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও উলামায়ে কেরামের কাজটি শরীয়তসম্মত ও প্রশংসনীয়। (১৬/৮৯/৬৩৯৯)

📖 شرح الفقه الاكبر (مكتبة رحمانية) صـ ١٧٣ : من ابغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر، قلت : الظاهر انه يكفر لانه اذا ابغض العالم من غير سبب دنيوى او اخروى، فيكون بغضه لعلم الشريعة، ولا شك فى كفر من انكره، فضلاً عمن ابغضه-

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية (وزارة الاوقاف الكويت) ٢٤ / ١٣٩ : اتفق الفقهاء على ان من سب ملة الاسلام او دين المسلمين يكون كافرا، اما من شتم دين مسلم فقد قال الحنفية كما جاء فى الفصولين: ينبغى ان يكفر من شتم دين مسلم ولكن يمكن التاويل بان المراد اخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الاسلام فينبغى ان لا يكفر حينئذ-

📖 فتاوى دار العلوم (مكتبہ دار العلوم ديوبند) ١٢ / ٣٥٨ : سوال—اگر کوئی شخص اہل اسلام اور مذہب اسلام کی توہین کرے اور برے الفاظ بولے اور گالی گفتار دیوے ایسے شخص کی نسبت کیا حکم ہے؟

الجواب—اس میں کچھ شک وشبہ نہیں ہے کہ جو شخص دین اسلام کو برا کہے اور گالیاں دے وہ اسلام سے خارج ہے اس کو لازم ہے کہ توبہ کرے اور تجدید اسلام کرے اور تجدید نکاح کرے ورنہ اس سے اہل اسلام کو متارکت اور علیحدگی فرض ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۵ / ۳۹۴ : الجواب—عالم کی اہانت اگر بمقابلہ امر دین وحکم شرع کے ہو اس سے کافر ہو جاتا ہے اور جو کسی دنیاوی قصہ کی وجہ سے ہو سخت گناہگار ہوگا لیکن کافر نہ ہوگا۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱/ ۳۸ : الجواب—علم دین کی اہانت اور علماء حق کو اس لئے گالیاں دینا کہ وہ حاملین علم دین ہیں کفر ہے، لہذا ایسے شخص کو دوبارہ مسلمان کر کے تجدید نکاح کرنا ضروری ہے اور اسے جلاوطن کرنا چاہئے اگر دوبارہ مسلمان نہ ہو تو شرعا اسے قتل کرنے کا حکم ہے۔

ফতওয়া অমান্যকারীর হুকুম

প্রশ্ন : যারা ফতওয়া মানে না, ইসলামী শরীয়তে তাদের হুকুম কী? কতিপয় গ্রহণযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতিসহ জানাবেন।

উত্তর : যারা শরয়ী ফতওয়াকে সঠিক জানার পরও মানে না বরং অস্বীকার করে, শরীয়তের দৃষ্টিতে তারা মুসলমান বলে গণ্য হবে না। পক্ষান্তরে শরয়ী ফতওয়াকে ভুল মনে করে অস্বীকার করলে কাফের হবে না। (১৮/৫৯৯)

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦ / ٣٣٧ : يكفر ان قصد به الاستخفاف بالدين وان لم يرد به الاستخفاف بالدين لا يكفر.

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٢ / ٢٧٢ : رجل عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها وقال "چه بار نامه فتوى آورده" فقيل: يكفر؛ لأنه رد حكم الشرع وكذا لو لم يقل شيئا لكن ألقى الفتوى على الارض وقال اين چه شرع است كفر.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱/ ۵۱: جواب - کسی فتوی کے ماننے سے انکار کرنا دو طرح پر ہے اول یہ کہ منکر اس فتوی کو شرعی صحیح فتوی جانتے ہوئے ماننے سے انکار کر دے تو یہ توحقیقۃ شریعت کا انکار ہے اور یہ کفر ہے، دوم یہ کہ منکر اس فتوی کو صحیح شرعی فتوی نہ سمجھے، اور اس بناء پر ماننے سے انکار کردے تو یہ شریعت کا انکار نہیں ہوا بلکہ اس شخصی فتوی کا انکار ہوا پھر اگر وہ فتوی کسی فرض قطعی یا ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کے متعلق تھا تو اس کا انکار مستلزم انکار شریعت ہو جائیگا، اور یہ بھی منجز بکفر

Scanned by CamScanner

ہوگا، اور اگر وہ فتوی کسی قطعی اور ضروری چیز کے متعلق نہ تھا بلکہ کسی مجتھد فیہ امر کے متعلق تھا تو اس کا انکار کفر نہیں۔

আলেমকে গালি দেওয়া

প্রশ্ন : এক আলেম চোর ধরেছেন এবং চোর নিজেও চুরির কথা স্বীকার করেছে। এ কারণে ওই আলেম চোরকে একটি থাপ্পড় দিয়ে নিয়ে আসেন। তাই চোরের বাবা ও ভাই ওই আলেমকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে এবং দাড়ি ধরে আঘাত করে। ইসলামী আইন অনুসারে ওই ব্যক্তির বিবি তালাক হবে কি? যদি না হয় ইসলামী আইন অনুসারে তার কী বিচার করা যায়? সঠিক উত্তর দিলে চির কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি যদি কোনো আলেমে দ্বীনকে এলমে দ্বীন শেখার কারণে অথবা শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে গালমন্দ করে থাকে তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে বিবাহিত হলে আবার বিবাহ পড়িয়ে নিতে হবে। তবে যদি দুনিয়াবী কোনো কারণে এ ধরনের আচরণ করে থাকে তবুও তারা গোনাহের কাজ করেছে। তারা আল্লাহর নিকট তাওবা করবে এবং ওই আলেম থেকে মাফ চেয়ে নেবে। (২/৬)

📖 خلاصة الفتاوى (مكتبة رشيدية) ٤/ ٣٨٨ : ولو قال للفقيه دانشمندک او قال للعلوى علويك ان لم يكن قصده الاستخفاف بالدين لا يكفر وان كان يكفر.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ / ٢٣٠ : إن مقتضى كلامهم أيضا أنه لا يكفر بشتم دين مسلم: أي لا يحكم بكفره لإمكان التأويل. ثم رأيته في جامع الفصولين حيث قال بعد كلام أقول: وعلى هذا ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم، ولكن يمكن التأويل بأن مراده أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام، فينبغي أن لا يكفر حينئذ، والله تعالى أعلم.

📖 الدرالمختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٤ / ٦٦ : (وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل).

Scanned by CamScanner

খ্রিস্টধর্মীয় কাজ করা

প্রশ্ন : কিছুদিন আগে আমি একজন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তুমি আমাকে বিদেশে নিতে পারবে কি না? সে বলল, তুমি এখানে (স্কুলে) আসো, আলোচনা করব। যাওয়ার পর সে বলল, কিছু কাজ করো, এমনিতে তো আর নেওয়া যায় না। সেখানে ধর্মীয় অনেক তর্ক-বিতর্ক হলো; কিন্তু তার কোনো কিছুই আমি করতে রাজি হইনি। অতঃপর সে আমাকে রুমে নিয়ে তাদের একটি সাদা কাপড় পরাল এবং তাদের হাউজের পানিতে ডুব দিতে বলল। আমি ডুব দেওয়ার পর সে আমার মাথায় হাত দিয়ে কী যেন পড়ল, এ সময় আমি শুধু আল্লাহর নাম উচ্চারণ করছিলাম। (আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি এগুলো করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাদের এই কাজগুলো দেখা) উল্লেখ্য, এ ঘটনা ঘটে প্রায় ৭-৮ মাস পূর্বে। এর পর থেকে এ পর্যন্ত তাদের সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, তারা আমাকে দিয়ে উল্লিখিত কাজগুলো করানোর দ্বারা আমার ইসলামে বা আমার স্ত্রী-পরিবারের মধ্যে কোনো অসুবিধা হলো কি না? হয়ে থাকলে এর সঠিক সমাধান কী? বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

উত্তর : অর্থের লোভে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য হলেও বিধর্মীদের ধর্মীয় কাজ করা ও তাদের কথায় সাড়া দেওয়া কুফুরী। কেউ এ ধরনের কাজ সজ্ঞানে করলে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। এরূপ ব্যক্তির জন্য তাওবা করে কালেমা পড়ে মুসলমান হওয়া এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে নতুনভাবে নিকাহ সম্পাদন করা জরুরি। (৯/৭৫০/২৮২৮)

📖 شرح الفقه الاكبر (مكتبة رحمانية) صـ ١٨٥ : ولو شبه نفسه باليهود والنصارى أى صورة أوسيرة على طريق المزاح والهزل اى ولو على هذا المنوال كفر.

📖 وفيه ايضا صـ ١٨٥ : من وضع قلنسوة المجوس على رأسه فقيل له اى انكر عليه فقال ينبغى ان يكون القلب سويا او مستقيما كفر، أى لأنه أبطل حكم ظواهر الشريعة.

📖 البزازية مع الهندية (مكتبه زكريا) ٣٢٢/٦ : وما كان فى كونه كفرا اختلاف يؤمر قائله بتجديد النكاح والتوبة احتياطًا.

Scanned by CamScanner

রাম-লক্ষ্মণের দোহাই দেওয়া

প্রশ্ন : আল্লাহর একত্ববাদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে গাইরুল্লাহর নামে যেমন রাম-লক্ষ্মণের দোহাই দিয়ে মন্ত্র পড়লে ঈমান নষ্ট হয় কি না? কেউ কেউ বলে যে ই'তেকাদ/বিশ্বাস ঠিক থাকলে ঈমান নষ্ট হয় না, এটা কি ঠিক?

উত্তর : রাম-লক্ষ্মণের দোহাই দিয়ে মন্ত্র পড়া এবং ওই মন্ত্র কার্যকরী বলে বিশ্বাস করা কুফুরী। গাইরুল্লাহর নামে মন্ত্র পড়ে আক্বীদা ঠিক থাকার কথা মেনে নিলেও নির্দ্বিধায় বলা যাবে সে ব্যক্তি কুফুরী গোনাহে লিপ্ত। অতএব, এমন কাজ থেকে বিরত থাকা এবং পূর্বের কৃতকর্মের জন্য তাওবা করা ফরয। (৭/২৪১/১৫৯৩)

📖 صحيح مسلم (دارالغد الجديد) ١٤/ ١٦٤ (٢٢٠٠) : عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك».

📖 خیر الفتاوی(زکریابکڈپو) ۱/ ۳۴۸ : فقہاءنے تعویذات کے متعلق ضابطہ یہ لکھاہے کہ قرآنی آیات اور ادعیہ ماثورہ یاایسے کلمات جن سے کوئی کفر وشرک لازم نہ آتا ہو بلکہ شرک کاوہم بھی نہ ہوتاہو،ایسے دم اور تعویذات کرنااور استعمال کرناشرعاًدرست ہے، اس کے علاوہ شرکیہ کلمات والے تعویذات کااستعمال ناجائزہے،بلکہ فقہاءنے ایسے دم اور تعویذات سے بھی منع کیاہے جن کے معنی معلوم نہ ہوں.

📖 معارف القرآن(المکتبۃالمتحدۃ) ۱/ ۲۷۹ : تعویذ گنڈے وغیرہ جو عامل کرتے ہیں ان میں بھی اگرجنات وشیاطین سے استمداد ہو توبحکم سحر ہیں اور حرام ہیں اوراگرالفاظ مشتبہ ہوں معنی معلوم نہ ہوں اور شیاطین اور بتوں سے استمداد کااحتمال ہو تو بھی حرام ہے.

হিন্দুদের মন্দিরে সেজদা করা শিরক

প্রশ্ন : কোনো মুসলমান যদি স্বজ্ঞানে-স্বেচ্ছায় হিন্দুদের মন্দিরে ভক্তি ও সেজদা করে তবে কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে তার বিধান কী? তার বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল থাকবে কি?

উত্তর : হিন্দুদের মন্দিরে গিয়ে স্বেচ্ছায় ভক্তি-সেজদা করা শিরক। এরূপ যে করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায় এবং বৈবাহিক সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। সে খাঁটি মনে তাওবা করে কালেমা পড়ে নতুনভাবে মুসলমান হলে ওই স্ত্রীর সাথে নতুন আকদ করে

Scanned by CamScanner

ঘর-সংসার করতে পারবে। অন্যথায় স্ত্রীর জন্য ওই স্বামীর সাথে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে না। (৮/১৭৬/২০৫৫)

📖 شرح الفقه الاكبر (مكتبه رحمانيه) صـ ١٩٣ : ومن سجد للسلطان بنية العبادة أولم تحضره فقد كفر، وفى الخلاصة: ومن سجد لهم ان اراد به التعظيم كتعظيم الله سبحانه كفر، وإن أراد به التحية اختار بعض العلماء أنه لا يكفر.

📖 كفايت المفتى (مكتبه امداديه) ١ /٢٩ : سوال-ایک مسلمان عورت کسی کافر کیساتھ کفر کے رسم ورواج کے موافق نکاح کر کے رہی اور اس کافر کے ساتھ اس کے بت خانے میں جاجا کر مذہبی رسم پوجا پاٹ ادا کرتی رہی ایسی عورت کے مرنے پر نماز جنازہ پڑھنااور اسے مقابر مسلمین میں دفن کرنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- بت خانہ میں جانااور بت پرستی کے رسوم ادا کرنا بتوں کو سجدہ کرنا کفر ہے،اور چونکہ یہ کام اس نے خوشی اور رضامندی سے کئے ہیں اور رضا بالکفر بھی کفر ہے،اس لئے وہ عورت کافرہ ہے لہذا اس کے جنازہ پر نماز پڑھنااور مقابر مسلمین میں دفن کرنا جائز نہیں،وكما لوسجد لصنم أووضع مصحفا فى قاذورة فإنه يكفر وإن كان مصدقًا لأن ذلك فى حكم التكذيب كما أفاده فى شرح العقائد الخ (ردالمحتار) اور چونکہ یہ مرتدہ ہے اس لئے اسے غسل دینا بھی جائز نہیں.

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص- ١١٣ : سوال— زید کی منکوحہ ہندہ نے مندر میں جاکر بت کے آگے اپنا ہاتھ جوڑااور بت کو سجدہ بھی کیااور اس سے منت مراد بھی طلب کی ہندہ شرعا مسلمہ رہی یا نہیں؟

الجواب-یہ عورت بت کو سجدہ کرنے سے کافر ہوگئی، كما فى الاعلام بقواطع الاسلام، ومنها أى من موجبات الارتداد كل قول او فعل صدر عن تعمد أو استهزاء بالدين صريح كسجود للصنم أو الشمس سواء كان فى دار الحرب أو فى دار الإسلام، وفى المواقف وشرحها من صدق بما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك سجد للشمس كان غير مؤمن بالإجماع.

Scanned by CamScanner

হিন্দু পুরোহিতের দেওয়া আংটি ব্যবহার

প্রশ্ন : আমি একজন মুসলমান। আমি একবার একটি মন্দিরে যাই। ভেতরে গিয়ে দেখলাম অনেক মানুষ। একজনকে দেখলাম বসাবস্থায়, তার ওপর নাকি মা কালি ভর করে আছে। সে সবাইকে খাওয়ার জন্য ফল, রুটি ইত্যাদি দিচ্ছে। আমাকেও একটি লুচি ও কমলা খেতে দিল। আমি লুচির মধ্যে একটি জবা ফুল পেলাম এবং তার ওপর একটি পাথর পেলাম এবং কমলার মধ্যে একটি কাঁচা টাকা পেলাম, যার মধ্যে আরবীর মতো কিছু লেখা আছে। আমি পাথরটাকে আংটিতে ব্যবহার করছি এবং টাকা গলায় ব্যবহার করছি। তবে তাদের আক্বীদা আমি রাখি না। কিন্তু তাদের এ ব্যাপারটা আমার নিকট অনেক বিস্ময়কর মনে হলো, তাই আমি এগুলোকে ভালো মনে করে ব্যবহার করছি। আবার এটাও ভালোভাবে মানি যে তাদের ধর্ম থেকে আমার ধর্ম অনেক ঊর্ধ্বে। এ ছাড়া সে আমাদের ধর্মকে শ্রদ্ধাও করে এবং আমাকে নামায পড়তে বলে এবং মন্দিরে আমাকে তাদের ধর্মের কাজ করতে বলেনি। এখন আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত পাথর ও টাকা ব্যবহার করা যাবে কি না? এবং তা ব্যবহার করায় আমার ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : হিন্দুদের মন্দিরে যাওয়া, বিশেষত তাদের পূজা-অর্চনার অনুষ্ঠানের সময় যাওয়া এবং ওই অনুষ্ঠানের সময় প্রদত্ত হাদিয়া-উপহার গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এ ধরনের জিনিস খাওয়া ও ব্যবহার করার অনুমতি শরীয়তে নেই। তাই আপনার জন্য ওই পাথর ও টাকা ব্যবহার করা বৈধ হবে না। (১৪/১০১)

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٤ / ٣٤ (١٧٨٥) : عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من حديد، فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟» ، ثم جاءه وعليه خاتم من صفر، فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام؟» ، ثم أتاه وعليه خاتم من ذهب، فقال: «ارم عنك حلية أهل الجنة؟» ، قال: من أي شيء أتخذه؟ قال: «من ورق، ولا تتمه مثقالا».

📖 امداد الفتاوی (زکریابکڈپو) ۴ / ۲۶۹ : میلہ پرستش گاہ ہنود میں عموما مسلمانوں کا جانا اور خصوصا علماء کا جانا اور یہ بھی نہیں کہ کوئی ضرورت شدیدہ دنیاوی ہی ہو محض سیر وتماشے کیلئے سخت ممنوع وقبیح ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹ / ۳۱۵ : الجواب - ہندوؤں کے ہاتھ کی روٹی اور مٹھائی کھانا مباح ہے، ہاں ان کے مذہبی تہواروں کی تقریب میں ہدیہ لینا درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

মূর্তির সামনে হাত জোড় করে প্রণাম করা কুফুরী

প্রশ্ন : কোনো মুসলমানের জন্য হিন্দুদের কোনো পূজার উৎসবে মূর্তির সামনে গিয়ে মূর্তিকে উদ্দেশ করে দুই হাত জোড় করে হিন্দুদের অনুকরণে শ্রদ্ধা ও প্রণাম করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? যদি কোনো মুসলমান কোনো কারণে এমন কাজ করে থাকে তবে তার ব্যাপারে শরীয়তের কী হুকুম?

উত্তর : মুসলমানদের জন্য হিন্দুদের পূজার উৎসবে মূর্তিকে উদ্দেশ্য করে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানো শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও কুফুরী কাজ। যদি কোনো মুসলমান এ ধরনের কাজ করে থাকে তবে তার জন্য তাওবা করা জরুরি। এ ধরনের উৎসবে অংশগ্রহণ করা কোনো অবস্থাতেই জায়েয হবে না। (৩/৯৩/৪৮১)

📖 المحيط البرهانى (ادارة القرآن) ٧ / ٤٢٨ : رجل اشترى يوم النيروز شيئا لم يكن يشتريه قبل ذلك ان اراد به تعظيم النيرز كما يعظمه المشركون يكفر.

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (مكتبة زكريا) ٦/ ٣٣٣ : الخروج الى نيروز المجوس والموافقة معهم فيما يفعلونه فى ذلك اليوم كفر.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٧٥٤ : (والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام (وإن قصد تعظيمه) كما يعظمه المشركون (يكفر).

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۴/ ۱۵ : الجواب-جب قبر پرستی اور تعزیہ داری میں شریک ہونااور حصہ لینا جائز نہیں تو ہولی میں شریک ہونااور عملا حصہ لینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے، ہولی کے ارد گرد چکر لگانا، سجدہ کرنا ناریل وغیرہ چڑھانا قطعا حرام اور مشرکانہ افعال ہیں.

কুফরের সাদৃশ্য শব্দের উচ্চারণ ও বিধান

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মানুষের মাঝে এমন কিছু কথাবার্তা প্রচলিত আছে, যা কুফুরীর আশংকামুক্ত বলা যায় না। তাই নিম্নে কিছু উক্তি শরয়ী হুকুম জানার জন্য পেশ করছি।

১. একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করল যে তুমি সকালে কোথায় গিয়েছিলে? সে এমন এক এলাকার কথা বলল, যেখানে একটি মন্দির আছে। প্রথমজন হাসি-ঠাট্টা করে

Scanned by CamScanner

বলল, তুমি পূজা দিতে গিয়েছিলে? এটা যে শিরক তা তার অন্তরে বিদ্যমান আছে এবং অন্তরে পূজার প্রতি ঘৃণাও আছে। কিন্তু 'ফতওয়ায়ে শামী'র এই ইবারত দ্বারা কী বোঝা যায়?

ومن هزل بلفظ كفر ارتد، وان لم يعتقده للاستخفاف

২. অনেকে জুব্বা পরিহিত ব্যক্তিকে দেখে বলে যে তুমি তো বড় হুজুর হয়ে গেছ? কাপড়ের দাম বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু অন্তরে সুন্নাতের প্রতি ইনকার (অস্বীকার) বা ইসতিহ্যা (তচ্ছিল্যভাব) নেই।

৩. অনুরূপভাবে হাসতে হাসতে অন্যজনকে বলল, একটু পরে নামায পড়ো "নতুন মুসল্লী হইছ তো তাই জলদি করতেছ" কিন্তু তার আক্বীদায় নামাযের প্রতি কোনো প্রকার বিদ্রূপ নেই।

উত্তর : ১. প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যের দ্বারা কুফুরীর ফতওয়া দেওয়া যায় না তবে মুসলমানের জন্য এ ধরনের কাজ পরিহার করা আবশ্যক। আর 'ফাতাওয়ায়ে শামী'র ইবারতের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে জেনেশুনে বিদ্রূপ করে বা ঠাট্টার ছলে কুফুরী বাক্য বলবে, সে মুরতাদ হয়ে যাবে।

২, ৩. কোনো সুন্নাত বা দ্বীনের কোনো প্রতীকী নির্দেশনাকে খারাপ মনে করে ইচ্ছাকৃত ঠাট্টা করা কুফুরী কাজ। প্রশ্নে বর্ণিত বাক্যগুলো তার পর্যায়ভুক্ত নয় বিধায় কুফুরী বলা যাবে না। তবে কোনো অবস্থাতেই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোনো সুন্নাতের ব্যাপারে এ ধরনের মন্তব্য করা সমর্থনযোগ্য নয়। (১০/১৮৬/৩০৬৬)

📖البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٥/ ١٢٥ : والحاصل أن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أولاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به قاضيخان فى فتاواه ومن تكلم بها مخطأ أو مكرها لا يكفر عند الكل، ومن تكلّم بها عالما عامدًا كفر عند الكل، ومن تكلم بها اختيارًا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف الخ

📖مجمع الأنهر(مكتبه المنار) ٢ / ٥٠٧ : رجل قال احلق رأسك وقلم اظفارك فان هذه سنة فقال لاافعل وان كانت سنة فهذا كفر لإنه قال على سبيل الانكار والرد وكذا فى سائر السنن خصوصا فى سنة هى معروفة وثبوتها بالتواتر-

Scanned by CamScanner

শিখা চিরন্তন

প্রশ্ন :

১. শিখা চিরন্তন কী? শিখা চিরন্তনের সামনে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা অগ্নিপূজার অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

২. শিখা চিরন্তনকে কেন্দ্র করে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে লংমার্চ ও জেহাদের ডাক দেওয়া কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর :

১. দুনিয়ার অগ্নির উৎস জাহান্নামের আগুন, জাহান্নামের আগুন চিরন্তন। আল্লাহ তা'আলা অবাধ্য কাফের-মুশরিকদের জন্য এই চিরন্তন অগ্নি তৈরি করে রেখেছেন। জাহান্নামের অংশ হওয়ায় এটি মুসলমানের নিকট সম্মানিত নয় এবং হতেও পারে না। এর প্রতি সম্মানের মানসিকতার উৎসমূল শয়তান। শয়তানই সর্বপ্রথম আগুনের সম্মানের যুক্তি দেখিয়ে চিরদিনের জন্য আল্লাহর অভিশাপের ভাগী হয়েছে। সুতরাং এ অগ্নিকে বিভিন্নভাবে সম্মান প্রদর্শন করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং এটি ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী। একজন মুসলমানের জন্য যেকোনোভাবে অগ্নিশিখার সম্মান প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ হারাম। (৬/২৮৩/১০২৫)

📖سورة الاعراف الآية ٣٦ : ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

📖سورة الاعراف الآية ١٢ : ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾

📖سنن ابى داود (نسخة هندية) ٢/ ٥٥٩ : عن ابن عمر رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".

📖جامع الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٤٢٠ (٢٥٩٠) : عن ابى سعيد رض عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه جزء من سبعين جزأمن نار جهنم، لكل جزء منها حرها-

📖التعريفات الفقهية مع قواعد الفقه (اشرفى بكڈپو) صـ ٤٦٨ : المجوس فرقة من الكفرة يعبدون الشمس والقمرو فى الانسان الكامل هو فرقة تعبد النار-

Scanned by CamScanner

২. শিখা চিরন্তন বা যেকোনো শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শরীয়তসম্মত উপায়ে প্রতিবাদ করা ও সাধ্যানুযায়ী তা প্রতিহত করা জরুরি।

📖الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٤٣٢/٥ : ذكر الفقيه في كتاب البستان أن الأمر بالمعروف على وجوه إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذلك منه ويمنعون عن المنكر فالأمر واجب عليه ولا يسعه تركه ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه فتركه أفضل، وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه أفضل، ولو علم أنهم لو ضربوه صبر على ذلك ولا يشكو إلى أحد فلا بأس بأن ينهى عن ذلك وهو مجاهد ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منه ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر أفضل كذا في المحيط.

إذا استقبله الآمر بالمعروف وخشي أن لو أقدم عليه قتل فإن أقدم عليه وقتل يكون شهيدا كذا في التتارخانية.ويقال الأمر بالمعروف باليد على الأمراء وباللسان على العلماء وبالقلب لعوام الناس وهو اختيار الزندويستي كذا في الظهيرية.

অভিনয়ের জন্য বিধর্মী সাজা

প্রশ্ন : ইসলাম ও মুসলমানের মহিমা প্রকাশার্থে অথবা শিক্ষার উদ্দেশ্যে বা আনন্দ অনুষ্ঠানে যদি কোনো ইতিহাসভিত্তিক নাটক ও চরিত্রের প্রয়োজনে একপক্ষ নিজেদেরকে বিধর্মীরূপে বা বিধর্মীদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থাপন করে যেমন কেউ হিন্দু রাজা সাজল, কেউ তার সেনাপতি, কেউ সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি জায়েয হবে কি না?

'নকলে কুফুর' হিসেবে এর কোনো অবকাশ আছে কি না? বিশেষত যে ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেরই জানা থাকে যে এখানে প্রকৃতপক্ষে কুফুরীর বা অন্য কোনো খারাপ কিছু উদ্দেশ্য নয়। বিষয়টি হারাম হলে কুফুরীর আশংকাপূর্ণ কি না? অথবা তাকফীরের কোনো উসূলের আওতায় পড়ার কারণে ফতওয়া বা কাযার দৃষ্টিতে কাফের হবে কি না? বা এর সম্ভাবনা আছে কি না? সে ক্ষেত্রে নাটকে অংশগ্রহণকারী এবং উক্ত নাটক উপভোগকারী দর্শকদের তাজদীদে ঈমান বা তাজদীদে নেকাহ্ প্রয়োজন আছে কি না?

Scanned by CamScanner

বর্তমান যুগের অবস্থা, প্রচলন ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সব দিক বিবেচনায় রেখে সুচিন্তিত সমাধান কাম্য।

উত্তর : নাটকের সাথে ইসলামের নাম যোগ করাই ভুল। ইসলামী শরীয়তে কোনো ধরনের নাটকের পক্ষে সমর্থন নেই।

ইসলামের স্বার্থে হলেও বিধর্মী সেজে বিধর্মীদের প্রতিনিধি হয়ে নাটক ও অভিনয় নাজায়েয, যা প্রকারভেদে হারাম, কুফর ও মাকরূহে তাহরীমি–এই তিন ধরনের হতে পারে। যার ধরন নির্ণয় বিস্তারিত বিবরণের ওপর নির্ভরশীল। এতদসত্ত্বেও যারা কাফের সেজে এ ধরনের নাটক করছে তাদের উচিত সতর্কতামূলক তাওবা ও ঈমান নবায়ন করা। (১০/৩১৭)

📖 شرح الفقه الكبر (مكتبة رحمانية) صـ ١٨٥ : ولو شبه نفسه باليهود والنصارى أى صورة أو سيرة على طريق المزاح والهزل أى ولو على هذا المنوال كفر.

📖 المحيط البرهانى (ادارة القرآن) ٧ / ٤٢٧ : اذا شد الزنار على وسطه أو وضع العسل على كتفه فقد كفر.

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ٧ / ٣٤٥: اذا شد الزنار على وسطه او وضع العسل على كتفه فقد كفر وفى التمهيد سواء فعل من غير اعتقاد سخرية أو من اعتقاد، وإذا جعل المسلم منديله شبيه قلنسوة المجوس ووضع على رأسه، اختلفوا فيه أكثرهم على أنه يكفر.

📖 فتاوى علماء البلد الحرام صـ ١١٩٥ : السؤال – ما حكم تمثيل الصحابة والصالحين فيما يسمى بالتمثيليات الدينية وهل هناك فرق فى الحكم فيما اذا كان الممثل صالحا او غير صالح؟

الجواب – الذى أرى انه لا يجوز تمثيل الصحابة وأئمة المسلمين.

শিরকের পর তাওবা

প্রশ্ন : কেউ শিরক গোনাহ করে আল্লাহর কাছে তাওবা করলে তার গোনাহ মাফ হবে কি না?

উত্তর : খাঁটি দিলে তাওবা করলে শিরকের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। যার পদ্ধতি হলো, শিরক পরিহার করে নতুনভাবে ঈমান আনয়ন করা। (১/১০১/৮১)

Scanned by CamScanner

📖سورة الزمر الآية ٥٣ : ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

📖الدرالمختار (دار الكتاب ديوبند) ١ / ٣٥٦ : (وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة) -

নামায ও দ্বীনি কাজে মাইক ব্যবহারকারীদের কাফের বলা

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে কতিপয় কথিত মুফতীর দ্বারা কিছু ফতওয়া প্রকাশিত হয়েছে, যার দরুন এলাকার মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। সাধারণ মানুষের ঈমান এবং হারাম-হালাল নিয়ে টানাটানি চলছে। ফতওয়াসমূহ এই যে,

১. যান্ত্রিক ইবাদত অর্থাৎ ইবাদতের মধ্যে মাইক ব্যবহার করা হারাম।
২. মাইক দিয়ে আযান দেওয়া, লাউড স্পিকারের সাহায্যে নামায পড়ানো হারাম।
৩. মাইক দিয়ে ওয়াজ-নসীহত করাও হারাম এমনকি যে মসজিদে মাইক দিয়ে আযান হয় এবং নামায পড়ানো হয় সে সকল মসজিদের ইমাম ও মুসল্লী সব কাফের।
৪. তাদের হাতে জবাই করা কোনো জীবজন্তু খাওয়া যাবে না এবং তাদের পেছনে নামায হবে না। কেননা এরা কাফের-মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। তারা বিভিন্ন দেশের কিতাব দিয়ে হাওয়ালা দেয় এবং কোরআন শরীফ মাথায় নিয়ে শপথ করে এমনকি তারা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে যদি কেউ কোরআন-হাদীসের আলোকে ফতওয়া দিতে পারে তাহলে তাদেরকে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার টাকা) পুরস্কার দেবে।

অতএব মাননীয় মুফতী সাহেবের নিকট আমাদের এলাকাবাসীর আবেদন, উল্লিখিত ফতওয়াসমূহ কোরআন-হাদীসের আলোকে কতটুকু সঠিক? এ ব্যাপারে ফয়সালা দিলে এলাকার মানুষ নেহায়াত কৃতজ্ঞ হবে।

উত্তর : মানুষের কল্যাণ ও শান্তির জন্য যেসব জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে ও ভবিষ্যতে হবে, যার ব্যবহারে শরয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞা পাওয়া যায় না, সেসব বস্তুর ব্যবহার বৈধ। মাইক ওই সব জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যার ব্যবহারে শরয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তাই মাইকে আযান, ইকামত, ওয়াজ-নসীহত এবং সর্বপ্রকার ভালো ও বৈধ কাজে ব্যবহার জায়েয। তবে নামায পড়া অবস্থায় যান্ত্রিক বিভ্রাটের ফলে অসুবিধার সম্ভাবনা থাকলে নামাযে মাইক ব্যবহার না করা উত্তম। এতদসত্ত্বেও কেউ ব্যবহার করলে অবৈধ বলা যাবে না। অতএব এরূপ হালাল বস্তুকে হারাম এবং মাইকের ব্যবহারকারীকে কাফের ফতওয়া দিলে অনেক ক্ষেত্রে নিজেই কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যারা এ

Scanned by CamScanner

ধরণের শরীয়ত পরিপন্থী ভিত্তিহীন হাস্যকর উক্তির ওপর ভিত্তি করে সাধারণ মানুষের ঈমান ধ্বংস করে তারা মুসলিম মিল্লাতের চরম শত্রু ও বর্তমান যুগের জন্য ফেতনা। এ ধরনের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ ও প্রতিহত করার জন্য সকল মুসলিম জাতির এগিয়ে আসা ঈমানী দায়িত্ব। (৭/৬৯৫/১৭৯৮)

📖 سورة المائدة الآية ٨٧ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

📖 جواہر الفقہ 'جدید سائنس ایجادات اور شریعت اسلامی' (مکتبہ سیرت النبی) ٥/ ٣٨ : مذکور الصدر تفصیل کے بعد اصول شرعیہ کے ماتحت یہ معلوم کرلینا کچھ مشکل نہ رہا کہ عبادات غیر مقصودہ، وعظ، تقریر، درس وتدریس وغیرہ میں آلہ مکبر الصوت کا استعمال ایسا ہی جائز ہے جیسے سفر حج میں موٹر وہوائی جہاز کا یا جہاد میں ٹینک اور بم کا۔

📖 کفایت المفتی (مکتبہ امدادیہ) ٣/ ١٣ : سوال—اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے لئے منارے پر آلہ مکبر الصوت یعنی لاؤڈا سپیکر کا استعمال عند الشرع جائز ہے یا نہیں؟
الجواب—اذان کی آواز دور تک پہنچانے کے لئے منارے پر لاؤڈا سپیکر لگانا مباح ہے۔

📖 جدید فقہی مسائل ١/ ٥٢ : اب یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ لاؤڈا سپیکر کی آواز امام کی نقل اور چربہ نہیں ہے بلکہ معینہ امام کی وہی آواز ہے جو اس کی زبان سے نکلتی ہے، اس طرح اب لاؤڈا سپیکر سے نماز وامامت کے جواز پر علماء کا اتفاق ہو چکا ہے۔

বিনা কারণে কাউকে কাফের ঘোষণা করা

প্রশ্ন : বিগত ১৭/০৩/২০০২ ইং রোজ রবিবার হারপাকনা গ্রামে একটি ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলের মাইক ওই গ্রামের হিন্দু সুনীল ধরের মেড্ডা গাছে লাগানো হয়, তাই উক্ত গ্রামের হাজী সারওয়ার্দী গ্রামের ইমাম মো. মোবারক সাহেবকে বলেন যে হিন্দু বাড়িতে ওয়াজ মাহফিলের মাইক লাগানো ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক হবে কি না? জবাবে মো. মোবারক সাহেব বলেন, আমি হিন্দুদের নিকট হতে অনুমতি নিয়েছি। উক্ত মাহফিলে বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাও. রুহুল আমীন জিহাদীসহ কামারচর গ্রামের জামে মসজিদের ইমাম মো. ইব্রাহীম সাহেব আরো অন্যান্য উলামায়ে কেরাম। প্রকাশ থাকে যে গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি, যারা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে তাদের বিরুদ্ধে সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার্থে হাজী সারওয়ার্দী সর্বদাই প্রতিবাদ করে আসছেন। যার কারণে উক্ত ওয়াজ মাহফিলে ওই ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর মান-সম্মান ক্ষুণ্ণ করা ও সমাজে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে বক্তা জিহাদী সাহেবকে প্রলুব্ধ করে। তখন রুহুল আমীন সাহেব উত্তেজিত হয়ে মাইকে ঘোষণা করেন, হাজী সারওয়ার্দী অত্র মাহফিলে উপস্থিত হয়ে কামারচর মসজিদের ইমাম সাহেব মাওলানা ইব্রাহীম সাহেবের

Scanned by CamScanner

নিকট মাফ চাইতে হবে। এ ঘোষণার পর হাজী সারওয়ার্দী উক্ত মাহফিলে উপস্থিত না হলে জিহাদী সাহেব আবার মাইকে ঘোষণা করেন, আমি মাইকে ১৫ থেকে উল্টা ১ পর্যন্ত গণনা করব, এই সময়ের মধ্যে হাজী সারওয়ার্দী মাহফিলে হাজির না হলে তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করব। হয়তো হাজী সারওয়ার্দী মরবেন, নয়তো আমি মরব, তবুও এই মাঠ ছেড়ে যাব না। উল্টা ১৫ থেকে ১ পর্যন্ত গণনার পরও হাজী সারওয়ার্দী মাহফিলে উপস্থিত না হওয়ায় জিহাদী সাহেব হারপাকনা গ্রামের প্রাক্তন মেম্বার ফিরোজ খান সাহেব ও মতিউর রহমানকে হাজী সারওয়ার্দীর বাড়িতে পাঠান এবং বলেন, হাজী সারওয়ার্দীকে তাঁর বাড়ি হতে ধরে নিয়ে আসেন। তখন ফিরোজ খান ও মতিউর রহমান হাজী সারওয়ার্দীর বাড়িতে আসেন এবং বলেন, আপনি আমাদের সাথে ওয়াজ মাহফিলে চলুন। তখন হাজী সারওয়ার্দী তাঁদের সাথে ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত হন। রুহুল আমীন জিহাদী সাহেব হাজী সারওয়ার্দীকে প্রশ্ন করেন, আপনি হিন্দু বাড়িতে মাইক বাঁধতে বাধা দিলেন কেন? উত্তরে হাজী সারওয়ার্দী সাহেব বলেন, আমি হিন্দু বাড়িতে মাইক বাঁধতে বাধা প্রদান করিনি। তবে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবকে বলেছি, হিন্দু বাড়িতে মাইক বাঁধা ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক হবে কি না? জিহাদী সাহেব সারওয়ার্দী সাহেবকে প্রশ্ন করেন, আপনি বলেছেন কামারচর হতে মাও. ইব্রাহীম সাহেবের ভাত উঠে গেছে। তার উত্তরে হাজী সারওয়ার্দী সাহেব বলেন, তা আমি বলিনি। কামারচর নিবাসী আ. রশিদের জানাযা ও জানাযায় উপস্থিত মুসল্লীদেরকে উপেক্ষা করে নামায না পড়ে কবরস্থান হতে ইব্রাহীম সাহেব বাড়িতে চলে এলে ওই গ্রামের লোকেরা বলাবলি করে যে ইব্রাহীম হুজুরের কামারচর হতে ভাত উঠে গেছে তাই সে কথাটি আমি বলেছি। জিহাদী সাহেব হাজী সারওয়ার্দীকে প্রশ্ন করেন, আপনি বলেছেন, হারপাকনা গ্রামের মসজিদের ইমাম মো. মোবারক সাহেবের (আপনাদের টাকা খেয়ে) গায়ে চর্বি হয়ে গেছে। উত্তরে হাজী সারওয়ার্দী বলেন, আমাদের মসজিদের ইমাম মোবারক সাহেব আমাদের টাকায় বেতন পান আর আমাদের গীবত করেন। এটা কি ঠিক? তাই আমি বলেছি। জিহাদী সাহেব সারওয়ার্দীকে প্রশ্ন করেন, আজকের মাহফিলের ওয়াজ আপনি শুনেছেন কি না? উত্তরে হাজী সারওয়ার্দী বলেন, হ্যাঁ, আপনার দুটি গান শুনেছি আর আওয়াজও শুনেছি। তখন জিহাদী সাহেব বলেন, আপনি গান বলছেন কেন? উত্তরে হাজী সারওয়ার্দী বলেন, আপনি দুটি গান হতে দুটি কলি বলেছেন এটা কি আপনি অস্বীকার করতে পারবেন? যথা: ঘুম ভাঙ্গাইয়া গেল রে মরার কোকিলে... অপরটি হলো, ও নিমাই নিমাইরে... তখন জিহাদী সাহেব বলেন, আমি উদাহরণস্বরূপ বলেছি। আর সাথে সাথে জিহাদী সাহেব উত্তেজিত হয়ে হাজী সারওয়ার্দীকে কাফের বলে ঘোষণা দেন এবং বলেন, হাজী সারওয়ার্দী কাফের হয়ে গেছে এবং তার স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। প্রকাশ থাকে যে সঠিক প্রমাণাদির জন্য ওয়াজের ক্যাসেটটি সাথে দেওয়া হলো। উপরে উল্লিখিত জিহাদী সাহেবের প্রশ্ন ও হাজী সারওয়ার্দীর উত্তরের শরীয়তে তার হুকুম কী?

উত্তর : কোনো মুসলমানকে শরয়ী কারণ ছাড়া কাফের বলা বা ঘোষণা দেওয়া মারাত্মক অপরাধ ও কবীরা গোনাহ। হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে যাকে কাফের বলা হবে, সে

Scanned by CamScanner

যদি বাস্তবে কাফের হয়ে থাকে তাহলে কাফের শব্দ তার ওপর প্রয়োগ হবে। অন্যথায় উক্ত শব্দ কাফের ঘোষণাকারীর দিকে ফিরে আসবে। তাই কাউকে কাফের ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই জরুরি। প্রশ্নের বিবরণে হাজী সারওয়ার্দীকে শরীয়তের বিধান মতে কাফের ঘোষণা দেওয়ার মতো কোনো শরয়ী প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই প্রশ্নের বিবরণ যদি সত্যও হয় তাহলে হাজী সারওয়ার্দীকে কাফের বলা বা ঘোষণা দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয ও মারাত্মক অপরাধ। বরং সে পূর্বের মতো মুসলমান হিসেবে সমাজে গণ্য হবে। (৮/৫৯৬)

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢ / ٤٦ (٦٠) : عن ابن عمر ﷺ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرء قال لاخيه كافر فقد باء بها احدهما ان كان كما قال والا رجعت عليه.

📖فيه ايضًا ٢ / ٥٠ (٦٤) : عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

📖رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٢٤ : لا يفتى بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن او كان فى كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة-

মুরতাদের জন্য দু'আ

প্রশ্ন : মৃত শামছুল আলম খান (বিএসএস, অর্থনীতি লন্ডন) পিতা : মৃত মোতাহার ইসলাম খান, ৪৩ স্বামীবাগ, ঢাকা। তিনি পশ্চিম জার্মানির একজন খ্রিস্টান মেয়েকে বিবাহ করেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। হিলমার ইসলাম, নাসিম ইসলাম ও শামিমা ইসলাম। তাঁর বড় ছেলের বয়স ৩৪ বছর। তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সবাই খ্রিস্টান। শামছুল ইসলাম সাহেব মাঝে মাঝে বাংলাদেশে এলে ঈদের নামায ও জুমু'আর নামায পড়তেন। তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেননি। কিন্তু একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "কোরআনে কিছু ভুল আছে", তিনি জার্মানির কমার্স ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর জানা যায় যে তিনি ব্যাংকে প্রায় দশ কোটি টাকা (বাংলাদেশি টাকায়) এবং বহু মূল্যের সম্পত্তি রেখে গেছেন। তিনি গত ২৭/০২/৯৬ ইং মঙ্গলবার কলকাতায় মারা যান।

এখন জিজ্ঞাসা হলো, ইসলাম ধর্মের নিয়মানুযায়ী মৃত শামছুল ইসলাম খানের জন্য দু'আ বা কালাম পাঠ করা যাবে কি না?

উত্তর : কোনো মুসলমানের জন্য এ কথা বলা যে "কোরআনে কিছু ভুল আছে" মারাত্মক অপরাধ এবং ধৃষ্টতা। অনেক ক্ষেত্রে এসব কুফুরী বাক্য উচ্চারণে মুসলমান

Scanned by CamScanner

ইসলামের সীমারেখা থেকে বের হয়ে যায়। এতদসত্ত্বেও যদি অন্তরে কোরআনকে আল্লাহপ্রদত্ত নির্ভুল আসমানী কিতাব বলে বিশ্বাস রাখে, যা শামছুল ইসলাম খানের মৃত্যুর পূর্বে বাহ্যিক আমল তথা জুমু'আ ও ঈদের নামায পড়ার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, এতটুকু প্রমাণই তাঁকে মুসলমান বলার জন্য যথেষ্ট বিধায় তাঁর জন্য দু'আ বা কালাম পাঠে কোনো আপত্তি নেই। (৬/৬২৯/১৩৪৪)

📖شرح الفقه الاكبر (مكتبة رحمانية) صـ ١٦٧: او انكر آية من كتاب الله او عاب شيئا من القرآن او انكر كون المعوذتين من القرآن غير مؤول كفر، قلت : وقال بعض المتأخرين كفر مطلقا اول او لم يؤول، لكن الاول هو الصحيح المعول، وفيه ايضًا: ومن حجد القرآن كله او سورة منه او آية، قلت: وكذا كلمة او قراءة متواترة او زعم انها ليست من كلام الله تعالى كفر.

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٢٤٣ : وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع -

মৃত্যুর পূর্বে ঈমান হারালে পূর্বের আমল নষ্ট হয়ে যাবে

প্রশ্ন : একজন মুসলমান সারা জীবন রোজা-নামায আদায় করল এবং সাধ্যমতো ইবাদত-বন্দেগী ও দান-সদকা করার পর আল্লাহ না করুন মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যদি ঈমানহারা হয়ে যায় তবে তার সারা জীবনের ঈমান, আক্বীদা, রোজা, নামায ও ইবাদত-বন্দেগীর কী হবে? আল্লাহ তা'আলা তো অণু পরিমাণ প্রতিটি ভালো-মন্দ কাজেরও বদলা দেবেন। কিন্তু ওই লোকের পরিণতি কী হবে?

উত্তর : যে সকল মুসলমান সারা জীবন আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যে কাটিয়েছে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করার তাওফীক দেবেন। আল্লাহ না করুন যদি কোনো মুসলমান শয়তানের ধোঁকায় পড়ে ঈমানহারা হয়ে মারা যায়, তাহলে তার সমস্ত আমল নষ্ট হয়ে যাবে, আখেরাতে সে কিছুই পাবে না। কারণ ইবাদত-বন্দেগীর প্রতিদান আখেরাতে পাওয়ার জন্য ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করা পূর্বশর্ত। (১০/৬২৫/৩২৭১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ٢٣٨ (٦٦٠٧) : عن سهل بن سعد: أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين، في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه

Scanned by CamScanner

وسلم فقال: «من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا» فاتبعه رجل من القوم، وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين، حتى جرح، فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا، فقال: أشهد أنك رسول الله، فقال: «وما ذاك» قال: قلت لفلان: «من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه» وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم».

বড়দিনে চার্চে গমন

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী গত ২১/০৬/২০০৯ ইং তারিখে ঢাকা জর্জ কোর্টে খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয় এবং একজন আলেম দ্বারা কালেমা পড়ে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক আমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিবাহের পর আমার স্ত্রী আমার সাথে নামায অনিয়মিতভাবে আদায় করত। নামাযের মধ্যে আমি তাকে কোনো আবেগ, আল্লাহর প্রতি ভয়, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা অনুভব করিনি। ভাবতাম, আল্লাহ যদি চান আস্তে আস্তে হেদায়াত হয়ে যাবে।

সমস্যার বিষয় হলো, গত ২৫/১২/০৯ ইং তারিখে বড়দিনে আমার অজান্তে আমার স্ত্রী তার বাবা-মার সহিত স্বেচ্ছায় চার্চে (গির্জায়) গমন করে এবং খ্রিস্টান ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা করে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, মা-বাবাকে খুশি করতে ও কষ্ট না দিতে চার্চে গিয়েছিলাম। এর পর থেকে আমি তাকে তার মা-বাবার বাড়িতেই রেখে দিয়েছি আমার নিকট আসতে দেইনি। আমার প্রশ্ন হলো :

১. ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক একজন মুসলিম অন্য ধর্মের উপাসনালয়ে গিয়ে প্রার্থনা করলে তার সাথে বিবাহ বন্ধন থাকে কি না? যদি না থাকে তাহলে সংশোধনের উপায় কী?
২. ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক স্ত্রীর বাবা-মা আমার শ্বশুর-শাশুড়ি কি না? যদিও তারা এখনো খ্রিস্টান।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমানের জন্য খ্রিস্টানদের গির্জায় গিয়ে তাদের প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করা মারাত্মক গোনাহ এবং ঈমানবিধ্বংসী কাজের অন্তর্ভুক্ত। তবে তাদের কুফুরী আক্বীদায় বিশ্বাসী না হলে শুধুমাত্র প্রার্থনার কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে না। তাই আপনার স্ত্রীর সাথে বিবাহ বন্ধন অটুট আছে। তবে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ না করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সাথে বিগত দিনের ভুলের জন্য আল্লাহ পাকের কাছে খাঁটি দিলে তাওবা করা আবশ্যক। হ্যাঁ, সতর্কতামূলক কালেমা পাঠ করে ঈমান নবায়ন করার পর সামান্য মোহর ধার্য করে বিবাহ নবায়ন করে নেওয়া উত্তম। (১৬/৮৬৯/৬৮৩৫)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤/ ٢٢٣- ٢٢٤ : روى الطحاوى عن اصحابنا لا يخرج الرجل من الايمان الا جحود ما أدخله فيه ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها، ومايشك أنه ردة لا يحكم بها، إذالإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو.

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (مكتبة زكريا) ٦ / ٣٢٢ : وما كان فى كونه كفرا اختلاف يؤمر قائله بتجديد النكاح والتوبة احتياطا.

📖 فتاوى محموديہ (ادارۂ صدیق) ١٩ / ٥٧٥ : الجواب-اگر یہ انکی مذہبی عبادت ہے تو اس میں ہر گز شرکت جائز نہیں ہے اگر مذہبی عبادت نہیں محض قومی یا ملکی خوشی کا دل ہے تواس کا حکم زیادہ سخت نہیں اگرچہ اس سے بھی بچنے کا حکم ہے مگر ہلکا ہے۔

২. শ্বশুর-শাশুড়ি হলো পিতা-মাতার ন্যায়। তাঁরা অন্য ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও আপনার শ্বশুর-শাশুড়ি হিসেবেই গণ্য হবে। তাঁদের সাথে সদাচরণ করা, তাঁদেরকে ইসলামের প্রতি ধাবিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

📖 تفسيرروح المعانى (دار الحديث) ٨ / ٨١ : وقد ورد فى فضل البر ما لا يحصى كثرة من الاحاديث وصح عد العقوق من اكبر الكبائر وكونه منها هو ما اتفقوا عليه وظاهر كلام الأكثر ين بل صريحه انه لا فرق فى ذلك بين أن يكون الوالدان كافرين وأن يكو نا مسلمين -

📖 معارف القرآن ٥ / ٣٩

একাধিক ধর্মে বিশ্বাসী মুসলমান নয়

প্রশ্ন : একজন হিন্দু মুসলমান হওয়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিল। কিন্তু তার স্ত্রী ও ছেলেরা তাকে কোনো ওষুধ খাইয়ে তার বোধশক্তি কমিয়ে দেয়, ফলে সে নিয়মতান্ত্রিকভাবে

Scanned by CamScanner

মুসলমান হতে পারেনি। তবে সে নামায পড়ে, রোজাও রাখে, আল্লাহকে এক স্বীকার করে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কেও রাসূল হিসেবে মানে। দুঃখজনক বিষয় হলো, সে হিন্দু ধর্মের সব রীতিনীতিও পালন করে। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলে, আমি তো ধর্মযাজক নই! কোন ধর্ম আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য তা ধর্মযাজকরাই জানেন। এখন আমার জানার বিষয় হলো, এ লোকটি শরীয়তের বিধান মোতাবেক কোন ধর্মের অনুসারী হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর : হিন্দু ধর্মের অনুসারী তথা বহু খোদা বিশ্বাসী ও মূর্তিপূজারী বেদ্বীন, কাফের হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র নামায পড়া ও রোজা রাখার দ্বারা একজন অমুসলিম মুসলমান হয় না, বরং অন্য ধর্মের ধর্মীয় রীতিনীতিকেও পরিহার করে চলা মুসলমান হওয়ার পূর্বশর্ত। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তিকে মুসলমান বলা যাবে না। বরং তাকে হিন্দু ধর্মের অনুসারীই বলা হবে। (১২/৫০২)

📖 سورة الحج الآية ٣٠ : ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾

📖 شرح العقائدالنسفية (المكتبة الضميرية) صـ ١١٨ : كما فرضنا أن أحدًاصدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسلمه وأقرّ به وعمل ومع ذلك شد الزنار بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار نجعله كافرا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار-

ঢিলার ব্যবহারকে যিনার সাথে তুলনা করা কুফুরী

প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেব বলেন, ঢিলা দিয়ে কুলুখ করা মাটির সঙ্গে যিনা করা এবং তিনি নিজে প্রস্রাবের পর শুধু পানি ব্যবহার করেন। শরীয়তে এর হুকুম কী?

উত্তর : ঢিলা দিয়ে কুলুখ করা সুন্নাত, যা বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুন্নাতকে যিনার সাথে তুলনা করা সুন্নাতের অবমাননা বৈ কিছুই নয়, যা কুফুরী। এ ধরনের কথা শুধুমাত্র ভ্রান্ত ও পথচ্যুত ব্যক্তিই বলতে পারে। (১৫/৫৭/৫৯২৪)

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٢ / ٢٦٥ : رجل قال لغيره: كلما كان يأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلحس أصابعه الثلاث فقال ذلك الرجل 'اين بي أدبي است' فهذا كفر إذا قال: چه نغز رسم يست دهقان راكه طعام خورند ودست نشويند قال: إن كان تهاونا بالسنة يكفر، ولو قال: اين چه رسم است سبلت بست كردن ودستار بزير گلو

Scanned by CamScanner

آوردن فإن قال ذلك على سبيل الطعن في سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد كفر كذا في المحيط. اگرورروز عاشورا یکے را گویند کہ سرمہ کن کہ سرمہ کردن دریں روز سنت است او گوید کار زنان ومخنثاں بود کافر گردد.

খেলায় জিতলে ইবাদতের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করা

প্রশ্ন : খেলাধুলাকে কেন্দ্র করে অনেককে দু'আ, মিলাদ-মাহফিল বা খেলায় জিতলে অনেককে দান-খয়রাত, নফল রোজা, নফল নামাযসহ বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করতে দেখা যায়। এসব কি জায়েয? এতে ঈমান চলে যাবে কি না?

উত্তর : যেহেতু প্রচলিত খেলাধুলা সাওয়াবের কাজ নয় বরং গোনাহ। তাই গোনাহের কাজের জন্য দু'আ করাও গোনাহ। অনুরূপ খেলায় জিতলে দান-খয়রাত, নফল রোজা, নফল নামাযসহ বিভিন্ন আমলের মাধ্যমে শুকরিয়া আদায় করাও শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্যতম অপরাধ। এসব গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে বেঈমান বলা না গেলেও অবশ্যই সে ফাসেক। (৬/২১৮/১১৪৭)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١ / ٩٢ (١٦٤١) : عن عمران بن حصين قال: ... ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله ان نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد» . وفي رواية ابن حجر: «لا نذر في معصية الله» .

📖 فتنہ ٹی وی (مفتی ارشاد صاحب) ۳۹ : گناہوں کے آلات واسباب پر خوشی ومسرت کے اظہار کبائر میں داخل ہے چنانچہ علامہ ابن حجر ھیتمی نے اسے زواجر کے فصل ۳۳ ویں نمبر میں بیان کیا ہے۔

📖 ایضافیہ ۳۰ : علامہ قرطبی نے ذکر کیا ہے حقيقة الشكر على هذا الاعتراف بالنعمة للمنعم والا يصرفها فى غير طاعة شکر کی حقیقت یہ ہے کہ منعم کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے اور اس کو اطاعت وعبادت کے علاوہ گناہ میں صرف نہ کیا جائے۔

Scanned by CamScanner

অনৈসলামিক আইনের সমর্থন

প্রশ্ন : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যমুখী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সংবিধান ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসবিরোধী এবং ইসলামবিরোধী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠায় তারা সক্রিয়। যারা এরূপ সংবিধানে বিশ্বাসী বা দলীয়ভাবে সেই সংবিধানকে সমর্থন জানায় এবং শরীয়তবিরোধী আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা কি মুসলমান? যদি তাদেরকে মুসলমান বলা হয়, তাহলে কোন দলিলে বলা হয়? আর যদি বাস্তবে মুসলমান না হয়, তাহলে আলেম সমাজ তাদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা দিচ্ছেন না কেন?

অধমের বিনীত নিবেদন, উক্ত বিষয়গুলোর কোরআন ও হাদীসের আলোকে উত্তর দিয়ে উপকৃত করবেন।

উত্তর : ইসলামী আক্বীদাবিরোধী সংবিধান প্রণয়ন, আইন প্রবর্তন এবং অনুরূপ সংবিধান বা আইন-কানুনে বিশ্বাস বা সমর্থন কুফুরী কাজ। এরা ক্ষেত্রবিশেষ জালেম, ফাসেক বা কাফের গণ্য হবে। (৩/২২৬/৫৫০)

📖 سورة المائدة الآية ٤٤ : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

📖 سورة المائدة الآية ٤٥ : ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

📖 سورة المائدة الآية ٤٧: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٢ / ٦٣ : عن ابن عباس، قوله: {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير.

📖 تفسير الكشاف (دار الكتاب العربي) ١ / ٦٣٧ : ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهيناً به فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون وصفٌ لهم بالعتوّ في كفرهم حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة وتمرّدوا بأن حكموا بغيرها.

📖 تفسیر عثمانی (مجمع الملک فهد) ص۱۵۲ : 'ما انزل الله' کے موافق حکم نہ کرنے سے غالبا یہ مراد ہے کہ منصوص حکم کے وجود ہی سے انکار کردے اور اس کی جگہ دوسرے

احکام اپنی رائے اور خواہش سے تصنیف کرلے جیساکہ یہود نے ''حکم'' رجم کے متعلق کیا تھا تو ایسے لوگوں کے کافر ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے اور اگر مراد یہ ہو کہ ''ماانزل اللہ '' کو عقیدۃً ثابت مان کر پھر فیصلہ عملاً اس کے خلاف کرے تو کافر سے مراد عملی کافر ہوگا، یعنی اس کی عملی حالت کافروں جیسی ہے۔

জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস কথাটির হুকুম

প্রশ্ন : "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"–এ উক্তিটি কতটুকু সত্য। এ কথায় বিশ্বাসী হলে কোনো গোনাহ হবে কি? অথবা রূপক অর্থে সঠিক ধরে নেওয়া যায় কি? কোরআনের আয়াত تؤتی الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء এর সাথে এর বিরোধ আছে কি?

উত্তর : ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাস মতে আল্লাহ তা'আলাই সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র ও সার্বভৌম অধিকারী। যেকোনো মুসলমান তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে বাধ্য। এর বিপরীতধর্মী বিশ্বাস ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক।

প্রশ্নে উল্লিখিত "জনগণই ক্ষমতার সকল উৎস" উক্তিটি যদি তার প্রকৃত অর্থে তথা যাবতীয় আইন-কানুন রচনা, বাস্তবায়ন ও সরকারের উত্থান-পতনের সার্বিক ক্ষমতা জনগণের হাতেই রয়েছে অর্থে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তা ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ও শিরক। তবে যদি তা প্রকৃত অর্থে না নিয়ে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই সকল ক্ষমতার উৎস, তার সার্বভৌম ক্ষমতায়ই মহাজগতের সার্বিক কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রিত হয় বলে বিশ্বাস করা হয়, তবে পার্থিব জীবনে কারো ক্ষমতা লাভ ও প্রয়োগাধিকার বা সে ক্ষমতার পতন বাহ্যত জনগণের রায়ের মাধ্যমেই কার্যকর হয়ে থাকে এ উদ্দেশ্যে বলে থাকলে তা ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী বা শিরকের পর্যায়ের হবে না বটে, কিন্তু যেহেতু শিরকী বাক্যের সাথে এ ধরনের উক্তির সামঞ্জস্য রয়েছে এবং এর দ্বারা মুসলমানদের আক্বীদা বিশ্বাসে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার আশংকাও প্রবল, অধিকন্তু স্লোগানটি অধুনা বিশ্বের রাজনৈতিক ময়দানে গণতন্ত্রের নামে নাস্তিক্যবাদী তন্ত্রমন্ত্রের মূলনীতি বলে স্বীকৃত, তাই এসব কারণে এ ধরনের উক্তি একান্তভাবে বর্জনীয়। প্রত্যেক মুসলমানের এ ধরনের উক্তি থেকে বিরত থাকা আবশ্যকীয়। (১/৩৩০)

📖سورة آل عمران الآية ٢٦ : ﴿قُلِ اللهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ﴾

Scanned by CamScanner

📖 سورة المائدة الآية ١٢٠ : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

📖 سورة سبأ الآية ٢٢ : ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾

📖 سورة البقرة الآية ١٠٤ : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

📖 صحيح مسلم (نسخة هندية) ٢ / ١٩٣ : عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أخبره، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها» .

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمر رضـ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم».

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ١ / ١٥٣ : نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم.

📖 فيه أيضا ١ / ١٥٣ : ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم واعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٨ / ٣٣٥ : ونادى آخرون مع ظهور نظرية العقد الاجتماعي لروسو بأن الأمة مصدر السلطات، أي هي التي لها حق التشريع، وهي التي تعين الحكام وتمنحهم السلطة والسيادة ... ... بأنهم يمثلون إرادة الشعب المقدسة. والإسلام لا يقر جعل الأمة مصدر السلطة التشريعية؛ لأن التشريع لله وحده، والأمة وحدها صاحبة الخلافة في الأرض في تنفيذ أحكام الشريعة، والخليفة وأعوانه وقضاته وكلاء عن الأمة في أمور الدين وفي إدارة شؤونها بحسب شريعة الله ورسوله.

Scanned by CamScanner

الفرق الباطلة

ভ্রান্ত মতবাদ

মওদুদী ও খোমেনীর মতবাদ

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর দলভুক্ত কারা? মওদুদী ও খোমেনী মতবাদ বলতে কী বোঝায়? যারা মওদুদী আক্বীদা বিশ্বাস করে জামায়াতে ইসলামী করে, আর যারা জামায়াত-শিবির করে; কিন্তু মওদুদী আক্বীদায় বিশ্বাসী নয়, তাদের সকলের হুকুম কি এক ও অভিন্ন?

উত্তর : মওদুদী মতবাদ বলা হয়, বিংশ শতাব্দীর সমালোচিত ব্যক্তি কথিত ইসলামী চিন্তাবিদ আবুল আ'লা মওদুদীর স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনাকে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌলিক নীতি ও আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক। মি. মওদুদীর মতবাদকে যারা ব্যক্তিগত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনে লিপ্ত তাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর দল বলে। মি. খোমেনীর মতবাদ ইসলামের মূলনীতি পরিপন্থী মতবাদ, যার অনুসরণকারীদেরকে শিয়া বলা হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখতে পারেন "মওদুদী খোমেনী ভাই ভাই" নামক পুস্তিকাটি। এ ছাড়া এ বিষয়ের ওপর আরো অনেক প্রকাশিত বই-পুস্তক পাওয়া যায়।

অন্যদিকে মওদুদী সাহেবের মতবাদ ও চিন্তা-চেতনায় একমত না হয়ে জামায়াত-শিবির করতে পারে বলে আমরা মনে করি না। গোলাম আযমের বক্তব্য এর বড় প্রমাণ যে, "বর্তমান জামায়াত ও মওদুদী চিন্তাধারা এক ও অভিন্ন"। অতএব উভয়ের হুকুম এক ও অভিন্ন। কেউ এর ব্যতিক্রম থাকলে অর্থাৎ তার আক্বীদা পোষণ না করে শুধু আন্দোলন করলে তাকেও পথভ্রষ্ট বলা হবে। কারণ এই আন্দোলনের রূপরেখাও শরীয়ত সমর্থিত নয়। (৭/২৯৪/১৬২২)

📖الأستاذ المودودى وشيء من حياته وأفكاره للعلامة البنورى

ص ٤٣ : وقد قلت وأقول: إن كلامه فى حق الأنبياء والرسل كلام كله فظيع لا يستساغ ولا يحتمل، وكذلك فى حق الصحابة عليهم رضوان الله فهذا هو تفهيمه" لا ادرى ولست إخال أدرى كيف يخفى على الناظرين المغرمين به أمثال هذه الأمور، فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور فرحم الله من أنصف وانقاد للحق

Scanned by CamScanner

ولم يتعسف، فقد اتضح كصديع الفجر أن الاستاذ المودودى هداه الله الى الحق قد حط من كبار الانبياء، فحط آدم ونوحًا وابراهيم وموسى ويوسف وداود ويونس حتى خاتم النبيين وحبيب رب العالمين سيد ولد آدم اجمعين عليه وعليهم صلوات الله وسلامه وتحياته الى يوم الدين بكلمات قبيحة فى غاية الخطر.

মওদুদী ও তাঁর দলের সাথে সম্পৃক্ততা

প্রশ্ন :

ক. আমি ইতিপূর্বে তাবলীগ করতাম, পরবর্তীতে একসময় জামায়াতে ইসলামীর মিটিংয়ে বসি। তাদের কর্মসূচি ভালো লাগায় জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক হই বা জামায়াতে ইসলামী করি। এতে আমার ঈমান ও আক্বীদার মধ্যে কোনো প্রকার ত্রুটি আসবে কি? অনেকে আমাকে তাওবা করতে বলেন।

খ. জামায়াতে ইসলামীর অনুসারী ইমামের পেছনে নামায পড়া যাবে কি না?

গ. মওদুদী কি আসলেই ভুল করেছেন? করে থাকলে দু-একটি উদাহরণ দেবেন?

ঘ. মওদুদীও ভুল করেছেন, অন্য ইমামগণও ভুল করেছেন (যেমন জালালাইন শরীফের গ্রন্থকার) তাহলে মওদুদী ও সাহেবে জালালাইনের ভুলের মধ্যে পার্থক্য কী?

ঙ. কোনো ব্যক্তি যদি মওদুদী আক্বীদার পূর্ণ বিশ্বাসী না হয়ে জামায়াতে ইসলামী করে তাহলে তার ঈমান ও আক্বীদার মধ্যে কোনো অসুবিধা হবে কি?

উত্তর : জনাব, আপনার কথায় ফুটে উঠেছে যে আপনি একজন বিজ্ঞজন, তাই আপনার নজরে ইমামদের ও সাহেবে জালালাইনের ভুল ধরা পড়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় মওদুদী সাহেবের ভুল ধরা পড়ল না। অথচ তাঁর ভুলের সূচিসম্বলিত কয়েক শত বই-পুস্তক প্রকাশ হয়েছে। উপমহাদেশের বরেণ্য আলেম সমাজ তাঁকে পথভ্রষ্ট এবং তাঁর প্রচারিত চিন্তাধারাকে ইসলামের অপব্যাখ্যা বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এমনকি মওদুদী অনুসারীদের পেছনে নামায না পড়ার ফতওয়াও দিয়েছেন। যেহেতু জামায়াতের আমির গত ১৯৯১ ইং সালের আগস্ট মাসে ঘোষণা দিয়েছেন যে "মওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামী এক ও অভিন্ন" তাই আপনার পৃথক্করণ কারো নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

Scanned by CamScanner

সত্য অন্বেষণকারীর জন্য এতটুকু উত্তরই যথেষ্ট বলে মনে করি। আল্লাহ তা'আলা সকলকে হক্কানী আলেমের অনুসরণের তাওফীক দান করুন। আমীন। (১/২০৩)

মওদুদীপন্থী দলে শামিল হওয়া

প্রশ্ন : "জামায়াতে ইসলামী" দল করা জায়েয কি না?

উত্তর : বিংশ শতাব্দীর সমালোচিত ব্যক্তি তথাকথিত ইসলামী চিন্তাবিদ মিস্টার আবুল আলা মওদুদীর স্বতন্ত্র চিন্তা-চেতনা, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌলিক নীতি ও আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক ওই মতবাদকে যারা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনে লিপ্ত তাদেরকে জামায়াতে ইসলামী তথা মওদুদী জামায়াত বলে। অন্যদিকে জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ গোলাম আযমের স্পষ্ট ঘোষণা "জামায়াত ও মওদুদী মতবাদ এক ও অভিন্ন" থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে জামায়াতে ইসলামীর দল মওদুদী মতবাদে বিশ্বাসী। মওদুদী মতবাদ যেহেতু শরীয়ত সমর্থিত নয়, তাই হক্কানী উলামায়ে কেরাম তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত উক্ত মতবাদকে আজ পর্যন্ত পরিহার করে আসছেন। সাথে সাথে অসংখ্য বই-পুস্তকের মাধ্যমে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদেরকে সতর্ক করে আসছেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদাবিরোধী মওদুদী মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া বা তার দলভুক্ত হওয়াকে ভ্রষ্টতা বলে উলামায়ে কেরাম ফতওয়া দিয়েছেন। সুতরাং তথাকথিত জামায়াতে ইসলামী তথা মওদুদী মতবাদকে পরিহার করে সঠিক ইসলামী দল তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদায় বিশ্বাসী যেকোনো দলে যোগ দিয়ে সত্যিকারের ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠায় সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া জরুরি। (৮/২৩৭/২০৬০)

📖 کفایت المفتی (مکتبۂ امدادیہ) ۱/ ۳۲۰ : سوال — مودودی صاحب کے زیر اثر جو جماعت اسلامی ہے اس میں شرکت کرنا ان سے تعلق رکھنا ان کی تصانیف پڑھنا کیسا ہے؟

جواب — مودودی جماعت کے افسر مولوی ابوالاعلی مودودی کو میں جانتا ہوں وہ کسی معتبر اور معتمد علیہ عالم کے شاگرد اور فیض یافتہ نہیں ہیں، اگرچہ انکی نظر اپنے مطالعہ کی وسعت کے لحاظ سے وسیع ہے تاہم دینی رجحان ضعیف ہے، اجتہادی شان نمایاں ہے، اور اسی وجہ سے ان کے مضامین میں بڑے بڑے علماء اعلام بلکہ صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہیں، اسلئے مسلمانوں کو اس تحریک سے علیحدہ رہنا چاہئے اور ان سے میل جول ربط واتحاد نہ رکھنا چاہئے، ان کے مضامین بظاہر دلکش اور اچھے معلوم ہوتے ہیں، مگر ان میں ہی وہ باتیں دل میں بیٹھتی جاتی ہیں جو طبیعت کو آزاد کردیتی ہیں، اور بزرگان اسلام سے بدظن بنادیتی ہیں.

Scanned by CamScanner

📖 وفیہ ایضاً ۱/ ۳۲۰ : سوال— محترمی و مکرمی مفتی صاحب مد ظلہ العالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی نے جناب کے اسم گرامی سے یہ فتوی موسوم کیا ہے کہ مولانا ابوالاعلی مودودی کی جماعت اسلامی سے متعلق حضرات کافر ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات درست ہے ؟ کہ جناب نے جماعت اسلامی کے متعلق ایسا فتوی صادر فرمایا ہے تو پھر یہ خاکسار بلاچوں وچرا اس کو تسلیم کریگا، اس لئے کہ جناب کی ذات والاصفات پر بندہ کو کامل اعتماد ہے، کہ آپ دین کے معاملہ میں امت محمدی کے کسی فرد کو کسی حالت میں گمراہ نہ کرینگے۔

جواب—مکرمی جناب میر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولوی ابوالاعلی مودودی اور ان کی اسلامی جماعت کے متعلق میں نے گمراہ ہونے اور اسلام میں ایک فتنہ ہونے کا بیان تو دیا ہے کافر ہونے کا بیان ابھی تک نہیں دیا ہے، تاہم فتنہ قوی اور بہت اندیشہ ناک ہے۔

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۱/ ۱۷۰- ۱۷۱ : سوال— ... ...مودودی صاحب اور انکی جماعت جمہور اہل سنت والجماعت کے طریقہ پر ہے یا نہیں ؟ اور مذاہب اربعہ میں سے ان کا کس مذہب سے تعلق ہے؟... ...

الجواب— ... ...احقر کے نزدیک مولانا مودودی صاحب کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ عقائد اور احکام میں ذاتی اجتہاد کی پیروی کرتے ہیں، خواہ انکا اجتھاد جمہور علمائے سلف کے خلاف ہو، حالانکہ احقر کے نزدیک منصب اجتھاد کے شرائط ان میں موجود نہیں، اس بنیادی غلطی کی بناء پر ان کے لٹریچر میں بہت سی باتیں غلط اور جمہور علمائے اہل سنت کے خلاف ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تحریروں میں علماء سلف یہاں تک کہ صحابہ کرامؓ پر تنقید کا جو انداز اختیار کیا ہے وہ انتہائی غلط ہے، خاص طور سے ''خلافت وملوکیت'' میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جس طرح تنقید ہی نہیں بلکہ ملامت کا ہدف بھی بنایا گیا ہے، اور اس پر مختلف حلقوں کی طرف سے توجہ دلانے کے باوجود اصرار کی جو روش اختیار کی گئی ہے وہ جمہور علماء اہل سنت والجماعت کے طرز کے بالکل خلاف ہے۔

Scanned by CamScanner

মওদুদীর তাফসীর শোনা

প্রশ্ন : মওদুদীপন্থী জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবির আমাদের হোস্টেলের নামাযের ঘরে আসর নামাযের জামাত শেষে কোরআনের সূরার বাংলা অনুবাদ ও তাফসীর বর্ণনা করে। বেশির ভাগ সময় বিভিন্ন হাদীস পাঠ করে শোনায়। এগুলো অনেক সময়ই তাদের মতাবলম্বী ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত বই-পুস্তক থেকেই পাঠ করা হয়। কখনো কখনো অন্যান্য বই বা মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সাহেবের অনূদিত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) রচিত তাফসীরে মাআ'রেফুল কোরআন থেকেও তাফসীর পাঠ করা হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এখানে বসা ঠিক কি না? এখান থেকে উঠে গেলে কোরআন ও হাদীসের অমর্যাদা হয় কি না? আমাদের কর্তব্য সেখানে বসা নাকি, উঠে যাওয়া?

উত্তর : তাফসীর বিষয়ে পারদর্শী মুফাস্‌সিরগণ ও বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী মওদুদীর রচিত তাফসীর ও কিতাবাদি পড়া এবং সেগুলো শোনা কখনোই উচিত নয়। তবে 'মাআ'রেফুল কোরআন' নামক তাফসীর সর্বজন গৃহীত তাফসীর। তাই সেটা পড়তে ও শুনতে কোনো আপত্তি নেই। (৬/২৬১/১১৭১)

📖 كفایت المفتی (مکتبۂ امدادیہ) ۱/ ۳۲۰ : سوال-مودودی صاحب کے زیر اثر جماعت اسلامی ہے اس میں شرکت کرنااوران سے تعلق رکھناان کی تصانیف پڑھنا کیسا ہے؟
جواب-مودودی جماعت کے افسر مولوی ابوالاعلی مودودی کو میں جانتاہوں وہ کسی معتبر اور معتمد علیہ عالم کے شاگرد اور فیض یافتہ نہیں ہیں، اگرچہ ان کی نظر اپنے مطالعہ کی وسعت کے لحاظ سے وسیع ہے تاہم دینی رجحان ضعیف ہے اجتہادی شان نمایاں ہے اور اسی وجہ سے ان کے مضامین میں بڑے بڑے علماء اعلام بلکہ صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہیں، اس لئے مسلمانوں کواس تحریک سے علیحدہ رہناچاہئے، اوران سے میل جول ربط واتحاد نہ رکھناچاہئے، ان کے مضامین میں بظاہر دلکش اور اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر ان میں ہی وہ باتیں دل میں بیٹھتی جاتی ہیں جو طبیعت کو آزاد کردیتی ہیں، اور بزرگان اسلام سے بدظن بنادیتی ہیں۔

Scanned by CamScanner

সাইয়্যেদ কুতুব, হাসানুল বান্না, মওদুদী ও তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দল

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে, আর তা হলো মিসরের বিখ্যাত নেতা সাইয়্যেদ কুতুব এবং হাসানুল বান্না এই উভয় নেতা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভুক্ত কি না? কিছু লোক বলেন যে তাঁরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতভুক্ত। আবার অনেকে বলেন যে না বরং তাঁরা আরবের জামায়াতে ইসলামী। যেমন গোলাম আজমের জামায়াতে ইসলামী হলো মওদুদীর জামায়াত। আমার জানার বিষয় হলো, উক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের ব্যাপারে আমাদের কী ধরনের আক্বীদা পোষণ করা চাই এবং সাইয়্যেদ কুতুব কর্তৃক লিখিত 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন' ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত দল 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের অভিমত কী?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয় সাইয়্যেদ কুতুব ও হাসানুল বান্না আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁরা জনাব মওদুদী সাহেবের নেতা ও মুরব্বি হিসেবে পরিচিত। মওদুদী সাহেবের বিতর্কিত চিন্তাধারা ও 'তাফহীমুল কোরআন'-এর মূল উৎস এদেরই চিন্তাধারা ও 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'। তাই সত্যিকারের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত– মওদুদী সাহেব লিখিত 'তাফহীমুল কোরআন'-এর ব্যাপারে যে মত পোষণ করে, সাইয়্যেদ কুতুব কর্তৃক লিখিত 'তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন'-এর বেলায় একই মত পোষণ করে। অর্থাৎ উভয়টা কোরআনের অপব্যাখ্যা হিসেবে গণ্য। আর তাদের গঠিত 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন' ও মওদুদী গঠিত 'জামায়াতে ইসলামী' এক ও অভিন্ন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতবহির্ভূত। (১৩/৭৯৬)

📖 الأستاذ المودودى وشيء من حياته وأفكاره للعلامة البنورىؒ ص ٦٢ : (ظلال القرآن) : ولا مجال للخوض فى معنى الاستواء إلا أنه أمر من السيطرة والقصد بإرادة الخلق والتكوين كذلك لا مجال للخوض فى معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكالها وإبعادها اكتفاء بالقصد الكلى من هذا النص وهو التسوية للكون ارضه وسماءه فى معرض استكنار كفر الناس بالخالق المهيمن المسيطر على الكون ... ... فالاستاذ صاحب 'تفهيم القرآن' كأنه لم يدرك مرماه وأراد أن يسبقه فى المقال، وقال ماقال وقارب الضلال فارجع البصر كرتين وقارن بين الكلامين، تجد الفرق البين بين القولين، وبالجملة كلامه هنا يدل على أنه لم يطمئن بما فى القرآن قلبه، ولاثلج بما فى الحديث صدره۔

📖 أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب صـ ٢٣٦ : لقد تبين للقارئ الكريم أن سيد قطب قد وقع فى بدع كبيرة وكثيرة :

Scanned by CamScanner

١- ومخالفته لأهل السنة فى تفسير كلمة التوحيد حيث يفسرها بالحاكمية والسلطة ، لقد أضاعه سيد قطب ويقول فى تفسير قوله تعالى فى سورة القصص (هوالله لاإله إلا هو) أى فلا شريك له فى الخلق والاختيار فهذا معنى من معانى الربوبية ضيع به المعنى الحقيقية لهذه الكلمة، قال الإمام ابن جرير رحمه الله فى تفسير هذه الآية، (ويقول تعالى ذكره وربك يامحمد المعبود الذى لا تصلح العبادة الا له، ولا معبود تجوز عبادته غيره -

٢- وقوله بخلق القرآن وأن الله لا يتكلم إنما كلامه مجرد الإرادة

٣- وإنكاره الميزان والوزن يوم القيامة

٤- واعتقاده أن الروح أزلية

وتبين للقارئ ان سيدًالم يقع فيها عن جهل، بل كان يشير الى الخلافات بين اهل السنة والبدع من الجهمية والمعتزلة بعد ان ينحاد إلى اهل البدع والضلال، ثم يهون من شان المخالفات بعد هذا الانحياد الواضح لأغراض سياسية -

📖 فيه ايضا صـ ٤٢ : هكذا يوجه سيد قطب هذه الطعنات الظالمة والاتهامات الاثمة إلى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حجة ولا برهان ولا هدى ولا علم ولا مصدر ... ...

📖 وفيه ايضا صـ ٢٣٦ : إن سيدا لم يرجع عن هذه البدع الكبيرة الكثيرة التى ناقشناه فيها فى ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وقد بينا لك إصراره على ما تضمنه كتابه (العدالة الاجتماعية) ... ... على ما وقع فيه من طعن فى الخليفة الراشد عثمان رضـ وإخوانه من الصحابة فأصر على هذا الطعن وبقى مشرفا على طبعه الى قبيل موته، بل أضاف الى ما تضمنه الكتاب من ضلال موضوعا اخر، وهو رمية للمجتمعات الإسلامية بأنها مجتمعات جاهلية ...

Scanned by CamScanner

জামায়াতে ইসলামী প্রকৃত ইসলামী দল নয়

প্রশ্ন : ইসলামী দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামী সঠিক কি না?

উত্তর : জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী সাহেবের আক্বীদা বিশ্বাস আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তাকে অনুসরণ করে চলে। তাই এ জামায়াতকে সঠিক ইসলামী জামা'আত বলার অবকাশ নেই। (১০/৮৬৯/৩৩৩৫)

📖 كفايت المفتى (مكتبہ امداديہ) ١/ ٣٢٠ : سوال- مودودی صاحب کے زیر اثر جو جماعت اسلامی ہے اس میں شرکت کرنا ان سے تعلق رکھنا ان کی تصانیف پڑھنا کیسا ہے؟

جواب- مودودی جماعت کے افسر مولوی ابوالاعلی مودودی کو میں جانتا ہوں وہ کسی معتبر اور معتمد علیہ عالم کے شاگرد اور فیض یافتہ نہیں ہیں، اگرچہ ان کی نظر اپنے مطالعہ کی وسعت کے لحاظ سے وسیع ہے، تاہم دینی رجحان ضعیف ہے، اجتہادی شان نمایاں ہے، اور اسی وجہ سے ان کے مضامین میں بڑے بڑے علمائے اعلام بلکہ صحابہ کرام پر بھی اعتراضات ہیں، اس لئے مسلمانوں کو اس تحریک سے علیحدہ رہنا چاہئے، اور ان سے میل جول ربط واتحاد نہ رکھنا چاہئے ان کے مضامین بظاہر دلکش اور اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر ان میں ہی وہ باتیں دل میں بیٹھتی جاتی ہیں، جو طبیعت کو آزاد کر دیتی ہیں، اور بزرگان اسلام سے بد ظن بنا دیتی ہیں.

মহিলাদের তালিমে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : বর্তমান সমাজে মহিলারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বা শহরে বাসায় বাসায় গিয়ে জামাত করে। তাতে একজন মহিলা উচ্চস্বরে বয়ান করে অন্য মহিলারা শ্রবণ করে। নামায, রোজা, ওজু, গোসল ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। অবশ্য এতে অনেকে বোরকা পরিধান করে আসে, অনেকে শুধু চাদর পরিধান করে আসে, কেউ কোনোটাই পরিধান করে না, বেপর্দায় আসে। মোআল্লিমা আপন বাসস্থান ছেড়ে বহু দূর-দূরান্তে গিয়ে বয়ান করেন এবং বয়ান শেষে দু'আ করেন আর তিনি একাই চলাফেরা করেন। এতে সাপ্তাহিক মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন থাকে। এতে সকল মহিলা চাঁদা প্রদান করে কিছু তবারকের ব্যবস্থা করে। এ সকল মজলিসে কোনো কোনো মহিলা ছেলে অথবা ভাই বা স্বামীকে নিয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত মজলিসে শরীক হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ঘরের মধ্যে স্বামী, ভাই, পিতা বা মাহরাম পুরুষ দ্বারা মেয়েদের তালিম বা ওয়াজ-নসীহতের ব্যবস্থা করাটাই তাদেরকে দ্বীনমুখী করার সুন্দর উপায়। যতই বোরকা পরা হোক না কেন মেয়েদের ঘর থেকে বের হওয়া বিভিন্ন ধরনের ফেতনার কারণ হয়ে থাকে। যদি কোনো কারণে ঘরে তালিমের ব্যবস্থা না হয় তবে প্রয়োজনে শরয়ী পর্দার সহিত নিকটতম কোনো ঘরে সময় সময় একত্রিত হতে পারে। তবে যিনি বয়ান করবেন তাঁর কণ্ঠস্বর যেন পরপুরুষের কানে না যায়। বেপর্দা হয়ে মহিলাদের বের হওয়া হারাম ও কবীরাহ গোনাহ। তবারকের জন্য চাঁদা উঠানো বা মজলিস শেষে তবারক বিতরণের প্রচলন করা উচিত নয়। হ্যাঁ, চাওয়া ছাড়া কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে খাওয়ালে কোনো আপত্তি নেই। (৬/৩৪৪/১২৩৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۴/۱۱۶ : سوال- تبلیغی اجتماع جو عورتوں کا ہوتا ہے اس میں عورت کا اپنے شوہر کی اجازت سے شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- حامداً ومصلیا: دین سیکھنا مردوں اور عورتوں سب کے ذمہ ضروری ہے عورت کے لئے اگر ہر مکان میں اس کے شوہر باپ بھائی وغیرہ دین سیکھنے کا انتظام کردیں تو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اس کا انتظام نہ ہو تو ان کے اجتماع کو منع نہ کیا جائے، البتہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ پردہ کا پورا انتظام ہو، بلا محرم کے عورتیں سفر نہ کریں، تقریر میں ان کی آواز نامحرموں تک نہ پہونچے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کا اجتماع فرمایا اور اس میں خود تشریف لے جا کر دین سکھایا ہے۔

📖 اصلاح انقلاب امت (ادارۃ المعارف) ۲/۴۸ : جس کی روح دو امر ہیں—ایک یہ کہ ان کو صرف علم دین پڑھایا جائے، دوسرے یہ کہ یہ تعلیم خاص طرز سے متفرق طور پر گھروں میں ہونا چاہئے، مدارس کے طرز پر مجتمع طور پر نہ ہونا چاہئے کہ شریعت نے بلا ضرورت شدیدہ ان کے اجتماع و خروج عن البیوت (گھروں سے نکلنے) کو پسند نہیں کیا اور واقعات نے بھی اس کے مفاسد ایسے دکھلا دئے کہ بجز متعامی کے اعمی نے بھی ان کو دیکھ لیا اور راز اس میں یہ ہے کہ اس اجتماع کو جس درجہ کی نگرانی کی ضرورت ہے وہ عورتوں سے بن نہیں پڑتا۔

📖 تحفۃ العلماء (ادارہ تالیفات اشرفیہ) ۱/ ۱۶۵ : ایک شرط یہ کہ چندہ دینے والے کی طبیعت پر گرانی نہ ہو یعنی ان طریقے سے بچے جن میں دینے والے کی طبیعت پر بار پڑنے کا احتمال ہو کیونکہ حدیث میں ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه۔

Scanned by CamScanner

সাহাবাদের দোষ চর্চা করা

প্রশ্ন : সাহাবাদের দোষ চর্চা করা হারাম! এটা কি কোনো হাদীস? এর মূল উৎস কী?

উত্তর : কোরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে সাহাবায়ে কেরামের অসংখ্য ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআন-হাদীস তথা পুরা দ্বীন আমাদের কাছে পৌছার প্রধান মাধ্যম হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম। তাই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অসংখ্য হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের দোষ চর্চা এবং তাদের সম্পর্কে অশালীন উক্তি করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তাই সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ফিক্বাহবিদগণ সাহাবায়ে কেরামের দোষ চর্চাকে হারাম বলেছেন। নিম্নে এ-সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। (৪/২৫৬/৬৭৭)

📖 سورة التوبة الآية ١٠٠ : ﴿رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

📖 التفسير المظهرى (إحياء التراث) ٩/ ١٧٣- ١٧٤ : (وكلا) اى كل واحد من الفريقين من الصحابة الذين انفقوا قبل الفتح والذين انفقوا بعده لا يحل الطعن فى احد منهم، ولا بد حمل مشاجراتهم على محامل حسنه واغراض صحيحة وخطأ فى الاجتهاد -

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ١٦/ ٧٩ (٢٥٤١) : عن ابى سعيد ؓ قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شئ فسبه خالد فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه».

📖 شرح النووى على مسلم (دارالغدالجديد) ١٦/ ٨٠ : واعلم أن سب الصحابة رضي الله عنهم حرام من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون كما أوضحناه في أول فضائل الصحابة من هذا الشرح قال القاضي وسب أحدهم من المعاصي الكبائر ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر ولا يقتل وقال بعض المالكية يقتل.

Scanned by CamScanner

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٥ / ٥٠٩ (٣٨٦٢) : عن عبد الله بن مغفل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه».

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ١٠ / ٣٦٤ : والمعنى لا تنقصوا من حقهم ولا تسبوهم، أو التقدير أذكركم الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي وتعظيمهم وتوقيرهم، كما يقول الأب المشفق: الله الله في حق أولادي ذكره الطيبي، أو التقدير: اتقوا مخالفته اتقوا عقابه في عداوة أصحابي المقربين ببابي الملتجئين إلى جنابي («لا تتخذوهم غرضا من بعدي»)، بفتح الغين المعجمة والراء أي: هدفا لكلامكم القبيح لهم في المحاورات.

📖 البحر الرائق (سعيد كمپنى) ٨/ ١٨٢ : إذا وجد في نفسه عشرة أشياء فهو على السنة والجماعة: أن يصلي الصلوات الخمس بالجماعة، ولا يذكر أحدا من الصحابة بسوء وينقصه.

জামায়াতে ইসলামী প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন :

১. আমরা সকলে জানি যে মিস্টার মওদুদী নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ হওয়া এবং অনেক হাদীস অস্বীকার করেছেন। যেমন– ইমাম মাহদীর আগমন ইত্যাদি এবং কোরআন শরীফের ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন, এমনকি এ কথাও বলছেন যে আল্লাহর এমন বলা উচিত হয়নি ইত্যাদি, যা কুফুরীর শামিল। তা সত্ত্বেও মওদুদী ও তাঁর বিশ্বাসে বিশ্বাসীদেরকে মুরতাদ বলতে বাধা কিসের? তাদেরকে মুরতাদ কেন বলা হয় না?

২. জামায়াতে ইসলামী যদি মুরতাদ হয়ে থাকে তবে তাদের সাথে সিলায়ে রেহমী জায়েয হবে কি না এবং তাদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন জায়েয হবে কি না?

৩. কোনো আলেমে দ্বীনের জন্য জামায়াতের কোনো ক্যাডার বা লিডারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, তাকে সম্মান করা ও তার খেদমত করা জায়েয হবে কি না? আমি

Scanned by CamScanner

এক আলেমকে বলতে শুনেছি যে তাদেরকে সম্মান করলে আল্লাহর আরশ পর্যন্ত কেঁপে ওঠে, কথাটি কি সত্য? জানালে অনেক উপকৃত হব।

উত্তর : জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপারে উলামায়ে হক্কানী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত রায় হলো, তারা কাফের বা মুরতাদ না হলেও ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতবহির্ভূত একটি দল। তাই তাদের সাথে সিলায়ে রেহমী ও বিবাহশাদীর সম্পর্ক করা অনুচিত। তবে যেহেতু তারা ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী, তাই ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তাদের সম্মান করা, খেদমত করা এবং সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত থাকা জরুরি। "ফাসেককে সম্মান করলে আল্লাহ পাকের আরশ কেঁপে ওঠে" কথাটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (১৩/৮০৩)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۳/ ۳۰- ۳۱ : جماعت اسلامی سے متعلق قاری محمد طیب صاحبؒ کی ایک تحریر اور اس کا جواب قول فیصل سے،... ... ... چنانچہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند نے جو کچھ اس کے متعلق بطور قول فیصل تحریر فرمایا ہے، اور اس سے اکابر علماء نے اتفاق کیا ہے، وہ یہ ہے: مودودی صاحب کی جماعت اور جماعت اسلامی کے لٹریچر سے عام لوگوں پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ ائمہ ہدایت کی اتباع سے آزادی اور بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے، جو عوام میں مہلک اور گمراہی کا باعث ہیں اور دین سے صحیح وابستگی قائم رکھنے کیلئے صحابہ کرام اور اسلاف عظام سے جو تعلق رہنا چاہئے اس میں کمی آجاتی ہے نیز مودودی صاحب کی جو بہت سی تحقیقات غلط ہیں لوگ ان سے متأثر ہو کر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر ان امور سے ایک جدید فتنہ بلکہ دین ہی کی ایک محدث اور ایک نئے رنگ کی بنیاد پڑ جاتی ہے، جو یقینا مسلمانوں کی دین میں مضر ہے، اس لئے ہم ان امور پر مشتمل تحریک کو غلط اور مسلمانوں کے لئے مضر سمجھتے ہیں، اور اس سے بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ (اصلی قول فیصل) کسی چیز کا کفر ہونا اور قطعی طور پر اس کی وجہ سے کفر کا فتوی دینا ایک الگ مستقل چیز ہے، اور اس چیز کا غلط ہونا اور گمراہی کا سبب بننا جداگانہ چیز ہے اس لئے مودودی صاحب کو کافر نہیں کہا جاتا اور نہ ان کی جماعت پر کفر کا حکم کیا جاتا ہے، اور اس سے اکابر علماء نے اتفاق کیا ہے نہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کتابوں میں تو کفر صریح ہے نہ یہ بات ہے کہ ان کے لکھی ہوئی ہر بات غلط ہے بلکہ اصل حقیقت کو اس قول فیصل میں بتادیا گیا ہے

Scanned by CamScanner

جن حضرات نے دستور جماعت بنایا تھا تقریبا ایک ایک کر کے سب ہی اس سے الگ ہو گئے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱/ ۲۵۲ : جو شخص ان کی پوری باتوں کو تسلیم کرتا ہے وہ امام بنانے کے لائق نہیں ایسے شخص سے اپنی لڑکی کی شادی کردی جائیگی تو وہ بھی اس سے متاثر ہوگی اور غلط قسم کے خیالات کی اشاعت ہوگی جس سے گمراہی پھیلے گی خاص کر صحابہ کرام اور سلف صالحین کے بارے میں تنقید و تخریب کا مرض پیدا ہوگا جس سے نجات دشوار ہو جائیگی.

📖 خیر الفتاوی (زکریابکڈپو) ۱/ ۴۴۸ : الجواب- ... ... جو لوگ عوام المسلمین سے نادانستہ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور ابھی تک جماعت اسلامی کی رکنیت کا سرٹیفکیٹ ان کو نہیں ملا اور ان میں داعیانہ اور سلف صالحین پر تنقید کی شان پیدا نہیں ہوئی ان کے ساتھ بقدر ضرورت میل جول جائز ہے تاکہ ان کو مودودیت کی حقیقت سمجھا کر صحیح اسلام پر باقی رکھا جاسکے اور جن کے عقائد و خیالات میں مودودیت رچ چکی ہے ان کے ساتھ عامۃ المسلمین کو اختلاط سخت مضر ہے عوام کو ایسے لوگوں سے باز رکھا جائے.

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٢٢٠ (٢٦٢٠) : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: «نعم صلي أمك».

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٤ / ٢٣٠ (٤٨٨٦) : عن انس رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز له العرش .

Scanned by CamScanner

মওদুদীর জামায়াত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জামায়াতের প্রভাব বেশি, তবে অধিকাংশ নেতা-কর্মী ও সদস্যগণ মওদুদীর ভ্রান্ত আক্বীদা ও মতবাদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অথবা কিছু জানা থাকলেও যথার্থ পরিমাণ দ্বীনি জ্ঞান না থাকায় তারা জামায়াতকে ইসলামী দল হিসেবে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে অত্যন্ত একনিষ্ঠতার সাথে জামায়াতের কাজ করছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, আমরা মওদুদী মতবাদ বিশ্বাস করি না, তবে আমরা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর দল করছি।

প্রশ্ন হলো, এ সমস্ত ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত কি না? যদি না হয় তাহলে তাদের ইমামতি এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করার শরয়ী হুকুম কী? জানালে চির কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : যারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে নিষ্পাপ মনে করে না ও সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মানে না এবং তাদেরকে সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করে না, শরীয়তের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে তারা পথভ্রষ্ট এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বহির্ভূত। তাদের মতবাদে যারা বিশ্বাসী হবে তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ যদি কথায় বা কাজেকর্মে তাদের মতাদর্শের অনুসারী হয়, তাহলে তারাও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ধরনের লোকের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক করা অনুচিত, তবে তাদেরকে ইমাম বানানো জায়েয হবে না। (১৫/১৯৮)

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱ / ۳۲۹ : جماعت اسلامی اہل سنت سے خارج ہے اور اپنے مخصوص عقائد کی وجہ سے عام مسلمانوں سے الگ ایک مستقل فرقہ ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون جائز نہیں، ان میں رشتے کرنا جائز نہیں، اگرچہ نکاح صحیح ہو جائیگا ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں، اگر کسی مسجد میں اس عقیدہ کا امام ہو تو با اثر حضرات پر اسے علیحدہ کرنے کی کوشش کرنا فرض ہے، اگر مسجد کی منتظمہ امام بدلنے پر تیار نہ ہو تو اہل محلہ پر فرض ہے کہ ایسی منتظمہ کو بر طرف کرکے دوسری صحیح العقیدہ منتظمہ منتخب کریں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱ / ۲۵۱ : مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے لکھا ہے کہ میں سولہ برس تک اس راہ گم کردہ قافلہ (جماعت اسلامی) کا ساتھ دیکر علیحدہ ہوا ہوں، پرانے سنگ بنیاد رکھنے والوں میں شاید ایک دو آدمی موجود ہوں، ورنہ سب علیحدہ ہو چکے ہیں، پھر میثاق اور المنبر وغیرہ میں ان علیحدہ ہونے والے حضرات نے بہت تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ جماعت اپنے دستور و بنیاد کی حیثیت سے کتاب وسنت اور اہل

Scanned by CamScanner

سنت والجماعت سے کتنی ہٹی ہوئی ہے، جو شخص ان کی پوری باتوں کو تسلیم کرتا ہے وہ امام بنانے کے لائق نہیں، ایسے شخص سے اپنی لڑکی کی شادی کردی جائیگی تو وہ بھی اس سے متاثر ہوگی اور غلط قسم کے خیالات کی اشاعت ہوگی جس سے گمراہی پھیلے گی، خاص کر صحابہ کرام اور سلف صالحین کے بارے میں تنقید و تخریب کا مرض پیدا ہوگا جس سے نجات دشوار ہو جائیگی.

মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামী

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর কী হুকুম? তাদের সাথে কাজ করলে সমস্যা আছে কি না? মওদুদী সাহেবের সাথে জামায়াতের কী সম্পর্ক? বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

উত্তর : ৫০ বছর ধরে হক্কানী আলেমগণ একই ফতওয়া প্রদান করে আসছেন যে জামায়াতে ইসলামী ইসলামী দল নয়। বিস্তারিত জানতে হলে এই বিষয়ে হক্কানী আলেমদের রচিত বই-পুস্তক পড়ুন। (১৬/১৯৬/৬৩৯২)

জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্ক

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক এবং সালাম ও তা'জীম করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হতাম।

উত্তর : জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের আক্বীদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার সাথে বহু ক্ষেত্রে অমিল রয়েছে। তাই যাচাই-বাছাই না করে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক করা কখনও উচিত হবে না। (১৭/৪২৯/৭৪৪৬)

📖 خیر الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۱/ ۴۴۸ : ... ... اور جن کے عقائد وخیالات میں مودودیت رچ چکی ہے ان کے ساتھ عامۃ المسلمین کو اختلاط سخت مضر ہے عوام کو ایسے لوگوں سے باز رکھا جائے۔

Scanned by CamScanner

মওদুদী ও তাঁর অনুসারীদের বই মসজিদে রাখা

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর আমির গোলাম আযম সাহেব কর্তৃক সহজ বাংলায় আল কোরআনের অনুবাদ এবং মওদুদী সাহেবের 'তাফহীমুল কুরআন' মসজিদ পাঠাগারে রাখা এবং পড়া যাবে কি না?

উত্তর : বিজ্ঞ উস্তাদের কাছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইলম অর্জন ব্যতীত শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত বিদ্যার ওপর নির্ভর করে কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান ও এ-সংক্রান্ত বই-পুস্তক রচনা অনধিকার চর্চার শামিল। শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেহেতু মওদুদী সাহেবদের বই-পুস্তকগুলো এর অন্তর্ভুক্ত, তাই এর অধ্যয়ন পরিহার করা জরুরি। (১৮/৯৯/৭৪৪৬)

📖 شرح عقود رسم المفتى (مكتبة زكريا) صـ ٧٠: وقد رأيت فى فتاوى العلامة ابن حجر سئل فى شخص يقرأ ويطالع فى الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ، ويفتى ويعتمد على مطالعته فى الكتب فهل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب بقوله: لا يجوز له الإفتاء بوجه من الوجوه؛ لأنه عامى جاهل لا يدرى ما يقول ...

📖 التفسير والمفسرون (شركة دار الأرقم) ١ / ١٧٥ : الرأى قسمان: ... وقسم غير جار على قوانين العربية ولا موافق للأدلة الشرعية ولا مستوف لشرائط التفسيروهذا هو مورد النهى ومحط الذم وهو الذى يرمى اليه كلام ابن مسعود اذ يقول ستجدون اقواما يدعونكم الى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع واياكم والتنطع -

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید کمپنی) ٨ / ١٨٢ : الجواب—جب تک کسی مستند عالم سے باقاعدہ علم حاصل نہ کیا ہو درس قرآن یا درس حدیث دینا جائز نہیں.

📖 فتاوى محموديہ (ادارۂ صدیق) ٢ / ١٦٨ : مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن میں بہت سی چیزیں جمہور اہل سنت والجماعت کے مسلک کے خلاف ہیں عامۃ المسلمین کا اسکو پڑھنا یا سننا اعتقادی اور عملی گمراہی و غلطی کا موجب بن سکتا ہے اس لئے اس سے پرہیز لازم ہے.

Scanned by CamScanner

মওদুদী ও তাঁর মতবাদ

প্রশ্ন : মওদুদীবাদ বলতে কী বোঝায়? আমি জানতে পেরেছি, জনাব আবুল আলা মওদুদী সাহেব নাকি তাঁর লিখিত তাফসীর গ্রন্থে নবীগণ ও সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে সমালোচনা ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ভিন্ন মত পোষণ করেছেন? উদাহরণ, দলিলসহ সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : মওদুদীবাদ কী, তা বিস্তারিত জানার জন্য এ বিষয়ের ওপর অনেক কিতাবাদি রচিত হয়েছে, যেগুলো মার্কেটে পাওয়া যায়। একটু কষ্ট করে সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করবেন। যেমন : ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, মিস্টার মওদুদীর নতুন ইসলাম, মওদুদী খোমেনী ভাই ভাই, ইতিহাসের কাঠগড়ায় হজরত মুয়াবিয়া (রা.) ইত্যাদি। এই বইসমূহে প্রশ্নে বর্ণিত মওদুদী সাহেবের নবীগণ ও সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনার বিবরণ তাঁর লিখিত বইয়ের উদ্ধৃতিসহ উল্লেখ রয়েছে। (১৯/৬৪৮/৮৩৭৫)

নিজেকে অসীম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা

প্রশ্ন : কেউ যদি এমন বিশ্বাস পোষণ করে যে আমি এক অনন্য মানুষ, আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম, সারা পৃথিবী আমার, যেখানে দরকার, সেখানে যাব, যা প্রয়োজন তা-ই নেব, যা চাই তা পাব। তাহলে এতে ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে কি না বা নিজেকে এমন অসীম ক্ষমতার অধিকারী মনে করা ইসলাম সমর্থন করে কি না?

উত্তর : এসব আক্বীদা বিশ্বাস রাখা ঈমান পরিপন্থী ও কুফুরী। কোনো সাহাবী বা ওলীগণও এমনটি করেননি। অথচ তাঁরা ছিলেন আধ্যাত্মিক জগতের সম্রাট। তাই এসব কথার দাবিদারের জন্য তাওবা করা অত্যন্ত জরুরি। আর সর্বস্তরের মুসলমানদের এমন লোকের অনুসরণ ও অনুকরণ বর্জন করে হকপন্থী বুজুর্গানে দ্বীনের সংস্পর্শ অবলম্বন করা জরুরি। (১৭/১৪৯/৬৯৪৩)

📖 إتحاف الخيرة المهرة (دار الوطن للنشر) ٦ / ١٠٠ (٥٥٥١) : عن جعفر العبدي قال: قال نبي الله – صلى الله عليه وسلم -: "ويل للمتألين من أمتي يقولون: فلان في الجنة وفلان في النار" (رواه البخاري فى تاريخه).

📖 فتاوى قاضى خان (مكتبۂ اشرفيه) ٤ / ٤٦٩ : ومن ادعى علم الغيب كان كافرًا ... ... وأما الهازل والمستهزئ إذا تكلم

Scanned by CamScanner

بالكفر استخفافا ومزاحًا واستهزاء يكون كفرًا عند الكل.

📖 فتاوی محمودیہ(زکریا) ۱۰ / ۵۴

সকল শক্তির উৎস ও সফলতার মাপকাঠি আল্লাহর হাতে

প্রশ্ন : মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মন মানুষের সকল শক্তির উৎস ও মনের শক্তি অসীম। তারা বিশ্বাস করে যে এ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন সম্ভব। তাদের মতে, "আমি পারব"–এই দৃঢ় বিশ্বাসই সকল সাফল্যের মূল। শরীয়ত এ ব্যাপারে কী বলে?

উত্তর : মূলত আল্লাহ তা'আলাই সকল শক্তির মালিক, সফলতার চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তাই অনেক ক্ষেত্রে মনে তাঁর পক্ষ থেকে শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তা প্রদান করা হয়, যার ফলে বান্দা সফলতা লাভ করে থাকে। এ অর্থে মনোবিজ্ঞানীরা প্রশ্নোক্ত উক্তি করে থাকলে তা ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী হবে না। অন্যথায় তা ইসলামী আক্বীদার পরিপন্থী বলে বিবেচ্য। (১৭/৩১০/৭০৪৯)

📖 شرح الفقه الأكبر(مكتبۂ رحمانیہ) صـ ٤٩ : (وجميع افعال العباد من الحركة والسكون) أى على أى وجه يكون من الكفر والايمان والطاعة والعصيان (كسبهم على الحقيقة) أى لا على طريق المجاز فى النسبة ولا على سبيل الإكراه والغلبة بل باختيارهم فى فعلهم... الخ...

মন মৃত্যুকেও জয় করতে পারে কথাটি ভুল

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মেথড গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে মনের শক্তির প্রতি বিশ্বাস মানুষকে ক্লিনিক্যাল ডেড বা মৃত অবস্থা থেকেও জীবন ফিরিয়ে আনতে পারে। প্রফেসর এস ইউ আহমেদ নিজের এ ধরনের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, প্রায় ছয় ঘণ্টা মৃত অবস্থায় থাকার পর দুপুর ২টায় আমি পুনরায় জীবন লাভ করলাম। এ ধরনের বিশ্বাস ইসলাম সমর্থন করে কি না?

উত্তর : কোয়ান্টাম মেথড গ্রন্থে উল্লিখিত কথাটি কোরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক ও ভিত্তিহীন এবং বাস্তবতাবিরোধী বিধায় এ ধরনের আক্বীদা কুফরী মতবাদের অন্তর্ভুক্ত।

Scanned by CamScanner

তবে যদি তার কথার মর্ম এই হয়ে থাকে যে মানুষ মৃত্যুর উপক্রম হওয়ার পরও আল্লাহর রহমতে মনোবলের মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করতে পারে তাহলে এ আক্বীদা ইসলাম পরিপন্থী হবে না। (১৭/৩১১/৭০৪৯)

📖سورة يونس الآية ٤٩ : ﴿قُل لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً إِلَّا مَا شَاءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ﴾

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত ব্রেনের কারণে

প্রশ্ন : কোয়ান্টাম মেথড গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে ব্রেনের কারণেই। মানুষ অতীতে যা করেছে এবং ভবিষ্যতেও যা করবে, তা ওই ব্রেনেরই ফসল। ব্রেনই মানুষকে মানুষ বানিয়েছে। যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক লোকদের এ ধরনের বিশ্বাস ইসলাম সমর্থন করে কি না? এ ধরনের আক্বীদা পোষণ করলে ঈমানের ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির মধ্যে অনেক গুণাবলি দান করেছেন। তন্মধ্যে মস্তিষ্ক হলো অন্যতম। এই ব্রেনকে কাজে লাগিয়ে মানুষ বাস্তবিক গুণের মানুষ বা আশরাফুল মাখলুকাত হতে পারে। তবে যেহেতু এই ব্রেন আল্লাহ তা'আলাই দান করেছেন, তাই মস্তিষ্কের কারণে আশরাফুল মাখলুকাত হওয়া মূলত আল্লাহ তা'আলারই এহসান। মানুষের নিজস্ব কৃতিত্ব নয়। তাই "সকল কর্মের উৎস একমাত্র মস্তিষ্কই" কথাটা পুরোপুরি সঠিক নয়। (১৭/৩১১/৭০৪৯)

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٥ / ٥٠٥ : آخری آیت میں اولاد آدم کی اکثر مخلوقات پر فوقیت اور افضیلت کا ذکر ہے ... پہلی بات کی تفصیل یہ ہے کہ حق تعالی نے بنی آدم کو مختلف حیثیات سے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں، مثلا حسن صورت، اعتدال جسم اعتدال مزاج،... اس کے علاوہ عقل وشعور میں اس کو خاص امتیاز بخشا گیا ہے، جس کے ذریعہ وہ تمام کائنات علویہ اور سفلیہ سے اپنے کام نکالتا ہے.

Scanned by CamScanner

মানুষের ক্ষমতা!

প্রশ্ন :

১. যদি কেউ মনে করে অভাবকে প্রাচুর্যে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, রোগকে সুস্থতায়, অশান্তিকে প্রশান্তিতে বদলে দেওয়ার শক্তি সব মানুষের মধ্যেই রয়েছে।

২. মানুষ নিজেই পারে নিজের সব কিছু বদলে দিতে।

৩. শহীদ আল বোখারীর উদ্ভাবিত কোয়ান্টাম প্রত্যেকের ধর্ম বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে, প্রত্যেককে উৎসাহিত করে আন্তরিকভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালনে। কারণ, সত্যিকারের ধর্ম পালনের মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজেকে অনন্য মানুষে রূপান্তরিত করতে পারে।

উল্লিখিত বিশ্বাসসমূহ ইসলামের দৃষ্টিতে শুদ্ধ কি না? এ ধরনের বিশ্বাস পোষণকারীর ঈমানের কী হুকুম?

উত্তর :

১. অভাবকে প্রাচুর্যে, ব্যর্থতাকে সাফল্যে, রোগকে সুস্থতায় ও অশান্তিকে প্রশান্তিতে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর। আর এটাই মু'মিনের ঈমানের সার নির্যাস ও সকল মুসলমানের আক্বীদা ও বিশ্বাস। সুতরাং উক্ত বিষয়গুলো বদলে দেওয়ার শক্তি কেউ যদি মানুষের মধ্যে রয়েছে বলে আক্বীদা পোষণ করে তাহলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে শিরক ও কুফুরী মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে আল্লাহপাক মানুষের কল্যাণের জন্য বিশেষ কিছু উপকরণ সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোর ভিত্তিতে উক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান তিনি নিজেই করে থাকেন। (১৭/৩৫৫/)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ١٦٨ (٢٢٠٤) : عن جابر رضـ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "لكل داء دواء. فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل".

📖 الفقه الأكبر (مكتبه رحمانيه) صـ ٦: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة والله تعالى خالقها وهى كلها بمشيته وعلمه وقضائه وقدره-

📖 شرح الفقه الأكبر (مكتبه رحمانيه) صـ ٤٩ : قوله : (كسبهم على الحقيقة:) أى لا على طريق المجاز فى النسبة ولا على سبيل الإكراه والغلبة بل باختيارهم فى فعلهم بحسب اختلاف أهوائهم وميل أنفسهم فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

Scanned by CamScanner

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤ / ٣٣٣ : وحجة العلماء هذه الأحاديث، ويعتقدون أن الله تعالى هو الفاعل وأن التداوى أيضا من قدر الله وهذا كالأمر بالدعاء ... مع أن الأجل لا يتغير، والمقادير لا تتاخر ولا تتقدم عن أوقاتها.

২. শহীদ আল বোখারীর উদ্ভাবিত কোয়ান্টামের থিওরি 'মানুষ নিজেই পারে নিজের সব কিছু বদলে দিতে' কোরআন-সুন্নাহর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। কেননা মানুষের হেদায়াত ও গোমরাহী এবং ভালো-খারাপ, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। সুতরাং তা বদলে দেওয়ার শক্তি একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

সুতরাং কেউ যদি এসব শক্তি মানুষের কাছে আছে বলে আক্বীদা পোষণ করে তাহলে তা শিরক ও কুফুরী মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে মানুষ নিজের জীবনের ধারাকে বদলে দেওয়ার মানসে আল্লাহপ্রদত্ত মাধ্যম গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। যদি উপরোক্ত থিওরি দ্বারা উদ্দেশ্য তা-ই হয়, তাহলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

📖 سورة التكوير الآية ٢٩ : ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٤٥ / ٤٩١ (٢٧٤٩٩) : عن الزهري، أن أبا الدرداء، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر ما يكون، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمعتم بجبل زال عن مكانه، فصدقوا، وإذا سمعتم برجل تغير عن خلقه، فلا تصدقوا به، وإنه يصير إلى ما جبل عليه ".

📖 العقيدة الطحاوية (نادية القرآن لائبريرى) صـ ٤٤: وكل شئ يجرى بتقديره ومشيته، ومشيته تنفذ، لا مشية للعباد إلا ماشاء لهم فماشاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن .

📖 شرح الفقه الاكبر (دار النفائس) صـ ٩٩

৩. ইসলাম ধর্মই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম। এ ধর্ম ছাড়া আল্লাহর কাছে অন্য কোনো ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা নেই। উল্লেখ্য, অন্যান্য ধর্মের কিছু আক্বীদা বিশ্বাস

Scanned by CamScanner

এমন রয়েছে, যা সরাসরি কুফুরী মতবাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উক্ত আক্বীদার বিষয়গুলোকে কোনো মুসলমান যদি শ্রদ্ধা করে কিংবা সম্মান প্রদর্শন করে তাহলে সে ইসলামের গণ্ডিতে থাকে না। অতএব শহীদ আল বোখারীর উদ্ভাবিত কোয়ান্টাম যেহেতু প্রত্যেকের ধর্ম বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, যার মধ্যে মুসলমানদের আক্বীদা বিশ্বাসের পরিপন্থী বিষয়ও রয়েছে। সুতরাং উক্ত কোয়ান্টাম মুসলমানদের পরিহার করা অপরিহার্য।

📖 سورة آل عمران الآية ١٩ : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾

📖 سورة آل عمران الآية ٨٥ : ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

📖 تفسير روح المعانى (دار الحديث) ٢ / ١٤٤

📖 شرح العقيدة الطحاوية (مؤسسة الرسالة) ٢ / ٧٨٧

কোয়ান্টাম মুরাকাবা

প্রশ্ন : মুরাকাবা, যা আধাত্মিক সাধনার জগতে একটি প্রসিদ্ধ অধ্যায়। চার তরীকার আউলিয়া-মাশায়েখের মাঝে, যার চর্চা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। উক্ত মুরাকাবার মাঝে মনোযোগ বৃদ্ধি ও তাকে আরো উন্নত স্তরে পৌঁছানোর জন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মেডিটেশন শিথিলায়ন বা ধ্যান-মগ্নতার কোনো পদ্ধতি বা কৌশল অবলম্বন করা শরীয়তসম্মত হবে কি না? অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শিথিলায়নদের মাধ্যমে মন স্থির করে তাতে আল্লাহ তা'আলার সত্তা বা কবর ও মৃত্যু ইত্যাদির মুরাকাবা করা যাবে কি না? তদ্রূপ নামাযে মন স্থির করার জন্য উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা কেমন?

উত্তর : আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে 'মুরাকাবা' আল্লাহর ধ্যান ও তাঁর ভয়-ভীতি অন্তরে জাগরণের অন্যতম মাধ্যম বা সহায়ক, যা একমাত্র শরীয়তের ধারক-বাহক ও মুত্তাবিয়ে সুন্নাত আল্লাহওয়ালা সুফী-সাধকের দিকনির্দেশনায় হয়ে থাকে। অধুনা মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কৃত মেডিটেশন শিথিলায়ন বা ধ্যান-মগ্নতার বিভিন্ন পদ্ধতি আধ্যাত্মিক কোনো মনীষী আল্লাহ ওয়ালার আবিষ্কার নয় বিধায় এটা সাধনার কোনো বিষয় নয়। বরং এটা পন্ডিতের নিজস্ব আবিষ্কৃত পন্থা, এর সাথে সুফী-সাধকের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এসব পন্থা শরীয়তের সর্বস্তরে বর্জনীয়।

যদিও নামাযে মন স্থির রাখার নির্দেশ আছে, কিন্তু উক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো শরীয়তসম্মত না হওয়ায় নামাযে মন স্থির করার জন্য উক্ত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা জায়েয হবে না। (১৭/৩৮৪/৭০৪৭)

Scanned by CamScanner

📖 شرح الفقه الأكبر (دار النفائس) صـ ١٧١ : وفراسة رياضية : وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق والعلائق بالخلائق، صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲ / ۱۱۰ : جواب - مراقبہ اور اسی قسم کی اور افعال جو مشائخ کے یہاں تزکیہ نفس اور ریاضت کے سلسلے میں معمول ہیں بشرطیکہ ان میں کوئی ناجائز چیز شامل نہ ہو مباح ہیں، فی حد ذاتہ مقاصد میں داخل نہیں ہیں، بلکہ اصل مقصود یعنی تذکر قلب یا تخلیہ رذائل یا تحلیہ بالفضائل کے ذرائع میں سے ہیں پس اگر کوئی انہیں عمل میں نہ لائے یا ان کو نہ مانے تو اس پر کوئی شرعی مواخذہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرامؓ سے ان اعمال کی موجودہ مروجہ شکلیں ثابت نہیں، ہاں اصولا یہ چیزیں شریعت کے دائرہ کے اندر ہیں، بشرطیکہ بتانے والا شیخ عالم متقی اور متبع سنت ہو.

📖 تحفۃ العلماء (ادارۂ تالیفات اشرفیہ) 'علوم وفنون اور نصاب تعلیم' ۱ / ۱۲۸: 'مسمریزم' : اس عمل کی حقیقت یہ ہے کہ قوت نفسانیہ کے ذریعہ سے بعض افعال کا صادر کرنا جیسے اکثر افعال قوی بدنیہ کے ذریعہ سے صادر کئے جاتے ہیں پس قوت نفسانیہ بھی مثل قوی بدنیہ کے صدور افعال کا ایک آلہ ہے،… …چونکہ مشاہدہ سے اسپر مفاسد کثیرہ کا ترتب معلوم ہوا ہے جیسے انبیاء واولیاء کے کمالات کو اسی قبیل سے سمجھنا ان کے ساتھ مساوات ومماثلت کا دعوی یا زعم کرنا، عامل میں عجب پیدا ہونا، بعض اغراض غیر مباحہ میں تصرف سے کام لینا، دوسرے عوام کے لئے گمراہی اور فتنہ کا سبب بننا وغیر ذلک، اس لئے یہ فن بالذات گو قبیح نہ ہو مگر عوارض ومفاسد مذکورہ کی وجہ سے قبیح لغیرہ کی قسم میں داخل ہو کر منہی عنہ اور حرام ہے۔

কোয়ান্টাম মেডিটেশন

প্রশ্ন : মেডিটেশন হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত একটি ধ্যানের পদ্ধতি, দরবেশগণের মুরাকাবা, ঋষিদের ধ্যান ও যোগীদের যোগ সাধনাকে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন দর্শনের সাথে একত্রিত করে আবিষ্কার করা হয়েছে এই বৈজ্ঞানিক ধ্যান বা মেডিটেশন। এখানে মৌলিকভাবে একটি প্রত্যয় বা বিশ্বাসকে সামনে রেখে এই বিদ্যার চর্চা করা হয়। আর তা হচ্ছে, আমি এক অনন্য মানুষ, অসীম শক্তির অধিকারী, আমার মন যা চায় তাই

Scanned by CamScanner

নেব। যেখানে খুশি সেখানে যাব, যা খুশি তা-ই পাব ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি পারি, এই মনোবলই সকল সফলতার মূল। মনকে অসীম শক্তির অধিকারী ভেবে তাকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সকল প্রত্যাশা পূরণের জন্য বিশেষ পদ্ধতিতে সাধনা করা হয় বা মনে মনে কল্পনা ও 'তাসাওউর' করা হয়। এ সকল অটো সাজেশন নিয়ে যোগ ফাউন্ডেশন থেকে অনেক সিডি, ক্যাসেট ও বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো বাজিয়ে বা পড়ে পড়ে অনেকে ধ্যান-সাধনা করে থাকে। এই ধ্যানের পদ্ধতি হলো, ঢিলেঢালা কাপড় পরিধান করে নির্জন স্থানে বসে বা শুয়ে প্রথমবার কল্পনায় প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি মনের বাড়ি বানিয়ে নিতে হয়। যেখানে থাকবে ঘন বন, ঝর্ণা, লেক, সুন্দর বাগান ও একটি ওয়েটিং রুম। যাকে মনের বাড়ি হিসেবে ধরে নিতে হয়। কল্পনায় ১৯ থেকে ০ পর্যন্ত গণনা করে মনের বাড়ি যেতে হয় এবং সেই সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মনের বাড়ির নির্জন কক্ষে নিজেকে আবিষ্কার করতে হয়। এরপর নিজের দৈহিক, মানসিক, পেশাগত, আধ্যাত্মিক বা অন্য যেকোনো প্রয়োজন বা প্রত্যাশা অনুসারে মনকে সম্মোহন করে সাজেশন বা প্রত্যয়ন পেশ করা হয়। আর সবই হয় কল্পনা বা তাসাওউরের মাধ্যমে। এরপর কিছুক্ষণ এ ধরনের কল্পনা করার পর ০ থেকে ১৯ পর্যন্ত গণনা করে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসে ধ্যান সমাপ্ত করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু শিথিলায়ন বা আরাম প্রক্রিয়ার চর্চা করা হয় অর্থাৎ ধ্যানমগ্ন হয়ে মনের বাড়িতে নিজেকে আবিষ্কার করে আরামে শুয়ে ঘুমানোর কল্পনা করা হয় এবং অনেকে বাস্তবেই নাক ডেকে ঘুমিয়ে পড়ে। পরবর্তীতে উল্লিখিত পদ্ধতিতে ধ্যানমগ্ন হয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সামনে রেখে কল্পনা করা হয়। যাকে তাদের পরিভাষায় 'মনছবী' বলা হয়। তা একদিন অবশ্যই অর্জন হবে। লাখো মানুষ তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে বলে দাবি করে আসছে। বাংলাদেশে শহীদ আল বোখারী এ বিদ্যার চর্চা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সাধনা করে আসছে। মৌলিকভাবে যে উদ্দেশ্যে এই মেডিটেশন বা ধ্যানের চর্চা করা হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো। প্রতিটার ভিন্ন ভিন্ন শরয়ী সমাধান দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

১. মনের প্রশান্তি, গভীর উদ্বেগ, উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা দূর করা।
২. ভালো গুণাবলি অর্জন। যেমন–ক্ষমা, শোকর, সবর, স্মরণশক্তি, দৃঢ়প্রত্যয়, সাহস, উৎসাহ পাপের অনুশোচনা ইত্যাদি।
৩. বদ অভ্যাস পরিহার। যেমন–অলসতা, হতাশা, ভয়-ভীতি, লজ্জা ও সংকোচ, মনভীতি, ধূমপান, মদ পান ইত্যাদি।
৪. ব্যথা নিরাময় ও রোগ মুক্তি। যেমন–বিভিন্ন জটিল রোগ থেকে মুক্তির জন্য ধ্যানমগ্ন হয়ে মনের বাড়িতে গিয়ে সব রোগব্যাধি বা সমস্যা কাগজে লিখে পানিতে ফেলে দেওয়ার কল্পনা করা। এভাবে আরোগ্য কামনা করা।
৫. রোগ নির্ণয় তথা মনের বাড়ির কমান্ড সেন্টারে গিয়ে ধ্যানের মাধ্যমে নিজের বা অন্য কারো শরীর নিয়ে ধ্যান করে সেখানে কী কী রোগব্যাধি আছে, তা চিহ্নিত করা।

Scanned by CamScanner

৬. অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা লাভ, যার মাধ্যমে অদৃশ্যের অবস্থা অবলোকন করা। যেমন– ঘরে বসে বিদেশে ছেলের কী গতিবিধি ধ্যানের মাধ্যমে অবলোকন করা। বা টেন্ডারে সর্বনিম্ন দর কত হবে তা পূর্বেই জেনে যাওয়া।

৭. সম্মিলিত প্রার্থনা, অর্থাৎ যৌথভাবে বহু লোক একসাথে ধ্যানে মগ্ন হয়ে সুস্থতা ও যাবতীয় সমস্যা-সমাধানের জন্য প্রার্থনা করা।

৮. আত্মশুদ্ধি বা আত্মিক উন্নতিসাধন মহাজাতক গুরুজির হাতে বাইয়াতের মাধ্যমে সূচনা করা হয়। উল্লেখ থাকে যে যোগ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক লাখ লাখ মানুষের মাঝে এই বিদ্যার চর্চা ছড়িয়ে দিয়েছেন। সকল ধর্মের নারী-পুরুষ তাঁর কাছে কোর্স করে উপকৃত হচ্ছে বলে দাবি করছে, বিপথগামী পথের সন্ধান পাচ্ছে। তাঁর উদ্ভাবিত এ সকল ইসলাম সমর্থিত ও শাশ্বত ধর্মীয় বীজ থেকে আহরিত ও বৈজ্ঞানিক নির্যাসের লালিত বলে দাবি করেছে।

বিস্তারিত জানতে তাদের ওয়েবসাইট দেখা যেতে পারে। www.quantumemethod.org

ইসলামের দৃষ্টিতে এ সকল কর্মকান্ড বৈধ কি না? বিস্তারিত জানালে লাখো মানুষের উপকার হবে।

উত্তর :

১. বৈজ্ঞানিক ধ্যান বা মেডিটেশন চর্চা করার জন্য মৌলিকভাবে যে বিশ্বাসকে সামনে রাখা হয় অর্থাৎ আমি এক অনন্য মানুষ, অসীম শক্তির অধিকারী ইত্যাদি তা ইসলাম সমর্থিত নয়। কেননা সকল শক্তির অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং মেডিটেশনের মৌলিক বিষয়টা ইসলামের মূল আক্বীদার সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এই প্রত্যয় বা বিশ্বাসকে সামনে রেখে ধ্যান করা শরীয়তসম্মত নয়। অতএব এ ধরনের মেডিটেশন চর্চা এবং তার মাধ্যমে মনের প্রশান্তি অর্জন এবং গভীর উদ্বেগ ও উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা দূরীকরণ ইত্যাদি সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী ও ভ্রান্ত পন্থা। এসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত পন্থা পরিহার করে সঠিক আল্লাহ ওয়ালা সূফী সাধক, সুন্নাতে রাসূল অনুকরণকারী ব্যক্তিদের সান্নিধ্য অবলম্বনই মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ। (১৭/৪০১/৭০৪৫)

📖 سورة التكوير الآية ٢٩ : ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٤ / ٤٠٩ (٢٦٦٩) : عن عبد الله بن عباس رضـ، أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا غلام، إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت

Scanned by CamScanner

فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفت الصحف".

📖 العقيدة الطحاوية (نادية القرآن) صـ ٤٤ : كل شئ يجرى بتقديره ومشيته، ومشيته تنفذ، لا مشية للعباد إلا ماشاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن.

২, ৩ . মেডিটেশন চর্চা করা যেহেতু নাজায়েয তাই প্রশ্নোল্লিখিত গুণাবলি অর্জন ও বদঅভ্যাসসমূহ বর্জন করার জন্য মেডিটেশন চর্চার দিকে না গিয়ে হক্কানী পীর ও মাশায়েখগণের শরণাপন্ন হওয়ার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে উত্তম গুণের মানুষ হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা সকল মানুষের জন্য অতীব জরুরি।

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۷ / ۲۴۹ : اعمال باطنہ کی اصلاح کے لئے مرشد کی ضرورت : اس لئے اعمال باطنہ کی اصلاح عادتا اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ اپنے آپ کو کسی ایسے شیخ مرشد کے حوالے کردے جو باطنی فضائل اور رذائل میں پوری بصیرت اور مہارت رکھتا ہو، ... لیکن اعمال باطنہ کی اصلاح میں محض کسی کتاب کا پڑھ لینا اور پوری طرح سمجھ لینا بھی کافی نہیں ہوتا.

৪ . মেডিটেশন চর্চা করে বিশেষ কিছু শক্তি অর্জন করে কোনো সময় কারো রোগ ভালো করতে পারা যদিও অসম্ভব কিছু নয় কিন্তু এর দ্বারা উপকারের চেয়ে অপকার বেশি। উপরন্তু এসব সাধনা দ্বারা অর্জিত পন্থা সর্বসাধারণকে বিভ্রান্ত করার সূক্ষ্ম কৌশল। এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত আত্মসংশোধনের সঠিক পথ বর্জনও বটে। তাই মেডিটেশন মেসমেরিজম ইত্যাদির চর্চা অবৈধ।

📖 بوادر النوادر (ادارۂ اسلامیات) صـ ۹۲ : بس ثابت ہوا کہ اس عمل کے ذریعہ سے واقعیات کا انکشاف نہیں ہوتا البتہ بعض خواص اکثر اس پر مرتب ہو سکتے ہیں جیسے سلب مرض اور اصلاح خیالات مگر ان مصالح سے بڑھکر اس میں دوسرے مفاسد میں گو وہ لازم عقلی نہیں مگر لازم عادی ہیں جن کا بیان زبانی ہو سکتا ہے اور تجربہ کار مشاہدہ کرتے ہیں اس لئے حسب ارشاد قل فیهما اثم کبیر ومنافع للناس واثمهما اکبر

Scanned by CamScanner

من نفعهما اس کو منع کیا جاویگا گو وہ نہی قبح لغیرہ کی سبب ہو گی، جیسے فقہاء نے کیمیا کو

اسی بنا پر حرام کہا ہے۔

৫, ৬. মেডিটেশনের মাধ্যমে রোগ নির্ণয়, ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্য কোনো বিষয় সম্পর্কে জানা। যেমন ঘরে বসে বিদেশে ছেলের অবস্থা জানা, টেন্ডারের সর্বনিম্ন দর কত হবে তা পূর্বেই জানা আগের যুগের গণকদের ভবিষ্যদ্বাণী ও জ্যোতিষীদের জ্যোতির্বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গণকের পেশার ন্যায় এই বিদ্যাও ইসলামে নাজায়েয ও হারাম।

📖 شرح الفقه الأكبر (مكتبه رحمانيه) صـ ١٤٩ : إن تصديق الكاهن مما يخبره من الغيب كفر، لقوله تعالى: "قل لا يعلم من فى السمٰوات و الارض الغيب الا الله" ولقوله عليه الصلاة والسلام: "من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" ثم الكاهن هو الذى يخبر عن الكوائن فى مستقبل الزمان، ويدعى معرفة الأسرار فى المكان.

৭. সকল ধর্মের মানুষ একত্র হয়ে মেডিটেশনের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে প্রার্থনা করার অনুষ্ঠান একান্ত ভ্রষ্টতা ও মূর্খতা। তাই এসব অনুষ্ঠানে কোনো মুসলমানের জন্য অংশগ্রহণ ঈমান-আক্বীদা ধ্বংসের নামান্তর বিধায় সম্পূর্ণভাবে বর্জনীয়।

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۴/ ۲۶۹ : الجواب- کفار کا مجمع مطلقا معصیت نہیں ہے بلکہ صرف جو کسی معصیت یا کفر کی غرض سے منعقد کیا جائے ایسے مجمع کی شرکت واعانت سب حرام ہے۔

৮. যার আক্বীদা বিশ্বাস কোরআন-সুন্নাহবিরোধী ও শিরকবাদের সাদৃশ্য হয় এবং যে পীর সকল ধর্মের মানুষকে নিজ নিজ ধর্মের ওপর রেখেই বাই'আত করায়, সে একজন ভ্রান্ত মতবাদী লোক। তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করা হারাম। (১৭/৪০১/৭০৪৫)

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۲ / ۲۴۸: الجواب—ایک مسلمان کے لئے عقیدہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے جو شیخ مشرکانہ ومبتدعانہ عقائد رکھتا ہو وہ شیخ ناقص ہے اور شیخ ناقص سے بیعت حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا۲ / ۲۴۷ : شرائط ارشاد میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ شیخ کا عقیدہ و عمل بھی ٹھیک ہوا گر عمل و عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ وسنت کے مطابق نہ ہو تو وہ شخص شیخ یا پیر نہیں ہو سکتا.

ধোঁকার অপর নাম স্বপ্নে পাওয়া জালালী সংগঠন

প্রশ্ন : নামধারী একজন আলেম, যিনি তাঁর ভাষ্য মতে শুধুমাত্র কোরআনের হাফেজ। স্বপ্নযোগে রূহানীভাবে তিনি রাসূলের নির্দেশে জালালী সংগঠন নামে একটি সংগঠন গঠন করেন, পোস্টার ও হ্যান্ডবিলের মাধ্যমে জনগণকে উক্ত সংগঠনে সংযুক্ত হওয়ার আহ্বান করছেন। আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, উক্ত সংগঠন ও তাঁর কার্যাবলি কোরআন-হাদীস মোতাবেক সঠিক কি না?

উত্তর : কোরআন ও হাদীসের আলোকে আম্বিয়ায়ে কেরাম গোনাহ ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে একেবারেই মুক্ত, তাদের জাগ্রত ও নিদ্রা উভয়াবস্থার কার্যাদি আমল ও কথাবার্তা শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার দরুন উম্মতের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। পক্ষান্তরে আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত অন্য কেউ শয়তানের কুমন্ত্রণা ও গোনাহ থেকে মুক্ত নয়, তাই তাদের স্বপ্ন ও নিদ্রাবস্থার কোনো কথা বা আমল স্বয়ং তার জন্যই শরীয়তের দলিল ও অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় বলে গণ্য হবে না। অপরের জন্য অনুসৃত হওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। অনুরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দর্শন লাভ করা অসম্ভব ও অবান্তর কিছু নয়। বাস্তবে দর্শন লাভ করলে খুবই ভাগ্যবান। তবে স্বপ্নে দর্শন লাভের দাবিদার তার দাবিতে কতটুকু সত্যবাদী তা যাচাইয়ের অবকাশ রাখে। কিন্তু সত্য বলে প্রমাণিত হওয়ার পরও স্বপ্নের মাধ্যমে তাদের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ শরীয়তের দলিল ও প্রমাণ বলে বিবেচিত হবে না যদি তা শরীয়তের অকাট্য প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত কোনো হুকুমের পরিপন্থী হয়। কোরআন, ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূল সত্য, এ কথা শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এর সত্যতা কোনো আধ্যাত্মিক বা রূহানী শক্তি দ্বারা যাচাইয়ের প্রয়োজন নেই। যেহেতু উক্ত সংগঠনের ভিত্তি স্বপ্নের মতো এমন এক বিষয়ের ওপর রাখা হয়েছে, যা শরীয়তে স্বীকৃত নয়। তাই উক্ত সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক এবং মুসলমানদের জন্য উক্ত সংগঠনে যোগ দান থেকে বিরতও দূরে থাকা অত্যন্ত জরুরি। (৬/৬৭৮/১৪০১)

📖 التفسير المظهرى (دار إحياء التراث) ٥ / ٨ – ١٠ : فالأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات لأجل عصمتهم عن الشيطان وعن معارضه الأوهام و لأجل كون مناماتهم مقتصرة على العيون تنام

عيونهم وقلوبهم يقظان، فيميزون مخترعات الخيال عن حقائق الإلهام انحصرت رؤياهم فى القسم الثالث. ثم عدم العوارض المفسدة للمنامات الموجبة لوقوع الخطأ فيها متيقن فيهم عليهم السلام فرؤيا الأنبياء يكون وحيا قطعيا... ... ورؤيا الصلحاء أعنى الأولياء الذين زكوا أنفسهم بالرياضات وأزالواعنها الكدورات الجبلية، وتنزهوا عن ظلمات الذنوب والاثام، وتجلى بواطنهم باقتباس أنوار النبوة صالحة صادقة إلا نادرًا... ... ... وأما رؤيا العوام فمناماتهم وإن كانت مستفادة من عالم المثال لكنها تفسد وتكذب غالبًا۔

📖 تفسیر معارف القرآن ۵/ ۱۹ : عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمال رہتے ہیں اس لئے وہ کسی کے لئے حجت اور دلیل نہیں ہوتے ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے اور بعض اوقات گناہوں کی ظلمت وکدورت صحیح خواب پر چھا کر اس کو ناقابل اعتماد بنا دیتی ہے، بعض اوقات تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔

📖 فتاوی عزیزی (سعید کمپنی) ص ۳۲۸ : اسی وجہ سے شریعت میں ان احکام کا اعتبار نہیں جو خواب میں معلوم ہوں خواب کے بات حدیث نہیں شمار کی جاتی؛ اور اگر کاش کوئی بدعتی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حکم فرمایا ہے کہ وہ حکم خلاف شرع ہو تو اس بدعتی کے قول پر اعتبار نہ کیا جائیگا۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۱/ ۳۵ : جواب۔ غیر نبی کو کشف یا الہام ہو سکتا ہے مگر وہ حجت نہیں، نہ اس کے ذریعہ کوئی حکم ثابت ہو سکتا ہے بلکہ اسکو شریعت کی کسوٹی پر جانچ کر دیکھا جائیگا اگر صحیح ہو تو قبول کیا جائیگا ورنہ رد کیا جائیگا، یہ اس صورت میں ہے کہ وہ سنت نبوی کا متبع اور شریعت کا پابند ہو اگر کوئی شخص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتا ہو تو اس کا کشف والہام کا دعوی شیطانی مکر ہے۔

Scanned by CamScanner

জালালী সংগঠনের গঠনতন্ত্র শরীয়তবিরোধী

প্রশ্ন :

১. নয়া হুজুর জনাব হাদী সাহেবের স্বপ্নে পাওয়া আমলের দাওয়াত চলতে পারে কি না?

২. জনাব হাদী সাহেবের জালালী সংগঠনের কার্যক্রম শরীয়তসম্মত কি না?

৩. সংগঠনের অনুসারীগণ ইমাম মাহদীর অনুসারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন এবং ইমাম মাহদীর অনুসারী হিসেবে কবুল করার জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ফরিয়াদ করেন। আমার প্রশ্ন, ইমাম মাহদী তো নবীর মর্যাদা নিয়ে আগমন করবেন না, তাহলে তাঁর অনুসারী হওয়ার অনুরোধ কেন এবং এর তাৎপর্য কী?

৪. আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণীই আমাদের অনুসরণীয় বিষয়। স্বপ্নে পাওয়া আমল বিশ্বাসযোগ্য কি না এবং অনুসরণ করা যায় কি না?

৫. উক্ত সংগঠনের প্রধান নয়া হুজুর এম এ হাদী শুধু হাফেজ, আলেম নন, বয়স চল্লিশের ওপরে। তিনি নিজে অবিবাহিত এবং বিবাহ করলে আমলের ক্ষতি হয় বলে বিবাহ করেননি। এই যুক্তি শরীয়তসম্মত না, শরীয়তবিরোধী?

৬. উক্ত দলের চেয়ারম্যান বলেন যে জালালী সংগঠনের আমলে শরীক হলে স্বপ্নের মাধ্যমে সব সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষাৎ লাভ ও আদেশ-নিষেধ লাভ হবে। তাই কোরআন-হাদীসের এলেমের দরকার নেই। কথাটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

৭. স্বপ্নে পাওয়া আমল সম্পর্কে জনাব হাদী ও তাঁর অনুসারীগণ বুখারী শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করার কথা বলেন। এ কথা সঠিক কি না? অতএব, ইসলামী বিধান মোতাবেক ওপরে বর্ণিত প্রশ্নগুলোর জবাবদানে বাধিত করবেন।

উত্তর : ইসলাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ধর্ম, যা কোরআন-হাদীস তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ দ্বারা কেয়ামত পর্যন্তের জন্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। এতে নতুন কোনো আমল বা আমলের পদ্ধতি সংযোজন করার অবকাশ নেই। মানবজাতির ইহকাল এবং পরকালের সফলতা একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রেখে যাওয়া স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শে সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া অন্য যেকোনো পদ্ধতি যতই আকর্ষণীয় হোক না কেন, ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রশ্নে বর্ণিত জালালী সংগঠনের মূল ভিত্তি হলো স্বপ্ন। যেহেতু আম্বিয়ায়ে কেরাম নিষ্পাপ এবং শয়তানের প্ররোচনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাই আম্বিয়ায়ে কেরামের স্বপ্ন ঐশী বাণীর অন্তর্ভুক্ত এবং উম্মতের জন্য তা অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। তবে আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া অন্য কেউ নিষ্পাপ এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত নয়। তাই তাঁর স্বপ্নে প্রাপ্ত কোনো আমল অন্যের জন্য অনুসরণযোগ্য হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর নিজের জন্যও অনুকরণযোগ্য নয়।

Scanned by CamScanner

১. সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত জালালী সংগঠন একটি ভ্রান্ত ও গোমরাহী দ্বারা পরিপূর্ণ সংগঠন। তাই এর দাওয়াত চলতে পারে না।
২. যেহেতু এই সংগঠনের মূল ভিত্তি হলো স্বপ্ন, তাই স্বপ্ন সূত্রে নির্ধারিত কর্মকাণ্ড শরীয়তসম্মত হতে পারে না।
৩. অনুসরণের মাপকাঠি একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় সাহাবাগণ। যেহেতু ইমাম মাহদী তাঁদেরই অনুসরণ করবেন, তাই ইমাম মাহদীর অনুসরণ বস্তুত নবী ও সাহাবাদের অনুসরণ। সুতরাং ইমাম মাহদীর অনুসারী হওয়ার ফরিয়াদ মানুষকে আকৃষ্ট করার একটি পন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।
৪. স্বপ্নে পাওয়া আমল শরীয়তসম্মত না হলে তাঁর নিজের জন্যও তা বর্জনীয়।
৫. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, বিবাহ আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি বিবাহ করল সে অর্ধেক ঈমান পরিপূর্ণ করল। সুতরাং যে ব্যক্তি বিবাহ করলে আমলের ক্ষতি হয় বলে, সে শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা অমান্যকারী। তাই তার যুক্তি শরীয়তবিরোধী, এতে কোনো সন্দেহ নেই।
৬. কোরআন-হাদীসের সহীহ ইলম ছাড়া স্বপ্নের মাধ্যমে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ-নিষেধ লাভ করার দাবি শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এটা শয়তানী প্ররোচনা ও ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়।
৭. নবী-রাসূল ছাড়া জনাব হাদীর মতো সাধারণ মানুষের স্বপ্নে পাওয়া আমল বুখারী শরীফের হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার দাবি ভিত্তিহীন। সুতরাং ধর্মীয় রূপ ধারণের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গঠিত এ ধরনের সংগঠনকে প্রতিহত করার চেষ্টা করা এবং সাধারণ মুসলমানকে এর ষড়যন্ত্র থেকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। (৭/৭০১/১৮৩৩)

📖 التفسير المظهرى (دار احياء التراث) ٥/ ٨ – ١٠ : فالأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات لأجل عصمتهم عن الشيطان وعن معارضه الأوهام ولأجل كون مناماتهم مقتصرة على العيون تنام عيونهم وقلوبهم يقظان، فيميزون مخترعات الخيال عن حقائق الإلهام انحصرت رؤياهم فى القسم الثالث، ثم عدم العوارض المفسدة للمنامات الموجبة لوقوع الخطأ فيها متيقن فيهم عليهم السلام فرؤيا الانبياء يكون وحيا قطعيا... ... واما رؤيا العوام فمناماتهم وإن كانت مستفادة من عالم المثال لكنها تفسد وتكذب.

📖 فتاوی عزیزی (سعید کمپنی) ص۳۸۷ : شریعت میں ان احکام کا اعتبار نہیں جو خواب میں معلوم ہوں خواب کی بات حدیث نہیں شمار کی جاتی اور اگر کاش کوئی بدعتی کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں حکم فرمایا ہے کہ وہ حکم خلاف شرع ہو تو اس بدعتی کے قول پر اعتبار نہ کیا جائیگا۔

📖 تفسیر معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۵ / ۱۹ : عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمال رہتے ہیں اسلئے وہ کسی کے لئے حجت اور دلیل نہیں ہوتے ان کے خوابوں میں بعض اوقات طبعی اور نفسانی صورتوں کی آمیزش ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات گناہوں کی ظلمت وکدورت صحیح خواب پر چھا کر اس کو ناقابل اعتماد بنا دیتی ہے اور بعض اوقات تعبیر صحیح سمجھ میں نہیں آتی۔

📖 خواب کی شرعی حقیقت ص۱۸ : خواب حجت شرعی نہیں، لیکن اگر خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کا حکم دیں جو شریعت کے دائرے میں نہیں ہے مثلا خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ایسا محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کا حکم فرمایا جو شریعت کے ظاہری احکام کے دائرے میں نہیں ہے تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس خواب کی وجہ سے وہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لئے کہ ہمارے دیکھے ہوئے خواب کی بات کو اللہ تعالی نے مسائل شریعت میں حجت نہیں بنایا، اور جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قابل اعتماد واسطوں سے ہم تک پہنچے ہیں وہ حجت ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے خواب کی بات پر عمل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں نہیں آسکتا لیکن بسااوقات خواب دیکھنے والے کے ذاتی خیالات اس خواب کے ساتھ مل کر گڈمڈ ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ اس کو غلط بات یاد رہ جاتی ہے، یا سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اسلئے ہمارے خواب حجت نہیں۔

📖 بدائع الصنائع (سعید کمپنی) ۲/ ۲۲۹ : قال النبی صلی الله علیه وسلم النكاح سنتی، والسنن مقدمة على النوافل بالإجماع ولأنه أوعد على ترك السنة بقوله فمن رغب عن سنتی فليس منی ولا وعيد على ترك النوافل.

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٤ / ٣٨٣ : وعن انس بن مالك رض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين فليتق الله فى النصف الباق.

ওয়াহাবী কারা

প্রশ্ন : অনেকে তাবলীগ জামাতের লোক ও কওমী মাদ্রাসায় পড়ুয়াদেরকে ওয়াহাবী বলে থাকে, আসলে ওয়াহাবী কারা?

উত্তর : তাবলীগ জামাতের লোকজন ও কওমী মাদ্রাসায় পড়ুয়াদেরকে ওয়াহাবী বলা মারাত্মক ভুল। মূলত ওয়াহাবী হলো, আরবে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী, কিন্তু তাঁর অনেক কাজ চার মাযহাবের বিপরীতও ছিল। আর শরীয়তের বিভিন্ন কাজে বেশি কঠোরতা করতেন। যারা তাঁর অনুসারী ছিল তাদেরকে ওয়াহাবী বলা হতো। এই ওয়াহাবী দলটি যখন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে চায় তখন হুকুমত তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করে পরাজিত করে। যার ফলে দেশে-বিদেশে তাদের খুব বদনাম হয়ে যায় এবং মানুষও তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখতে আরম্ভ করে। এদিকে একই সময় উলামায়ে দেওবন্দ কর্তৃক ইংরেজ খেদাও আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তখন ইংরেজরা উলামায়ে দেওবন্দের বদনাম করার জন্য ছলচাতুরির মাধ্যমে তাদেরকে ওয়াহাবী নাম দিয়ে আন্দোলন দমানোর চেষ্টা করে। অথচ ওয়াহাবীদের সাথে উলামায়ে দেওবন্দ ও তাবলীগ জামাতের কোনো মিল নেই। বর্তমানে যারা আহলে হাদীস বা সালাফী নামে প্রসিদ্ধ, তারাই মূলত ওয়াহাবী। (১৯/৯৭৭/৮৫৬১)

📖 رد المحتار (سعيد كمپنى) ٤/ ٢٦٢ : مطلب: فى اتباع عبد الوهاب الخوارج فى زماننا (قوله: ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم) علمت أن هذا غير شرط فى مسمى الخوارج بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا على رضى الله تعالى عنه وإلا فيكفى فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه كما وقع فى زماننا فى اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون وأن من خالف اعتقادهم مشركون واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل

Scanned by CamScanner

علمائهم حتى كسر الله تعالى شوكتهم وخرب بلادهم وظفر بهم عساكر المسلمين عام ثلاث وثلاثين ومأتين وألف.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱ / ۲۰۳ : جواب— (۱) فرقہ وھابیہ کی ابتداء محمد بن عبد الوھاب نجدی سے ہوئی یہ شخص حنبلی مذھب رکھتے تھے، مزاج میں سختی زیادہ تھی، ان کے خیالات اور اعتقادات کے متعلق مختلف روایات سنی جاتی ہیں، حقیقت حال خدا تعالی کو معلوم ہے، مگر ہندوستان کے بعض مبتدعین نے توآجکل متبع سنت کا نام وھابی رکھ دیاہے یہ ان مبتدعین کی اصطلاح جدید ہے، (۲) علماء دیوبند یا ان کے ہم خیال علماء کو جو شخص وھابی یعنی متبع نجدی کہے ہے وہ خود وھابی یعنی سخت گیری میں متبع نجدی ہے، علماء دیوبند نہایت عمدہ اور پاکیزہ عقیدے والے حضرات ہیں انکا مذھب اور عقیدہ وہی ہے جو سلف صالحین وتابعین رحمہم اللہ تعالی اجمعین کا تھا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱ / ۲۳۰ : ڈیڑھ سو پونے دوسو سال پہلے عرب میں ایک شخص محمد بن عبد الوھاب کی طرف ایک جماعت منسوب تھی اسکے بعض نظریات ائمہ اربعہ سے الگ تھے اس جماعت نے اس وقت کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہا تھا حکومت نے مقابلہ کرکے ۱۲۳۳ھ میں اس کو شکست دے کر جماعت کو ختم کر دیا تھا وہ جماعت بہت بدنام ہو چکی اس کے قریب ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے سلسلہ کے حضرات نے جہاد کا نظم قائم کیا اور جگہ جگہ دشمن اسلام سے مقابلہ کیا انگریز نے ان کو بدنام کرنے کے لئے یہ لفظ وہابی ان کے واسطے ایجاد کیا اور کہا ان کا تعلق محمد بن عبد الوھاب نجدی کی جماعت سے ہے اور بدعتی علماء سے ان کے خلاف فتوی حاصل کئے اب کیفیت یہ ہے کہ جو شخص حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اس کے حدود کی رعایت رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے اور سنت کا اتباع کرتا ہے اور بدعات سے پرہیز کرتا ہے اس کو وہابی کہا جاتا ہے اور بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ آقائے نامدار سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا بلکہ شان اقدس میں گستاخیاں اور بے ادبی کرتا ہے.

📖 نظام الفتاوی (تاج پبلشنگ) ۱ / ۱۸۸ : سوال— تبلیغی جماعت کو محض تیجہ چہلم اور دعائے ثانیہ وعرس نہ کرنیکی بناء پر وہابی کہنا کہاں تک درست ہے؟ نیز لمبا کرتا اور داڑھی رکھنے سے وہابی کہنا کیسا ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب—یہ دونوں باتیں بالکل غلط اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ومرضی کے خلاف اور سخت گناہ ہے لہذا فقط ان دونوں باتوں کی وجہ سے وہابی کہنا درست نہیں ہے۔

ওয়াহাবীর পরিচিতি ও উৎপত্তি

প্রশ্ন : ওয়াহাবী কাকে বলে এর অর্থ কী এবং কোত্থেকে তাদের উৎপত্তি?

উত্তর : আরবের নজদ এলাকার মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব নামক এক ব্যক্তি ১১৩৪ হিজরীতে বিদ'আত, রুসুমের বিরুদ্ধে এবং সহীহ একত্ববাদের দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর অনুসরণ করেছে তাদেরকে তাঁর নামানুসারে ওয়াহাবী বলা হতো। এ ব্যক্তির ব্যাপারে ভারতবর্ষের হক্কানী উলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ তাঁকে হক্বপন্থী আলেমদের অন্তর্ভুক্ত মনে করলেও অনেকে তাঁর ব্যাপারে ভিন্নমতও পোষণ করেছেন। আমাদের মতে, তাঁর আন্দোলনে অনেক কঠোরতা, বাড়াবাড়ি ও চার মাযহাবের ইমামগণের সাথে কিছু কিছু মাসআলায় মতানৈক্য ছিল; ফলে তাঁদের অনেক বদনাম হয়ে যায়। ১২৩৩ হিজরীতে যখন তাঁদের পরাজয় হয় তখন হিন্দুস্তানে হক্কানী উলামায়ে কেরাম তথা উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জাম'আত ইংরেজ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে জেহাদে লিপ্ত ছিলেন। ইংরেজরা ওই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিদ'আতী ও অর্থ লোভী মৌলভীদেরকে টাকা দিয়ে তাদের দ্বারা সারা দেশে ফতওয়া জারি করে যে এরা হলো আরবের পরাজিত ওয়াহাবীদের অঙ্গসংগঠন। অথচ উলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের তাদের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক তখনও ছিল না এবং বর্তমানেও নেই। তথাপি ইংরেজদের অশুভ প্রচারণার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে বর্তমানে যে কেউ কোরআন ও হাদীসের বাতলানো গণ্ডির আওতায় সঠিক দ্বীনের শিক্ষা দিতে ও নিজে তদানুযায়ী চলতে চায় এবং বিশুদ্ধ সুন্নাতের অনুসরণ করতে ও বিদ'আত থেকে বাঁচতে চায় তাকে ওয়াহাবী বলে গালি দেওয়া হয়। এটা ইংরেজদের সেই বপন করা বীজের ফসলমাত্র। (৬/১৭৭/২৫৪১)

📖 امداد المفتیین (دار الاشاعت) ص۱۴۳: وہابی اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو عبد الوہاب نجدی کی پیرو معتقد ہے، نجد کی ایک جماعت ان کے ساتھ منسوب ہے علماء دیوبند کو نہ ان سے تلمذ (شاگردی) کا رشتہ حاصل ہے نہ عقیدت کا بلکہ بہت سے مسائل میں ان کے خلاف ہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ١/ ٢٣٠ : ڈیڑھ سو پونے دوسو سال پہلے عرب میں ایک شخص محمد بن عبد الوہاب کی طرف ایک جماعت منسوب تھی اسکے بعض نظریات ائمہ اربعہ سے الگ تھے اس جماعت نے اس وقت کی حکومت پر قبضہ کرنا چاہا تھا حکومت نے مقابلہ کرکے ١٢٣٣ھ میں اسکو شکست دیکر جماعت کو ختم کر دیا تھا وہ جماعت بہت بدنام ہو چکی اس کے قریب ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کے سلسلے کے حضرات نے جہاد کا نظم قائم کیا اور جگہ جگہ دشمن اسلام سے مقابلہ کیا، انگریز نے ان کو بدنام کرنے کے لئے یہ لفظ وہابی ان کے واسطے ایجاد کیا اور کہا ان کا تعلق محمد بن عبد الوہاب نجدی کی جماعت سے ہے، اور بدعتی علماء سے ان کے خلاف فتوی حاصل کئے اب کیفیت یہ ہے کہ جو شخص حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر اس کے حدود کی رعایت رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے اور سنت کا اتباع کرتا ہے اور بدعت سے پرہیز کرتا ہے اس کو وہابی کہا جاتا ہے۔

দেওবন্দি আলেমকে ওয়াহাবী বলা

প্রশ্ন : আশরাফ আলী থানভী (রহ.), রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) এবং কওমী মাদ্রাসার উস্তাদ, ছাত্র–সকলকে ওয়াহাবী বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত?

উত্তর : হযরত মাও. আশরাফ আলী থানভী (রহ.) মাও. রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) ও কওমী মাদ্রাসার উস্তাদ, ছাত্র–সব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী। তাঁদের কেউ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নাজদীর অনুসারী নন। সুতরাং তাঁদেরকে ওয়াহাবী বলার পেছনে ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র রয়েছে। (৬/৪১৬/১২৬২)

খারেজী বলতে কাদেরকে বোঝায়

প্রশ্ন : যারা বর্তমানে কওমী মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে তাদেরকে তথাকথিত নামধারী সুন্নী লোকেরা "খারেজী" বলে গালি দেয়। অনেক সময় বলে থাকে, যারা কওমী মাদ্রাসায় পড়ে "তারা খারেজী, তারা কাফের"। আমার প্রশ্ন হলো, খারেজী বলতে বর্তমানে কোন জাতিকে বোঝায়, বিস্তারিত জানাবেন এবং যারা কওমী মাদ্রাসায় পড়ে তারা ওই খারেজী নাকি তারাই সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী?

Scanned by CamScanner

আর যে সমস্ত লোক তাদেরকে খারেজী ও কাফের বলে গালি দেয় ওই সমস্ত লোকের ঈমানে ত্রুটি আসবে কি না এবং তাদের কী বিচার হতে পারে? সঠিক সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : সিফ্‌ফীন যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর বাহিনী নিশ্চিত পরাজয় অনুধাবন করে বর্শার মাথায় কোরআন শরীফ উত্তোলন করে হযরত আলী (রা.)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেন, পরে দুই দল থেকে দুজন সালিস নিযুক্ত হয়। তখন হযরত আলী (রা.)-এর একদল সমর্থক সালিসি প্রস্তাবের বিরোধিতা করে দল ত্যাগ করে চলে যায়। ইসলামের ইতিহাসে তারা খারেজী সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। উলামায়ে কেরাম এ সম্প্রদায়কে গোমরাহ ও ভ্রান্ত সম্প্রদায় হিসেবে অভিহিত করেছেন। বর্তমান কওমী মাদ্রাসাগুলো রীতি-নীতি, আইন-কানুন, সিলেবাস, অনুদান ও পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে খারিজ তথা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সরকারের প্রভাবমুক্ত। এ অর্থে লোকমুখে খারেজী বলতে শোনা যায়। কিন্তু মতলববাজ তথাকথিত নামধারী সুন্নী লোকেরা এই সুবাদে কওমী মাদ্রাসাগুলোকে ওই গোমরাহ ও ভ্রষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী খারেজী সম্প্রদায়ের সাথে সংযোগ করে দেয়। অথচ আক্বীদাগতভাবে কওমী মাদ্রাসার সাথে ওই সম্প্রদায়ের ন্যূনতম সম্পর্কও নেই। এটা ইতিহাস বিকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব মাদ্রাসায় যারা লেখাপড়া করে বাস্তবে তারাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী। কেননা কওমী মাদ্রাসাগুলোর মূল হলো দেওবন্দ মাদ্রাসা, আর দেওবন্দের নীতি-আদর্শ হলো, তাওহীদে খালেস, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন তাঁর বিধিনিষেধ মানার মাধ্যমে মাখলুকের সেবা করা। এ চার আদর্শে বিশ্বাসীকেই আহলে সুন্নাত বলা হয়। কাজেই তাদেরকে যারা খারেজী, কাফের বলে গালাগাল করে, অপবাদ দেয় শরয়ী দৃষ্টিতে তারা ফাসেক, গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট। এ অপবাদ উল্টো তাদের ওপরই বর্তাবে। কেননা হাদীস শরীফে আছে, "যদি কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইকে কাফের বলে অপবাদ দেয় এ অপবাদ তার ওপর বর্তাবে, যদি সে এ অপবাদের উপযুক্ত না হয়।"

এ ধরনের লোক শাস্তিযোগ্য অপরাধী, আদালতের কাঠগড়ায় হাজির করে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা সরকারের কর্তব্য। আল্লাহপাক এদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং তাওবার তৌফিক দান করুন। আমীন (১৬/১৫১/৬৪৪৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢ / ٤٢ (٥٠) : عن ابن عمر رضى الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر. فقد باء بها أحدهما. إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه".

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢ / ٥٠ (٦٤) : عن ابن مسعود رضـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر

📖 الملل والنحل (دار الفكر) صـ ٩٢: كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا سواء كان الخروج فى أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أوكان بعدهم على التابعين باحسان والائمة فى كل زمان.

📖 فيه ايضًا (دار الفكر) صـ ٩٣ : هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على رضى الله عنه حين جرى أمر الحكمين واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة ورأسهم عبد الله الكواء وعتاب بن الأعور وعبد الله بن وهب الراسبى وعروة بن جرير ... ... وكانوا يومئذ فى اثنى عشر الف رجل أهل صلاة وصيام.

📖 الشريعة لأبى بكر الآجرى (دار الكتب العلمية) صـ ٢١: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله عزوجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا، واجتهدوا فى العبادة، فليس ذلك بنافع لهم، وان أظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عزوجل منهم، وحذرنا النبى صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضى الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم دیوبند) ١٢ / ٢٣٢ : سوال—ایک شخص نے ایک مسلمان باشرع قوم سید کو سب و شتم کیا، روکنے پر سیدوں کا نام لیکر گالیاں دینی شروع کی اور باز نہیں آیا ایسے شخص کے حق میں شرعًا کیا حکم ہے؟

الجواب—وہ شخص فاسق ہے اور شریعت اسلام میں وہ مستحق تعزیر ہے.

দেওয়ানবাগীর পরিচয়

প্রশ্ন : দেওয়ানবাগী পীর সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : দেওয়ানবাগী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে নিম্নোক্ত বইটি সংগ্রহ করে পড়ুন। "ইসলামী আক্বীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ", গ্রন্থকার : মাও. মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন, প্রকাশনা : মাকতাবাতুল আবরার, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা। এর পরও কোনো প্রশ্ন থাকলে জেনে নেবেন। (১৯/৪৬৬)

ভণ্ডের ছোঁয়ায় কুফুরী কাজ

প্রশ্ন : আমাদের বিবাহ হয়েছে প্রায় ২০-২১ বছর। এত দিন আমার স্বামী নামায-রোজা ও কোরবানী ঠিকমতো করে আসছিলেন। ৭-৮ বছর ধরে ইসমাঈল ফকীর নামের এক পীরের কাছে মুরীদ হয়ে কী জঘন্য ধরনের নির্লজ্জ কাজ করে আসছেন, যা লজ্জাজনক হলেও শরীয়তের মাসআলা জানার জন্য পেশ করেছি।

১. বর্তমানে সে ফরয গোসল করে না।
২. স্বামী-স্ত্রীর মিলনে যে বীর্যপাত হয় তা সে খেয়ে ফেলে।
৩. তার নিজের প্রস্রাব সে নিজে পান করে।
৪. আমাকে নামায পড়তে নিষেধ করে।
৫. কোরআন শরীফ পড়লে তাও ব্যঙ্গ করে।
৬. পীরের নির্দেশ, স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা কম করতে হবে।
৭. পীরের মুরীদরা তাদের স্ত্রী ও মেয়েদের বেপর্দাভাবে পীরের দরবারে নিয়ে যায়। পীর খালি গায়ে শোয়া থাকে। মহিলারা তার শারীরিক খেদমত করে। আমার স্বামীও আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তার শারীরিক খেদমত করতে সম্মত না হওয়ায় আমার ওপর হাজার রকম জুলুম-নির্যাতন চলে আসছে।

এমতাবস্থায় এই স্বামীর সঙ্গে সংসার করা কতটুকু বৈধ হবে এবং চাইলেও কিভাবে? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়গুলো যদি সত্যি হয় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের স্বামীর সঙ্গে ঘর-সংসার করা বৈধ হবে না, যত দিন সে তাওবা না করে। (১৭/৪৬৭)

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢٨٨ : إذا أنكر الرجل آية من القرآن أو تسخر بآية من القرآن، وفي الخزانة أو عاب كفر.

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمي كتب خانہ) صـ ١٣٨ : من اعتقد الحلال حراما أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه وثبتت حرمته بدليل قطعي.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٢٤٦ : ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح، وأولاده أولاد زنا.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ۲ / ۳۶۵: الجواب- ... ... اور تارک الصلاۃ استخفافا کافر ہے، نماز تو فرض عین اور ام العبادات ہے، اور کسی فعل مسنون کی بھی من حیث السنۃ اہانت کرے تو کافر ہو جاتا ہے، اور اس کا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح نہ کرے تو آئندہ کو اولاد حرامی ہو گی.

কতিপয় ভণ্ডপীর ও তাদের শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড

প্রশ্ন :

১. একটি বাড়িতে মাঝে মাঝে বিভিন্ন পুরুষ-মহিলা আনা হয় এবং সারা রাত মুরশিদা-কাওয়ালী গানের সুরে পীর সাহেবের নামে বিভিন্ন বাক্য বানিয়ে মাইকে বলা হয়। যার দ্বারা মানুষের ঘুম নষ্ট হয়। ওই বাড়িওয়ালা মারা যাওয়ার পর তার বড় ছেলেকে কবরে সেজদা দিতেও দেখা যায়; অথচ সে মুসলমান। উল্লিখিত কর্মকাণ্ডগুলোর শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক সমাধান কী?

২. দ্বিতীয় বাড়িতে এক পীর সাহেব রাতে আসে এবং পুরুষ ও মহিলাদেরকে মুরীদ করায় এবং মহিলা মুরীদরা চতুর্পাশে বসে খেদমত করতে থাকে এবং পীর সাহেব বিভিন্ন আমল বলতে থাকে।

৩. আটরশি, চন্দ্রপাড়া এবং দেওয়ানবাগ গিয়ে মুরীদ হওয়া যাবে কি না? এবং উক্ত জায়গায় মুরীদ হয়ে প্রতিবছর দুবার পীরের নামে মুরশিদা-কাওয়ালী বলার ব্যবস্থা

Scanned by CamScanner

করা এবং উক্ত মাহফিলে খানার টাকা খরচ করে সাওয়াবের আশা করা যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের কোনো হুকুম অমান্যকারী ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা এবং খাঁটি মুসলমান হতে পারে না। শরীয়ত অমান্য করে যে ব্যক্তি তরীকত ও মা'রেফতের দাবি করে তার অনুসরণ করা জায়েয হবে না।

প্রশ্নের প্রথম নম্বরে উল্লিখিত গানের সুরে কাওয়ালী করা শরীয়তসম্মত নয় এবং কবরকে সেজদা করা শিরক।

দ্বিতীয় নম্বরে উল্লিখিত সামানে নিয়ে মহিলাদের মুরীদ করা এবং বেগানা মহিলা থেকে এভাবে খিদমত নেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। নাজায়েয কাজ যে করে সে সত্যিকারের পীর হতে পারে না। ওই সব পীরের নিকট মুরীদ হওয়া শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ।

তৃতীয় নম্বরে যেসব লোকের উল্লেখ করা হয়েছে তারাও শরীয়ত গর্হিত কাজ করে বলে সবাই জানে, তাই তাদের মুরীদ হওয়া জায়েয হবে না। গর্হিত কাজ করে সাওয়াবের আশা করা যায় না। শেষোক্ত কাজগুলো শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১০/১১৪/৩০২১)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۳۱۹/۱ :الجواب—یہ عرس اور قوالی کرنا حلیہ اور سارنگی بجانااور اس کا سننااور ایسی محفلوں میں شریک ہونا سب ناجائزاور بدعت ہے علامہ شامی نے "تنقیح الفتاوی الحامدیہ" میں اس کو منع لکھا ہے فقہ حنفیہ کی مشہور ومعتبر کتب مجمع الانہر شرح ملتقی الابحر میں ہے، لا اصل له في الدين، زاد في الجواهر وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعله كذلك۔

📖 فیہ ایضًا ۱۸۰/۱۲: سوال- قبروں کو چونے، گچ سے پختہ قبے تعمیر کرنا روشنی کرنا عرس کرنا قوالی گاناوغیرہ کیساہے؟

جواب- یہ سب چیزیں ناجائزاور معصیت ہیں۔

📖 وفیہ ایضًا ۱۰/ ۶۰ : مزار کے دروازہ پر جاکر سر رکھنا سجدہ کی ہیئت بنانا اگر بقصد تعظیم ہو تو حرام ہے، اور اگر بقصد عبادت ہو تو شرک ہے، قبر کا بوسہ دینا یا مزار کے در و دیوار کو چومنا بھی حرام ہے، ... والسجدة حرام لغيره سبحانه (شرح فقه اكبر ص ۲۳۸) والمستحب لزيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت وان يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه، فإن ذلك من عادة النصارى (طحطاوى ص ۳۶۱)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۲ /۲٦۰ : سوال- بعض خواتین پیر سے پردہ نہیں کرتیں کیا خواتین کا پیر سے پردہ ضروری ہے؟

الجواب- پردہ کے متعلق جو نصوص آئی ہیں وہ عام ہیں پیر اور دوسرے محارم سب کو شامل ہیں تو اس وجہ سے دوسرے لوگوں کی طرح پیر سے بھی خواتین کیلئے پردہ کرنا ضروری ہے، جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ غلطی پر ہیں، لما قال العلامة ابن نجيم ولا ينظر من اشتهى الى وجهها إلا الحاكم والشاهد، وينظر الطبيب الى موضع مرضها۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۰/۱۰۳ : خلاف شرع کام میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، لاطاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق الحدیث، پیر اگر خلاف شرع مسلک رکھتا ہو تو اس سے بیعت ناجائز ہے، اگر بیعت کر لی ہو تو فسخ کر کے کسی متبع شرع پیر سے بیعت کی جاوے جس پر اہل علم دیندار اعتماد رکھتے ہوں اور بیعت کے لائق سمجھتے ہوں۔

'জা-আল হক্ব' গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা

প্রশ্ন : মুফতী ইয়ার খান নঈমী সাহেব লিখিত 'জা-আল হক্ব' কিতাবটি কতটুকু নির্ভরযোগ্য?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত কিতাব উলামায়ে হক্ব তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারী উলামায়ে কেরামের মতানুযায়ী নির্ভরযোগ্য নয়, বরং এটি শিরকী আক্বীদার ভয়ংকর সমাহারের নাম। যেকোনো জ্ঞানী লোক পড়লে সহজেই তা বুঝতে পারবেন। (৬/৪১৭/১২৬২)

রাজারবাগী, এনায়েতপুরী ও দেওয়ানবাগীদের ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন :

১. দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী ও এনায়েতপুরী এ সমস্ত পীরের আক্বীদায় বিশ্বাসী লোকদের সাথে সম্পর্ক করা অথবা তাদের সাথে আত্মীয়তা করা যাবে কি না?

২. শোনা যায়, দিল্লুর রহমান নিজেকে আওলাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দাবি করে। অনেকে তাকে আওলাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মনে করে তার অনুসারী হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার জানার

Scanned by CamScanner

বিষয় হচ্ছে, দিল্লুর রহমানের আসল পরিচয় কী? এবং তাকে আওলাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলা যাবে কি না? এবং তার অনুসারী যারা হচ্ছে তাদেরকে গোমরাহ বলা যাবে কি না?

উত্তর :

১. প্রশ্নে যেসব পীরের নাম উল্লেখ করে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা যাবে কি না জানতে চাওয়া হয়েছে, তাদের আক্বীদাগুলোও উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল। তা সত্ত্বেও এসব ব্যাপারে শরয়ী বিধান হলো, যেকোনো ব্যক্তি সে পীর নামে আখ্যায়িত হোক বা আল্লামা নামে, সত্যিকারের মুসলমান হওয়ার জন্য ইসলামের আক্বীদা ও আদর্শে বিশ্বাসী হওয়া পূর্বশর্ত। তাই যারা মৌলিক আক্বীদার পরিপন্থী আক্বীদায় বিশ্বাসী ও তার প্রচারক হয়, তারা ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো ফাসেক বা ইসলামের গণ্ডি হতে বের হয়ে যায়। তাদের সাথে যেকোনো ধরনের দ্বীনি সম্পর্ক গড়ে তোলা বৈধ বলার অবকাশ নেই।

২. সমস্ত মুসলিম উম্মাহ্কে একটি বিশেষ মতানুযায়ী আওলাদে রাসূল বলা চলে। দরূদের অংশ وعلى اله এর এটাও একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে যারা বংশীয় ও জন্মসূত্রে আওলাদে রাসূল, তাঁরাই বাস্তব অর্থে আসল আওলাদে রাসূল। প্রশ্নে উল্লিখিত দিল্লুর রহমান কোন অর্থে আওলাদে রাসূল হওয়ার দাবি করে এটা যাচাই-বাছাইয়ের দাবি রাখে। তদুপরি শুধু আওলাদে রাসূলকে অনুকরণ করলেই হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া জরুরি বিষয় নয়। বরং হক্বপন্থী আল্লাহ ওয়ালার সাথে সম্পর্ক করে নিজেকে দ্বীনের ওপর আনতে পারলে সে হেদায়াতপ্রাপ্ত। আর বদদীন ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী নিজেকে আওলাদে রাসূল নাম দিলেও তার অনুসরণ পথভ্রষ্টতার কারণ। (১৪/৪৯৮/৫৬৫৫)

📖 العقيدة الواسطية (اضواء السلف) ١ / ٥٤ : اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.

[أصول الإيمان وأركانه الست]: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر؛ خيره وشره.

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٦٨٥ : فيجرى فيهم الامر على قاعدة الشرع الشريف فى أن الولد يتبع أباه فى النسب، لا امه، وانما خرج أولاد فاطمة وحدها للخصوصية التى ورد بها الحديث وهى مقصورة على ذرية الحسن والحسين.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ۴/ ۲۸۰ : سوال- بنى فاطمہ کے علاوہ بقیہ بنوہاشم بھی سید ہے یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

جواب- بنو فاطمہ کے علاوہ دوسرے ہاشمی بھی لغۃ واحتراما سید ہیں اور حرمت صدقہ کے حکم میں شامل ہیں مگر اصطلاحا سید کا لفظ صرف بنو فاطمہ کے لئے خاص ہو گیا ہے.

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۲ / ۲۸: سوال- جو شخص کہ سید کہا جاتا ہے مگر اس کے نسب کا کہیں پتہ نہیں بلکہ یہ خیال ہوتا ہے چونکہ اس کے یہاں تعزیہ داری وغیرہ ہوتی ہے اس کے سبب سے سید کہلاتا ہے، اور اس قرابتیں بھی عام طور سے جو لوگ شیخ کہلاتے ہیں ان میں ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو زکوۃ کا مال دے سکتے ہیں یا نہیں یا صرف تسامع سے اس کو سید مانیں گے گو کہ سید نہ ہو؟

الجواب- نسب میں تسامع کافی ہے جبکہ مکذب بین نہ ہو۔

পীরের কদমবুচি

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি আমাকে বললেন– ভাই, চলেন। আমরা বাবার দরবারে যাই। আমি তাঁকে বললাম, ঠিক আছে আমি যাব। তখন আমি তাঁকে বললাম, ভাই! আপনার পীরের দরবারে কী করতে হয়? তিনি আমাকে বললেন, আমরা প্রথমে গিয়ে তাঁর পা ধরে সালাম করব। তারপর যার যে যে সমস্যা আছে তাই হুজুরকে বলব। পরে হুজুর আমাদের সমস্ত সমস্যার খবর দিয়ে দেবেন। তখন আমি বললাম, ভাই! আপনাদের পীর সাহেবের দরবারে আপনারা বিদ'আতী কাজ করেন। তিনি বললেন, কী বিদ'আতী কাজ করি? আমি তাঁকে বললাম, পা ছুঁয়ে সালাম করা বিদ'আত ও নাজায়েয। ওই ব্যক্তি বললেন, উনি কত বড় একজন আলেম, উনি কখনো বিদ'আতী কাজ করবেন না। আমি বললাম, করেন। পরে এ ব্যাপারে প্রায় এক ঘণ্টা তাঁর সাথে আমার ঝগড়া হয়েছে। পরে আমি তাঁকে বললাম, ভাই! এটার দলিল আছে। তখন তিনি আমাকে বললেন, দলিল দেখান। আমি আমাদের মুফতী সাহেব হুজুরের কাছে গেলাম। তিনি আমাকে বলেন, আমার কাছে কিতাব নেই। এখনো আমি তাঁদেরকে দলিল দেখাতে পারিনি। এজন্য আমাকে নিয়ে আমাদের সমাজে বেশি গোলযোগ চলছে। সমাজের কিছু লোক বলে, যদি কোনো দলিল দেখাতে পারেন তবে আমরা বিশ্বাস করব।
এখন অনুরোধ হলো, পা ছুঁয়ে সালাম করা কি নাজায়েয? এটা দলিলসহ জানতে চাই।

উত্তর : নবীজির শিক্ষা ও আদর্শ মুসলমানের জন্য বড় সম্পদ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ওই মহান আদর্শ বাস্তবায়ন করাই আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। অন্যান্য বিষয়ের মতো পরস্পর সাক্ষাতের সময় করণীয় কাজটি নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং পরিহার্য বিষয়গুলোও চিহ্নিত করে দিয়েছেন পরিষ্কারভাবে। বড় হোক কিংবা ছোট হোক প্রত্যেকের সাক্ষাৎকালে সালাম ও

Scanned by CamScanner

মুসাফাহার সুন্নাতটি আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন বিভিন্ন ভাষায়। আর এর অনেক ফজীলতের কথাও তিনি বর্ণনা করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে মাথা নুইয়ে পা ছুঁয়ে সম্মান প্রদর্শন থেকে বারণ করেছেন।

সুতরাং নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শিক্ষার আলোকে পীর বা অন্য কারো জন্য পা ছুঁয়ে সালাম করা বৈধ নয়। এরূপ পন্থা পরিহার করে নবীজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাতলানো সালাম ও মুসাফাহার সুন্নাত আদায় করাই সকল মুসলমানের জন্য জরুরি। (৬/৮৩৬)

📖 سنن أبی داود (دار الحديث) ٤/ ٢٢١٠ (٥٢٠٠) : عن ابی هريرة ؓ قال: إذا لقی أحدكم أخاه فليسلم عليه فإن حالت بينهما شجرة أوجدار أوحجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا.

📖 جامع الترمذی (دارالحديث) ٤/ ٤٩٤ (٢٧٢٨) : عن أنس بن مالك، قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا» ، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا» ، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم»-

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٤/ ٢٢١٤ (٥٢١١):عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله عز وجل، واستغفراه غفر لهما» -

📖 امداد الفتاوی(زکریا بکڈپو) ٥/ ٣٤٥: قدم کو ہاتھ لگا کر پھر اپنا ہاتھ چومنا یہ نا جائز ہے، لما فی الدر المختار وكذا ما يفعله الجهال من تقبيل يد نفسه اذا لقی غيره فهو مكروه فلا رخصة فيه.

ফানা ফিল্লাহ্ দলের কার্যক্রম

প্রশ্ন : আমাদের শহরে ৩-৪ জন মহিলা বিভিন্ন তারিখে বাসায় বাসায় গিয়ে সামিয়ানা টাঙিয়ে ছোট ছোট স্পিকার ব্যবহার করে চেয়ারে বসে ওয়াজ-নসীহত করেন এবং ওয়াজ শেষে দু'আ পরিচালনা করেন। এতে দূর-দূরান্ত থেকে আগত অনেক মহিলা শরীক হন। তাদের জামাতের নাম 'ফানা ফিল্লাহ'র জামাত। তারা বাসায় বাসায় গিয়ে কোরআন খতম, তাসবীহ খতম পড়ে অসুস্থ ও মৃত ব্যক্তিদের জন্য দু'আ পরিচালনা করেন। যাতে পুরুষরাও শরীক হন। এ ধরনের কার্যকলাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সমস্ত কাজ শুধু মহিলাদের মাধ্যমে সংঘটিত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে সমর্থিত কি না, জানিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : এই ফেতনা-ফ্যাসাদের যুগে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন তারিখে বাসায় বাসায় গিয়ে সামিয়ানা টাঙিয়ে ওয়াজ-নসীহত করার অনুমতি শরীয়তে নেই। মহিলাদের আওয়াজও ক্ষেত্রবিশেষে সতরের অন্তর্ভুক্ত, তাই মহিলাদের জন্য উচ্চস্বরে কথা বলাও নিষেধ। প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে মহিলাদের দু'আতে পুরুষরাও শরীক হন। এ ধরনের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ শরীয়ত পরিপন্থী। (১৭/৬১৬)

📖 سورة الأحزاب الآية ٣٣ : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ٢ / ٢٨١ : والفتوى اليوم على الكراهة فى كل الصلوات لظهور الفساد ومتى كره حضور المسجد للصلاة، لأن يكره حضور مجالس الوعظ، خصوصا عند هؤلاء الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد كمپنى) ١ / ٥٦٦ : (ويكره حضورهن الجماعة) ولو لجمعة وعيد ووعظ.

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۸ / ۵۵ : الجواب- عورتوں کا گھروں سے نکلنا بہت بڑا فتنہ ہے اس لئے حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے اس پر بہت سخت پابندی لگائی ہے اور دینی کاموں کیلئے بھی عورتوں کے نکلنے کو بالاتفاق حرام قرار دیا ہے۔

📖 وایضا ۸ / ۲۱ : حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ کے مطلقا حرمت کے فیصلہ میں ضرورت شرعیہ سے کچھ گنجائش تلاش کرنیکی سعی مذکور کے باوجود خواتین کے لئے تبلیغی جماعت میں نکلنے کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں نکل سکی۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۹ / ۱۹۳ : سوال- ... ... اگر مقرر عورت برقع اوڑھ کر مردوں کے مجمع میں تقریر کرے تو کیسا ہے ایسی عورت کی تقریر سننا درست ہے یا نہیں؟

جواب- ... ... مردوں کو ایسے مجمع میں شریک ہونا اور تقریر سننا شرعا درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

জাকির নায়েকের আসল রূপ

প্রশ্ন : আমরা মনে করি, ডা. জাকির নায়েক একজন ভালো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলেম ও মুফাস্‌সিরে কোরআন। তাই আমরা তাঁর কথা অনুসরণযোগ্য মনে করি। এ কথা অনেক খাঁটি আলেমের মুখ থেকেও শুনেছি। কিন্তু ইদানীং হক্কানী বড় বড় উলামায়ে কেরাম ফাসেক ও ভ্রান্ত মতবাদী বলে আখ্যায়িত করছেন। প্রশ্ন হলো, তিনি কি সঠিক মুফাস্‌সিরে কোরআন নন? তিনি কি ফাসেক ও ভ্রান্ত মতবাদী? এ ব্যাপারে পথপ্রদর্শনকরত ভুল ধারণা দূর করবেন বলে আশা রাখি।

উত্তর : ডা. জাকির আব্দুল করীম নায়েক ১৯৬৫ সালে ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জনের পর ডাক্তারি পেশা গ্রহণ করেন। অতঃপর দু-এক বছর পর চিকিৎসা পেশা থেকে অব্যাহতি নিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের দাওয়াতী প্রোগ্রাম শুরু করেন। এ লক্ষ্যে RIF এডুকেশনাল ট্রাস্ট ও ইসলামিক ডিমেনসন নামে একাধিক সংস্থাও প্রতিষ্ঠা করেন। যুক্তিতর্ক ও বিজ্ঞানের আলোকে ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল চালু করে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ওপর পারস্পরিক তুলনামূলক বক্তৃতা দিতে থাকেন। ২000 সালে শিকাগো শহরে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক ডা. উইলিয়াম ক্যান্টাবেলের সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠান করে প্রসিদ্ধ লাভ করেন এবং শেখ আহমদ দিদাতের প্রসংশা কুড়াতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি পোপ বেনেডিক্টকে বিতর্কের জন্য চ্যালেঞ্জ করেন। এভাবেই তিনি বিশ্ব মুসলমানের হৃদয়ে জায়গা করে নেন।

বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস, তথ্য ও বিজ্ঞানের ওপর পাণ্ডিত্য লাভ করা যেকোনো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের পক্ষেও অসম্ভবের কিছু নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ধর্মের ইতিহাস জানা, আর ধর্মের বিশেষজ্ঞ আইনবিদ, বিশ্লেষক, হাদীস বিশারদ, মুফতী ও মুফাস্‌সির হওয়া এক জিনিস নয়।

ইসলামকে বিভিন্ন ধর্মের সাথে তুলনা করার জন্য অতিরিক্ত মেহনত ও সাধনার চেয়ে শরীয়তের বিধিনিষেধ ভালো করে জেনে-বুঝে জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করাই হচ্ছে ইসলামের মৌলিক নির্দেশনা। ২৩ বছরের নবুওয়াত জীবনের এটাই ছিল মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। একজন সাহাবীকে কোরআন ছাড়া ভিন্ন ধর্মের বিকৃত বই পড়তে দেখে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাগত স্বরে বলেছেন :

لوكان موسى حيا لما وسعته إلا اتباعى

অর্থাৎ "জেনে রেখো, মুসা নবীও যদি এখন দুনিয়াতে বেঁচে থাকতেন আমার অনুসারী হওয়া ছাড়া তাঁর অন্য কোনো পথ থাকত না।" সুতরাং উপরোক্ত মৌলিক ইসলামী নীতিমালার আলোকে বলতে হয়, জাকির নায়েক সাহেব একজন চিকিৎসক হয়ে বেশি থেকে বেশি তিনি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক তাত্ত্বিক জ্ঞানে পাণ্ডিত্য লাভ করতে পারেন। যেমন তাঁর আদর্শ পুরুষ শেখ আহমদ দিদাত করেছেন। বিশ্বের মানুষকে এ বিষয়ে বিজ্ঞান-যুক্তির আলোকে তথ্য প্রদান করে বিভিন্ন ধর্মের সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য ও

Scanned by CamScanner

আদর্শের ঠিকানা দিয়ে হৃদয় কেড়ে নিতে পারেন। এতে তিনি অনেক সফলও হয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়টি ইসলামের মূল বিষয় নয়। আল্লাহ ও রাসূলের বিধিনিষেধকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করাই রাসূলের আগমনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কোরআন নাজিলের আসল লক্ষ্য আমলী যিন্দেগী তৈরি করা, যার ফলে দেখা যায়, চৌদ্দশত বছর ধরে ফকীহ, মুফতী, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির হয়ে সর্ব জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি জীবনে তা বাস্তবায়ন করে তাঁরা রাসূলের খাঁটি উম্মত ও আল্লাহর খাঁটি বান্দা হয়ে আল্লাহওয়ালা তৈরি হয়েছেন।

আর সমাজে এ পদ্ধতিতে দাওয়াত ও তাবলীগ, খানকা, মাদ্রাসা করে মুসলিম সমাজকে আলোর পথে এনে সমাজ সংস্কারের কাজে বিশাল ভূমিকা রেখে গেছেন। এরাই হলো মুসলমান জাতির আদর্শ পুরুষ, তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণ মুক্তির মূলমন্ত্র, আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে জাকির নায়েকের পথ এসব আদর্শ মনীষীগণের ধারা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ কারণে স্বয়ং জাকির নায়েক নিজের ব্যক্তিগত জীবনেও শরীয়তের বিধিবিধান বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হননি। গলায় টাই পরে প্যান্ট-শার্ট পরিধান করে বেপর্দা নারীদের সামনে দাঁড়িয়ে কোরআন-হাদীসকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের মানদণ্ড বানাতে তাঁর বিবেক একটু বাধা দেয় না।

বলুন, যে ব্যক্তির স্বয়ং ইসলামী প্রোগ্রামে অহরহ কোরআন-হাদীসের নির্দেশ লঙ্ঘন করতে বুক কাঁপে না। তাঁর এসব কিছু দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানের কী উপকার হতে পারে?

উপরন্তু তিনি যদি ইসলামের অতিরিক্ত বিষয়ে, অর্থাৎ ইসলামকে ভিন্ন ধর্মের সাথে তুলনামূলক আলোচনার ওপরে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতেন তাহলেও তেমন কোনো আপত্তি থাকত না। কিন্তু তিনি ধারাবাহিক যুক্তি ও বিজ্ঞানের আলোকে সকল মুফাস্‌সিরের তাফসীরকে উপেক্ষা করে নিজের মনমতো যুক্তি দিয়ে কোরআনের তাফসীর করে চলছেন। হাদীসের ওপরও মন্তব্য করে বসেন। অথচ কোনো হক্কানী বিজ্ঞ আলেমের সান্নিধ্যে পড়াশোনা ও গবেষণা করে এসব বিষয়ের ওপর অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি।

এক কথায় তিনি কোনো আলেম বা মুফাস্‌সির নন। অথচ বিরামহীন তাফসীর, ফতওয়া ইত্যাদি দিয়ে যাচ্ছেন। এতে তিনি কোরআন-হাদীসের অপব্যাখায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর কিছু বই পড়ে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তাঁর ফতওয়া ও মতামত দেখে মনে হচ্ছে যে বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সঠিক ইসলামী নীতি-আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে তাঁর মনমতো একটি পৃথক ইসলামের দায়ী হিসেবে তাঁর এ মিশন কাজ করছে এবং বিধর্মীদের সামনে ইসলামের যুক্তিপূর্ণ দিকগুলো অন্য ধর্মের সাথে বিবরণ দিয়ে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করছেন। অথচ ইসলামের স্বর্ণযুগের আদর্শ মানুষদের অনুসরণে মুহাদ্দিসীন, মুফাস্‌সিরীন, ফুক্বাহা, মুফতীয়ানে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ অতীতের সকল বিজ্ঞ ওলামা ইসলামের যে ব্যাখ্যা প্রদান করে

Scanned by CamScanner

আসছেন, জাকির নায়েক সেই সঠিক ব্যাখ্যার বিপরীত যুক্তি-বিজ্ঞানের নামে মনগড়া ব্যাখা দিয়ে মুসলিম জাতির পথভ্রষ্টের আপ্রাণ চেষ্টায় লিপ্ত আছেন।

তাই জাকির নায়েক মুসলমানের কোনো অনুসরণীয়-অনুকরণীয় ব্যক্তি হতে পারেন না। তাঁর মিশন মুসলিম উম্মাহকে বিভ্রান্ত করার সূক্ষ্ম কৌশল। আলেম সমাজের প্রতি জনসাধারণের অনাস্থার সৃষ্টি আদর্শ মানুষদের প্রতি অবজ্ঞা ও অনাস্থার বীজ বপন। কোরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যাসহ অনেক শরীয়তবিরোধী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে জাকির নায়েকের এ মিশন মাঠে নেমেছে বলে আমরা মনে করি। আল্লাহ আমাদের মুসলিম জাতিকে এ ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন। আমীন (১৭/৩৩২/৬৯৩৫)

জাকির নায়েকের ইসলামের ব্যাখ্যা কি অনুসরণীয়

প্রশ্ন : কিছুদিন ধরে একটি ইন্ডিয়ান চ্যানেলে ডা. জাকির নায়েক ইসলামী প্রোগ্রাম করে আসছেন, তিনি ও তাঁর মতামত কতটুকু অনুসরণীয়?

উত্তর : জাকির নায়েক কোনো আলেম ও মুফতী নন। তিনি আলেম বলে দাবি করেন না। তবে তাঁর দাবি অনুযায়ী, তিনি একজন স্কলার, বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিত। ইসলামের ১৪০০ বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে যে কোরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যা একমাত্র আলেমগণই দিতে সক্ষম হয়েছেন, কোনো বিশেষজ্ঞ নন। এ কারণে তাঁর মুখ থেকে শরীয়তের সঠিক জ্ঞান ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, এমন আশা করা ঠিক নয়। যেমন স্যার সাইয়্যেদ, আসাদুল্লাহ ও ভারতবর্ষের মওদুদীগণ। বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করার দরকার। (১৫/৬৯৫)

এনজিওদের প্রতিহত করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় একটি খ্রিস্টান মিশনারি আছে। এই মিশনারির মধ্যে মুসলমানদের ছেলেমেয়েদেরকে বিভিন্ন ধরনের খাওয়া-দাওয়া, টাকা-পয়সা ইত্যাদির লোভ দেখিয়ে খ্রিস্টান ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এই খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে এলাকার কিছুসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই মিশনকে উৎখাত করার জন্য একটি কর্মসূচি হাতে নেয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না? আর যারা আহত বা নিহত হবে তারা জেহাদের সাওয়াব পাবে কি না?

উত্তর : বাংলাদেশের মতো একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রে খ্রিস্টান মিশনারিদের ভয়াবহ অপতৎপরতা মূলত দেশ, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। এদের বিরুদ্ধে আপনাদের নেওয়া কর্মসূচি একটি যুগোপযোগী প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

Scanned by CamScanner

তবে কর্মসূচি শরীয়তসম্মত হতে হবে। যাতে মুসলমানদের জান, মাল ও ইজ্জতের ক্ষতি না হয়। যেই এলাকার মুসলমানদের ছেলেমেয়েদের দিয়ে এ ধরনের স্কুল পরিচালিত হয় ওই এলাকার মুসলমান নর-নারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ঈমানের হেফাজত এবং খ্রিস্টানদের দেখানো লোভ-লালসা হতে বাঁচার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। সেই সাথে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার বন্ধ করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে তাদের প্রতিরোধ করতে হবে। (১/৩০৪/১২৫)

📖 أصول الدعوة لعبد الكريم زيدان (مؤسسة الرسالة)ص ١٩٩ : "أما الاحتساب باليد أوبالقول فهذا يجب بالقدرة على هذا النوع من الاحتساب بشرط ان يأمن المحتسب على نفسه من الأذى والضرر كما يأمن على غيره من المسلمين من الأذى والضرر-

📖 فيه أيضًا صـ ٢٠٢ : أما إذا لم يقم ولى الأمر بما ذكرنا جاز او وجب على المسلمين القيام بمهمة الاحتساب وتهيئة المحتسبين والإنفاق عليهم على أن يقوموا بالاحتساب فى حدود الوعظ والارشاد والتذكير فقط دون استعمال العنف لئلا يؤدى ذلك لعنف الى الفوضى والفتنة -

📖 فتح الملهم (مكتبة دارالعلوم كراتشى) ١ / ٦٥٨ : قوله 'فبلسانه' : وهذه هى وظيفة العلماء كما انّ التغيير باليد وظيفة الأمراء والولاة قال فى الظهيرية الامر بالمعروف باليد على الأمير وباللسان على العلماء و بالقلب على عوام الناس -

📖 تفسیر معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۲ /۱۳۷- ۱۳۸ : " امر بالمعروف اور نہی عن المنکرامت کے ہر فرد پر لازم ہے البتہ تمام احکام شرعیہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت واستطاعت پر احکام دائر ہونگے، جس کو جتنی قدرت ہو اتنا ہی امر بالمعروف کا فریضہ اس پر عائد ہوگا ... .اسی طرح امر بالمعروف کی قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ناقابل برداشت ضرر پہنچنے کا قوی خطرہ نہ ہو، اسی لئے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ کو ہاتھ اور قوت سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اورزبان سے روکنے پر قدرت نہ ہو تو دل ہی سے برا سمجھے.

Scanned by CamScanner

হযরত থানভী (রহ.)-এর ব্যাপারে আপত্তি

প্রশ্ন : আশরাফ আলী থানভী (রহ.)-এর লিখিত খুতবা মসজিদে অথবা ঈদগাহে পড়া যাবে না। কারণ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্বন্ধে নাকি আপত্তিকর কিছু লিখেছেন।

উত্তর : হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) একজন খোদাভীরু রাসূলপ্রেমিক আলেমকুল শিরোমণি ছিলেন। উপমহাদেশের বহুসংখ্যক শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম হযরত থানভীর আধ্যাত্মিক জগতের শাগরিদ। সারা বিশ্বে বিশেষ করে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখ এবং বড় বড় মনীষীর ঐকমত্যে তিনি উপমহাদেশের অদ্বিতীয় পীর ছিলেন। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.) ইসলাম ধর্মের এমন কোনো বিষয় নেই, যে বিষয়ে তিনি কিতাব রচনা করেননি। বিশেষ করে কোরআনের তাফসীর বাবদ তাঁর রচিত 'বয়ানুল কোরআন' বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি অতুলনীয় তাফসীর গ্রন্থ। তাঁর রচিত কিতাবাদির অন্য একটি হচ্ছে 'খুতবাতুল আহকাম' যে খুতবা বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত এবং বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় জুমু'আ ও ঈদে পড়া হয়। হযরত থানভীর রচিত প্রতিটি বাক্য উম্মতের জন্য দিকনির্দেশনা এবং প্রতিটি কথা কোরআন-হাদীসের ব্যাখ্যাস্বরূপ। হযরত থানভী সম্পর্কে যেসব কথা সমাজে বলা হচ্ছে সব নিতান্ত ভুল এবং ভিত্তিহীন। একটি কুচক্রী মহল সরলমনা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য লোক সমাজে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা নষ্ট করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরা আসলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিপন্থী লোক। (৬/৩৫৮/১২৪১)

বাতিল প্রতিরোধে করণীয়

প্রশ্ন : দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, সায়েদাবাদীসহ বিদ'আতী সম্প্রদায় উলামায়ে হক্কানীর বিপক্ষে যেসব প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে, দেয়াল রাইটিং, ওয়াজ-মাহফিল, পত্রপত্রিকাসহ বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের মূলোৎপাটনে উলামায়ে হক্কানীদের করণীয় কী?

উত্তর : যেকোনো বাতিল প্রতিরোধে হক্ব ও সুন্নাতের ব্যাপক প্রচার-প্রসারই বাস্তব উপকারী পদক্ষেপ। (১০/৩১১/৩০৯২)

📖 سورة آل عمران الآية ١٠٤: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Scanned by CamScanner

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٢ /١٤١-١٣٩ : امر بالمعروف کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت خاص دعوت وارشاد ہی کے لئے قائم رہے، اس کا وظیفہ ہی یہی ہو کہ اپنے قول وعمل سے لوگوں کو قرآن وسنت کی طرف بلائے، اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے کی اپنے مقدور کے موافق کوتاہی نہ کرے، ... ... اور امتیازات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا "یدعون الی الخیر" یعنی اس جماعت کا پہلا امتیاز خصوصی یہ ہوگا کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیا کرے گی، گویا دعوت الی الخیر اس کا مقصد اعلی ہوگا، خیر سے مراد کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ "الخیر هو اتباع القرآن وسنتي" ... ... (ابن کثیر) ... ...

معروف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے اور ہر نبی نے ہر زمانے میں اس کی ترویج کی کوشش کی، اور چونکہ یہ امور خیر جانے پہچانے ہوئے ہیں اس لئے معروف کہلاتے ہیں.

مزید تفصیل کے لئے مذکورۃ الذیل کتابیں قابل مراجعت ہیں:

(١) المدخل لابن الحاج ج-٢ (٢) الحاوی للفتاوی ج- ١ (٣) کفایت المفتی (مکتبہ امدادیہ) ج-١ (٤) جواہر الفقہ ج-١ (٥) تالیفات رشیدیہ (٦) اشرف الجواب للتھانوی (٧) براھین قاطعہ وغیرہ۔

গায়রে নবী থেকে মো'জেযা

প্রশ্ন : মো'জেযা কি শুধুমাত্র নবী-রাসূলগণেরই বৈশিষ্ট্য? নাকি হুবহু মো'জেযা ওলী-বুজুর্গের থেকেও প্রকাশ পেয়ে তা কারামত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে? যেমন চাঁদ দিখণ্ডিত হওয়া ইত্যাদি। কারো অলৌকিক কিছু প্রকাশ পেলে তাকে ওলী হিসেবে গণ্য করা যাবে কি না?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে প্রমাণিত নবী-রাসূলগণের মো'জেযা সত্য। যে সমস্ত ঘটনাবলি নবী-রাসূল থেকে প্রকাশ পেয়েছে এ ধরনের অলৌকিক বিষয় কোনো ওলী বুজুর্গ থেকেও প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়। তবে অলৌকিক কোনো ঘটনা নবী-রাসূলগণ থেকে প্রকাশ পেলে তাকে মো'জেযা বলা হয়। আর ওলী বুযুর্গ থেকে প্রকাশ পেলে তাকে কারামত বলা হয়। উল্লেখ্য যে, অলৌকিক কোনো বিষয় সংঘটিত হওয়া

Scanned by CamScanner

যেমন নবী হওয়ার দলিল নয়, তেমনিভাবে কোনো উম্মতের পক্ষে অলৌকিক কিছু সংঘটিত হওয়া ওলী হওয়ার দলিল নয়। নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত ও তাঁর ওহীপ্রাপ্ত হন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইচ্ছায় বিভিন্ন কারণে তাঁদের থেকে মো'জেযা প্রকাশ করেন। আর শরীয়তের অনুসরণ ও সুন্নাতে রাসূলের অনুকরণ করার দ্বারা একজন মুমিন ওলী হন। আর ওলীগণ থেকে একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছায়ই কারামত সংঘটিত হয়।

সুতরাং কারো থেকে অলৌকিক কোনো বিষয় দেখে তাকে ওলী মনে করা শরীয়তসম্মত নয়। কেননা অনেক সময় শয়তানের হস্তক্ষেপে অলৌকিক বিষয় ফাসেক লোক থেকেও সংঘটিত হয়।

সারকথা, শরীয়ত ও সুন্নাতের ওপর যাঁদের জীবন প্রতিষ্ঠিত, তাঁদেরকে ওলী মনে করা যথার্থ। এমন লোক থেকে কোনো অলৌকিক বিষয় সংঘটিত হলে হক্ব ও সত্য বলে ধারণা করা ইসলামের নির্দেশ। পক্ষান্তরে যেকোনো লোক থেকে অলৌকিক কিছু দেখেই তাকে ওলী মনে করা বা সে বিষয়কে কারামত মনে করা শরীয়তসম্মত নয়। (১৭/৭৫২/৭২৮৬)

📖 شرح العقائد النسفية (المكتبة الضميرية) صـ ١٣٦ : (وكرامات الاولياء حق) والولى هو العارف بالله تعالى وصفاته حسب ما يمكن المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصى، المعرض عن الانهماك فى اللذات والشهوات ، وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة، فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح يكون استدراجا ومايكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴/ ۵ : صورت مسئولہ میں جب بابو نماز باجماعت کے پابند نہیں بلکہ نماز کے بھی پابند نہیں ہیں،... ...لہذا اگر اس سے کوئی کرشمہ ظاہر ہو تو وہ کرامت نہیں استدراج شیطانی جال، سفلی عمل اور سحر ہے لہذا اس کے پاس جانا اور اس سے ملنا اور اس کے دم کردہ پانی کو متبرک سمجھ کر پینا جائز نہیں.

Scanned by CamScanner

البدعات والخرافات

বিদ'আত ও কুসংস্কার

বিদ'আতের সংজ্ঞা ও প্রকার

প্রশ্ন : বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ কী? শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত কাকে বলে? বিদ'আত কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত এমন সব নবাবিষ্কৃত কাজকে বলা হয়, যা দ্বীনের নামে ইবাদত মনে করে করা হয়, কিন্তু এর কোনো প্রমাণ স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে কোরআন-হাদীসে বা শরীয়তের মূল সূত্রে পাওয়া যায় না। ইসলামের সোনালি যুগে অর্থাৎ সাহাবা, তাবেঈন, তাবে'তাবেঈনের যুগেও যার অস্তিত্ব ছিল না। এরূপ কাজ শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আত ও ভ্রান্ত কাজের অন্তর্ভুক্ত; যা সম্পূর্ণ বর্জন করার কথা স্পষ্টভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বাস্তবে এরূপ বিদ'আতের কোনো প্রকারভেদ হয় না। অবশ্য আভিধানিক অর্থ 'নতুন আবিষ্কার'-এর বিবেচনায় উলামায়ে কেরাম বিদ'আতকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। এর মধ্যে যেসব নতুন আবিষ্কার দ্বারা দ্বীনের সহায়তা হয় তাকে 'বিদ'আতে হাসানাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর যেগুলো সরাসরি দ্বীনের মধ্যে বর্ধন-কর্তন করে ইবাদত মনে করে করা হয় তাকে 'বিদ'আতে সায়্যিআহ্' বলে। এটিকে 'বিদ'আতে শরইয়্যাহ্'ও বলা হয়। (৫/২৬৯/৯১৭)

📖 معجم لغة الفقهاء ص ١٠٤ : البدعة كل محدث جديد على غير مثال سابق ما لم يرد عن الله سبحانه ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من فقهاء الصحابة-

📖 القاموس الفقهى (دار الفكر) ص ٣٢ : الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة، والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي.

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ۱۵۵ : بدعت لغت میں ہر نئے کام کو کہتے ہیں، خواہ عادت ہو یا عبادت، جن لوگوں نے یہ معنی لئے ہیں انہوں نے بدعت کی تقسیم دو قسم میں کی ہے، سیئہ اور حسنہ، جن فقہاء کے کلام میں بعض بدعت کو حسنہ کہا گیا ہے، وہ اس معنی لغوی کے اعتبار سے بدعت ہیں، ورنہ در حقیقت بدعت نہیں اور معنی شرعی بدعت کے یہ ہیں کہ دین میں کسی کام کا زیادہ یا کم کرنا جو قرن صحابہؓ یا تابعینؒ کے بعد ہوا ہو اور نبی

Scanned by CamScanner

کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے کرنے کی اجازت منقول نہ ہو، نہ قولا نہ فعلا نہ
صراحۃ نہ اشارۃ۔

বিদ'আতের সংজ্ঞা ও পরিণতি

প্রশ্ন : বিদ'আত কাকে বলে এবং এর পরিণাম কী? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানতে আগ্রহী।

উত্তর : শরয়ী ভিত্তিহীন কোনো কাজকে শরয়ী কাজ মনে করে করাই বিদ'আত। এরূপ কাজ করার প্রতি হাদীসে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা আছে। (৭/৪৫৮/১৭০৮)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٢٤٤ (٢٦٩٧) : عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد".

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦ / ١٣٥ (٨٦٧) : عن جابر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم- وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٢٨ / ١٧٣ (١٦٩٧٠) : عن غضيف بن الحارث الثمالي، قال: بعث إلي عبد الملك بن مروان، فقال: يا أبا أسماء، إنا قد جمعنا الناس على أمرين، قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما قال: لم؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة " فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة.

Scanned by CamScanner

📖 كتاب التعريفات "باب الباء"(دار الكتب العلمية): صـ٤٣ :

البدعة: هي الفعلة المخالفة للسُّنة؛ سُمِّيَت: البدعة، لأن قائلها ابتدعها من غير مقال إمام.

البدعة: هي الأمر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون، ولم يكن مما اقتضاه الدليل الشرعي.

নফল কি বিদ'আত হতে পারে

প্রশ্ন : কোনো নফল ইবাদত যদি প্রতিদিন সম্মিলিতভাবে আদায় করা হয়, তাহলে উক্ত ইবাদত বিদ'আতে পরিণত হবে কি না?

উত্তর : নফল ইবাদতকে নফলের মর্যাদা দিয়ে তথা জরুরি মনে না করে প্রতিদিন করলেও বিদ'আত হয় না। তবে যেকোনোভাবে বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে তথা নফলের স্থান থেকে ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলে তা বর্জনীয় বলে বিবেচিত হবে। (৬/৯০৯/১৪৯৯)

📖 مرقاةالمفاتيح (انور بكڈپو) ٣/ ٣١ : من أصر على أمر مندوب وجعله عزمًا ولم يعمل بالرخصة، فقد اصاب منه الشيطان من الإضلال.

📖 فتاوى محموديه (زكريابكڈپو) ١١/٤٤-٤٣ : الجواب- حامدًاومصليا جس چیز کااستحباب شرعی دلائل سے ثابت ہو اس پر اصرار کرنے اور تارک پر ملامت کرنے سے اس کا استحباب ختم ہو کر اس میں کراہیت آجاتی ہے، الاصرار علی المندوب يبلغه الى حد الكراهية (سباحة الفکر) اگر یہ شان نہ ہو تو استحباب باقی رہتا ہے، اور جس چیز کے استحباب کا ثبوت شرعی دلائل سے نہ ہو اس کے متعلق یہ بحث نہیں۔

চল্লিশা, দশমী পালন

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য নবমী, দশমী বা চল্লিশা পালন করা ইসলামী শরীয়ত মতে জায়েয কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃত ব্যক্তির মাগফেরাতের জন্য দু'আ করার প্রতি শরীয়ত উৎসাহিত করেছে। তবে এর জন্য কোনো দিন-কাল নির্ধারণ করেনি। সুতরাং তা নির্ধারিত দিন-কালে করতে হবে মনে করা শরীয়তসম্মত নয়। যেহেতু বর্তমানে নবমী, দশমী, চল্লিশাকে মাগফেরাত কামনার নির্দিষ্ট দিন মনে করা হয়, তাই এগুলো বর্জনীয়। (৫/২৪৭/৮৯৭)

📖 ردالمحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۲٤۰ : ويكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع ونقل الطعام الى القبر فى المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم اولقراءة سورة الانعام أوالإخلاص... ... هذه الافعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى -

📖 فتاوى رحيميه (دار الاشاعت) ۱/ ۳۹۲ : امام نووىؒ كى شرح منهاج ميں ہے: واطعام الطعام فى الأيام المخصوصات كالثالث والخامس والتاسع والعشرين والاربعين والشهر السادس والسنة بدعة-

চতুর্থ ও ৪০তম দিনের মিলাদ

প্রশ্ন : দাফনের চার দিন পর এবং ৪০ তম দিন যে মিলাদের ব্যবস্থা করা হয় শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াব খুবই ভালো কাজ। তবে দিন-তারিখ ধার্য করা ব্যতীত যেকোনো দিন ঈসালে সাওয়াব করা যেতে পারে। কিন্তু মৃত্যুর চার দিন বা চল্লিশ দিন পরে মিলাদ-মাহফিল করার কথা কোনো হাদীস শরীফে নেই। সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, তাই এ ধরনের কাজ সম্পূর্ণ বর্জন করা জরুরি। (৬/২৯৫/১২২০)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲/ ۲٤۰ : وفى البزازية يكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول والثالث و بعد الأسبوع ونقل الطعام الى القبر فى المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم اولقراءة سورة الأنعام والإخلاص-

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱ / ۳۹۲ : تاریخ اور دن کی تخصیص اور تیسرے، دسویں، بیسویں، چالیسویں کی پابندی کے بغیر کسی بھی تاریخ اور دن کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے ممنوع نہیں ہے۔

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم دیوبند) ۵ / ۴۴۲: ایصال ثواب کے لئے شریعت میں کوئی دن مقرر نہیں ہے لہذا دہم، چہلم، ششماہی، برسی اور عرس وفاتحہ خوانی مروجہ یہ سب رسوم خلاف شریعت ہیں اور بدعت ہیں۔

জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, চল্লিশা ইত্যাদির বিধান

প্রশ্ন :

১. মৃত্যুর ৩দিন, ৭দিন, ১০ দিন পর বা তৃতীয় দিন লোকজনকে খানা খাওয়ালে তা হাদীস-কোরআন মোতাবেক বৈধ হবে? এবং ৪০ দিনের মধ্যে বড় কোনো অনুষ্ঠান করা যাবে কি না?

২. মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাতের জন্য লোকজনকে খানা খাওয়ানো যাবে কি না?

৩. মৃত্যুবার্ষিকী ও জন্মবার্ষিকী পালন করা এবং এতে তৈরি করা খানা ধনী-গরিব সকলের জন্য খাওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফেরাতের জন্য গরিব-মিসকীনদের দান-খয়রাত ও খানা খাওয়ানো ইত্যাদি সাওয়াবের কাজ। তবে এর জন্য প্রচলিত প্রথানুসারে দিন-তারিখ নির্ধারণ করা এবং সেই মোতাবেক তা পালন করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। তেমনিভাবে মৃত্যুবার্ষিকী ও জন্মবার্ষিকী পালন করা শরীয়তসম্মত নয়। বরং এগুলো অমুসলিমদের আবিষ্কৃত কুপ্রথা। মুসলমানদের জন্য এসব দিবস পালন করা এবং সাওয়াবের আশা করা গোনাহ, তাই এটি বর্জনীয়। (৯/২৪৫)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ۲ / ۲٤۰ : ویکره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام الى القبر فى المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم اولقراءة سورة الانعام أوالإخلاص... ... هذه الافعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱ /۲۰۶ : الجواب- ایصال ثواب غریبوں کو کھانا کپڑا وغیرہ ضرورت کی چیزیں دے کر نماز، قرآن شریف، تسبیح پڑھکر روزہ رکھکر، حج کر کے غرض ہر نیک کام کر کے جب بھی توفیق ہو درست اور نفع بخش ہے، نہ اس میں تاریخ کی قید ہے کہ شب برات کی ۱۴ محرم کی ۱۰ ربیع الثانی کی ۱۱ تاریخ ہو، نہ دنوں کا حساب ہے کہ تیسرا، دسواں، چالیسواں دن ہو، نہ اس میں کسی چیز کی قید ہے کہ حلوہ، کھیچڑا، شربت، پانی ہو، نہ ہیئت کی قید ہے کہ چنوں پر کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا کھانا سامنے رکھکر فاتحہ دی جائے، نہ سورتوں اور آیتوں کی تخصیص ہے کہ قل پنج آیت ہو، نہ اور کسی قسم کی قید ہے، ان سب قیدوں کو ختم کر دیا جائے کہ یہ شرعا بے اصل ہے صحابہ کرامؓ نے بغیر ان قیدوں کے ثواب پہنچایا ہے.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۲ /۷۴ : الجواب—اسلام میں اس قسم کے رسم ورواج کا کوئی ثبوت نہیں ہے، خیر القرون میں کسی صحابی، تابعی، تبع تابعین یا ائمہ اربعہ میں سے کسی سے مروجہ طریقہ پر سالگرہ منانا ثابت نہیں یہ رسم بد انگریزوں کا ایجاد کردہ ہے ان کی دیکھا دیکھی کچھ مسلمانوں میں بھی یہ رسم سرایت کر چکی ہے، اس لئے اس رسم کو ضروری سمجھنا ایسی دعوت میں شرکت کرنا اور تحفے تحائف دینا فضول ہے شریعت مقدسہ میں اس کی قطعا اجازت نہیں.

জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকী ও চল্লিশা পালন করা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তৃতীয় এবং ৪০তম দিন অনুষ্ঠান করা অথবা তার জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বা দু'আর মাহফিল করা শরীয়ত মতে বৈধ কি না? এবং এগুলো পালন করলে ঈসালে সাওয়াব হবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট দিন-তারিখে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে দু'আ-মাহফিলের কোনো ভিত্তি ইসলামী শরীয়তে নেই তাই এটি পরিহারযোগ্য। জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী বা ৩ দিনা, ৪দিনা, চল্লিশা পালন না করে সুবিধানুযায়ী বছরের যেকোনো সময় ঈসালে সাওয়াব করা যায়। বিনিময় ছাড়া তেলাওয়াত-তাসবীহসহ যত খতম ও দান-খয়রাত করা হয় তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে নিঃসন্দেহে পৌঁছবে। (১০/৮৯/৩০০১)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیه (دار الاشاعت) ۸ /۱۹۲ : الجواب - مقرر کردن روز سوم وغیره با تخصیص واور اضروری انگاشتن در شریعت محمدیه صلی الله علیه وسلم ثابت نیست صاحب نصاب الاحتساب آنرا مکروه نوشته رسم وراه تخصیص بگذارند وهر روزے که خواهند ثواب بروح میت رسانند.

চল্লিশার বিধান এবং ঈসালে সাওয়াবের সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে কেউ মারা গেলে তার ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তিন দিনা, সাত দিনা বা চল্লিশার নামে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। এভাবে অনুষ্ঠান করা কোরআন-হাদীসে জায়েয আছে কি না? মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াবের পদ্ধতি কী? দয়া করে কোরআন ও হাদীসের আলোকে জানাবেন।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তিন দিনা, সাত দিনা, চল্লিশার নামে যে অনুষ্ঠান করা হয় সেটা হক্কানী উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতানুসারে শরীয়তসম্মত নয়। মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের কোনো দিন-তারিখ নির্ধারিত নেই। অনুরূপ ঈসালে সাওয়াবের জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতি ও জিনিসের সীমাবদ্ধতা নেই। বরং মৃত ব্যক্তির বালেগ ওয়ারিশগণের মনে যখন যা ইচ্ছা। যেমন: টাকা-পয়সা সদকা করা, কোরআন পাঠ, তাসবীহ, তাহলীল, গরিব-মিসকীনদের খানা খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব করা যায়। (১৩/৫৪৪/৫৩৫১)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٤٨٣ : أما صنع اهل الميت طعاما للناس فمكروه وبدعة لا أصلَ لها، لأن فيه زيادة على مصيبتهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع اهل الجاهلية.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱/ ۱۶۵ : جواب-ایصال ثواب کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ انسان کوئی ثواب کا کام یعنی عبادت مالیہ یا بدنیہ ادا کرے اور خود ثواب پانے کا مستحق بنے پھر حضرت حق تعالی سے دعا کرے کہ اللہ! یہ ثواب جس کا تیرے فضل وکرم کے وعدہ سے میں مستحق ہوا ہوں میرے فلاں بزرگ یا عزیز یا دوست کو پہنچا دے

Scanned by CamScanner

ثواب کا کام ثواب کی نیت سے کیا جائے اور انہیں اوصاف کے ساتھ جو شریعت نے ثابت کئے ہیں ادا ہو جب وہ مفید ہو گا ورنہ برادری کی رسم کی پابندی یا ریا و نمود کی غرض سے جو کام کیا جائے یا اوصاف شرعیہ کے خلاف ہو تو اس میں خود کرنیوالا ہی ثواب کے مستحق نہیں ہوتا، دوسرے کو کیا بخشے گا اور کیا پہنچے گا، پس عبادت مالیہ یعنی صدقات کے ذریعہ سے جو ثواب پہنچانا ہے اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ جو کچھ میسر ہو اور جس وقت میسر ہو اس کو خالصا لوجہ اللہ کسی مستحق پر صدقہ کردو اور اس کا ثواب جسے پہنچانا ہو پہنچا دو، اس میں کسی خاص چیز اور خاص وقت کا التزام غیر شرعی ہے اور عبادت بدنیہ کے ذریعہ سے ثواب پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ نفل نماز پڑھو نفل روزہ رکھو یا قرآن مجید کی تلاوت کرو وغیرہ ان عبادات کا ثواب جسے پہنچانا ہو پہنچا دو اس میں کسی خاص صورت اور ہیئت اور نوعیت کی اپنی طرف سے تخصیص کرنا غیر شرعی ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱ / ۲۰۶ : سوال—ایصال ثواب میت کیلئے مردہ کے کتنے دن مرنے کے بعد اور کس طریقہ سے کن کن شخصوں کو کھانا کھلانا چاہئے جس سے میت کو ثواب پہونچے ... ... ؟

جواب—کوئی دن تاریخ وغیرہ مقرر نہیں جب دل چاہے کھانا یا کپڑا نقد وغیرہ جو دل چاہے خیرات کردے نہ کوئی خاص طریقہ ہے، نہ کوئی خاص چیز ہے بلکہ جو طریقہ ہمیشہ خیرات کا ہے وہی ایصال ثواب کے واسطے ہے.

চার দিনা পালন না করলে গালমন্দ করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামে একজন ব্যক্তির মাদ্রাসা শিক্ষা সমাপ্তির কিছুদিন পর তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। এলাকায় পূর্ব থেকে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে যদি কোনো লোক মারা যায় তাহলে ধনী হোক, গরিব হোক, মৃত ব্যক্তির পরিবারের লোকেরা এলাকার লোকদের দাওয়াত দিয়ে খানার আয়োজন করে এবং এটাকে ৪ দিনের খানা বলা হয়। ওই ব্যক্তি ৪ দিনের খানার আয়োজন না করায় গ্রামের জনসাধারণের মধ্য হতে কেউ কেউ তাঁকে গালমন্দ করে। কেউ তাদেরকে বাধা দিলে তার কথায় সাড়া না দিয়ে বরং উল্টা তাকে বলে, 'রাখ তোর চোরা হাদীস'। এ ধরনের আরো জঘন্য ভাষায় তাকে গালমন্দ করে।

Scanned by CamScanner

মাননীয় মুফতী সাহেবের নিকট আমার প্রশ্ন হলো, উক্ত খানার আয়োজন করা শরীয়তসম্মত কি না এবং উল্লিখিত গালমন্দকারী ব্যক্তি শরীয়ত নিয়ে উপহাস করার কারণে তাকে কাফের বা ফাসেক বলা যাবে কি না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : দান-খয়রাত, কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদি দ্বারা মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াবের উল্লেখ শরীয়তে আছে। তবে দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে ঈসালে সাওয়াবের জন্য প্রথাস্বরূপ খানার আয়োজন করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। যারা এ ধরনের কাজ করে না এবং এসব শরীয়ত সমর্থিত কাজ নয় বলে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করে তাদেরকে গালমন্দ করা মারাত্মক অপরাধ ও গোনাহের কাজ। এ ধরনের লোক ফাসেক, তাদের জন্য তাওবা করা জরুরি।

উল্লেখ্য, শরীয়তের বিধান নিয়ে উপহাস করার কারণে অনেক সময় ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা থাকে বিধায় তা থেকে সতর্ক থাকা অত্যন্ত জরুরি। (১৩/৯০৬/৫৪৫৩)

📖 فتح القدير (المكتبة الحبيبية) ٢ /١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٤٠ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة... ... وفى البزازية : ويكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول والثالث وبعد الاسبوع-

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٢ / ٢٧٢ : رجل عرض عليه خصمه فتوى الأئمة فردها وقال "چه بارنامه فتوى آورده" فقيل: يكفر؛ لأنه رد حكم الشرع وكذا لو لم يقل شيئا لكن ألقى الفتوى على الأرض وقال ايں چه شرع است كفر.

📖 فتاوى حقانيه (مكتبه سيد احمد شهيد) ٢/ ٤٦ : وارثان ميت كا ايصال ثواب كے لئے صدقه كرنا هر وقت جائز هے مگر وقت كے تعين كى جو صورتيں عوام ميں مروج هيں مثلا شب جمعه و جمعرات كے دن تيجه دسواں، چهلم وغيره اس تخصيص كى وجه سے شرعا ناجائز هے كيونكه تخصيص اور التزام كى وجه سے كبھى كبھى مباح اور جائز افعال بھى ناجائز هو جاتے هيں-

Scanned by CamScanner

قال العلامة النووى رحمه الله: والطعام فى الأيام المخصوصة كالثالث والخامس والتاسع والعشرين والاربعين والشهر السادس والسنة بدعة ممنوعة (شرح منهاج بحوالہ راہ سنت ص۲٦٥)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱/ ۵۱: جواب - کسی فتوی کے ماننے سے انکار کرنا دوطرح پر ہے اول یہ کہ منکر اس فتوی کو شرعی صحیح فتوی جانتے ہوئے ماننے سے انکار کر دے تو یہ تو حقیقۃ شریعت کا انکار ہے اور یہ کفر ہے، دوم یہ کہ منکر اس فتوی کو صحیح شرعی فتوی نہ سمجھے، اور اس بناء پر ماننے سے انکار کردے تو یہ شریعت کا انکار نہیں ہوا بلکہ اس شخص فتوی کا انکار ہوا پھر اگر وہ فتوی کسی فرض قطعی یا ضروریات دین میں سے کسی ضروری چیز کے متعلق تھا تو اس کا انکار مستلزم انکار شریعت ہو جائیگا، اور یہ بھی منجز بکفر ہوگا، اور اگر وہ فتوی کسی قطعی یا ضروری چیزوں کے متعلق نہ تھا بلکہ کسی مجتہد فیہ امر کے متعلق تھا تو اس کا انکار کفر نہیں۔

চল্লিশা ও মৃত্যুবার্ষিকীর খানা কারা খেতে পারবে

প্রশ্ন : কেউ মারা গেলে তিন দিন, সাত দিন, চল্লিশ দিন পর বা মৃত্যুবার্ষিকীতে মসজিদের মুসল্লী ও মাদ্রাসার সকল ছাত্র-শিক্ষককে খাওয়ানোর প্রথা রয়েছে। অনেক সময় খাওয়ানোর আগে ও পরে কোরআনখানি ও ফাতিহাখানি করে ঈসালে সাওয়াব করা হয়। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের খানা সবাই খেতে পারবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াব করা অত্যন্ত ভালো কাজ। যেকোনো সময় যেকোনো ভালো আমল দ্বারা ঈসালে সাওয়াব করা যেতে পারে। তবে কোনো দিনকে নির্ধারণ করে প্রচলিত খাওয়া-দাওয়ার মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব শরীয়ত পরিপন্থী ও বর্জনীয়। এ ধরনের খাবার সবাই খেতে পারলেও ধনী লোকের তুলনায় গরিব ও মিসকীনকে খাওয়ানো অধিক সাওয়াবের কাজ। (১৩/৭৮/৫১৭৪)

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٤ /٨١ : ويكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول والثالث وبعد الأسبوع والاعياد ونقل الطعام الى القبر فى المواسم واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم او لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص،

Scanned by CamScanner

والحاصل : أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الاكل يكره.

فتح القدير (المكتبة الحبيبية) ٢/١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة.

فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ٦ / ١٤٤ : الجواب—ایصال ثواب بہت اچھی چیز ہے خواہ نماز قران شریف تسبیح وغیرہ پڑھ کر ہو یا غرباء کو کھانا کپڑا وغیرہ کچھ دیکر ہو لیکن تیجہ، دسواں، بیسواں، چالیسواں شرعا ثابت نہیں بلکہ ایصال ثواب جس قدر جلد ممکن ہو بہتر اور نافع ہے اور یہ دسواں وغیرہ جو کچھ محض رسم اور بدعت ہے جو کہ واجب الترک ہے۔

চল্লিশা ইত্যাদিকে ওয়াজিব মনে করা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তিন দিন, সাত দিন কিংবা চল্লিশ দিন পর বড় আকারে অনুষ্ঠান করাকে ওয়াজিবের মতো মনে করার হুকুম কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য নফল নামায, রোজা, সদকা, গরিবদেরকে খানা খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে সাওয়াব পৌঁছানো একটি ভালো কাজ এবং এর দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু যদি এগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট দিন-তারিখে করা জরুরি মনে করা হয় যেমন প্রশ্নে বর্ণিত হয়েছে তাহলে তা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে। তাই তিন দিনা বা চল্লিশাতে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা বর্জনীয়। (১৪/৫৮৮/৫৭৩৬)

سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ١/ ٥١٤ (١٦١٢) عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة».

فتح القدير (المكتبة الحبيبية) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح

Scanned by CamScanner

عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۴/ ۱۳۶ : سوال— کیا تیجہ، دسواں اور چہلم کرنا بدعت اور ناجائز ہے؟

جواب— ایصال ثواب جائز بلکہ مستحسن ہے مگر اس کا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ میسر ہو صدقہ کردے یا کوئی بدنی عبادت مثلا نماز نفل، نفل روزہ، تلاوت قرآن مجید کرے، اور اس کا ثواب جس کو بخشنا چاہے بخش دے اس میں کسی دن اور تاریخ یا کسی معین چیز کی تخصیص اور تعیین نہ کرے اور نہ اس کو لازم اور ضروری قرار دے، تیجہ دسواں چہلم ان تخصیصات کی وجہ سے اور اس کو مستقل رسم قرار دے لینے کی وجہ سے بدعت ہیں ان کی بطور رسم ادائیگی موجب ثواب ہی نہیں پھر ایصال ثواب کہاں.

মৃত্যুদিবসের আগে-পরে দু'আর আয়োজন

প্রশ্ন :

১. মৃত্যুবার্ষিকী পালনে শরীয়তের হুকুম কী?
২. মৃত্যুদিবসের কয়েক দিন আগে বা পরে অথবা ওই মাসের যেকোনো দিন পরিবারের সকল সদস্য ও আত্মীয়স্বজনকে দাওয়াত করে দু'আর আয়োজন করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন ও এ উপলক্ষে আত্মীয়স্বজন নিয়ে অনুষ্ঠান করা শরীয়তসম্মত নয়। তেমনিভাবে তিন দিনা, চার দিনা ও চল্লিশা উপলক্ষে দাওয়াতী খানার আয়োজনও শরীয়তবিরোধী হওয়ায় বর্জনীয়। হ্যাঁ, বালেগ ওয়ারিশদের সম্পদ থেকে তাদের অনুমতিক্রমে বিশেষ কোনো দিন ধার্য না করে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরিব-মিসকীনকে খাওয়ানো, তেলাওয়াত ও দু'আর ব্যবস্থা করা জায়েয। এ ক্ষেত্রে লোক দেখানো প্রশংসা কুড়ানো ও উৎসব করার মানসিকতা পরিহার করা জরুরি। (১৭/২৮২/৭০৫৩)

📖 ردالمحتار (ایچ ایم سعید) ۲/ ۲۴۰ - ۲۴۱ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة: وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد

Scanned by CamScanner

صحيح عن جرير بن عبد الله قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ". وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراءِ للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. وفيها من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا، وأطال في ذلك في المعراج. وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ۴/ ۱۳۶ : سوال- کیا تیجہ، دسواں اور چہلم کرنا بدعت اور ناجائز ہے؟

جواب- ایصال ثواب جائز بلکہ مستحسن ہے مگر اسکا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ میسر ہو صدقہ کردے یا کوئی بدنی عبادت مثلا نماز نفل، نفل روزہ، تلاوت قرآن کرے، اور اس کا ثواب جس کو بخشنا چاہے بخش دے اس میں کسی دن اور تاریخ یا کسی معین چیز کی تخصیص اور تعیین نہ کرے اور نہ اس کو لازم اور ضروری قرار دے، تیجہ دسواں چہلم ان تخصیصات کی وجہ سے اور اس کو مستقل رسم قرار دے لینے کی وجہ سے بدعت ہیں ان کی بطور رسم ادائیگی موجب ثواب ہی نہیں پھر ایصال ثواب کہاں.

'মিদুনী' ও 'তামদাবী' মজলিসের হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় মৃতের রূহের মাগফেরাত কামনার উদ্দেশ্যে তিন দিনা, সাত দিনা, একুইশা, চল্লিশা ইত্যাদি পালন করা হয়। উক্ত তারিখে কোরআন খতম, মিলাদ ও দু'আর অনুষ্ঠান করা হয় এবং তদসঙ্গে জাঁকজমকের সাথে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, যা বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় কোনো বিবাহের অনুষ্ঠান। এ ধরনের অনুষ্ঠানে আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গ্রামবাসী ও এলাকার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যেমন–চেয়ারম্যান, মেম্বার, মাতব্বর, পার্টির নেতাসহ সবাইকে দাওয়াত করা হয়। এমনকি অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ পর্যন্ত পেপারিং করা হয়। যা আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় 'তামদাবী' মজলিস, বেপার, ফয়তা, মিদুনী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

এক শ্রেণীর আলেম এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলো যথারীতি করে যাচ্ছেন। আরেক শ্রেণীর আলেম এ ব্যাপারে নিশ্চুপ, ভালো-মন্দ কিছুই বলেন না। আরেক শ্রেণীর আলেম এই

Scanned by CamScanner

অনুষ্ঠানগুলোকে বিদ'আত ও নাজায়েয বলে থাকেন। এতে জনসাধারণ বিভ্রান্ত হচ্ছে। কোনটা সহীহ আর কোনটা ভুল, তা পার্থক্য করতে পারছে না। মুফতীয়ানে কেরামের নিকট নিবেদন এই যে উল্লিখিত প্রশ্নে যে তরীকা বর্ণনা করা হয়েছে তা শরীয়তসম্মত কি না এবং সহীহ তরীকা কোনটি? জানালে আমরা বিভ্রান্তি হতে মুক্ত হয়ে সহীহ তরীকা মোতাবেক আমল করার জন্য সচেষ্ট থাকব।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াব অবশ্যই একটি ভালো কাজ। শরীয়তসম্মত পন্থায় তা করা হলে মৃত ব্যক্তির অনেক উপকার হয়। তবে প্রশ্নোল্লিখিত ঈসালে সাওয়াবের পদ্ধতিটি শরীয়তসম্মত না হওয়ায় পরিহারযোগ্য। ঈসালে সাওয়াবের সহীহ তরীকা হলো, দিন-তারিখ নির্দিষ্ট না করে দান-খয়রাত বা যেকোনো নফল আমল করে তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের ওপর বখশিয়ে দেওয়া। (১৬/১৬৬/৬৪২৯)

📖 فتح القدير (المكتبة الحبيبية) ٢ / ١٠٢: ويكره اتخاذ الضيافة من اهل الميت لانه شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٤٠ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة: وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ". اهـ وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص.
والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره.
وفيها من كتاب الاستحسان: وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا اهـوأطال في ذلك في المعراج. وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى.

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ٢٢٩ : فلإنسان أن يجعل ثواب عمله بغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة أو صوما أو

Scanned by CamScanner

حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو الأذكار أو غير ذلك من أنواع البر ويصل ذلك إلى الميت وينفعه.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۱/ ۱۶۵ : جواب- ایصال ثواب کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ انسان کوئی ثواب کا کام (یعنی عبادت مالیہ یا بدنیہ) ادا کرے اور خود ثواب پانے کا مستحق بنے پھر حضرت حق تعالی سے دعا کرے کہ یااللہ! یہ ثواب جس کا تیرے فضل وکرم کے وعدہ سے میں مستحق ہوا ہوں میرے فلاں بزرگ یا عزیز یا دوست کو پہنچا دے ثواب کا کام ثواب کی نیت سے کیا جائے اور انہیں اوصاف کے ساتھ جو شریعت نے ثابت کئے ہیں ادا ہو جب وہ مفید ہوگا ورنہ برادری کی رسم کی پابندی یا ریا ونمود کی غرض سے جو کام کیا جائے یا اوصاف شرعیہ کے خلاف ہو تو اس میں خود کرنیوالا ہی ثواب کے مستحق نہیں ہوتا، دوسرے کو کیا بخشے گا اور کیا پہنچے گا، پس عبادت مالیہ یعنی صدقات کے ذریعہ سے جو ثواب پہنچانا ہے اس کی صحیح صورت یہ ہے کہ جو کچھ میسر ہو اور جس وقت میسر ہو اس کو خالصا لوجہ اللہ کسی مستحق پر صدقہ کردو اور اس کا ثواب جسے پہنچانا ہو پہنچا دو، اس میں کسی خاص چیز اور خاص وقت کا التزام غیر شرعی ہے اور عبادت بدنیہ کے ذریعہ سے ثواب پہنچانے کی صورت یہی ہے کہ نفل نماز پڑھو نفل روزہ رکھو یا قرآن مجید کی تلاوت کردو غیرہ ان عبادات کا ثواب جسے پہنچانا ہو پہنچا دو اس میں بھی کسی خاص صورت اور ہیئت اور نوعیت کی اپنی طرف سے تخصیص کرنا غیر شرعی ہے۔

মৃত ব্যক্তির জন্য অনিদির্ষ্ট তারিখে খানার আয়োজন

প্রশ্ন :

১. মৃত্যুর পর চল্লিশা করা শরীয়তসম্মত কি না?
২. চল্লিশা না করে অনির্দিষ্ট দিন তথা ১ দিন পর চার দিন পর ৮ দিন পর ২৫ দিন পর ২-৩ মাস পর ১ বছর পর খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?
৩. মৃত্যুর পর এ রকম খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করার কোনো জায়েয পদ্ধতি আছে কি না, আর থাকলে এতে সাওয়াব হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য শরীয়তে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতার সাথে দিন-তারিখ নির্ধারণ করা ব্যতীত যখন ইচ্ছা ঈসালে সাওয়াব করা যায়। তবে খাওয়া-দাওয়া যাতে মানুষকে দেখানোর নিয়্যাতে ও প্রথাগতভাবে না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখা জরুরি। অন্যথায় তা কুসংস্কারে পরিণত হয়ে সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের আশংকাই প্রবল। অতএব, প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে প্রথাগত তিন দিনা বা ত্রিশা, চল্লিশা–সব পদ্ধতি কুসংস্কার হওয়ায় সম্পূর্ণ বর্জনীয়। দিন-তারিখ নির্ধারণ করা ব্যতীত ও প্রথাগত দিক পরিহার করে যখন সুবিধা গরিব-মিসকীনদেরকে বালেগ ওয়ারিশদের অর্থ ব্যয় করে খানা খাওয়ানোর মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব করার অনুমতি শরীয়তে আছে। (১৭/২৮০/৭০৪২)

📖 فتح القدير (المكتبة الحبيبية) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة.

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ٥ / ٢٦٠

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ١ / ١٩٢

চল্লিশায় বাচ্চাদের মাঝে খাবার ইত্যাদি বিতরণ করা

প্রশ্ন : কোনো পুরুষ বা মহিলা মারা গেলে চার দিনা বা চল্লিশা নামে মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠান করা হয় এবং ওই দিন এলাকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মাঝে নাশতা বিস্কুট, চানাচুর আরো বিভিন্ন প্রকারের খাবার বিতরণ করা হয়। কোরআন-হাদীস ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা এটি প্রমাণিত কি না? দলিলসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : বিভিন্ন নফল ইবাদত। যেমন : তাসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াত ও যিকির-আযকার, দান-সদকা ইত্যাদির মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির রূহে সাওয়াব পৌঁছানো কোরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত একটি সাওয়াবের কাজ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও তা করেছেন এবং উম্মতকে এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন, আবার ঈসালে সাওয়াবের পদ্ধতিও শিখিয়েছেন, যা থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে তা একটি ব্যক্তিগত আমল। কোনো নির্দিষ্ট দিন-তারিখ ছাড়াই যখন ইচ্ছা, তখন নফল ইবাদত করে তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে পৌঁছানো যায়। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমরা এমন

Scanned by CamScanner

একটি সহজ আমলের সাথে অনেক নাজায়েয বিষয় সংযোগ করে একে এমন আনুষ্ঠানিক রূপ দান করেছি, যা প্রথায় পরিণত হয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে অনেক গোনাহের পথ অবলম্বন করেও সাওয়াবের আশা রাখি। যেমন এসব অনুষ্ঠানগুলো নির্দিষ্ট কিছু দিনে করাকে জরুরি মনে করা এবং এতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হওয়ার দরুন পর্দার মতো ফরয কাজ লঙ্ঘন করা। লোক দেখানো কিংবা মানুষের আপত্তি এড়ানোর নিয়্যাতে করা। সামর্থ্য না থাকলেও ঋণ নিয়ে তা করা, পরবর্তীতে ঋণের বোঝার সংকটে পড়া ও এতিম ওয়ারিশদের সম্পদ থেকে অনুষ্ঠানে খরচ করা ইত্যাদি। ফলে মৃত ব্যক্তির কাছে সাওয়াব পৌঁছা তো দূরের কথা, উল্টো ব্যবস্থাকারীগণ গোনাহের ভাগি হয়ে থাকেন। সুতরাং ঈসালে সাওয়াবকে আনুষ্ঠানিক রূপ না দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী দান-সদকা করা এবং ব্যক্তিগতভাবে তেলাওয়াত, যিকির-আযকার ও নফল ইবাদত করে মৃত ব্যক্তির জন্য এসবের সাওয়াব পৌঁছে দেওয়াই উত্তম পন্থা। আর নির্দিষ্ট কোনো দিনের অপেক্ষা না করে মাঝেমধ্যে ফকির-মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো যেতে পারে। (১৪/৭২২/৫৭৮৫)

📖 صحيح البخارى (دارالحديث) ٢ / ٢٦٧ (٢٧٥٦) : عن عكرمة، يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: «نعم» ، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٤٠ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة وروى الإمام أحمد بن حنبل وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله ؓ قال:"كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة"، وفى البزازية: ويكره اتخاذ الطعام فى اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر فى المواسم-

📖 عزيز الفتاوى (دار الاشاعت كراچى) صـ ٣٤٨ : اموات كو ثواب صدقات وقرآن شريف كا پہنچنا اور اموات كو احياء كى دعاء واستغفار سے نفع پہنچنا نصوص قرآنى اور احاديث سے ثابت ہے كما فصلت فى كتب الفقہ، انكار اسكا جہل اور معصيت اور خرق اجماع ہے،

Scanned by CamScanner

البتہ ثواب کیلئے شریعت میں کوئی دن مقرر نہیں ہے، لہذا دہم وچہلم ششماہی برسی اور عرس وفاتحہ خوانی مروجہ سے سب رسوم خلاف شریعت ہیں اور بدعت ہیں۔

📖 مجموعۃ الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱ / ۴۳۸ : چہلم یا ششماہی یا برسی کا کھانا جو اس دیار میں پکا کر برادری میں بانٹا جاتا ہے اور اسے بھاجی کہتے ہیں لا اصل ہے، اسکا نہ کھانا بہتر ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۳/ ۱۸۸ : جواب- کسی مرحوم کے لئے ایصال ثواب تو ایک بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی رقم ایصال ثواب کے لئے خرچ کرنی ہو وہ چپکے سے کسی محتاج کو دے دی جائے یا کسی دینی مدرسہ میں دے دی جائے برادری کو کھلانا اکثر بطور رسم دنیا کو دکھانے کے لئے ہوتا ہے اس لئے ثواب نہیں ملتا۔

জানাযার নামাযের পর মিষ্টি বিতরণ, চারদিনা, চল্লিশা পালন ইত্যাদি

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় জানাযার নামাযের পর উপস্থিত মুসল্লীদের মাঝে মিষ্টি বিতরণের প্রচলন রয়েছে এবং এটাকে তারা পুণ্যের কাজ মনে করে। এমনিভাবে মৃত্যুর চার দিন বা চল্লিশ দিন পর আড়ম্বরপূর্ণ খাবারের আয়োজন করে। অতএব, নিবেদন এই যে উল্লিখিত রেওয়াজ শরীয়তসম্মত কি না? এবং উক্ত খাবার ধনী ব্যক্তির জন্য ভক্ষণ করা জায়েয হবে কি?

উত্তর : জানাযার নামায বা দাফনের পর মিষ্টি বিতরণ শরীয়ত পরিপন্থী। অনুরূপভাবে তিন দিনা ও চল্লিশার নামে নির্দিষ্ট দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে খানার আয়োজন করা শরীয়তবিরোধী কাজ। বিশেষ করে ওয়ারিসীনদের মধ্যে এতিম থাকলে বা তাদের মধ্য হতে কোনো একজনের অসম্মতি হলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ দিয়ে এ ধরনের খানার আয়োজন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। যখন প্রথাটাই অনর্থক, তখন ধনী-গরিব খেতে পারা না পারার বিষয়টিই অবান্তর। (১৬/৯০৭/৬৮৬৫)

📖 سنن ابن ماجة (مكتبة الاتحاد) صـ ١١٦ : عن جرير بن عبد الله رضـ قال كنا نرى الاجتماع الى اهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة-

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (المكتبة الحبيبية) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۶ /۱۴۴ : جواب-ایصال ثواب بہت اچھی چیز ہے خواہ نماز، قرآن شریف، تسبیح وغیرہ پڑھکر ہو یا غرباء کو کھانا کپڑا وغیرہ کچھ دیکر ہو لیکن تیجہ دسواں بیسواں چالیسواں شرعا ثابت نہیں بلکہ ایصال ثواب جس قدر ممکن ہو بہتر اور نافع ہے اور یہ دسواں وغیرہ جو کچھ ہے محض رسم اور بدعت ہے جو کہ واجب الترک ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۹ /۱۵۲ : سوال—میت کے دفن کے بعد چھوارے یا کھجور تقسیم کرتے ہیں یہ فعل کیسا ہے؟ اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں؟
الجواب - بالکل نہیں، کہیں ثابت نہیں شاید یہ تصور کرتے ہونگے کہ میت کا قبر سے نکاح ہوا ہے اس خوشی میں چھوارے تقسیم کرتے ہیں یہ جہالت ہے۔

মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন খতম করে খানা ও বিনিময় গ্রহণ

প্রশ্ন : প্রচলিত নিয়মে ৩, ৭, ২১, ৪০ দিনে নয়, অন্য কোনো দিন মৃত ব্যক্তির নামে খতমে কোরআন পড়ে খাওয়া-দাওয়া করা ও হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না? অনেককেই এমনটা করতে দেখা যায়।

উত্তর : কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করলে সাওয়াব পাওয়া যায় না। এরূপ তেলাওয়াতের ঈসালে সাওয়াব হতে পারে না। ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করে খাওয়া-দাওয়া ও বিনিময়স্বরূপ পয়সা নেওয়া জায়েয হবে না। (১১/৫৭৩/৩৬৩৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ /٥٧ : ونقل العلامة الخلوتي في حاشية المنتهى الحنبلي عن شيخ الإسلام تقي الدين ما نصه: ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل

Scanned by CamScanner

عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة .

📖 فيه ايضا ٦ / ٥٦ : قال تاج الشريعة فى شرح الهداية: إن القرآن بالاجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ، وقال العينى فى شرح الهداية ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطى آثمان-

📖 وفيه ايضا ٢ / ٢٤٠ : والحاصل : ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الاكل يكره.

📖 خیر الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۱/ ۲۴۵ : جواب—ایصال ثواب یا اس جیسے مقاصد کے لئے قرآن مجید پڑھنے پر کچھ بھی لینا جائز نہیں خواہ پہلے سے مقرر کرلیا جائے یا دینا معروف ہو اور پڑھنے اور پڑھانے والے یہ سمجھتے ہوں کہ ضرور دیں گے ایسے ہی پڑھنے کے بعد کھانا کھانے سے بھی احتراز مناسب ہے-

ছাত্র উস্তাদকে রসমী খানা খেতে বাধ্য করা

প্রশ্ন : জনৈক মুহতামিম সাহেব রসমী খানা যেমন– মৃত্যুর চতুর্থ দিন, চল্লিশা, কনের বাড়ির খানাকে এতিম ও অসহায় ছাত্রদের জন্য জায়েয ফতওয়া দিয়ে থাকেন। আরো বলেন, বোডিংয়ের সকল ছাত্রই এতিম বলে গণ্য হবে। তাই এ-জাতীয় কোনো দাওয়াত এলেই বাবুর্চিকে খানা পাকাতে বারণ করেন। এমনকি প্রায় সময় উস্তাদদেরকে এ-জাতীয় খানার জন্য বাধ্য করে থাকেন। যার দরুন মাদ্রাসায় খানার ব্যবস্থা করা হয় না। জিজ্ঞেস করলে বলে আমি কী করব? এখন আমার প্রশ্ন হলো–

১. মুহতামিম সাহেব যে ফতওয়া দিলেন, এতিম ও অসহায় ছাত্রদের জন্য রসমী খানায় অংশ নেওয়া জায়েয এবং আবাসিক সকল ছাত্ররাই এতিম বলে গণ্য হবে। তা শরীয়ত কতটুকু অনুমোদন দেয়?
২. এ-জাতীয় খানার দরুন উস্তাদদের জন্যও খানার ব্যবস্থা না করা। জিজ্ঞেস করলে 'আমি কী করব' বলে পাশ কেটে যাওয়া কতটুকু ন্যায়সঙ্গত?
৩. যদি রসমী খানা না হয় তাহলে অংশগ্রহণে বাধ্য করা যাবে কি না? এবং এ-জাতীয় খানার দরুন মাদ্রাসায় খানার ব্যবস্থা না করা শরীয়তসম্মত কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর :

১. প্রচলিত চল্লিশা ইত্যাদি খানার রসম দিন-তারিখ নির্দিষ্ট ও আবশ্যকীয় মনে করার কারণে শরীয়ত সমর্থিত না হওয়ায় তা বর্জনীয়। তাই এ ধরনের দাওয়াত মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য গ্রহণ করার অবকাশ নেই।

২. এ-জাতীয় খানায় উস্তাদদেরকে বাধ্য করা জায়েয হবে না। উস্তাদদের জন্য ভিন্ন খানার ব্যবস্থা করা মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের জন্য জরুরি।

৩. যেহেতু মাদ্রাসার শিক্ষকদের খানা বেতনের মতোই, তাই রসমী খানা ছাড়া সাধারণ দাওয়াতেও মাদ্রাসার শিক্ষকদেরকে বাধ্য করা যাবে না। তাদের জন্য খানার ব্যবস্থা করা জরুরি। (১২/৫২২/৪০৩৪)

📖 فتح القدير (المكتبة الحبيبية) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة .

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ا / ١٩٢ : مذہب حنفیہ میں کسی کے مرنے کے بعد اولیاء میت کا یوم موت یا سوئم اور ہفتہ و عشرہ وغیرہ میں کھانا پکانا اور عام لوگوں کو کھلانا مکروہ ہے (اور اطلاق کی وجہ سے کراہت تحریمیہ مراد ہے)۔

বরযাত্রার উৎস ও বিধান

প্রশ্ন : ইসলামী শরীয়তে বর্তমান প্রচলিত বরযাত্রার কোনো প্রমাণ আছে কি না? না থাকলে তার উৎপত্তি কোত্থেকে? ইতিহাসসহ জানতে চাই।

উত্তর : ঐতিহাসিক তথ্য মতে, বরযাত্রা প্রথা হিন্দু সমাজ কর্তৃক উদ্ভাবিত। হিন্দুদের বিবাহে যৌতুক প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল এবং তা কনে বিদায়ের সময়েই দেওয়া হতো। সে কালে পথে চোর-ডাকাতের আক্রমণের প্রবল আশংকা ছিল বিধায় যৌতুক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরের সাথে যথেষ্ট পরিমাণ লোক থাকত। হিন্দুদের সাথে সহাবস্থানের কারণে ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যেও এর অনুপ্রবেশ ঘটে এবং কালক্রমে এ প্রথাটিই বরযাত্রা নাম ধারণ করে। প্রচলিত বরযাত্রা হিন্দুদের আবিষ্কৃত রসম। এতে শরীয়তবিরোধী অনেক কার্যকলাপ থাকার দরুন তা ইসলাম সমর্থন করে না। (১২/৫৫৩/৪০৪৫)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۳ / ۱۹۹ : پہلے عامۃ بیل گاڑی کا سفر ہوتا تھا اور سامان جہیز کے متعلق چور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا اس لئے اس وقت کے مدبرین نے تجویز کیا تھا کہ ہر گھر سے ایک آدمی ساتھ جائے تا کہ کسی گھر کے مصالح فوت نہ ہو اور سامان وغیرہ کی حفاظت بھی ہو جائے اور سہولت سے سفر پورا ہو جائے اس مجمع کا نام بارات تھا.

📖 اسلامی شادی (فرید بکڈپو) ص۱۶۲ : اصل بات یہ بارات وغیرہ ہندوؤں کی ایجاد ہے کہ پہلے زمانہ میں امن نہ تھا اکثر راہزنوں اور ڈاکوں سے دوچار ہونا پڑتا تھا اس لئے دولہا دولہن اور اسباب زیور وغیرہ کی حفاظت کے لئے ایک جماعت کی ضرورت تھی اور حفاظت کی مصلحت سے بارات لے جانے کی رسم ایجاد ہوئی۔ اور اسی وجہ سے فی گھر ایک آدمی لیا جاتا تھا اگر اتفاق سے کوئی بات پیش آئے تو ایک گھر میں ایک ہی بیوہ ہو اور اب تو امن کا زمانہ ہے اب اس جماعت کی کیا ضرورت ہے اب حفاظت وغیرہ تو کچھ مقصود نہیں صرف رسم کا پورا کرنا اور نام اوری مد نظر ہوتی ہے۔

শহীদ মিনার নির্মাণ ও পুষ্পস্তবক অর্পণ

প্রশ্ন : বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে যারা নিহত হয় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তম্ভ নির্মাণ করা হয়ে থাকে। সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে এতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা জায়েয কি না? যদি কোনো মুসলমান পুষ্পস্তবক অর্পণ করে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা কী ধরনের অপরাধ বলে গণ্য হবে?

উত্তর : দেশ ও জাতির জন্য যারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁরা অবশ্যই সম্মান পাওয়ার যোগ্য এবং চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকার পাত্র। তবে শরীয়ত অনুযায়ী সম্মান ও স্মরণের পন্থা হলো সব সময় তাঁদের রূহের মাগফেরাতের দু'আ করা ও তাঁদের নামে দান-খয়রাত ইত্যাদি করে সাওয়াব রেছানী করা। স্তম্ভ নির্মাণ করে বিভিন্ন দিবসে এতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শরয়ী পন্থা নয়। বরং এটি একটি কুসংস্কার। (৯/১৫২/২৪৭৬)

📖 عمدة القاری (دار احیاء التراث) ۳ /۱۲۱ : ولهذا أنكر الخطابى ومن تبعه وضع الجريد اليابس وكذلك ما يفعله اكثر الناس من

Scanned by CamScanner

وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشئ وانما السنة الغرز.

📖معارف السنن (ايج ايم سعيد) ١ /٢٦٥ : اتفق الخطابى والطرطوشى والقاضى عياض على المنع، وقولهم أولى بالاتباع حيث اصبح مثل تلك المسامحات والتعللات مثارا للبدع المنكرة والفتن السائرة فترى العامة يلقون الزهور على القبور، وبالأخص على قبور الصلحاء والاولياء، والجهلة منهم ازدادوا اصرار على ذلك، وتغالوا فيه،... ... فالمصلحة العامة فى الشريعة تقتضى منع ذلك بتاتا، استئصالا لشأفة البدع وحسمًا لمادة المنكرات المحدثة وبالجملة هذه بدعة مشرقية منكرة، ويجنبها بدعة أخرى مغربية-

📖الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢ / ٤٨٣ : اجمع العلماء على انتفاع الميت بالدعاء والاستغفار بنحو "اللهم اغفر له اللهم ارحمه" والصدقة وأداء الواجبات البدنية المالية التى تدخلها النيابة كالحج، لقوله تعالى : "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان" وقوله سبحانه : "واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ..." وسأل رجل النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ان أمى ماتت ، أفينفعها ان تصدقت عنها ؟ قال نعم".

📖ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ٢ /٢٤٣ : صرح علماؤنا فى باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما او صدقة أو غيرها كذا فى الهداية.

কেউ মারা গেলে চিঁড়া-বাতাসা বিতরণ করা

প্রশ্ন : কেউ মারা গেলে চিঁড়া, বাতাসা ও মিষ্টি বিতরণ করা জায়েয আছে কি না

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তে সব ধরনের কুসংস্কার থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে আদেশ করা হয়েছে। মানুষ মারা যাওয়ার পর চিঁড়া, বাতাসা ও মিষ্টি ইত্যাদি বিতরণ কুসংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা অবশ্যই বর্জনীয়। (১/৩৬৮)

📖 ردالمحتار(ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٤٠ : وقال أيضا: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة: وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ". وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٢/ ٤٨٣ : أما صنع أهل البيت طعاما للناس فمكروه وبدعة لا أصل لها؛ لأن فيه زيادة على مصيبتهم.

📖 فتح القدير (رشيديه) ٢ / ١٥١

📖 فتاوى محموديه (ادارهٔ صديق) ٩ / ٧٧

কদমবুচি

প্রশ্ন : প্রচলিত কদমবুচি সম্পর্কে শরীয়তের ফায়সালা কী? নারী-পুরুষ একে-অপরকে কদমবুচি করতে পারবে কি না, তারা উভয়ে মাহরাম হোক বা না হোক? এ ব্যাপারে শরীয়তের চূড়ান্ত ফায়সালা দলিলসহ জানতে আগ্রহী।

উত্তর : সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রচলিত কদমবুচি শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। কোনো কোনো আলেম এটাকে মাকরূহে তাহরীমী বলেছেন। মহিলাদের ক্ষেত্রেও একই হুকুম। (৪/২)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٨٣ : (و) كذا ما يفعله الجهال من (تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره) فهو (مكروه) فلا رخصة فيه.

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۴/ ۲۷۹ : درمختار میں یہ جزئیہ ہے کہ وكذا مايفعله الجهال من تقبيل يد نفسه اذا لقى غيره فهو مكروه، فلا رخصة فيه پس اگر چہرے پر ملنا مثل تقبیل کے ہو تب تو اس روایت سے مسئلہ کا جواب ظاہر ہے کہ مکروہ تحریمی ہے، فى ردالمحتاراى تحريمًا ويدل عليه قوله بعد فلا رخصة فيه-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۳۵۳/۱۵ : الجواب—حامدًا ومصلیًا تعظیم کے لئے ماں کے پیروں کو چھونا قرآن پاک کی کسی آیت اور حدیث شریف کی کسی روایت میں نہیں دیکھا، یہ اسلامی تعظیم نہیں، بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، جس سے بچنا چاہئے۔

মাথা নত করে কদমবুচি করা

প্রশ্ন : মাথা নত করে কদমবুচি করা শরীয়তসম্মত কি না? দলিলসহ বিস্তারিত জানাবেন?

উত্তর : ইসলাম পরস্পর সাক্ষাৎকালে সালাম মুসাফাহা ও মুআনাকা প্রবর্তন করে মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শনের প্রথাকে রহিত করেছে। তাই কারো সম্মানে মাথা নত করে কদমবুচি করা ইসলামী শরীয়াবিরোধী সংস্কৃতিরই অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানদের জন্য এর অনুসরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (৬/৫৩৭/১২৯৬)

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٥/ ٣٦٩ : الإنحناء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل المجوس كذا فى جواهر الاخلاطى، ويكره الانحناء عند التحية وبه ورد النهى كذا فى التمرتاشى.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٣٨٣/٦ : (طلب من عالم او زاهد أن) يدفع اليه قدمه (ويمكنه من قدمه ليقبله اجابه وقيل لا) يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع كما فى القنية مقدمًا للقيل قال (و)كذا مايفعله

Scanned by CamScanner

الجهال من (تقبيل يد نفسه اذا لقى غيره) فهو (مكروه) فلا رخصة فيه واما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فمكروه بالاجماع (وكذا) ما يفعلونه من (تقبيل الارض بين يد العلماء) والعظماء فحرام والفاعل والراضى به آثمان لانه يشبه عبادة الوثن وهل يكفر ان على وجه العبادة والتعظيم كفر وان على وجه التحية لا وصار آثما مرتكبا للكبيرة.

পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা

প্রশ্ন : মুরব্বিদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা বৈধ কি? কেউ চাপের মুখে করলে গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : পায়ে হাত না দিয়ে সোজাসুজি সালাম করাই সুন্নাত ও ইসলামী তরীক্বা। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। কেউ তা করতে বাধ্য করলে প্রত্যাখ্যান করা ঈমানী দায়িত্ব। হ্যাঁ, প্রত্যাখ্যানে অপারগ হলে বাধ্যকারী গোনাহগার হবে। (৮/৮০২/২৩৬৫)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۵/۳۵۳ : تعظیم کے لئے ماں کے پیروں کو چھونا قرآن پاک کی کسی آیت اور حدیث شریف کی کسی روایت میں نہیں دیکھا، یہ اسلامی تعظیم نہیں بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، جس سے بچنا چاہئے .

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ١٨ / ٢٥٤ : وفى الجامع الصغير العتابى تقبيل الارض بين يدى العظماء حرام وان الفاعل والراضى اثمان.

📖 جامع الترمذى (دارالحديث) ٤/ ٤٩٤ (٢٧٢٨) : عن أنس بن مالك، قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا»، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا»، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم».

📖 عزیز الفتاوی (دارالاشاعت) ص۱۲۶ : پس معلوم ہوا کہ جھک کر کسی کی قدم بوسی اور قبر بوسی کرنا نہیں چاہئے جب کہ جھک کر سلام کرنا بھی درست نہیں ہے تو جھک کر قدم

Scanned by CamScanner

بوسی کرنا جو مشابہ بالسجود ہے کیسے درست ہو سکتا ہے اور قبر بوسی اس وجہ سے بھی حرام
ہے کہ تقبیل ارض ہے اور اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ اس میں تشبہ بالسجود ہے اور
اس وجہ سے بھی حرام ہے کہ اس میں تعظیم غیر اللہ ہے و کل منہا حرام۔

লাথি লাগলে সালাম করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন আছে যে কারো শরীরের কোনো জায়গায় লাথি লাগলে তাকে সালাম করা হয়, এটা ঠিক কি না? না করলে মানুষ বেআদব বলে। অতএব করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত প্রথা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন। তবে এসব ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নেবে। (৬/৪০৫/১২৫১)

📖الدر المختار مع الرد (ایچ ایم سعید) ٦ / ٣٨٣ : (و) كذا ما يفعله الجهال من (تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره) فهو (مكروه) فلا رخصة فيه.

খতনার পর অনুষ্ঠান

প্রশ্ন : সুন্নতী খতনার (মুসলমানী) পর অনুষ্ঠান করা এবং উপহার সামগ্রীর আদান-প্রদান শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : খতনা মুসলমানদের ইসলামী নিদর্শন, ইবাদত এবং সাওয়াবের কাজ। এ ইবাদত পালনে আনুষ্ঠানিকতার কোনো প্রমাণ ইসলামের সোনালি যুগে পাওয়া যায় না। বরং খতনাতে যেকোনো প্রকারের আনুষ্ঠানিকতা সুন্নাত পরিপন্থী বলে সাহাবীদের আমল ও উক্তি থেকে বোঝা যায়। তাই খতনা উপলক্ষে প্রশ্নে বর্ণিত সর্ব প্রকারের আনুষ্ঠানিকতা, খাওয়া-দাওয়া ও হাদিয়া ইত্যাদির লেনদেন সম্পূর্ণ বর্জনীয়। (৭/৫৯৮/১৭৬৮)

📖مسند احمد ٢٦٦/٤ (١٧٩٠٨) : عن الحسن، قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان، فأبى أن يجيب، فقيل له، فقال: «إنا كنا لا

Scanned by CamScanner

نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى

له».

মুহাররমে মেলা

প্রশ্ন : মুহাররম উপলক্ষে মুহাররম মাসের ১০ তারিখে এক দিনের জন্য মেলা বসানো এবং মেলা থেকে টাকা উসুল করে উক্ত টাকা দ্বারা মাদ্রাসার জন্য সামিয়ানা তৈরি করা, পরবর্তীতে তা দ্বারা ইসলামী সভা করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মুহাররম মাসের ৯,১০ বা ১০,১১ তারিখে রোজা রাখা মুসলমানদের করণীয় কাজ। এ উপলক্ষে মেলার আয়োজন শরীয়ত পরিপন্থী। উপরন্তু জোরপূর্বক চাঁদা উসুল করা হারাম। এরূপ হারাম পন্থায় কোনো ভালো কাজ করে সাওয়াবের আশা করা যায় না। (৬/৩৩১/১১৯৮)

📖 تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ص۴۵۵ : جواب—مجمع میلہ کفار وفساق وروافض میں جانا خواہ تجارت کی وجہ سے ہو خواہ انتظام کے واسطے ہو خواہ تماشے کی واسطے سب حرام کہ تکثیر ورونق اس میلہ کی ہوتی ہے.

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۹/ ۴۴ : سوال—کیا ماہ محرم میں نوحہ پڑھنا اور واقعہ کربلا ذکر النساوغیرہ کتابوں میں سے پڑھنا جائز ہے؟

جواب-نوحہ اور مرثیہ پڑھنا اور اس کے لئے مجالس منعقد کرنا جائز نہیں۔

📖 تحفۃ العلماء (ادارۂ تالیفات اشرفیہ) ۱ /۱۶۴ : اسی موقع پر ایک اور امر کو جو کہ ہدیہ صدقہ وغیرہ میں مشترک ہے سمجھ لینا چاہئے، کہ ہدیہ صدقہ چندہ قرض وغیرہ حرام مال میں سے نہ ہونا چاہئے، اگر کوئی حرام مال سے دینا چاہے تو صاف انکار کردے،... ایک شرط یہ کہ چندہ دینے والے کی طبیعت پر گرانی نہ ہو، یعنی ان طریقے سے بچے جن میں دینے والے کی طبیعت پر بار پڑنے کا احتمال ہو، کیونکہ حدیث میں ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه.

Scanned by CamScanner

📖 وفیہ ایضا ۱ /۱۹۴ : اصل یہ ہے کہ ایسے اموال میں کسی تصرف کا جواز وعدم جواز معطیین اموال (چندہ دینے والوں) کی اذن ورضا پر موقوف ہے، اور مہتمم مدرسہ ان معطیین کا وکیل ہوتا ہے، پس وکیل کو جس تصرف کا اذن دیا گیا ہے وہ تصرف اس وکیل کو جائز ہے اگر بتصریح یا بقرائن اس قانون پر اہل چندہ کو اطلاع اور ان کی رضا ثابت ہو تو جائز ہے ورنہ ناجائز۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۳ / ۳۴۹

লাইলাতুল বরাতে জাঁকজমকপূর্ণ আনুষ্ঠান করা

প্রশ্ন :

১. লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত নামে কোনো পরিভাষা কোরআন-হাদীস অথবা ফিকহের কিতাবে ব্যবহৃত হয়েছে কি না? হলে কোথায় কোথায় হয়েছে?

২. শবে বরাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও পদ্ধতিতে নফল ইবাদতের প্রচলন কখন থেকে কে চালু করেছে?

৩. শবে বরাতে যৌথভাবে আনুষ্ঠানিকতার সাথে নফল ইবাদতের শরয়ী বিধান কী? মক্কা-মদীনাতে আনুষ্ঠানিকতার প্রচলন আছে কি না?

৪. শা'বানের ১৫ তারিখের রাতের যেসব ফজীলত বর্ণিত রয়েছে তা কি শুধুমাত্র ওই রাতের জন্যই নির্ধারিত, নাকি বছরের অন্যান্য রাতের জন্যও প্রযোজ্য?

৫. শবে বরাতে যেসব নফল ইবাদত বা নামায আদায় করা হয় তা সুন্নাত বা নফলের নিয়তে করতে হবে, নাকি বিশেষভাবে শবে বরাতের নিয়্যাত করতে হবে?

৬. বরাতের রাতে উন্নতমানের খানার ব্যবস্থা করা বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর :

১. শা'বানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতটি আমাদের সমাজে শবে বরাত বা লাইলাতুল বারাআত নামে পরিচিত। 'বারাআত' অর্থ মুক্তি। কোরআন-হাদীসের পরিভাষা হিসেবে এ নাম ব্যবহৃত না হলেও অর্থবোধক নাম হিসেবে শবে বরাত বা লাইলাতুল বরাআত নামে আখ্যায়িত করা সহীহ। এই রাতটি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসের কিতাবে একাধিক হাদীস বর্ণিত আছে, যেগুলোতে এই রাতের মর্যাদার কথা এবং তাতে করণীয় কাজসমূহের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এসব হাদীসের

Scanned by CamScanner

কোনো কোনোটির মানগত দিক নিয়ে হাদীস বিশারদদের মতানৈক্য থাকলেও সার্বিক বিবেচনায় এই রাতের ফজীলত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য নয়। এই বিবেচনায় আমল করার সুযোগ রয়েছে। তবে বাড়াবাড়ি করার সুযোগ কোনো অবস্থায় নেই। (৭/৪৫৮/১৭০৮)

📖صحيح ابن حبان (مؤسسة الرسالة) ١٢ / ٤٨١ (٥٦٦٥) : عن معاذ بن جبل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن».

📖مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٣ / ٣٨٦ : (ان الله تعالى ليطلع) بتشديد الطاء اى يتجلى على خلقه بمظهر الرحمة العامة والاكرام الواسع قاله ابن حجر، وقال الطيبي: بمعنى ينزل وقد مر، والأظهر ان يقال اى ينظر نظر الرحمة السابقة والمغفرة البالغة (فى ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه) المتصف بذنبه المعترف بتقصيره وعيبه -

📖مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ١٥١ : (و) ندب احياء (ليلة النصف من شعبان) لانها تكفر ذنوب السنة وليلة الجمعة تكفرذنوب الاسبوع وليلة القدر تكفر ذنوب العمر ولأنها يقدر فيها الأرزاق والآجال والإغناء والأفقار والأعزاز والإذلال والإحياء والإماتة وعدد الحاج وفيها يسح الله تعالى الخير سحا وخمس ليالى لا يرد فيهن الدعاء ليلة الجمعة واول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان وليلتا العيدين وقال صلى الله عليه وسلم "اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فاغفرله، ألا مسترزق فارزقه حتى يطلع الفجر" وقال صلى الله عليه وسلم: "من أحيا الليالى الخمس وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر وليلة النصف من شعبان".

Scanned by CamScanner

২. শবে বরাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নফল নামায আদায়ের কোনো ভিত্তি শরীয়ত এবং সালাফে সালেহীনের আমলে পাওয়া যায় না। এ ধরনের প্রথাগত নামাযের সূচনা ৪৪৮ হিজরী থেকে হয়েছে বলে ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে। এ ধরনের ভিত্তিহীন কাজ ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

📖 مرقاةالمفاتيح (انور بكڈپو) ٣ / ٣٨٨ : واعلم أن المذكور في اللآلي: إن مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات في كل ركعة مع طول فضله للديلمي وغيره موضوع.

وفي بعض الرسائل، قال علي بن إبراهيم: ومما أحدث في ليلة النصف من شعبان الصلاة الألفية مائة ركعة بالإخلاص عشرا عشرا بالجماعة، واهتموا بها أكثر من الجمع والأعياد، لم يأت بها خبر ولا أثر إلا ضعيف أو موضوع، ولا تغتر بذكر صاحب القوت والإحياء وغيرهما، وكان للعوام بهذه الصلاة افتتان عظيم، حتى التزم بسببها كثرة الوقيد، وترتب عليه من الفسوق وانتهاك المحارم ما يغني عن وصفه حتى خشي الأولياء من الخسف، وهربوا فيها إلى البراري. وأول حدوث هذه الصلاة ببيت المقدس سنة ثمان وأربعين وأربعمائة قال: وقد جعلها جهلة أئمة المساجد مع صلاة الرغائب ونحوهما شبكة لجمع العوام، وطلبا لرياسة التقدم، وتحصيل الحطام، ثم إنه أقام الله أئمة الهدى في سعي إبطالها، فتلاشى أمرها، وتكامل إبطالها في البلاد المصرية والشامية في أوائل سني المائة الثامنة.

৩. ওই রাতে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে দুটি আমলের প্রমাণ পাওয়া যায়, ১. বেশি পরিমাণে নফল নামায পড়া, তাই ওই রাতে নফলের নিয়্যাতে একাকী বেশি বেশি নামায পড়া মুস্তাহাব। জিকির, তেলাওয়াত, দরূদ শরীফ ইত্যাদির মাধ্যমে রাত জাগরণ করাও সাওয়াবের কাজ। ২. কবর যিয়ারত করা। এর অনুসরণকরত কবর যিয়ারত করে নিজ আত্মীয়স্বজন ও মুসলমানদের জন্য মাগফেরাতের দু'আ করাও মুস্তাহাব।

আমাদের জানা মতে, মক্কা ও মদীনা শরীফ এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতামুক্ত।

Scanned by CamScanner

📖جامع الترمذی (دار الحديث) ٣/ ٧٣ (٧٣٩) : عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت، فإذا هو بالبقيع، فقال: «أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله» ، قلت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب».

📖سنن ابن ماجة (مكتبة الاتحاد) صـ ٩٩ (١٣٨٨) : عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا كانت ليلة النصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر ".

📖الفتاوى الكبرى (دار الكتب العلمية) ٢/ ٢٦٢ : مسألة: في صلاة نصف شعبان؟

الجواب- إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده، أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف، فهو أحسن. وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة. كالاجتماع على مائة ركعة، بقراءة ألف: {قل هو الله أحد} دائما. فهذا بدعة، لم يستحبها أحد من الأئمة. والله أعلم .

৪. হাদীসে বছরের যেসব রাতের মর্যাদার কথা উল্লেখ রয়েছে, শবে বরাত তার অন্যতম। তবে সব রাতের ফজীলত এক নয়।

📖صحيح ابن حبان (مؤسسة الرسالة) ١٢ / ٤٨١ (٥٦٦٥) : عن معاذ بن جبل رض، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» .

৫. নফলেরই নিয়ত হবে।

Scanned by CamScanner

📖مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ١٥١ : ومعنى القيام أن يكون مشتملا معظم الليل بطاعة وقيل بساعة منه يقرأ أو يسمع القرآن أو الحديث أو يسبح أوْ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

৬. খাওয়া-দাওয়া ও অনুষ্ঠান করা শরীয়তের আওতায় পড়ে না, তাই এসব বর্জনীয়।

📖احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید کمپنی) ۱/ ۳۸۵ : سوال–شب براءت میں عید منانا اور حلوہ پکانا کیا ہے؟ اگر بغیر ثواب کی نیت سے یوں ہی پکایا جائے تو کیا اس میں بھی حرج ہے؟ نیز کہیں سے آیا ہوا حلوہ کھانے میں کوئی حرج تو نہیں؟
الجواب- شب براءت میں عید منانے اور حلوہ پکانے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں لہذا یہ امور ناجائز اور بدعت ہے اگر محض رسم کے طور پر حلوہ پکایا جائے ثواب کا عقیدہ نہ ہو تو بھی اس میں بدعت کی تائید و ترویج ہوتی ہیں لہذا اس سے احتراز لازم ہے اسی بناء پر حلوہ قبول کرنے سے بھی بچنا چاہئے۔ معھذا یہ حرام نہیں، واللہ اعلم۔

মসজিদে আলোকসজ্জা

প্রশ্ন : বিশেষ বিশেষ রজনী যেমন শবে বরাত ও শবে কদর উপলক্ষে অথবা এমনিতেই কোনো কারণ ছাড়া মসজিদ ও তার আশপাশে আলোকসজ্জা এবং আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা বৈধ কি না? কোরআন ও হাদীসের আলোকে এর সঠিক সমাধান দানে হুজুরের মর্জি কামনা করি।

উত্তর : শবে কদর ও শবে বরাত ইসলামের অত্যন্ত বরকতময় ও ফজীলতের রজনী, এ রজনীগুলোতে ব্যক্তিগতভাবে আদায়কৃত নফল ইবাদতের ওপর বিশেষ সাওয়াবের কথা কোরআন ও হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এ রজনীগুলোকে কেন্দ্র করে মসজিদে রং-বেরঙের বাতি দ্বারা আলোকসজ্জা করা এবং আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করার কোনো প্রমাণ ও অস্তিত্ব ইসলামের সোনালি যুগে পাওয়া যায় না। সুতরাং এগুলো অহেতুক ও অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই এটি বর্জনীয়। (৭/৪৭১)

📖سنن ابن ماجة (مكتبة الاتحاد) صـ ٥٤ : عن ابن عباس رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراكم ستشرفون

Scanned by CamScanner

مساجدكم بعدى كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها.

📖 فيه ايضا صـ ٥٤ : عن عمر بن الخطاب ﷺ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ساء عمل قوم قط، إلا زخرفوا مساجدهم».

📖 الاعتصام (دار ابن عفان) صـ ٦٠٠ : وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح، ولا كانت مما تزين بها المساجد ألبتة، ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان، واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد، حتى لقد سأل بعض عنه: أهو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد، وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم. وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام، حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الالات التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد، زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك، كما تزخرف الكنائس والبيع. ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن، ذكر النووي أنها من البدع القبيحة، وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح.

📖 البناية (دار الفكر) ٢ /٥٦٢ : وجاء فى الآثار أن من اشراط الساعة تزيين المساجد ويمر على رضـ بمسجد مزرق بالكوفة، فقال لمن هذه البيعة؟ فقيل: تقول للمسلمين فقال هكذا مايكون مصلى المسلمين.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) صـ ١٩٠ : شب برات اور شب قدر وغیرہ میں مساجد کو مزین کرنا یا روزمرہ کی ضرورت سے زائد چراغ جلانا جائز نہیں اور بہت سے مفاسد اور بدعات پر مشتمل ہے۔

Scanned by CamScanner

জিলহজের চাঁদ দেখা গেলে পশু জবাই ও গোশত খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া

প্রশ্ন : কোরবানীর চাঁদ ওঠার পর থেকে মানুষ গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি জবাই এবং গোশত খাওয়া বন্ধ করে দেয়, এর কোনো ভিত্তি শরীয়তে আছে কি না? না থাকলে কসাইদের জীবিকা নির্বাহের মধ্যে অন্তরায় হওয়ার কারণে মানুষ গোনাহগার হবে কি না। এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : কুরবানীর চাঁদ ওঠার পর থেকে হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল ইত্যাদি জবেহ করা ও গোশত খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ার কোনো কথা শরীয়তে নেই। (১০/৮৮২/৩৩৬১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٢٤٤ (٢٦٩٧) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، فهو رد».

কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানোর শরয়ী বিধান

প্রশ্ন : আগন্তুকের উদ্দেশ্যে 'কিয়ামে তা'জীমি' বা দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : আগন্তুকের চাহিদা, দাবি না হলে এবং তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি হওয়ার আশংকা না থাকলে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার অবকাশ রয়েছে। (১৪/২৪৪)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣ / ١٢٦ : قوله – "قوموا الى سيدكم" به استدل من قال بجواز القيام للقادم وجملة القول فى هذه المسئلة أن القيام على أقسام :

١- أن يكون السيد جالسا ويتمثل له الحاضرون قياما طوال مجلسه، وهو ممنوع بنص الحديث؛ لأنه دأب الأعاجم المتكبرين ولا خلاف فى عدم جوازه.

٢- ان يقوم الناس للقادم يحب أن يقوموا له تكبرا أو تعاظما على القائمين، وهو ممنوع ايضًا باتفاق العلماء.

٣- أن يقوم الناس لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر وهو مكروه.

Scanned by CamScanner

٤- أن يقوم الرجل لقادم من سفر فرحا بقدومه، ليسلم عليه وهذا مندوب ولا خلاف فى جوازه.

٥- أن يقوم الرجل لمن حصلت له نعمة فيهنئه عليها وهو مندوب ايضًا.

٦- أن يقوم الرجل لمن أصابته مصيبة فيسليه عليها وهو مندوب ايضًا،

٧- أن يقوم الرجل لمن دخل عليه على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد منه ذلك

وهذا القسم السابع موضع خلاف بين العلماء فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم وللإمام النووى رحمه الله فى جوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج، وقد حكى الحافظ فى الفتح ١١ / ٥٠ دلائل النووى وابن الحاج ببسط وتفصيل-

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۴ / ۲۷۲ : دوسری قسم قیام تعظیمی ہے، اس میں اگر تعظیم دل سے ہے تو وہ شخص اس تعظیم کے قابل ہونا چاہئے ورنہ اگر تعظیم کے قابل نہیں، مثلاً کافر ہے تو اس قسم کی اجازت نہیں، چنانچہ روایت ثانیہ اس پر دال ہے اور اگر تعظیم صرف ظاہر میں ہے اور کسی مصلحت سے ہے مثلاً یہ خیال ہے کہ اگر تعظیم نہ کریں گے تو یہ شخص دشمن ہو جائیگا یا یہ کہ خود اس کی دل شکنی ہوگی یا اس شخص کی ہدایت پر آنے کی امید ہے یا یہ شخص اس کا محکوم و نوکر ہے یا ایسی ہی کوئی اور مصلحت ہے تو جائز ہے چنانچہ حدیث اول کی شرح اور روایت اولی اس پر شاہد ہے اور اگر نہ وہ قابل تعظیم ہے اور نہ کوئی مصلحت وضرورت ہے تو ممنوع ہے.

ঈদের দিন মসজিদ ও ঈদগাহে গেট বানানো ও সামিয়ানা টানানো

প্রশ্ন : ক. ঈদের দিন ঈদগাহে বা মসজিদে গেট বানানো জায়েয আছে কি না?

খ. ঈদগাহের মাঠে প্রয়োজন বা বিনা প্রয়োজনে সামিয়ানা টানানো জায়েয আছে কি না? আশা করি দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে বিস্তারিত জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ক. ঈদের নামায ও ঈদগাহের জরুরি বিষয়ের সাথে গেট বানানোর কোনো সম্পর্ক নেই, এর দ্বারা সাওয়াবের কোনো আশাও করা যায় না। যে কারণে ইসলামের স্বর্ণযুগে এসব ক্ষেত্রে গেট সাজানোর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই কেউ সাওয়াবের নিয়্যাতে ঈদগাহে গেট সাজালে তা নব-আবিষ্কৃত কাজ হিসেবে বর্জনীয় হবে। তবে লোক দেখানো, অপচয় ও সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া শুধু এ কাজের জন্য প্রদত্ত চাঁদা বা নিজস্ব টাকা দিয়ে ঈদের খুশির বহিঃপ্রকাশ করার জন্য ঈদগাহে গেট সাজানো অনুচিত হলেও অবৈধ বলা যাবে না। (১৫/৮১৮)

📖 الاعتصام للشاطبي (دار ابن عفان) ص ٥٣٥ : قال مالك: ومن أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الدين.

📖 فيه أيضا ص ٦٠٠ : وحاصله أن النار ليس إيقادها في المساجد من شأن السلف الصالح، ولا كانت مما تزين بها المساجد ألبتة، ثم أحدث التزيين بها حتى صارت من جملة ما يعظم به رمضان، واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا طلب البوق في رمضان في المساجد، حتى لقد سأل بعض عنه: أهو سنة أم لا؟ ولا يشك أحد أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه الأمور مشروعة على الجملة في المساجد، وذلك بسبب ترك الخواص الإنكار عليهم. وكذلك أيضا لما لم يتخذ الناقوس للإعلام، حاول الشيطان فيه بمكيدة أخرى فعلق بالمساجد واعتد به في جملة الالآت التي توقد عليها النيران وتزخرف بها المساجد، زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك، كما تزخرف الكنائس والبيع. ومثله إيقاد الشمع بعرفة ليلة الثامن، ذكر النووي أنها من البدع القبيحة، وأنها ضلالة فاحشة جمع فيها أنواع من القبائح. منها إضاعة المال في غير وجهه، ومنها إظهار شعائر المجوس... ... وقد ذكر الطرطوشي في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه الأمور وذكر أيضا قبائح سواها.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت کراچی) ص۵۸۳ : جواب—در مختار میں ہے، ولا بأس بنقشه ولا محرابه الخ بجص أوماء ذهب لو بماله الحلال الخ اس

Scanned by CamScanner

عبارت سے واضح ہے کہ اپنے مال حلال سے اگر کوئی شخص واحد یا متعدد زیبائش مسجد و آرائش مسجد کریں درست ہے.

খ. ঈদগাহের মাঠে নামাযীদের প্রয়োজনে নামাযের সুবিধার্থে সামিয়ানা টানানো জায়েয, বিনা প্রয়োজনে টানানো অনুচিত।

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۲/ ۱۱۷ : سوال- جامع مسجد میں تین شامیانے ہیں جو بعد کامیابی مقدمہ بنوائے گئے ہیں، ماہ رمضان المبارک چونکہ مصلیان کی کثرت ہوتی ہے اوروہ شامیانے کافی نہیں ہوتےاوردھوپ کی شدت ہوتی ہے، اس لئے دو یا تین اور آخری جمعہ کو چار شامیانے کرایہ پر منگائے جاتے ہیں...... ...

الجواب— یہ ضرورت اغراض مسجد سے ہے اس لئے جائز ہے.

বিবাহ অনুষ্ঠান বা মাহফিলে গেট নির্মাণ

প্রশ্ন : বিবাহ অনুষ্ঠান, দ্বীনি মাহফিল অথবা যেকোনো পার্থিব অনুষ্ঠানে গেট নির্মাণ করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : লোক দেখানো বা আত্মগৌরবের উদ্দেশ্যে কোনো দ্বীনি বা দুনিয়াবী অনুষ্ঠানে গেট সাজানো বৈধ নয়। আগত মেহমানের সম্মানার্থে সৌন্দর্যের নিয়্যাতে যেকোনো অনুষ্ঠানে গেট সাজানোর অবকাশ আছে। তবে দ্বীনি মাহফিলের ক্ষেত্রে তা শুধুমাত্র সে কাজের জন্য প্রদত্ত টাকা দ্বারা অথবা চাঁদা দাতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অনুমতি সাপেক্ষে হওয়া বাঞ্ছনীয়। (১৬/৩৯৯/৬৫৮১)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۲ / ۳۹۴ : سوال- شادی میں گیٹ رنگین کاغذ کا بنوانا کیسا ہے؟

الجواب- شادی میں محض نمائش و فخر کے ہر کام سے بچنا چاہئے مروجہ طریقہ پر گیٹ بنوانا بھی اس میں داخل ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۸ / ۱۴۷ : الجواب— مصارف کے پانچ درجات ہیں، (۱) ضرورت (۲) حاجت (۳) آسائش (۴) آرائش وزیبائش (۵) نمائش۔

ضرورت: جو لوازم زندگی میں سے ہو اس کے نہ ہونے سے ضرر لاحق ہو جیسے بقدر کفایت طعام ولباس وغیرہ،

Scanned by CamScanner

حاجت: جس کے نہ ہونے سے ضرر تو نہ ہو مگر گزارا مشکل ہو جیسے قدر کفایت سے زائد حاجات میں کام آنے والی اشیاء۔

آسائش: حاجت سے زائد آرام وراحت کی اشیاء.

آرائش وزیبائش: صرف زیب وزینت کی اشیاء.

نمائش: جس میں فخر ونمود مقصود ہو۔

ضرورت پر خرچ کرنا فرض ہے اور حاجت، آسائش وآرائش وزیبائش پر خرچ کرنا جائز ہے، بشرطیکہ اسراف نہ ہو، اسراف یہ ہے کہ بلاضرورت آمدن سے زائد خرچ کرے، نمائش کے لئے خرچ کرنا حرام ہے.

📖 وفیہ ایضاً ۸/ ۱۵۳ : البتہ آرائش وتزیین پر مال وقف خرچ کرنا جائز نہیں، جس کو شوق ہو وہ اپنی ذاتی مال سے کرے یا چندہ دہندگاں سے اجازت لے، جہاں اس قسم کی تزیین کا عام دستور ہو اور چندہ دہندگاں کو علم ہو، وہاں ان سے صراحۃً اجازت لینا ضروری نہیں دلالۃً اذن ہی کافی ہے۔

নববর্ষ উদ্‌যাপন ও মেলায় গমন করা

প্রশ্ন : নববর্ষ উদ্‌যাপন করা ও এ উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় গিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা, দোকান বসানো এবং চাঁদা প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য যে উক্ত মেলায় নাচ-গানের ব্যবস্থা করা হয়।

উত্তর : প্রচলিত নববর্ষ উদ্‌যাপন কুসংস্কার এবং শরীয়ত পরিপন্থী একটি কাজ। এ ধরনের কাজে চাঁদা দেওয়া গোনাহের কাজে সহযোগিতা করার নামান্তর। সুতরাং তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এ ধরনের মেলায় কেনাবেচার উদ্দেশ্যে গমনও সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয। (১৮/১৪০/৭৪৬১)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (مكتبة زكريا) ٦ / ٣٥٩ : استماع صوت الملاهى كالضرب بالقضيب ونحوه حرام، قال عليه السلام : "استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر" اى بالنعمة، فصرف الجوارح الى غير ما خلق لأجله

Scanned by CamScanner

كفر بالنعمة لا شكر، فالواجب كل الواجب ان يجتنب كى لا

يستمع.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا بکڈپو) ص۵۵۲ : سوال—میلہ ہنود وعرس مسلمانوں میں جیسا ہر دوار وپیران کلیر واجمیر ہے واسطے سوداگری یا خرید نے کسی شئ ضرورت کے خاص وعام کو جانا کیسا ہے؟

جواب—میلوں میں ہنود ومسلمانوں کے جانا تجارت کے واسطے بھی حرام ہے اگرچہ جو مال فروخت ہو اس میں حرمت نہیں ہوتی۔

মেলায় গমন করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিভিন্ন উপলক্ষে মেলার আয়োজন করা হয়। যেখানে সহজে সুলভ মূল্যে জিনিস ক্রয় করা যায়। যেমন : ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সীরাত বইমেলা, একুশে বইমেলা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা, পিঠা মেলা, বৈশাখী মেলা ইত্যাদি। এ সকল মেলায় জিনিস ক্রয় করার জন্য বা মেলায় ঘোরাফেরার জন্য যাওয়া জায়েয হবে কি না? কোনো কোনো আলেম বলেন, মেলায় নারী-পুরুষের সমাগম হওয়ায় সেখানে যাওয়া জায়েয নেই। কিন্তু এ সমস্যা তো বর্তমানে রাস্তাঘাট, শপিং মল, মার্কেটসহ সর্বত্রই রয়েছে। তাহলে কি কোথাও যাওয়া যাবে না? দলিলের আলোকে উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : আমাদের দেশে বিভিন্ন উপলক্ষে যে সকল মেলার আয়োজন করা হয়, সেখানে নারী-পুরুষের অবাধ সমাগম হয় তাই প্রয়োজনবিহীন সেখানে ঘোরাফেরার জন্য যাওয়া কোনোভাবেই জায়েয হবে না। আর নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয়ের জন্য যাওয়ার জরুরত হলে যতটুকু সম্ভব নিজেকে সংযত রেখে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও যাওয়া থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। (১৮/১৮১/৭৫৩)

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (مكتبة زكريا) ٦ / ٣٥٩ : استماع صوت الملاهى كالضرب بالقضيب ونحوه حرام، قال عليه السلام: "استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر" اى بالنعمة، فصرف الجوارح الى غير ما خلق لاجله كفر بالنعمة لا شكر، فالواجب كل الواجب ان يجتنب كى لا يستمع.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۴/ ۲۶۹ : سوال- میلہائے ہنوداں میں مثل میلۂ ہردوار یا گنگا واسطے تجارت کے جانا جائز ہے یا نہ اور جانے والا مرتکب کبیرہ کا ہوتا ہے یا نہ؟

جواب- اگر کوئی چیز سوائے اس میلہ کے کہیں نہ بکتی ہو اسکی خرید وفروخت کے واسطے جانا بضرورت جائز ہے اور بلا ضرورت جانا بہتر نہیں کہ ایسے مجمعوں میں شان مغضوبیت کی ہوتی ہے، ان میں شریک ہونا غضب الٰہی کا حصہ لینا ہے، اگرچہ اس مجمع والوں کی برابر گناہ نہ ہو، مگر خالی نہ رہیگا.

📖 سنن الترمذی (دار الحدیث) ٤ / ٢٢٣ (٢١٨٤) : عن صفية رضـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا ينتهى الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى اذا كانوا با لبيداء او ببيداء من الارض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينج أوسطهم"، قلت يا رسول الله: فمن كره منهم؟ قال: "يبعثهم الله على ما فى انفسهم" -

জন্মদিন পালন করা

প্রশ্ন : আমার এলাকার দশ বছরের এক ছেলে তার জন্মদিন পালন করার জন্য তার অভিভাবককে বাধ্য করে তার মামা থেকে কিছু টাকাও এনেছে। এখন তার অভিভাবক তার সন্তুষ্টির জন্য জন্মদিন পালন করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আমি জানার পর বললাম, আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে অসন্তুষ্ট করে সন্তানকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। তখন তিনি বললেন যে সন্তানকে সন্তুষ্ট করলে আল্লাহও সন্তুষ্ট হন। এখন আমার জানার বিষয় হলো,

(ক) জন্মদিন পালন করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

(খ) "সন্তানকে সন্তুষ্ট করলে আল্লাহও সন্তুষ্ট হন"–এ কথার কতটুকু বাস্তবতা রয়েছে?

উত্তর : (ক) জন্মদিবস পালন করা শরীয়ত সমর্থিত নয় বরং তা বর্জনীয়।

(১৭/৫৯৩/৭২০৮)

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی(سعید کمپنی) ۸ / ۱۵۴: سوال—بچوں کی سالگرہ منانے اور اس موقع پر قرآن خوانی کرنے کا شریعت میں کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟
الجواب—سالگرہ منانا ایک قبیح رسم ہے اس کا ترک واجب ہے اصل سالگرہ تو یہ ہے کہ ایسے مواقع پر اپنی زندگی کا احتساب کیا جائے اپنے اعمال کے بارہ میں سوچا جائے کہ جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف؟

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶ / ۳۲۰ : سوال– کیا بچوں کی سالگرہ منانا ضروری ہے؟
الجواب—سالگرہ منانے کا جو طریقہ رائج ہیں مثلا کیک کاٹتے ہیں یہ ضروری نہیں بلکہ قابل ترک ہے غیروں کے ساتھ تشبیہ لازم آتا ہے البتہ اظہار خوشی اور خدا کا شکر ادا کرنا منع نہیں ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹ / ۸۴ : جواب—سالگرہ منانا کوئی شرعی تقریب نہیں ہے ایک حساب اور تاریخ کی یادگار ہے اس کے لئے یہ تمام فضولیات محض عبث اور التزام مالا یلزم میں داخل ہیں۔

(খ) শুধু সন্তান নয়, কোনো মাখলুকেরই সন্তুষ্টির জন্য শরীয়ত পরিপন্থী চাহিদা পূরণ করা যাবে না। বরং সন্তানকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তোলা মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য।

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٢ / ١٩١ (١٨٤٠) : عن علی رضی الله عنه ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا طاعة فى معصية الله انما الطاعة فى المعروف".

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٣٩٣ (٧٢٥٧) : عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» ، وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف».

Scanned by CamScanner

উঠান ঝাড়ু ও ব্যবসায়ীদের দোকান ঝাড়ু ও বাউনি রসম

প্রশ্ন : ক. কোনো কোনো এলাকায় দেখা যায়, দোকানদাররা বরকতের নিয়্যাতে সকাল-সন্ধ্যা দোকান ঝাড়ু দেয়, পানি ছিটায় ও আগরবাতি জ্বালায়।
খ. সকালবেলা ফকীর বা অন্য লোক কিছু চাইলে যদি বিক্রি না হয়ে থাকে তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেয় এ কথা বলে যে বাউনি হয়নি। এর দ্বারা তাদের ধারণা যে বাউনি না করে দিলে ব্যবসায় ক্ষতি হবে। অনুরূপভাবে বাকির ক্ষেত্রেও এমনটি করে। কারণ তারা মনে করে বাউনি না করে বাকি দিলে সারা দিনই বাকিতে যাবে।
গ. গ্রামাঞ্চলে সকালবেলা উঠান ঝাড়ু না হলে অনুরূপভাবে বিছানাপত্র না উঠালে কাউকে ভিক্ষা বা অন্য কিছু দেয় না, মহিলারা এটাকে কুলক্ষণ ও খারাপ মনে করে। আমার প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত ধারণা, বিশ্বাসসমূহ ইসলামী আক্বীদা অনুযায়ী কতটুকু সত্য? এবং এ ধরনের আক্বীদায় বিশ্বাসীর হুকুম কী?

উত্তর : ক. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। তাই দোকান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ঝাড়ু দেওয়া, পানি ছিটানো, বা আগরবাতি লাগানোতে কোনো আপত্তি নেই। তবে যেহেতু মঙ্গল-অমঙ্গল আল্লাহর হাতে, তাই এ কাজ দ্বারা মঙ্গল কামনার ধারণা পরিহারযোগ্য।
খ-গ. মানুষের মাঝে প্রচলিত এ সকল ধারণা অমূলক, ভিত্তিহীন ও কুপ্রথা। ভালো-মন্দের ফায়সালা আল্লাহর কাছ থেকেই হয়। বরং ইসলামের আলোকে ফকীরকে দান করার মাধ্যমে কাজ আরম্ভ করলে, বেচাকেনা বেশি ও সুখী জীবন যাপন করার প্রবল সম্ভাবনা। তাই এসব কুপ্রথা বর্জন করা জরুরি। (১৭/৬৫৯/৭২২৫)

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ٥١ (٥٧٥٤) : عن ابى هريرة ﷺ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طيرة وخيرها الفال.

📖مسند احمد ١ / ٢٥٧ (٢٣٢٨) : عن ابن عباس قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، ويعجبه الاسم الحسن "

কবরস্থানে খাদ্যদ্রব্য রাখা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে দাফন করার পর তিন দিন পর্যন্ত কবরস্থানে পানি ঢালে এবং ডাল, চাল, মরিচ রেখে আসে এবং খয়রাতও করে থাকে। এগুলোর হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কবরে ডাল, চাল, মরিচ রাখা এবং মৃত ব্যক্তির ঠান্ডা অনুভূত হওয়ার উদ্দেশ্যে কবরে পানি ঢালা ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ বর্জনীয়। তবে মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা ভালো কাজ। (১২/৬৩৪)

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٣٧ : (ولا بأس برش الماء عليه) حفظا لترابه عن الاندراس.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۲۰ / ۴۱۴ : سوال— قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کے بعد لوٹے سے ایک لوٹا پانی ڈالتے ہیں اس نیت سے کہ میت کو ٹھنڈک پہونچے کیا یہ صورت یا یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں؟

جواب— یہ عقیدہ غلط ہے البتہ مٹی جمنے کی غرض سے پانی ڈالتے ہیں کہ ہوا سے منتشر نہ ہو جائے یہ ثابت ہے.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۳/ ۱۰۸ : سوال- جب قبر میں مردہ کو اتارتے ہیں تو قبر کی دیواروں اور مردہ پر گلاب کا عرق اور دوسری خوشبوئیں چھڑکتے ہیں، مردہ پر "عہد نامہ" وغیرہ رکھتے ہیں، گھر سے میت کو لے جاتے وقت مردہ کے لئے توشہ (باقاعدہ کھانا وغیرہ) لے جاتے ہیں اور قبر پر پھول اور خوشبو استعمال کرتے ہیں کیا ان چیزوں سے مردہ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ شرعی حیثیت سے بیان کریں۔

جواب— یہ تمام رسمیں غلط ہیں ان کی کوئی شرعی سند نہیں۔

কনের শ্বশুরালয়ে মৌসুমী হাদিয়া প্রদান

প্রশ্ন : আম-কাঁঠালের মৌসুমে কনের বাড়ি থেকে বরের বাড়িতে আম-কাঁঠাল, আনারস-মিষ্টি ইত্যাদি দেওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। এমনিভাবে প্রতি রমাজানের শুরুতে ও শেষের দিকে কনের আত্মীয়স্বজন বরের বাড়িতে ইফতারী দিয়ে থাকে। না দিলে সমাজে লজ্জাবোধ হয়। আমার প্রশ্ন হলো, এভাবে রুসুম হিসেবে আম, কাঁঠাল, ইফতারী ইত্যাদি দেওয়া শরীয়তের আলোকে বৈধ কি না? সামাজিক চাপে দিলে জায়েয হবে কি? এবং এগুলো খাওয়া জায়েয হবে কি না? কেউ যদি নিতে না চায় তার পরও কনের পক্ষ দিয়ে দেয় তাহলে তা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : বিবাহের পর কনের পক্ষ এবং বরের পক্ষের মাঝে পরস্পর সুসম্পর্ক মজবুত ও আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় করার নিমিত্তে হাদিয়া তোহফা আদান-প্রদান শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত কনের পক্ষ থেকে বরের বাড়িতে সামর্থ্য অনুপাতে রমাজান

Scanned by CamScanner

মাসে ইফতারী এবং মৌসুমি ফল আম-কাঁঠাল ইত্যাদি পাঠানো সামাজিক প্রথা হিসেবে না হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে। তবে সামর্থ্য না থাকাবস্থায় ক্বরয করে হলেও সমাজের প্রথা অনুকরণে কনের পক্ষ থেকে বরের বাড়িতে কোনো কিছু পাঠানো শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১৭/১০৪/৬৯৫২)

کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹ / ۸۹ : جواب — یہ بھی حیثیت کے موافق ہو تو مضائقہ نہیں حیثیت سے زیادہ کرنا اور زیر بار ہونا ناجائز ہے۔

امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۲ / ۳۷۱ : باپ کا اپنی لڑکی کو نکاح کے وقت جہیز دینا سنت نبویہ سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمہؓ زہراء کو شادی کے وقت جہیز دیا ہے اسی طرح نکاح کے وقت شوہر کا عورت کو زیور کپڑے وغیرہ دینا سنت سے ثابت ہے۔ ... پس شادی میں کپڑے زیور وغیرہ دینے کا جو رواج ہے یہ رواج فی نفسہ خلاف شرع نہیں البتہ اس میں افراط وغلو مناسب نہیں کہ اس قدر اہتمام کیا جائے جس سے پریشانی ہو اور قرض کا بار عظیم ہو جائے باقی اپنی حیثیت کے موافق اہتمام کرنا شریعت کے موافق ہے واللہ تعالی اعلم، اور لڑکے کو جو جوڑا دیا جاتا ہے اسکا ثبوت جزئی تو نہیں ہے مگر کلی ثبوت حدیث تہادوا تحابوا سے اس کا بھی ہے کیونکہ اس کا منشأ محض اکرام ومحبت کا اظہار ہے اگر غلو نہ ہو تو اس کا بھی مضائقہ نہیں۔

فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۷ / ۳۸۶ : الجواب-دولہا والوں کی طرف سے دلہن کو کپڑے وغیرہ کچھ دینا یا دلہن والوں کی طرف سے دولہا کو کچھ دینا فی نفسہ مباح اور جائز ہے اسمیں کوئی بات ناجائز نہیں، لیکن در حقیقت یہ شہرت اور ریاکاری کے لئے دیا جاتا ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو برادری والے لعن وطعن کرینگے نیز اس کو ایسا لازم سمجھا جاتا ہے کہ اگر وسعت نہ ہو تب بھی قرض لے کر اور بسا اوقات سودی قرض لے کر دیا جاتا ہے، تو جس شئ کو شریعت نے ضروری قرار نہ دیا ہو اس کو اتنا ضروری قرار دینا اور اس کے لئے قرض لینا یا سود دینا ہر گز ہر گز جائز نہیں، پس عوارض مذکورہ کی بنا پر اس سے اجتناب لازم ہے اور جہاں یہ عوارض نہ ہوں وہاں کوئی مضائقہ نہیں۔

بہشتی زیور (حسینیہ کتبخانہ) ۶ / ۲۵ : اگر صلہ رحمی یعنی سلوک واحسان مقصود ہوتا تو معمولی طور پر جو میسر آتا اور جب میسر آتا دے دیتے اسی طرح ہدیہ اور صلہ رحمی کے لئے کوئی شخص قرض کا بار نہیں اٹھاتا لیکن ان دونوں رسموں کے پورا کرنے کو اکثر اوقات

Scanned by CamScanner

قرضدار بھی ہوتے ہیں گو سود ہی دینا پڑے... بیجد پابندی اور نمائش وشہرت اور فضول خرچی وغیرہ سب خرابیاں موجود ہیں اس لئے یہ بھی ناجائز باتوں میں شامل ہو گیا۔

আযানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখে লাগানো

প্রশ্ন : অনেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম শুনলে বৃদ্ধাঙ্গুলিতে চুমু খেয়ে চোখে মোছন করে এবং এটাকে চোখের জ্যোতি বৃদ্ধি ও সাওয়াবের কারণ মনে করে। তারা এর ওপর দলিলও দিয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, এর হুকুম কী?

উত্তর : হাদীস শরীফে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নাম শুনে দরূদ শরীফ পড়ার আদেশ করা হয়েছে। কোনো মজলিসে একাধিকবার তাঁর নাম মুবারক শ্রবণ করলে প্রত্যেকবার দরূদ শরীফ পড়া মুস্তাহাব। একবার পড়া ওয়াজিব। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এটাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। মনগড়া কোনো পন্থায় সম্মান প্রদর্শন শরীয়ত সমর্থন করে না। তদ্রূপ তাঁর নাম শুনে আঙুল চুম্বন করে তা চোখে লাগানো শরীয়ত স্বীকৃত নয়। সুতরাং এ আমলকে মুস্তাহাব মনে করা বিদ'আত ও গোমরাহী।

কেননা, হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাদীসের আলোচনায় যা পাওয়া যায়, তা নিতান্তই অগ্রহণযোগ্য হাদীস বলে হাদীস বিশারদগণ মত দিয়েছেন, অর্থাৎ আমলযোগ্য নয় বলেছেন।

পক্ষান্তরে ইসলামের স্বর্ণযুগে তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, মুহাদ্দিসীন এবং মুফাস্‌সিরীন ও ফকীহগণের কেউই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এ ধরনের আমল করেছেন বলে প্রমাণ নেই। (১৪/৭৪১/৫৭৭১)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ١ / ٣٩٨ : (تتمة) يستحب ان يقال عند سماع الأولى من الشهادة: صلى الله عليك يا رسول الله وعند الثانية منها، قرت عيني بك يا رسول الله ثم يقول – اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفرى الإبهامين على العينين فإنه عليه السلام يكون قائدًا له إلى الجنة كذا فى كنز العباد، قهستانى ونحوه فى الفتاوى الصوفية. وفى كتاب الفردوس : "من قبل ظفرى إبهامه عند سماع اشهد أن محمدا رسول الله فى الأذان أنا قائده ومدخله فى صفوف الجنة" وتمامه فى حواشى البحر للرملى عن

Scanned by CamScanner

'المقاصدالحسنة' للسخاوی وذكر ذلك الجراحی وأطال، ثم قال: ولم يصح فی المرفوع من كل هذا شیء .

📖 امدادالفتاوی(زکریابکڈپو) ۵ / ۲۵۹ : الجواب-اول تواذان ہی میں انگوٹھے چومنا کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں اور جو کچھ بعضے لوگوں نے اس بارہ میں روایت کیا ہے وہ محققین کے نزدیک ثابت نہیں، چناچہ شامی بعد نقل عبارت کے لکھتے ہیں کہ وذکر ذلك الجراحی وأطال ثم قال ولم يصح فی المرفوع من كل هذا شیء -

📖 وایضًافیہ ۵ / ۲۶۰ : الجواب—مقاصد حسنہ سخاوی میں ان روایات کی تحقیق ہے،انکا مضمون صرف یہ ہے کہ یہ عمل ہے رمد یعنی آشوب چشم کا مگراب لوگ اسکو دین سمجھ کر کرتے ہیں، توبدعت ہوناظاہر ہےاور صحیح نیت پر بھی تشبہ ہےاہل بدعت کے ساتھ اسلئے ترک لازم ہے.

📖 امداد الاحکام (مکتبۃ دار العلوم کراچی) ۱/ ۱۸۸ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنکر انگوٹھے چومنا بدعت ہے کیونکہ اکثر لوگ اسکو ثواب سمجھتے ہیں، اور وہ موقوف ہے روایت پر اور روایت اس بارے میں کوئی ثابت نہیں، کما قال السخاوی فی المقاصد الحسنة ولا يصح فی المرفوع من كل هذا شیء، اور فضائل اعمال میں ضعیف حدیث قبول ہونیکا یہ مطلب ہے کہ اس میں ثواب سمجھے بغیر عمل کرلے بشرطیکہ ضعف شدید نہ ہواور وہ عمل کسی اصل شرعی کے تحت میں داخل ہو۔

كما صرح فی الدرالمختار (شامی ۱ / ۱۳۲) فائدة : شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه وان يدخل تحت اصل عام وان لا يعتقد سنية ذلك الحديث، وقال الشامی: أی سنية العمل به اورآج کل لوگ ثواب سمجھنے کے علاوہ تارک پر ملامت کرتے ہیں اس لئے اس فعل سے روکا جاوے گا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱ / ۱۸۶ : حامدًا ومصلیًااذان کے وقت انگوٹھے چومنا کسی حدیث مرفوع سے ثابت نہیں، لہذااس کو سنت سمجھناغلط ہےالبتہ بعض سلف سے آشوب چشم کاعلاج ہونیکی حیثیت سے منقول ہے۔

Scanned by CamScanner

শবে বরাতে খিচুড়ির আয়োজন

প্রশ্ন :
১. শবে বরাতের মতো আমলের রাতে কিছু লোক ধর্মসভা শোনে, আর কিছু লোক গরু জবাই করে খিচুড়ি পাকায়। ওই খিচুড়ি ফজরের নামাজের আগে বা পরে সবাই মিলে খায়। এটা শরীয়তে বৈধ কি না?
২. কিছু লোক রুটি-হালুয়া তৈরি করে নিজেরা খায় আর কিছু মসজিদে দিয়ে মিলাদ পড়ায় । এটা কতটুকু জায়েয?
৩. শবে বরাতে যে সমস্ত আলেম ওই রাতের আমল সম্পর্কে বয়ান না করে অন্য বিষয়ে বয়ান করে বা মিলাদ-মাহফিল করে রাত কাটিয়ে দেয়, তাদের হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত সমাজে প্রচলিত কাজগুলো ওই রাতের জন্য নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রেখে যাওয়া আদর্শের পরিপন্থী। উম্মতের জন্য নবীজির আদর্শ পরিপন্থী কাজ বর্জন করা জরুরি। বিশেষ করে আলেম সমাজকে এ ধরনের কাজে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকা জরুরি। (৯/৮০০/২৮৫২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦ : ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد.

📖 مراقى الفلاح (المكتبة العصرية) صـ ١٥١ : "ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي" المتقدم ذكرها "في المساجد" وغيرها لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فأنكره أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وغيرهم وقالوا ذلك كله بدعة.

কবরে কোরআন শরীফ, তাসবীহ ও জায়নামায রাখা

প্রশ্ন :
১. মৃত ব্যক্তির কবরে কোরআন শরীফ, তাসবীহের ছড়া ও জায়নামায দেওয়া জায়েয আছে কি? জায়েয মনে করে কোনো ব্যক্তি এ-জাতীয় কাজ করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার অপরাধ কতটুকু?
২. এ-জাতীয় কাজ কোনো ইমাম করলে তার জন্য ইমামতি করা কিংবা তার পেছনে ইক্তেদা করে নামায পড়া দুরস্ত হবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির কবরে কোরআন শরীফ দেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। এ কাজ পবিত্র কোরআনের অবমাননা ও বেআদবীর শামিল। এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাসবীহের

Scanned by CamScanner

ছড়া ও জায়নামায দেওয়াও একটি কুপ্রথা। তা প্রতিহত করা মুসলিম সমাজের ঈমানী দায়িত্ব। এ ধরনের কাজ যে করে সে ইমাম হওয়ার যোগ্য নয়। (৪/১৮১/৬৪৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٤٦ : وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يٰس والكهف ونحوهما خوفا من صديد الميت.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٤ /٢٢٢ : وضع مصحفا في قاذورة فإنه يكفر وإن كان مصدقا، لأن ذلك في حكم التكذيب.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٢٢ : رجل وضع رجله على المصحف إن كان على وجه الاستخفاف يكفر.

বরকতময় রাতসমূহে ওয়াজ-নসীহত, আলোকসজ্জা ও খানার আয়োজন

প্রশ্ন : বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় যে শবে বরাত, শবে কদর ও এ জাতীয় মুবারক রাতসমূহে গভীর রাত পর্যন্ত মাইকে ওয়াজ-নসীহত করা হয়। অনেকে এটাকে ভালো মনে করে থাকেন আবার অনেকে খারাপ মনে করেন। কারণ এতে ইবাদতকারী ও ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ব্যাঘাত ঘটে থাকে। এ ছাড়া এসব রাতে বিশেষ খানাপিনার আয়োজন, আলোকসজ্জা ও আতশবাজি প্রতিযোগিতামূলক করা হয়। জানার বিষয় হলো, উপরোক্ত কাজগুলোর শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : ওয়াজ-নসীহত একটি প্রশংসনীয় কাজ হলেও নিয়মবহির্ভূত হলে তা নিন্দনীয় কাজে পরিণত হয়ে যায়। যেমন– রাতের বেলায় ঘুমন্ত ও রোগী ব্যক্তির ঘুমে ও আরামে ব্যাঘাত ঘটিয়ে মাইকে ওয়াজ-মাহফিল করা। বিশেষ করে বরকতময় রাতগুলোতে মুমিন বান্দাদের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটিয়ে ওয়াজ-মাহফিল করা।

শবে বরাত ও শবে কদরের ন্যায় মুবারক রাতগুলোতে সাওয়াবের নিয়তে গুরুত্ব সহকারে ভালো খাবার তৈরি করা এবং মসজিদ ও রাস্তাঘাটে আলোকসজ্জা করা বিদ'আত ও অপচয়ের শামিল। তাই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এ সমস্ত কুসংস্কার পরিহার করা দরকার। (৫/১১০/৮৪৭)

📖 ردالمحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦ : ويكره الاجتماع على احياء ليلة من هذه الليالى فى المساجد.

📖 فيه أيضا ١ / ٣٦٨ : ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي – صلى الله عليه وسلم – عنهما إلا حديثا في خير، لقوله –

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم - «لا سمر بعد الصلاة» يعني العشاء الأخيرة (إلا لأحد رجلين: مصل أو مسافر) وفي رواية (أو عرس) . وقال الطحاوي: إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها، وأما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم.

وقال الزيلعي: وإنما كره الحديث بعده؛ لأنه ربما يؤدي إلى اللغو أو إلى تفويت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به، وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس، وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۵ / ۴۰۴ : سوال- شب برأت میں کون کون سے کام مسنون اور کون کون سے کام ممنوع ہیں..... ...؟

الجواب—رات میں نفلی عبادت کرنا، پھر دن میں روزہ رکھنا، موقع مل جائے تو چپکے سے قبرستان جاکر مردوں کے لئے دعائے خیر کرنا، یہ کام تو کرنے کے ہیں باقی آتشبازی چلانا نفل کی جماعت کرنا، قبرستان میں جمع ہو کر تقریب کی صورت بنانا، حلوہ کا التزام کرنا وغیرہ اور جو جو غیر ثابت امور رائج ہوں وہ سب ترک کرنے کے ہیں۔

কাউকে ভণ্ড বলা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির নামে খতম বা মিলাদ পড়ে খানা খাওয়া কোনো একজন ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তাই কোনো ব্যক্তি তাকে বলল, আপনি যেন মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করছেন। তখন তাকে মিলাদ পড়ানেওয়ালা বলল, তুমি ভন্ড! ভন্ড!! ভন্ড!!! তোমার সাথে আমার কোনো কথা নেই।

প্রশ্ন হলো, মৃত ব্যক্তির নামে খানার আয়োজন করা ও তা খাওয়া এবং একজন আলেমকে ভন্ড বলে গালি দেওয়া ও তার সাথে কথা বন্ধ করার পরিণতি কী হতে পারে?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরিব-মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানো জায়েয আছে। তবে ঈসালে সাওয়াব করে বিনিময় গ্রহণ করা নাজায়েয। খতম বা মিলাদ পড়িয়ে খানা খাওয়ানো বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা জায়েয হবে না।

Scanned by CamScanner

কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া গোনাহ, বিশেষত কোনো হক্কানী আলেমকে ভন্ড বলে গালি দেওয়া মারাত্মক গোনাহের কাজ এবং এ কারণে পরস্পর কথা বন্ধ করাও জঘন্যতম অপরাধ। (১০/৬৫৬/৩২৩৬)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۵/ ۲۳ : قرآن کریم پڑھکر ثواب پہونچانا مفید ہے ہر گزگناہ نہیں لیکن اس کے لئے یہ صورت اختیار کرنا کہ مجمع اکٹھا کیا جائے اور پڑھنے والوں کو کھانا کھلایا جائے یہ ثابت نہیں یہ کھانا پڑھنے اور ختم کرنے کی اجرت کے درجہ میں آتا ہے جو کہ شرعا منع ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۱ /۱۴۶ : عالم دین اور متبع شریعت شخص کی اہانت کرنا اور عدم تدین یعنی بے دینی کی طرف منسوب کرنا اگر دنیوی یا کسی ذاتی عداوت کی بناء پر ہو تو اگرچہ یہ کفر وارتداد تو نہیں ہے لیکن فسق اور عدم مروت ضرور ہے۔

কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ

প্রশ্ন : আমাদের দেশে অনেক বুজুর্গের কবরের ওপর গম্বুজ দেখা যায়। প্রশ্ন হলো, কবরের ওপর গম্বুজ বানানো কতটুকু শরীয়তসম্মত? কোরআন, হাদীস ও ইসলামী শরীয়তের দলিলের নিরিখে একটি সঠিক সমাধান দিলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : কবরের ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১৪/৬০৫/৫৬৪৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ٣٤ (٩٧٠) : عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه».

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٣٧ : (قوله: ولا يجصص) أي لا يطلى بالجص بالفتح ويكسر قاموس (قوله ولا يرفع عليه بناء) أي يحرم لو للزينة، ويكره لو للإحكام بعد الدفن، وأما قبله فليس بقبر إمداد. وفي الأحكام عن جامع الفتاوى: وقيل لا يكره البناء إذا كان الميت من المشايخ والعلماء والسادات.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم دیوبند) ۵ / ۳۹۵ : الجواب — قبہ بنانا یا مکان میں دفن کرنا سوائے انبیاء کے اور کسی کو جائز نہیں.

Scanned by CamScanner

বরকতময় রাতসমূহে নফল নামাযের জামাত ও মসজিদকে সজ্জিতকরণ

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় শা'বানের ১৫ তারিখ রাত, মাহে রমাজানের শেষ দশ রাত, দুই ঈদের রাত উক্ত বরকতময় রজনীসমূহে লোকজন সমবেত হয়ে মসজিদে নফল নামায পড়তে আসেন, শুধু তা-ই নয়, লোক আসার জন্য ঘোষণা করা হয় এবং মসজিদকে সজ্জিত করা হয়, প্রয়োজনের অধিক বাতি জ্বালানো হয়, কেউ মসজিদে না এলে দোষনীয় ও মন্দ কাজ মনে করা হয়। প্রশ্ন হলো, এগুলো বৈধ কি না?

উত্তর : বরকতময় রাতগুলোতে যেকোনো নফল ইবাদত আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া একাকী আদায় করে অধিক হারে সাওয়াব অর্জনের চেষ্টা করা ভালো। ভালো কাজের জন্য অন্য মুসলিম ভাইদের উৎসাহিত করাও ভালো। তবে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিকতার সাথে রাত্রি যাপন, সমবেত হয়ে নফল নামায আদায় ও প্রয়োজনাতিরিক্ত বাতি জ্বালানো ইত্যাদি শরীয়ত সমর্থিত নয়। বরং শরীয়তে নফলকে ফরযের সমতুল্য মনে করা বা অধিক গুরুত্ব দিতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং এরূপ আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ বর্জনীয়। এ কাজ যারা করে না তাদেরকে মন্দ মনে করা অন্যায়। (৭/৮১২/১৮৯০)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢ /٢٤- ٢٥ : ومن المندوبات... ... إحياء ليلة العيدين، والنصف من شعبان، والعشر الأخير من رمضان، والأول من ذي الحجة، ويكون بكل عبادة تعم الليل أو أكثره.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦ : وفي الإمداد: ويحصل القيام بالصلاة نفلا فرادى من غير عدد مخصوص، وبقراءة القرآن، والأحاديث وسماعها، وبالتسبيح والثناء، والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - الحاصل ذلك في معظم الليل وقيل بساعة منه... ... [تتمة] أشار بقوله فرادى إلى ما ذكره بعد في متنه من قوله ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد، وتمامه في شرحه، وصرح بكراهة ذلك في الحاوي القدسي، قال: وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يصلى فرادى غير التراويح.

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ٢ / ٣٢٦ : من البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من إيقاد القناديل الكثيرة

Scanned by CamScanner

العظيمة السرف في ليال معروفة من السنة كليلة النصف من شعبان فيحصل بذلك مفاسد كثيرة منها مضاهاة المجوس في الاعتناء بالنار في الإكثار منها ومنها إضاعة المال في غير وجهه ومنها ما يترتب على ذلك من المفاسد من اجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم المساجد وانتهاك حرمتها وحصول أوساخ فيها وغير ذلك من المفاسد التي يجب صيانة المسجد عنها شرح المهذب للإمام النووي - رحمه الله تعالى - وصرح أئمتنا الأعلام - رضي الله تعالى عنهم - بأنه لا يجوز أن يزاد على سراج المسجد سواء كان في شهر رمضان أو غيره لأن فيه إسرافا كما في الذخيرة وغيرها.

শবে কদর ও বরাতে বাধ্যতামূলক নফল নামায জামাতের সহিত আদায় করা

প্রশ্ন : শবে কদর ও শবে বরাত অত্যন্ত বরকতময় ও ইবাদতের রাত। তাই এ রাতগুলোতে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ বেশি বেশি নফল ইবাদত ও নফল নামায আদায় করে থাকেন। এর মধ্যে নফল নামাযের পদ্ধতি নিয়ে সর্বদা মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ বলে, নফল নামায আদায়ের পদ্ধতিতে কোনো নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা নেই। আবার কেউ কেউ বলে, উক্ত নামায ছয় নিয়্যাতে বারো রাক'আত। প্রতি রাক'আতের প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা কদর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফাতেহার পর সূরা ইখলাস পড়তে হবে এবং মসজিদে জামাত সহকারে হতে হবে।

ঠিক একই সমস্যা প্রতি বছর আমাদের এলাকায়ও ঘটে থাকে। এক শ্রেণীর লোক যারা শবে কদর ও শবে বরাত ছাড়া অন্য সময় ফরয নামাযেরও খবর রাখে না, তাদেরকে যদি উক্ত রাত্রিতে নফল নামায একা ঘরে কিংবা মসজিদে আদায় করতে বলা হয়, তারা বলে যে আমরা একা একা নামায পড়তে পারি না এমনকি একটি সূরাও জানি না। আরো বলে, যদি নফল নামায জামাতে পড়লে জাহান্নামে যেতে হয় তবুও জামাতে নফল পড়ে জাহান্নামে যাব। এই বলে ইমাম সাহেবকে শবে কদর ও শবে বরাতে জামাতে নফল পড়ার জন্য বাধ্য করা হয়।

ক. সাধারণ নফল নামায জামাতের সহিত আদায় করা বৈধ কি না?

খ. বলপ্রয়োগ করে নফলের প্রতি আহ্বান করার হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

গ. শবে কদর কিংবা বরাতে নফল নামায জামাতের সহিত পড়া সহীহ কি না? সহীহ হলে কোন সূরা দিয়ে আদায় করতে হবে এ রকম কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

ঘ. শবে কদর বা বরাতের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যার তথা চার/আট বা বারো রাক'আতের কোনো নফল নামায প্রমাণিত কি না?

ঙ. উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রত্যেক বছর শবে বরাত বা কদরের নামায জামাতের সাথে পড়লে তা কিতাবে উল্লিখিত ইলতেযাম ও বাধ্যবাধকতার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাতসহ প্রদান করা হলে কৃতজ্ঞ হব। এ বাবদ একটি ফতওয়ার কপি সংযুক্ত হলো।

সংযুক্ত ফতওয়ার কপি :

নফল নামায জামাত সহকারে আদায় করা জায়েয কি না? শরীয়ত মতে পূর্ণ তাহকীক করে এ ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় যে জামাত সহকারে নফল নামায আদায় করার মাসআলাটির ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, তাদায়ীর মাধ্যমে মাকরূহ। আর কেউ কেউ বলেছেন 'তাদায়ী' ছাড়া জায়েয। 'তাদায়ী'-এর ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে, 'তাদায়ী'র আভিধানিক অর্থ পরস্পর আহ্বান করা। কারো মতে, 'তাদায়ী'র অর্থ হলো আযান ও ইকামত। আবার কারো মতে, জামাতের জন্য বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে প্রচার করা, আবার কারো মতে, তিনজনের অধিক ব্যক্তি ইমামের পেছনে ইকতিদা করলে 'তাদায়ী' হয়।

এসব উক্তির মধ্যে তাদায়ী অর্থ মুহাক্কিক ফুকাহাগণ আযান ও ইকামতকে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন ইমাম সদরুশ শহীদ 'আল আস্‌ল'-এর মধ্যে বর্ণনা করেন, যদি আযান ও ইকামত ছাড়া নফল নামায মসজিদের এক পার্শ্বে জামাতসহ আদায় করে তাহলে কোনো মাকরূহ হবে না। এভাবে ফতওয়ায়ে আলমগীরীর প্রথম খন্ড ৮৩ পৃষ্ঠায় সদরুশ্ শহীদের উক্ত উদ্ধৃতিটি বর্ণনা করা হয়েছে।

তাদায়ী যদি শরয়ী হয় তাহলে তা হবে আযান ও ইকামত। আর যদি গাইরে শরয়ী হয় তা হবে আযান ও ইকামতের স্থলাভিসিক্ত। যেমন– ঈদের নামাযের জন্য, বৃষ্টির নামায, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামাযের জন্য আহ্বান করা। আর এ তাদায়ী যদি গাইরে শরয়ী হয় তবে সেখানে মুসল্লিদের সংখ্যার মধ্যে মতবিরোধ আছে। কেউ কেউ বলেছেন, ইমাম ছাড়া চারজন হলে তাদায়ী হবে আর তিনজন হলে সেখানে তাদায়ী হবে না। যেমন শামসুল আয়িম্মাহ হালওয়ানী বর্ণনা করেন যে নফল নামায জামাতের সহিত আদায় করা তাদায়ী অবস্থায় মাকরূহ হবে। আর যদি একজন বা দুজন পড়তে থাকে মাকরূহ হবে না। তিনজন হলে মতভিন্নতা আছে আর চারজন পড়লে তাদায়ী হবে আর তা মাকরূহ হবে। আমার কথা হলো, এখানে 'তাদায়ী' অর্থ আযান ও ইকামত হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় এবং উত্তম, কেননা এর জন্য মূল ফরয নামাযের ব্যাপারে ভিত্তি রয়েছে। তা এই যে মূল ফরয নামায জামাত সহকারে আদায় করার জন্য আযান ও ইকামতের

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে আহ্বান করা হয়। আর তাদায়ী অর্থ যদি চার সংখ্যা ইকতিদা গ্রহণ তিন সংখ্যার মতানৈক্যের সাথে ইকতিদা গ্রহণ হয় আর এক-দুই সংখ্যার তাদায়ী হবে না এসবগুলো বাদ দিয়ে আযান ও ইকামত তাদায়ীর অর্থ সাব্যস্ত করে নেওয়াই উত্তম এবং নফল নামায আযান-ইকামত ছাড়া, অর্থাৎ তাদায়ী ছাড়া পড়া ফুকাহায়ে কেরাম জায়েয বলে যে ফতওয়া দিয়েছেন তা পূর্ণাঙ্গভাবে বহাল থাকবে। সুতরাং ফুকাহায়ে কেরামের মতে নফল নামায তাদায়ী ছাড়া বৈধ। তার অর্থ আযান ও ইকামত ছাড়া ওই নামায জামাতের সাথে আদায় করলে কোনো প্রকারের মাকরূহ হওয়ার আশংকা নেই। ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের সারমর্মই এটা।

অতএব, শবে বরাত ও শবে কদরের রাত্রিতে বিশেষ নফল নামায জামাত সহকারে আদায় করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে মূল আরবী ফতওয়ার ১৫টি দলিল পেশ করেছি। সেই দলিলাদির আলোকে চূড়ান্ত ফায়সালা দেওয়া যায় যে নফল নামায জামাত সহকারে বৈধ। আর যারা মাকরূহ বলেছে তাদের কথা হলো যদি ওই নামায জামাত সহকারে আদায় করার জন্য প্রতিদিন নিয়ম করে ফেলে। তাদের কথা হলো যদি কখনো কখনো জামাত সহকারে আদায় করা হয় তা মাকরূহ হবে না। শবে বরাত এবং শবে কদর ওই নফল নামায বছরে একবার করে আদায় করা হয়।

সুতরাং ফুকাহায়ে কেরামের মতে, ওই প্রতিনিয়ত না হওয়ার কারণে জামাত সহকারে আদায় করা বৈধ হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে মানুষ ইবাদত-বন্দেগী থেকে গাফেল এমতাবস্থায় আল্লাহর বান্দাদেরকে ইবাদতের প্রতি উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে নফল নামায জামাতের সাথে আদায় করা মাকরূহ হওয়ার ফতওয়া না দেওয়াটাই উত্তম।

আব্দুল গণী নাবলূসী উস্তাযে ইমাম শামী বর্ণনা করেন যে, এ যামানার মধ্যে মাকরূহের ফতওয়া না দেওয়াই উত্তম। যে সমস্ত কিতাবের উক্তি দ্বারা নফল নামায জামাত সহকারে পড়া জায়েয বোঝায়, তা হলো এই–

১. ইমাম সদরুশ শহীদের লিখিত কিতাব 'আল আসল' ১/৭৩০
২. বুখারী শরীফ খন্ড (১) বাবু সালাতিন নাওয়াফেল বিজামাআতিনে হযরত আতিয়াহ ইবনে মালিক আল আনসারীর বর্ণনা।
৩. বদরুল আঈনী আল হানাফী ফী উমদাতুল কারী শরহে সহীহুল বুখারী খন্ড নং ৭, পৃঃ ৬৪৯০ এবং খন্ড নং ৭, পৃঃ ২৬৪০
৪. শারেহে সহীহ মুসলিম আল্লামা রসূল আদবী খন্ড ২, পৃঃ ২৯৫০
৫. রুহুল বয়ান সূরা কদরের তাফসীরে খন্ড ১০, পৃঃ ৪৭৩০-এর মধ্যে তাদায়ীর অর্থ আযান এবং একামত নিয়েছে। লিখিত সব কিতাবে মাকরূহ বলে উল্লিখিত।

Scanned by CamScanner

در المختار صہ ۲۲ (۲) درالمختار صہ ۲۲ (۳) رد المحتار ١٦ (٤) رد المحتار صفحہ ٤٣ (٥) رد المحتار صہ ٤٨ (٦) فتاوی محمودیہ ۷/ ۱۲۱

ফতওয়া প্রদানে
কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াযেদ
(এমএমএমএফ)
ফকীহ (মুফতী) জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তর :

ক. হানাফী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মত রায় অনুযায়ী তারাবীহ, কুসূফের নামায ছাড়া অন্য নফল নামায 'তাদায়ী'র সহিত তথা এক ব্যক্তির পেছনে তিনের অধিক ব্যক্তি ইকতিদা করে পড়ার অনুমতি নেই।

খ. সর্বস্তরের উলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে সাধারণ নফল নামায মসজিদ ও জামাত অপেক্ষা একাকী ও ঘরে পড়ার মধ্যে ফজীলত বেশি, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে সাধারণ নফল নামাযের জন্য গুরুত্ব সহকারে পরস্পরে আহ্বান করা এবং জামাতের সহিত পড়াকে ফজীলতপূর্ণ মনে করা শরীয়ত পরিপন্থী ও গোনাহের কাজ। তথাপি যেভাবেই হোক না কেন এক ব্যক্তির পেছনে তিনের অধিক ব্যক্তি ইকতিদা করে নফল নামায আদায় করলে তাদায়ী পাওয়া যাবে এবং ফুকাহায়ে কেরামের ভাষ্য অনুযায়ী মাকরূহে তাহরীমী তথা নাজায়েয হবে।

গ, ঘ. শবে কদর ও শবে বরাতের ইবাদতের অপরিসীম সাওয়াবের কথা হাদীসে আছে তবে এই ইবাদত আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হওয়ার ও ফজীলত পাওয়ার জন্য শরীয়তের সীমারেখা লঙ্ঘন না করতে হবে। এ রাত্রিদ্বয়ে নফল নামায তাদায়ীর সহিত জামাতে আদায় করা বা কোনো বিশেষ সূরা পড়াকে আবশ্যকীয় মনে করা ইসলামের স্বর্ণযুগে ছিল না বিধায় ফুকাহায়ে কেরামগণ এটাকে বিদ'আত ও গোনাহের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই রাত্রিদ্বয়ে কোনো নির্দিষ্ট ইবাদত বা নির্দিষ্ট সংখ্যার নফল নামায সাবেত নেই। বরং যার যতটুকু সম্ভব তৃপ্তি সহকারে নফল নামায, কোরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও দরূদ-ইস্তেগফারের মধ্যে মশগুল থেকে রাত কাটিয়ে দেওয়া অপরিসীম সাওয়াবের কাজ।

ঙ. অবশ্যই হবে। (১৩/৬৫৪/৫৩৪৬)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٥٢ : ومن المندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به الأحاديث وذكرها في الترغيب والترهيب مفصلة والمراد بإحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب ويجوز أن يراد غالبه ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد، قال في الحاوي القدسي ولا يصلى تطوع بجماعة غير التراويح وما روي من الصلوات في الأوقات الشريفة كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلتي العيد وعرفة والجمعة وغيرها تصلى فرادى انتهى ومن هنا يعلم كراهة الاجتماع على صلاة الرغائب التي تفعل في رجب في أول ليلة جمعة منه وأنها بدعة وما يحتاله أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل والكراهة فباطل.

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٨ : (ولا يصلي الوتر و) لا (التطوع بجماعة خارج رمضان) أي يكره ذلك على سبيل التداعي، بأن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر، ولا خلاف في صحة الاقتداء إذ لا مانع نهر. وفي الأشباه عن البزازية: يكره الاقتداء في صلاة رغائب وبراءة وقدر.

📖 رد المحتار(ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٦ : ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد، وتمامه في شرحه، وصرح بكراهة ذلك في الحاوي القدسي. قال: وما روي من الصلوات في هذه الأوقات يصلى فرادى غير التراويح.

📖 التعريفات الفقهية لعميم الإحسان المجددى صـ ٢٢٤ : التداعي هو أن يدعو بعضهم بعضا كذا في المغرب وجماعة النفل على سبيل التداعي هو أن يقتدي أربعة بواحد كما في الدرر.

📖 امداد الفتاوی (زکریا بکڈپو) ١ / ٣٧٨ : فتح القدیر کی عبارت والجماعة فی النفل فی غیر رمضان مکروهة سے مقصود جواز فی رمضان کا ایجاب کلی نہیں بلکہ جواز

Scanned by CamScanner

فی غیر رمضان کا سلب کلی ہے، یعنی یہ مطلب نہیں کہ رمضان میں ہر نفل جائز ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ غیر رمضان میں کوئی نفل جائز نہیں اور رمضان میں بعض نوافل جائز ہیں گو وہ من وجہ ہی نوافل ہوں جیسے وتر اور تراویح.

বিঃ দ্রঃ প্রশ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট ফতওয়া প্রদানকারী কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াযেদ 'তাদায়ী'র অর্থ আযান, ইকামতসহ সাধারণ নফল নামায আদায় ও ইকামত ছাড়া জামাতে পড়াকে জায়েয ফতওয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অথচ ফতওয়া ও ফিকহের কোনো কিতাবে তাদায়ীর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ আযান-ইকামত বলা হয়নি। বরং 'তাদায়ী'র আভিধানিক অর্থ হলো, পরস্পর ডাকাডাকি করা এবং পারিভাষিক অর্থ হলো, এক ব্যক্তির পেছনে তিনের অধিক ব্যক্তি ইকতিদা করে নফল নামায পড়া। এবং ফতওয়া প্রদানকারী বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীস ও তার শরাহের উদ্ধৃতি দিয়েছেন অথচ উক্ত হাদীস ও শরাহতে কোথাও নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে তিনজনের অধিক ব্যক্তি নফল নামাযে ইকতিদা করার কথা প্রমাণিত নয়। সদরুশ শহীদ বা অন্য কোনো আলেম সাধারণ নফল নামায জামাত সহকারে পড়ার উক্তি করলেও এটা তাঁদের ব্যক্তিগত মতামত। উলামা ও ফুকাহায়ে কেরামের সম্মিলিত মতের বিপরীত হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

কবরে গিলাফ চড়ানো গম্বুজ বানানো এবং বাতি প্রজ্জ্বলিত করা

প্রশ্ন : বড়ই পরিতাপ ও আফসোসের সাথে বলতে হয়, মাজার পূজা একটি ক্রমবর্ধমান ব্যাধি, যা ক্ষণে ক্ষণে পুরো বাংলাদেশকে গ্রাস করছে। জানার বিষয় হলো, কবর পাকা করা, এর ওপর ঘর বানানো, গিলাফ পরিধান করানো, মোমবাতি ও আগরবাতি প্রজ্জ্বলিত করা এবং প্রতিবছর ওরস করা ও মাজারে দান করা ইত্যাদি বিষয়াদি কতটুকু শরীয়তসম্মত? কোরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত দলিলসহ জানালে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়াদির একটিও শরীয়তসম্মত নয়। যাদের কথা, কাজ, সমর্থন শরীয়তে গ্রহণযোগ্য তথা পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুকরণীয় তাঁদের যুগে এসব প্রথা ছিল না। চৌদ্দশত বছর ধরে কোনো হক্বপন্থী আলেম ফক্বীহ ও ওলীগণ এসব কাজ করেননি। বরং ইসলামের অপব্যাখ্যাকারীরা বিভিন্ন হীন স্বার্থে যখন থেকে এসব কুপ্রথা ইবাদতের নামে আবিষ্কার করেছে, তখন থেকেই সর্বকালের হক্বপন্থী আলেমগণ এর বিরোধিতা করে আসছেন। (১৪/৪১৯)

Scanned by CamScanner

📖الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٣٧ : (ولا يجصص) للنهى عنه (ولا يطين ولا يرفع عليه بناء).

📖رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٣٧ : فى الأحكام عن الحجة : تكره الستور على القبور.

📖الفتاوى البزازية بهامش الهندية (مكتبة زكريا) ٤ / ٨١ : ولا يبنى عليه بيت ولا يجصص ولا يطين بالألوان -

📖منحة الخالق بهامش البحر (ايج ايم سعيد) ٢ / ١٩٤ : إن الآجر انما كره فى القبر تفاؤلا ؛ لأن به اثر النار، ألا ترى أنه يكره الإجمار عند القبر واتباع الجنازة بالنار.

📖الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٣٩: ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الأولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالإجماع باطل وحرام مالم تقصدواصرفها لفقراء الانام .

📖کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱ / ۲۴۲ : جواب- قبر پر گنبد بنانا یا قبر کو پختہ بنانا نا جائز ہے، صریح طور پر حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔

📖آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۳ / ۱۷۱ : سوال—مزاروں یا قبروں پر جو پیسے جمع کئے جاتے ہیں یہ کیسے ہیں؟

جواب-اولیاء اللہ کے مزارات پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں وہ ما اھل بہ لغیر اللہ میں داخل ہونے کی وجہ سے حرام ہیں اور ان کا مصرف مال حرام کا مصرف ہے۔

📖جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۲ / ۵۸۲ : سوال—قبر کو لیپنا، اس پر موم بتی جلانا، اگر بتی کی خوشبو دینا، مل جل کر جماعت کے ساتھ چادر چڑھانا چندہ کر کے یہاں دعوت کرنا کیسا ہے؟

جواب-یہ امور بدعت اور مکروہ ہیں، اور اس سلسلے میں دعوت کرنا بھی درست نہیں۔

📖بہشتی گوہر (حسینیہ کتبخانہ ڈھاکہ) ۱۱ / ۹۸ : مسئلہ ۲۷ -بعد دفن کر چکنے کے قبر پر کوئی عمارت مثل گنبد یا قبے وغیرہ کے بنانا بغرض زینت حرام ہے اور مضبوطی کی نیت سے مکروہ ہے۔

📖تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ص۱۲۸ : جواب- عرس کا التزام کرے یا نہ کرے بدعت اور نادرست ہے تعین تاریخ سے قبروں پر اجتماع کرنا گناہ ہے، خواہ اور لغویات ہوں یا نہ ہوں۔

Scanned by CamScanner

মাজারে দান করা

প্রশ্ন : ১. কোনো ব্যক্তি কাউকে কিছু টাকা দিয়ে বলল, এই টাকাগুলো মাজারে বা দরগাহে পৌঁছিয়ে দেবে। প্রশ্ন হলো, টাকাগুলো মাজারে দেওয়া ওই ব্যক্তির জন্য বৈধ হবে কি না?

২. কোনো নিয়ত ছাড়া মাজারে টাকা দেওয়া জায়েয কি না?

৩. যদি ওই ব্যক্তি টাকাগুলো মাজারে না দিয়ে নিজেই খরচ করে ফেলে এটা তার জন্য জায়েয হবে কি না?

৪. অথবা সে যদি ওই টাকাগুলো মাজারে না দিয়ে অন্য কোনো গরিব ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়, তা কতটুকু বৈধ হবে?

উত্তর : ১. গোনাহের কাজে সহযোগিতা নাজায়েয। অতএব টাকাগ্রহীতার জন্য উক্ত টাকা মাজারে বা দরগাহে পৌঁছে দেওয়া বৈধ হবে না।

২. কোনো কিছুর নিয়ত ছাড়াও মাজারে বা দরগাহে পয়সা দেওয়া বৈধ হবে না।

৩,৪. যেহেতু এ ধরনের টাকা-পয়সা দাতার মালিকানায় থেকে যায়, তাই টাকাগ্রহীতার জন্য উক্ত টাকা নিজে খরচ করা কিংবা অন্য কোনো গরিবকে দেওয়াও বৈধ হবে না। বরং মালিককেই ফেরত দিতে হবে। (১৪/৪৮৮/৫৭১১)

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٤٣٩/٢ : واعلم ان النذر الذى يقع للاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام مالم يقصدواصرفها لفقراء الانام، وقد ابتلى الناس بذلك ولا سيما فى هذه الأعصار.

📖 امداد الفتاوى (زكريا بكڈپو) ۲/ ۵۵۳- ۵۵۴ : سوال۱- بزرگوں کی قبروں پر پیسے ڈالنا جائز ہے یا نہیں؟

سوال۲- اگر ڈالے جائے جیسے کہ ہمارے یہاں زیارت پر ڈالے جاتے ہیں تو اس کو کوئی آدمی لے سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب۱- نہیں۔

الجواب۲- ڈالنے والے کی نیت جس شخص کو ان پیسوں کو دینا ہے اس کا غیر تو اس لئے نہیں لے سکتا وہ پیسے ملک سے خارج نہیں ہوئے تو ملک غیر میں تصرف بلا اذن مالک لازم آتا ہے، اور وہ حرام ہے اور جس شخص کو دینا مقصود ہے وہاں یہ علت تو نہیں لیکن اکثر علماء کے نزدیک وہ مال وما اہل لغیر اللہ کے حکم میں ہے، بجامع التقرب بہ الی غیر اللہ اس

Scanned by CamScanner

لئے وہ بھی نہیں لے سکتا گو لینے سے ملک خبیث ہو جائیگی اس کا تدارک بجز اس کے کچھ نہیں کہ جس نے پیسے ڈالے ہیں وہی اٹھا کر اپنی اس نیت اور عقیدہ سے توبہ کر لے پھر خواہ خود رکھے خواہ کسی کو دے۔

কবর পাকা করা ও এর ওপর ঘর নির্মাণ করা

প্রশ্ন : কবর পাকা করা, কবরের ওপর ঘর নির্মাণ, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি জ্বালানো শরীয়তে জায়েয আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত কাজগুলো শরীয়তবিরোধী। এ সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকা সকলের জন্য অপরিহার্য। (১৭/১৪০)

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ٧ / ٣٤ (٩٧٠) : عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه».

গরু-মহিষ জবাই করে চল্লিশা করা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের খতম এবং গরু-মহিষ জবাই করে লোকজন দাওয়াত দিয়ে বিশা, ত্রিশা ও চল্লিশা করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে দাওয়াতের আয়োজন করা ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা বিদ'আত ও বর্জনীয়, তবে তিন দিনা, চার দিনা, ত্রিশা ও চল্লিশার মতো তারিখ নির্ধারণ না করে মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরিব-মিসকীনদেরকে খানা খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যায়। (১৭/১৪০)

📖 فتح القدير (المكتبة الحبيبية) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لأنه شرع فى السرور لا فى الشرور وهى بدعة مستقبحة -

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ١ / ٢٠٦ : سوال—ایصال ثواب میت کیلئے مردہ کے کتنے دن مرنے کے بعد اور کس طریقہ سے کن کن شخصوں کو کھانا کھلانا چاہئے جس سے میت کو ثواب پہونچے.... ؟

Scanned by CamScanner

جواب—کوئی دن تاریخ وغیرہ مقرر نہیں جب دل چاہے کھانا یا کپڑا نقد وغیرہ جو دل چاہے خیرات کردے نہ کوئی خاص طریقہ ہے، نہ کوئی خاص چیز ہے بلکہ جو طریقہ ہمیشہ خیرات کا ہے وہی ایصال ثواب کے واسطے ہے۔

মাজার ও পীরের দরবারে করজোড় করে ঢুকা-বের হওয়া

প্রশ্ন : কোনো পীর বা মাজারে যেতে হলে করজোড় করে সামনের দিকে মুখ করে প্রবেশ করা হয়, আর বের হওয়ার সময়ও করজোড় করে পেছনের দিকে বের হতে হয়। শরীয়তের আলোকে এরূপ করার হুকুম কী?

উত্তর : পীর বা মাজারে যাতায়াতের যে তরীক্বা প্রশ্নে বর্ণিত হয়েছে শরীয়তে তার কোনো ভিত্তি বা বৈধতা নেই বিধায় তা বর্জনীয়। (১৭/২৯৯)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٢ / ٥٢٤ : (قوله ويرجع قهقرى) كذا في الهداية والمجمع والنقاية وغيرها.وفي مناسك النووي أن ذلك مكروه لأنه ليس فيه سنة مروية ولا أثر محكي، وما لا أثر له لا يعرج عليه.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ٢ / ٧٧ : اولیاء اللہ کے مزارات یا دیگر قبروں کا طواف کرنا ناجائز و حرام ہے اور اس کو کار خیر سمجھ کر کرنا موجب کفر ہے اس لئے اس گندے اور مشرکانہ طرز عمل سے اجتناب ضروری ہے۔

মাজারের উৎপত্তি, মাজার ও কবরের পার্থক্য এবং আরো কিছু বিধান

প্রশ্ন : অনেকে বলে মাজারকে কবর বলা যাবে না। এতে করে আল্লাহর ওলীদের অসম্মান হয়। কবর ও মাজারের মধ্যে পার্থক্য কী? মাজার শরীফের উৎপত্তি কখন এবং কোত্থেকে? আউলিয়ায়ে কেরামের কবরকে মাজার বললে তাদের অসম্মান করা হয় কি না? নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরকে রওজা শরীফ বলা হয় কেন? মাজারকে সেজদা করা, চুমু খাওয়া, মাজারকে ভক্তি দেখিয়ে পেছন হয়ে বের হওয়া, মাজারে গিলাফ চড়ানো, মাজারে টাকা-পয়সা দেওয়া, মাজারের সামনে গাছের গোড়ায় মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালানো, গোলাপজল ছিটানো শরীয়তসম্মত কি না? না

Scanned by CamScanner

হলে আল্লাহর ওলীদের মাজারকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও যিয়ারতের পদ্ধতি কী? কোরআন-হাদীসের আলোকে দলিলসহ বিস্তারিত জানালে দ্বীন পালনে সহায়ক হবে।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির দাফনের স্থানকে কবর বলা হয়। আর কবরস্থানে গিয়ে মুসলমান যেহেতু যিয়ারত করে থাকে সে হিসেবে সেটাকে মাজার বলা হয়। মাজার অর্থ যিয়ারতের স্থান। এই হিসেবে কবর ও মাজারের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যদিও পরিভাষায় ওলীদের কবরকে মাজার বলা হয়, তবুও শরয়ী দৃষ্টিকোণে তাঁদের দাফনের স্থানকে মাজারের পরিবর্তে কবর বললে তাঁদের অসম্মানী হবে না।

মাজারের উৎপত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তারিখ ও ইতিহাস পাওয়া যায় না। বরং এটা বলা যেতে পারে যে যেহেতু হাদীস শরীফে কবর যিয়ারতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং কবর যিয়ারত করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম করেছেন, সে হিসেবে কবরকে মাজার বলার প্রথা চলে আসছে।

হাদীস শরীফে নেককারদের কবরকে 'রওজা' বলা হয়েছে। আর সমস্ত নেককারের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলেন নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিধায় তাঁর কবরকে 'রওজা শরীফ' বলা হয়। 'রওজা' অর্থ বাগান।

মাজারে সেজদা করা, চুমু খাওয়া, মাজারকে ভক্তি দেখিয়ে পেছন হয়ে বের হওয়া, মাজারে গিলাফ চড়ানো এবং মাজারের মধ্যে টাকা-পয়সা ফেলা, মাজারের সামনে গাছের গোড়ায় মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালানো, গোলাপজল ছিটানো ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও শরীয়ত লঙ্ঘনের নামান্তর। প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য এ ধরনের কুসংস্কার থেকে বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। (১৭/৪৫৬)

📖الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢ / ٢٤٥ : القبر مدفن الإنسان يقال قبره يقبِره ويقبُره قبرا و مقبرا دفنه وأقبره : جعل له قبرا والمقبرة بفتح الباء وضمها موضع القبور أى موضع دفن الموتى. والقابر : الدافن بيده .

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ٤٢ (٩٧٦) : عن ابى هريرة ﷺ قال زار النبى صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربى فى ان استغفر لها فلم يؤذن لى واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت-

Scanned by CamScanner

📖جامع الترمذی (دار الحدیث) ٤ / ٣٥٨ (٢٤٦٠) : عن ابی سعید رضـ قال :.... ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
إنما القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار.

📖لغات کشوری ص ۴۵۵ : مزار جگہ زیارت کرنیکی مگر اطلاق اس لفظ کا اکثر قبر پر ہوتا ہے.

📖صحيح البخاری (دارالحديث) ٢ / ٢٤٤ (٢٦٩٧) : عن عائشة رضـ عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔

📖شرح الفقه الأكبر صـ ٢٣٠ : والسجدة حرام لغيره سبحانه۔

📖الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢/ ٢٥٦ : اختلف الفقهاء فی حكم تقبيل القبر واستلامه، مذهب الحنفية والمالكية الى منع ذلك وعدوه من البدع .

📖رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٢/ ٢٣٨ : فی الاحكام عن الحجة : تكره الستور على القبور.

📖الدر المختار مع الرد (ایچ ایم سعید) ٤٣٩/٢ : واعلم ان النذر الذی يقع للاموات من اكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى ضرائح الاولياء الكرام تقربا اليهم فهو بالاجماع باطل وحرام مالم يقصدواصرفها لفقراء الانام، وقد ابتلی الناس بذلك ولا سيما فی هذه الأعصار.

📖الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ١ / ١٦٧ : واما تسويد الخدود والايدی وشق الجيوب وخدش الوجوه ونشر الشعور ونثر التراب على الرءوس والضرب على الفخذ والصدور وإيقاد النار على القبور فمن رسوم الجاهلية والباطل والغرور۔

📖فتاوی حقانیہ (مکتبہ زکریا) ۱ / ۱۸۵ : الجواب — یہ تمام افعال قبیحہ اور مفضی الی الشرک ہیں اس لئے کہ یہ امور بطور تعظیم کے کئے جاتے ہیں جبکہ اللہ تعالی کے ماسوی کسی کی ایسی تعظیم کرنا ناجائز ہے، اور اس میں مال کی ضیاع بھی ہے، اور بے فائدہ کاموں میں مال کو صرف کرنا شرعا منع ہے لہذا ایسے امور شنیعہ سے بچنا ضروری ہے، اور جو کام طریقہ محمدیہ (قرآن وحدیث) سے ثابت ہوا سے اختیار کرنا چاہئے۔

আউলিয়ায়ে কেরামের মাজার বা কবর যিয়ারতের সুন্নাত তরীক্বা ও উত্তম পদ্ধতি হলো, যিয়ারতকারী কবরস্থানে প্রবেশকরত প্রথমে সালাম দেবে, অতঃপর মৃত ব্যক্তির

Scanned by CamScanner

মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে এবং দু'আ-দরূদ পাঠ করবে। বিশেষ করে সূরায়ে বাকারার শুরুর আয়াতসমূহ, আয়াতুল কুরসী, সূরায়ে ইয়াসীন, মুল্ক, তাকাসুর ও সূরায়ে ইখলাছ তেলাওয়াত করে ঈসালে সাওয়াব করবে।

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتب خانه) صـ ٦٢١ :
والمستحب فى زيارة القبور ان يقف مستدبر القبلة مستقبلًا وجه الميت وان يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة النصارى.

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۴/ ۲۲۲ : الجواب - ... ... قبرستان میں داخل ہو کر یوں سلام کہے السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون ونسئل الله لنا ولكم العافية، پھر میت کے پاؤں کی طرف سے چہرے کے سامنے آکر کھڑا ہو کر دیر تک دعا کریں اگر بیٹھنا چاہے تو زندگی میں میت کے ساتھ تعلق کے مطابق قریب یا دور بیٹھے، جس قدر میسر ہو تلاوت کرے، بالخصوص سورہ بقرہ کا اول "مفلحون" تک آیۃ الکرسی، آمن الرسول، سورۂ یٰس، سورۂ ملک، تکاثر اور سورۂ اخلاص بارہ یا گیارہ یا سات یا تین بار پڑھکر ایصال ثواب کرے۔

কবরে বাতি জ্বালিয়ে রাখা

প্রশ্ন : কবরস্থানে সন্ধ্যা হতে ভোর পর্যন্ত সর্বদা অকারণে ৩০-৩৫টি বাতি জ্বালিয়ে রাখা শরীয়তসম্মত কি না? এ কাজে মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করার হুকুম কী?

উত্তর : কবর যিয়ারতকারীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনমতো বাতি কবরস্থানে জ্বালিয়ে রাখা জায়েয। তবে অকারণে কবরস্থানে সন্ধ্যা হতে ভোর পর্যন্ত ৩০-৩৫টি বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে আলোকিত করে রাখা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে কবরস্থানের জন্য মসজিদের বিদ্যুৎ ব্যবহার করা মারাত্মক অন্যায় ও গোনাহের কাজ। (১৬/৯৬২/৬৯০১)

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٣ / ١٤٠٧ (٣٢٣٦) : عن ابن عباس رض قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.

Scanned by CamScanner

📖فيض القدير (مكتبة نزار) ١٠ / ٥٠٠١ – ٥٠٠٢ : (٧٢٧٦) قوله:
'والسرج' لأنه تضيع للمال بلا فائدة وظاهره تحريم إيقاده على القبور لأنه تشبيه بالمساجد التى ينور فيها للصلاة، ولأن فيه تقريب النار من الميت وقد ورد النهى منه فى ابى داود وغيره بل نهى ابو موسى الاشعرى عن البخور عند الميت، نعم ، إن كان الإيقاد للتنوير على الحاضر لنحو قراءة واستغفار للموتى فلا بأس.

📖معارف السنن (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٣٠٩ : قوله: السرج: ايقاد السرج على القبور لوكان على زعم انه يفيد الميت فذلك غير جائز ، وإن كان لأجل الزائرين فجوزه العلماء، أفاده الشيخ.

মাজারসংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন :

১. মাজার যিয়ারত করা, মাজারে মান্নত করা, মাজারে গরু-ছাগল জবাই করে মানুষকে খাওয়ানো, মাজারের দিকে মুখ করে বিধর্মীদের মতো সেজদা করা, মাজারে নারী-পুরুষ মিলে শরীয়তী-মারফতী ও অন্যান্য গান পরিবেশন করা, ঢোল, তবলা, মাইক ইত্যাদি বাজানো, মাজারের খুঁটি, জানালা ও দেয়াল চুম্বন করা, মাজারে আগরবাতি-মোমবাতি জ্বালানো বা মান্নত করা ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কি না?

২. মাজারকে চাকচিক্যময় করা এবং কোনো আলেম বা ব্যক্তি মাজারে গিয়ে মাজারওয়ালাকে উসিলা করে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া শরীয়তসম্মত কি না? একজন আলেম বলেন, মাজারওয়ালাকে উসিলা করে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া যায়। আরেক আলেম বলেন, মাজারওয়ালাদের ইহকাল-পরকালে কোনো ভয় নেই, কোনো চিন্তা নেই। এসব কথা বলে এলাকাবাসীকে মাজারভক্ত বানানো শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ওলী-বুজুর্গদের সম্মান করা মুসলমানদের দ্বীনি দায়িত্ব। তবে এমনভাবে সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না, যেভাবে সম্মান করতে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। তাই কবর পাকা করা ও কবরের ওপর ঘর নির্মাণ করাসহ প্রশ্নে উল্লিখিত মাজারকেন্দ্রিক সকল কার্যক্রম নিষেধের আওতাভুক্ত ও সম্পূর্ণ

Scanned by CamScanner

বর্জনীয়। মাজারকেন্দ্রিক কিছু কিছু কাজ শিরকের পর্যায়ের। নেককার লোকদের উসিলা দিয়ে দু'আ করা যায়, তবে এর জন্য মাজারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। (১৮/৯৫৪/৭৯৪০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ٣٤ (٩٧٠) : عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه».

📖 الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٥ / ٣٥١ : ولا يمسح القبر ولا يقبله فإن ذلك من عادة النصارى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٣٩ : (قوله : باطل وحرام) لوجوه، منها: أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز، لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها: أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها: أنه إن ظن أن الميت تصرف فى الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر-

📖 فتاوى محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۲ /۱۲۷ : لیکن مزارات پر پھول چادر چڑھانا، سجدہ کرنا، طواف کرنا قبروں کو چومنا چراغ جلانا انکی ارواح سے رزق یا اولاد وغیرہ مانگنا ان کی نذر ماننا قوالی کرنا یہ سب شرعا ناجائز ہے ان سے بچنا لازم ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ شرک کی حد تک پہونچی ہوئی ہیں-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹ /۱۹۰ :الجواب—ڈھول باجے کے ساتھ قوالی جیسی کہ مروج ہے ناجائز ہے اس میں شریک ہونا اور چندہ دینا اور کسی قسم کی امداد دینا سب ناجائز ہے.

কবরকেন্দ্রিক কিছু বিদ'আত

প্রশ্ন : কবর উঁচু করা, পাকা করা, গম্বুজ তৈরি করা, ঘর তৈরি করা, বিল্ডিং তৈরি করা, কবরের ওপর সামিয়ানা টানানো, কিছু লিখে রাখা, মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালানো, কবর বা মাজারের জন্য মান্নত করার হুকুম কী? বিভিন্ন পীর-বুজুর্গদের কবর পাকা করা হয়েছে, বিল্ডিং তৈরি করা হয়েছে এবং তাঁদের কবরে অনেক মানুষ মান্নতও করে, মাজারে সেজদা করে, মৃত বাবার কাছে চায়, কোনো উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার জন্য দু'আও করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে উপরোল্লিখিত কাজগুলো কেমন?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত সকল কর্মকাণ্ড শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ। কিছু কিছু প্রথা শিরকেরও অন্তর্ভুক্ত। তাই সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য এসব কাজ বর্জনীয়। (১৭/৫৬৪/৭১৮৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧ / ٣٤ (٩٧٠) : عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه».

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٦٣ : كره بعض الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء قال في فتاوى الحجة وتكره الستور على القبور.

📖 الدر المختار على صدر الرد (ايج ايم سعيد) ٢ / ٤٣٩ : واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام.

📖 فيه أيضا ٢ / ٢٣٧ : ولا يجصص للنهى عنه (ولا يطين ولا يرفع عليه بناء).

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ١ / ٢٣٠: جواب — بزرگان دین کی قبروں پر غلاف چڑھانا اور میلے کرنا یا ان سے اپنی مرادیں مانگنا ناجائز ہے، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ سخت گناہگار ہوتے ہیں خدا تعالی کے سوا کسی کا مراد پوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور اس کے سوا کسی دوسرے کو حاجت روا سمجھنا شرک ہے۔

শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা

প্রশ্ন : এ দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, প্রতিবছর তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি পুষ্পস্তবক অর্পণ ও কিছু সময় নীরবতা পালনের মাধ্যমে। এরপর শুরু হয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রশ্ন হলো, মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জনকারীদের প্রতি এভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রশ্নে বর্ণিত কর্মকান্ড করা অমুসলিম বিজাতিদের রীতিনীতি। তাই মুসলমানদের জন্য এ ধরনের কুপ্রথা বর্জন করা অত্যন্ত

Scanned by CamScanner

জরুরি। ইসলামে মৃতদের উপকারের জন্য ঈসালে সাওয়াবের ব্যবস্থা রয়েছে। ইসলামপ্রদত্ত ব্যবস্থা বর্জন করে বিজাতিদের কুপ্রথা গ্রহণ করা একজন খাঁটি মুসলমানের কাজ হতে পারে না। (১৭/৬০৪/৭২১৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٢٣١ (٢٦٩٧) : عن عائشة رضـ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد-

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٣ / ١٣٨٤ (٣١٧٦) : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فى الجنازة حتى توضع فى اللحد فمر به حبر من اليهود فقال : هكذا نفعل ، فجلس النبى صلى الله عليه وسلم وقال: "اجلسوا؛ خالفوهم"-

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمر رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم-

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ احمد شہید) ۳ / ۴۴۸ : سوال—جناب مفتی صاحب آجکل حکومتی سطح پر جب کسی وفات پر پسماندگان سے تعزیت کی جاتی ہے تو اس کے لئے چند منٹ کو خاموشی اختیار کی جاتی ہیں، کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں؟
الجواب—اسلام نے کسی کی وفات پر میت کی پسماندگان کے غم میں شرکت اور تعزیت کا ایک طریقہ مسلمانوں کو بتایا ہے اور مسلمان اسی طریقہ کے مطابق کسی کے غم میں شرکت اور تعزیت کا اظہار کر سکتا ہے، سوال میں اظہار تعزیت کا درج شدہ طریقہ یہود وہنود کا ہے اس لئے مسلمانوں کے لئے یہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں بلکہ یہود وہنود سے مشابہت کی وجہ سے واجب الترک ہے-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۴ / ۱۹۴: سوال—قبر پر پھول چڑھانا ناجائز ہے کہ نہیں؟
جواب—قبروں پر پھول چڑھانا جائز نہیں.

Scanned by CamScanner

কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে ফুল ছড়ানো

প্রশ্ন : কবরের ওপর মসজিদ নির্মাণ করে তার ওপর ফুল দেওয়া এবং মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানোর হুকুম কী?

উত্তর : কবরস্থ ব্যক্তির সম্মানে তাকে সেজদা করার উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করা সম্পূর্ণ হারাম ও শিরকী কাজ। কবরে ফুল দেওয়া এবং মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালানো নাজায়েয ও বিদ'আত। (১৯/৩০৮/৮১৩২)

📖سنن ابی داود (دار الحديث) ٣ / ١٤٠٧ (٣٢٣٦) : عن ابن عباس ؓ قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج۔

📖الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ١ / ١٦٦ : ويكره أن يبنى على القبر مسجد أوغيره... ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس الا زيارته والدعاء عنده قائما.

📖فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ا/ ٢٠٩ : سوال—قبر کے گرد روشنی کرنا قبر پر غلاف ڈالنا اور پھولوں کی چادر جنازہ یا قبر پر ڈالنا درست ہے یا نہیں؟

جواب: یہ سب چیزیں بھی بدعت ہیں ۔

কবরকে সালাম ও চুম্বন করা

প্রশ্ন : কবরকে সালাম করা, চুমু দেওয়া ও কবরে কোরআনখানি করার হুকুম কী?

উত্তর : কবর যিয়ারত করার সময় হাদীসে বর্ণিত নির্দিষ্ট নিয়মে সালাম দেওয়া ও মৃতের জন্য দু'আ করা সুন্নাত। তবে মৃত ব্যক্তির সম্মানে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাথা ঝুঁকিয়ে সালাম দেওয়া ও চুম্বন করা নাজায়েয ও বিদ'আত। ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআনখানি করা জায়েয। তবে প্রথাগতভাবে বিনিময় দিয়ে কোরআনখানি করা নাজায়েয। (১৯/৩০৯/৮১৩২)

📖رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٢/ ٢٤٢ : (قوله ويقول) قال فى الفتح والسنة زيارتها قائما والدعاء عندها قائما كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم فى الخروج إلى البقيع ويقول السلام عليكم الخ

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱ / ۳۶ : جواب — قبر کو بوسہ دینا بنیت عبادت و تعظیم کفر ہے اور بلانیت عبادت بوسہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔

📖 فیہ ایضا ۴ / ۱۹۶ : سوال — قبر پر قرآن مجید پڑھکر میت کو ثواب بخشنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب — جائز ہے البتہ اجرت پر قرآن مجید پڑھنا اور پڑھوانا جائز نہیں۔

লাশের ওপর ফুল ছিটিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির ওপর ফুল ছিটিয়ে শ্রদ্ধা জানানো শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করুন।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ওপর ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো বা ফুলের তোড়া অর্পণ করা ইসলামের সোনালি যুগ তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈনসহ উলামায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। তাই মৃত ব্যক্তির ওপর ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে না। তদুপরি এটি একটি বিধর্মীদের সংস্কৃতি, যা মুসলমানদের জন্য বর্জনীয়। (১৯/৭৯৫/৮৪৫৫)

📖 المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٣/ ٢٠٠ : وليس من السنة أن يبخر القبر ولا أن يفرش فيه ريحان؛ لأنه خروج عن فعل السلف ويكفيه من الطيب ما قد عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۴/ ۱۹۴ : جواب - قبروں پر پھول چڑھانا جائز نہیں۔

মাজারের মাটি শরীরে মাখা

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি রোগব্যাধি ভালো হয়ে যাবে—এ নিয়্যাতে মাজারের মাটি শরীরে মাখে তাহলে শরীয়তে তার হুকুম কী?

উত্তর : সুস্থতা দানকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, মাজারের মাটিতে শেফা আছে মনে করে শরীরে মাখা সম্পূর্ণ নাজায়েয। (১৯/৯৭৭/৮৫৬১)

Scanned by CamScanner

📖البناية (دارالفكر) ٣/ ٣٠٥ : وقال أبو موسى الحافظ الأصبهاني قال: الفقهاء الخراسانيون: لا يمسح القبر، ولا يقبله، ولا يمسه، فإن كل ذلك من عادة النصارى، قال: وما ذكروه صحيح. وقال الزعفراني: لا يستلم القبر بيده ولا يقبله، قال: وعلى هذا مضت السنة، وما يفعله العوام الآن من البدع المنكرة شرعا.

📖فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۱ / ۱۸۷ : جواب—کسی بزرگ کی قبر کا مسح کرنا چھونا بوسہ لینا یا اس کی مٹی اور پتھر وغیرہ کو بدن پر ملنا یہ سب امور ناجائز اور بدعت قبیحہ ہیں اسی طرح قبر کا طواف کرنا بھی حرام ہے۔

📖نظام الفتاوی (تاج پبلیشنگ) ۱/ ۱۷۹ : جواب—اولیاء اللہ یا کسی کی قبر پر بوسہ دینا قطعا حرام ہے وناجائز ہے نیز وہاں کی مٹی کا تبرک بانٹنا بھی درست نہیں ہے۔

মাজারের দিকে ফিরে দু'আ করা

প্রশ্ন :

১. আমাদের দেশে অনেক পীর সাহেব আছেন, যাঁদের মাজারের নিয়ম হলো, প্রত্যেক নামায শেষ হওয়া মাত্রই মাজারের দিকে ফিরে তাঁদের বানানো দু'আ পড়া।

২. মাজারের মাটি আনা এবং খাওয়া ও ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মাজারের দিকে ফিরে দু'আ করা সুন্নাতের পরিপন্থী, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মাজারওয়ালার কাছে চাওয়ার সাদৃশ্য হওয়ায় তা জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে মাজারের মাটি বরকতময় মনে করে নেওয়া এবং খাওয়া বা ব্যবহার করা শরীয়তবিরোধী ও অবৈধ। (১৭/৪২৭/৭১০৫)

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٢١٦ (٨٥٢) : عن الأسود قال: قال عبد الله :لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.

📖الفتاوى الهندية (مكتبة زكريا) ٥/ ٣٥٠: فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه الميت ويقول:

Scanned by CamScanner

السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم لنا سلف ونحن بالأثر كذا فى الغرائب، وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا فى خزانة الفتاوى ـ

📖 الفتاوى الهندية(دار الكتب العلمية) ٥ / ٤١٩ : اكل الطين مكروه وهكذا ذكر فى فتاوى ابى الليث ـ

📖 فتاوی محمودیہ(ادارۂ صدیق) ۹ / ۱۱۸ : اب معلوم ہونا چاہئے کہ بزرگوں کے مزارات کی مٹی کھانے میں کیا منفعت ہے اگر کوئی ایسی منفعت ہے جو خصوصیت مزار پر مرتب ہوتی ہے تو اس سے عوام کے عقائد خراب ہوتے ہیں کہ وہ ان بزرگوں کی روح کو متصرف سمجھتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان کی نذر مانگتے ہیں، حتی کہ قبر پر سجدہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس لئے یہ ہرگز جائز نہیں۔

গাইরুল্লাহকে সেজদা করা

প্রশ্ন :

১. যদি কোনো ব্যক্তি পীর সাহেবকে সেজদা করে ও পায়ে চুমু খায় তাহলে শরীয়তে তাদের হুকুম কী?

২. যারা মাজারে সেজদা করে ও মাজারের জন্য মান্নত করে তাদের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : মাজার বা পীর সাহেবকে সেজদা করা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকলে শিরক, আর তা'যীমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে হারাম।

কোনো হক্কানী পীর বা আলেমের হাতে-পায়ে চুমু খাওয়া জায়েয, তবে না করাটাই উত্তম। কারণ সাধারণ মানুষ ফেতনায় পড়ার আশংকা আছে। (১৯/৯৮৪/৮৫৬০)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ١٧٤ (٤٤٤١) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ـ

Scanned by CamScanner

ওরসের হুকুম

প্রশ্ন : মসজিদসংলগ্ন একটি মাজারে প্রতি বছর ওরস পালিত হয়। ইমাম সাহেব নিজেই উক্ত অনুষ্ঠানে ফিরনি ও তবারক নেওয়ার জন্য মুসল্লী ও সর্বস্তরের মহিলাদেরকে দাওয়াত দেন। যার ফলে বিরাট সমাগমের মাধ্যমে ওরস উদ্‌যাপিত হয়। প্রশ্ন হলো, এটা জায়েয কি না?

উত্তর : প্রচলিত মাজারভিত্তিক ওরসের অনুষ্ঠান বিজাতীয় সংস্কৃতির ফসল। এতে রয়েছে বহু রকম অনৈসলামিক ও শরীয়ত পরিপন্থী কর্মকান্ড। মহিলা-পুরুষের লাগামহীন সমাগম এ ধরনের অনুষ্ঠানে হয়ে থাকে, যা কবরের পবিত্রতা পরিপন্থী। কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসে এর কোনো ভিত্তি নেই। ইসলামের সোনালি যুগেও এর কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয। সর্বস্তরের মুসলমানদের জন্য এ ধরনের অবৈধ কাজ পরিহার করে সুন্নাত মোতাবেক কবর যিয়ারত, দু'আ, তেলাওয়াত ও ঈসালে সাওয়াবের মাধ্যমে কবরবাসীর রূহের মাগফেরাত চাওয়া উত্তম। (৭/৬৭৫)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٢ / ٨٧١ (٢٠٤٢) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم».

📖 التفسير المظهری (دار احياء التراث) ٢/ ٦٨ : لا يجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد عليها ومن الاجتماع بعد الحول كا لاعياد ويسمونه عرسًا.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص۱۵۳- ۱۵۴ : اگر تتبع کیا جاوے تو اس قسم کی سینکڑوں گناہ کا مجموعہ ان اعراس میں مشاهد ہو جائیگا وفى ذلك كفاية لمن أراد الهداية اسی لئے جس وقت سے اس قسم کے عرس کا رواج ہوا ہے اسی وقت سے علماء امت بلکہ خود صوفیائے کرام جو محقق ہوئے ہیں اس سے منع کرتے رہے ہیں۔ ... اور بریقہ شرح طریقۂ محمودیہ ١/ ١٢٢ میں ہے: واقبح البدع عشرة وعد منها طعام الميت وايقاد الشموع على المقابر والبناء على القبر وتزيينه

Scanned by CamScanner

والبيتوتة عنده والتغني والسماع واتخاذ الطعام للرقص واجتماع النساء لزيارة القبور الخ...

ওরসের মাধ্যমে সাওয়াব রেসানী

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় ওরসের নামে ঢোল, হারমোনিয়াম, বাজনা এবং শরীয়ত ও মা'রেফাতের নামে গান গেয়ে মাতা-পিতার নামে সাওয়াব রেসানী করে। উল্লেখ্য যে প্রথমে মাইকে হাফেজ দ্বারা কোরআন শরীফ খতম করা হয়, সেখানে সব বয়সের নারীদের সমাবেশ ঘটানো হয় এবং সাওয়াব রেসানীর কথা বলে গ্রামেগঞ্জে চাঁদা উঠিয়ে খানা-দানার ব্যবস্থাও করা হয়। এতে বাধা প্রদান করলে তারা বলে, খাজা মঈনুদ্দীন (রহ.) ঢোল বাজিয়েছেন। এটা কতটুকু সত্য এবং এ ধরনের ওরসের শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তে ইসলামীতে সমস্ত মৃত ব্যক্তির জন্য ব্যাপকভাবে এবং আত্মীয়স্বজনদের জন্য বিশেষভাবে সাওয়াব রেসানীর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। দান-খয়রাত করে, নিজে তেলাওয়াত করে, দু'আ-দরূদ পড়ে বা যেকোনো ইবাদত করে তার সাওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে বখশিয়ে দেওয়ার নিয়্যাত করলেই তা মৃত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যায় বলে হাদীস ও ফিক্বহের কিতাবে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। ঈসালে সাওয়াবের জন্য আনুষ্ঠানিকতার কোনো প্রমাণ কোরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, ইসলামের সোনালি যুগ ও ঈমামগণের আমলে কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকতা ভিত্তিহীন। তাই এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ পরিতাজ্য। বিশেষ করে প্রশ্নে যেসব কাজের উল্লেখ রয়েছে তা সম্পূর্ণ গর্হিত ও হারাম।

বি.দ্র.: শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ ঢোল-বাজনা খাজা মঈনুদ্দীন (রহ.) থেকে প্রমাণিত নয়।
(৭/৪৭৬)

📖 عمدة القارى (دار احياء التراث) ٣ / ١١٧ : واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث، لأنه إذا كان يرجى التخفيف لتسبيح الجريد، فتلاوة القرآن أولى.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/ ٥٩٥ : مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير (قوله بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر كما في الهندية ط

Scanned by CamScanner

وقدمنا في الزكاة عن التتارخانية عن المحيط، الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱/ ۲۱۹ : الجواب—یہ عرس اور قوالی کرنا طبلہ اور سارنگی بجانا اور اسکا سننا اور ایسی محفل میں شریک ہونا سب ناجائز اور بدعت ہے، علامہ شامیؒ نے تنقیح الفتاوی الحامدیہ میں اس کو منع لکھا ہے۔

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٤١ : وأطال في ذلك في المعراج. وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى... ... مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة كإيقاد الشموع والقناديل التي توجد في الأفراح، وكدق الطبول، والغناء بالأصوات الحسان، واجتماع النساء والمردان، وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن، وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان، وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصية به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ওরসের উৎপত্তি, হুকুম এবং সেখানে খানা খাওয়া

প্রশ্ন : ওরস করার হুকুম কী? এর প্রচলন কখন থেকে শুরু হয়েছে এবং ওরস মাহফিলে গান করা ও খানা খাওয়ার বিধান কী?

উত্তর : ওরসের নামে বুজুর্গানে দ্বীনের মাজারে নির্দিষ্ট তারিখে প্রতি বছর যে অনুষ্ঠান ও খানার মেলা হয় এর কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই। বরং হাদীসে পাকে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, ইমামগণ ও তরীকতের পীরগণের আমলেও এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। খ্রিস্টানরা তাদের বড়দের জন্মদিবস পালন করে থাকে, এ প্রথার অনুসরণে বার্ষিক ওরস করার প্রচলন হয়েছে। প্রচলিত ওরসে বিভিন্ন ধরনের শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপের সমন্বয় ঘটে। বিশেষত গাইরুল্লাহর নামে মান্নত করা এবং গান-বাদ্যের আয়োজন ও নর-নারীর জমায়েত। অতএব, ওরসে যাওয়া ও সেখানে খানা খাওয়া নাজায়েয। (১১/১৬৮/৩৪৭৬)

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابي داود (دار الحديث) ٢ / ٨٧١ (٢٠٤٢) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم».

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت کراچی) ۲ / ۳۱۸ : سوال—بزرگان دین کے مزار اور خانقاہوں پر سال بھر میں ایک متعین تاریخ یا یوم وفات میں بنام عرس برسی یا میلاد منایا جاتا ہے، تو شرعا اسکا کیا حکم ہے؟

الجواب- زیارت قبور مسنون ہے، مزارات پر عبرت حاصل کرنے، دعائے مغفرت کرنے، فاتحہ خوانی و تلاوت قرآن وغیرہ کے لئے جانا اور بخشنا اور خیرات کرنا یہ سب جائز ہے منع نہیں ہے، لیکن رسمی عرس جو یوم وفات متعین کرکے اور اسکو شرعی حکم اور ضروری سمجھکر ہر سال اجتماعی صورت میں کیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے،
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک دور میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی یہ اہل کتاب کا رواج ہے اگر اسلامی رواج ہوتا تو سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مناتے، پھر دیگر انبیاء اور خلفاء راشدین کا ہوتا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تجعلوا قبری عیدا-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ۱۲ / ۱۲۵ : سوال- بزرگان دین کے عرسوں میں شریک ہو کر وہاں کچھ کھانا پکا کر اور اس کو فی سبیل اللہ بغیر کسی خرافات کے تقسیم کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور اسکا ثواب بزرگان دین کی ارواح کو پہونچانا درست ہے یا نہیں؟

الجواب-... ...مزارات پر جاکر کھانا پکوانا یا کھانا لے کر وہاں جانا اور تقسیم کرنا بدعت اور ناجائز ہے، ایصال ثواب کے لئے تاریخ مقرر کرکے اس کو شرعی حیثیت دینا درست نہیں، عرس کرنا بدعت ہے-

Scanned by CamScanner

ওরসের সংজ্ঞা ও বিধান

প্রশ্ন : ওরস শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ওরস শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং শরীয়তের আলোকে ওরস পালন করার বৈধতা রয়েছে কি না?

উত্তর : ওরস শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিবাহ, ওলীমা, বিয়ের খাবার, বাসর ইত্যাদি। আভিধানিক এই অর্থেই পরিভাষায়ও ব্যবহার হয়। আর সমাজে ওরস শব্দটি ব্যবহার হয় তথাকথিত পীর-দরবেশগণের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করার অর্থে।

ওরস একটি নবাবিষ্কৃত কুসংস্কার, এতে শরীয়ত পরিপন্থী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড যথা : কবর পূজা, পীর পূজা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বাদ্য-বাজনাসহ কাওয়ালী গানের আসর এবং শিরক ও অসংখ্যা কুফুরী কাজ বিদ্যমান। শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো নাজায়েয হওয়ায় তা পরিহার করা অপরিহার্য। (১৮/৯২২/৭৮২৩)

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠ / ٣٧ : العرس فى اللغة مهنة الإملاك والبناء، وقيل: اسم لطعام العرس خاصة، والعروس : وصف يستوى فيه الذكر والأنثى ما دام فى إعراسهما ... ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى اللغوى-

📖 صحيح البخارى (النسخة الهندية) ١ / ١٧٧ : عن عائشة رضـ عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى مرضه الذى مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياءهم مساجد، قالت: ولو لا ذلك لأ برز قبره غير أنى أخشى ان يتخذ مسجدًا.

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ١٤ / ٤٠٣ (٨٨٠٤) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني ".

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ١ / ٢٠٩ : سوال—آجکل جس طرح بزرگوں کا عرس ہوتا ہے اس کی شرعا کیا حیثیت ہے؟

الجواب—حامدا ومصلیا بدعت اور ممنوع ہے فیجب ان یحذر مما یفعلون علی رأس السنة من موته ویسمونه حولا ... ...(تبلیغ الحق ص ٨٧-)

Scanned by CamScanner

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) صـ ۱۳۰ : جواب — عرس میں جانا اور شریک بدعات ہونا بدعت اور حرام ہے اور عورتوں کو لے جانا بھی وہاں حرام ہے۔

ওরসের মান্নত ও হাদিয়া এবং তাতে অংশগ্রহণের হুকুম

প্রশ্ন : ওরসে যেসব প্রাণী মান্নত ও হাদিয়া হিসেবে আসে সেসব প্রাণী ও গোশতের হুকুম কী? ওরসে যারা টাকা বা গরু-ছাগল দিয়ে অংশগ্রহণ করে, আর যারা দেখার জন্য যায় তাদের হুকুম কী?

উত্তর : ওরসে আগত মান্নত বা হাদিয়ার প্রাণী যদি মাজারের ওলী বা বুজুর্গের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয় তাহলে সেসব প্রাণীর গোশত হারাম। উক্ত মান্নতকারী বা হাদিয়াদাতা ফাসেক ও বিদ'আতী। আর শুধুমাত্র অনুষ্ঠান দেখার জন্য ওরসে যাওয়াও নাজায়েয। (১৯/৩০৮/৮১৩২)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣ / ١٣٦ (١٩٧٨) : عن علي رضى الله تعالى عنه قال :.... ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، الحديث.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٣٩ : واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٤٣٩ :" قوله: باطل وحرام" لوجوه : منها أنه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق-

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) صـ ۱۱۳ : الجواب — جس جانور کو تعظیما اور تقربا الی غیر اللہ ذبح کیا جاوے اگرچہ بوقت ذبح اللہ کا نام اس پر لیا جاوے اس کا کھانا حلال نہیں۔

Scanned by CamScanner

عمل المولد

মিলাদ

মিলাদের উৎপত্তি ও বিধান এবং 'শরীফ' শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র

প্রশ্ন : 'মিলাদ' শব্দটির উৎপত্তি কী? মিলাদ পড়লে কোনো গোনাহ হবে কি না? হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিংবা কোনো সাহাবী অথবা কোনো আল্লাহর ওলী কি মিলাদ পড়েছেন বা পড়ার হুকুম দিয়েছেন? মিলাদে কিয়াম করার হুকুম কী? স্বাভাবিক দৃষ্টিতে মিলাদে কোনো ভুল দেখা যায় না, যারা পড়ে তারা দরূদ শরীফ পড়ে তারপর ইয়া নবী ইত্যাদি পড়ে। ইয়া নবী মিলাদে পড়া কি ঠিক? কোন কোন বস্তুর সাথে 'শরীফ' শব্দটির ব্যবহার জায়েয আছে?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মহব্বত নিয়ে দরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করা বড় সাওয়াবের কাজ। তবে এর জন্য প্রচলিত পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণ করে মজলিস কায়েম করা এবং এতে সবাই একত্রিত হয়ে উচ্চস্বরে সুর মিলিয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করার কথা শরীয়তে নেই। ইসলামের স্বর্ণযুগে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বা কোনো সাহাবী, তাবেঈ, ইমাম, মুজতাহিদ এবং পরবর্তীতে কোনো হক্কানী আলেম এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা তথা প্রচলিত মিলাদ নিজেও পড়েননি এবং অন্য কাউকে পড়তেও বলেননি। বরং তা ৬০০ হিজরীর পরে অস্তিত্ব লাভ করে। এ ধরনের কাজ শরীয়তের অংশ মনে করে সাওয়াবের আশায় করলে গোনাহ হবে। 'মিলাদ' শব্দের অর্থ জন্ম ও জন্মদিন। 'ইয়া নবী'র অর্থ হে নবী! মিলাদ কিয়াম করা ইয়া নবী ইত্যাদি পড়া শরীয়তসম্মত নয়। শরীফ শব্দটি ইসলামী নিদর্শন ও সম্মানিত বস্তুসমূহে ব্যবহার হয়ে থাকে। (১০/১১৭/৩০০৪)

📖المدخل لابن الحاج (دارالفكر) ٢/ ٢٥٠ : والصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشك مسلم أنها من أكبر العبادات وأجلها وإن كان ذكر الله تعالى والصلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - حسنا سرا وعلنا لكن ليس لنا أن نضع العبادات إلا في مواضعها التي وضعها الشارع فيها ومضى عليها سلف الأمة.

Scanned by CamScanner

ألا ترى إلى قول عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - إن الله قد بعث إلينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل.

📖 فيه ايضا ٢ / ٢٤٩ : فالصلاة والتسليم على النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدثوها في أربعة مواضع لم تكن تفعل فيها في عهد من مضى والخير كله في الاتباع لهم - رضي الله عنهم - مع أنها قريبة العهد بالحدوث جدا أقرب مما تقدم ذكره فيما أحدثه بعض الأمراء من التغني بالأذان كما تقدم.

📖 الحاوى للفتاوى (مكتبه رشيديه) ١ / ١٩٩ : وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت کراچی) ۲/۲۸۳: سوال– مجلس میلاد میں ذکر ولادت کے وقت قیام کیا جاتا ہے اس کی وضاحت مطلوب ہے۔

الجواب - یہ بھی بے اصل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور تابعین و تبع تابعین کے قول و فعل سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا التزام بھی بدعت ہے، سیرت شامی میں ہے کہ کچھ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے وقت آپ کے لئے قیام کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بدعت ہے، جس کی کوئی اصل نہیں، حقیقت یہ کہ مروجہ مجلس میلاد کی طرح قیام بھی بے اصل ہے۔

মিলাদ-কিয়ামের ইতিহাস

প্রশ্ন :

১. মিলাদ কী? বিস্তারিত তথ্য জানাবেন।
২. মিলাদের সময় কিয়াম করা জায়েয কি না?
৩. মিলাদ ও কিয়ামের উৎপত্তি কখন, কোত্থেকে হয়েছে এবং আবিষ্কারক কে? এটা সাহাবীগণের যুগে ছিল কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর :

১. মিলাদের আভিধানিক অর্থ জন্মের দিন বা সময়। কোরআন-হাদীস ও ধর্মীয় নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে এর পরিভাষাভিত্তিক কোনো আমলের উল্লেখ নেই। এ জন্যই ইসলামের সূচনা থেকে ৬০০ হি. পর্যন্ত মিলাদ নামে কোনো আমল সাহাবা (রা.) তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, ইমাম, পীর, বুজুর্গ, ওলী, দরবেশ কেউ করেছেন বলে ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে ভালো-মন্দ কিছু কাজের মিশ্রণে ইবাদতের রূপ দিয়ে প্রচলিত মিলাদ নামের আনুষ্ঠানিকতা আবিষ্কার করেন ইরাকের মোসল শহরের উমর ইবনে মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি ৬০০ হিজরীতে। তৎকালীন ইরবিল শহরের বাদশাহ মুজাফ্ফর উদ্দীন কৌকরী ৬০৪ হি. সনে রাষ্ট্রীয় খরচে আড়ম্বরতার সহিত এ মিলাদ প্রচার-প্রসার করেন। তখনকার অনভিজ্ঞ নামধারী কিছু আলেম তার সমর্থন করলেও হক্কানী উলামায়ে কেরাম এর বিরোধিতায় স্বোচ্চার ছিলেন।

২. প্রচলিত মিলাদ আবিষ্কৃত হওয়ার অন্তত ২০০ বছর পর এর সাথে কিয়ামের সংযোগ করা হয় বলে ইতিহাসে পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীরাত ও মূল্যবান বাণী, কর্ম, সুন্নাত, আদর্শ এবং জন্ম ও জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা, সালাত-সালাম পাঠ নিঃসন্দেহে বড় সাওয়াবের ও বরকতের কাজ, এ রকম আলোচনার দ্বারা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ পাওয়া যায়। তাই প্রতিদিন সর্বক্ষণই এ ধরনের আলোচনা করা যায় এবং করা উচিতও বটে। যতই বেশি করা হবে, সাওয়াবের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাবে। এরূপ আলোচনা দ্বীনি মাদ্রাসাগুলোতে হামেশাই হয়ে থাকে। সুতরাং এরূপ আলোচনার বিরোধিতা কোনো মুসলমান করতে পারে না। তবে প্রচলিত মিলাদ যাতে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সর্বত্র হাজির বিরাজমান মনে করে কিয়াম করা এবং নির্ধারিত তারিখে এর আয়োজন ও তবারকের নামে মিষ্টি বিতরণ ও এতে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক মনে করা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী গর্হিত কাজ। সমস্ত হক্কানী উলামায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে এ ধরনের প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামকে বর্জনীয় বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন। (৬/৮৬২/১৪৬৬)

📖 الحاوى للفتاوى(مكتبه رشيديه) ١ / ١٩٩ : وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين .

📖 وفيات الأعيان (دار صادر) ٤/ ١١٧ : وأما احتفاله بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوصف يقصر عن الإحاطة به، لكن نذكر طرفا منه: وهو أن أهل البلاد كانوا قد سمعوا بحسن اعتقاده فيه،

Scanned by CamScanner

فكان في كل سنة يصل إليه من البلاد القريبة من إربل - مثل بغداد والموصل والجزيرة وسنجار ونصيبين وبلاد العجم وتلك النواحي - خلق كثير من الفقهاء والصوفية والوعاظ والقراء والشعراء، ولا يزالون يتواصلون من المحرم إلى أوائل شهر ربيع الأول،... ... ... فإذا كان قبل المولد بيومين أخرج من الإبل والبقر والغنم شيئا كثيرا زائدا عن الوصف وزفها بجميع ما عنده من الطبول والمغاني والملاهي حتى يأتي بها إلى الميدان، ثم يشرعون في نحرها، وينصبون القدور ويطبخون الألوان المختلفة، فإذا كانت ليلة المولد عمل السماعات بعد أن يصلي المغرب في القلعة ثم ينزل وبين يديه من الشموع المشتعلة شئ كثير-

🕮 المدخل لابن الحاج (المكتبةالتوفيقية) ٢/ ٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

🕮 الفتاوى الحديثية لابن حجر المكى (قديمى كتبخانه) ص ١١٢ : ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم ووضع أمه له من القيام وهو أيضا بدعة لم يرد فيه شيء على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيما له صلى الله عليه وسلم-

🕮 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ١/ ١٩٧ : مروجہ طریقہ پر جو مجلس میلاد منعقد کی جاتی ہے اسکا ثبوت قرآن پاک حدیث شریف وفقہ میں کہیں نہیں، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجلس منعقد کی نہ صحابہ کرام نے نہ ائمہ مجتہدین نے اور نہ فقہاء و محدثین نے۔

چھ صدی تک یہ مجلس کہیں نہیں ہوئی اس کے بعد سے شروع ہوئی سلطان اربل نے سب سے پہلے یہ مجلس کی اور بہت روپیہ خرچ کیا ہے، جیسا کہ تاریخ ابن خلکان میں ہے اس وقت سے علماء حق نے اس کی تردید کی اور کرتے چلے آرہے ہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 تاریخ میلاد ص۔ ۱۱۴ : آغاز اسلام سے چھ سو برس بعد مطلق ذکر ولادت کو اول جس نے مقید کیا یا مروج کیا گیا وہ مجلس مولود کو جس نے سب سے پہلے ایجاد کیا وہ عمر بن محمد ہیں اور جس مقام پر یہ عمل ایجاد کیا گیا وہ شہر موصل تھا، کہ موصل میں عمر بن محمد موجد میلاد نے جب مولود کیا تو بلا قیام کیا اربل میں ملک مظفر الدین ابو سعید کو کبوری مروج میلاد نے ۶۰۴ھ میں جب مولود کو رواج دیا اور مرتے دم تک ہر سال نہایت دھوم سے مولود کرتا رہا۔

মিলাদের পরিচিতি ও তার বিনিময় গ্রহণ

প্রশ্ন : প্রচলিত মিলাদ পড়া এবং এর বিনিময় নেওয়া ও দেওয়ার হুকুম কী? মিলাদের মধ্যে অনেকে কিয়াম করে, আবার অনেকে করে না–এতদুভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : বর্তমানে প্রচলিত মিলাদ কিয়ামের অস্তিত্ব ইসলামের সোনালি যুগে তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈনদের যুগে ছিল না এবং তা শরীয়তের মূলনীতির পরিপন্থীও বটে। উপরন্তু এই কিয়াম জনসাধারণের এবং সঠিক ইসলামী আক্বীদা বিনষ্ট করার পথ উন্মুক্ত করে। উলামায়ে কেরাম প্রচলিত মিলাদকে কোরআন-সুন্নাহর আলোকে নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণ করেছেন। সুতরাং মুসলামনদের জন্য তা বর্জনীয়। এ রকম বর্জনীয় কাজের ওপর টাকা-পয়সা নেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। (৬/২০৬/১১৫৫)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۱/۳۴۸ : مگر اس زمانہ میں محفل میلاد میں مندرجہ ذیل وجوہ باعث عدم جواز ہیں

(الف) حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں تشریف لاتے ہیں یہ صریح کفر ہے جس کی حرمت قرآن کریم کی نصوص صریحہ اور فقہ کی عبارات سے بھی ثابت ہے، من قال ان ارواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر (بزازیہ) ذكر الحنفية تصريحا بالتكفير باعتقاد ان النبى صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لمعارضته قوله تعالى قل لايعلم من فى السمٰوات والارض الغيب الا الله ... ...

Scanned by CamScanner

(ب) محفل میلاد میں شیرنی وغیرہ تقسیم کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور خود محفل میلاد کو بھی واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، جب کسی جائز کام کو لوگ ضروری سمجھنے لگیں تو یہ کام مکروہ ہو جاتا ہے.

📖 درس ترمذی (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ۲/۲۵۴ : اسکی توضیح یہ ہے کہ کسی نماز کے بعد اجتماع والتزام کے ساتھ باآواز بلند درود وسلام پڑھنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ وتابعین سے اور نہ ائمہ مجتھدین اور علماء سلف میں سے کسی سے، اگر یہ عمل اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک محمود و مستحسن ہوتا تو صحابہ وتابعین اور ائمہ دین اسکو پوری پابندی کے ساتھ کرتے، حالانکہ انکی پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا، اس سے معلوم ہوا کہ درود وسلام کیلئے اجتماع اور التزام کو یہ حضرات بدعت وناجائز سمجھتے تھے، جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بروایت حضرت عائشہؓ مروی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منه فھو رد، نیز حضرت عائشہؓ سے مرفوعا مروی ہے من عمل عملا لیس علیه امرنا فھو رد، اور حذیفہؓ فرماتے ہیں کل عبادة لم یتعبدھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم فلا تعبدوھا۔

📖 وفیہ ایضًا ۲ /۲۵۷ : ظاہر ہے کہ جب قرآن اور ذکر اللہ باآواز بلند مسجد میں پڑھنے کی اجازت نہیں تو درود وسلام کیلئے کیسے اجازت ہو سکتی ہے، چنانچہ ابن مسعودؓ کے بارے میں مروی ہے انه اخرج جماعة من المسجد یھللون ویصلون علی النبی صلی اللہ علیه وسلم جھرًا وقال لھم ما اراکم الا مبتدعین یعنی حضرت ابن مسعودؓ ایک جماعت کو مسجد سے نکال دیا تھا کہ وہ بلند آواز سے لا الہ الا اللہ اور بلند آواز سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتی تھی، نیز انکو بدعتی قرار دیا ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ۱ /۲۱۲ : سوال- اس اطراف کے مولویاں ومنشیاں صاحبان ماہ رمضان المبارک میں دوسرے ملکوں میں روپیہ کمانے کی غرض سے نکلتے ہیں اور دعوت میں مولود خوانی ووعظ گوئی وختم خوانی کرتے ہیں اور اس میں روپیہ پیسہ لیتے ہیں اور فطرہ بھی لیتے ہیں، پس اس طرح سے روپیہ کمانا جائز ہے یا ناجائز اور روپیہ پیسہ ان کے لئے حرام ہے یا حلال؟

الجواب- حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

মিলাদে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দাঁড়িয়ে সালাম জানানো

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব উক্তি করেন যে মিলাদে কিয়ামের সময় নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দাঁড়িয়ে সালাম জানানো জায়েয নয়। দাঁড়িয়ে ও বসে করার মধ্যে কোনটা জায়েয হবে?

উত্তর : নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করা অত্যন্ত সাওয়াবের কাজ এবং নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ যেকোনো মুমিনের বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা অতি প্রয়োজন। তবে প্রচলিত মিলাদ কিয়ামের মাধ্যমে দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করার প্রমাণ ইসলামের সোনালি যুগ হতে অদ্যাবধি কোনো হক্কানী আলেম থেকে পাওয়া যায়নি। তাই উলামায়ে কেরাম প্রচলিত কিয়াম মিলাদকে বর্জনীয় বলেছেন। (৭/৬৪)

📖 سنن النسائي (دارالحديث) ٢/ ١٤٤ (١٢٩٦) : عن يزيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات» .

📖 الحاوى للفتاوى (مكتبه رشيديه) ١ /٢٠٠- ٢٠١ : وقد ادعى الشيخ تاج الدين عمر بن على اللخمى السكندرى المشهور بالفاكهانى - من متأخرى المالكية- أن عمل المولد بدعة مذمومة... ... قال رحمه الله :... ... امابعد فانه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذى يعمله بعض الناس فى شهر ربيع الاول ويسمونه المولد: هل له اصل فى الشرع او هو بدعة وحدث فى الدين ؟... ... فقلت وبالله التوفيق: لا اعلم لهذا المولد اصلا فى كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامة الذين هم القدوة فى الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الاكالون... ... ... وهذا لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابى عنه بين يدى الله تعالى ان عنه سئلت، ولا جائز ان يكون مباحا لأن الابتداع فى الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين -

Scanned by CamScanner

মিলাদ শরীয়তসম্মত পন্থায় করা যায় কি না

প্রশ্ন : স্কুল-কলেজে বার্ষিক মিলাদ মাহফিলের নিয়ম চালু আছে, এটা শরীয়তসম্মত পন্থায় করার উপায় কী?

উত্তর : মিলাদ মাহফিল দুই ধরনের করা যায় ১. প্রচলিত নিয়মে কিয়াম ও অন্য কিছু আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে মাহফিল করা, যা শরীয়তসম্মত নয় ২. জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী ও আদর্শের আলোচনা করা। কোরআন-হাদীসে, সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন ইমামগণের আমল এরূপই পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে মিলাদ মাহফিল করলে সাওয়াবের আশা করা যায়, যদি তাকে শরীয়তের কোনো আবশ্যকীয় বিষয় মনে করা না হয়। বর্তমানে মিলাদ বলতে প্রথমোক্ত বর্জনীয় পদ্ধতিকেই বোঝায়। তাই প্রচলিত মিলাদ সঠিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করলে তাতে শরীক হওয়ার মধ্যে কোনো আপত্তি নেই। (৭/৬৭৯/১৮২০)

📖المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢/ ٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖فيه ايضًا ٢ /١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

📖فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ١/ ١٢١ : فی الواقع نفس ذکر ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مندوب اور مستحسن ہے مگر بوجہ الحاق امور نا مشروعہ جیساکہ مروجہ زمانہ حال ہے بدعت وحرام ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا

Scanned by CamScanner

ذکر کیجئے مگر جیساکہ قرون ثلاثہ میں تھاکہ نہ مجلس مولود منعقد ہوتی تھی نہ کہ ذکر ولادت پر قیام ہوتا تھاہم سب مامور کئے گئے ہیں اتباع سلف صالحین پر نہ کہ اتباع خلف پر۔

মিলাদ-কিয়ামে শরীক না হলে কাউকে নবীর দুশমন বলে গালি দেওয়া

প্রশ্ন : কিয়াম কাকে বলে? হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির বলে ধারণা করা, অনুষ্ঠানে মিলাদ শেষে তবারক বিতরণ করা, প্রচলিত মিলাদ কিয়ামের মাহফিল আয়োজন করাকে বিশাল সাওয়াবের ও বরকতের কাজ মনে করা এবং মিলাদ ও কিয়ামের মাহফিলে যারা অংশগ্রহণ করে না তাদেরকে নবীর দুশমন, ওহাবী এবং মোনাফেক ইত্যাদি বলে গালি দেওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর: প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়গুলো শরীয়তে প্রমাণিত নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর চার খলীফা হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং চার মাযহাবের ইমাম যথা ইমাম আবু হানীফা (রহ.), শাফেয়ী (রহ.), মালেক (রহ.), আহমদ (রহ.) ও চার তরীকার ওলীগণ হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.), খাজা আজমেরী (রহ.), খাজা সহরওয়ারদী (রহ.), খাজা নকশবন্দী (রহ.) এগুলো করেননি। বর্তমানে যারা করে তারা হকপন্থী নয়। আর যারা করে না তাদেরকে গালি দেওয়ার অর্থ হলো উপরোল্লিখিত মনীষীগণকে গালি দেওয়া। এখন ভেবে দেখতে হবে, গালিদাতা কাকে গালি দিচ্ছে। উক্ত ওলী-বুজুর্গদের গালি দিয়ে কবরে কিভাবে যাবে। (৭/৮৪৩/১৮৯৯)

📖سورة القصص الآية ٤٤ : وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ -

📖الفتاوى الحديثية لابن حجر المكى (قديمى كتبخانه) ص ٢٠٢ :
وسئل نفع الله به: عن حكم الموالد والأذكار التي يفعلها كثير من الناس في هذا الزمان هل هي سنة أم فضيلة أم بدعة؟ فإن قلتم إنها فضيلة فهل ورد في فضلها أثر عن السلف أو شيء من الأخبار، وهل الاجتماع للبدعة المباح جائز أم لا؟ ... ... فأجاب بقوله الموالد والأذكار التي تفعل عندنا أكثرها مشتمل على خير، كصدقة، وذكر، وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه، وعلى شر بل شرور ... ... ولا شك أن القسم الأول ممنوع للقاعدة المشهورة المقررة أن درء المفاسد مقدم على جلب

Scanned by CamScanner

المصالح، فمن علم وقوع شيء من الشر فيما يفعله من ذلك فهو عاص آثم، وبفرض أنه عمل في ذلك خيرا، فربما خيره لا يساوي شره ألا ترى أن الشارع صلى الله عليه وسلم اكتفى من الخير بما تيسر وفطم عن جميع أنواع الشر۔

📖 وفيه أيضا ص ١١٢ : ونظير ذلك فعل كثير عند ذكر مولده صلى الله عليه وسلم ووضع أمه له من القيام وهو أيضا بدعة لم يرد فيه شيء على أن الناس إنما يفعلون ذلك تعظيما له صلى الله عليه وسلم۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱/ ۱۷۹ : یہ مروجہ مجلس میلاد نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث شریف سے ثابت ہے نہ خلفاء راشدین ودیگر صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے نہ تابعین وائمہ مجتہدین (امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرھم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے، نہ محدثین (امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابوداود، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے نہ اولیاء کاملین (حضرت عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بہاء الدین نقشبندی، شیخ عارف شہاب الدین سہروردی وغیرھم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے۔

چھ صدی اس امت پر اس طرح بیت گئیں کہ اس مجلس کا کہیں وجود نہیں تھا، سب سے پہلے بادشاہ اربل نے شاہانہ انتظام سے اسکو منعقد کیا اور اس پر بہت روپیہ خرچ کیا پھر اس کی حرص واتباع میں وزراء اُمراء نے اپنے اپنے انتظام سے مجالس منعقد کیں، تفصیل تاریخ ابن خلکان میں ہے، اسی وقت سے علماء حق نے اس کی تردید بھی لکھی ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱۰/ ۸۹-۸۸ : جو شخص یہ کہے یا یہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر زمان ومکان میں موجود رہتے ہیں، اور اللہ تبارک وتعالی کی طرح حاضر وناظر ہیں اور تمام حرکات وسکنات کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، اس سے توبہ کرکے تجدید ایمان بھی لازم ہے، صحابہ کرامؓ کے زمانہ میں اس مجلس میلاد کو منعقد نہیں کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ امت سے زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم وتوقیر کرتے تھے، تعظیم وتوقیر کا حاصل بھی یہی ہے کہ آپ کی سنت کا اتباع کریں اور آپ کے لائے ہوئے احکام کی اشاعت کے لئے جان ومال اولاد سب کچھ خدا کے راستے میں فنا کردیں وہاں یہ معمول نہ تھا جو کہ آج کل رائج ہے۔

Scanned by CamScanner

দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে মিলাদ পড়া

প্রশ্ন : কোনো কোনো মিলাদ কিয়ামপন্থী মৌলভী সাহেবগণ বলেন যে আমরা জানি, প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামের পক্ষে কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেই, তবে মিলাদ-কিয়াম এ উদ্দেশ্যে করে থাকি যে সাধারণ লোক এটাকে পছন্দ করে, তাই এই উদ্দেশ্যে কিছু লোক সমবেত হলে তাদেরকে নামায, রোজা এবং দ্বীনের কিছু কথা বলার সুযোগ হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম করাকে হিকমতের অন্তর্ভুক্ত বলেও তাঁরা দাবি করে থাকেন। আমার প্রশ্ন হলো, সহীহ দ্বীন প্রচারে এ ধরনের হিকমত অবলম্বন করা শরীয়তসম্মত কি না? তারা এ কথাও বলে থাকে যে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) নাকি মিলাদ ও কিয়াম করেছেন।

উত্তর : এই পদ্ধতিতে দ্বীন প্রচারের নকশা শরীয়তে নেই বিধায় পরিহার করা দরকার। আমাদের দেখার বিষয় কোরআন-হাদীস এবং মুজতাহিদ ইমামগণের কথা ও আমল, এটিই আসল। এর বাইরে কারো আমল শরয়ী দলিল নয়। (৭/ ৮৪৩/১৮৯৯)

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ص ۱۲۱ : فی الواقع نفس ذکر ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مندوب اور مستحسن ہے مگر بوجہ الحاق امور نا مشروعہ جیساکہ مروجہ زمانہ حال ہے بدعت وحرام ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیجئے مگر جیساکہ قرون ثلاثہ میں تھا کہ نہ مجلس مولود منعقد ہوتی تھی نہ کہ ذکر ولادت پر قیام ہوتا تھا ہم سب مامور کئے گئے ہیں اتباع سلف صالحین پر نہ کہ اتباع خلف پر۔

📖 فیہ ایضاص ۱۱۱ : اور حجت قول وفعل مشائخ سے نہیں ہوتی بلکہ قول وفعل شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے اور اقوال مجتہدین سے ہوتی ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دھلی قدس سرہ فرماتے ہیں جب ان کے پیر سلطان نظام الدین قدس سرہ کے فعل کی حجت کوئی لاتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے تو فرماتے کہ فعل مشائخ حجت نباشد اور اس جواب کو حضرت سلطان الاولیاء بھی پسند فرماتے تھے، لہذا جناب حاجی صاحب سلمہ اللہ کا ذکر کرنا سوالات شرعیہ میں بیجا ہے۔

Scanned by CamScanner

মিলাদ মাহফিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপস্থিত হন এটা কুফুরী আক্বীদা

প্রশ্ন : কেউ কেউ ধারণা করে যে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিলাদে হাজির হন, তাই তারা নবীকে সম্মান করে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়। কোরআন ও হাদীসের আলোকে এর সঠিক হুকুম কী?

উত্তর : মিলাদ মাহফিল ও মীলাদুন্নবী দিবসের কোনো ভিত্তি শরীয়তে নেই। সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, ইমামগণের কেউ এ ধরনের কাজ করেননি। এ ধরনের ভিত্তিহীন কাজ করে সাওয়াবের আশা করা যায় না। তাই এসব কাজ সম্পূর্ণ বর্জনীয়। তবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর দেওয়া আদর্শ ও সুন্নাতের ওপর আমল করাই হচ্ছে সত্যিকার রাসূলপ্রেমিকের পরিচয়। পক্ষান্তরে এ ধরনের মাহফিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাজির হওয়ার ধারণা রাখা কোরআন-হাদীসবিরোধী মৌলিক আক্বীদা ও ইসলামের পরিপন্থী। এরূপ আক্বীদা বিশ্বাসের জন্য তাওবা করা জরুরি। (৮/৮৩/২০২৩)

📖 سورة القصص الآية ٤٤ : ﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾

📖 سنن النسائى (دارالحديث) ٢ /١٣٦ (١٢٨١) : عن عبد الله ؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام» -

📖 المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢/ ٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖 فيه ايضًا ٢/ ١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في

Scanned by CamScanner

المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ص۱۱۴ : جواب-یہ محفل چونکہ زمانہ فخر عالم علیہ السلام میں اور زمانہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور زمانہ تابعین و تبع تابعین اور زمانہ مجتھدین علیہم الرحمہ میں نہیں ہوئی اس کا ایجاد بعد چھ سوسال کے ایک بادشاہ نے کیا اس کو اکثر اہل تاریخ فاسق لکھتے ہیں، لہذا یہ مجلس بدعت ضلالہ ہے اس کے عدم جواز میں صاحب مدخل وغیرہ علماء پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اور اب بھی بہت رسائل فتاوی طبع ہو چکے ہیں، زیادہ دلیل کی حاجت نہیں عدم جواز کے واسطے یہ دلیل بس ہے، کہ کسی نے قرون خیر میں اس کو نہیں کیا،....

مجلس مولود مجلس خیر و برکت ہے در صورتیکہ ان قیودات مذکورہ سے خالی ہو فقط بلا قید وقت معین وبلا قیام وبغیر روایت موضوع مجلس خیر و برکت ہے، صورت موجودہ جو مروج ہے بالکل خلاف شرع ہے،اور بدعت ضلالہ ہے۔

মিলাদ ও হাজির-নাজিরে বিশ্বাস

প্রশ্ন :

১. কোথাও কোথাও ইসলামিক অনুষ্ঠানে আলেমগণ বা পীর সাহেবগণ মিলাদ মাহফিল করেন ও কিয়াম করেন। তাঁরা এই আক্বীদায় দাঁড়িয়ে থাকেন যে, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উক্ত মিলাদ অনুষ্ঠানে হাজির হন। এখন আমার প্রশ্ন, হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিলাদ অনুষ্ঠানে হাজির হন কি না? তাঁরা নিজেদের সুন্নী বলে দাবি করেন, এ দাবিটি কতটুকু সত্য?

২. যে সকল আলেম বা পীর-মাশায়েখ কিয়াম করেন না, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির বলে বিশ্বাস করেন না, তাঁরা ওয়াহাবী তাঁদের পেছনে নামায হবে না, তাঁরা ঈমানহারা হয়ে গেছেন, তাঁদেরকে সালাম দেওয়া নিষেধ। শরীয়তের দৃষ্টিতে এই ফতওয়া কতটুকু সঠিক?

উত্তর :

১. হাজির অর্থ সর্বস্থানে সর্বাবস্থায় উপস্থিত আর নাজির অর্থ সর্বদ্রষ্টা। কোরআন ও হাদীস শরীফের অকাট্য দলিল দ্বারা হাজির-নাজিরের গুণ আল্লাহ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য প্রমাণিত। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে এমনকি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এ গুণে গুণান্বিত করা বা এ ধরনের আক্বীদা পোষণ করা ইসলামী আক্বীদার পরিপন্থী। এ ধরনের আক্বীদা পোষণকারী নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করতে পারে না। প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম ইসলাম পরিপন্থী

Scanned by CamScanner

আক্বীদাসম্বলিত একটি প্রথা। ইসলামের সোনালি যুগ তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের যুগে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীতে চার ইমাম, মুহাদ্দিসীন, মুফাস্সিরীন ও ওলী-বুজুর্গ হতে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ৬০৪ হিজরীতে মোজাফ্ফর উদ্দীন কৌকরীর (যিনি ইরবিল শহরের বাদশাহ ছিলেন) মাধ্যমে এর প্রচলন ঘটে। এমতাবস্থায় প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামকে কিভাবে নবী ও রাসূল প্রেমের পরিচায়ক বলা যায়? তাই তো হক্কানী উলামায়ে কেরাম যুগে যুগে এ ধরনের মিলাদ-কিয়ামকে বর্জনীয় ও পরিহারযোগ্য বলে ফতওয়া দিয়ে আসছেন। এর পরও যারা এ ধরনের ভিত্তিহীন ও মনগড়া কাজকে শরীয়ত ও সাওয়াবের কাজ মনে করে, তারা কিভাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে?

২. হাদীস শরীফে আছে, যারা কোনো ব্যক্তিকে কাফের ফতওয়া দেয় বা গালাগাল করে তারা যদি এমন না হয় তাহলে ফতওয়াদাতা বা গালিদাতার ওপর এসে তা পতিত হয়। যারা মুসলমানদেরকে গালি দেয় হাদীসের ভাষায় তাদেরকে ফাসেক বলা হয় তাই প্রচলিত মিলাদ কিয়ামের মতো মনগড়া কাজ না করায় তাদেরকে গালি দেওয়া, বেঈমান বলা মারাত্মক অন্যায়। যারা এ রকম ফতওয়া দেয় হাদীসের ভাষ্য মতে এ ফতওয়া তাদের জন্যই প্রযোজ্য।

এ ধরনের ভণ্ড আলেম ও পীর হতে সরলমনা মুসলমানদের দূরে থাকা উচিত।
(৯/৭৫৮/২৮২৯)

📖سورة القصص الآية ٤٤ : وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ -

📖سنن النسائى (دارالحديث) ٢/ ١٣٦ (١٢٨١) عن عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام» -

📖صحيح مسلم(دارالغدالجديد) ١/ ٥١ (٦٤): عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» -

📖المدخل لابن الحاج(المكتبةالتوفيقية) ٢/٣: ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ص۱۱۱ : اور حجت قول وفعل مشائخ سے نہیں ہوتی بلکہ قول وفعل شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے اور اقوال مجتھدینؒ سے ہوتی ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دھلی قدس سرہ فرماتے ہیں جب ان کے پیر سلطان نظام الدین قدس سرہ کے فعل کی حجت کوئی لاتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے تو فرماتے کہ فعل مشائخ حجت نباشد اوراس جواب کو حضرت سلطان الاولیاء بھی پسند فرماتے تھے،لہذا جناب حاجی صاحب سلمہ اللہ کاذکر کرناسوالات شرعیہ میں بیجا ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱/ ۱۷۹ : یہ مروجہ مجلس میلاد نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث شریف سے ثابت ہے نہ خلفاء راشدین ودیگر صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے نہ تابعین وائمہ مجتھدین (امام اعظم ابوحنیفہؒ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیر ھم رحمھم اللہ) سے ثابت ہے، نہ محدثین (امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابوداود، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیر ہم رحمھم اللہ) سے ثابت ہے نہ اولیاء کاملین (حضرت عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بہاء الدین نقشبندی، شیخ عارف شہاب الدین سہروردی وغیر ھم رحمھم اللہ) سے ثابت ہے۔

چھ صدی اس امت پر اس طرح بیت گئیں کہ اس مجلس کا کہیں وجود نہیں تھا، سب سے پہلے بادشاہ اربل نے شاہانہ انتظام سے اس کو منعقد کیااور اس پر بہت روپیہ خرچ کیا پھر اس کی حرص واتباع میں وزراء اُمراء نے اپنے اپنے انتظام سے مجالس منعقد کیں، تفصیل تاریخ ابن خلکان میں ہے، اسی وقت سے علماء حق نے اس کی تردید بھی لکھی ہے۔

📖 فیہ ایضًا ۱۵ / ۱۰۸: الجواب-اللہ تبارک وتعالی نے اپنے حبیب پاک حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی کو نہیں ملا، اللہ تعالی جہاں چاہے اور جب چاہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچادے اور جس چیز پر چاہے مطلع فرمادے ،اس اعتبار سے حاضر وناظر آپ کی صفت نہیں بنے گی، حاضر وناظر وہ ہے جو ہر جگہ ہر قت ہر شیٔ کے حق میں حاضر وناظر ہو، یہ صرف اللہ تعالی کی صفت ہے، زید نے جو تاویل کی ہے اس تاویل کے اعتبار سے خدائے پاک کی دوسری صفات بھی دوسروں کے لئے ثابت کی جاسکتی ہیں، جس میں عقائد کے فساد کا قوی خدشہ ہے، تاویل مذکورہ کے

Scanned by CamScanner

اعتبار سے زید پر کفر وارتداد کا حکم نہ لگایا جائے مگر اس اطلاق کو موجب ضلال کہا جائیگا،

زید کو اس سے باز آنا لازم ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریابکڈپو) ۱/ ۵۸۷ : احادیث نبویہ کے اندر یہ آتا ہے کہ درود شریف جو میرے اوپر لوگ بھیجتے ہیں اللہ تبارک وتعالی نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں وہ تمام عالم میں گشت کرتے رہتے ہیں، جہاں بھی لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ اسے لے کر میرے پاس پہنچادیتے ہیں، اور اگر میری قبر پر درود پاک پڑھا جائے تو میں خود سنتا ہوں، لیکن کسی حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ مجلس میلاد میں میں خود جاتا ہوں۔

প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের বিধান

প্রশ্ন :

১. ১২ই রবিউল আউয়াল উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা কোরআন ও হাদীসসম্মত কি না?

২. প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম ঠিক কি না?

উত্তর : ১, ২. আল্লাহর হাবীব ও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন নিখিল বিশ্বের জন্য বিরাট রহমত। তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। একজন মুসলমান তার ঈমান সজীব ও বৃদ্ধির ইচ্ছা রাখলে ওই মহান সৃষ্টির জন্মদিন ও মাসের গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁর ফজীলত এবং তাঁর সূরত ও সীরাত আলোচনা করতে হবে। আলোচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে নিজের মধ্যে তাঁর জীবনাদর্শ গড়ে তোলা। তবে এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজকে আনুষ্ঠানিকতার সাথে পালন করা এবং দায়সারাভাবে কিছু সময় ব্যয় করে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করার ব্যাপারে হাদীসে এবং মুজতাহিদ ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারীদের বক্তব্যে কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। তাই বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম আনুষ্ঠানিকতার সাথে তা পালন করেন না। উল্লেখ্য যে, প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন ও আনুষ্ঠানিকতার সূচনা প্রায় ৬০০ (ছয় শত) বছর পর আবির্ভাব হয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে ঈদে মীলাদুন্নবীর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এমনকি যাঁরা বর্তমানে এ জশন উদ্‌যাপন করেন, তাঁরাও কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত করেননি। ১৩০০ বছর পর হঠাৎ করে জশনের মাধ্যমে রাসূল (সা.)-এর প্রেমের প্রমাণ খুঁজে বের করা

Scanned by CamScanner

হয়। ঠিক একই নিয়মে ইসলামের ছয় শত বছর পর হঠাৎ করে আনুষ্ঠানিকতার সাথে কিয়াম আরম্ভ হয়, যার কোনো হদিস ইসলামের স্বর্ণযুগে পাওয়া যায় না। ধর্মীয় আচরণে যেকোনো কাজ করা হবে ইসলামের স্বর্ণযুগে তার প্রমাণ থাকতে হবে। অন্যথায় এ কাজ ধর্মীয়ভাবে করা যাবে না। তাই প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী, কিয়াম, জশনে জুলুস ধর্মীয়ভাবে করা হতে বিরত থাকার জন্য যুগে যুগে হক্কানী উলামায়ে কেরাম বলে আসছেন। তাঁদের অনুসরণে আমরাও এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা হতে বিরত থাকার জন্য মুসলিম জনগণকে সতর্ক করে দেওয়া ধর্মীয় কর্তব্য মনে করি। (২/৮)

📖سنن ابى داود (دارالحديث) ٤ / ٢٢٢٢ (٥٢٣٠) : عن أبي أمامة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا» -

📖سنن الترمذي (دارالحديث) ٤/ ٥٠٧ (٢٧٥٤) : عن أنس، قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك»-

📖 المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖فيه ايضًا ٢ / ١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وتعظيما له ولسنته – صلى الله عليه وسلم – ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

📖مجموعة فتاوى ابن تيمية (عالم الكتب) ١/ ٣١٣ : واما اتخاذ موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالى شهر ربيع الاول التى يقال انها

Scanned by CamScanner

ليلة المولد وبعض رجب... ... يسميه الجهال عيد الابرار فإنها من البدع التى لم يستحبها السلف ولم يفعلوها۔

📖 الحاوى للفتاوى (مكتبه رشيديه) ١/ ٢٠٠- ٢٠١ : وقد ادعى الشيخ تاج الدين عمر بن على اللخمى السكندرى المشهور بالفاكهانى-من متأخرى المالكية-أن عمل المولدبدعة مذمومة... ... قال رحمه الله :... ... امابعد فانه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذى يعمله بعض الناس فى شهر ربيع الاول ويسمونه المولد: هل له اصل فى الشرع او هو بدعة وحدث فى الدين ؟... فقلت وبالله التوفيق: لا اعلم لهذا المولد اصلا فى كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامة الذين هم القدوة فى الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الاكالون... ... ... وهذا لم يأذن فيه الشرع، ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت، وهذا جوابى عنه بين يدى الله تعالى ان عنه سئلت، ولا جائز ان يكون مباحا لأن الابتداع فى الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين .

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (مكتبة زكريا) ٣٧٨/٦ : وفى فتاوى القاضى : رفع الصوت بالذكر حرام وقد صح عن ابن مسعود رضـ انه سمع قومًا اجتمعوا فى مسجدٍ يهلّلون ويصلون عليه الصلاة والسلام جهرًا فراح اليهم فقال ما عهدنا ذلك على عهده عليه السلام وما اراكم الا متبدعين فما زال يذكر ذلك حتى أخرجهم عن المسجد .

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ١ / ١٥٧ : مجالس ميلاد مروجه كا قيام معهود شريعت ميں ثابت نہيں قرون ثلاثه مشهود لها بالخير ميں اس كا كوئى وجود نه تها صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم اور تابعين تبع تابعين اور ائمه مجتهدين رحمة الله عليهم كے زمانه ميں نہيں تها نه ان حضرات سے اس كے بارے ميں كوئى روايت جواز كى منقول نه اصول شريعت غراء سے اس كا كوئى ثبوت۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا / ۱۶۰ : محفل میلاد میں قیام مروج بے اصل اور بدعت ہے صلاۃ وسلام پڑھنا تو جائز مگر اس کی ھیئت کذائی اور پھر اس پر اصرار کرنا اور تارک کو مطعون اور ملوم بنانا یہ سب ناجائز اور بدعت ہے۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۱۶۲ : کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کے حالات طیبات کا پڑھنا اور سننا تو مسلمان کیلئے تمام امور میں خیرات وبرکات کا مدار ہے بلکہ واجب اور ضروری ہے لیکن محفل میلاد کا موجودہ زمانہ میں رسم پڑ گئی ہے اس میں طرح طرح کی بدعات اور ناجائز کام شامل ہو گئے ہیں اس لئے جمہور علماء امت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے اور اس طرح اس محفل میں بوقت ذکر ولادت قیام کرنا بھی بالکل منگھڑت حکم ہے۔

মিলাদ ও কিয়াম, সংশয় ও নিরসন

প্রশ্ন : মিলাদ ও কিয়াম করার শরয়ী হুকুম কী? একটি বইয়ে দেখতে পেলাম, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা কাসতালানী (রহ.) নাকি "মাওয়াহিবুল লাদুনিয়্যাহ" নামক গ্রন্থে বলেছেন, ولازال اهل الاسلام يحتفلون الخ (খন্ড : ১, পৃ : ২৭-মিশর হতে প্রকাশিত) অর্থাৎ রবিউল আউয়াল মাসে মুসলিম মিল্লাত সর্বদা মাহফিল করে আসছে এবং আনন্দের সাথে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন ও বিশেষ আয়োজনের মাধ্যমে মিলাদ পড়ে আসছে। মিলাদ মাহফিলের কারণে ওই বছর নিরাপত্তা কায়েম থাকে। আল্লাহ তা'আলা ওই ব্যক্তির ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যিনি মীলাদুন্নবীর মাসে প্রত্যেক রাতকে ঈদ বানিয়ে নিয়েছে। অন্যদিকে আল্লামা তাকী উদ্দীন সুবকী ও হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)সহ বহু উলামা ও বুজুর্গানে দ্বীনও নাকি ঈদে মীলাদুন্নবী পালন ও কিয়াম করার পক্ষে ছিলেন এবং তাঁরা নিজেরাও তা করেছেন। বিষয়গুলোর সঠিক সমাধান প্রার্থনা করছি।

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও আদর্শ ইত্যাদি আলোচনা করা একটি বরকতময় ইবাদত, তার নাম মিলাদ মাহফিল রাখা হোক বা তাকে সীরাত অনুষ্ঠান। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো, মাহফিলে সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য হাদীসের বর্ণনা হতে হবে। যদি মনগড়া বা বানানো রেওয়ায়াতের আলোচনা বা বর্ণনা করা হয় তাহলে মাহফিলে উপস্থিত সকলেই গোনাহগার হবে। এ শর্ত রক্ষা করেই খাইরুল কুরূন তথা সাহাবা, তাবেঈন ও তাবে'তাবেঈনের যুগে আলোচনা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে এর সাথে কিয়ামেরও সংযোজন হয়। তবে কেউ এটাকে আবশ্যকীয় বলে

Scanned by CamScanner

মনে করেননি এবং কেউ না করলে তাকে তিরস্কারও করা হতো না। তারপর এমন একটি যুগ এল, যখন এ ধরনের মাহফিলকে কিয়ামের সাথে এভাবে সাজানো হলো যে কিয়াম ব্যতীত মিলাদ মাহফিলের কল্পনাই করা যায় না এবং কেউ না করলে তাকে তিরস্কার করা হয়। এ কাজের জন্য যেহেতু শরীয়তের পক্ষ হতে কোনো আদেশ নেই এবং এ কাজ যারা করে না তাদেরকে গালি দেওয়া ও তিরস্কার করা হয়, তাই ফুকাহায়ে কেরাম এবং বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতানুসারে এটা অবশ্যই গর্হিত কাজে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লামা কাসতালানী (রহ.) 'মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়্যাহ' গ্রন্থে যা লিখেছেন তা একটি ইতিহাসমাত্র। তিনি এর পক্ষে কোনো হাদীস উল্লেখ করেননি এবং এর বৈধ-অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো হুকুম উল্লেখ করেননি। আল্লামা ইবনুল হাজ্ব (রহ.) তাঁর গ্রন্থ 'মাদখাল'-এর মধ্যে মিলাদের নামে অনেক ধরনের মনগড়া কাজ এবং কুসংস্কার প্রকাশ পাওয়ার কারণে এটিকে নিষেধ করেছেন। বর্তমানেও মিলাদের নামে অনেক ধরনের কুসংস্কার এবং রীতিনীতি পালন করা হয় এবং যারা করে না তাদেরকে গালি দিতে এবং তিরস্কার করতে দ্বিধা করে না। এ জন্য বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম যাঁরা উম্মতে মুসলিমার অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন, তাঁরা কঠোরভাবে এ ধরনের কাজকে নিষেধ করেছেন। আর দু-একজন আলেম যাঁরা মিলাদ মাহফিল করেছেন, তা তাঁদের ব্যক্তিগত আমল। এর সাথে শরীয়তের কোনো সম্পর্ক নেই। (৫/৬৪/৮১১)

📖المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ / ٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖فيه ايضًا ٢/ ١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢/ ١٢٠ : وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه لأن الجهال يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدى اليه فمكروه.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا بکڈپو) ۱۱۴ : جواب-یہ محفل چونکہ زمانہ فخر عالم علیہ السلام میں اور زمانہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور زمانہ تابعین و تبع تابعین اور زمانہ مجتہدین علیہم الرحمہ میں نہیں ہوئی اس کا ایجاد بعد چھ سو سال کے ایک بادشاہ نے کیا اس کو اکثر اہل تاریخ فاسق لکھتے ہیں، لہذا یہ مجلس بدعت ضلالہ ہے اسکے عدم جواز میں صاحب مدخل وغیرہ علماء پہلے بھی لکھ چکے ہیں، اور اب بھی بہت رسائل فتاوی طبع ہو چکے ہیں، زیادہ دلیل کی حاجت نہیں عدم جواز کے واسطے یہ دلیل بس ہے، کہ کسی نے قرون خیر میں اس کو نہیں کیا،... ...

مجلس مولود مجلس خیر و برکت ہے در صورتیکہ ان قیودات مذکورہ سے خالی ہو فقط بلا قید وقت معین و بلا قیام و بغیر روایت موضوع مجلس خیر و برکت ہے، صورت موجودہ جو مروج ہے بالکل خلاف شرع ہے، اور بدعت ضلالہ ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا بکڈپو) ۱۱۷ : مجلس مولود کا مفصل ذکر 'براہین قاطعہ' میں دیکھو اور حجت قول و فعل مشائخ سے نہیں ہوتی بلکہ قول و فعل شارع علیہ السلام سے اور اقوال مجتہدین سے ہوتی ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی قدس سرہ فرماتے ہیں جب ان کے پیر نظام الدین قدس سرہ کی حجت کوئی لاتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے تو فرماتے کہ فعل مشائخ حجت نباشد اور اس جواب کو سلطان الاولیاء بھی پسند فرماتے تھے لہذا جناب حاجی صاحب سلمہ اللہ کا ذکر کرنا سوالات شرعیہ میں بیجا ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱ / ۱۵۲ : سوال: میلاد شریف کی بنیاد کہاں سے ہے اور کب سے شروع ہوئی اور کیوں شروع ہوئی؟

الجواب-میلاد شریف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے صدیوں بعد ایجاد ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم و تابعین وائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کے زمانہ مبارک میں اس کا وجود نہ تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات اور فضائل و معجزات کا بیان کرنا مسلمانوں کے لئے بصیرت افروز اور موجب سعادت دارین ہے، مگر اول تو اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ واقعات اور روایات صحیح صحیح بیان کئے جائیں، غلط اور موضوع قصے نہ بیان کئے جائیں دوسرے یہ کہ مجلس خاص اہتمام سے اور میلاد کے نام سے منعقد کرنے کا کوئی ثبوت نہیں، اس لئے بہتر ہے کہ مجالس وعظ سے ہی کام لیا جائے، تیسرے

Scanned by CamScanner

یہ کہ منکرات شرعیہ مثلا اسراف تفاخر ریاسے اجتناب کیا جائے، چوتھے کسی خاص وقت تاریخ کو اس کے لئے شرعًا مخصوص یا مفید زیادت ثواب نہ سمجھا جائے، تو نفس ذکر اوصاف وفضائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل مستحبات میں سے ہے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱/ ۳۶۴ : الجواب-یہ غلط ہے کہ اظہار محبت وعقیدت قیام عندالتسلیم سے ہوتا ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی کھڑے ہونے سے ہوتا ہے، اظہار محبت وعقیدت تو اتباع واطاعت سے ہوتا ہے.

মিলাদসংক্রান্ত কিছু কুসংস্কার

প্রশ্ন :

১. ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন উপলক্ষে মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে, দোকানে-দোকানে চাঁদা সংগ্রহ করা ও টাকা দিয়ে মসজিদের ভেতরে ও বাইরে আলোকসজ্জা করা।
২. উক্ত দিনে বিশাল আয়োজনের সহিত মিষ্টি, মিঠাই, শিরনি ও গরু-খাশি জবাই করে গোশত-ভাতের ব্যবস্থা করা এবং এই নিয়ে নিমন্ত্রণকারী-নিমন্ত্রিতদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া এবং গীবত শেকায়েতের চর্চা হওয়া।
৩. মাইকের সাহায্যে মিলাদ মাহফিলের পরিচালনা করা ও মিলাদের একপর্যায়ে "ইয়া নবী সালামু আলাইকা" এই ধ্বনি দিয়ে দাঁড়িয়ে নবীজিকে সম্মান ও সালাম প্রদর্শন করা।
৪. রাস্তার ওপর পীর-মাশায়েখ হেঁটে যাবেন বলে রঙিন কাপড় বা কার্পেট বিছানো (আধা কিলোমিটারজুড়ে)।
৫. ডেকোরেশন থেকে ভাড়া করে রাস্তার উভয় পার্শে ব্যয়বহুল গেট সাজানো।
৬. ইসলামী সংস্কৃতির নামে চিৎকার করে বিভিন্ন প্রকার স্লোগান দেওয়া ও মিছিল করা।
৭. বিভিন্ন বয়সী বালকদের দ্বারা না'ত, গজল, কবিতা প্রভৃতি আবৃত্তি করা।
৮. পুরস্কার বিতরণের ভিত্তিতে গভীর রাত পর্যন্ত কেরাত প্রতিযোগিতা চালানো।
৯. পারিশ্রমিক প্রদানের শর্তে বিভিন্ন এলাকা থেকে আমন্ত্রিত পেশাদার বক্তাদের বক্তৃতা পেশ করা ইত্যাদি।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে মিলাদ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

উত্তর : প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুহব্বত ও ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ, নবীর মুহব্বত ব্যতীত মুমিন হওয়া যায় না। এ মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ কাজ ও কথার দ্বারা হয়। প্রতিটি বিষয়ে নবীর আদর্শ অনুসরণ বাস্তব মুহাব্বতের পরিচায়ক। উত্তম ও পরিপূর্ণরূপে এই মুহব্বতের পরিচয় দিয়েছেন সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন

Scanned by CamScanner

ও আয়িম্মায়ে কেরাম। যারা পরবর্তী লোকদের জন্য অনুসরণীয় তাঁদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরাম সবার শ্রেষ্ঠ, যাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুহব্বতের পরিচয় দিতে গিয়ে নিজের জানমাল–সব কিছুই কোরবান করে দিয়েছেন। তাঁদেরকে সত্যের মাপকাঠি বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, নবীগণের পরই যাঁদের মর্যাদা। যাঁদের অনুসরণ করার ব্যাপারে নবীরই নির্দেশ রয়েছে। যাঁরা জানতেন নবীর জন্মদিবস, যাঁদের জানা ছিল ওফাত দিবস। কিন্তু তাঁরা জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। তাঁদের পরে তাবেঈন ও তাবেতাবেঈন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের কেউ কোনো অনুষ্ঠান করেছিলেন বলে হদিস পাওয়া যায় না। এ কারণে কি বলা যাবে তাঁরা নবীকে ভালোবাসতেন না? কখনো না। আসলে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এসব অনুষ্ঠানের দ্বারা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুশি হবেন না। যেহেতু এসব অনুষ্ঠান নবীর শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত নয়।

তাই তাঁরা জন্ম বা ওফাত উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল, সাজসজ্জা, মিষ্টি বিতরণ ইত্যাদি সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিকতা থেকে বিরত ছিলেন। প্রশ্নে বর্ণিত কর্মকান্ড কোনো মুসলমানের নয়, হতেও পারে না। এসব অসার ও ভিত্তিহীন কাজ। (৫/১৩৮/৮৫৩)

📖المدخل لابن الحاج (المكتبةالتوفيقية) ٢/ ٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖الاعتصام للشاطبي (دار ابن عفان) ص ٥٤٨ : وأما غير العالم وهو الواضع لها، لأنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة، ... ... وجعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقا بأيام الأعياد لأنه عليه السلام ولد فيه، وكمن عد السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية -

অবশ্য নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করা খুবই বরকতময় ও পুণ্যময় কাজ। নবীর আদর্শের আলোচনাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এসব কাজ সদা সর্বদা করা প্রয়োজন। এর জন্য কোনো সময় বা দিবস নির্দিষ্ট করে আনন্দ-উল্লাস করা শরীয়তবহির্ভূত। কারণ ইসলামে ঈদের মাত্র দুটি দিবস আছে, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এ ছাড়া অন্য কোনো দিবসকে আনন্দ-উল্লাসের জন্য নির্দিষ্ট করে ঈদ পালন করা শরীয়তবিরোধী।

📖سنن ابى داود (دارالحديث) ١/ ٤٨٩ (١١٣٤) : عن أنس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما،

Scanned by CamScanner

فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر ".

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে বর্তমানে মিলাদের নামে যেসব রেওয়াজের কথা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে তা নবীর সুন্নাত ও আদর্শবহির্ভূত। মানুষের কাছ থেকে চাপ প্রয়োগ করে টাকা নেওয়া নাজায়েয বলে হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

📖السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٨ / ٤٣٨ (١٦٧٥٦) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال رجل مسلم لأخيه , إلا ما أعطاه بطيب نفسه ".

গেট নির্মাণ করা, রাস্তায় গালিচা বিছানো ও আলোকসজ্জা অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অপব্যয়কারীকে ভালোবাসেন না।

📖سورة الانعام الآية ١٤١ : وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

আর লোক দেখানোর জন্য যেসব কাজ করা হয় সেগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অপছন্দনীয় এবং মারাত্মক গোনাহের কাজ।

📖سنن ابن ماجة (إحياء الكتب) ٢ / ١٣٢٠ (٣٩٨٩) : عن عمر بن الخطاب، أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي؟ فقال: ما يبكيك؟ قال: يبكيني شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «إن يسير الرياء شرك.

সারকথা, বর্তমানে প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামের কোনো প্রমাণ কোরআন-হাদীস এবং সাহাবা ও তাবেঈন-তবেতাবেঈন ও আয়িম্মায়ে কেরামের কাজকর্মে পাওয়া যায় না। অথচ এ অনুষ্ঠানটি বর্তমানে যে কারণে করা হয় সে কারণটি তাদের যামানায়ও ছিল এবং ইচ্ছা থাকাবস্থায় না পারার কিছুই ছিল না। আর এ অনুষ্ঠানের নামে অন্য যেসব কাজ করা হয় বলে প্রশ্নে বর্ণিত তা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঘৃণিত এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ হতে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। (৫/১৩৮/৮৫৩)

Scanned by CamScanner

ফেতনার ভয়ে মিলাদে অংশগ্রহণ করা

প্রশ্ন : প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কী? কোনো এলাকায় যদি ফেতনার ভয় থাকে সেখানে সাময়িকের জন্য মিলাদ-কিয়াম ইত্যাদিতে শরীক হওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম তাবেঈন, তাবেতাবেঈন এবং হক্কানী উলামাগণ এ কাজ কখনো করেননি। শরয়ী কোনো দলিল দ্বারাও এ কাজ প্রমাণিত নয়। সুতরাং শরীয়তের দৃষ্টিতে এ কাজ ভিত্তিহীন। কোথাও বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অন্তরে এ কাজের ঘৃণা রেখে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে সাময়িকের জন্য করলে গোনাহ হবে না বলে আশা করা যায়। (৫/১৮৪/৮৬৫)

📖المدخل لابن الحاج(المكتبةالتوفيقية) ٢/ ٣: ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖امدادالاحکام (مکتبہ دارالعلوم کراچی) ۱ /۲۱۳ : سوال-اگر اتفاقا محفل میلاد میں حاضر ہو جاوں کہ پہلے سے مجھے خبر نہ ہو اور وہاں سے جانے میں فساد کا خوف ہو اس صورت میں شریک میلاد ہوں یا نہیں؟ اور قیام کروں یا نہیں؟
جواب-اگر بے خبری میں شریک ہو جائے تو شرکت کر لی جائے اور قیام بھی کر لیا جائے کہ فتنہ وفساد سے بچنا اہم ہے ومن ابتلى ببليتين فليختر اهونهما.

মিলাদ চলাকালে ইবাদতে মশগুল হওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি দেশে প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম চলাকালে মসজিদের একপার্শ্বে কোরআন তেলাওয়াত, নফল নামায ও কাযা নামায আদায় করে তবে তার ইবাদত শরীয়তসম্মত হবে কি? এ রকম ইবাদতকারীকে কিয়ামকারীরা ঘৃণার চোখে দেখে থাকে। ইমাম সাহেব যদি জামাতের পরপরই মিলাদ শুরু করে দেন তাহলে মাসবুকদের নামায আদায়ে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি হয়। এ কারণে ইমাম সাহেব গোনাহগার হবেন কি? প্রচলিত মিলাদ পড়া হাদীস শরীফ মোতাবেক সঠিক কি না? এবং প্রচলিত মিলাদকে

Scanned by CamScanner

বিদ'আত ও শিরিক বলা যাবে কি না? মিলাদ মাহফিলে যে মিষ্টি বণ্টন করা হয় তা খাওয়া জায়েয হবে কি?

উত্তর : প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামের যোগসূত্র কোরআন-হাদীস ও ইজমা-কিয়াসে নেই। ইসলামের স্বর্ণযুগ ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের আমলেও তার কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং ইসলামের ৬০০ বছর পর মুজাফ্‌ফারুদ্দীন নামক বাদশাহর উদ্যোগে নামধারী কিছু আলেমের হাতে এটা আবিষ্কৃত হয়। একে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় মনে করা বিদ'আত ও মারাত্মক অন্যায়।

সুতরাং কিয়ামিরা ঘৃণার চোখে দেখলেও এ ধরনের ভিত্তিহীন কাজে সময় ব্যয় না করে অন্য ইবাদতে সময় ব্যয় করা অবশ্যই সঠিক, যদি পরিবেশ ফেতনামুক্ত হয়, আর যদি ফেতনার আশংকা থাকে ওই স্থান ত্যাগ করে অন্য স্থানে গিয়ে ইবাদত করাই উত্তম হবে। মিলাদের দ্বারা অন্য নামাযীর নামাযে বা ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটলে এর গোনাহ আয়োজক ও ইমাম সাহেবের ওপর বর্তাবে। তবে নামাযীর নামাযে কোনো ত্রুটি আসবে না। এ ধরনের অনুষ্ঠান শেষে যে মিষ্টি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়, তা নেওয়া ও খাওয়া থেকে বিরত থাকা উচিত। (৬/৭১৭/১৩৯৩)

📖 المدخل لابن الحاج (المكتبةالتوفيقية) ٢/١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ١/ ١٧٩ : یہ مروجہ مجلس میلاد نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث شریف سے ثابت ہے نہ خلفاء راشدین ودیگر صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے نہ تابعین وائمہ مجتہدین (امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیر ہم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے، نہ محدثین (امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابوداود، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیر ہم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے نہ اولیاء کاملین (حضرت عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بہاءالدین نقشبندی، شیخ عارف شہاب الدین سہروردی وغیر ھم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے۔

Scanned by CamScanner

چھ صدی اس امت پر اس طرح بیت گئیں کہ اس مجلس کا کہیں وجود نہیں تھا، سب سے پہلے بادشاہ اربل نے شاہانہ انتظام سے اس کو منعقد کیا اور اس پر بہت روپیہ خرچ کیا پھر اس کی حرص واتباع میں وزراء امراء نے اپنے اپنے انتظام سے مجالس منعقد کیں، تفصیل تاریخ ابن خلکان میں ہے، اسی وقت سے علماء حق نے اس کی تردید بھی لکھی ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١/ ١٧٠ : اس طرح دعا مانگنا کہ نمازیوں کو تشویش ہو نماز میں خلل واقع ہو اور غلطی ہو جائے اسطرح دعاء مانگنا جائز نہیں ہے امام گنہگار ہوتا ہے اور جو لوگ امام کو اس طرح دعا مانگنے پر مجبور کرتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ١ /٣٤٨ : محفل میلاد میں شیرنی وغیرہ تقسیم کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے اور خود محفل میلاد کو بھی واجب کا درجہ دیا جاتا ہے، جب کسی جائز کام کو لوگ ضروری سمجھنے لگیں تو یہ کام مکروہ ہو جاتا ہے، کل مباح یؤدی الیہ (الی الوجوب) فمکروہ.

📖 فیہ ایضاً /٣٨٢ : اگر اس قسم کا کھانا پکانے والا غیر اللہ کو نفع ونقصان کا مالک سمجھتا ہے تو اس کا یہ فعل شرک ہے اور یہ کھانا حرام ہے، اس کا قبول کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں، اور اگر نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتا تو کھانا حرام نہیں، مگر یہ فعل بدعت ہے ایسا کھانا لینے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے، تاکہ بدعت کی اشاعت اور تائید کا گناہ نہ ہو۔

প্রচলিত মিলাদ বিদ'আতে সায়্যিআহ

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত কিয়াম ও মিলাদের শরয়ী হুকুম কী? এগুলো বিদ'আতে সায়্যিআহ নাকি হাসানাহ্?

উত্তর : মূলত মীলাদুন্নবীর আলোচনা করা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সত্যিকার আশেকের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং বড়ই সাওয়াবের কাজ। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ ও এর পদ্ধতির কোনো প্রমাণ ইসলামের স্বর্ণযুগে পাওয়া যায় না। বরং ছয় শত বছর পর একজন ফাসেক বাদশাহ নামধারী জনৈক আলেমের মাধ্যমে এর আবিষ্কার। এতে ইসলাম পরিপন্থী বহু বিষয় সংমিশ্রণ থাকায় এটা বিদ'আতে সায়্যিআহ ও সম্পূর্ণ বর্জনীয়। (৭/২৯৪/১৬২২)

📖 المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات

وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱/ ۱۷۹ : یہ مروجہ مجلس میلاد نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث شریف سے ثابت ہے نہ خلفاء راشدین ودیگر صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے نہ تابعین وائمہ مجتہدین (امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیر ہم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے، نہ محدثین (امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابوداود، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیر ہم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے نہ اولیاء کاملین (حضرت عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بہاءالدین نقشبندی، شیخ عارف شہاب الدین سہروردی وغیر ہم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے۔

چھ صدی اس امت پر اس طرح بیت گئیں کہ اس مجلس کا کہیں وجود نہیں تھا، سب سے پہلے بادشاہ اربل نے شاہانہ انتظام سے اس کو منعقد کیا اور اس پر بہت روپیہ خرچ کیا پھر اس کی حرص واتباع میں وزراء امراء نے اپنے اپنے انتظام سے مجالس منعقد کیں، تفصیل تاریخ ابن خلکان میں ہے، اسی وقت سے علماء حق نے اس کی تردید بھی لکھی ہے۔

কিয়াম করে জাহান্নামে যেতে হলে তা-ই করব!

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার জনৈক বিদ'আতী ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করা হলো যে তোমরা যে কিয়াম করো তার প্রমাণ কী? উত্তরে সে বলল, আমাদের কোনো প্রমাণ তথা শরয়ী দলিল নেই। তবে আমাদের মুরব্বি ও পীরগণ করেছেন বিধায় আমরাও করি। সুতরাং এ জন্য যদি তাঁরা জাহান্নামে যান; তবে আমরাও জাহান্নামে যেতে ইচ্ছুক। এখন প্রশ্ন হলো, ওই ব্যক্তির উপরোল্লিখিত উক্তির কারণে তার ঈমানের ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামের কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেই। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, ফিকাহ ও হাদীসের ঈমামগণ, তরীক্বতের বুজুর্গগণ কেউ এই কাজ করেননি। তাই হক্কানী উলামায়ে কেরাম প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামকে ভিত্তিহীন ও বর্জনীয় বলে ফতওয়া দিয়ে থাকেন। এ কথা জানার পর নিজের পছন্দের লোকদের অনুসরণে এ কাজ করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা বড় গোনাহ। এর জন্য আল্লাহর দরবারে খাঁটি মনে তাওবা করা জরুরি। (৭/৪৪৪/১৭২৪)

Scanned by CamScanner

📖 المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢/ ٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖 فيه ايضًا ٢ /١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ١٦/ ٨٢ : الجواب-ایسا جملہ کہنا بہت سخت بات ہے، اگر خدانخواستہ یہ مطلب ہو کہ ہم شرعی احکام پر ایمان ویقین نہیں رکھتے تو ایمان کا سلامت رہنا دشوار ہے، اگر یہ مطلب نہ ہو تب بھی بڑی جہالت ہے، بہر حال ایسی بات کہنے والے کو توبہ واستغفار لازم ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ۱۱۵ : مجلس مولود کا مفصل ذکر 'براہین قاطعہ' میں دیکھو اور حجت قول وفعل مشائخ سے نہیں ہوتی بلکہ قول وفعل شارع علیہ السلام سے اور اقوال مجتہدین سے ہوتی ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی قدس سرہ فرماتے ہیں جب ان کے پیر نظام الدین قدس سرہ کی حجت کوئی لاتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے تو فرماتے کہ فعل مشائخ حجت نباشد اور اس جواب کو سلطان الاولیاء بھی پسند فرماتے تھے لہذا جناب حاجی صاحب سلمہ اللہ کا ذکر کرنا سوالات شرعیہ میں بیجا ہے۔

Scanned by CamScanner

কিয়াম না করে মিলাদকে আবশ্যকীয় মনে করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে একটি প্রথা চালু রয়েছে যে তারাবীর নামাযের পর অথবা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শুরুতে বা শেষে এবং দাওয়াত খাওয়ার পর সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে মিলাদ পাঠ করা হয় এবং এটাকে আবশ্যক মনে করা হয়। মিলাদ পাঠ করা না হলে যথাক্রমে তারাবীর মুসল্লী, অনুষ্ঠানের আয়োজক এবং মেজবানগণ অসন্তুষ্ট হন। মিলাদ পরিচালনাকারী মিলাদের মাঝে মাঝে বাংলা বা উর্দু শ্লোকগাঁথা আবৃত্তি করেন। তবে কিয়াম করা হয় না এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির মনে করা হয় না। যারা এগুলো করছে তাদের দলিল হচ্ছে, এ দেশের বড় বড় আলেমরা মিলাদ এভাবেই পড়ে থাকেন এবং রেডিও-টিভিতেও এভাবেই পড়া হয়, তাই আমরাও পড়ি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উল্লিখিত পদ্ধতিতে মিলাদ পাঠ শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ আছে কি?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী আলোচনা করা নিঃসন্দেহে সাওয়াব ও বরকতের কাজ। কিন্তু মিলাদ পড়ার নামে প্রচলিত পদ্ধতিতে আনুষ্ঠানিকতার কোনো ভিত্তি কোরআন-হাদীসে নেই। এরূপ কোনো কাজ সাহাবা, তাবেঈন, তাবে'তাবেঈন, মাযহাবের ইমাম আবু হানীফা (রহ.) প্রমুখ, হাদীসের ইমাম ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমুখ, তরীক্বতের ইমাম আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) প্রমুখ করেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। এরূপ আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বর্জনীয়। এ কারণেই হক্কানী উলামায়ে কেরাম মিলাদ পাঠের নামে আনুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করে থাকেন। শরয়ী ভিত্তি প্রমাণহীন কাজ কেউ করলে তা অনুসরণীয় হয়ে যায় না। (৭/৫০৩/১৭৩৩)

📖المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۱ /۳٦۴ : یہ فعل بلاشبہ منکر اور بدعت ہے، بلکہ کئی بدعات کا مجموعہ ہے، مثلاً ۱۔ درود شریف کے لئے وقت کی تخصیص ۲. مکان کی تخصیص ۳. اجتماعی ہیئت کی تخصیص ۴. صورت امامت کی تخصیص ۵. کھڑے ہو کر پڑھنے کی تخصیص، ٦۔ با آواز بلند پڑھنے کی تخصیص ۷. ان سب امور کا التزام ان میں سے ہر فعل مستقل ایک بدعت ہے، اس لئے کہ شریعت مطہرہ میں درود شریف کے لئے ان قیود و تخصیصات کا کوئی ثبوت نہیں، جس کام کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص کیفیت اور کوئی خاص طریقہ متعین نہ فرمایا ہو اسکے لئے اپنی طرف سے مخصوص طریقے بنالینا دین میں اختراع اور زیادتی ہے، جس کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ (معاذاللہ) اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے کا علم نہ تھا، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام اور افتراء کی وجہ سے بدعت پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، فرمایا: کل محدثة ضلالة وكل ضلالة فی النار یعنی دین میں ہر نئی پیدا کردہ چیز گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانیوالی ہے، اس قسم کے منکرات اور بدعات سے مساجد کی حفاظت کے لئے ہر ممکن کوشش کرنا فرض ہے۔

প্রচলিত মিলাদের বিধান

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম সাহেব দুনিয়াদার ব্যক্তিদের জন্য মাদ্রাসার ছাত্র ও মুসল্লীদের নিয়ে মাইকে এলান করে প্রচলিত নিয়মে মিলাদ পড়ান। মাঝে মাঝে কিয়ামও করেন, এটি কি বৈধ?

উত্তর : প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম ভিত্তিহীন, এর কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেই। এ ধরনের গোনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা সকলের জন্য জরুরি। (৭/৭৩৮/১৮১৪)

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱ /۳٦۴ : سوال – بعض اوقات نماز کے بعد لوگ مساجد میں کھڑے ہو کر صلوۃ وسلام پڑھتے ہیں، عقیدۃً اسے ضروری سمجھتے ہیں اور بعض دوسرے لوگ اس کو بدعت اور دین میں اضافہ سمجھتے ہیں، اس کی شرعی کیا حیثیت ہے، اور کیا ایسے لوگوں کو روکا جائے یا نہیں؟

الجواب – یہ فعل بلاشبہ منکر اور بدعت ہے بلکہ کئی بدعات کا مجموعہ ہے۔

Scanned by CamScanner

সম্মিলিতভাবে يانبى سلام عليك পাঠ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে যে কিছুসংখ্যক আলেম يا نبى سلام عليك يا رسول سلام عليك الخ এই ধরনের বাক্য দ্বারা যৌথ কণ্ঠে সম্মিলিতভাবে দাঁড়িয়ে বা বসে বিভিন্নরূপে পাঠ করে থাকে এবং তারা এটাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পাঠ বলে দাবি করে। এ ধরনের পড়া কি জায়েয আছে? এটি কি আসলেই দরূদ শরীফের অন্তর্ভুক্ত? সাহাবায়ে কেরামের যুগে কি এটি প্রচলিত ছিল? এ ধরনের বাক্য পাঠ করে টাকা নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওজা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নে বর্ণিত বাক্য দ্বারা সালাম পাঠ করার অনুমতি আছে। কিন্তু রওজা মুবারক হতে দূরে যথা আমাদের এখান থেকে প্রশ্নে উল্লিখিত সালাম বর্ণিত পদ্ধতিতে পাঠ করার কোনো প্রমাণ ইসলামের স্বর্ণযুগে পাওয়া যায় না। বরং প্রচলিত মিলাদ এর অনেক পরে তথা ৬০৪ হিজরীতে আবিষ্কৃত হয়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সালাম পরিহার করে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মুহাব্বতে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক প্রমাণিত হাদীস শরীফে বর্ণিত দরূদ ও সালাম পাঠ করা প্রত্যেক নবীপ্রেমিকের দায়িত্ব। উক্ত পন্থায় মিলাদ পড়ে তার বিনিময় আদান-প্রদানও বৈধ হবে না। (৯/২৮৩/২৬১৪)

📖 فتاوى محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۱ /۴۱ : مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے پاس حاضر ہو کر صلوۃ و سلام اس طرح پڑھا جائے الصلوۃ والسلام علیک یارسول اللہ، دور سے اس طرح پڑھا جائے اللھم صل علی سیدنا و مولانا محمد الخ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص دور سے صلوۃ وسلام پڑھتا ہے وہ ملائکہ کے ذریعہ خدمت اقدس میں پہونچایا جاتا ہے، اور جو شخص روضہ اقدس کے قریب حاضر ہو کر پڑھتا ہے اس کو خود سنتے ہیں، اور صلوۃ وسلام دور سے آہستہ پڑھا جائے جیسے نماز میں پڑھا جاتا ہے نہ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نہ آواز ملانے، نہ زور سے پڑھنے کی کہ یہ تو ایک جلوس اور شو ہے اس سے بچنا لازم ہے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱/ ۳۶۳ : عن عبد الرحمن بن ابى ليلى قال لقينى كعب بن عجرةؓ فقال الا اهدى لك هدية سمعتها من النبى صلى الله عليه وسلم : فقلت بلى فاهدها لى فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلوٰة عليكم

اهل البيت فان الله قد علمنا كيف نسلم عليك؟ قال: قولوا اللهم صلى على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، (متفق عليه) إلا ان مسلما لم يذكر على ابراهيم فى الموضعين، اس روایت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ کو سلام علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم تھا یعنی التحیات للہ الخ مگر درود کا طریقہ معلوم نہیں تھا سو انہوں نے دریافت کیا اور قولوا سے بیان کیا گیا ہے، یہ مقام ہے تعلیم کا، پس جس طرح تعلیم دیا گیا اس میں اور مروجہ سلام پڑھنے میں کوئی تعلق نہیں، اگر یہی مروجہ طریقہ سلام وصلوۃ کا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تعلیم دیتے، معلوم ہوا کہ یہ مروجہ طریقہ من گڑھت ہے، اور من گڑھت چیزوں کو دین سمجھنا اور ثواب کی امید رکھنا بدعت ہے، اس مروجہ طریقہ کا ثبوت نہ تو صحابہ کرامؓ اور نہ تابعین اور نہ تبع تابعین اور نہ بزرگان سلف صالحین سے پایا جاتا ہے۔

📖 تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ص ۱۲۵ : انعقاد مجلس مولود ہر حال ناجائز ہے تداعی امر مندوب کے واسطے منع ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا بکڈپو) ۱/ ۵۸۶ :الجواب- میلاد کے نام پر محفلوں کا انعقاد ۶۰۳ھ سے ہوا ایک معروف بادشاہ مظفر الدین کوکری ابن اربل اس کا موجد ہے وہ ان محافل پر بیش بہا رقم خرچ کرتا تھا، موجودہ دور میں ان پر نمائش جلوسوں کا اضافہ ہو گیا ہے اور آئندہ خدا معلوم کیا ہوگا۔

মিলাদ ইবাদত নয়

প্রশ্ন : 'মিলাদ শরীফ' শরীয়তের বিধান অনুযায়ী কোন পর্যায়ের ইবাদত?

উত্তর : 'মিলাদ' বলতে যদি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী আলোচনা বোঝানো হয় তাহলে এটি অবশ্যই ইবাদত, তবে বর্তমানে প্রচলিত মিলাদের কোনো অস্তিত্ব ও প্রমাণ ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকে পাওয়া যায় না বিধায় তা বর্জনীয় ও পরিহারযোগ্য। এটি কোনো ইবাদত নয়। অতএব মুসলিম মিল্লাতের জন্য এসব ভিত্তিহীন কাজকে পরিহার করে রাসূলের সুন্নাতের ওপর আমল করাই হচ্ছে আসল কর্তব্য। (৮/৬৩১/২২২৪)

Scanned by CamScanner

📖المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖فيه ايضًا ٢/ ١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

ইসলাম মিলাদ প্রথাকে সমর্থন করে না

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের নামে যে আমল হচ্ছে ইসলাম এটিকে কতটুকু সমর্থন করে? এর গুরুত্ব কতটুকু?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও জীবনীর আলোচনা অত্যন্ত বরকতময় ভালো কাজ। ভালো কাজ যত বেশি করা যায়, ততই ভালো। কিন্তু এর সাথে আনুষ্ঠানিকতা ও কিয়াম ইত্যাদির মতো ভিত্তিহীন কাজ যোগ করার দ্বারা তার ব্যাপকতায় সংকীর্ণতা চলে আসে, যা শরয়ী দৃষ্টিকোণে সমর্থনযোগ্য নয়। এ কারণেই হক্কানী উলামায়ে কেরাম এ ধরনের আনুষ্ঠানিক মিলাদকে বর্জনীয় কাজ বলে ফতওয়া দিয়ে থাকেন। যেহেতু এর প্রমাণ কোরআন, হাদীস ও ইসলামের সোনালি যুগ ও মুজতাহিদ ইমামগণের আমলে পাওয়া যায় না, তাই এরূপ আনুষ্ঠানিকতার পেছনে না পড়ে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতকে জিন্দা করে তাঁর সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য অর্জনের চেষ্টা করাই উত্তম। (১০/৮৩/২৯৯৫)

Scanned by CamScanner

📖إعلاء السنن (ادارةالقرآن) ١٧ /٤٣٠ : وبما ينبغى ان يعلم ان القيام المتعارف فى المولد ليس مما نحن فيه فى شئ، ولا يدل عليه دليل لاقوى ولا ضعيف بل هو من مخترعات الاوهام وتسويلات النفس وتشريع جديد فلايصح إلحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم، هذا هو الحقيقة.

মিলাদ-কিয়ামের পৃষ্ঠপোষকতা করা

প্রশ্ন : প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম বা তার অভিভাবকত্ব করা কতটুকু শরীয়তসম্মত এবং কেউ কিয়াম না করে বসে থাকলে তা কতটুকু গ্রহণীয়। কিয়াম-মিলাদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শানে বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা সাওয়াবের কাজ। তবে প্রশ্নে বর্ণিত প্রচলিত মিলাদ ও কিয়াম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈনের যুগে ছিল না এবং কোরআন-হাদীসেও এর কোনো ভিত্তি নেই বিধায় তা বর্জন করা জরুরি। বর্জনীয় কাজের অভিভাবকত্ব বোকামি। এ ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া অনুচিত। (১০/৮৮০/৩৩৮৩)

📖إعلاء السنن (ادارةالقرآن) ١٧/ ٤٣٠ : وبما ينبغى ان يعلم ان القيام المتعارف فى المولد ليس مما نحن فيه فى شئ ، ولا يدل عليه دليل لاقوى ولا ضعيف بل هو من مخترعات الاوهام وتسويلات النفس وتشريع جديد فلا يصح الحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم، هذا هو الحقيقة.

📖الحاوى للفتاوى (مكتبه رشيديه) ١/٢٠٠- ٢٠١ : وقد ادعى الشيخ تاج الدين عمر بن على اللخمى السكندرى المشهور بالفاكهانى - من متأخرى المالكية- أن عمل المولد بدعة مذمومة... ... قال رحمه الله:... ... امابعد فانه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذى يعمله بعض الناس فى شهر ربيع الاول ويسمونه المولد: هل له اصل فى الشرع او هو بدعة وحدث فى

الدين؟... ... فقلت وبالله التوفيق: لا اعلم لهذا المولد اصلا فى كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامة الذين هم القدوة فى الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون وشهوة نفس اعتنى بها الاكالون... ... ... وهذا لم يأذن فيه الشرع ، ولا فعله الصحابة ولا التابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت ، وهذا جوابى عنه بين يدى الله تعالى ان عنه سئلت ، ولا جائز ان يكون مباحا لأن الابتداع فى الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱/ ۱۷۹ : یہ مروجہ مجلس میلاد نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث شریف سے ثابت ہے نہ خلفاء راشدین ودیگر صحابہ کرامؓ سے ثابت ہے نہ تابعین وائمہ مجتہدین (امام اعظم ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے، نہ محدثین (امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابوداود، امام نسائی، امام ابن ماجہ وغیرہم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے نہ اولیاء کاملین (حضرت عبدالقادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بہاء الدین نقشبندی، شیخ عارف شہاب الدین سہروردی وغیرہم رحمہم اللہ) سے ثابت ہے۔

چھ صدی اس امت پر اس طرح بیت گئیں کہ اس مجلس کا کہیں وجود نہیں تھا، سب سے پہلے بادشاہ اربل نے شاہانہ انتظام سے اس کو منعقد کیا اور اس پر بہت روپیہ خرچ کیا پھر اس کی حرص واتباع میں وزراء اُمراء نے اپنے اپنے انتظام سے مجالس منعقد کیں، تفصیل تاریخ ابن خلکان میں ہے، اسی وقت سے علماء حق نے اس کی تردید بھی لکھی ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱ / ۲۱۳ : سوال- اگر اتفاقاً محفل میلاد میں حاضر ہو جاؤں کہ پہلے سے مجھے خبر نہ ہو اور وہاں سے جانے میں فساد کا خوف ہو اس صورت میں شریک میلاد ہوں یا نہیں، اور قیام کروں یا نہیں؟

جواب- اگر بے خبری میں شریک ہو جائے تو شرکت کرلی جائے اور قیام بھی کرلیا جائے کہ فتنہ وفساد سے بچنا اہم ہے ومن ابتلى ببليتين فليختر اهونهما- والله تعالى اعلم

Scanned by CamScanner

হাজির-নাজিরে বিশ্বাসী না হয়ে মিলাদে কিয়াম করা

প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির মনে না করে যদি কোনো ব্যক্তি কিয়াম করে মিলাদ পড়ে, তাহলে তা তার জন্য জায়েয হবে কি? এবং কিয়াম ছাড়া মিলাদ পড়ার হুকুম কী?

উত্তর : শরীয়তে প্রচলিত মিলাদের কোনো ভিত্তি নেই। কিয়ামবিহীন, কিয়ামসহ হাজির-নাজির মনে করে হোক, বা মনে না করে হোক–সর্বাবস্থায় হুকুম এক ও অভিন্ন। অবশ্য হাজির-নাজিরে বিশ্বাস ও কিয়াম যোগ হওয়ার দ্বারা এর জঘন্যতা আরো বৃদ্ধি পায়। (১৬/৪৭৫/৬৬২৩)

📖 المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ١/ ٢٠٣ : محض ذکر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے قیام سویہ بھی بلا دلیل ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ص١١٥ : جواب-عقد مجلس مولود اگرچہ اس میں کوئی امر غیر مشروع نہ ہو مگر اہتمام وتداعی اس میں بھی موجود ہے، لہذا اس زمانہ میں درست نہیں.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ص١٣٠ : سوال–انعقاد مجلس میلاد بدون قیام بروایت صحیح درست ہے یا نہیں؟

جواب-انعقاد مجلس مولود ہر حال ناجائز ہے، تداعی امر مندوب کے واسطے منع ہے۔

মিলাদ-কিয়াম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মাপকাঠি নয়

প্রশ্ন : আশপাশের মসজিদের ইমামগণ মিলাদ-কিয়ামকে বৈধ মনে করেন এবং যাঁরা করেন না তাঁদেরকে রাসূলের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল এবং রাসূলপ্রেমিক নন বলে আখ্যায়িত

Scanned by CamScanner

করেন। তা কতটুকু যথাযথ? সত্যিকারার্থে রাসূলপ্রেমিক ও রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কারা? তা বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং রাসূলপ্রেমিক ঈমানদার হওয়ার পূর্বশর্ত। হাদীসে পাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার সন্তান, পিতা-মাতা ও অন্যান্য আপনজন অপেক্ষা অধিক প্রিয় না হই।" এই হাদীসের আলোকে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন ও আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ ইসলামের স্বর্ণযুগের ঈমানদারগণ সবচেয়ে বেশি রাসূলপ্রেমিক ছিলেন। কোরআন-হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ভালোবাসার নির্দেশ দেওয়ার সাথে সাথে ভালোবাসার পন্থা ও তরীকাও বর্ণিত হয়েছে। তাহলো কোরআনের ভাষায় ইত্তেবা ও হাদীসের ভাষায় নবীর সুন্নাতের মুহাব্বত। এ ছাড়া কোরআন-হাদীসে বাতানো পথ বাদ দিয়ে সাহাবা, তাবেঈন ও ইসলামের স্বর্ণযুগে ছিল না–এমন পন্থায় নবীর প্রতি মুহব্বত ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা ও নবীপ্রেমের দাবি করা অবান্তর ও মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়।

সুতরাং যে মিলাদ-কিয়ামের অস্তিত্ব কোরআন-হাদীস ও সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও ইসলামের স্বর্ণযুগে ছিল না। এ ধরনের বিদ'আতী কর্মকাণ্ড করে রাসূলপ্রেমিক দাবি করা সাধারণ মুসলমানদের সাথে প্রতারণা। এরা রাসূলপ্রেমিক তো নয়ই বরং তাদেরকে ইসলামবিরোধী ও রাসূলবিরোধীই বলা চলে। যারা জীবনের সর্বস্তরে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তেইশ বছরের নবুওয়াতী জীবনের আনীত বিধিনিষেধ তথা শরীয়তের বিধিবিধান মেনে চলে, তারাই প্রকৃত রাসূলপ্রেমিক ও রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। (১৭/১৫৬)

📖سورة اٰل عمران الآية ٣١ : ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾

📖صحيح البخارى (دارالحديث) ٢ / ٤٤٤ (٢٦٩٧) : عن عائشة رضـ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد-

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ١٢ (١٥) : عن انس رضـ قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين-

📖سنن الترمذي (دارالحديث) ٤/ ٤٧٠ (٢٦٧٨): قال أنس بن مالك رضـ ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني، إن قدرت أن

Scanned by CamScanner

تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال لي: «يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة».

"ইয়া নবী সালামু আলাইকা" পাঠ করা শরীয়তসম্মত কি না

প্রশ্ন : প্রচলিত মিলাদে যে বাক্যসমূহ পাঠ করা হয়। যেমন– "يا نبى سلام عليك" ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : يا نبى سلام عليك বলার দ্বারা যদি এ উদ্দেশ্য হয় যে আমার কথা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শুনছেন এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির ও মিলাদে তিনি উপস্থিত হন, তাহলে এ ধরনের বাক্য পাঠ করা শিরিকের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে আমি একা একা মুহাব্বতের সাথে পাঠ করছি আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে রওজা পাকে পৌঁছে দেবেন, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। তবে বর্তমানে এ ধরনের বাক্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির বিশ্বাসে পড়া হয় বিধায় এটা বর্জনীয়। এ ছাড়া আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে "ইয়া নবী" বলে সম্বোধন করা তাঁর প্রতি অবমাননা এবং আরবী ব্যাকরণের দিক দিয়েও বাক্যটি মারাত্মক ভুল, আরবী ভাষায় বিশুদ্ধ বাক্য ব্যবহার করাও রাসূলপ্রেমিকের দায়িত্ব। তাই يا نبى বলা বর্জনীয়। (১৭/১৫৬)

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٢ / ١٣٥ (١٢٨٠) : عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار»

📖 كفايت المفتى ٢ / ١٩٤

Scanned by CamScanner

ঈসালে সাওয়াব ও মিলাদ পড়িয়ে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : ঈসালে সাওয়াব ও জন্মদিনের জন্য মিলাদ পড়ে হাদিয়ার নামে বিনিময় নেওয়ার হুকুম কী? নামের জন্য খানা খাওয়ালে গরিব ও ধনী সবাই খেতে পারবে কি না এবং এর দ্বারা ঈমানী শক্তি কমে কি না? বিনিময় ইমাম-মুয়াজ্জিনের মধ্য হতে কে বেশি পাবেন?

উত্তর : ঈসালে সাওয়াব ও জন্মদিন উপলক্ষে মিলাদের জন্য দু'আ পড়ে বিনিময় নেওয়া জায়েয নয় এবং খানার আয়োজন যদি ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে গরিব ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের খাওয়া অনুচিত। আর ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্য এই টাকা গ্রহণ করা বৈধ নয়। (১৭/১৩/৬৮৯৬)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ /٥٧ : ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ١ /٢١٧ : الجواب—اگر يہ کھانا بغرض ايصال ثواب کھلايا جاتاہے تو صرف غرباء ومساکين کو کھلايا جائے کہ صدقات کے وہی مستحق ہيں۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে খুশি করার জন্য কিয়াম করা

প্রশ্ন : মিলাদ-কিয়াম শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না? আমাদের এলাকার ইমাম সাহেবগণ বলেন, মিলাদ-কিয়াম জায়েয আছে। কেননা আমরা নবীকে হাজির-নাজির মনে করে কিয়াম করি না। বরং আমরা এ উদ্দেশ্যে কিয়াম করি যে ফেরেস্তারা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট গিয়ে যদি বলে–হুজুর, আপনার উম্মত আপনাকে দাঁড়িয়ে সম্মান জানিয়েছে, তাহলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুশি হবেন। তাই আমরা কিয়াম করি।

উত্তর : ইসলামের দৃষ্টিতে যেহেতু প্রচলিত মিলাদ ও কিয়ামের কোনো ভিত্তি নেই, তাই এগুলো শরীয়ত সমর্থিত না হওয়ায় সম্পূর্ণ বর্জনীয়। উল্লেখ্য যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানার্থে দাঁড়ালে তিনি খুশি হবেন এ উক্তিটি সঠিক নয়। যদি সঠিক হতো তাহলে হাদীসে অথবা ইসলামের সোনালি যুগে এর প্রমাণ পাওয়া

Scanned by CamScanner

যেত। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়ানো থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। অতএব এ ধরনের কথা অমূলক ও ভিত্তিহীন। (১৮/২১/৭৪২৬)

📖سنن ابى داود (دارالحديث) ٤/ ٢٢٢٢ (٥٢٣٠) : عن أبي أمامة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا» -

📖سنن الترمذي (دارالحديث) ٤/ ٥٠٧(٢٧٥٤) : عن أنس، قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا بکڈپو) ص۱۲۳: اور صاحب سیرت شامی فرماتے ہیں: جرت عادة كثير من المحبين إذا سمعوا بذكر وصفه صلى الله عليه وسلم ان يقوموا تعظيما له صلى الله عليه وسلم وهذا القيام بدعة لا اصل له-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱ / ۲۳۴ : سوال—مولود شریف جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟

الجواب—حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ بیان کرنا تو نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے مگر موجودہ مجالس میلاد بہت سے امور منکرہ پر شامل ہونے کی وجہ سے غیر شرعی ہیں قیام جو مخصوص ذکر ولادت کے موقع پر کیا جاتا ہے بے اصل ہے۔

প্রচলিত মিলাদ মুস্তাহাব নয়

প্রশ্ন : জনৈক মুফতী সাহেব কোনো কথা প্রসঙ্গে বলেছেন যে মিলাদ-কিয়াম তথা নবীজির শানে দাঁড়িয়ে দরূদ পড়া মুস্তাহাব। তাঁর উক্ত কথাটিকে মজবুত করার জন্য তিনি নিম্নোক্ত দলিলটি পেশ করেন যে হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বছরে একবার সবাইকে নিয়ে মিলাদ-কিয়াম করতেন। তিনি বলেন, ২৭ জন মুজতাহিদ মিলাদ-কিয়ামকে মুস্তাহাব বলেছেন। শুধুমাত্র দুজন এর বিরোধিতা করেছেন। তাই শরয়ী দলিল দ্বারা সুস্পষ্ট করে দেবেন যে মিলাদ-কিয়াম করা কী? এবং খাইরুল কুরূনে তথা ইসলামের স্বর্ণযুগে এর প্রচলন ছিল কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনবৃত্তান্ত ও জীবনাদর্শ আলোচনা করা সাওয়াব ও বরকতের কাজ। কিন্তু প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম শরীয়ত পরিপন্থী। এ ধরনের মিলাদ-কিয়াম কোরআন ও হাদীসের আলোকে প্রমাণিত নয় এবং খাইরুল কুরূনেও এর অস্তিত্ব ছিল না, তাই শরীয়ত তা অনুমোদন করে না। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত মুফতী সাহেবের উক্তি এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়।

উল্লেখ্য, সুন্নাত-মুস্তাহাব প্রমাণিত হওয়ার জন্য শরীয়তের দলিল প্রয়োজন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের আমল ছাড়া অন্য কারো ব্যক্তিগত আমল দ্বারা সুন্নাত বা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয় না। (১৮/১১৬/৭৪৮৭)

📖 سنن ابی داود (دارالحديث) ٤ /٢٢٢٢ (٥٢٣٠): عن أبي أمامة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا» -

📖 سنن الترمذي(دارالحديث) ٤ /٥٠٧ (٢٧٥٤) : عن أنس، قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» -

📖 اعلاء السنن(ادارةالقرآن) ١٧/ ٤٣٠: وبما ينبغى ان يعلم ان القيام المتعارف فى المولد ليس مما نحن فيه فى شئ ولا يدل عليه دليل لا قوى ولا ضعيف بل هو من مخترعات الاوهام وتسويلات النفس وتشريع جديد فلا يصح إلحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم هذا هو الحقيقة.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ۱۱۲ : مجلس مولود کا مفصل ذکر 'براہین قاطعہ' میں دیکھو اور حجت قول و فعل مشائخ سے نہیں ہوتی بلکہ قول و فعل شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے اور اقوال مجتہدین سے ہوتی ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی قدس سرہ فرماتے ہیں جب ان کے پیر نظام الدین قدس سرہ کی حجت کوئی لاتا کہ وہ ایسا کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے تو فرماتے کہ فعل مشائخ حجت نباشد اور اس جواب کو سلطان الاولیاء بھی پسند فرماتے تھے لہذا جناب حاجی صاحب سلمہ اللہ کا ذکر کرنا سوالات شرعیہ میں بیجا ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱ / ۲۳۴ : حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ بیان کرنا تو نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہے مگر موجودہ مجالس میں بہت سے امور

Scanned by CamScanner

منکرہ پر شامل ہونے کی وجہ سے غیر شرعی ہیں قیام جو مخصوص ذکر ولادت کے موقع پر کیا جاتا ہے بے اصل ہے۔

মিলাদ না পড়লে কাফের বলা

প্রশ্ন : জনৈক হাফেজ সাহেব নিজে মিলাদ-কিয়াম করে এবং অন্যকেও করার জন্য বলে। যারা মিলাদ-কিয়াম করে না তাদেরকে কাফের বলে। যেমন–আশরাফ আলী থানভী, হুসাইন আহমদ মাদানী, মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) প্রমুখ। এখন আমার জানার বিষয় হলো, মিলাদ-কিয়াম সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশনা আছে কি না এবং যারা এ সকল বুজুর্গকে কাফের বলে শরীয়তে তাদের হুকুম কী?
বি. দ্র.: উক্ত ব্যক্তি নিজেকে সুন্নী বলে দাবি করে।

উত্তর : মূলত মিলাদ বলতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনবৃত্তান্তের আলোচনাকে বোঝায়, যা অত্যন্ত পুণ্যময় ও সাওয়াবের কাজ। আর বর্তমান সমাজে প্রচলিত মিলাদ যেখানে মনগড়া পদ্ধতিতে তাল মিলিয়ে কিছু দরূদ পাঠ করা হয়, ইসলামী ইতিহাসের প্রথম ছয় শতাব্দী পর্যন্ত এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ৬০৪ হিজরিতে সর্বপ্রথম বাদশা মুজাফ্ফর উদ্দীন কৌকুরী এর প্রচলন ঘটান। ইসলামী শরীয়তে যা গ্রহণযোগ্য নয়।

বিশেষ করে তাতে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির মনে করে কিয়াম করা তো শিরিক। অতএব মনগড়া দরূদ পাঠের এ পদ্ধতি পরিহারযোগ্য। প্রশ্নে উল্লিখিত বুজুর্গদেরকে কাফের বলা অজ্ঞতার পরিচায়ক। যারা তাঁদেরকে কাফের বলে তারা চরম পর্যায়ের ফাসেক ও পথভ্রষ্ট। তাওবা ছাড়া তাদের নাজাতের কোনো বিকল্প পথ নেই। (১৯/৩৭৬/৮১৬৯)

📖سورة الحشر الآية ٧ : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٨/ ١٩ (١١٤٤) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم»۔

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابی داود (دارالحديث) ٤/ ٢٢٢٢ (٥٢٣٠) :عن أبي أمامة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا» -

📖 سورة النساء الآية ١١٥ :﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص۱۲۲: میلاد شریف مروجه وقیام مروج جو امور محدثه ممنوعہ کو مشتمل ہے ناجائزاور بدعت ہے، وکل بدعة ضلالة الحدیث۔

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ١١١ (٦٠٤٥) : عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» -

📖 خلاصة الفتاوى(مكتبه رشيديه) ٤/ ٣٨٨ : من أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر-

📖 فتاوی مفتی محمود ۱ / ۳۰۶: جواب—اسی طرح مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی حکیم الامت ناشر سنت قامع بدعت ہے رحمہ اللہ تعالی ایسے بزرگان دین کی تکفیر کرنے والا اعلی درجہ کا فاسق وبدعتی ہے، ضال ومضل ہے۔

দেওয়ানবাগীর মিলাদনীতি

প্রশ্ন : "সৃষ্টিকূলের শ্রেষ্ঠ ঈদ দয়াল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্ম ঈদ" এ কথাটি শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক কি না?

২ . "ঘরে ঘরে মিলাদ দিন দয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াত নিন"–এ কথা সহীহ কি না?

দেওয়ানবাগীর তরীক্বা মুহাম্মদী ইসলামের প্রচার মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত মোতাবেক সহীহ কি না? পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে দয়া করে ব্যাখ্যা দিয়ে বাধিত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাস্তব ও প্রমাণিত বিষয়, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করাও ফজীলত ও বরকতময় কাজ। কিন্তু এই মীলাদুন্নবীর সাথে "ঈদ" শব্দটি সংযোজন করে "ঈদে মীলাদুন্নবী" বানিয়ে দেওয়ার বর্তমান প্রচলিত প্রথা শরীয়তে প্রমাণিত নয়। বরং শরীয়তে বার্ষিক ঈদ বলতে কেবল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাকেই বোঝায়। জন্মঈদ বা ঈদে মীলাদুন্নবী নামে কোনো ঈদের প্রমাণ ইসলামে নেই। ভিত্তিহীন ও মনগড়া ঈদ আবিষ্কার ও মিলাদের আয়োজন করা শরীয়তে সমর্থিত নয়। শরীয়ত অসমর্থিত কর্মকাণ্ড করে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শাফায়াতের আশা করা নিতান্তই বোকামি।

দেওয়ানবাগীর প্রচারিত মতবাদ কোরআন-সুন্নাহর সাথে চরম সাংঘর্ষিক হওয়ায় তা একটি ভ্রান্ত মতবাদ হিসেবে সর্বস্বীকৃত। এদের সংশ্রব থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। (১৯/৭৫২/৮৪১১)

📖 المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖 فيه أيضًا ٢/ ١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٣/ ٣۴- ٣۵ : خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ کے اس جواب نے یہ بتلادیا کہ یہود ونصاری کی طرح ہماری عیدین تاریخی وقائع کے تابع نہیں کہ جس تاریخ میں کوئی اہم واقعہ پیش آگیا اس کو عید مناویں جیسا کہ جاہلیت

Scanned by CamScanner

اولی رسم تھی، اور آجکل کی جاہلیت جدیدہ نے تو اس کو بہت ہی پھیلا دیا ہے، یہاں تک کہ دوسری قوموں کی نقل کر کے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہونے لگے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش کی عید میلاد منائی ان کو دیکھکر کچھ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید بنادی اسی روز بازاروں میں جلوس نکالنے اور اس میں طرح طرح کی خرافات کو اور رات میں چراغاں کو عبادت سمجھ کر کرنے لگے جس کی کوئی اصل صحابہؓ وتابعین اور اسلاف امت کے عمل میں نہیں ملتی۔

📖 کفایت المفتی (ادارۃ الفاروق) ۲ / ۲۲۷ : رہا عید میلاد منانا تو کوئی شرعی چیز نہیں نہ سلف صالحین اور صحابہ وتابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عید میلاد منائی نہ منانے کی ہدایت کی، حدیث شریف کی کتابیں اس 'عید میلاد' کے ذکر سے خالی ہیں۔

সম্মিলিত দরূদ ও মিলাদের হুকুম

প্রশ্ন :

اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اٰل سيدنا شفيعنا مولانا محمد سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد،

ہردم زبان سے نکالو پاک نام محمد پاک نام پاک محمد ہے پاک نام احمد بلبل باغ مدینہ صلوا علی محمد.

১. এই দরূদটি আমরা সম্মিলিতভাবে সমস্বরে পড়ি। এরপর তবারক বিতরণ করে থাকি। প্রশ্ন হলো, দরূদটি সম্মিলিতভাবে সমস্বরে পড়া, এরপর তবারক বিতরণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না?

২. মিলাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন তরীক্বায় মিলাদ পড়া বৈধ? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : দরূদ শরীফ পড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং বেশি বেশি তা পাঠ করা নবীপ্রেমের পরিচায়ক। তবে সম্মিলিতভাবে প্রচলিত পদ্ধতিতে দরূদ শরীফ পাঠ করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১২/৮০৫/৫০৪৭)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد شہید) ۲ / ۷۲ : الجواب - حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوۃ وسلام پڑھنا اعظم القربات میں سے ہے لیکن شریعت مقدسہ نے اس کے لئے کوئی خاص دن اور وقت مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ ایک مسلمان جب بھی اور جس وقت بھی چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پڑھ سکتا ہے اور یہ عمل باعث خیر وبرکت اور موجب اجر وثواب ہے، مگر اس کے لئے از خود وقت اور دن متعین کرنا خلاف شرع اور بدعت ہے۔

'মিলাদ'-এর আভিধানিক অর্থ জন্ম, জন্মকাল ও জন্মতারিখ। পরিভাষায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা বা জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনার মজলিসকে মিলাদ মাহফিল বলা হয়। তবে আমাদের দেশের প্রচলিত মিলাদ মাহফিল বলতে সাধারণত বোঝায় ওই সব অনুষ্ঠান, যেখানে মনগড়া বর্ণনা ও সম্মিলিত দরূদ পাঠ করা হয়, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রশংসামূলক বিভিন্ন কবিতা পাঠ করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে দরূদ পাঠ করার সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মজলিসে হাজির হয়ে যান—এই বিশ্বাসে কিয়ামও করা হয়। এসব করা হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করা হোক বা না হোক, সেটাকে মিলাদ মাহফিল মনে করা হয়। আর এসব না করা হলে সেটাকে মিলাদ মাহফিল মনে করা হয় না, চাই সে মজলিসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে যতই আলোচনা হোক না কেন। তাই প্রচলিত মিলাদ মাহফিলের সত্যিকার পারিভাষিক মিলাদ তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনার মাহফিল আমাদের সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। সত্যিকার মাহফিল যেখানে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে এবং সুন্নাতের আলোচনা করা হয়, ওই সব মিলাদ মাহফিল বড়ই ফজীলতপূর্ণ ও বরকতময়। তবে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে নির্ধারিত দিন-তারিখে সমস্বরে দরূদ পড়ার নামে যে প্রচলিত মিলাদ রয়েছে, তা শরীয়তসম্মত না হওয়ায় প্রচলিত মিলাদ মাহফিল বর্জনীয়। আর প্রকৃত মিলাদ মাহফিল তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত ও সুন্নাত নিয়ে আলোচনার মাহফিল সুনির্দিষ্ট তারিখে করা জরুরি মনে না করলে মুস্তাহাব।

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۱۱۴ : مجلس مولود مجلس خیر وبرکت ہے، در صورتیکہ ان قیودات مذکورہ سے خالی ہو فقط بلا قید ووقت معین وبلا قیام وبغیر روایت موضوع مجلس خیر وبرکت ہے، صورت موجودہ جو مروج ہے بالکل خلاف شرع ہے اور بدعت ضلالہ ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۶/ ۱۳۹ : الجواب–نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاذکر مبارک مطلقاخواہ آپ کی نماز وغیرہ عبادات کاذکر ہو خواہ بیع وشراء وغیرہ معاملات کاذکر ہو خواہ ولادت وغیرہ دیگراحوال کاذکر ہو بلاشبہ باعث برکت موجب ثواب ہے، لیکن میلاد مروجہ شرعًا بے اصل بدعت اور ناجائز ہے۔

মসজিদে মিলাদের এলান করা ও পড়া

প্রশ্ন :

১. মসজিদে এলান দেওয়া হয় যে মিলাদ শরীফ হবে। বুঝলাম রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী সম্পর্কে কিছু বলবেন, কিন্তু এলানেও মিথ্যা বলেন। কারণ বেশির ভাগ তথাকথিত মাহফিলে রাসূল পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে (জীবনী) কিছু বলেন না। এভাবে এলান জায়েয, নাকি নাজায়েয?

২. প্রচলিত মিলাদ পড়া ও কিয়াম করা এবং চিৎকার করে দরূদ শরীফ পড়া জায়েয নাকি, নাজায়েয?

উত্তর : এ ধরনের কাজের এলান করা ও অংশ নেওয়া শরীয়তসম্মত নয়। (১৪/৩৬৮/৫৬১৯)

📖 سنن ابى داود (دارالحديث) ٤ /٢٢٢٢ (٥٢٣٠) : عن أبي أمامة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا» -

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ٤ /٥٠٧ (٢٧٥٤) : عن أنس، قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك»-

📖 البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦/ ٣٧٨ :وقد صح عن ابن مسعود رضـ أنه سمع قومًا اجتمعوا فى مسجد يهللون ويصلون عليه الصلوٰة والسلام جهرًا فراح إليهم فقال ما عهدنا ذلك على عهده عليه السلام ماأ راكم الا مبتدعين فمازال يذكر ذلك حتى أخرجهم عن المسجد.

Scanned by CamScanner

📖المدخل لابن الحاج (المكتبةالتوفيقية) ٢/٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

মিলাদ নিয়ে কিছু কথা

প্রশ্ন : আমরা গত ২১/০৪/০৮ ইং রোজ শুক্রবারের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকাতে স্পষ্ট ভাষায় কিছু বিষয়ের উল্লেখ পাই, যথা :

১. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহ.) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে 'ইশবাইল কালামে ফি ইসবাতে মাওলুদে ওয়াল কেয়ামে' বলেন, মীলাদুন্নবী করা ও কিয়াম করা মোস্তাহাব, যারা এটাকে অস্বীকার করল তারা রাসূলের মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ, জাহেল।

২. النعمة الكبرى على العالم فى مولد سيد ولد آدم এই কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিলাদ শরীফে এক দিরহাম বা টাকা খরচ করবে সে আমার সাথে বেহেস্তে থাকবে।
হযরত ওমর (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিলাদ শরীফকে ইজ্জত দেবে, সে যেন ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করল। ....
হযরত আলী (রা.) বলেন, ঈদে মীলাদুন্নবী পালনকারী ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করবে।

৩. "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا" 'রূহুল মাআনী' কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের নির্দেশনা দিয়েছেন।

৪. ماثبت بالسنة কিতাবের নাম দিয়ে বলা হয়েছে, এই ঈদ এক মাসব্যাপী পালনকারীদের ওপর আল্লাহর খাস রহমত নাজিল হবে ইত্যাদি।

এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, ১২ই রবিউল আউয়ালে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মতারিখে মিলাদ মাহফিল, কিয়াম ইত্যাদি করা কী? কোরআন-হাদীসের দলিল-প্রমাণের আলোকে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

আরো এক জায়গায় উল্লেখ আছে যে কোরআন-হাদীসে দুই ঈদ ছাড়াও আরো সাতটি ঈদের উল্লেখ আছে। উক্ত কথাটি কতটুকু সত্য? সূত্রসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

ইনকিলাব পত্রিকায় বর্ণিত বিষয়সমূহ কতটুকু সত্য?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বর্তমান মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো গরিব-ধর্মভীরু দেশে ১২ই রবিউল আউয়াল মীলাদুন্নবীকে কেন্দ্র করে ভিত্তিহীন উপমা দিয়ে নবীপ্রেমের নামে বহু শরীয়তবিরোধী প্রথার প্রচলন ঘটে গেছে। নিম্নে এ ব্যাপারে কিছু মৌলিক কথা পেশ করা হচ্ছে।

ক. 'মীলাদুন্নবী' শব্দটির অর্থ হলো মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের আলোচনা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম জীবনে মাত্র একবার হয়েছে এবং অলৌকিক মো'জেযাপূর্ণ হয়েছে, যা অন্য কারো বেলায় হওয়া সম্ভব হতে পারে না। এ কারণে রাসূলের মিলাদ তথা জন্মের ঘটনা আলোচনা করার বস্তু, পালন করা বা উদ্‌যাপন করার বিষয় নয়। তদুপরি এটা সর্বস্বীকৃত যে মহানবীর জন্ম শুধু মুসলিম উম্মাহর জন্য নয় বরং বিশ্ব ভূমণ্ডলের জন্য আনন্দ ও সৌভাগ্যের বিষয়। তাই কোনো ধর্মপ্রাণ নবীর উম্মতের জন্য নবীজির ওপর আনন্দিত হওয়াই ঈমানী কর্তব্য। আর নবীর জন্মের আলোচনা অত্যন্ত বরকত ও রহমতে পরিপূর্ণ এতে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই।

খ. এ ব্যাপারে প্রথম কথা হলো, নিজের মনমতো নবীজির জন্মের ওপর আনন্দ প্রকাশ বর্জনীয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর প্রিয় সাহাবীগণের পদ্ধতি মোতাবেক হলে তা সুন্নাত ও সাওয়াবের কাজ। অথচ ইতিহাস গবেষণা করলে দেখা যায় যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবা, তাবেঈনসহ ছয় শত বছর পর্যন্ত ১২ই রবিউল আউয়ালে মিলাদ-কিয়াম করে জন্মের উৎসব পালন করার কোনো সুযোগও আল্লাহ পাক রাখেননি। কারণ ১২ই রবিউল আউয়াল মহানবীর নিশ্চিতভাবে জন্মদিন নয়। বরং ৮-৯ রবিউল আউয়াল হওয়াই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। তা ছাড়া একটু সময়ের জন্য ধরে নেওয়া হলো যে ১২ই রবিউল আউয়াল জন্মতারিখ, তথাপি এ দিবসটি মানুষের খুশি-আনন্দের দিবস এ জন্য হতে পারে না। যেহেতু একটি বর্ণনা মতে এ দিবসটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাতেরও তারিখ। সুতরাং নবীর ওফাতের তারিখে কোনো উম্মত খুশি ও আনন্দোৎসব করতে পারে না।

গ. উপরোক্ত কারণে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে তাঁর জন্মের ঘটনা সাহাবীদের নিকট আলোচনা করেছেন। তবে তা কোনো নির্দিষ্ট দিনকে কেন্দ্র করে নয় এবং ১২ই রবিউল আউয়ালেও নয়। তাই আজও কোনো উম্মত জন্মের তারিখকে কেন্দ্র করে নয়, যেকোনো সময় ও তারিখে জন্মের ঘটনা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত বিবরণ পেশ করা বরকতপূর্ণ কাজ। এটাকেই আসল বৈধ বরকতপূর্ণ 'মীলাদুন্নবী' বলা হয়। বিভিন্ন কিতাবে যেসব মিলাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে তা এ ব্যাখ্যা অনুপাতেই মিলাদ প্রমাণিত, কিন্তু আমাদের দেশে ১২ই রবিউল আউয়ালকে কেন্দ্র করে জন্মদিবস হিসেবে প্রতি বছর যার প্রচলন হয়ে গেছে, এ মিলাদ ইসলামের স্বর্ণযুগে ছিল না। এটা অনেক পরের আবিষ্কৃত। তার প্রমাণ প্রচলিত মীলাদুন্নবীর স্বপক্ষের বড় নেতা মৌলভী আঃ বারী লিখিত 'আনোয়ারে ফতোয়া' কিতাবেও পাওয়া যায়, তিনি

Scanned by CamScanner

মীলাদুন্নবী আবিষ্কার সম্পর্কে লিখেন, 'খ্রিস্টানরা তাদের নবীর জন্মতারিখকে কেন্দ্র করে বড়দিনে বিভিন্ন আনন্দ-উৎসব করে দেখে কিছু মুসলমান স্বীয় নবীর জন্মতারিখে প্রায় সাত শত বছর পর মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান চালু করেছে।" তাই এটা যে বর্জনীয়, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ঘ. তাই নবীজীর জন্ম উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করার সঠিক পন্থা হলো, যেভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে ও সাহাবাগণ করেছেন, তা হলো জন্মের তারিখ ১২ই রবিউল আউয়াল নয় বরং জন্মের দিবস প্রতি সোমবার রোজা রেখে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করার মাধ্যমে জন্মদিবসের সম্মান দেওয়া, যা সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্নের মূল জবাব :

উপরোক্ত বিষয়গুলো অনুধাবন করার পর দেখুন ইনকিলাব পত্রিকায় উল্লিখিত প্রচলিত মিলাদের স্বপক্ষে দলিলের অবস্থান। এই পত্রিকায় "আন্নি'মাতুল কুবরা" কিতাবের বরাতে আবু বকর, উমর, আলী (রা.)-এর সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীসগ্রন্থে পাওয়া যায়নি। কোনো বিশুদ্ধ সূত্রেও বর্ণিত নয়। বরং মুসলিম শরীফের সহীহ হাদীসের পরিপন্থী হওয়ায় তা ভিত্তিহীন ও অগ্রহণযোগ্য। তা ছাড়া তাদের বড় নেতা আঃ বারী সাহেবের মিলাদ আবিষ্কারের ইতিহাসবিরোধীও বটে।

اشباع الكلام কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে যা বলা হয়েছে তাও কোনো গ্রহণযোগ্য সূত্রের দ্বারা বর্ণিত বা প্রমাণিত নয়। বিশেষ করে কিয়ামের যে কথা বলা হয়েছে তা আবু দাউদ শরীফসহ বহু হাদীসগ্রন্থে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থী। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিয়াম নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ 'কিয়াম' প্রত্যাখ্যান এই বলে করেছেন যে لما يعلمون من كراهيته لذلك রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিয়ামকে ঘৃণা করেছেন তাহলে এ কিয়াম মুস্তাহাব বলার দাবি সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ায় اشباع الكلام এর উক্তি বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত।

'রূহুল মাআনী' কিতাবে قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا আয়াত দ্বারা হযরত আব্বাস (রা.) কর্তৃক ঈদে মীলাদুন্নবী প্রমাণের যে দাবি করা হয়েছে, এটা ভিত্তিহীন। এ ধরনের কোনো কথা روح المعانى তে পাওয়া যায়নি। তথাপি এ আয়াত দ্বারা কোরআন ও ইসলাম বোঝানো হয়েছে বলে প্রায় সব মুফাস্সিরের মতামত। শুধু এক তাফসীর অনুযায়ী রাসূলের কথা উদ্দেশ্য হলেও তার মর্ম হয় রাসূলের আগমনে আনন্দিত হওয়া, আর এতে কোনো মুসলমানের দ্বিমত নেই। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা মীলাদুন্নবী ঈদ উদ্যাপন করার বিন্দুমাত্র প্রমাণ মেলে না।

ماثبت بالسنة কিতাবে মীলাদুন্নবীর কথা থাকলেও প্রচলিত মিলাদের কথা এবং এক মাসব্যাপী পালন করার বিবরণ নেই। এটা পত্রিকার মনগড়া কথা। আর শুধু মিলাদ

Scanned by CamScanner

বিশুদ্ধ বিবরণ দিয়ে আলোচনা করা বৈধ ও বরকতপূর্ণ, এটা পূর্বেই বলা হয়েছে। মিলাদের সাথে প্রচলিত ঈদে মিলাদের কোনো সম্পর্ক নেই তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এটা ছিল ইনকিলাবে উদ্ধৃত কিছু ভ্রান্ত বিবরণের অবস্থান।

দুই ঈদ ছাড়া আরো সাতটি ঈদের কথা একটি ভ্রান্ত মতাদর্শ, এটি উম্মতকে বিভ্রান্ত করার আরেকটি নীলনকশা। কারণ, 'ঈদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো আনন্দ-খুশি, আর শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদতকে কেন্দ্র করে বিশেষ আনন্দের দিবসকেই ঈদ বলা হয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশুদ্ধ হাদীসে বার্ষিক মুসলমানদের ঈদ শুধু দুটি বলেছেন এ হাদীসে পরিভাষাগত ঈদ বোঝানো হয়েছে। তাই মুসলমানদের বার্ষিক ঈদ যে শুধু দুটি তা রাসূলের কথা। আভিধানিক অর্থে আরো কিছু ইবাদতকে যে ঈদের সাথে তুলনা করা হয়েছে তা মর্যাদার দিক দিয়ে ও আভিধানিক অর্থে। সুতরাং যেখানে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উম্মতের জন্য বার্ষিক ঈদের সংখ্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন "দুটি", সে ক্ষেত্রে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করার জন্য পারিভাষিক অর্থে সাতটি ঈদ বানিয়ে ঈদে মীলাদুন্নবী নামে তৃতীয় আরেকটি বার্ষিক ঈদের সংযোজন ভ্রান্ত মতবাদ, সরাসরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার নামান্তর। উল্লেখ্য যে, মীলাদুন্নবীর সাথে ঈদের সংযোজন মূলত ইহুদী-খ্রিস্টান থেকে আমদানীকৃত। এটি কোনো মুসলিম সমাজে ছিল না। ইসলামের তিন স্বর্ণযুগেও তার কোনো প্রমাণ মেলে না। (১৫/২৫৮/৫৯৮৯)

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٢٤٤ (٢٦٩٧) : عن عائشة رضـ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد-

📖فتاوى محموديه (اداره صديق) ٣ / ١٢٩ : الجواب- نبى عليه الصلوة والسلام كا ذكر مبارک مطلقا خواه ذکر ولادت ہو یا عبادت ومعاملات وغیره بلا شبہ مستحسن اور باعث برکت وموجب ثواب ہے، لیکن میلاد مروجہ ہیئت مخصوصہ کے ساتھ قرون مشہود لہا بالخیر میں کہیں موجود نہ تھا، صحابہؓ تابعین ائمہ مجتہدینؒ اور علماء حقانی کبھی نہیں کیا، اور کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں، لہذا یہ بے اصل اور ناجائز ہے، اس کا ترک واجب ہے یہ مفاسد کثیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔

📖فتاوى رشيديہ (زکریا بکڈپو) ص ۱۱۴ : مجلس مولود مجلس خیر وبرکت ہے، در صورتیکہ ان قیودات مذکورہ سے خالی ہو فقط، بلا قید وقت معین وبلا قیام وبغیر روایت موضوع مجلس خیر وبرکت ہے صورت موجودہ جو مروج ہے بالکل خلاف شرع ہے اور بدعت ضلالہ ہے-

Scanned by CamScanner

📖سنن ابی داود (دار الحديث) ١/ ٤٨٩ (١١٣٤) : عن أنس ؓ، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر".

📖مرقاة المفاتيح (دار الكتب العلمية) ٣ / ٤١٧ : قال الراغب: العيد ما يعاود مرة بعد أخرى، وخص في الشريعة بيوم الفطر ويوم النحر، ولما كان ذلك اليوم مجعولا للسرور في الشريعة كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: " أيام أكل وشرب وبعال " صار يستعمل العيد في كل يوم فيه مسرة.

📖المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖الحاوى للفتاوى (مكتبه رشيديه) ١/ ٢٠٠- ٢٠١ : وقد ادعى الشيخ تاج الدين عمر بن على اللخمى السكندرى المشهور بالفاكهانى- من متأخرى المالكية-أن عمل المولد بدعة مذمومة... ... ... فقلت وبالله التوفيق: لا اعلم لهذا المولد اصلا فى كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامة الذين هم القدوة فى الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون، وشهوة نفس اعتنى بها الاكالون ـ

📖سنن ابی داود (دار الحديث) ٤ /٢٢٢٢ (٥٢٣٠): عن أبي أمامة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا» ـ

Scanned by CamScanner

📖سنن الترمذي (دارالحديث) ٤ /٥٠٧ (٢٧٥٤) : عن أنس، قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» -

📖المدخل (المكتبة التوفيقية) ١ / ١٦٠ : وينبغى له أيضا ان يتحرز فى نفسه بالفعل وفى من جالسه بالقول من هذه البدعة التى عمت بها البلوى وكثر وقوعها عند الصغير والكبير منا ممن يعرف العلم وممن لا يعرفه أعنى فى الأكثر إلا من وفقه الله وقليل ما هم ، وهو هذا القيام الذى اعتاد بعضنا لبعض فى المجالس والمحافل، لأنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله فى الاتباع لهم فى القول والفعل والحركة والسكون -

📖اعلاء السنن (ادارةالقرآن) ١٧/ ٤٣٠ : وبما ينبغى ان يعلم ان القيام المتعارف فى المولود ليس مما نحن فيه فى شئ ولا يدل عليه دليل لاقوى ولا ضعيف بل هو من مخترعات الاوهام وتسويلات النفس وتشريع جديد، فلا يصح الحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم، هذا هو الحقيقة.

ঈদে মীলাদুন্নবী এবং হাজির-নাজির

প্রশ্ন : ফেনী জেলার ১ নং পাঁচগাছিয়া ইউনিয়নের ৯ নং রতনপুর (বেড়া) জামে মসজিদের ইমাম সাহেব ২১/০৩/০৮ ইং জুমু'আর বয়ানে ঈদে মীলাদুন্নবী সম্পর্কে কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন, যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ :

যারা সারাটি বছর আল্লাহর হুকুম তথা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সীরাত তথা তাঁর জীবনাদর্শ গ্রহণ না করে তাঁর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের নামে ঈদে মীলাদুন্নবী নামের নব্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করে তারা আবু লাহাব মার্কা মুসলমান। উল্লেখ্য, তিনি এ কথা বলার আগে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা হলো: আবু লাহাব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের সংবাদ শুনে খুশি হয়ে তার বান্দি "ছুওয়াইবাহ"-কে আজাদ করে দেয় এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত 'আল আমীন' হিসেবে মেনে নেয়। কিন্তু যখনই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন এবং 'সাফা'

Scanned by CamScanner

পাহাড়ে কুরাইশ বংশের লোকদের জমা করে নবুওয়াতপ্রাপ্তির ঘোষণা দেন, ঠিক তখনই আবু লাহাব বলে দিল تبا لك الهذا جمعتنا অর্থাৎ 'ধ্বংস হও তুমি, এ জন্যই কি আমাদের একত্রিত করেছ?' তাই যেমনিভাবে আবু লাহাব রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মে খুশি হয়ে বান্দি আজাদ করে এবং সীরাতকে অবজ্ঞা করেছে, তেমনি যারা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম নিয়ে ধুমধাম ঈদ পালনে মেতে ওঠে; অথচ সীরাতকে অবজ্ঞা করে চলে তাদের এবং আবু লাহাবের ওই চরিত্রটি একই ধরনের। সুতরাং বোঝা গেল, তারা আবু লাহাব মার্কা মুসলমান।

এখন আমাদের প্রশ্ন হলো :

১. উল্লিখিত কথাগুলো বলার কারণে কিছু আলেম তাকে কাফের, মোনাফিক, জারয ও কুকুর এবং তার পেছনে নামায পড়া হারাম হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাদের ওই ঘোষণাটি কতটুকু সত্য প্রমাণসহ জানিয়ে বাধিত করবেন এবং উক্ত ইমামকে যেসব আলেমরা কাফের ইত্যাদি বলেছে তাদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? অথচ তাদের কেউ কেউ ওই মসজিদে ইমামতি করেন।

২. আমরা জানি এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির নন এবং তিনি গায়েব জানেন না। কিন্তু সুন্নী নামের দাবিদার ওই আলেমগণ বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গায়েব জানেন এবং মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হন, তাই তারা সম্মানার্থে কিয়াম করেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাজির-নাজির হওয়া সম্পর্কে তাঁরা দলিল হিসেবে বলেন যে ওয়াহাবীদের প্রাণকেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী (রহ.)-কে যদি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বপ্নযোগে মাদ্রাসার সীমারেখা নির্ধারণ করে দেন এবং কাসেম নানুতুবী (রহ.) পরদিন সকালে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর স্বহস্তে অংকিত সেই সীমারেখা দেখতে পান তাহলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হতে পারবেন না কেন? প্রশ্ন হলো, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি হাজির-নাজির এবং গায়েব জানেন? যদি না হয় তাহলে তাদের যুক্তির উত্তর কী দেওয়া যায় দলিলসহ বিস্তারিত জানিয়ে উপকৃত করবেন।

৩. প্রশ্নের শুরুতে ১-এর বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ইমাম সাহেব আনুষ্ঠানিকভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী পালনকারীদেরকে আবু লাহাব মার্কা মুসলমান বলার দ্বারা কি তিনি তাদেরকে বাস্তবেই কাফের বলেছেন বলা যাবে? অথচ ঈদে মীলাদুন্নবী পালনকারীরা বলে বেড়াচ্ছে যে ইমাম সাহেব আমাদেরকে কাফের বলেছে। সুতরাং এ পরিস্থিতিতে তাদের ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিতে কী সিদ্ধান্ত?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, উক্ত ইমাম সাহেবের বক্তব্য শরয়ী দৃষ্টিকোণে সঠিক বলে বিবেচিত এবং এ বক্তব্য ঈদে মীলাদুন্নবী পালনকারীদেরকে কাফের বলার উদ্দেশ্যে

Scanned by CamScanner

দিয়েছেন বলা যাবে না। কেননা কারো সাথে চরিত্রগত মিল ও আক্বীদাগত মিল এক জিনিস নয়। উক্ত বক্তব্যে আবু লাহাবের সাথে চরিত্রগত মিল থাকার কথা রয়েছে, আক্বীদাগত নয়।

সুতরাং এ বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ইমাম সাহেবকে প্রশ্নোল্লিখিত অশালীন ভাষায় গালাগাল করা অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছে। এ ধরনের অপরাধীকে শরীয়তের ভাষায় ফাসেক বলা হয়। কোনো আলেম এ অপরাধে লিপ্ত হলে তাওবা না করলে তাওবা না করা পর্যন্ত তার পেছনে নামায পড়া নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। অতএব যে কেউই এ অপরাধ করুক না কেন, অনতিবিলম্বে ইমাম সাহেবের কাছে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে তাওবা করে নেওয়া তার জন্য জরুরি।

হাজির-নাজির তথা সর্বদ্রষ্টা হওয়া সর্বস্থানে বিরাজমান থাকা একমাত্র আল্লাহ পাকেরই গুণ, আল্লাহ পাক ছাড়া অন্য কোনো মাখলুকের জন্য হাজির-নাজির বিশ্বাস করা শিরকী ও কুফুরী আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহপাক প্রদত্ত শক্তি দ্বারা আম্বিয়ায়ে কেরামগণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় রূহানীভাবে বিশেষ কোনো মুহূর্তে পৃথিবীর কোনো স্থানে গমন করা কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে অবাস্তব বা অযৌক্তিক নয়। যেমন : মে'রাজের রজনীর ঘটনাবলি। প্রশ্নে বর্ণিত দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠালগ্নের ঘটনাও তার অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে উক্ত বিষয়টি ছিল স্বপ্নের ব্যাপার, আর স্বপ্ন ও বাস্তবতা এক নয়। তাই এর অর্থ নবী-রাসূলগণ বাস্তবে হাজির-নাজির হওয়ার নয়।

মিলাদ মাহফিলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির হন এ কথাটি কোরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়াসের দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। সোয়া লক্ষ সাহাবী এবং তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, ৬০০ হিজরীর আগ পর্যন্ত সকল আইম্মিয়ায়ে মুজতাহিদীন, মুহাদ্দিসীন ও চার তরীক্বার ওলীগণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির বা মিলাদ মাহফিলে গমন করেন এ আক্বীদার ভিত্তিতে মীলাদুন্নবী ও কিয়াম করেছেন তার কোনো প্রমাণ নেই। (১৫/৩৪১/৬০৬৩)

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢ / ٥٠ (٦٤) : عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر-

📖فيه أيضا ١٥ / ٢٥ (٢٢٦٦) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي».

📖سنن أبي داود (دار الحديث) ٤ /٢٢٢٢ (٥٢٣٠)عن أبي أمامة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا فقمنا إليه فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا»-

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤ /٥٠٧ (٢٧٥٤) عن أنس، قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك»-

📖 الحاوى للفتاوى (مكتبہ رشيديہ) ١/٢٠٠- ٢٠١ : وقد ادعى الشيخ تاج الدين عمر بن على اللخمى السكندرى المشهور بالفاكهانى-من متأخرى المالكية-أن عمل المولد بدعة مذمومة... ... ... فقلت وبالله التوفيق: لا اعلم لهذا المولد اصلا فى كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامة الذين هم القدوة فى الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون، وشهوة نفس اعتنى بها الاكالون -

📖 المدخل (المكتبة التوفيقية) ١/ ١٦٠ : وينبغى له أيضا ان يتحرز فى نفسه بالفعل وفى من جالسه بالقول من هذه البدعة التى عمت بها البلوى وكثر وقوعها عند الصغير والكبير منا ممن يعرف العلم وممن لا يعرفه أعنى فى الأكثر إلا من وفقه الله وقليل ما هم، وهو هذا القيام الذى اعتاد بعضنا لبعض فى المجالس والمحافل، لأنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله فى الاتباع لهم فى القول والفعل والحركة والسكون-

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٧ / ٤٣٠ : وبما ينبغى أن يعلم أن القيام المتعارف فى المولود ليس مما نحن فيه فى شئ ولا يدل عليه دليل لاقوى ولا ضعيف بل هو من مخترعات الاوهام وتسويلات النفس وتشريع جديد، فلا يصح الحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم، هذا هو الحقيقة.

📖 احسن الفتاوى (سعید کمپنی) ۵/ ۵۰۵ : ایک مولوی صاحب نے ایک صالح حافظ کو کہا تجھ سے ابو جہل اچھا ہے اس مولوی صاحب کے لئے شرعًا کیا سزا ہے اس کی امامت صحیح ہے یا نہیں؟

الجواب—بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ان مولوی صاحب نے کسی خاص صفات میں ابو جہل کو اچھا کہا ہو گا اس میں کوئی گناہ نہیں بلکہ واقعی ہے بعض صفت میں بعض کافر بعض مسلمانوں سے اچھے ہیں.

اگر مولوی صاحب کا یہ مطلب ہیں کہ ہر حیثیت سے ابو جہل اچھا کہتا ہے تو اسمیں دو احتمال ہیں،

١ ـ جس کو ابو جہل کہا اسے حقیقی کافر نہیں سمجھا صرف گالی دینا اور برا کہنا مقصود ہے.

٢ ـ اسے واقعۃً کافر اور ابو جہل کی طرح مخلد فی النار سمجھے، صورت اول میں یہ لفظ کہنے والا فاسق ہے، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہیں... دوسرے صورت میں یہ شخص کافر ہے.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت کراچی) ۲ / ۲۸۳ : سوال- مجلس میلاد میں ذکر ولادت کے وقت قیام کیا جاتا ہے اس کی وضاحت مطلوب ہے.

الجواب- یہ بھی بے اصل ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور تابعین اور تبع تابعین کے قول و فعل سے ثابت نہیں ہے تو اس کا التزام بھی بدعت ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (مکتبہ امدادیہ) ۱ / ۹۴ : خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو برحق ہے لیکن اس خواب سے کسی حکم شرعی کو ثابت کرنا صحیح نہیں.

মিলাদে পঠিত দরূদ কবিতা সম্পর্কে হাদীসে কোনো প্রমাণ আছে কি না

প্রশ্ন : আমাদের দেশে সাধারণত মৃত ব্যক্তির জন্য সাওয়াব পৌছানোর উদ্দেশ্যে বা নতুন কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে কাজকে শুভ ও সঠিকভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যে নিয়মে মিলাদ হয়ে থাকে (যেমন কতগুলো বাংলা, উর্দু, ফার্সি কবিতা, মিলাদ এবং "আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সায়্যেদেনা মাওলানা মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইয়া নবী সালামু আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা।" উল্লিখিত আরবী শব্দগুলো যেগুলোকে তারা দরূদ বলে আখ্যায়িত করে) হাদীসে এর কোনো প্রমাণ আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত দরূদসমূহের মধ্যে কিছু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলেও সুর ও তাল মিলাতে গিয়ে অনেক সময় অর্থের পরিবর্তন ঘটে এবং কিছু দরূদ যেমন ইয়া নবী...... হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত নয়, আবার ভাষার দিক দিয়েও ভুল। তদুপরি বর্তমানে প্রচলিত মিলাদ যেহেতু সুর ও তাল মিলিয়ে সম্মিলিত কণ্ঠে পড়া শুধুমাত্র প্রথা ও রসম হিসেবে চলছে, তাই তা বর্জন করা অপরিহার্য। তবে যেকোনো ভালো কাজ বিসমিল্লাহ দ্বারা শুরু করা উত্তম। (১৫/৫৯২/৬১৪৫)

📖 صحیح البخاری (دار الحدیث) ۲ / ۲٤٤ (۲٦۹۷) : عن عائشة رضـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد -

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (مكتبة زكريا) ٦/ ٣٧٨ : وقد صح عن ابن مسعود رضـ انه سمع قوما اجتمعوا فى مسجد يهللون ويصلون عليه الصلوٰة والسلام جهرًا فراح إليهم، فقال: ما عهد

Scanned by CamScanner

نا ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام ما اراكم الا مبتدعين
فمازال يذكر ذلك حتى أخرجهم عن المسجد -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ٦ / ١٣٨ : الجواب - حامداً و مصلیاً، درود شریف پڑھنا
باعث برکت اور موجب ثواب ہے لیکن چلا کر پڑھنا اور شور مچانا منع ہے کیونکہ یہ دعا ہے
اور دعا میں اصل اخفاء ہے۔

মিলাদ অস্বীকারকারীর হুকুম কী

প্রশ্ন : যারা মিলাদ ও কিয়াম করে না এবং এটাকে বিদ'আত বলে তারা কি ফাসেক, কাফের, মোনাফেক বা নবীর দুশমন? যারা তাদেরকে এসব আখ্যা দেয়, তাদের শরয়ী বিধান কী?

উত্তর : কে নবীর দুশমন আর কে দোস্ত, তা কোরআন-হাদীসের মাপকাঠিতে নির্ণয় করতে হবে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে মুহব্বত করে সে যেন আমাকেই মুহব্বত করে। কাজেই যারা নবীর শিক্ষাবহির্ভূত নতুন উদ্ভাবিত কাজের পেছনে না পড়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তথা নবীর শিক্ষাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করে এবং শরীয়তসম্মত পন্থায় নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী পড়ে, আলোচনা করে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে তাদেরকে নবীর দুশমন আখ্যা দেওয়া মারাত্মক গোনাহ ও ভ্রান্ত উক্তি। বিশেষ করে কোনো মুসলমানকে পরস্পর জিদের বশবর্তী হয়ে কাফের, ফাসেক ইত্যাদি বলে গালাগাল করা ঈমান পরিপন্থী কাজ। হাদীস শরীফে এ আচরণ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। (১৫/৭৪৯/৬২২৯)

📖 صحيح البخاری (دار الحديث) ٤ / ١١٢ (٦٠٤٥) : عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك» -

📖 جامع الترمذی (دار الحديث) ٤/٤٧٠ (٢٦٧٨) :عن سعيد بن المسيب، قال: قال أنس بن مالك، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش

Scanned by CamScanner

لأحد فافعل» ثم قال لي: «يا بني وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة»

📖البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٨٢: ولا يكفر احدا من اهل التوحيد بذنب.

📖امداد الفتاوی (زکریابکڈپو) ۵/ ۲۵۷ : الجواب — قیام تعظیمی ذکر مولود شریف کا منکر نہ کافر ہے اور نہ خارج ہے فرق ناجیہ اہل سنت وجماعت سے۔

মসজিদ কমিটির চাপে মিলাদ-কিয়াম করার হুকুম

প্রশ্ন : প্রচলিত মিলাদ মাহফিল মসজিদে করার জন্য যদি মসজিদ কমিটি এবং নির্দিষ্ট কিছুসংখ্যক মুসল্লীদের পক্ষ থেকে ইমাম সাহেবকে চাপ প্রয়োগ করা হয় তবে এটা করা জায়েয কি না?

উত্তর : মুসল্লীদের দ্বীনের শিক্ষা দান করা ও সুন্নাত মোতাবেক জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহিত করা একজন ইমামের ঈমানী দায়িত্ব। তাঁর এই দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া বা শরীয়তবহির্ভূত কাজের জন্য চাপ প্রয়োগ করা জঘন্যতম অন্যায়। তাই প্রচলিত মিলাদ-কিয়ামের জন্য ইমাম সাহেবকে বাধ্য করা জায়েয হবে না। তবে ইমামের জন্য জরুরি, মুসল্লীদেরকে কোরআন-হাদীসের আলোকে প্রচলিত মিলাদ কী? ও শরীয়ত সমর্থিত মিলাদ কী তা বুঝিয়ে দেওয়া এবং সকলকে নিয়ে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় দরূদ ও মিলাদের ব্যবস্থা করা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনাদর্শ গ্রহণ করে নবীপ্রেমিক হওয়ার চেষ্টা করা। (১৫/৭৪৯/৬২২৯)

📖فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۲ / ۲۳۳ : الجواب-حامداً ومصلیاً، ... میلاد مروجہ دسویں وغیرہ ثابت نہیں بدعت ہے ان چیزوں میں اگر امام شرکت نہ کرے تو امامت میں خلل نہیں آتا جو شخص ان باتوں میں شریک نہ ہونے والے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہ غلطی پر ہے، تارک سنت ہے، جماعت کے ثواب سے محروم ہے، اس کو باز آنا چاہئے۔

Scanned by CamScanner

“মিলাদ-কিয়াম মুস্তাহসান, অস্বীকারকারী কাফের” বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক তথাকথিত পীর জনাব আঃ জলিল ফতওয়া প্রদান করেন যে “মিলাদ-কিয়াম মুস্তাহসান, অস্বীকারকারী কাফের” এরই পরিপ্রেক্ষিতে এলাকায় খুবই উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এখন কোরআন-হাদীসের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানে আপনাদের আজ্ঞা হয়।

উত্তর : মিলাদ তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করা ও তাঁর শানে বেশি বেশি দরূদ শরীফ পাঠ করা বড় সাওয়াবের কাজ। তবে দরূদ পড়তে গিয়ে কিয়াম করা নব-আবিষ্কৃত কাজ, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবেতাবেঈনের যুগে ছিল না। বিশেষ করে প্রচলিত আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে যে মিলাদ-কিয়ামের প্রথা চালু হয়েছে কোরআন-হাদীসে এর কোনো ভিত্তি নেই। এটি বর্জন করা জরুরি। যারা এ ধরনের মিলাদ-কিয়ামকে সাওয়াবের কাজ মনে করে এবং অস্বীকারকারীকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়ে উম্মতকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেয় তারা মারাত্মক গোনাহগার। এমনকি নিজে ঈমানহারা হয়ে যাওয়ার আশংকা প্রবল। তাই তাদের জন্য তাওবা করা ও এর থেকে ফিরে আসা একান্ত জরুরি। (১১/২৬৫/৩৫২৪)

📖المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖فيه ايضًا ٢ /١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في

Scanned by CamScanner

المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

📖 إعلاء السنن (ادارة القرآن) ١٧ / ٤٣٠ : وبما ينبغى ان يعلم ان القيام المتعارف فى المولود ليس مما نحن فيه فى شئ ولا يدل عليه دليل لاقوى ولا ضعيف بل هو من مخترعات الاوهام وتسويلات النفس وتشريع جديد، فلا يصح إلحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم، هذا هو الحقيقة.

📖 مرقاة المفاتيح (انور بکڈپو) ٣/ ٣١ : من اصر على امر مندوب وجعله عزما ولم يعمل بالرخصة فقد اصاب من الشيطان من الاضلال فكيف بمن أصر على بدعة ومنكر-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ١ / ١٥٩ : سوال—مولود شریف میں قیام کرنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب-میلاد کی مجالس میں مروجہ قیام ایک بے اصل چیز ہے جس کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے، اگر کوئی شخص قیام کو شرعی چیز سمجھ کر اور ثواب سمجھکر کریگا تو وہ ایک غلط چیز کا ارتکاب کرے گا .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا بکڈپو) ١ / ١٧٩ : مروجہ مجلس میلاد نہ قرآن کریم سے ثابت ہے نہ حدیث شریف سے ثابت ہے نہ خلفاء راشدین و دیگر صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین وائمہ مجتہدین امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی امام ابوداود، نسائی، ابن ماجہ) سے ثابت ہے، نہ اولیاء کاملین (حضرت عبد القادر جیلانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بہاء الدین نقشبندی شیخ عارف شہاب الدین سہروردی وغیرھم سے ثابت ہے۔

Scanned by CamScanner

عيد ميلاد النبى

ঈদে মীলাদুন্নবী

ঈদে মীলাদুন্নবী, মিলাদ এবং দরূদের মধ্যে পার্থক্য

প্রশ্ন :

১. প্রচলিত "মিলাদ অনুষ্ঠান" আয়োজনে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধা আছে কি না? মিলাদে কিয়াম করা যাবে কি না? মিলাদ ও দরূদের মধ্যে পার্থক্য কী?

২. ঈদে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষে নির্দিষ্ট করে ১২ই রবিউল আউয়াল দিবাগত রাতে নামাযের পূর্বে ও পরে মসজিদে আলোচনা, ওয়াজ ও পরে মিষ্টি বিতরণ করা যাবে কি না?

উত্তর: 'মিলাদ' অর্থ জন্মবৃত্তান্ত, তাই দরূদ আর মিলাদ এক নয়। যেহেতু প্রচলিত মিলাদকে সমাজ বহু বড় মনে করে, না করাকে গোনাহ মনে করে তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ধরনের মিলাদ বর্জনীয়। ইসলামের স্বর্ণযুগে প্রচলিত কিয়াম ও মিলাদ কোনোটিই পাওয়া যায় না। যারা প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম করে তারা কোনো কিতাবে দেখাতে পারবে না।

ইসলামের স্বর্ণযুগে মীলাদুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপলক্ষে ১২ই রবিউল আউয়াল উৎসব পালন করার কোনো নজির পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে কোনো কোনো বর্ণনা মতে, ১২ই রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাত দিবসও বলা হয়। (৮/৪৩৮/২২০৪)

📖المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖فيه ايضًا ٢ /١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

Scanned by CamScanner

وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

📖إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٧ / ٤٣٠ : وبما ينبغى ان يعلم ان القيام المتعارف فى المولود ليس مما نحن فيه فى شئ ولا يدل عليه دليل لاقوى ولا ضعيف بل هو من مخترعات الاوهام وتسويلات النفس وتشريع جديد، فلا يصح الحاقه بمختلفات العلماء ومجتهداتهم، هذا هو الحقيقة.

মিলাদ ও ঈদে মীলাদুন্নবী সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন :

১. ঈদে মীলাদুন্নবীর অর্থ, মর্ম ও ব্যাখা কী?

২. প্রচলিত মিলাদ-কিয়াম কোরআন-হাদীস ও ফিকহী কিতাবে আছে কি না? এটার প্রবর্তক কে?

৩. يا نبى سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك

এ বাক্যটি হাদীসে বর্ণিত কোনো দরূদ শরীফের অন্তর্ভুক্ত কি না? না হলে অন্যান্য দরূদের মতো একাকী আস্তে আস্তে পড়া যাবে কি?

৪. মীলাদুন্নবী উপলক্ষে সীরাতুন্নবী আলোচনা করা যাবে কি? ১২ই রবিউল আউয়ালকে কেন্দ্র করে সরকারি ছুটি চাওয়া বা দেওয়া, রবিউল আউয়াল উদ্‌যাপনে র‍্যালি বের করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা কতটুকু যথাযথ?

উত্তর : ১, ২ . প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবীর কোনো অস্তিত্ব ইসলামে নেই। সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, মাযহাবের চার ইমাম, হাদীসের ইমাম ও তরীক্বতের ইমাম কেউ ঈদে মীলাদুন্নবী করেননি। মাহে রবিউল আউয়াল উপলক্ষে এ ধরনের উৎসবের সর্বপ্রথম আবিষ্কারক ইরবিলের রাজা আবু সাঈদ কুকরী। ছয় শত হিজরীর পর ঈদে মীলাদুন্নবীর আবিষ্কার হয়। তখন থেকে হক্কানী উলামাগণ এর বিরোধিতা করে আসছেন। রবিউল আউয়াল মাস নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের মাস হিসেবে গুরুত্বের দাবি রাখে। এ হিসেবে এ মাসে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগী করে

Scanned by CamScanner

ঈসালে সাওয়াব করা এবং স্বীয় জীবনে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবন-চরিত্র আলোচনা করা সকল মুসলমানের দায়িত্ব। (১০/৩১০/৩০৯২)

📖المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

📖فيه ايضًا ٢/ ١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

📖الحاوى للفتاوى (مكتبه رشيديه) ١ / ١٩٩ : وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدين علي بن بكتكين .

📖فيه ايضا ١ /٢٠٠- ٢٠١ : وقد ادعى الشيخ تاج الدين عمر بن على اللخمى السكندرى المشهور بالفاكهانى-من متأخرى المالكية-أن عمل المولد بدعة مذمومة... ... ... فقلت وبالله التوفيق: لا اعلم لهذا المولد اصلا فى كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن احد من علماء الامة الذين هم القدوة فى الدين المتمسكون بآثار المتقدمين بل هو بدعة احدثها البطالون، وشهوة نفس اعتنى بها الاكالون-

Scanned by CamScanner

৩. يانبي سلام عليك হাদীসে বর্ণিত কোনো দরূদ নয়। উপরন্তু এ মর্মে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সর্বত্র বিরাজমান হওয়ার আক্বীদা বিদ্যমান, তাই এটা বর্জনীয়।

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۱ / ۲۱۵ : الغرض روضۂ اقدس کے علاوہ دوسرے مقامات میں اگر ان الفاظ خطاب کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر وناظر ہونے کا عقیدہ ہے تو کھلا ہوا شرک ہے، اور مجلس میں تشریف لانے کا عقیدہ ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء اور بہتان ہے۔

৪. সিরাতুন্নবীর আলোচনা বছরের সব দিনে করণীয় কাজ। রবিউল আউয়াল মাসে করলেও কোনো আপত্তি নেই। তবে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে এ ধরনের আলোচনার আয়োজনও অনুচিত।
ইবাদত-বন্দেগী বেশি পরিমাণ করার উদ্দেশ্যে সরকারি ছুটি সমর্থন করা যায়। কিন্তু এ দিনে র‍্যালি বের করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে সমর্থিত নয়।

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۱ /۱۴۸ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن عید منانا یا وفات کے دن ماتم اور غم منانا اسلامی تعلیم نہیں ہے، نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا نہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنھم نے یہ دن منایا اور جلوس نکالنا باجے بجانا اور اسی قسم کے اور افعال مثلا آتشبازی چھوڑنا افراط کے ساتھ روشنی کرنا، چراغاں کرنا، اکھاڑے نکالنا یہ سب باتیں درست نہیں ہیں، ہاں حضور صلی اللہ کے سیرت مبارکہ کے بیان و تبلیغ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی اشاعت کے لئے اجتماع منعقد کرنا اور اس میں مسلموں اور غیر مسلموں کو دعوت دینا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان کرنا جائز ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱ /۱۴۹ : سوال- (۱) یوم میلاد النبی منانا بموجب پروگرام سیرت کمیٹی کے (۲) جلوس شہر میں نکالنا (۳) میلاد پڑھتے ہوئے راستہ سے چلنا (۴) ایک جگہ جمع ہو کر جلسہ کرکے سیرت نبوی و اسلام اور بانی اسلام کا تذکرہ کرنا... ...شرع میں ہر ایک عمل کے لئے کیا حکم ہے؟... ...
الجواب- سوال میں جتنی باتیں مذکور ہیں ان میں سے صرف نمبر ۴ بلا تخصیص تاریخ و یوم جائز ہے باقی اعمال کا ترک لازم ہے مذکورہ بالا افعال شرک تو نہیں مگر ان کو لازم سمجھنا اور جلوس وغیرہ کو شرعی امور قرار دینا بدعت ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۳۹۱ : سوال—کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ۱۰ محرم اور ۱۲ ربیع الاول کو کاروبار بند کردینا چاہئے، کچھ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ شرعا کیا حکم ہے؟

الجواب—شریعت کی طرف سے ان دونوں دنوں میں کاروبار بند کرنے کا حکم نہیں اس کو شرعی حکم سمجھنا غلط ہے۔

📖 وفیہ ایضاً ۱۷/ ۲۳۶: ان ایام میں تعطیل کرنا بھی کوئی شرعی حکم یا مصلحت نہیں، ورنہ اس امت کے اکابر کی تواریخ ولادت کا اگر تتبع کیا جائے اور ان ایام میں تعطیل کی جائے تو پھر سارا سال تعطیل ہی تعطیل میں گذرے گا تعلیم کا کوئی دن بھی نہیں ملے گا۔

রবিউল আউয়াল ও ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপন

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রতি বছর রবিউল আউয়াল মাসের ১২ বা এ মাসের অন্য তারিখে অথবা বছরের অন্য কোনো তারিখে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্নবী বিভিন্নভাবে পালন করা হয়। এমতাবস্থায় কোরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রকৃত বিষয়টি জানা একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই মহোদয় সমীপে আমার আকুল আবেদন, ঈদে মীলাদুন্নবী উদ্‌যাপনের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধান কী? জানিয়ে কৃতার্থ করবেন।

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মদিন নিঃসন্দেহে সোমবার। ওই দিন শুকরিয়ার দিন। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আজীবন ওই দিন রোজা রাখার মাধ্যমে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণে নবীপ্রেমিকরা প্রতি সোমবার রোজা রেখে আসছেন। পক্ষান্তরে ১২ই রবিউল আউয়াল মতান্তরে ৮-৯ রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মদিন নয়, বরং জন্মতারিখ। আর জন্মতারিখ হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবনে কখনো পালন করেননি। এরপর সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, মাযহাবের ইমাম চতুষ্টয় আবু হানীফা (রহ.) প্রমুখ এবং তরীকতের ইমামগণ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) প্রমুখ ও হাদীসের ইমামগণ ইমাম বুখারী (রহ.) প্রমুখ কেউ করেননি। বরং প্রচলিত নিয়মে জন্মদিনে রোজা রাখার পরিবর্তে জন্মতারিখ উদ্‌যাপনের প্রথম আবিষ্কারক হলো ৬০০ হিঃ পরের ইরবিল শহরের রাজা আবু সাঈদ আল কৌকরী। তার এ আবিষ্কার ভিত্তিহীন হওয়ায় তখন থেকে হক্কানী আলেম-উলামাগণ এর বিরোধিতা করে আসছেন এবং বর্জনীয় বলে ঘোষণা দিয়ে আসছেন।

Scanned by CamScanner

বাস্তবে বছরে একবার জন্মতারিখ পালনের এ পদ্ধতি ভিত্তিহীন এবং একজন মূর্খ মুসলিম রাজার নতুন আবিষ্কার হওয়ায় তা বর্জনীয়। এমতাবস্থায় নবীপ্রেমিকদের জন্য উচিত হবে নবী প্রদর্শিত পন্থায় প্রতি সোমবার রোজা রাখা। এ সুন্নাত জিন্দা করা হলে ওই বিদ'আত মিটে যাবে বলে আশা করা যায়। (১৩/৬৭৭)

📖صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ٨ /٤٦ (١١٦٢) : عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: « فيه ولدت ، فيه أنزل علي » -

📖مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٧/ ٢٤٤ (٢٢٥٥٠) : عن ابى قتادة ﵁ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال : فيه ولدت وفيه انزل علىّ -

📖المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

ঈদে মীলাদুন্নবী, জশনে জুলুস ইত্যাদির শরয়ী সমাধান

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত ঈদে মীলাদুন্নবী, জশনে জুলুস, মিলাদ-কিয়াম ইত্যাদি বিষয় মুসলমানদের মাঝে চরম বিতর্ক ও ফাসাদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একশ্রেণীর আলেম এ বিষয়গুলোকে ফরয মনে করেন এবং এর বিরোধিতাকারীদেরকে কাফের, মুরতাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন। আর অন্য উলামাগণ উক্ত বিষয়গুলোকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেন। এমতাবস্থায় ঈদে মীলাদুন্নবী, জশনে জুলুস, মিলাদ-কিয়াম প্রভৃতি সম্পর্কে শরয়ী বিধান কী? এবং এসব বিষয়ের বিরোধিতাকারীগণ কি সত্যিই কাফের, মুরতাদ, রাষ্ট্রদ্রোহী?

উত্তর : এক. শরীয়তের পরিভাষায় মিলাদ বলতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনাকে বোঝায়। যা অত্যন্ত মোবারক, এতে কোনো মুসলমানের সন্দেহ নেই। কেননা যে মহামানবের জন্ম সমস্ত সৃষ্টির জন্য রহমতের বার্তা বয়ে এনেছে, যেমন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে : "আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া-১০৭) নিশ্চয়ই তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি কথা ও কাজের আলোচনা উঁচুমানের

Scanned by CamScanner

ইবাদতের শামিল। তাঁর এ পবিত্র জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ ও হেদায়াতের বাণী। সে সকল আদর্শকে মানবজীবনে বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হচ্ছে বেশি বেশি এর আলোচনা ও প্রচার-প্রসার করা এবং এগুলো থেকে শিক্ষা অর্জন করা।

📖 سورةالأحزاب الآية ٢١ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا-

কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত মিলাদ মাহফিল বলতে ওই সব অনুষ্ঠানকে বোঝায়, যেখানে বিশেষ পদ্ধতিতে দরূদ শরীফ পাঠ করাসহ কিয়াম করা হয়। আর অনেকে দরূদ পাঠ ও কিয়াম করার সময় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাজির-নাজির হয়ে যান বলেও আক্বীদা পোষণ করে। ৬০৪ হিজরীতে ইরাকের মুসল শহরের ধর্মীয় ব্যাপারে উদাসীন বাদশাহ মুজাফফর উদ্দীনের নির্দেশে সর্বপ্রথম এ মিলাদ মাহফিলের সূচনা হয়। এর পূর্বে হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো সাহাবী, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, মুহাদ্দিস ও ফকীহ কিংবা কোনো পীর-মাশায়েখ ও বুজুর্গ এ ধরনের মিলাদ মাহফিল করেননি।

📖 راہ سنت ص ۱۶۲: یہ بدعت ۶۰۴ھ میں موصل کے شہر میں مظفر الدین کوکری بن اربل کے حکم سے ایجاد ہوئی جو ایک مسرف اور دین سے بے پرواہ بادشاہ تھا-

তাই প্রচলিত মিলাদ মাহফিল আর সত্যিকার পারিভাষিক মিলাদ মাহফিলের মাঝে
আকাশ-পাতাল ব্যবধান। প্রচলিত মিলাদ মাহফিল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম) বা তাঁর পরবর্তী উত্তম তিন যুগের পালনীয় বা সমর্থিত আমল নয়, যাকে
ইবাদত বলা যেতে পারে। বরং তা দ্বীনের নামে শরীয়তের মধ্যে নতুন আবিষ্কৃত আমল
সংযোজিত হওয়ায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য। আর প্রকৃত মিলাদ তথা রাসূল (সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বরকতময় জন্মবৃত্তান্তের আলোচনার মাহফিল মুস্তাহাব ও
পুণ্যময়।

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا بکڈپو) ص ۱۱۴: مجلس مولود مجلس خیر وبرکت ہے در صورتیکہ ان قیودات مذکورہ سے خالی ہو، فقط بلا قید وقت معین وبلا قیام وبغیر روایت موضوع مجلس خیر وبرکت ہے، صورت موجودہ جو مروج ہے بالکل خلاف شرع ہے اور بدعت ضلالہ ہے-

উপরন্তু এ ধরনের মিলাদে যে আক্বীদার ভিত্তিতে কিয়াম করা হয় তা আরো জঘন্যতম। কেননা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া নবী-রাসূল বা অন্য কাউকে হাজির-নাজির মনে করা কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণার পরিপন্থী।

Scanned by CamScanner

📖سورة آل عمران الآية ٤٤ : ﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَٰمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

📖سورة مريم الآية ١١٠ : ﴿قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾

📖شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٢ / ٢١٨ (١٥٨٣) : عن ابى هريرة ؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على عند قبرى سمعته ومن صلى على نائيا أبلغته

📖البحر الرائق (مكتبۂ رشيديہ) ٣ / ١٥٥ : لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد ويكفر لاعتقاده أن النبي يعلم الغيب .

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জীবদ্দশায় সশরীরে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে যেখানে কিয়াম করাকে অপছন্দ করতেন সেখানে তাঁর ইন্তেকালের পর একটি ভ্রান্ত আক্বীদার ভিত্তিতে অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে হাজির-নাজির জেনে আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্য মনে করা ইসলামী আক্বীদার পরিপন্থী এবং এ বিশ্বাসে কিয়াম করা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শবিবর্জিত কাজ। এ ধরনের কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য তাওবা করে আক্বীদা সংশোধন করা জরুরি।

📖سنن الترمذي (دارالحديث) ٤ /٥٠٧ (٢٧٥٤) عن أنس، قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك» -

দুই. ঈদ একটি ধর্মীয় পরিভাষা, যার প্রয়োগক্ষেত্র বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা নির্ধারিত। আর তা হচ্ছে, বছরে দুটি দিবস তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। তন্মধ্যে একটি ঈদও কোনো নবী-রাসূলের বৈষয়িক কিছুর সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং দুটি ঈদ দুটি মহান ইবাদত উপলক্ষে প্রবর্তিত হয়েছে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের উৎসবে কোনো ঈদ যদি বৈধ হতো তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বার্ষিক ঈদের সংখ্যা দুটি ঘোষণা না দিয়ে তিনটি ঘোষণা করতেন। যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই ঈদ দুটি বলে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাই উম্মতের পক্ষে নিজেদের ইচ্ছামতো বিশেষ কোনো দিনে ঈদ প্রবর্তন করা বৈধ হবে না।

📖سنن ابى داود (دارالحديث) ١ /٤٨٩ (١١٣٤) : عن أنس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال

Scanned by CamScanner

رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر "-

অতএব কেউ তা করতে গেলে খ্রিস্টানদের পদাঙ্ক অনুসরণ বলে ধর্তব্য হবে। কারণ তারাই নিজেদের পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম তারিখে ঈদ উদ্‌যাপনের প্রথা চালু করেছে। যেমন মুফতী শফী (রহ.) মা'আরেফুল কোরআনে বলেছেন :

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۳ / ۳۵ : عیسائیوں نے حضرت عیسیٰؑ کے یوم پیدائش کی عید میلاد منائی ان کو دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید بنادی۔

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের তারিখ নিয়ে ইতিহাসবিদগণের মাঝে মতভেদ থাকলেও বারটি যে সোমবার ছিল তা নিশ্চিত। আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমল ছিল স্বীয় জন্মদিন তথা সোমবারে রোযা রাখা। যেমনটি মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মকে কেন্দ্র করে কেউ যদি ঈদ উদ্‌যাপন করে, তা যে সম্পূর্ণ নবীজির আদর্শবহির্ভূত তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা রোযা রাখা আর ঈদ পালন করা দুটি বিপরীতমুখী কাজ।

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ٨ /٤٦(١١٦٢):عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: « فيه ولدت ، فيه أنزل علي » -

তিন. ফার্সি ভাষায় জশ্‌নের অর্থ আনন্দ, জুলুস-এর অর্থ মিছিল বা শোভাযাত্রা। আর আরবী ভাষায় ঈদের পারিভাষিক অর্থ আনন্দ। তাই "জশনে জুলুসে ঈদে মীলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম"-এর অর্থ দাঁড়ায় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মানন্দের শোভাযাত্রা। জন্মের আনন্দ তথা ঈদে মীলাদুন্নবী যদিও বিধর্মীদের দেখাদেখি হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে আবিষ্কৃত, কিন্তু জশনে জুলুস একেবারেই নব আবিষ্কৃত, বিংশ শতাব্দীর সংযোজন, যা ভারতবর্ষে শিয়া সম্প্রদায়ের দেখাদেখি মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। এর সাথে ইসলামের তিন স্বর্ণযুগের সম্পর্ক তো দূরের কথা, সাড়ে তের শত বছরের কোনো আদর্শবান মুসলমানের যুগেও ছিল না। এমন একটি বিংশ শতাব্দীর নবাবিষ্কৃত প্রথা সাওয়াব মনে করে পালন করা, বিশেষ করে ১২ রবিউল আউয়াল রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওফাত তারিখে শোভাযাত্রা করা কত বড় জঘন্য কাজ হতে পারে, তা সকল বিবেকবান নবী প্রেমিকদের ক্ষতিয়ে দেখা ঈমানী কর্তব্য। তাই এসব বিধর্মীদের অনুকরণে উদ্ভাবিত নব সংযোজন 'বিদ'আতে সাঈয়্যেআহ্' বলে পরিগণিত। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

Scanned by CamScanner

“তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য এমন ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি?” (সূরা শূরা-আয়াত : ২১) হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) এ আয়াতের ভিত্তিতে বলেন :

📖 اشرف الاحکام(دار الاشاعت کراچی) صـ۱۲۷ : یہ آیت صاف بتلا رہی ہے کہ دین کی بات بدون اذن الٰہی یعنی بدون دلیل شرعی کسی کو مقرر کرنا مذموم اور مستنکر ہے، یہ تو کبری ہے اور صغری یہ ہے کہ عید میلاد النبی دین کی بات سمجھ کر بلا دلیل مقرر کی گئی ہے،

অর্থাৎ : “এ আয়াতটি এ কথার প্রমাণ বহন করে যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তথা শরয়ী দলিল ছাড়া দ্বীনের নামে কোনো বিষয় সংযোজন করা নিন্দনীয় ও প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং ভিত্তিহীন ঈদে মীলাদুন্নবীও যেহেতু দ্বীন মনে করে প্রবর্তন করা হয়েছে, তাই এটিও প্রত্যাখ্যানযোগ্য।” প্রচলিত মীলাদ কিয়ামের ন্যায় নবাবিষ্কৃত কাজের পেছনে না পড়ে যারা শরীয়ত সমর্থিত পন্থায় বিশুদ্ধভাবে মীলাদের আলোচনা ও তা থেকে শিক্ষা অর্জন করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নববী আদর্শ তথা সুন্নাতে রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে ও এর প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করে, তারাই প্রকৃত নবীজির মুহাব্বতের দাবিদার। এদেরকে কাফের, ফাসেক ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে গালাগাল করা ঈমান পরিপন্থী কাজ।

📖 صحيح مسلم (دارالغدالجديد) ۲/ ۵۰ (٦٤) : وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر-

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার মীলাদুন্নবী পালন করার সরকারি সিদ্ধান্ত নিলেও মীলাদুন্নবী পালনের রূপরেখা, নিয়ম-পদ্ধতি নির্ধারণ করে দেননি। অন্যদিকে ইসলামী ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা ‘মাআরিফুল কুরআনে’ প্রচলিত মীলাদ কিয়ামের প্রথা খ্রিস্টানদের দেখাদেখি কিছু মুসলমানের গৃহীত আমল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এ-জাতীয় সিদ্ধান্তের দোহাই দিয়ে কারো পক্ষ থেকে মীলাদের মনগড়া ভ্রান্ত পন্থায় শরীয়তবিরোধী মীলাদ পালনের অপকৌশল কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। (১৫/৮৪১/৬৩০৬)

বিভিন্ন নামে ১২ রবিউল আউয়ালকে উদ্‌যাপন করা

প্রশ্ন :

১. ১২ রবিউল আউয়াল উপলক্ষে কোনো মহলে প্রচার করা হয় “সব ঈদের বড় ঈদ বিশ্বনবীর জন্ম ঈদ”।

Scanned by CamScanner

২. আবার কোনো কোনো মহলে প্রচার করা হয় ঈদে মীলাদুন্নবী।
৩. আবার কোনো কোনো মহলে প্রচার করা হয় সীরাতুন্নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম, মৃত্যু ও সীরাত সম্পর্কে আলোচনা করে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর সাওয়াব রেসানি করে মোনাজাত করে।

এ সকল কাজের মাধ্যমে ১২ রবিউল আউয়াল উদ্‌যাপন করাকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শের প্রতি সচেতন ব্যক্তির কর্তব্যও মনে করা হয়। এ সকল মতবাদের মধ্যে আমরা কোন পথ গ্রহণ করব? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মীলাদুন্নবী অর্থ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্মের আলোচনা করা, যা কয়েক ঘণ্টা সময়ের বিবরণ ও ইতিহাসমাত্র। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম অলৌকিক বহু বিষয়ের সমষ্টি, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এসব নির্ভুল ইতিহাস আলোচনাকরত নবীর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা প্রকাশ অবশ্যই ইবাদত, যা মুস্তাহাব বলে বিবেচ্য হবে। তবে এ বিষয়টি শুধু ১২ রবিউল আউয়ালের সাথে নির্দিষ্ট নয়। বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তা করা বাঞ্ছনীয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম ১২ রবিউল আউয়াল বলার নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই।

এ কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্ম উপলক্ষে ব্যক্তিগতভাবে যে ইবাদত করতেন, তা জন্মদিবস অর্থাৎ সোমবারের সাথে সম্পৃক্ত, তারিখের সাথে নয়। হাদীস শরীফে এসেছে যে প্রতি সোমবার জন্মদিবস হিসেবে আল্লাহর শোকর আদায় করার নিমিত্তে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রোযা রাখতেন। কিন্তু ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে কোনো কিছু করার প্রমাণ রাসূল ও সাহাবাগণ থেকে পাওয়া যায় না।

বর্তমান যুগের প্রচলিত মীলাদুন্নবীর প্রথা কোরআন, হাদীস এবং শরীয়তের আলোকে সমর্থিত নয়। বিশেষ করে ঈদ উদ্‌যাপনের প্রথা সম্পূর্ণ শরীয়তবিরোধী। কেননা ইসলামে ঈদ নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট এর মধ্যে ঈদে মীলাদুন্নবীর কোনো অস্তিত্ব নেই। আর মুসলমান মনগড়া কোনো ঈদ পালন করার অধিকারও রাখে না। রবিউল আউয়াল উপলক্ষে ঈদে মীলাদুন্নবী বা বড় ঈদ উদ্‌যাপন করা শরীয়তবিরোধী হওয়ায় বর্জনীয়।

সীরাতুন্নবী অর্থ নবীর জীবন ইতিহাস, যা দুই ভাগে বিভক্ত। ১. জন্ম থেকে নবী হওয়া পর্যন্ত ইতিহাস, যা শরীয়তের দলিল নয়, উম্মতের জন্যও অনুকরণীয় নয়, তবে নবীর নবুয়াতের জন্য প্রমাণ ও দলিলস্বরূপ। ২. নবী হওয়ার মুহূর্ত থেকে তাঁর ওফাত পর্যন্ত, যা কয়েকটি বিশিষ্টতার বিষয় ছাড়া শরীয়তের দলিল এবং উম্মতের আদর্শ ও অনুসরণীয়। সিরাতুন্নবীর এসব দিক নিয়ে বিশুদ্ধ সূত্রে ইতিহাস আলোচনা করা, বিশেষ করে শেষ ২৩ বছরের জীবনী আলোচনা করে তদানুযায়ী আমল করা এবং তা কায়েম

Scanned by CamScanner

করা উম্মতের জন্য জরুরি বিষয়। এটা ১২ই রবিউল আউয়ালের সাথে নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ নয়, বরং সারা জীবনের প্রতিনিয়তই তা গ্রহণযোগ্য।

সারকথা, মীলাদুন্নবী বলুন বা সীরাত, শুধুমাত্র ১২ই রবিউল আউয়ালের সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং সারা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। মীলাদুন্নবী পালন/উদ্‌যাপন করা যায় না, আলোচনা করা যায় মাত্র। আর সীরাতুন্নবী পালন করার বিষয় এবং পালন করা জরুরিও বটে। তবে আলোচনা করা হয় আমল করার প্রয়োজনে। সুতরাং ১২ই রবিউল আউয়ালকে নির্দিষ্ট না করে প্রচলিত মীলাদের প্রথা বর্জন করে অন্যান্য দিনের মতো ১২ই রবিউল আউয়াল ও জন্ম ইতিহাস বয়ান করা যেমন সাওয়াবের কাজ, তেমনিভাবে সীরাতুন্নবী আলোচনা ও তার অনুকরণ-অনুসরণ বা আমলে পরিণত করাও অত্যন্ত জরুরি ও ঈমানী কর্তব্য।

ঈদে মীলাদুন্নবীর নামে যেকোনো প্রচলিত কর্মকাণ্ড শরীয়ত সমর্থিত নয়, বরং বর্জনীয়। (১৬/১৩৫/৬৪২৪)

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٢٤٤ (٢٦٩٧) : عن عائشة رضـ قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث فى امرنا هذا ماليس منه فهو رد -

📖فتح البارى (دار الريان) ١٣ / ٢٦٦ : ما احدث وليس له اصل فى الشرع ويسمى فى عرف الشرع "بدعة" وماكان له اصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة-

📖صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٨ /٤٦ (١١٦٢) :عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: « فيه ولدت ، فيه أنزل علي » -

📖سنن ابى داود (دار الحديث) ١ /٤٨٩ (١١٣٤) : عن أنس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر ".

📖المدخل لابن الحاج (المكتبة التوفيقية) ٢ /٣ : ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من مولد وقد احتوى على بدع ومحرمات جملة.

Scanned by CamScanner

📖 فيه ايضًا ٢ /١٠ : وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع فإن خلا منه وعمل طعاما فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم ذكره فهو بدعة بنفس نيته فقط إذ أن ذلك زيادة في الدين وليس من عمل السلف الماضين واتباع السلف أولى بل أوجب من أن يزيد نية مخالفة لما كانوا عليه لأنهم أشد الناس اتباعا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتعظيما له ولسنته - صلى الله عليه وسلم - ولهم قدم السبق في المبادرة إلى ذلك ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد ونحن لهم تبع فيسعنا ما وسعهم.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ۱۸۳ : سوال- ملک کے ہر گوشہ میں یوم ربیع الاول کی تحریک چل رہی ہے خصوصا نگینہ میں یوم النبی خاص طور سے منایا جاتا ہے یہ جلسہ ۱۲ ربیع الاول کو ہوتا ہے اگر اسی تاریخ کو یا کسی دوسرے ماہ میں تمام سال میں ایک دن خصوصیت کے ساتھ یوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جائے اور اس میں سیرۃ النبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سنائی جائے تو شرعی حکم اس کے متعلق کیا ہے؟

الجواب- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وحالات ہر مسلمانوں کو مطلع کرنا اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے اور میرے نزدیک ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ یہی ہے اور اسی میں مسلمانوں کی ہر فلاح وبہبود منحصر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جان لینا نہایت ضروری ہے کہ شریعت نے ہر کام اور ہر عبادت کے لئے کچھ حدود و قواعد مقرر فرمائی ہیں ان سے تجاوز کرنا عبادت میں سخت گناہ ہے کوئی شخص اگر مغرب کی تین رکعتوں کے بجائے چار پڑھنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ تلاوت قرآن اور تسبیح وتہلیل ہی ہوگی فی نفسہ کوئی گناہ کی چیز نہیں لیکن تجاوز حدود اور احداث بدعت ہونے کی وجہ سے ساری امت اس کو گناہ کہتی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وحالات پر مسلمانوں کو مطلع کرنا یہ ایک ایسی ضرورت اور عبادت ہے جو آج نئی پیدا نہیں ہوئی بلکہ بعثت و نبوت کے بعد ہی سے اس کی ضرورت تھی، بلکہ ابتدائی زمانہ میں اور قرون اولی میں جبکہ سیرت مدون نہیں ہوئی تھی اور منتشر کلمات مختلف لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھے اسی وقت اس کی ضرورت آج سے زیادہ تھی لیکن اس کے باوجود قرون اولی میں بلکہ اس کے بھی بہت بعد تک اس کی ایک نظیر نہیں پیش کی جاسکتی کہ کہیں سالانہ جلسوں کا اس کام کے لئے

Scanned by CamScanner

تعینات کے ساتھ کیا گیا ہو..... در حقیقت اگر غور کیا جائے تو سیرت قدسیہ ایسی چیز نہیں کہ سال بھر میں آپ ایک روز تک پہنچا کر فارغ ہو جائیں بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ ہر مکتب و مدرسہ و اسکول کا اس کو جزو لازم قرار دیا جائے اور باقی عوام کو ہمیشہ مواعظ کے ذریعہ اس پر مطلع کیا جائے۔

মীলাদের বিধান

প্রশ্ন :

١ - اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، وعلى آل سيدنا مولانا محمد

٢ - صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

٣ - يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.

উল্লিখিত তিনটি দরূদ আমাদের এলাকার মৌলভীগণ জনসাধারণ ও মুসল্লীদেরকে একত্র করে তাল মিলিয়ে উচ্চস্বরে পাঠ করে, যাকে মীলাদ শরীফ বলে। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত দরূদ তিনটি হাদীস বা ফিক্বহের কোনো কিতাবে বর্ণিত আছে কি না? যদি বর্ণিত না থাকে তাহলে উক্ত দরূদগুলো এভাবে পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত দরূদ শরীফগুলোর প্রথম দুটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধায় তা পড়া খুব সাওয়াবের কাজ। কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পড়ার কোনো প্রমাণ শরীয়তে নেই বিধায় বর্ণিত মনগড়া পন্থা বর্জনীয়। আর তৃতীয় দরূদ শরীফটি হাদীস শরীফে বর্ণিত নয়। এটা একমাত্র রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওজা পাকে হাজির হয়ে পড়তে পারবে। দূর-দূরান্ত থেকে পড়ার অনুমতি শরীয়তে নেই। (১৮/৯২২/৭৮২৩)

📖صحيح البخاري (دارالحديث) ٢/ ١٠ (١٧٩٦) : أن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول: «كلما مرت بالحجون صلى الله على رسوله محمد».

📖أحكام القرآن للتهانوى (إدارة القرآن) ٣ / ٥٠٢ : إن الأفضل والأولى والأكثر ثوابًا والأجزل جزاءً وأرضاها عند الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هى الصيغ المأثورة و يحصل ثواب الصلاة والتسليم بغيرها أيضا، بشرط ان يكون فيها طلب الصلاة والرحمة عليه صلى الله عليه وسلم من الله عزوجل -

Scanned by CamScanner

📖تفسير روح المعانى (دار الحديث) ١١ / ٣٤٧ : ونقل عن جمع من الصحابة ومن بعدهم أن كيفية الصلاة عليه صلّى الله عليه وسلم لا يوقف فيها مع المنصوص وأن من رزقه الله تعالى بيانا فأبان عن المعاني بالألفاظ الفصيحة المباني الصريحة المعاني مما يعرب عن كمال شرفه صلّى الله عليه وسلم وعظيم حرمته فله ذلك، واحتج له بما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجة وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا صليتم على النبي صلّى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قالوا: فعلمنا؟ قال: قولوا اللّٰهُمَّ اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللّٰهُمَّ ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللّٰهُمَّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.

📖فتاوى محموديه (زكريابكڈپو) ١٢/ ١٨٣ : درود ابراهيمى كاپڑھنا ہر جگہ سے درست اور موجب ثواب ہے...

Scanned by CamScanner

إيصال الثواب

ঈসালে সাওয়াব

ঈসালে সাওয়াবের বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : এ প্রথা প্রচলিত যে ঈসালে সাওয়াবের জন্য আলেমদেরকে দাওয়াত খাওয়ানো হয় এবং শেষে দু'আ করার পর টাকা হাদিয়া দেওয়া হয়। জনৈক আলেম বলেন, ঈসালে সাওয়াবের বিনিময় জায়েয নেই। তাই ঈসালে সাওয়াবের জন্য খানা খাওয়ালে দু'আ করা যাবে না। আর দু'আ করলে খানা খাওয়ানো যাবে না। কারণ তা বিনিময় হয়ে যাবে। তবে তিনি জায়েযের একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যে ঈসালে সাওয়াবের খানার দাওয়াতদাতা ব্যক্তি দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্যে আলেমদেরকে দাওয়াত দেবে, আলেমগণ দুনিয়াবী দু'আর সাথে সাথে ঈসালে সাওয়াবের দু'আ করে দেবেন। তখন দাওয়াত খাওয়ানো ও টাকা দেওয়া উভয়টিই জায়েয হবে। জানার বিষয় হলো, উক্ত আলেমের এ বক্তব্য সঠিক কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে সর্বপ্রকারের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া একাকী বা যৌথভাবে যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে ঈসালে সাওয়াব করার অনুমতি আছে। তবে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দিন-তারিখ ধার্য করে দাওয়াতের অনুষ্ঠান করা এবং ঈসালে সাওয়াবের বিনিময় হিসেবে টাকা নেওয়া নাজায়েয। আর যেখানে ঈসালে সাওয়াবের পর খানা খাওয়ানোর প্রথা আছে, সেখানে খানা বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাও নাজায়েয বলে বিবেচিত হবে। তবে ঈসালে সাওয়াবের জন্য কোনো গরিব ব্যক্তিকে খানা খাওয়ানোর সাথে সাথে টাকা-পয়সাও দিতে পারবে। আর আলেমদেরকে দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য বলে দাওয়াত দিলেও তার আসল উদ্দেশ্য ঈসালে সাওয়াব হওয়ার কারণে আলেমগণ দুনিয়াবী দু'আর সাথে সাথে কিছু আয়াত, দরূদ শরীফ, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি পড়ে ঈসালে সাওয়াবের জন্য দু'আ করলে এর বিনিময় হিসেবে খানা খাওয়া এবং টাকা নেওয়া কোনোটিই জায়েয হবে না। তবে তাসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াত দ্বারা যেমন ঈসালে সাওয়াব করা যায়, অনুরূপ শুধুমাত্র খানা খাইয়েও ঈসালে সাওয়াব করা যায়। সুতরাং উলামায়ে কেরামকে দাওয়াত করে খাওয়াতে ইচ্ছে করলে কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া শুধুমাত্র খানা খাইয়ে এবং টাকা হাদিয়া দিয়েও ঈসালে সাওয়াব করা যায়। তবে শর্ত হলো, আনুষ্ঠানিকতার রূপ না দেওয়া। (১৯/৪১/৭৯৯০)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ /٥٧ : ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال

Scanned by CamScanner

فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح.

📖 الاشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٣٥ :القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم-

📖 فيه ايضا : ١ / ٥٣ : قاعدة - الامور بمقاصدها -

📖 احسن الفتاوی(ایچ ایم سعید) ۱ /۳۶۱ : سوال—قرآن خوانی کے بعد لوگوں کو کھانا کھلادیا جائے تو کیا یہ بھی اجرت میں داخل ہو کر ممنوع قرار دیا جائیگا؟

الجواب—اولا تو مروج قرآن خوانی ہی ایک رسم محض بن کر رہ گئی ہے، اگر ایصال ثواب مقصود ہے تو اس کے لئے ہر شخص اپنے اپنے مقام پر تلاوت کر سکتا ہے، اجتماع کی کیا ضرورت ہے ثانیا اگر یہ قرآن خوانی ایصال ثواب کیلئے ہو تو اس کی اجرت ممنوع ہے اور کھانا کھلانے کا جہاں دستور ہو وہ بھی اجرت میں شمار ہو گا نیز ایصال ثواب کیلئے دعوت بذات خود بدعت اور ناجائز ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۳/ ۱۹۵ : الجواب— ... ... پس یہ طریقہ مروجہ بدعت اور مکروہ ہے... ... ... اور شرح سفر السعادۃ میں ہے... ترجمہ—خیر القرون میں یہ دستور نہیں تھا کہ میت کیلئے نماز جنازہ کے سوا اور کسی وقت لوگ جمع ہوتے ہوں اور قرآن کریم پڑھتے ہوں اور ختم قرآن کرتے ہوں نہ قبر پر اور نہ کسی اور جگہ پر اور یہ سب بدعت اور مکروہ ہے،... ... ...اور قرآن پاک پڑھنے پر نقد لینے دینے اور شیرینی وغیرہ کھلانے کا التزام اور عادت بھی منع اور مکروہ ہے اور بقاعدہ المعروف کالمشروط اجرت ہی کے مانند ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۴۴ : اگر ایصال ثواب جس طرح کھانا کھلا کر کرتے ہیں اسی طرح پیسے دیکر بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں مستحق کو جس طرح کھانا کھانا درست ہے اسی طرح سے پیسے لینا بھی درست ہے اور اگر وہ کھانا اس شرط پر کھاتا ہے کہ اگر پیسے بھی مجھے ہی دو تو میں کھانا کھاتا ہوں ورنہ نہیں کھاتا تو اس میں کوئی جبر اور تلازم نہیں دینے والے کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے کھانا کھلائے جس کو چاہے پیسے دے اور اس کو بھی اختیار ہے دل چاہے کھانا کھائے نہ دل چاہے نہ کھائے

Scanned by CamScanner

یہ سب تفصیل اس وقت ہے کہ وہ کھانا جائز طریقہ پر کھلائے اگر ناجائز طریقہ پر کھلائے تو نہ کھلانا جائز ہے نہ کھانا جائز ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۱۳۷ : سوال۔ کسی شخص نے ایصال ثواب کیلئے قرآن پڑھا پھر اس پڑھنے والے کو اللہ کچھ پیسہ دید یا بلا مانگے تو یہ پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب۔ اگر خالصا لوجہ اللہ قرآن شریف پڑھا اور اس کا ثواب پہنچایا پڑھنے والے کے ذہن میں اس کا خیال نہیں تھا کہ یہاں سے کچھ ملے گا نہ پڑھانے والے کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اس پڑھنے والے کو کچھ دینا ہوگا نہ اس کا رواج ہے کہ پڑھنے والے کو کچھ دیا جاتا ہو بلکہ بعد میں کچھ احسان پڑھنے والے کے ساتھ کر دیا اگر پیسہ نہ دیا جاتا تو پڑھنے والے کو کسی قسم کی گرانی نہ ہوتی تو یہ پیسہ لینا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱/ ۲۰۶ : سوال۔ ایصال ثواب میت کیلئے مردہ کے کتنے دن مرنے کے بعد اور کس طریقہ سے کن کن شخصوں کو کھانا کھلانا چاہئے جس سے میت کو ثواب پہونچے اور ایصال ثواب میت کا کھانا اہل برادری دیار آشنا وخویش واقرباء ومالدار شخصوں کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب۔ کوئی دن تاریخ وغیرہ مقرر نہیں جب دل چاہے کھانا یا کپڑا نقد وغیرہ جو دل چاہے خیرات کر دے نہ کوئی خاص طریقہ ہے، نہ کوئی خاص چیز ہے، بلکہ جو طریقہ ہمیشہ کی خیرات کا ہے وہی ایصال ثواب کے واسطے ہے، اور مالدار کو کھلانا صدقہ میں داخل نہیں ہے، اور غمی کے علاوہ شادی وغیرہ کے موقع پر مالدار کو کھلانا جائز ہے، مگر ایصال ثواب کے کھانے میں غنی کو شریک نہ کیا جاوے کہ مکروہ ہے۔

মৃত ব্যক্তির জন্য ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) বার কালেমা পড়া

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির জন্য সত্তর হাজার বার কলেমার নিসাব পড়ার শরয়ী বিধান কী? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানিয়ে উপকৃত করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে কালেমা পাঠ করে মৃত ব্যক্তির নামে ঈসালে সাওয়াব করলে তা মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত ও সাওয়াব লাভের কারণ হয়ে থাকে, যা শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু সত্তর হাজার বার বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যায় কালেমা পাঠ শরীয়তে আবশ্যক নয়। যত খুশি পড়তে পারে। তবে আবশ্যকীয়তা ও বিশেষ কোনো ফজীলতের আক্বীদা ছাড়া উক্ত নেসাবের ওপর আমল করতে কোনো অসুবিধা নেই। (১৯/৫৫৭/৮২৯৭)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٢ / ٢٩٢ (٣٣٨٣) : عن جابر بن عبد الله ؓ، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله» .

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢ / ٣٤٥ : الأصل فى هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة، لما روي عن النبي – صلى الله عليه وسلم – «أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ» فجعل ثواب تضحية إحدى الشاتين لأمته.

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٣/ ١٠٥ : والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك عند أصحابنا للكتاب والسنة أما الكتاب فلقوله تعالى {وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا}، وإخباره تعالى عن ملائكته بقوله {ويستغفرون للذين آمنوا} وساق عبارتهم بقوله تعالى {ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك} إلى قوله {وقهم السيئات}، وأما السنة فأحاديث كثيرة منها ما في الصحيحين «حين ضحى بالكبشين فجعل أحدهما عن أمته» ، وهو مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب، ومنها ما رواه أبو داود «اقرءوا على موتاكم سورة يس».

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبہ دار العلوم دیوبند) ۵/۴۴۲ : سوال- سوالاکھ دفعہ کلمہ شریف پڑھکر اگر میت کو بخشا جاوے توامید مغفرت کی ہے یہ روایت کونسی کتاب میں ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہئے یا محمد رسول اللہ بھی ملایا جاوے؟

الجواب— یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں نظر سے نہیں گذری بعض مشائخ نے اس کو نقل فرمایا ہے لہذا عمل اس پر درست ہے اور معمول لاالہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا نہیں بلکہ صرف لا الہ الا اللہ کا اور کبھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملانے کا ہے اور حدیث ترمذی و ابن ماجہ میں ہے افضل الذکر لاالہ الا اللہ الحدیث۔

ঈসালে সাওয়াবের সঠিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : কেউ মারা গেলে তার ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তিন দিন, সাত দিন বা চল্লিশ দিনের নামে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। এভাবে অনুষ্ঠান করা কোরআন-হাদীস মতে জায়েয আছে কি না? মাইয়্যেতের জন্য ঈসালে সাওয়াবের সঠিক পদ্ধতি কী? দয়া করে কোরআন ও হাদীসের আলোকে জানাবেন।

উত্তর : মৃতের জন্য ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তিন দিন, সাত দিন বা চল্লিশা নামে যে অনুষ্ঠান করা হয় তা হক্কানী উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত মতানুসারে নাজায়েয এবং প্রথার অন্তর্ভুক্ত। মাইয়্যেতের জন্য ঈসালে সাওয়াবের কোনো দিন-তারিখ নির্ধারিত নেই। অনুরূপ ঈসালে সাওয়াবের জন্য বিশেষ কোনো পদ্ধতি ও বিশেষ কোনো জিনিসেরও সীমাবদ্ধতা নেই। বরং মাইয়্যেতের বালেগ ওয়ারিসগণ যখন যা ইচ্ছা যেমন–টাকা-পয়সা সদকা করা, কোরআন পাঠ, তাসবীহ-তাহলীল, গরিব-মিসকীনদের খাওয়ানো ইত্যাদির মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব করতে পারে। (১৩/৫৪৪/৫৩৫১)

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ١/ ٥١٤ (١٦١٢) : عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» -

📖 فتح القدير (مكتبة حبيبيه) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة الخ

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ١ / ٢٠٦ : سوال—ایصال ثواب میت کیلئے مردہ کے کتنے دن کے بعد اور کس طریقہ سے اور کن کن مخصوں کو کھانا کھلانا چاہئے جس سے میت کو ثواب پہونچے؟
جواب—کوئی دن تاریخ وغیرہ مقرر نہیں جب دل چاہے کھانا یا کپڑا نقد وغیرہ جو دل چاہے خیرات کردے نہ کوئی خاص طریقہ ہے نہ کوئی خاص چیز ہے بلکہ جو طریقہ ہمیشہ خیرات کا ہے وہی ایصال ثواب کے واسطے ہے.

সাওয়াব বখশিয়ে টাকা নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন আছে, রমাজান মাসে মহিলারা অনেকবার কোরআন খতম করে থাকে। খতম করার পর মহল্লার মসজিদের ইমাম সাহেবকে গিয়ে বলে হুজুর! আমি কোরআন খতম করেছি আমার এই খতম বখশিয়ে দিন, অর্থাৎ ঈসালে সাওয়াব করে দিন এবং সাথে সাথে ইমাম সাহেবকে কিছু টাকাও দিয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, সাওয়াব বখশিয়ে টাকা দেওয়া ও নেওয়া শরীয়ত মতে কতটুকু বৈধ হবে?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে খতমে কোরআন করা হলে এমনিতেই তা মৃত ব্যক্তির আত্মায় পৌঁছে যায়। মহল্লার ইমাম দ্বারা বখশিয়ে দেওয়ার কোনো বিধান শরীয়তে নেই। ইমাম সাহেব দ্বারা বখশিয়ে এবং তার ওপর কিছু বিনিময় হাদিয়ার নামে প্রদান করা নিছক প্রথামাত্র, যা বর্জনীয়। (১২/৯৪/৩৮৫৬)

📖 ردالمحتار(ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٦ : قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما

Scanned by CamScanner

قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا – إنا لله وإنا إليه راجعون.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱/ ۳۷۵ : الجواب- ... ... عبارات بالاسے ثابت ہوا کہ بکر کا یہ عمل جائز نہیں تلاوت قرآن پر اجرت مقرر کر کے تلاوت کرنے سے میت کو ثواب پہنچنا تو در کنار خود قاری ہی کو ثواب نہیں ملتا پس جبکہ خود قاری مستحق ثواب نہیں تو میت کو کیا ثواب پہنچے گا اور رقم مذکور اس کے لئے جائز نہیں اور نہ وصول کر کے کسی کو دینا جائز ہے اگر کبھی کسی وقت وصول کر لی ہو تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے۔

ঈসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠানে দু'আ করে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য যে খানার ব্যবস্থা করা হয়, এ ধরনের খানায় অংশগ্রহণ করে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী দু'আ করে হাদিয়া গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত কি না? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু ঈসালে সাওয়াবের কোনো বিনিময় আদান-প্রদান শরীয়ত সমর্থিত নয়। তাই ঈসালে সাওয়াব করে খানা খাওয়া, হাদিয়া ইত্যাদি গ্রহণ করা কোনোটাই বৈধ হবে না। (১২/৬৮১/৪০৮৬)

📖 ردالمحتار (ایچ ایم سعید) ۱ / ۲٤۱ : وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن، وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان، وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصية به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

📖 الفتاوى التاتارخانية ۷ / ۱۸۳

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱ / ۳۷۵ : الجواب– قال فی ردالمحتار ان القاری اذا قرأ القرآن لاجل المال فلا ثواب له ... ... عبارات بالا سے ثابت ہوا کہ بکر کا عمل جائز نہیں تلاوت قرآن پر اجرت مقرر کر کے تلاوت کرنے سے میت کو ثواب پہنچنا تو در کنار خود قاری ہی کو ثواب نہیں ملتا پس جبکہ خود قاری مستحق ثواب نہیں تو میت کو کیا ثواب پہنچے گا، رقم مذکور اس کے لئے جائز نہیں اور نہ

Scanned by CamScanner

وصول کرکے کسی کو دینا جائز ہے اگر کبھی کسی وقت وصول کرلی ہو تو اس کا واپس کرنا ضروری ہے۔

ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খানা খাওয়ানো

প্রশ্ন : কোনো লোক মারা গেলে নির্দিষ্ট দিন ছাড়া যেকোনো দিনে মাইয়্যেতের ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আত্মীয়স্বজন ও আলেম-উলামাকে খাওয়ানো কোরআন-হাদীসে উল্লেখ আছে কি? শরীয়তে তা বৈধ কি না? এবং তাদেরকে খাওয়ানো উত্তম হবে নাকি, সে পরিমাণ টাকা গরিবদের বা মাদ্রাসায় দান করা উত্তম? দলিলসহ জানালে খুশি হব।

উত্তর : সহীহভাবে হলে উভয় পদ্ধতি জায়েয, তবে দান-খয়রাত করা উত্তম। (১২/৭২৯)

📖 سنن ابن ماجة(دار إحياء الكتب) ١/ ٥١٤ (١٦١٢) عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» -

📖 فتاوی محمودیہ(زکریا) ١٠ / ٨٤ : الجواب— نفس ایصال ثواب بلا التزام تاریخ دن ہیئت وغیرہ کے قرآن کریم تسبیح نماز پڑھکر روزہ رکھ کر غرباء کو کھانا کپڑا نقد وغیرہ کچھ دیکر جب توفیق ہو شرعا درست اور نافع ہے اور جو صورتیں سوال میں درج ہیں وہ بدعت اور ناجائز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ اور ائمہ دین نے کبھی ایسا نہیں کیا بعض صحابہ نے کنواں باغ وغیرہ وقف کرکے ثواب پہونچایا ہے، بعض نے نماز پڑھکر بعض نے صدقہ دیکر، بعض حج کرکے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل(مکتبہ امدادیہ) ٣ / ١٨٨ : الجواب— ختم کا رواج بدعت ہے کھانا جو فقراء کو کھلایا جائے گا اس کا ثواب ملے گا اور جو خود کھالیا وہ خود کھالیا اور جو دوست احباب کو کھلادیا وہ دعوت ہوگئی۔

কবর যিয়ারত করে টাকা নেওয়া

প্রশ্ন : কবর যিয়ারত করে টাকার আদান-প্রদান কি জায়েয? ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করে টাকা দেওয়া-নেওয়া কি জায়েয আছে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কবর যিয়ারত করে এবং ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফ খতম করে টাকা দেওয়া-নেওয়া কোনোটাই জায়েয নেই। (১৯/১৫/৭৯৭৯)

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ٢/ ١٣٨ : ولذا قال تاج الشريعة في شرح الهداية إن قارئ القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ.

وقال العيني في شرح الهداية معزيا للواقعات ويمنع القارئ للدنيا والآخذ والمعطي آثمان. وقال في الاختيار ومجمع الفتاوى وأخذ شيء للقرآن لا يجوز؛ لأنه كالأجرة. وقال في الولوالجية ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده شيئا من القرآن فهو حسن، أما الوصية بذلك فلا معنى لها ولا معنى أيضا لصلة القارئ؛ لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم يفعل ذلك أحد من الخلفاء.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۴۶ : سوال—زید نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے واسطے عمرو و بکر خالد سے قرآن شریف پڑھوایا بعد مناجات کے زید انکو پانچ روپے دے دے تو عمرو بکر خالد کو یہ روپیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب—قراءۃ قرآن پر کسی قسم کی اجرت لینا یا دینا قطعی ناجائز اور بدعت ہے اور جو کوئی شخص ایسا کریگا وہ گنہگار ہوگا۔

কবরের সামনে কোরআন তেলাওয়াত

প্রশ্ন : ঈসালে সাওয়াবের জন্য কবরের সামনে কোরআন মাজীদ দেখে দেখে তেলাওয়াত করা জায়েয কি না? কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর দিন-তারিখ নির্ধারণ করা ছাড়া তার পরিবারের পক্ষ থেকে ঈসালে সাওয়াবের জন্য খানার আয়োজন করা হয়। যার মধ্যে বিয়ে-শাদির ন্যায় নিজ আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, গরিব-মিসকিন, ধনী লোকসহ সর্বস্তরের লোককে দাওয়াত দেওয়া হয়। এরূপ খানায় অংশ নেওয়া যাবে কি না? মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য এভাবে খানা খাওয়ানো উত্তম, নাকি সদকায়ে জারিয়া উত্তম?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ঈসালে সাওয়াবের নিয়তে কবরের পাশে কোরআন শরীফ দেখে দেখে তেলাওয়াত করা জায়েয।

শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া একাকী বা যৌথভাবে যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে ঈসালে সাওয়াবের অনুমতি আছে। যা তাসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াত, নফল নামায ইত্যাদি দ্বারাও হয়। খানার ব্যবস্থা করলে কেবল গরিবদেরকে খানা খাওয়ানো উচিত। মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য সদকায়ে জারিয়াই উত্তম। (১৯/১৮৬/৮০৯৩)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٨٧ (١٦٣١) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٦٦ : قراءة القرآن عند القبور عند محمد رح لا تكره ومشايخنا رحمهم الله تعالى اخذوا بقوله وهل ينتفع والمختار انه ينتفع -

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ١ / ٢٠٦ :الجواب- کوئی دن تاریخ وغیرہ مقرر نہیں جب دل چاہے کھانا یا کپڑا نقد وغیرہ جو دل چاہے خیرات کر دے نہ کوئی خاص طریقہ ہے نہ کوئی چیز ہے بلکہ جو طریقہ ہمیشہ کی خیرات کا ہے وہی ایصال ثواب کے واسطے ہے اور مالدار کو کھلانا صدقہ میں داخل نہیں ہے اور غمی کے علاوہ شادی وغیرہ کے موقع پر مالدار کو کھلانا جائز ہے مگر ایصال ثواب کے کھانے میں غنی کو شریک نہ کیا جاوے کہ مکروہ ہے۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ١/ ٣٦٢ : الجواب- اپنے طور پر صدقات نافلہ یا تلاوت یا تسبیح و تہلیل وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچانا حدیث سے ثابت ہے البتہ ایصال ثواب کے لئے اجتماع کا اہتمام اور اس میں قیود ورسوم نیز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہیں۔

Scanned by CamScanner

নাবালেগকর্তৃক ঈসালে সাওয়াব

প্রশ্ন : নাবালেগের মালী ও বদনী ইবাদত ইত্যাদির সাওয়াব মৃতদের রূহের ওপর বখশিয়ে দিলে তা মৃতদের নিকট পৌঁছবে কি না? এবং নাবালেগের নামায ও রোযা ইত্যাদির সাওয়াব নিজে পাবে, নাকি জীবিত মা-বাবাগণ পাবেন?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী নাবালেগের নামায-রোযা এবং যেকোনো ভালো কাজের সাওয়াব মা-বাবার আমলনামায় যোগ হয়। চাই তারা জীবিত হোক বা মৃত এবং নাবালেগ কোনো নেক আমল করে ঈসালে সাওয়াব করলে মৃত ব্যক্তি তা অবশ্যই পাবে। (১৩/৫২/৫১৪৭)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٣ / ٤٧٩ : نابالغ بچوں کے نماز وروزے کا ثواب والدین کو ملتا ہے اور بعض علماء کے نزدیک اگر بچے افعال کو سمجھ کر ادا کرنے لگے تو خود انکو بھی ثواب ملے گا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٢ /١٣٦ : نابالغ اپنے پڑھے ہوئے کا ثواب شرعا میت کو پہونچا سکتا ہے لانہ نفع محض ثواب نابالغ اور میت دونوں کو ہوگا۔

ফরয ইবাদতের সাওয়াব অন্যকে দান করা

প্রশ্ন : ফরয নামায বা ইবাদতের সাওয়াব মাতা-পিতা বা অন্য কারো রূহের ওপর বখশিশ করা যায় কি না? এবং কিভাবে?

উত্তর : নফল ইবাদত যথা–নফল নামায, নফল রোযা, নফল হজ, দান-খয়রাত, উলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ফরয ইবাদতের সাওয়াবও মাতা-পিতা বা অন্য যেকোনো মুসলমানের রূহের ওপর পৌঁছানো যায়। যখন কেউ তার ইবাদতের সাওয়াব পৌঁছানোর ইচ্ছা করবে তা যথাযথভাবে আদায় করার পর বলবে : হে আল্লাহ! আমার কৃত আমলটির সাওয়াব আমার মাতা-পিতা বা অমুক ব্যক্তির রূহের ওপর পৌঁছিয়ে দিন। (৬/৭৯/১০৬৩)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٧ / ٣٥٨ (٧٧٢٦) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما على أحدكم إذا تصدق بصدقة تطوعا أن يجعلها عن أبويه، فيكون لهما أجرها، ولا ينقص من أجره شيء».

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٤٣ : صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية، بل في زكاة التتارخانية عن المحيط: الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء.

📖 فيه ايضًا ٢/ ٢٤٣ : وأما عندنا فالواصل إليه نفس الثواب. وفي البحر: من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في البدائع، ثم قال: وبهذا علم أنه لا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا. والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره، لإطلاق كلامهم، وأنه لا فرق بين الفرض والنفل.

📖 احسن الفتاوى (ايچ ايم سعيد) ۴/ ۲۵۳ : سوال—فرض کا ایصال ثواب جائز ہے یا نہیں ؟یعنی فرض بھی اداء ہو اور میت کو بھی ثواب ہو؟

الجواب—اس میں اختلاف ہے والراجح الجواز، نقل فی الشامية عن البحر انه لا فرق بين الفرض والنفل.

অমুসলিম কর্তৃক ঈসালে সাওয়াব

প্রশ্ন : মুসলমানের ঈসালে সাওয়াবের জন্য কোনো হিন্দু কোরআন পড়তে পারবে কি না?

উত্তর : সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য মুসলমান হওয়া পূর্বশর্ত। সুতরাং হিন্দু ব্যক্তি মৃত মুসলমানের জন্য ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফ পড়লে কোনো সাওয়াব পাওয়া যাবে না। (৬/৩/১০৮৫)

📖 امداد الفتاوى (زکریا بکڈپو) ١/ ٧٨٠ : سوال—میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اس کا ایک شاگرد ہندو ہے اسنے پانچ روپیہ دئے کہ اپنے بھائی کو قرآن پڑھا کر بخشادو، کیا کرنا چاہئے ؟

Scanned by CamScanner

جواب-وصول ثواب کے لئے اس عمل پر اول عامل کو ثواب ملنا شرط ہے اور ثواب ملنے کیلئے ایمان شرط ہے۔

ঈসালে সাওয়াবের মাহফিল করা

প্রশ্ন : কোনো ওলী-বুজুর্গ মৃত্যুবরণ করার পর দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে ব্যাপক প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে দু'আ ও ঈসালে সাওয়াবের নামে মাহফিলের আয়োজন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না? উক্ত দু'আ ও ঈসালে সাওয়াবের মাহফিলে এলান ও ঘোষণার মাধ্যমে জনগণ থেকে বিভিন্ন প্রকার চাঁদা ও সাহায্য-সহযোগিতা যথা : গরু, মহিষ, ছাগল, ডাল, চাল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি উসুল করা জায়েয আছে কি না? উক্ত চাঁদা ও সাহায্য মাহফিলে খরচ হওয়ার পর উদ্বৃত্ত টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র ইত্যাদি ওলী-বুজুর্গদের ওয়ারিশ বা গদিনশীনরা ভোগ করতে পারবে কি না?

উত্তর : আর্থিক বা দৈহিক যেকোনো নফল ইবাদত করে তার সাওয়াব ওলী-বুজুর্গ বা কোনো মৃতের জন্য পৌঁছানো খুব ভালো কাজ। এর দ্বারা মৃতদের যেমন উপকার হয়, তেমনি প্রেরকেরও উপকার হয়। কিন্তু শর্ত হলো, এসব কাজকে আনুষ্ঠানিকতার রূপ দিয়ে প্রথা হিসেবে না করে শরীয়তের নির্দেশিত পন্থায় করতে হবে।

প্রশ্নে ঈসালে সাওয়াবের যে কয়টি পন্থা উল্লেখ করা হয়েছে এ ধরনের পন্থায় সাওয়াব রেসানীর কোনো ভিত্তি কোরআন-হাদীসে নেই এবং সাহাবা, তাবেঈন, তাবেতাবেঈন, ইমাম ও ওলীগণ এরূপ পন্থায় কোনো ওলী-বুজুর্গের জন্য ঈসালে সাওয়াবের আয়োজন করেননি।

অতএব ঈসালে সাওয়াবের জন্য এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করার মধ্যে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি। তাই ঈসালে সাওয়াবের প্রথাগত এসব পন্থা বর্জনীয়। (৭/৯৬৪/১৯৫৮)

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱ /۳۶۲ : اپنے طور پر صدقات نافلہ یا تلاوت یا تسبیح و تہلیل وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچانا حدیث سے ثابت ہے البتہ ایصال ثواب کے لئے اجتماع کا اہتمام اور اس میں قیود ورسوم نیز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہے۔

📖 فیہ ایضا ۱/ ۳۷۷ : بلا ضرورت شرعیہ چندہ کرنا ناجائز ہے، اس میں دین اور قرآن کریم کی تحقیر وتذلیل ہے چندہ میں اگر خطاب خاص کیا گیا یا ایسی مجلس میں خطاب عام کیا گیا کہ

Scanned by CamScanner

جس میں کچھ خاص لوگ شریک ہوں توان دونوں صورتوں میں چندہ دہندگاں کی رضااور طیب خاطر متیقن نہیں بلکہ ظن غالب یہ ہے کہ مروت اور غلبہ حیاء کی وجہ سے رقم دی ہوگی، لہذااس رقم سے خرید کردہ مٹھائی حلال نہ ہوگی۔

ধনীদের জন্য ঈসালে সাওয়াব ও মৃত্যুবার্ষিকীর খানা খাওয়ার বিধান

প্রশ্ন : মাইয়্যেতের জন্য ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যে খাবার খাওয়ানো হয় কিংবা মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে যে খাবার বিতরণ করা হয় তা ধনীদের জন্য ভক্ষণ করার অনুমতি শরীয়তে আছে কি?

উত্তর : মৃত্যুবার্ষিকী ও জন্মদিবস উপলক্ষে সমাজে যা করা হয় এর কোনো ভিত্তি ইসলামী শরীয়তে নেই। বিধর্মীদের নিকট থেকে মুসলিম সমাজে এসব কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তাই তা পরিহার করা সকল মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। অবশ্য আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করে মৃতের ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খাবার তৈরি করা ভালো কাজ। তবে তা গরিব-মিসকীনদের হক্ব তাদেরই প্রাপ্য। (৫/১০০/৮৩৭)

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲/ ۳۱۸ : رسمی عرس جو یوم وفات متعین کر کے اور اس کو شرعی حکم اور ضروری سمجھکر ہر سال اجتماعی صورت میں کیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک دور میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی یہ اہل کتاب کا رواج ہے اگر اسلامی رواج ہوتا تو سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس مناتے، پھر دیگر انبیاء اور خلفاء راشدین کا ہوتا۔

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۳ /۳۵ : عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کی عید میلاد منائی، ان کو دیکھکر کچھ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید میلاد النبی کے نام سے ایک عید بنادی اسی روز بازاروں میں جلوس نکالنے اور اس میں طرح طرح کی خرافات کو اور رات میں چراغاں کو عبادت سمجھ کر کرنے لگے جس کی کوئی اصل صحابہ وتابعین اور سلف امت کے عمل میں نہیں ملتی۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۴/ ۱۱۶ : سوال — جب کسی کے ہاں میت ہوتی ہے تو تیسرے یا چوتھے روز اپنی طاقت کے موافق کھانا پکاتے ہیں اور مؤذن اور پیش امام و

Scanned by CamScanner

غرباء کو کھلاتے ہیں ان کے ساتھ کچھ خویش واقارب اور قوم کے آدمی بھی کھاتے ہیں.
اس میں کچھ مالدار بھی موجود ہوتے ہیں یہ کھانا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- یہ کھانا اکثری طور پر رسم کے بموجب کیا جاتا ہے،اور اگر اس سے مقصد میت کو ثواب پہنچانا ہوتا ہے تو اس کھانے کے مستحق نادار اور غریب لوگ ہے خویش اقرباء اور مالدار آدمی اس کے مستحق نہیں ہے اس میں غیر مستحقین کو شریک ہونا مکروہ ہے۔

ঈসালে সাওয়াব করে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে যে কেউ মারা গেলে জানাযা পড়ানোর জন্য আলেমদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়। যাঁরা জানাযায় শরীক হন তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয় এবং জানাযা ও দাফনের পর মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য মিলাদ পড়ানো হয় এবং তাদেরকে টাকা দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই বলে যে আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে দিয়েছি ও নিয়েছি। অতএব এ ব্যাপারে শরীয়তসম্মত সঠিক সিদ্ধান্ত কী? দলিল-প্রমাণসহ জানতে আগ্রহী।

উত্তর : অন্যান্য ভালো কাজের ন্যায় নিঃস্বার্থ অর্থ দান করেও মাইয়্যেতের জন্য ঈসালে সাওয়াব করা যায়। তবে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কোরআন পাঠ ও মিলাদ-দু'আ ইত্যাদির বিনিময় দেওয়া হলে দাতা-গ্রহীতা কেউই সাওয়াব পাবে না, বরং গোনাহগার হবে।

অতএব বিনিময়বিহীন ঈসালে সাওয়াব করার লোক পাওয়া না গেলে নিজেরাই দান-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে মাইয়্যেতের আত্মায় সাওয়াব পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলে সবচেয়ে বেশি উপকার হবে। (৪/২৪৬/৬৭৬)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٢ / ٣٤٥ : الأصل فى هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها عند أهل السنة والجماعة، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه ضحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ» فجعل ثواب تضحية إحدى الشاتين لأمته.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦/ ٥٦ : قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون

ঈসালে সাওয়াবের জন্য খতম পড়ে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে নয় বরং ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআনের খতম পড়ে বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে কি না, শর্ত সাপেক্ষে হোক বা বিনা শর্তে হোক?

উত্তর : ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে যে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তার বিনিময় দেওয়া-নেওয়া শর্ত সাপেক্ষে হোক বা বিনা শর্তে হোক শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নিষেধ। (২/১৮২/৩৮৫)

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٢٤/ ٢٩٥ (١٥٥٣٥) : عن عبد الرحمن بن شبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه ".

📖 شعب الايمان (دارالكتب العلمية) ٢/ ٥٣٢ (٢٦٢٥) :عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم "

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ /٥٦ : فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة

Scanned by CamScanner

وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون.

📖 ايضًا ٦/ ٥٥ : والمعروف كالمشروط، قلت: وهذا ما يتعين الاخذ فى زماننا لعلمهم انهم لا يذهبون الا بالاجرة البتة ـ

ঈসালে সাওয়াবের নামে কুসংস্কার

প্রশ্ন : আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোকেরা মানুষের কাছ থেকে টাকা, চাল, ডাল, বেগুন, লাকড়ি ইত্যাদি চাঁদা করে ঈসালে সাওয়াবের নামে বার্ষিক একটি মাহফিলের আয়োজন করে। বিকেল থেকে শুরু করে ভোররাত পর্যন্ত ওয়াজ-যিকির করে। অতঃপর তবারুকের নামে ওয়াজ-যিকিরে অংশগ্রহণকারী সকলকেই খাওয়ানো হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী? এতে সাওয়াব হবে কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা ও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া কোরআন তেলাওয়াত, যিকির, নফল নামায ইত্যাকার ভালো কাজ করে মৃত ব্যক্তিদের রূহের ওপর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেওয়াই শরীয়তসম্মত পদ্ধতি। কিন্তু আমাদের দেশে ঈসালে সাওয়াবের নামে যেসব মাহফিলের প্রচলন রয়েছে তাতে সাওয়াবের তুলনায় গোনাহের আশংকাই বেশি হওয়ায় তা বর্জনীয়। (১৪/৫০০/৫৭০৩)

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٤ / ٨١: ويكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاول والثالث وبعد الأسبوع والأعياد ونقل الطعام الى المقبرة فى المواسم واتخاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص، فالحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لاجل الأ كل يكره-

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۱/۳۶۲ : الجواب-اپنے طور پر صدقات نافلہ یا تلاوت یا تسبیح و تہلیل وغیرہ کا ثواب میت کو پہنچانا حدیث سے ثابت ہے البتہ ایصال ثواب کے لئے اجتماع کا اہتمام اور اس میں قیود ورسوم نیز اہل میت کی طرف سے دعوت کرنا یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہیں۔

Scanned by CamScanner

ফরয নামাযের পর দু'আর মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব

প্রশ্ন : ফরয নামাযান্তে সুন্নাতের পূর্বে ছোট দু'আর স্থলে সুদীর্ঘ মোনাজাত করা এবং মোনাজাতে উক্ত ফরয নামাযের সাওয়াব লক্ষ-কোটি গুণ বৃদ্ধি করে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওজা মোবারক ও অন্যদের কবরে পৌঁছানোর দু'আ শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটা যেকোনো সময় যেকোনো স্থানে করা যায়। তবে যে নামাযের পরে সুন্নাত রয়েছে সে নামাযের পর দীর্ঘ দু'আ না করে সংক্ষেপে মোনাজাত করা মুস্তাহাব। যেমন : اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام বা তার সাথে আরো ২-১ বাক্য মিলিয়ে নেবে। মোনাজাত দীর্ঘ করে সুন্নাত দেরিতে পড়া মাকরূহে তানযীহী।

ফরয নামাযের সাওয়াব নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর রওজা মোবারক অথবা অন্যদের কবরে পৌঁছানো শরীয়তসম্মত। তবে লক্ষ-কোটি গুণ সাওয়াব না বলে এভাবে বলা, "আল্লাহ উক্ত নামাযের সাওয়াব অমুকের কবরে পৌঁছিয়ে দাও" শ্রেয়। সহীহভাবে হলে আল্লাহ তা'আলা লক্ষ-কোটি গুণ থেকে বেশিও দিতে পারেন। (১৬/৯৮৩/৬৯০০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٥/ ٨١ (٥٩٢) : عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللَّهُمَّ أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام».

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ١ / ٥٣٠ : ويكره تأخير السنة إلا بقدر اللَّهُمَّ أنت السلام إلخ. قال الحلواني: لا بأس بالفصل بالأوراد واختاره الكمال. قال الحلبي: إن أريد بالكراهة التنزيهية ارتفع الخلاف قلت: وفي حفظي حمله على القليلة؛ ويستحب أن يستغفر ثلاثا ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين؛ ويهلل تمام المائة ويدعو ويختم بسبحان ربك.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٨ / ١٤٣ : جواب—فجر اور عصر کی نماز کے بعد (یعنی جن نمازوں کے بعد سنت وغیرہ نہیں) کمزور بیمار اور کام کاج والے مصلیوں کی رعایت کر کے طویل دعاء کی گنجائش ہے اور ظہر و مغرب اور عشاء کی نماز (یعنی جن

Scanned by CamScanner

نمازوں کے بعد سنت وغیرہ ہیں ان) کے بعد معمولی درجہ کی دعا مانگے یعنی اللھم انت السلام الخ کے ساتھ بعض دعائے ماثورہ ملالینا اولی ہے چونکہ جمعہ کی نماز کے بعد بھی سنتیں ہیں لہذا معمولی درجہ کی دعا کرنی چاہئے.

খতমের পর মেহমানদারি

প্রশ্ন : ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে কোরআন শরীফ খতম করার পর হাফেজ সাহেবদেরকে মেহমান মনে করে তাদের জন্য খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে কি না এবং খতম করার বিনিময়ে তাদেরকে টাকা দেওয়া জায়েয কি না? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যাতে কোরআন খতম করার বিনিময়ে টাকা দেওয়া-নেওয়া হারাম। আর প্রশ্নে বর্ণিত তাদের জন্য খাওয়াদাওয়া বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা বর্জনীয়। (১৩/৮৮৬/৫৪৫১)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٦ : ومنها الوصية من الميت باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبح أو يهلل له وكلها بدع منكرات باطلة، والمأخوذ منها حرام للآخذ، وهو عاص بالتلاوة والذكر لأجل الدنيا.

📖 احسن الفتاوى (ایچ ایم سعید) ۱/ ۳۶۱ : سوال—قرآن خوانی کے بعد لوگوں کو کھانا کھلادیا جائے تو کیا یہ بھی اجرت میں داخل ہو کر ممنوع قرار دیا جائیگا؟

الجواب—اولا تو مروج قرآن خوانی ہی ایک رسم محض بن کر رہ گئی ہے، اگر ایصال ثواب مقصود ہے تو اس کے لئے ہر شخص اپنے اپنے مقام پر تلاوت کر سکتا ہے، اجتماع کی کیا ضرورت ہے ثانیا اگر یہ قرآن خوانی ایصال ثواب کے لئے ہو تو اس کی اجرت ممنوع ہے اور کھانا کھلانے کا جہاں دستور ہو وہ بھی اجرت میں شمار ہو گا نیز ایصال ثواب کے لئے دعوت بذات خود بدعت اور ناجائز ہے.

Scanned by CamScanner

হিলা করে খতমের বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম করে তার বিনিময় না নিয়ে সমপরিমাণ টাকা মসজিদ-মাদ্রাসায় ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দান করে দিতে আহ্বান জানালে তা খতমের বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না? যদি কেউ ঈসালে সাওয়াব ও দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে উভয় নিয়্যাতে খতম পড়ায় তাহলে তার বিনিময় নেওয়া যাবে কি না? যেহেতু আমাদের এলাকার লোকজন ঘরে বসে খতম পড়াকে বরকত মনে করে, তাই এটিকে দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে বিবেচনা করে কোনো হিলা করার অবকাশ আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদেরকে দানের ওপর উৎসাহিত করার দ্বারা তারা উক্ত টাকা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাদ্রাসা-মসজিদের জন্য দান করলে তা খতমের বিনিময়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বিনিময় হিসেবে দিলে মাদ্রাসা-মসজিদের জন্য নেওয়াও জায়েয হবে না। খতমে কোরআনের মূল লক্ষ্য–দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হলে বিনিময় নেওয়া যাবে। যদি ঈসালে সাওয়াব বা উভয়ের নিয়্যাতে হয় তবে নেওয়া যাবে না। (১০/১০৬/৩০২৫)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٥٦ : قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون -.

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٢ / ٢٥١ : والصدقة العطية التي يراد بها المثوبة عنده - تعالى - وسميت بها؛ لأنها تظهر صدق رغبة الرجل في تلك المثوبة كالصداق يظهر به صدق رغبة الزوج في المرأة.

📖 الاشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٣٣٥ :القاعدة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وبمعناها ما اجتمع محرم ومبيح إلا غلب المحرم.

Scanned by CamScanner

ফরয-ওয়াজিব ইবাদতের মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব

প্রশ্ন : আমরা জানি, যেকোনো নফল ইবাদতের মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব করা যায়। ফরয, ওয়াজিবের মাধ্যমে কি ঈসালে সাওয়াব করা যায়?

উত্তর : ফরয ও ওয়াজিব ইবাদত দ্বারা ঈসালে সাওয়াব করার ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও নফল ইবাদতের মতো ফরয ও ওয়াজিব ইবাদতের মাধ্যমেও ঈসালে সাওয়াব গ্রহণযোগ্য হওয়ার মতটি নির্ভরযোগ্য। (১০/২৪০/৩০৮৯)

📖 البحر الرائق (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٩ – ٦٠ : والأصل فيه أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة أو غير ذلك عند أصحابنا... ... وظاهر إطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين الفرض والنفل فإذا صلى فريضة وجعل ثوابها لغيره فإنه يصح لكن لا يعود الفرض في ذمته.

📖 احسن الفتاوی(ایچ ایم سعید) ۴/ ۲۵۳ : سوال–فرض کا ایصال ثواب جائز ہے یا نہیں؟یعنی فرض بھی ادا ہو اور میت کو بھی ثواب ہو؟

جواب–اس میں اختلاف ہے والراجح الجواز، نقل فی الشامية عن البحر انه لا فرق بين الفرض والنفل وعن جامع الفتاوی قيل لا يجوز فی الفرائض.

ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে মিলাদ ও বিনিময় গ্রহণ

প্রশ্ন : মানুষ মারা গেলে মাটি দেওয়ার তিন দিন বা পাঁচ দিন পর মিলাদ পড়ানো হয়, তারপর খাওয়া-দাওয়া করানো হয়। এ ধরনের খাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : দিন-তারিখ ধার্য করা ছাড়া যেকোনো দিন ঈসালে সাওয়াব করা যায়। তবে মৃত্যুর তিন দিন বা পাঁচ দিন পরে মিলাদ মাহফিল করা এবং খাওয়া-দাওয়া করা হাদীস শরীফে ও সাহাবায়ে কেরামের যুগে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বিধায় এ ধরনের কাজ থেকে বেঁচে থাকা উচিত। (১/৩৬৮)

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح

Scanned by CamScanner

عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲/ ۱۴۴ : ایصال ثواب بہت اچھی چیز ہے خواہ نماز قرآن شریف وغیرہ پڑھکر ہو یا غرباء کو کھانا کپڑا وغیرہ کچھ دیکر ہو لیکن تیجہ، دسواں، بیسواں، تیسواں، چالیسواں شرعا ثابت نہیں بلکہ ایصال ثواب جس قدر جلد ممکن ہے بہتر اور نافع ہے اور یہ دسواں وغیرہ جو کچھ ہے محض رسم اور بدعت ہے جو کہ واجب الترک ہے۔

ঈসালে সাওয়াবের বিনিময়

প্রশ্ন : মৃত্যুবার্ষিকীতে কোরআন পড়ে টাকা নেওয়া ও খাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ঈসালে সাওয়াব করে টাকা নেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। (১৩/৭৮/৫১৭৪)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ /٥٧ : ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح.

📖 احسن الفتاوی (سعید کمپنی) ۱ /۳۷۵ : الجواب— ... ...تلاوت قرآن پر اجرت مقرر کرکے تلاوت کرنے سے میت کو ثواب پہنچانا تو درکنار خود قاری ہی کو ثواب نہیں ملتا، پس جبکہ خود قاری مستحق ثواب نہیں تو میت کو کیا ثواب پہنچے گا؟

আজব পদ্ধতিতে ভিক্ষা করে ঈসালে সাওয়াব

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার কিছুসংখ্যক লোক জানাযার নামায শুরু করার পূর্বে উপস্থিত মুসল্লীদের সামনে কিছু চাল, ডিম, টাকা-পয়সা ইত্যাদি একটি পাত্রে জমা করেন, এরপর মুসল্লীগণ এবং প্রতিবেশীগণ থেকে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী উক্ত পাত্রে চাল, ডিম, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দেওয়ার প্রথা চলে আসছে। অতঃপর মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর এগুলোকে গরিব-মিসকীনদের মাঝে বিতরণ করা হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃত ব্যক্তির আত্মায় সাওয়াব পৌঁছানোর পদ্ধতি ও পন্থা শরীয়ত সমর্থিত হওয়া জরুরি। অন্যথায় সাওয়াব পৌঁছাতো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে গোনাহ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সাওয়াব পৌঁছানোর প্রশ্নে বর্ণিত প্রথা ও পদ্ধতির কোনো অস্তিত্ব শরীয়তে পাওয়া যায় না বিধায় তা বর্জনীয়। (৭/৪৩৮/১৬৬২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٢ / ٥٩٥ : (قوله بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر كما في الهندية ط وقدمنا في الزكاة عن التتارخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء.

Scanned by CamScanner

الختمات

খতম

কোরআন খতমের বিনিময় গ্রহণ

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির জন্য কোরআন শরীফ খতম করার পর তার আত্মীয়স্বজনরা স্বেচ্ছায় তেলাওয়াতকারীকে টাকা দিলে এবং খানা খাওয়ালে তা গ্রহণ করা তেলাওয়াতকারীর জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির সাওয়াব রেসানীর জন্য খতম করা বড় সাওয়াবের কাজ। তবে শর্ত হলো, নিঃস্বার্থ ও নিঃশর্তে তেলাওয়াত করা। তাই খতমকে কেন্দ্র করে বিনিময়স্বরূপ খানা খাওয়ানো বা টাকা দেওয়া নাজায়েয, দাতা ও গ্রহীতা উভয়ে গোনাহগার হবে। যেসব স্থানে খতম করার পর টাকা দেওয়ার নিয়ম আছে ওই স্থানে শর্ত না করলেও দেওয়া ও নেওয়া বৈধ হবে না। (১৯/৬১৯/৮৩৭২)

📖 مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٢٤/ ٢٩٥ (١٥٥٣٥) : عن عبد الرحمن بن شبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرءوا القرآن، ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به، ولا تجفوا عنه، ولا تغلوا فيه".

📖 شعب الايمان (دارالكتب العلمية) ٢ / ٥٣٢ (٢٦٢٥) : عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس عليه لحم " .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ /٧٣ : ويجعل معظم وصيته لقراءة الختمات والتهاليل التي نص علماؤنا على عدم صحة الوصية بها، وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وأن الآخذ والمعطي آثمان لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة، ونفس الاستئجار عليها لا يجوز، فكذا ما أشبهه كما صرح بذلك في عدة كتب من مشاهير كتب المذهب؛ وإنما أفتى المتأخرون بجواز الاستئجار على تعليم القرآن لا على التلاوة وعللوه بالضرورة وهي خوف ضياع القرآن، ولا ضرورة في جواز الاستئجار على التلاوة -

Scanned by CamScanner

📖 ايضًا ٦ / ٥٥ : والمعروف كالمشروط، قلت: وهذا مما يتعين الاخذ به في زماننا لعلمهم انهم لا يذهبون الا بأجر ألبتة ـ

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ٢ /١٣٧ : سوال۔ کسی شخص نے ایصال ثواب کیلئے قرآن پڑھا پھر اس پڑھنے والے کو للہ کچھ پیسہ دیدیا بلا مانگے تو یہ پیسہ لینا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب۔ اگر خالصا لوجہ اللہ قرآن شریف پڑھا اور اس کا ثواب پہنچایا پڑھنے والے کے ذہن میں اس کے خیال نہ تھا کہ یہاں سے کچھ ملے گا نہ پڑھانے والے کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ اس پڑھنے والے کو کچھ دینا ہوگا نہ اس کا رواج ہے کہ پڑھنے والے کو کچھ دیا جاتا ہو بلکہ بعد میں کچھ احسان پڑھنے والے کے ساتھ کردیا اگر پیسہ نہ دیا جاتا تو پڑھنے والے کو کسی قسم کی گرانی نہ ہوتی تو یہ پیسہ لینا جائز ہے ورنہ ناجائز ہے۔

খতমে খাজেগান

প্রশ্ন : বর্তমান প্রচলিত খতমে খাজেগান, যা বিভিন্ন মাদ্রাসায় নিয়মিত পড়া হয়। কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে এ উক্তি করেছেন যে উক্ত আমলগুলো কোনো কোনো সুফিয়ায়ে কেরামের আমল এবং তাদের রেওয়াজকৃত আর মানুষের রেওয়াজকৃত কোনো জিনিস দ্বীন হতে পারে না। যদি তাকে দ্বীন মনে করে করা হয় তাহলে তা নিঃসন্দেহে ভ্রষ্টতা।

ক. প্রশ্ন হলো, বর্তমানে প্রচলিত খতমে খাজেগানের ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি রয়েছে কি না? বা মুজতাহিদীনে কেরাম এবং তাবেঈনের কোনো আমল রয়েছে কি না?

খ. ওই সমস্ত উলামায়ে কেরামের কথাটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

উত্তর : খতমে খাজেগান মূলত দরূদ শরীফ, লা-হাওলা ও সূরায়ে আলাম নাশ্‌রাহ পাঠ করার নামমাত্র, যা কোরআন-সুন্নাহর অংশ হওয়ার মধ্যে কোনো মুসলমানের সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই। তবে এগুলোকে বিশেষ সময়ে একসাথে এক নিয়মে পাঠ করা নিয়ে শুধু প্রশ্ন জাগতে পারে। কোরআন ও হাদীসের সূরা ও বাক্যকে বিশেষ নিয়মে পাঠ করা, যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে প্রমাণিত নেই। তা দ্বীন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাত মনে করে পালন করাই হবে বিদ'আত। কিন্তু যদি এ বিশেষ নিয়ম কোনো উলামা ও বুজুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতার আলোকে কোনো উদ্দেশ্য পূরণে উপকারী বলে সাব্যস্ত হয় বা অজিফাস্বরূপ কাউকে পালন করতে বলে যেমনিভাবে আমাদের দেশে বুখারী খতম

Scanned by CamScanner

ও খতমে ইউনুসের প্রচলন রয়েছে, তাহলে এগুলো দ্বীন ও সুন্নাত হিসেবে নয় বরং বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং তা অবৈধ বলার কোনো সুযোগ নেই। বর্তমানে এ আমল যেখানে চলে তা কোনো উদ্দেশ্যের সফলতা ও এর উপকারিতার কারণেই চলে থাকে বিধায় এটাকে অবৈধ বা প্রশ্নবিদ্ধ করার কোনো অবকাশ নেই। (১৪/১৪২/৫৫২৩)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۰۵ : سوال— ختم خواجگان کا (جو صوفیوں کا ایک طریقہ ہے قضائے حاجات دینی و جائز حاجات دنیاوی کے لئے پڑھنا مسجد میں جائز ہے یا نہیں؟

الجواب— باجرت ناجائز ہے اور بلا اجرت اتفاقا جائز اور اعتیادا ناجائز ہے، یہ تفصیل حاجات دنیویہ کے متعلق ہے اور حاجات دینیہ میں مثال کی ضرورت ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۱ / ۳۳۹ : سوال— ختم خواجگان ہمیشہ روزانہ خاندان نقشبدیہ میں پڑھا جاتا ہے،... ... ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ جو کام قرآن و حدیث اور فقہ میں نہ ہو وہ خلاف شریعت ہے۔

الجواب— ختم خواجگان مذکورہ بالا اور دو وظائف کے قبیل سے ہے، یہ کوئی خلاف شریعت کلمات پر مشتمل نہیں ہے، پس اس کے پڑھنے سے کوئی نقصان و حرج نہیں، البتہ اسے حکم شرعی کی حیثیت نہ دی جائے کہ تارک پر نکیر کی جانے لگے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۱۲۳ : سوال— (۱) دار العلوم دیوبند میں جو ختم شریف ہوتا ہے خواہ کسی کی وفات پر ہو یا دفع مصائب کیلئے ہو اور خواہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا آیۃ الکرسی، مگر پڑھنے کی تعداد سوا لاکھ کی متعین ہے، اس پر کیا دلیل شرعی ہے؟ ایک عالم اس کو بدعت کہتے ہیں جو شریک دار العلوم رہ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفس ایصال ثواب میں تو کوئی اشکال نہیں مگر تعداد متعین کرنا بدعت ہے اس کے بارے میں تفصیل سے تحریر فرمائیں... ... (۲) بخاری شریف پڑھکر دعا مانگنے پر کیا دلیل ہے ورنہ یہ بھی بدعت ہے؟

الجواب— حامداً و مصلیاً: دفع مصائب کے لئے جو ختم پڑھا جاتا ہے وہ بطور علاج ہے اس کے لئے قرآن و حدیث سے ثبوت ضروری نہیں صرف اتنا کافی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے منافی و معارض یعنی شرعا ممنوع و مذموم نہ ہو، جیسا کہ غیر شرعی رقیہ ممنوع ہے، ایسے ہی ختم میں جو تعداد متعین ہے وہ ایسی نہیں جیسی رکعت نماز کی تعداد یا اشواط طواف کی تعداد ہے کہ اس کے لئے صراحۃ ثبوت ضروری ہے، بلکہ وہ ایسی تعداد ہے جو حکیم نسخہ میں لکھتے ہیں، کہ عناب ۵ دانہ بادام ۷ دانہ کہ یہ تجربات سے ثابت ہیں اس

Scanned by CamScanner

کے لئے قرآن وحدیث سے ثبوت طلب کرنا بے محل ہے جب اس ختم کی شان معالجہ کی ہے تو بدعت کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے تعداد کا تجربہ سے متعین کر دینا خلاف شرع نہیں علاج کے لئے سات کنویں کا پانی سات مشکوں میں منگانا تو خود حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔

(۲) اس کی نوعیت بھی تقریبا وہی ہے۔ قرأ کثیر من المشایخ والعلماء والثقات صحیح البخاری لحصول المرادات وکفایة المهمات وقضاء الحاجات ودفع البلیات وکشف الکربات وصحة الامراض وشفاء المریض عند المضائق والشدائد فحصل مرادهم وفازوا لمقاصدهم ووجدوه کالتریاق مجربا وقد بلغ هذا المعنی عند علماء الحدیث مرتبة الشهرة والاستفاضة (مقدمة اللامع صـ ۲۳) اس سے ظاہر ہوئے کہ یہ طریقہ علاج ہے نہ کہ تعبدا پھر اس کو بدعت کی حد میں لانا بدعت ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱۰ /۴۶۹ : سوال—ہمارے محلہ کی مسجد میں روزانہ بعد نماز عشاء اجتماعی طور پر سورۂ یٰس کا ختم ہوتا ہے، روزانہ ختم کرنا کیسا ہے، کیا یہ بدعت نہ ہوگا؟

الجواب—دفع مصائب اور بلیات اور حصول برکات کے لئے یٰس شریف کا ختم بزرگوں کا مجرب عمل ہے، لہذا جب تک مصائب ہوں بطور عمل اور بطور علاج اس کا ختم کیا جا سکتا ہے، اسے مسنون طریقہ اور شرعی حکم نہ سمجھا جائے اور جو لوگ ختم میں شریک نہ ہوں ان پر کسی طرح کا طعن نہ کیا جائے اور نہ ان کی طرف سے بدگمانی کی جائے، فقط۔

পার্থিব স্বার্থে খতমে কোরআন ও খতমে বুখারী

প্রশ্ন : দেশের বহু মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে হাফেজ ও আলেমগণের নিকট বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা বা ব্যবসার উন্নতি ইত্যাদির জন্য কোরআন শরীফ বা বুখারী শরীফ খতম পড়ে দু'আ করার জন্য আসেন, যার বিনিময়স্বরূপ টাকা দিয়ে থাকেন। প্রশ্ন হলো, যখন কোনো হাফেজ কিংবা আলেম এ কথা পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে জানে যে এ খতম কখনো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ শেষ হবে না। তখন কি তাঁর জন্য এ খতমে অংশগ্রহণ করা ও অর্থ নেওয়া বৈধ হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : দুনিয়ার কোনো ফায়েদার জন্য যদি কোরআন শরীফ অথবা বুখারী শরীফ খতম পড়ে তাহলে খতমের বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে। কিন্তু যদি পূর্ণ কোরআন শরীফ এবং পূর্ণ বুখারী শরীফ খতমের দায়িত্ব নিলে তখন পূর্ণ পড়তে হবে। পূর্ণ না পড়ে বিনিময় নেওয়া জায়েয হবে না। (১৪/৩৭৪/৫৬৪৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨ /٢٧ : (ولا يستحق الأجرة حتى يعمل كالقصار والصباغ والخياط والنساج) لأن الإجارة عقد معاوضة فيقتضي المساواة بينهما كما تقدم-

📖 الدر المختار مع الرد (ايج ايم سعيد) ٦/ ٦٤ : (ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه).

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦/ ٦٤ : (قوله : حتى يعمل) ؛ لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بينهما، فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر لا يسلم له العوض والمعقود عليه هو العمل أو أثره على ما بينا فلا بد من العمل-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١/١٧٥ : ختم بخاری شریف بطور علاج اور رقیہ کے ہے جس پر اجرت لینادرست ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص١٢٦ : جواب—قرون ثلاثہ میں بخاری شریف تالیف نہیں ہوئی تھی مگر اس کا ختم درست ہے کہ ذکر خیر کے بعد دعاء قبول ہوتی ہے اس کا اصل شرع سے ثابت ہے۔

বিভিন্ন দরূদ ও দু'আর খতম

প্রশ্ন : দয়া করে নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে শরীয়তের দলিল-প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

১. দু'আয়ে হাবীবী
২. দরূদে তাজ
৩. দরূদে আকবর
৪. দু'আয়ে গানজুল আরশ
৫. দরূদে লাখী
৬. দরূদে হাজারী

হামিদিয়া লাইব্রেরি, এমদাদিয়া লাইব্রেরি, চকবাজার থেকে প্রকাশিত পাঞ্জসূরা কিতাবে উপরোক্ত দরূদ ও দু'আ পাঠ করলে অসীম নেকী হাসিল হবে বলে লিখিত আছে।

Scanned by CamScanner

উত্তর : সাওয়াবের আশায় দরূদ অজিফা পড়া ইবাদত। তবে কোরআন-হাদীস কিংবা শরীয়তের নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত হওয়া তার পূর্বশর্ত। প্রশ্নে বর্ণিত পাঞ্জসূরা বইয়ের বরাতে যেসব দু'আ, দরূদ অজিফার বিবরণ রয়েছে এবং এগুলো পড়ার ওপর যে পরিমাণ সাওয়াবের কথা উল্লেখ আছে তা শরীয়তের কোনো নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে প্রমাণিত নয়। তাই রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীন কর্তৃক প্রমাণিত দু'আ ও দরূদ পড়াই উম্মতের জন্য অধিক কল্যাণকর। তবে শুধু দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে কোনো ধরনের বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়স্বরূপ এগুলো পড়ার জন্য কোনো হক্বপন্থী আলেম-বুজুর্গ অজিফাস্বরূপ পড়তে দিলে তখন কোনো রকমের সাওয়াব ও ইবাদত বা শরীয়ত কর্তৃক প্রমাণিত হওয়ার আক্বীদা বিশ্বাস না রাখার শর্তে এবং দু'আগুলোর মর্ম শরীয়তবিরোধী না হলে তা পড়া যায়, অন্যথায় পড়া যাবে না। (১৪/৭৫০/৫৭৫৬)

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲/ ۲۹۲ : الجواب-درود تاج کے الفاظ قرآن پاک اور حدیث شریف کے نہیں ہیں اور صحابہ کرام اور تابعین وسلف صالحین وغیرہ سے درود تاج پڑھنا ثابت نہیں ہے، درود تاج سنیکڑوں برس بعد کی ایجاد ہے، جس درود شریف کے الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو سکھلائے ہیں (جیسے درود ابراھیم وغیرہ) کوئی دوسرا درود جس کے الفاظ ایجاد کردہ ہوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

📖 فیہ ایضا ۲ / ۲۹۸ : حتی الامکان وہی درود پڑھا جاوے جو حدیث شریف سے ثابت ہو جس درود شریف کے الفاظ حدیث شریف سے ثابت نہ ہو اس کو مسنون نہ سمجھے، اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم ہی نہیں دی تو ظاہر ہے اس کے فضائل بھی نہیں بتائے، اب اگر کوئی شخص اس کے فضائل کی روایات کو صحیح نہ مانے اور اس بناپر اس کو نہ پڑھے تو اس کو طعن دینا صحیح نہیں ہے درود تاج کا بھی یہی حکم ہے.

📖 وفیہ ایضا ۱۰ /۴۹۲ : مذکورہ ادعیہ کی روایات کو موضوع لکھا گیا ہے، کسی معتمد و مشہور محدث نے ان روایات کی تصدیق نہیں کی لہذا ان ادعیہ کو مستند سمجھنا اور لکھے ہوئے فضائل کو صحیح جان کر پڑھنا غلط ہے، قرآن کریم کی تلاوت اور احادیث میں وارد شدہ ذکر واذکار، درود شریف، پہلا تیسرا چوتھا کلمہ، استغفار، حصن حصین، الحزب الاعظم، مناجات مقبول وغیرہ جو علماء کرام کے معمولات میں رہتا ہے اس پر اکتفاء کرنے میں بھلائی برکت اور ہدایت ہے.

Scanned by CamScanner

কোরআনখানি ও খতমে ইউনুস

প্রশ্ন : কোরআনখানী, কালেমাখানী ও দু'আয়ে ইউনুসের খতম আনুষ্ঠানিকভাবে করা ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে জায়েয কি না?

উত্তর : কোরআনে কারীমের খতম, তাহলীল (কালেমাখানী) ও দু'আয়ে ইউনুসের খতম ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির সাওয়াবের জন্য করা অথবা বরকতের জন্য করা জায়েয। এগুলো প্রকৃতপক্ষে ভালো কাজ। এর মধ্যে বহু সাওয়াব ও উপকার রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে মানুষ তা করতে গিয়ে যে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা অবলম্বন করে থাকে। যেমন বহু গুরুত্বের সাথে মানুষকে একত্রিত করা, খানা ও মিষ্টি বিতরণকে জরুরি মনে করা, এর কোনো প্রমাণ ও ভিত্তি শরীয়তে নেই বিধায় এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বর্জনীয়। (৫/২৪৭)

📖 ردالمحتار(ایچ ایم سعید) ٦ /٥٧: جوزوا الرقية بالاجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحطاوى لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوى-

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۱/ ۳۶۲ : فی نفسہ قرآن کریم کی تلاوت ایصال ثواب کے لئے یا خیر و برکت کے لئے بلاشبہ بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر آج کل لوگوں نے اسے رسم بنالیا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے لئے اجتماع کا اہتمام اور اسے ضروری سمجھنا اسی طرح دعوت وغیرہ کاالتزام یہ سب امور بدعت اور ناجائز ہیں.

কোরআন খতমের পরিবর্তে ৪১ বার সূরা ইয়াসীন পড়া ও বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি কোরআন খতম পড়ার জন্য বলেছেন, আমরা কোরআন খতম না পড়ে তার পরিবর্তে সূরা ইয়াসীন ৪১ বার পড়লাম। এটা শরীয়তসম্মত হলো কি না? খতম পড়ার বিনিময়স্বরূপ যে টাকা দেওয়া হয় তা নেওয়া জায়েয হবে কি না? এবং ওই টাকার বণ্টননীতিতে বেশকম করা (যেমন কাউকে ৮০ টাকা আর কাউকে ২০ টাকা দেওয়া) জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন শরীফের খতম পড়ানো হলে তার বিনিময় দেওয়া ও নেওয়া সম্পূর্ণ নাজায়েয। (৫/৩৫০/৯৬৩)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٦ : قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا،

Scanned by CamScanner

والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون -

অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যেমন : আয়, বরকত, রোগমুক্তি ইত্যাদির জন্য হলে পারিশ্রমিক প্রদান করা ও গ্রহণ করা সবই জায়েয।

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ /٥٧: جوزوا الرقية بالاجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحطاوىؒ لانها ليست عبادة محضة بل من التداوى-

📖 العرف الشذى (مكتبة الاتحاد) ٢ /٢٧ : إذا كان ختم البخارى اوالقرآن العزيز لحاجة دنيوية تجوز الاجرة وإذاكان لأمر دنيوى وقيد المكان والزمان تجوز الاجرة -

এমতাবস্থায় কোরআন করীম পড়ার জন্য টাকা নিয়ে ৪১ বার সূরা ইয়াসীন পড়লে দায়মুক্ত হওয়া যাবে না। বরং খতমই পড়তে হবে।

📖 مصنف ابن ابى شيبة (مكتبة الرشد) ٤ /٤٥٠ (٢٢٠٣٠): عن عليؓ ، قال: «المسلمون عند شروطهم» -

📖 مجلةالاحكام صـ ٩٠ [المادة – ٤٧٤] : ... يلزم على الآجر اولاً تسليم الماجور وعلى الاجير ايفاء العمل -

খতম যারা পড়ে তারা ওই টাকার অংশীদার। টাকা সমানভাবে অথবা চুক্তির ভিত্তিতে কম-বেশি করে বণ্টন করা যায়।

📖 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (دار الجيل) ٣/ ٤١٦-٤١٥ : المادة (١٣٩٠)- (يقسم الشريكان الربح بينهما على الوجه الذي شرطاه. يعني إن شرطا تقسيمه متساويا فيقسمانه على التساوي وإن شرطا تقسيمه متفاضلا كالثلث والثلثين مثلا فيقسم

Scanned by CamScanner

الربح عنانا الأعمال شركة في الشريكان يقسم) حصتين وحصة) بينهما على الوجه الذي شرطاه سواء كانا متساويين في العمل أو متفاضلين-

المادة (١٣٩١)-(إذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب جاز. مثلا إذا شرط الشريكان أن يعملا متساويين وأن يقسما الربح حصتين وحصة جاز لأنه يجوز أن يكون أحدهما أمهر في الصنعة وأجود في العمل)-

ঈসালে সাওয়াবের জন্য খতম পড়ে টাকা নেওয়া

প্রশ্ন : ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন খতম বা অন্যান্য খতম যেমন : খতমে তাহলীল, খতমে খাজেগান ইত্যাদি পড়ে টাকা নেওয়া ও দাওয়াত খাওয়া বা দাওয়াত করা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খতমে কোরআন, খতমে তাহলীল ইত্যাদি পড়ে টাকা-পয়সার আদান-প্রদান জায়েয নেই। এমনিভাবে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে খতমে কোরআনকে কেন্দ্র করে খানার আয়োজন করা ও তা গ্রহণ করাও বিনিময় গ্রহণের সাদৃশ্য, তাই কোরআন খতমকারীদের জন্য ওই মুহূর্তে খানা খাওয়াও বর্জনীয়। (১৭/৮১)

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ٢/٢٤٠: وقال أيضا: ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة: وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة ". اه وفي البزازية: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. والحاصل أن اتخاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره .

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریابکڈپو) ص ۲۲۸ : جواب-عرف میں یہ بات قرار پاچکی ہیں کہ قرآن پڑھنے والوں کو ضرور دیتے ہے تو اگرچہ پہلے سے باہمی اجرت پڑھنے کلام مجید کی طے نہ ہوئی ہو تو لینا جائز نہیں اور نہ ایسا پڑھنے کا ثواب میت کو پہنچے اور اگر دینا عرف کے اندر نہیں اور خالی نیت سے لوجہ اللہ اس نے پڑھا پھر اگر لے لیوے تو کچھ حرج نہیں۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۱/ ۲۲۸ : الجواب-قرآن پڑھنے والوں کو اور کلمہ طیبہ پڑھنے والوں کو کھانا کھلانا اجرت کا شائبہ رکھتا ہے اس لئے ایسا کرنا جائز نہیں، کیونکہ تلاوت اور کلمہ خوانی کی اجرت لینادینا جائز نہیں۔

মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াব করে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : রমাজান মাস এলে প্রায় মুসলমানরা নিজের মৃত পিতা-মাতার ঈসালে সাওয়াবের জন্য মসজিদের ইমাম বা অন্য কোনো হুজুর দ্বারা খতমে কোরআন ও মিলাদের ব্যবস্থা করে এবং ইমাম সাহেব ও হুজুরকে খতমের ও মিলাদের বিনিময়ে টাকা প্রদান করে। জানার বিষয় হলো, বিনিময় দিয়ে খতমে কোরআন ও মিলাদ পড়িয়ে ঈসালে সাওয়াব করা যাবে কি না? এবং ইমাম সাহেবের জন্য উক্ত বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : কোরআন খতম বা যেকোনো ইবাদত করে ঈসালে সাওয়াবের ক্ষেত্রে বিনিময় নেওয়া ও দেওয়া উভয়টি হারাম। এতে উভয় পক্ষই গোনাহগার হবে। ইমাম সাহেবকে বিনিময় দেওয়া এবং ইমাম সাহেবের জন্য তা গ্রহণ করা বৈধ হবে না। এ ধরনের বিনিময়ভিত্তিক ইবাদতের সাওয়াবও মৃত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে না। (১৯/৫৫৯/৮৩০২)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٥٦ : قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ

Scanned by CamScanner

أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا
ووسيلة إلى جمع الدنيا – إنا لله وإنا إليه راجعون -

📖 فيه ايضا ٦ / ٥٧ : وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح، والاستئجار على مجرد التلاوة لم يقل به أحد من الأئمة.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ۷ / ۲۹۶ : الجواب—ایصال ثواب پر اجرت لینا دینا حرام ہے بلا معاوضہ جائز ہے خواہ زبانی عبادت سے ہو یا بدنی سے یا مالی سے ہر قسم کی عبادت کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے مگر اس کے لئے چند بنیادی اور اصولی شرائط ہیں جب تک وہ نہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہوگا... تلاوت قرآن یا کسی دوسری عبادت پر کسی قسم کا کوئی معاوضہ نہ دیا جائے۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص۱۵۸ : قراءت پر اجرت لینا جائز نہیں اور اجرت لیکر قرآن شریف پڑھنے سے نہ قاری کو ثواب ہوتا ہے نہ میت کو ثواب پہنچتا ہے۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا بکڈپو) ص۱۳۰

দুনিয়াবী স্বার্থে খতমের বিনিময় নেওয়া বৈধ

প্রশ্ন : ঈসালে সাওয়াব উপলক্ষে কোরআন শরীফ পড়ে টাকা নেওয়া-দেওয়া জায়েয নেই; কিন্তু দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে বা রোগের কারণে কোরআন শরীফ পড়ে টাকা নেওয়া জায়েয কেন?

উত্তর : ঈসালে সাওয়াবের জন্য কোরআন তেলাওয়াত মূলত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর ইবাদত করে বিনিময় নেওয়া হারাম বিধায় ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াত করে বিনিময় নেওয়া নাজায়েয। পক্ষান্তরে দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে তেলাওয়াত করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধুমাত্র উদ্দেশ্য সফলের জন্য দু'আ কবুল হওয়ার মাধ্যম হিসেবে তেলাওয়াত করা হয়। তাই তার পারিশ্রমিক নেওয়া জায়েয। (১৭/২৯৯)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦/ ٥٦ : قال تاج الشريعة في شرح الهداية: إن القرآن بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا،

Scanned by CamScanner

والآخذ والمعطي آثمان. فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر ولولا الأجرة ما قرأ أحد لأحد في هذا الزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسبا ووسيلة إلى جمع الدنيا - إنا لله وإنا إليه راجعون -

খতমে জালালীর বিধান

প্রশ্ন : খতমে জালালীর আমলের কথা কোরআন-হাদীস অথবা সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন, তাবেতাবেঈনের যুগে ছিল কি না? এই আমল বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উত্তর : খতমে জালালীর আমলের কথা কোরআন শরীফে, হাদীসে পাকে এবং সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈন-তাবেতাবেঈনের যুগে ছিল না। তবে হক্কানী বুজুর্গানে দ্বীন ও উলামায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত এবং এটি একটি দুনিয়াবী তদবির মাত্র, যা অবলম্বন করে দু'আ করা হয়। সুতরাং অন্য ত্বরিকায় দু'আ করা যেমন বৈধ, খতমে জালালীর মাধ্যমে দু'আ করাও বৈধ হবে। উক্ত আমলের পর দু'আ কবুল হওয়ার বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যাওয়ায় বুজুর্গানে দ্বীন এই আমল করেছেন। উক্ত আমল দুনিয়াবী তদবির হিসেবে করা হয়, ইবাদত হিসেবে নয়। তাই বিদ'আত বলার অবকাশ নেই। (১৭/৯৯৪)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۱۲۳ : سوال– (۱)دارالعلوم دیوبند میں جو ختم شریف ہوتا ہے خواہ کسی کی وفات پر ہو یا دفع مصائب کیلئے ہو اور خواہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا آیۃ الکرسی، مگر پڑھنے کی تعداد سوالاکھ کی متعین ہے، اس پر کیا دلیل شرعی ہے؟ ایک عالم اس کو بدعت کہتے ہیں جو شریک دار العلوم رہ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفس ایصال ثواب میں تو کوئی اشکال نہیں مگر تعداد متعین کرنا بدعت ہے اس کے بارے میں تفصیل سے تحریر فرمائیں... ... (۲) بخاری شریف پڑھکر دعا مانگنے پر کیا دلیل ہے ورنہ یہ بھی بدعت ہے؟

الجواب– حامداً ومصلیاً: دفع مصائب کے لئے جو ختم پڑھا جاتا ہے وہ بطور علاج ہے اس کے لئے قرآن وحدیث سے ثبوت ضروری نہیں صرف اتنا کافی ہے کہ وہ قرآن وحدیث

Scanned by CamScanner

کے منافی و معارض یعنی شرعاً ممنوع و مذموم نہ ہو، جیساکہ غیر شرعی رقیہ ممنوع ہے، ایسے ہی ختم میں جو تعداد متعین ہے وہ ایسی نہیں جیسی رکعت نماز کی تعداد یا اشواط طواف کی تعداد ہے کہ اس کے لئے صراحۃً ثبوت ضروری ہے، بلکہ وہ ایسی تعداد ہے جو حکیم نسخہ میں لکھتے ہیں، کہ عناب ۵ دانہ بادام ۷ دانہ کہ یہ تجربات سے ثابت ہیں اس کے لئے قرآن و حدیث سے ثبوت طلب کرنا بے محل ہے جب اس ختم کی شان معالجہ کی ہے تو بدعت کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے تعداد کا تجربہ سے متعین کر دینا خلاف شرع نہیں علاج کے لئے سات کنویں کا پانی سات مشکوں میں منگانا تو خود حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔

(۲) اس کی نوعیت بھی تقریباً وہی ہے۔ قرأ كثير من المشايخ والعلماء والثقات صحيح البخارى لحصول المرادات وكفاية المهمات وقضاء الحاجات ودفع البليات وكشف الكربات وصحة الامراض وشفاء المريض عند المضائق والشدائد فحصل مرادهم وفازوا لمقاصدهم ووجدوه كالترياق مجربا وقد بلغ هذا المعنى عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة (مقدمة اللامع صـ ۲۳) اس سے ظاہر ہوئے کہ یہ طریقہ علاج ہے نہ کہ تعبداً پھر اس کو بدعت کی حد میں لانا بدعت ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱۰ /۴۶۹ : سوال— ہمارے محلہ کی مسجد میں روزانہ بعد نماز عشاء اجتماعی طور پر سورۂ یٰس کا ختم ہوتا ہے، روازانہ ختم کرنا کیسا ہے، کیا یہ بدعت نہ ہو گا؟

الجواب— دفع مصائب اور بلیات اور حصول برکات کیلئے یٰس شریف کا ختم بزرگوں کا مجرب عمل ہے، لہذا جب تک مصائب ہوں بطور عمل اور بطور علاج اس کا ختم کیا جا سکتا ہے، اسے مسنون طریقہ اور شرعی حکم نہ سمجھا جائے اور جو لوگ ختم میں شریک نہ ہوں ان پر کسی طرح کا طعن نہ کیا جائے اور نہ ان کی طرف سے بدگمانی کی جائے۔ فقط۔

Scanned by CamScanner

খতমে খাজেগানের বিধান

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক মাদ্রাসায় খতমে খাজেগান পড়া হয়। উক্ত মাদ্রাসার এক মুফতী সাহেব বলেন, খতমে খাজেগান পড়া শরীয়তসম্মত নয়, বরং এটা বিদ'আত। এখন আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে, খতমে খাজেগান শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : খতমে খাজেগান পড়া কোনো ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটি একটি তদবির (বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পরীক্ষিত আমল) মাত্র, যা বিনিময় ছাড়া মসজিদেও পড়া বৈধ। আর বিদ'আত পরিভাষাটি ইবাদত মনে করে ভিত্তিহীন আমলের সাথে সম্পর্ক। কোনো প্রয়োজন পূরণের পরীক্ষিত আমলের সাথে নয়। তাই এটিকে বিদ'আত মনে করা স্বয়ং বিদ'আতের ব্যাপারে অজ্ঞতার প্রমাণ বহন করে। (১৬/৭৮১/৬৮০৯)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۰۵ : سوال— ختم خواجگان کا (جو صوفیوں کا ایک طریقہ ہے قضائے حاجات دینی و جائز حاجات دنیاوی کے لئے پڑھنا مسجد میں جائز ہے یا نہیں؟
الجواب— باجرت ناجائز ہے اور بلا اجرت اتفاقا جائز اور اعتیادا ناجائز ہے، یہ تفصیل حاجات دنیویہ کے متعلق ہے اور حاجات دینیہ میں مثال کی ضرورت ہے۔

কালেমার খতম

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির জন্য গ্রামের লোকেরা কালেমা পড়ায় যেমন : ১ লাখ পঁচিশ হাজার বার পড়ে। ৫/৭ জন মুন্সী-মৌলভী দ্বারা পড়িয়ে খাওয়া-দাওয়া করানো হয়। এটা জায়েয কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াব করা খুবই ভালো কাজ। হাদীস শরীফের বর্ণনা দ্বারা এর ওপর উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু ঈসালে সাওয়াবের বিনিময়স্বরূপ খানাপিনা শরীয়তসম্মত নয়। (১/৩৬৮)

📖 سنن ابی داود (دار الحديث) ٣ /١٣٦٨ (٣١٣٢)عن عبد الله بن جعفر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر شغلهم» -

📖 سنن ابن ماجة (دار إحياء الكتب) ١/ ٥١٤ (١٦١٢) عن جرير بن عبد الله البجلي، قال: «كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة» -

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (مكتبه حبيبيه) ٢ / ١٠٢ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة. روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة.

খতমের টাকা দিয়ে প্রতিষ্ঠানে পত্রিকা রাখা

প্রশ্ন : কোরআন শরীফ বা অন্য কোনো খতম পড়ে টাকা নেওয়া। সেই টাকা দ্বারা মাদ্রাসার পক্ষ হতে দৈনিক পত্রিকা রাখা কতটুকু শরীয়তসম্মত।

উত্তর : সাওয়াবের নিয়্যাতে কোরআন খতম করে বিনিময় নেওয়া বৈধ নয়। তবে বিপদ-আপদ ও রোগব্যাধি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কোরআন খতমসহ অন্যান্য খতমের বিনিময় নেওয়া বৈধ এবং খতমে অংশগ্রহণকারীদের সম্মতিক্রমে উক্ত টাকা দ্বারা মাদ্রাসার পক্ষ থেকে দৈনিক পত্রিকা রাখা অবৈধ হবে না। (১৫/২০০/৫৯৮৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٦ : فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر.

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٧/ ٢٩٩ : الجواب– کسی بیمار یا مصیبت زدہ پر قرآن کریم کی کوئی سورۃ یا آیت پڑھنا یا تعویذ لکھ کر دینا اور اس پر اجرت لینا جائز ہے.

হিলা করে খতমের বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো রোগীর জন্য খতমে খাজেগান বা খতমে শেফা পড়া হয় এবং ওই দিন খতম পড়ানেওয়ালার কোনো মৃত আত্মীয়ের রূহের মাগফিরাতের জন্য খতমে আম্বিয়া বা কোরআন খতম পড়ানো হয় এবং যারা খতমে শেফা বা খাজেগান পড়েছে, তারাই যদি খতমে আম্বিয়া বা কোরআন খতম পড়ে দেয়। অতঃপর উক্ত মাওলানা সাহেবগণের হাদিয়া বা খতমের বিনিময় দেওয়া হয় তাহলে কি ওই বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে? তবে এ কথা স্পষ্ট যে যদি শুধু খতমে খাজেগান পড়ত তাহলে বিনিময় দিত এক হাজার টাকা; কিন্তু দুই খতম পড়ার বিনিময়ে দিল দুই হাজার টাকা।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, উক্ত খতমের আয়োজন করা হয়েছে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে, শুধু হিলা করার জন্য খতমে খাজেগান পড়া হয়। আমার প্রশ্ন হলো, এ রকম হিলা করে খতমের বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : খতম পড়ানেওয়ালার মূল উদ্দেশ্যের ওপরই খতমের হুকুম নির্ধারিত হবে। তার আসল উদ্দেশ্য যদি দুনিয়াবী কোনো সফলতা বা রোগের শেফা হয়ে থাকে, আনুষঙ্গিক তার সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফিরাতের দু'আও হয় তার বিনিময় দেওয়া-নেওয়া আপত্তিকর নয়। পক্ষান্তরে মূল উদ্দেশ্য যদি ঈসালে সাওয়াব হয় আর দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য অপ্রাসঙ্গিক যুক্ত করে বিনিময় নেওয়ার হিলা বাহানা করে, তাহলে বিনিময় দেওয়া-নেওয়া অবৈধ হবে। সুতরাং উপরোক্ত নীতিমালা থেকে আপনার প্রশ্নের উত্তর ঠিক করে নিতে পারেন। (১৫/৫৭৫/৬১৪৯)

📖 صحيح البخاري (دارالحديث) ١ /٥ (١) : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو إلى امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٦ : فالحاصل أن ما شاع في زماننا من قراءة الأجزاء بالأجرة لا يجوز؛ لأن فيه الأمر بالقراءة وإعطاء الثواب للآمر والقراءة لأجل المال؛ فإذا لم يكن للقارئ ثواب لعدم النية الصحيحة فأين يصل الثواب إلى المستأجر.

বাধ্যতামূলক খতমে খাজেগান পড়া

প্রশ্ন : কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে খতমে খাজেগান নিয়মিত বাধ্যতামূলক পড়া যাবে কি না? মতভেদ দেখা দিলে কী করণীয়?

উত্তর : খতমে খাজেগান দু'আ দরূদ ও কিছু আয়াত পড়ার নামমাত্র। এগুলো পাঠ করা কোরআন-হাদীসবহির্ভূত কিছু নয় যে, নাজায়েয বলা হবে। তবে খতমে খাজেগানের পদ্ধতি যথা সম্মিলিতভাবে বিশেষ তারতীবের সাথে পড়া হয় তা অবশ্য শরীয়তে প্রমাণিত নয়। তাই এটাকে ইবাদতস্বরূপ পড়া শরীয়তসম্মত বলা যায় না। কিন্তু খতমে খাজেগানকে কোনো আল্লাহওয়ালার পরীক্ষিত আমল ও তাদবীর, রোগ মুক্তির কারণ ও

Scanned by CamScanner

বিশেষ কাজে সফল হওয়ার মাধ্যম বা বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে পড়া হলে তা শরীয়তবিরোধী বলার অবকাশ নেই। বরং এসব নিয়্যাতে পড়া জায়েয ও বরকতময় আমল হিসেবে পালনীয় কোনো মাদ্রাসার উপকারার্থে উক্ত আমলকে তদবির হিসেবে পড়ার জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ কানুন হিসেবে বাধ্য করতে পারবে। (১৫/৭৬২/৬২৩৯)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/۱۰۵ : سوال– ختم خواجگان کا (جو صوفیوں کا ایک طریقہ ہے قضائے حاجات دینی وجائز حاجات دنیاوی کے لئے پڑھنا مسجد میں جائز ہے یا نہیں؟

الجواب– باجرت ناجائز ہے اور بلا اجرت اتفاقاً جائز اور اعتیاداً ناجائز ہے، یہ تفصیل حاجات دنیویہ کے متعلق ہے اور حاجات دینیہ میں مثال کی ضرورت ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۱۲۳ : سوال– (۱) دارالعلوم دیوبند میں جو ختم شریف ہوتا ہے خواہ کسی کی وفات پر ہو یا دفع مصائب کیلئے ہو اور خواہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے یا آیۃ الکرسی، مگر پڑھنے کی تعداد سوا لاکھ کی متعین ہے، اس پر کیا دلیل شرعی ہے؟ ایک عالم اس کو بدعت کہتے ہیں جو شریک دارالعلوم رہ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نفس ایصال ثواب میں تو کوئی اشکال نہیں مگر تعداد متعین کرنا بدعت ہے اس کے بارے میں تفصیل سے تحریر فرمائیں... ... (۲) بخاری شریف پڑھکر دعا مانگنے پر کیا دلیل ہے ورنہ یہ بھی بدعت ہے؟

الجواب– حامداً ومصلیاً: دفع مصائب کے لئے جو ختم پڑھا جاتا ہے وہ بطور علاج ہے اس کے لئے قرآن وحدیث سے ثبوت ضروری نہیں صرف اتنا کافی ہے کہ وہ قرآن وحدیث کے منافی ومعارض یعنی شرعاً ممنوع ومذموم نہ ہو، جیسا کہ غیر شرعی رقیہ ممنوع ہے، ایسے ہی ختم میں جو تعداد متعین ہے وہ ایسی نہیں جیسی رکعت نماز کی تعداد یا اشواط طواف کی تعداد ہے کہ اس کے لئے صراحۃً ثبوت ضروری ہے، بلکہ وہ ایسی تعداد ہے جو حکیم نسخہ میں لکھتے ہیں، کہ عناب ۵ دانہ بادام ۷ دانہ کہ یہ تجربات سے ثابت ہیں اس کے لئے قرآن وحدیث سے ثبوت طلب کرنا بے محل ہے جب اس ختم کی شان معالجہ کی ہے تو بدعت کا سوال ہی ختم ہو جاتا ہے تعداد کا تجربہ سے متعین کر دینا خلاف شرع نہیں علاج کے لئے سات کنویں کا پانی سات مشکوں میں منگانا تو خود حدیث شریف سے بھی ثابت ہے۔

Scanned by CamScanner

(۲) اس کی نوعیت بھی تقریبا وہی ہے۔ قرأ كثير من المشايخ والعلماء والثقات صحيح البخارى لحصول المرادات وكفاية المهمات وقضاء الحاجات ودفع البليات وكشف الكربات وصحة الامراض وشفاء المريض عند المضائق والشدائد فحصل مرادهم وفازوا لمقاصدهم ووجدوه كالترياق مجربا وقد بلغ هذا المعنى عند علماء الحديث مرتبة الشهرة والاستفاضة (مقدمة اللامع صـ ۴۳) اس سے ظاہر ہوئے کہ یہ طریقہ علاج ہے نہ کہ تعبدا پھر اس کو بدعت کی حد میں لانا بدعت ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۱ / ۳۳۹ : سوال— ختم خواجگان روزانہ خاندان نقشبدیہ میں پڑھا جاتا ہے،... ... ایک صاحب نے اعتراض کیا جو کام قرآن و حدیث اور فقہ میں نہ ہو وہ خلاف شریعت ہے۔

الجواب— ختم خواجگان مذکورہ بالا درود وظائف کے قبیل سے ہے، یہ کوئی خلاف شریعت کلمات پر مشتمل نہیں ہے، پس اسکے پڑھنے سے کوئی نقصان و حرج نہیں، البتہ اسے حکم شرعی کی حیثیت نہ دی جائے کہ تارک پر نکیر کی جانے لگے.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱۰ /۴۶۹ : سوال— ہمارے محلہ کی مسجد میں روزانہ بعد نماز عشاء اجتماعی طور پر سورۂ یٰس کا ختم ہوتا ہے، روازانہ ختم کرنا کیسا ہے، کیا یہ بدعت نہ ہوگا؟

الجواب— دفع مصائب اور بلیات اور حصول برکات کیلئے یٰس شریف کا ختم بزرگوں کا مجرب عمل ہے، لہذا جب تک مصائب ہوں بطور عمل اور بطور علاج اس کا ختم کیا جا سکتا ہے، اسے مسنون طریقہ اور شرعی حکم نہ سمجھا جائے اور جو لوگ ختم میں شریک نہ ہوں ان پر کسی طرح کا طعن نہ کیا جائے اور نہ ان کی طرف سے بدگمانی کی جائے۔ فقط۔

খতমে ইউনুস ও খতমে আম্বিয়া পড়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : খতমে ইউনুস এবং لااله الا الله অর্থাৎ খতমে আম্বিয়া কোনটি কত লক্ষ বা কত হাজার বার পড়তে হয়? সঠিক সংখ্যা জানালে চির কৃতজ্ঞ হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : বালা-মুসিবত দূর হওয়ার উদ্দেশ্যে ও কোন কাজে সফল হওয়ার জন্য দু'আ ইউনুস পড়ার সংখ্যা ১,২৫,০০০ বুজুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতায় নির্ণিত হয়েছে। জাহান্নাম থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে দু'আ আম্বিয়া তথা لااله الا الله ৭০,০০০ বার পড়ার কথা কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। সোয়া লক্ষ বার পড়ার নিয়মকেও শরীয়ত পরিপন্থী বলা যাবে না। (৯/৩৯৫/২৬৬১)

📖 رسائل ابن عابدين (سهيل اكيڈمى) ١ / ٢٢٩ : عن الشيخ الإمام الكبير ابى زيد القرطبى أنه قال: سمعت فى بعض الاخبار ان من قال لااله الا الله سبعين الف مرة كانت فداءه من النار فعملت ذلك رجاء بركة الوعد اعمالا ادخرتها لنفسى وعملت منها لاهلى وكان اذ ذاك شاب يبيت معنا يقال انه يكاشف فى بعض الاوقات بالجنة والنار-

মুসিবতের সময় খতমে ইউনুস

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন আছে যে বালা-মুসিবত দেখা দিলে সবাই সম্মিলিতভাবে উলামায়ে কেরামদের দাওয়াত দিয়ে এনে "দু'আয়ে ইউনুস" ইত্যাদির খতম পড়িয়ে বালা-মুসিবত দূর হওয়ার জন্য দু'আ করা হয় এবং সেখানে সামর্থ্য অনুযায়ী খাওয়াদাওয়া ও টাকা-পয়সা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের খতম পড়ার ব্যাপারে শরীয়তের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী?

উত্তর : কোরআনে কারীমের আয়াত ও দরূদ শরীফ যেমন ইবাদত হিসেবে পড়া যায়, তেমনিভাবে বালা-মুসিবত থেকে উদ্ধারের জন্য পড়লেও উপকার হয় বলে হাদীস শরীফ ও বুজুর্গদের আমল থেকে পাওয়া যায়, যা শরীয়তসম্মত তাদবীরের অন্তর্ভুক্ত। আর তাদবীর হিসেবে উক্ত দু'আ-দরূদ পড়া হলে তার পারিশ্রমিক ও বিনিময় গ্রহণ করাও জায়েয। তাই প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে দু'আয়ে ইউনুস বালা-মুসিবত দূর হওয়ার লক্ষ্যে পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয ও তার বিনিময়ের আদান-প্রদানও জায়েয। (৮/৫৫/২০০৬)

📖 تفسير روح المعانى (دار الكتب العلمية) ٩ / ٨١ : عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «دعوة ذي النون إذ هو

Scanned by CamScanner

في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له».

📖 العرف الشذى حاشية سنن الترمذى (مكتبة الاتحاد) ٢ / ٢٧ : قال الشاه عبد العزيز فى تفسيره تحت آية: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً} ما حاصله: إنه إذا كان ختم البخاري أو القرآن العزيز لحاجة دنيوية تجوز الأجرة.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١١ / ٣٥ : دفع مصائب کے لئے جو ختم پڑھا جاتا ہے وہ بطور علاج ہے اس کے لئے قرآن وحدیث سے ثبوت ضروری نہیں صرف اتنا کافی ہے کہ وہ قرآن وحدیث کے منافی ومعارض یعنی شرعا ممنوع ومذموم نہ ہو۔

খতম পড়ে টাকা নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের হেফজখানার শিক্ষক-ছাত্রগণ প্রায়ই কোরআন খতম, মিলাদ মাহফিলের দাওয়াত পেয়ে থাকেন। কোরআন খতম ও মিলাদ পড়ার পর ৫০০-৭০০ বা তার বেশি টাকা দেওয়া হয়। উক্ত টাকা শিক্ষক-ছাত্র খেতে পারবেন কি না? মাদ্রাসা ও এতিমখানার ফান্ডে জমা করা যাবে কি না? কোরআন খতম মিলাদ পড়ার পর টাকা দেওয়া-নেওয়া জায়েয কি না? টাকা দিলে সেই টাকা কী করা হবে? সঠিক মাসআলা জানতে চাই।

উত্তর : মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কোরআন তেলাওয়াত করা হলে তার বিনিময় দেওয়া-নেওয়া নাজায়েয। তবে দুনিয়াবী কোনো সমস্যা সমাধান বা ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘরের বরকত বা রোগমুক্তির জন্য তেলাওয়াত করানো হলে তার বিনিময় দেওয়া-নেওয়া জায়েয। এ ক্ষেত্রে যারা তেলাওয়াত করবে তারাই ওই টাকার মালিক হবে। সুতরাং তাদের সম্মতি ছাড়া ওই টাকা অন্য কোনো ফান্ডে জমা করা যাবে না উল্লেখ্য যে বর্তমানে প্রচলিত মিলাদের কোনো হদিস ইসলামের সোনালি যুগে মেলেনি উপরন্তু তা শরীয়তের মূলনীতিরও বহির্ভূত।

📖 ردالمحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ /٥٧ : ولا يصح الاستئجار على القراءة وإهدائها إلى الميت؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك. وقد قال العلماء: إن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له فأي شيء يهديه إلى الميت، وإنما يصل إلى الميت العمل الصالح.

📖 فتاوى محموديه ١/ ١٧٩

Scanned by CamScanner

التعاويذ

তাবিজ-কবচ

গাছের ছাল, ডাল ও শিকড় দ্বারা তাবিজ করা

প্রশ্ন : আয়াতে কারীমা ও আদইয়ায়ে মাসনূনা দ্বারা তাবিজ ব্যবহার করা জায়েয আছে। কোনো কোনো গাছের ছাল, ডাল বা শিকড় দ্বারা তাবিজ ব্যবহার করলে নাকি উপকার পাওয়া যায়, এটি কতটুকু সত্য? শরীয়ত এর অনুমতি দিয়েছে কি না? তাবিজ ব্যবহার করা অবস্থায় কোনো কাজ বা কোনো স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে কি না? জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : কোনো গাছের ছাল বা শিকড়কে তাবিজ হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি শরীয়তে নেই। তবে কিছু কিছু রোগের চিকিৎসা হিসেবে গাছের ছাল বা শিকড় দিয়ে ওষুধ তৈরি করে ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই।

তাবিজ ব্যবহার করা অবস্থায় কোনো কাজ বা কোনো স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে কোরআনের আয়াত দ্বারা লিখিত তাবিজ গিলাফবদ্ধ হলে তা নিয়ে টয়লেটে যাওয়া জায়েয হলেও তা বাইরে রেখে যাওয়া উত্তম। আর গিলাফবদ্ধ না হলে তা নিয়ে টয়লেটে বা অপবিত্র স্থানে যাওয়া যাবে না। (১৯/৬২)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦/ ٣٦٣ : قال الزيلعي: ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس: وهي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن أنفسهم على زعمهم، وهو منهي عنه وذكر في حدود الإيمان أنه كفر. وفي الشلبي عن ابن الأثير: التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ١/ ١٧٨ : تكره إذابة درهم عليه آية إلا إذا كسره رقية في غلاف متجاف لم يكره دخول الخلاء به، والاحتراز أفضل.

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٥/ ٤٣٥ : ولا بأس بتعليق التعويذ ولكن ينزعه عند الخلاء والقربان.

Scanned by CamScanner

তাবিজ ও ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : তাবিজ, দু'আ ও ঝাড়-ফুঁক করে মানুষের নিকট থেকে টাকা নেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট হওয়ার শর্তে তাবিজ, দু'আ ও ঝাড়-ফুঁক করে বিনিময় নেওয়া জায়েয আছে। (১৯/৯৯/৮০১৭)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦/ ٥٧ : لأن المتقدمين المانعين الاستئجار مطلقا جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/۴۶ : اگر علاج مقصود ہے اور تجربہ سے ثابت ہے کہ اس طرح پڑھنے سے شفاء ہو جاتی ہے تو اس پر اجرت لینا درست ہے بعض صحابہ نے شفاء کیلئے پڑھنے پر اجرت لی ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست فرمایا ہے۔

হিন্দুর সুঁই পড়া শরীরে স্থাপন করা

প্রশ্ন : ছোটকালে আমার বেশি রোগ হতো। তাই আমি একজন হিন্দু বৈদ্য থেকে আমার বাহুতে সুঁই পড়া নিলাম, যেন আর কোনো দিন আমার রোগ না হয় এবং কেউ যেন জাদু না করতে পারে। কিন্তু কেউ কেউ বলছে, এই সুঁই পড়া নেওয়ার কারণে নাকি আমার কোনো ইবাদত-বন্দেগি কবুল হবে না। এতে আমি খুব চিন্তিত। তাই উল্লিখিত সমস্যার সমাধান আমাকে কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

উত্তর : এ ধরনের সুঁই পড়ার আমলে কুফুরী-শিরকীর সম্ভাবনা প্রবল। তাই তা ব্যবহার করা জায়েয হবে না। অনতিবিলম্বে তা বের করে নেবে। তবে সুঁই পড়া শরীরে থাকার কারণে ইবাদত-বন্দেগী কবুল হবে না মনে করা ঠিক নয়। (১৯/৬৬৪/৮৩৭১)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦/ ٣٦٣ قالوا: إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به. قال الزيلعي: ثم الرتيمة قد تشتبه بالتميمة على بعض الناس: وهي خيط كان يربط في العنق أو في اليد في الجاهلية لدفع

Scanned by CamScanner

المضرة عن أنفسهم على زعمهم، وهو منهي عنه وذكر في حدود الإيمان أنه كفر. وفي الشلبي عن ابن الأثير: التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإسلام -

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٩ /٧٩ : عمل کی پوری حقیقت معلوم نہ ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں کیونکہ ممکن ہے کوئی ناجائز چیز اس میں شامل ہو۔

📖 احسن الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٨/ ٢٥٥ : الجواب-... ... تمیمہ (تعویذ) کی مندرجہ ذیل صورتیں ناجائز ہیں:

١ ۔ ٹوٹکا جو پیتل تانبے یا لوہے وغیرہ کے ٹکڑے کو باندھ کر کیا جاتا ہے

٢- ایسا تعویذ جس میں اسماء اللہ تعالی، ایات قرآنیہ، اور ادعیۂ ماثورہ نہ ہوں بلکہ کلمات شرکیہ ہوں

٣- تعویذ کو مؤثر بالذات سمجھا جائے۔

তাবিজ ব্যবহারের বিধান

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে তাবিজ ব্যবহার করার হুকুম কী? শরীরের সাথে তাবিজ বাঁধা জায়েয হবে কি? অমুসলিম কবিরাজ থেকে তাবিজ নেওয়া যাবে কি না? কেউ যদি তাবিজের বৈধতাকে অস্বীকার করে তবে ঈমানের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ ও জিন ইনসানের অনিষ্ট ও কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম ও পবিত্র কালাম পড়ে শরীরে দম করাই আসল নিয়ম ও সুন্নাত। তবে যারা দু'আ-কালাম পড়তে পারে না তারা বাধ্য হয়ে তাবিজ ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই। শর্ত হলো, তাবিজে কোরআনের আয়াত হাদীসের দু'আ অথবা শরীয়তসম্মত অজিফার বাক্য লেখা থাকতে হবে। আক্বীদা ও শরীয়তবিরোধী কোনো মন্ত্র বাক্যসংবলিত তাবিজ ব্যবহার অবৈধ। অমুসলিম কবিরাজরা তাবিজে কুফর ও শিরকী মন্ত্র ব্যবহার করার প্রবল আশংকা থাকে বিধায় তাদের তাবিজ ব্যবহার করা যাবে না। তবে শরীয়তবিরোধী বাক্য না থাকার নিশ্চয়তা থাকলে তা ব্যবহারের অনুমতি আছে। তাবিজ ব্যবহার করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে আবশ্যকীয় ব্যাপার নয়, তাই তাবিজ ব্যবহার বর্জন করলে কোনো সমস্যা হবে না। তবে আল্লাহ পাকের নাম ও কালামের অবশ্যই বরকত আছে। তা অস্বীকার করা বাস্তবতাকে অস্বীকার করার শামিল। তদুপরি শর্ত সাপেক্ষে তাবিজ ব্যবহার জায়েয। সেটা নাজায়েয ও শিরিক বলে মন্তব্য করা যাবে না। (১৭/১৬০/৬৯৫৬)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ١٦٤ (٢٢٠٠) : عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٦٣ : ولا بأس بالمعاذاة إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى -

চুক্তি করে তাবিজ দেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক ইমাম চুক্তি করে তাবিজ দেয় এবং টাকা নিয়ে বলে, কাজ না হলে টাকা নেব না, ফেরত দেব। কিন্তু কথামতো কাজ না হলে কথামতো টাকা ফেরত দেয় না। প্রশ্ন হলো, ইসলামে এ রকম তাবিজ দেওয়া জায়েয কি না?

উত্তর : তাবিজ-কবচের কাজ কোনো ইবাদত নয়। কেউ খিদমতের উদ্দেশ্যে তাবিজ-কবচ সম্পর্কে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ হয়ে করলে এর ওপর চুক্তি করে বিনিময় গ্রহণ জায়েয, নতুবা জায়েয নেই। এক মুসলমান অন্য মুসলমানের সাথে যদি ওয়াদাবদ্ধ হয় পুরো করা আবশ্যক, না করলে গোনাহগার হওয়ার আশংকা। তবে একজন ইমামের জন্য এ ধরনের কর্মকাণ্ড বা আচরণ উচিত নয়। (১৭/৪৯৪/৭১৩৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٣٧٦ (٣١٧٨) : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أربع خلال من كن فيه كان منافقا خالصا: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ".

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٥٧ : جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٥/ ١٦٦ : سوال—اگر کوئی امام تعویذ گنڈوں میں یہ کہہ کر کہ تیرا کام ہو جائے گا اس کا معاوضہ لیلے اور اس کا کام نہ ہو وہ اس کو بدنام کرے اور عالموں کو برا کہے تو یہ لینا کیسا ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب—اگرامام صاحب اس فن سے واقف ہوں تو تعویذ پر اجرت لینادرست ہے مگر یہ وعدہ ہرگزنہ کرے کہ تیراکام ہوہی جائے گا جیسے بیمار سے ڈاکٹر دوا کے پیسے لیتا ہے کہ بیمار کو شفاء ہوہی جائے گی، شفاء اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے اگرامام واقف نہیں تو دھوکہ دیکر پیسہ لینا ناجائز ہے۔

অমুসলিম থেকে তদবির ও মন্ত্র গ্রহণ

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয় বা জাদুটোনা অথবা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং সে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা নিয়ে সুস্থতা বা সমস্যা হতে সমাধান লাভ করতে না পারে। এমতাবস্থায় বিধর্মী হতে তদবির মন্ত্র বা তাদের ধর্মীয় কোনো উপকরণ দ্বারা উপকৃত হওয়া ও সমস্যার সমাধান করা যাবে কি না? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : মন্ত্র বা তদবির দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করার শর্ত হলো, আল্লাহ তা'আলার কালাম এবং আরবী হওয়া অনারবী হলে তার অর্থে তাওহীদের পরিপন্থী এবং শিরকমিশ্রিত না হওয়া এবং এই আক্বীদা রাখা যে, একমাত্র শেফাদাতা আল্লাহ তা'আলা, মন্ত্র বা তদবির নয়। প্রশ্নে বর্ণিত বিধর্মীদের মন্ত্রের মধ্যে যেহেতু এই শর্তগুলো পাওয়া যায় না এবং বিধর্মীদের তদবির মন্ত্র বা ধর্মীয় উপকরণ অনেকাংশে তাওহীদ পরিপন্থী এবং শিরকমিশ্রিত হওয়ার প্রবল আশংকা থাকে, তাই তাদের থেকে তদবির গ্রহণ করা জায়েয হবে না। তবে যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে তাদের তদবির বা মন্ত্রে তাওহীদ পরিপন্থী বা শিরকমিশ্রিত কোনো কিছু নেই তাহলে তা গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া যায়, যদিও গ্রহণ না করাই ভালো। (১৬/৪৯৪)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٦٣ : ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى، ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في عوذته قالوا: إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به .

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ١٦٤ (٢٢٠٠) : عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك».

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۱/۱ : جب یہ یقین ہے کہ منتر کے الفاظ اور مضمون خلاف توحید اور شرکیہ ہیں تو اس شخص سے عمل کرانا جائز نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۹ /۷۹ : عمل کی پوری حقیقت معلوم نہ ہو تو اس کا استعمال جائز نہیں کیونکہ ممکن ہے کوئی ناجائز چیز اس میں شامل ہو۔

পাত্রে লিখিত কোরআনের আয়াত ধৌত করে গোসল করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি খুব জটিল রোগে আক্রান্ত। এখন চিকিৎসার উদ্দেশ্যে সূরায়ে ইয়াসীন চিনির বাসনে লিখে অতঃপর বাসন ধৌত করে উক্ত পানি দ্বারা গোসল করা যাবে কি না? শরয়ী দলিল সহকারে জানতে আগ্রহী।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে চিনির বাসনে সূরায়ে ইয়াসীন বা কোরআন শরীফের অন্য কোনো স্থান থেকে লিখে উক্ত বাসন ধৌত করে তা দ্বারা গোসল করা বৈধ হবে। তবে সতর্ক থাকতে হবে যেন নাপাক অবস্থায় উক্ত পানি দ্বারা গোসল না করে। বরং প্রথমে সাধারণ পানি দ্বারা গোসল করে উক্ত পানি ব্যবহার করবে এবং ওই পানি যেন মানুষ চলাচলের স্থানে না পড়ে, সে দিকেও লক্ষ রাখবে। (১১/৯৯১)

📖 مرقاة المفاتيح (انور بکڈپو) ۸ / ۳۲۰ : (هو من عمل الشيطان) : النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه، وأما ما كان من الآيات القرآنية، والأسماء والصفات الربانية، والدعوات المأثورة النبوية، فلا بأس، بل يستحب سواء كان تعويذا أو رقية أو نشرة، وأما على لغة العبرانية ونحوها، فيمتنع لاحتمال الشرك فيها.

📖 اعمال قرآنی : واتبعوا ما تتلوا الشياطين سے لوكانوا يعلمون تک (سورة بقرة : ۱۰۲) کورے تانبہ کے طست میں ان آیتوں کو لکھ کر اس کو کندر کی دھونی دے کر پانی سے دھو کر اس پانی سے ایسے شخص کو غسل دیا جاوے جس کو جادو یا بد نظر کا اثر ہو تو انشاءاللہ تعالی اس کا اثر دفع ہو جاوے۔

অমুসলিমকে তাবিজ দেওয়া এবং তাবিজ লেখার অনুমতি প্রদান

প্রশ্ন : কোনো হিন্দু ও বিধর্মীকে তাবিজ দেওয়া জায়েয হবে কি না? এবং তাদেরকে তাবিজ লেখার অনুমতি দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মুসলমানদেরকে তাবিজের পরিবর্তে দু'আ শিখিয়ে দেওয়া উত্তম। যাতে তাবিজের ব্যবসা হয়ে না যায়। আর বিধর্মীকে যদি তাবিজ দিতেই হয় তা যেন

Scanned by CamScanner

কোরআনে পাকের আয়াত দ্বারা না হয় বরং অন্য দু'আ অথবা সংখ্যা অংকন দ্বারা দেবে। (৭/৮৮০/১৯১২)

📖 سنن ابی داود (دارالحديث) ٤ / ٢١٨ (٣٨٩٣) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة، من غضبه وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» وكان عبد الله بن عمر يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبه فأعلقه عليه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٤ / ٣٩٠ : سوال–اس شخص کے متعلق کیا حکم ہے جو تعویذ گنڈے کرنے کو اپنا پیشہ بنالے اور غیر مسلم کو تعویذ قرآنی آیات سے لکھ کر دیوے... ...
الجواب– تعویذ میں قرآنی آیات یا احادیث کی دعائیں یا ان کے اعداد لکھ کر شفاء کے لئے دینا درست ہے ... غیر مسلم کو قرآنی آیات لکھ کر نہ دی جائے ہاں اگر غلاف کے ساتھ ہو اور بے ادبی کا مظنہ نہ ہو تو گنجائش ہے۔

কবিরাজি করে বিনিময় নেওয়া

প্রশ্ন : তাবিজ-কবচ, ঝাড়-ফুঁক করে টাকা নেওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : তাবিজ-কবচ ও ঝাড়-ফুঁক কোরআন-হাদীস সমর্থিত পদ্ধতিতে করে থাকলে বিনিময় হিসেবে টাকা নেওয়ার অনুমতি আছে। (১২/১২২/৩৮৪৮)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤ / ٤٦ (٥٧٣٩) : عن ابن عباس: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله».

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٣٦٣ : ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى، ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في

Scanned by CamScanner

عوذته قالوا: إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ / ۳۲۱ : جواب – تعویذ لکھ کر دینا جائز ہے بشرطیکہ اس میں کوئی مضمون خلاف شرع نہ ہو اور اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے، ولا بأس بالمعاذات الخ.

অস্পষ্ট শব্দ ও হিন্দু কবিরাজ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা

প্রশ্ন : কোরআন-হাদীসে নেই, এমন মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয আছে কি? এবং এমন কবিরাজ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক নেওয়া বৈধ হবে, যার শব্দগুলো সম্পূর্ণ অস্পষ্ট? এবং হিন্দু কবিরাজ দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হবে কি না? বিস্তারিত দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

উত্তর : কোরআন-হাদীসে নেই, এমন অবোধগম্য মন্ত্র দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা নাজায়েয। যারা অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করে তাদের দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করানোর অনুমতি নেই। বিধর্মীরা সাধারণত দুষ্ট জিন ও শয়তানের সাহায্য নিয়ে কাজ করে থাকে। তাদের কারণে যে উপকার অনুভব হয় তা বাস্তবে শয়তানি চক্রান্ত। তাই এ সমস্ত লোকের দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করানো বৈধ হবে না। (১২/২২৯/৩৮৭৪)

📖 رد المحتار (ایچ ایم سعید) ٦ / ٣٦٣ : التميمة المكروهة ما كان بغير القرآن، وقيل: هي الخرزة التي تعلقها الجاهلية اهفلتراجع نسخة أخرى. وفي المغرب وبعضهم يتوهم أن المعاذات هي التمائم وليس كذلك إنما التميمة الخرزة، ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى، ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية إذا عوذه ونفث في عوذته قالوا: إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴ / ۳۸۴ : اور ہنود سے منتر اور گنڈا اور تعویذ وغیرہ نہیں لینا چاہئے کہ اس میں بسا اوقات شرک کی باتیں ہوتی ہیں اس کی تعظیم اور اس پر اعتقاد کفر ہے۔

পার্থিব স্বার্থে কোরআন পড়ে বিনিময় গ্রহণ বৈধ

প্রশ্ন : বরকত, রোগ থেকে আরোগ্য ও বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কোরআনের আয়াত পাঠ করে টাকা গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরআন শরীফের তেলাওয়াত যদি সাওয়াবের উদ্দেশ্য ব্যতীত দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে যেমন–রোগব্যাধি থেকে মুক্তি, বিপদ-আপদ থেকে নিষ্কৃতির লক্ষ্যে হয়ে থাকে তাহলে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ হবে। কেননা তা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থাতে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হবে। (১২/৫০০/৪০৪১)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤ / ٤٦ (٥٧٣٧) عن ابن عباس رضـ: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء، فقال: هل فيكم من راق، إن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله».

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٦ / ٥٧ : جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي .

📖 عمدة القارى (احياء التراث) ٢١ / ٢٦٤ : قوله: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)... ... وإنما معناه في أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة أو غيرها من القرآن-

📖 مجموعۃ الفتاوی (ایچ ایم سعید) ٣ / ١٥٣ : سوال—قرآن شریف سے منتر کرنے کی اجرت لینا درست ہے یا نہیں؟
جواب—درست ہے.

বিধর্মী থেকে তেল পড়া ও মন্ত্র নেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন রয়েছে কাউকে জিনে পেলে বা জাদুটোনা করলে মগ, চাকমা ও বৌদ্ধ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করানো হয়। ফলাফল ইতিবাচক দেখা যায়। যার কারণে অনেক মুসলমান নর-নারী ওই সব জাতির কাছে গিয়ে ঝাড়-ফুঁক এবং তেল পড়া ইত্যাদি নিয়ে থাকে। সেখানে কোনো কুফরী কালাম আছে কি না, তা মানুষ জানে না। এমতাবস্থায় সেই বিধর্মীদের দ্বারা কোনো ঝাড়-ফুঁক করানো যাবে কি না? এবং ঝাড়-ফুঁক করলে ঈমানের মধ্যে কোনো ক্ষতি ও গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : কাফেরদের ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজে সাধারণত কুফরী বাক্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে বিধায় কাফেরদের নিকট ঝাড়-ফুঁকের জন্য যাওয়ার অনুমতি নেই। অনুরূপ যে সমস্ত বিধর্মীর তাবিজের লেখা বোঝা যায় না সে সমস্ত তাবিজে কুফরী শব্দ থাকার প্রবল আশঙ্কা থাকায় তা ব্যবহার করা নাজায়েয। (১০/২৮৫/৪০০০)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤ / ١٦٤ (٥٧٣٢) : عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك».

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤ / ٣٢٦ : قوله ما لم يكن فيه شرك، هذا الاصل فى هذا الباب ومن هنا منع من الرقى التى لا يفهم معناها لاحتمال كونها مشتملة على الشرك.

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤ / ١٦٦٥ (٣٨٦٨) : عن جابر بن عبد الله، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: «هو من عمل الشيطان».

📖 مرقاة المفاتيح (انور بكڈپو) ٨ / ٣٢٠ : (هو من عمل الشيطان) : النوع الذي كان أهل الجاهلية يعالجون به ويعتقدون فيه، وأما ما كان من الآيات القرآنية، والأسماء والصفات الربانية، والدعوات المأثورة النبوية، فلا بأس، بل يستحب سواء كان تعويذا أو رقية أو نشرة، وأما على لغة العبرانية ونحوها، فيمتنع لاحتمال الشرك فيها.

কোনো কোনো সাহাবী তাবিজ ব্যবহার করেছেন

প্রশ্ন : কোরআনের আয়াত তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করা সাহাবাগণের মাঝে প্রচলন ছিল কি না?

উত্তর : রোগ, বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোরআনের আয়াত ও হাদীস তাবিজ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এ ব্যাপারে কোনো কোনো সাহাবীর আমলও পাওয়া যায়। (১০/৬৯৭/৩২৯৩)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١١/ ٢٩٦ (٦٦٩٦) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: " بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة، من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون " قال: فكان عبد الله بن عمرو: " يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه "-

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤ / ٣٢٦ : قوله ما لم يكن فيه شرك، هذا الاصل فى هذا الباب ومن هنا منع من الرقى التى لا يفهم معناها لاحتمال كونها مشتملة على الشرك.

Scanned by CamScanner

কুফরী কালাম দ্বারা কুফরী জাদু প্রতিহত করা

প্রশ্ন : আমার স্বামীকে কুফরী কালামের মাধ্যমে জাদু করে আমার থেকে প্রায় ৮-৯ বছর ধরে পৃথক করে রেখেছে। জানতে পারলাম জার্মানে আছেন, কিন্তু কোনো যোগাযোগ নেই। মাঝেমধ্যে নিজের বাড়িতে এসে চলে যান। শরীয়তসম্মত বহু তদবির করেছি কুফরী কালাম নষ্ট করে আমার দিকে ধাবিত করার জন্য; কিন্তু কোনো উপকার হয়নি। জনৈক ব্যক্তি বলল যে কুফরী কালামের মাধ্যমে পৃথক করা হয়েছে। তাই কুফরী কালামের মাধ্যমে তা নষ্ট করে ধাবিত করা যাবে। এমতাবস্থায় যারা কুফরী কালাম দিয়ে তদবির করে থাকে তাদের মাধ্যমে কুফরী কালামের মাধ্যমে আমার স্বামীকে পেতে পারব কি? কারণ আমার বয়স মাত্র সাতাশ, এক সন্তানের মা। স্বামী তালাকও দেননি, কারো সাথে আমার বিয়ের সম্ভাবনাও কম?

উত্তর : স্বামীর মন আল্লাহ তা'আলার হাতে। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তন করতে পারেন। এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে সালাতুল হাজত ও দু'আর মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নিকট সমাধান চাওয়া এবং বৈধ তদবির চালিয়ে যাওয়াই একমাত্র ইসলামী সমাধান। কুফরী কালাম দ্বারা তদবিরকারীদের নিকট সমাধান ইসলামী আক্বীদা-বিশ্বাস পরিপন্থী অবৈধ কাজ। সুতরাং ওই অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা আপনার জন্য কখনো বৈধ হবে না। (৯/৫২১/২৬৮৭)

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ / ٤٢٩ : امرأة تصنع آيات التعويذ ليحبها زوجها بعد ما كان يبغضها ذكر في الجامع الصغير: أن ذلك حرام ولا يحل اهـوذكر ابن وهبان في توجيهه: أنه ضرب من السحر والسحر حرام اهـط ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة آيات، بل فيه شيء زائد قال الزيلعي: وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» رواه أبو داود وابن ماجه والتولة أي بوزن عنبة ضرب من السحر قال الأصمعي: هو تحبيب المرأة إلى زوجها، وعن «عروة بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: كنا في الجاهلية نرقي فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» رواه مسلم وأبو داود .

Scanned by CamScanner

التقليد

তাকলীদ

মাযহাব মানা জরুরি

প্রশ্ন : চার মাযহাবের যেকোনো এক মাযহাব মান্য করা কি জরুরি? যদি কেউ কোনো মাযহাব মান্য না করে তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কী? মাযহাব মান্য করার কোনো প্রমাণ আছে কি?

উত্তর : কোরআন ও সুন্নাহ তথা শরীয়তের ওপর পরিপূর্ণ ও নিখুঁতভাবে আমল করার লক্ষ্যে মুসলমান সর্বসাধারণের জন্য তাকলীদ তথা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী–এই চার মাযহাবের ইমামগণের যেকোনো একজন ইমামের দিকনির্দেশনা মেনে চলা ওয়াজিব। শরীয়তের মূল ভিত্তি তথা কোরআন, হাদীস, ইজমা এবং কিয়াস দ্বারা এর প্রয়োজনীয়তা ও আবশ্যকীয়তা প্রমাণিত। বিশেষ করে মুসলমানদের বর্তমান ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে মুসলিম জনসাধারণের জন্য তাকলীদ ছাড়া ইসলামী শরীয়তের ওপর সঠিকভাবে চলার বিকল্প আর কোনো পথ নেই। সুতরাং তাকলীদকে অস্বীকারকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। অতীতে যারা তাকলীদকে বিদ'আত বা শিরক বলে মাযহাব ত্যাগ বা মাযহাব থেকে বিমুখ ছিল, তারাই ইসলামের অনেক মূলনীতির ওপর আঘাত হেনেছে। যেমন : সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা ও তাঁদেরকে সত্যের মাপকাঠি মনে না করা এবং বাহ্যিক পরস্পরবিরোধী হাদীসের মর্ম নির্ধারণ করতে না পেরে হাদীস অস্বীকার করা ইত্যাদি। তাই যারা মাযহাব থেকে বিমুখ হয়ে পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে পড়ে রয়েছে শয়তানি কুমন্ত্রণা থেকে নিজেকে পবিত্র করার লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে মাযহাবের অনুসরণকারী হয়ে সঠিক আমল করে ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণের পূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। (৮/২২৮/২০৭১)

📖التفسير المظهرى (دار احياء التراث) ٦٨/٢ : فإن اهل السنة قد افترق بعد القرون الثلاثة أو الاربعة على اربعة مذاهب ولم يبق مذهب فى فروع المسائل سوى هذه الأربعة فقد انعقد الإجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع امتى على الضلالة"، وقال الله تعالى: ﴿ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا﴾

📖حاشية الطحطاوى على الدر المختار (مكتبة رشيدية) ٤ /١٥٣ : وهذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فى مذاهب أربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله ومن كان خارجا عن هذه الاربعة فى هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار-

Scanned by CamScanner

📖المجموع شرح المهذب (دار الفكر) ١/ ٥٥ : ووجهه أنه لوجاز اتباع أى مذهب شاء فلأ قضى إلى ان يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدى الى انحلال ربقة التكليف، بخلاف العصر الأول فإنه لم تكن المذاهب الوافية بأحكام الحوادث مهذبة وعرفت، فعلى هذا يلزمه أن يجتهد فى اختيار مذهب يقلده على التعيين-

📖إعلاء السنن 'قواعد فى علوم الحديث' (إدارة القرآن) ١/ ٢٨٥ : ومن ترك هذا التقليد وأنكر اتباع السلف وجعل نفسه مجتهدًا أو محدثا واستشعر من نفسه أنه يصلح لاستنباط الأحكام وأجوبة المسائل من القرآن والحديث فى هذا الزمان فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أوكاد أن يخلع، فأيم الله لم نر طائفة يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية الا هذه الطائفة المنكرة لتقليد السلف الذامّة لأهلها، ولقد صدق احد زعمائهم بعد تجربة طويلة أن ترك التقليد أصل الالحاد والزندقة فى حق العامة- قلت: وفى حق العلماء أيضًا فإن الورع التقى الخائف من الله المحب له ولرسوله، الباذل وسعه فى طلب الحق من العلماء كالكبريت الاحمر اليوم، لا يوجد إلا نادرا وغالبهم إذا ترك التقليد جعل يتبع الرخص ويُطيع هوى نفسه ويتخذ الهه هواه، واكثرهم لا يترك التقليد إلا ليجادل المقلدين ويوقع الفساد بين المسلمين ويجعل العامة زنادقة ملحدين، فقد علم ان ترك التقليد فى حقهم اصل الزندقة والإلحاد، ولقد صدق قول بعض أكابرنا، إن هؤلاء عاملون بالحديث ولكن بحديث النفس لا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماهبت الدبور والقبول-

মাযহাব চারটি কেন?

প্রশ্ন : মাযহাব চারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণ কী? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : চার মাযহাবের কোনো একটি অনুসরণ করা জরুরি। মাযহাব চারটি কেন তা দীর্ঘ আলোচনার দাবি রাখে, এ ক্ষুদ্র পরিসরে যা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন বই-পুস্তক দেখা যেতে পারে। (৭/৪৪৮/১৬৭৪)

হযরত মাহদী ও ঈসা (আ.)-এর মাযহাব কী হবে

প্রশ্ন : ইমাম মাহদী এবং হযরত ঈসা (আলাইহিমাস সালাম)-এর মাযহাব কী হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হযরত মাহদী ও হযরত ঈসা (আলাইহিমাস সালাম) কোনো ইমামের অনুসারী হবেন না। তাঁরা নিজেরাই ইমাম। (১৮/১০/৭৪৪৭)

📖 رد المحتار (سعيد كمپنى) ١ / ٥٧ : إن ما يقال إنه يحكم بمذهب من المذاهب الأربعة باطل لا أصل له، وكيف يظن بنبي أنه يقلد مجتهدا مع أن المجتهد من آحاد هذه الأئمة لا يجوز له التقليد، وإنما يحكم بالاجتهاد، أو بما كان يعلمه قبل من شريعتنا بالوحى او بما تعلمه منها وهو فى السماء او أنه ينظر فى القرآن فيفهم منه كما يفهم نبينا عليه الصلاة والسلام... ... وما يقال إن الإمام المهدي يقلد أبا حنيفة، رده منلا على القاري في رسالته المشرب الوردي في مذهب المهدي وقرر فيها أنه مجتهد مطلق.

পরকালে মাযহাব সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন হবে না

প্রশ্ন : "চার মাযহাবের কোন মাযহাবে ছিলে?" পরকালে এ রকম কোনো প্রশ্ন করা হবে কি না? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : এরূপ কোনো প্রশ্ন করা হবে না। (১৮/১০/৭৪৪৭)

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٣٣٦ (٢٤١٦) : عن ابن مسعود رضـ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم».

📖 سنن ابى داود (دار الحديث) ٤ / ٢٠٣٠ (٤٧٥٣) : عن البراء بن عازب رضـ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الانصار ... ... قال: " ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله، فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام، فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ " قال: " فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم-

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢ / ٩٨ (١٣٣٨) : عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العبد إذا وضع في قبره، وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان، فأقعداه، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى

Scanned by CamScanner

مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فيراهما جميعا، وأما الكافر - أو المنافق - فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين ".

📖ارشاد السارى ٢ / ٤٣٤ : قوله : لا دريت ولا تليت الخ وقال فى الفائق : أى لا علمت بنفسك بالاستدلال ولا اتبعت العلماء بالتقليد فيما يقولون.

একই মাযহাবের ইমামগণের মতভেদের কারণ

প্রশ্ন : একই মাসআলায় ইমাম আবু হানীফার দুজন বিশিষ্ট শিষ্য মতবিরোধ করার কারণ কী?

উত্তর : দলিলের বহুবিধ মর্মের কারণেই এরূপ মতবিরোধ হয়। (১৮/১০/৭৪৪৭)

📖شرح عقود رسم المفتى (مكتبة زكريا) صـ ١١٩ : والحاصل أن ما خالف فيه الاصحاب إمامهم الأعظم لا يخرج عن مذهبه اذا رجحه المشايخ المعتبرون وكذا ما بناه المشايخ على العرف الحادث لتغير الزمان او للضرورة ونحو ذلك لا يخرج عن مذهبه ايضا لان ما رجحوه لترجيح دليله عندهم ماذون به من جهة الامام وكذا ما بنوه على تغير الزمان والضرورة باعتبار انه لوكان حيا لقال بما قالوه انما هو مبنى على قواعده ايضًا.

📖کفایت المفتی (دار الاشاعت) ١ / ٣٣٧ : ائمہ اربعہ اسلام کے اصول ومبادی میں متفق ہیں ایک ذرہ بھر اختلاف نہیں ہے ہاں عملی مسائل میں ان کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے وہ اختلاف دراصل اسلام میں نہیں ہے بلکہ آپس کے دماغی تناسب اور رجحانات کا اختلاف ہے۔

যেকোনো একটি মাযহাব মানা জরুরি

প্রশ্ন : হানাফী মাযহাব কি শুধু আমাদের জন্য, নাকি সকল মুসলমানের জন্য? যদি তা-ই হয়, তাহলে যারা হানাফী মাযহাবের অনুসারী নয়, তারা কি ভুল পথে আছে?

উত্তর : শুধুমাত্র হানাফী মাযহাব নয় বরং মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো একটি গ্রহণ করার প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এখতিয়ার আছে। অন্য মাযহাবের অনুসারীগণ ভুল পথে আছেন এ কথা বলা যাবে না। তবে ভারতবর্ষে যেহেতু হানাফী মাযহাব ব্যতীত অন্য মাযহাবের চর্চা এবং অভিজ্ঞ আলেম ও তাঁদের যথেষ্ট পরিমাণ কিতাবাদি বিদ্যমান নেই,

Scanned by CamScanner

তাই ভারতবর্ষের লোকদের জন্য হানাফী মাযহাব গ্রহণ করাই অধিক নিরাপদ। (১৮/৭৩/৭৪৪৫)

📖 رد المحتار (سعيد كمپنى) ١/ ٤٨ : والأصح أنه يتخير في تقليد أي شاء ولو مفضولا وإن اعتقده كذلك وحينئذ فلا يمكن أن يقطع أو يظنى أنه على الصواب بل على المقلد أن يعتقد أن ماذهب اليه امامه يحتمل أنه الحق.

📖 الإنصاف للدهلوى (دار النفائس) ١ / ٧٩ : فاذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند أو في بلاد ما وراء النهر وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذه المذاهب وجب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفة ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه لأنه حينئذ يخلع ربقة الشريعة ويبقى سدى مهملا.

📖 فتاوى حقانيه (مكتبه سيد احمد شهيد) ٢ / ٣١ : الجواب — مذاهب اربعه (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) کی حقانیت پر پوری امت کی اجماع ہے مگر جہاں جہاں جو مذهب رائج ہو اسی کی تقلید کی جائیگی۔ دوسرے مذهب کی تقلید نہیں کی جائیگی خصوصا اس وقت جب کہ فتنہ وفساد کا خطرہ ہو کسی دوسرے مذهب کی تقلید کرنا جائز نہیں۔

মাযহাব না মানা শাস্তিযোগ্য

প্রশ্ন : মাযহাব না মানলে কোনো শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে কি না? এবং কেন? হাদীসের আলোকে জানতে চাই।

উত্তর : যেহেতু সর্বসাধারণ মুসলমানের জন্য তাকলীদ ছাড়া কোরআন-সুন্নাহর ওপর সরাসরি আমল করা সম্ভব নয়। তাই কোরআন-হাদীসের আলোকে সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম মুসলিম জনসাধারণের জন্য মাযহাব চতুষ্টয়ের কোনো এক মাযহাবের তাকলীদ করা ওয়াজিব হওয়ার ওপর 'ইজমা' (ঐকমত্য) পোষণ করেছেন। অতএব মাযহাব না মানলে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। (১৮/৭৩/৭৪৪৫)

📖 سورة النساء الآية ١١٥ : ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤ / ٢١٤ (٢١٦٧) : عن ابن عمر رض، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم - على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار ".

Scanned by CamScanner

📖التفسير المظهرى (دار احياء التراث) ٢ / ٦٨ : فان اهل السنة قد افترق بعد القرون الثلاثة أو الاربعة على اربعة مذاهب ولم يبق مذهب فى فروع المسائل سوى هذه الاربعة فقد انعقد الإجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجتمع أمتي على الضلالة" وقال الله تعالى: "وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً".

📖حاشية الطحطاوى على الدر (مكتبه رشيدية) ٤ / ١٥٣ : ومن كان خارجا عن هذه الاربعة فى هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار.

📖عقد الجيد (المطبعة السلفية) ١/ ١٣ : وثانيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "اتبعوا السواد الأعظم" ولما اندرست المذاهب الحقة إلا هذه الأربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الأعظم والخروج عنها خروجا عن السواد الأعظم.

📖فتاوى رحيميه (دار الاشاعت) ٤/ ١٣٢ : حضرت شاه محدث دہلوی "عقد الجيد' میں تحریر فرماتے ہیں..... وثانيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الاعظم، ولما اندرست المذاهب الحقة الا هذه الاربعة كان اتباعها اتباعا للسواد الاعظم ... ... اور ان سے باہر نکلنا بڑی معظم جماعت سے باہر نکلنا ہے (جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تاکیدی ارشاد کی خلاف ورزی لازم آتی ہے).

আমলের হিসাব মাযহাবের ভিত্তিতে

প্রশ্ন : মানুষের আমলের হিসাব মাযহাব অনুযায়ী হবে কি না? প্রমাণসহ জানতে চাই।

উত্তর : মুসলমান হিসেবে সবাই কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আনুগত্য করতে হবে এবং সে ভিত্তিতেই আমলের হিসাব-নিকাশ হবে। কিন্তু অস্পষ্ট বা জটিল কিংবা মতবিরোধপূর্ণ আহকামের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পরিপক্ব ইলমসম্পন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তির অনুসরণ করার হুকুম দিয়েছেন। তাই উক্ত আহকামসমূহের ক্ষেত্রে যে যেই মাযহাবের অনুসরণ করবে তার আমলের হিসাব ওই মাযহাবের ভিত্তিতেই হবে। (১৮/৭৩/৭৪৪৫)

📖سورة النساء الآية ٥٩ : ﴿ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾

Scanned by CamScanner

📖 احکام القرآن للجصاص (قدیمی کتب خانہ) ۲ / ۲۹۹ : وقوله تعالى عقيب ذلك: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} يدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء; لأنه أمر سائر الناس بطاعتهم، ثم قال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول}

📖 تقلید کی شرعی حیثیت (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۱۹ : اور ان کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں جس کا طریقہ یہ ہے کہ ''اولوالامر'' یعنی فقہاء سے مسائل پوچھیں اور ان پر عمل کریں.

প্রবৃত্তি নয়, যেকোনো একটি মাযহাব মানা জরুরি

প্রশ্ন : বিভিন্ন মসজিদের নামায পড়ার সময় দেখা যায় কিছুসংখ্যক লোক নামায পড়ার সময় রুকু থেকে ওঠার পর নিয়্যাত বাধার মতো কান পর্যন্ত আবার হাত উঠান, তারপর সিজদায় যান। আলাপ-আলোচনা করে জানা গেল, এটা নাকি অন্য মাযহাব এবং এর পক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়। কোনো লোক যদি তাঁর গোটা জীবনে যেকোনো এক মাযহাব মেনে চলেন, তবে তিনি তাঁর দেশের অন্যান্য লোকের মাযহাবের সাথে মিল না রাখলেও চলবে। এখন আমার প্রশ্ন হলো, এ কথাটি কতটুকু যৌক্তিক? তা ছাড়া তাঁরা জামা'আতে নামায পড়ার সময়ও সূরা-ক্বেরাত মনে মনে শব্দ করে পড়ে থাকেন। প্রশ্ন হলো, তাঁদের নামাযের হুকুম কী?

উত্তর : প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের যেকোনো একটির ওপর আমল করা আবশ্যকীয় এবং সর্বক্ষেত্রে সেই একই মাযহাবের অনুসরণ অপরিহার্য। সুবিধামতো বিভিন্ন মাযহাবের ওপর আমল করার কোনো অবকাশ নেই। তাই প্রত্যেক দেশে যে মাযহাবের প্রচলন হয়, সে স্থানে উক্ত মাযহাবই অনুসরণীয়। অন্যথায় সর্বক্ষেত্রে নিজ মাযহাব মতে আমল করা সম্ভব হবে না । কেননা যে মাযহাবের প্রচলন না থাকে তার চর্চাও তেমন হয় না। বাংলাদেশের সর্বত্র যেহেতু হানাফী মাযহাব প্রচলিত, তাই এখানে হানাফী মাযহাবই মেনে চলতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশে এক শ্রেণীর লোক বের হয়েছে, যারা মানুষকে নতুন নতুন পদ্ধতির নামায-রোযার কথা বলে সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তারা কথায় কথায় হাদীসের উদ্ধৃতি টানতে খুবই পটু। অথচ কোরআন-হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা থেকে তারা অনেক দূরে। মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে মাযহাবের অনুসারী বলেও দাবি করে থাকে, যা নিছক ধোঁকামাত্র। প্রকৃতপক্ষে তারা চার মাযহাবের কোনো একটিকেও অনুসরণ করে না। বরং শুধুমাত্র নিজেদের বিচারে সুবিধাজনক পন্থা অবলম্বন করে থাকে। তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা বা তাদের কথা কর্ণপাত করা থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে বিভ্রান্তি এড়ানোর সহজ পথ। (১০/৪৪৯/৩১৩৫)

Scanned by CamScanner

والاصح ان يتخير فى تقليد اى شاء ولو مفضولا۔

📖 رد المحتار (سعيد كمپنى) ١/ ٤٨ : والاصح ان يتخير فى تقليد اى شاء ولو مفضولا۔

📖 الإنصاف للدهلوى (دار النفائس) ١ / ٧٩ : فاذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند أو في بلاد ما وراء النهر وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذه المذاهب وجب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفة ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه لأنه حينئذ يخلع ربقة الشريعة ويبقى سدى مهملا.

📖 امداد الفتاوى (زكريا بكڈپو) ٣/ ٦٣

📖 امداد الاحكام (مكتبہ دار العلوم كراچى) ١/ ١٧٣

📖 اشرف الجواب (دار الاشاعت) ص ١٤١

📖 فتاوى رحيميہ (دار الاشاعت) ٣/ ١٤١

যেকোনো একটি মাযহাবের অনুসরণ ওয়াজিব

প্রশ্ন : চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাব মানা কি ফরয?

উত্তর : মুসলিম জনসাধারণের জন্য চার মাযহাবের মধ্য থেকে যেকোনো এক মাযহাবের অনুসরণ করা ওয়াজিব। (১০/৬৯৭/৩২৯৩)

📖 سورة النساء الآية ٥٩ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٤٢٧ (٣٦٦٢) : عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر، وعمر».

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٤٤٤ (١٧٥٨) : عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما، عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية رواه خالد، وقتادة، عن عكرمة.

📖 الإنصاف للدهلوى (دار النفائس) ١ / ٧٩ : فإذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند أو في بلاد ما وراء النهر وليس هناك عالم شافعي ولا مالكي ولا حنبلي ولا كتاب من كتب هذه المذاهب وجب عليه أن يقلد لمذهب أبي حنيفة ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه لأنه حينئذ يخلع ربقة الشريعة ويبقى سدى مهملا.

📖 الفتاوى الكبرى لابن تيمية (دار الكتب الحديثية) ٢ / ٢٣٧ : وقد نص الإمام أحمد وغيره على أنه ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو حراما ثم يعتقده غير واجب أو

Scanned by CamScanner

محرم بمجرد هواه .... ..اعتقد ذلك أن هذا من مسائل الاجتهاد التي لا تنكر فمثل هذا ممن يكون في اعتقاده حل الشيء وحرمته ووجوبه وسقوطه بسبب هواه هو مذموم مجروح خارج عن العدالة وقد نص أحمد وغيره على أن هذا لا يجوز.

📖 تقلید کی شرعی حیثیت (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۶۲

মুজতাহিদ হলে দলিলের প্রয়োজন নেই

প্রশ্ন : আমরা যে হানাফী মাযহাব মানি এর পক্ষে কোরআন ও হাদীসের দলিল কী? এবং যেকোনো এক মাযহাব ও এক ইমামের অনুসরণ করতে হবে এর প্রমাণ কী? বর্তমানে সৌদিতে প্রায় সব লোকই দেখা যায় কোরআন ও হাদীসের ওপর আমল করেন, চাই কোনো ইমামের মতানুযায়ী হোক বা না হোক এবং বাংলাদেশেও অনেকে আহলে হাদীস হয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে ইমামগণ বলেছেন, "اذا صح الحديث فهو مذهبي"। দলিলসহ সঠিক উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : ইজতিহাদের গুণাবলির অধিকারী উলামায়ে কেরাম যাদের ইজতিহাদের গুণাবলি নেই তাদের জন্য কোরআন-হাদীসের আলোকে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তাকেই মাযহাব বলা হয়। সুতরাং যারা ইজতিহাদের গুণাবলি থেকে বঞ্চিত তাদের জন্য যেকোনো এক মুজতাহিদের অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন এতে কারো দ্বিমত নেই, থাকতেও পারে না। তবে বর্তমান ফেতনার যুগে ইসলামী আইনের অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম একমত যে একজন মুজতাহিদেরই অনুসরণ করতে হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যদি মুজতাহিদ হয়ে থাকেন তাহলে তাকলীদের প্রয়োজন নেই, কোরআন-হাদীস আপনার আমলের জন্য যথেষ্ট। নতুবা কোরআন-সুন্নাহর ওপর সঠিকভাবে আমল করার জন্য মাযহাবের অনুসরণই হবে আপনার জীবনের পাথেয়। (৬/৪৫৫/১২৭৮)

📖 سورة النساء الآية ٥٩ : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾

📖 التفسير الوسيط للواحدى (دار الكتب العلمية) ٢ / ٧١ : وقوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} قال الحسن، وعطاء: اتباع الكتاب والسنة، {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} قال ابن عباس في رواية الوالبي: هم

Scanned by CamScanner

الفقهاء، والعلماء، وأهل الدين الذين يعلمون الناس معالم دينهم. وأوجب الله تعالى طاعتهم.

📖تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ١ / ٥٣٠ : وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {وأولي الأمر منكم} يعني: أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد، وعطاء، والحسن البصري، وأبو العالية: {وأولي الأمر منكم} يعني: العلماء.

📖سورة النحل الآية ٤٣ : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

📖سنن الترمذى (دار الحديث) ٥ / ٤٢٧ (٣٦٦٣) : عن حذيفة رضـ قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «إني لا أدري ما بقائي فيكم، فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر.

📖مصنف ابن ابى شيبة (إدارة القرآن) ١٧ / ٤٨٤ (٣٣٥٦٧) : أن عمر بن الخطاب، خطب الناس في الجابية فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «من أحب أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت، ومن أحب أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل، ومن أحب أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله جعلني خازنا وقاسما ألا وإني بادئ بالمهاجرين الأولين أنا وأصحابي فنعطيهم، ثم بادئ بالأنصار الذين تبوءوا الدار والإيمان فنعطيهم، ثم بادئ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فنعطيهن، فمن أسرعت به الهجرة أسرع به العطاء، ومن أبطأ عن الهجرة أبطأ به العطاء، فلا يلومن أحدكم إلا مناخ راحلته».

Scanned by CamScanner

মাযহাবের প্রচলন ও তা অমান্যকারীর হুকুম

প্রশ্ন : মাযহাবের প্রচলন কখন থেকে শুরু হয় এবং চার মাযহাবের কোনো একটি মাযহাব মানা আমাদের জন্য জরুরি কি না? কোরআন ও হাদীস দ্বারা "একটি মাযহাব মানা জরুরি" প্রমাণিত কি না? কোনো ব্যক্তি যদি চারটির কোনো একটি মাযহাবও না মানে তাহলে তার হুকুম কী? সঠিক সিদ্ধান্ত প্রমাণসহ জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর প্রতিটি দেশে কোরআন-হাদীস না জানা লোকই বেশি। তাদের সম্পর্কে কোরআনে পাকে বলা হয়েছে,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

"যারা জানে না তারা, যারা জানে তাদের থেকে জেনে নেবে।" আর যারা কোরআন-হাদীসের অনুবাদ জানে তবে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা রাখে না, তারাও যারা জানে, তাদের থেকে জেনে নেবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও মুজতাহিদ ইমামগণ হাদীসের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'ফিকাহ' নামে শরীয়তের বিধানসমূহকে সুবিন্যস্ত করেন। এ বিন্যাসের মধ্যে মুজতাহিদগণের কিছু মতবিরোধের সূত্রে মাযহাব তৈরি হয়েছে। তাবেয়ীগণের যুগ থেকে মাযহাবের ওপর আমলের ধারাবাহিকতা চৌদ্দশত বছর যাবত চলে আসছে, যা বর্তমান বিশ্বের ১৫০ কোটি মুসলমানের শতকরা ৯৯ জন অনুসরণ করে আসছে। আর যারা মাযহাবের অনুসরণ করবে না, তারা কোরআন-হাদীস বিশারদ মুজতাহিদ হতে হবে। কোরআন-হাদীস বিশারদ মুজতাহিদ না হয়ে মাযহাব মানি না বললে সে ব্যক্তি মূর্খ, গোঁড়া মূর্খ। বর্তমান যুগে যারা মাযহাব মানে না বলে দাবি করে তারাই এ ধরনের মূর্খ ও গোঁড়া মূর্খের অন্তর্ভুক্ত। (৮/৯৮৩/২৪৫২)

📖سورة النحل الآية ٤٣ : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾

📖التفسير المظهرى (دار احياء التراث) ٢ / ٦٨ : فان اهل السنة قد افترق بعد القرون الثلاثة أو الاربعة على اربعة مذاهب ولم يبق مذهب فى فروع المسائل سوى هذه الاربعة فقد انعقد الإجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يجتمع أمتي على الضلالة"

Scanned by CamScanner

وقال الله تعالى: "وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَصِيراً" وايضا لا يحتمل كون الحديث مختفيا عن الائمة الاربعة وعن أكابر العلماء من تلامذتهم فتركهم قاطبة العمل بحديث دليل على كونه منسوخا او مؤوّلا.

📖صحيح البخارى (دار الحديث) ١ / ٤٤٤ (١٧٥٨) : عن عكرمة، أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما، عن امرأة طافت ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية رواه خالد، وقتادة، عن عكرمة.

📖مسند احمد (مؤسسة الرسالة) ٣٠/ ٣٩٢ (١٨٤٥٠) : عن النعمان بن بشير رض، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذه الأعواد، أو على هذا المنبر: «من لم يشكر القليل، لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس، لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب» قال: فقال أبو أمامة الباهلي: «عليكم بالسواد الأعظم؟» قال: فقال رجل: ما السواد الأعظم؟ فقال أبو أمامة: «هذه الآية في سورة النور» {فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم}

📖إعلاء السنن- قواعد فى علوم الفقه- (دار الفكر) ١٩ /٩١٠٩ : فهذه النصوص تدلك على أن طريق التقليد كان شائعا فى الصحابة والتابعين حتى كان بعض المجتهدين يقلد بعضا منهم فضلا عن غير اهل الاجتهاد بل ارشدهم النبى صلى الله عليه وسلم الى التقليد حيث امرهم باتباع سنة خلفاء الراشدين بل ارشدهم الله الى التقليد حيث قال : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾.

Scanned by CamScanner

গাইরে মুকাল্লিদ স্বামীর চাপে মাযহাব ত্যাগ করা

প্রশ্ন : আমরা হানাফী মাযহাব অনুসারী, আমার বোনের বিবাহ একজন রফে ইয়াদাঈন মাযহাব অনুসারী ছেলের সাথে হয়েছে। এখন তার স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি তাকে হানাফী মাযহাব ত্যাগ করে রফে ইয়াদাঈন মাযহাব গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে। এমতাবস্থায় তার কী করণীয়? দলিল সহকারে জানতে চাই।

উত্তর : পার্থিব স্বার্থে বা বৈবাহিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য মাযহাব পরিবর্তন জঘন্যতম কাজ। এ কারণে ঈমানহীন মৃত্যুর আশংকা রয়েছে। সুতরাং ঈমানের হেফাজতের বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে পারিবারিক শান্তির চিন্তা করা অপরিহার্য। পরিবার রক্ষার স্বার্থে ঈমানে আঘাত করার অনুমতি কখনো দেওয়া যায় না। (৯/৮০৪)

📖رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٨٠ : (قوله ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر) أي إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعا، لما في التتارخانية: حكي أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني فأبى إلا أن يترك مذهبه فيقرأ خلف الإمام، ويرفع يديه عند الانحطاط ونحو ذلك فأجابه فزوجه، فقال الشيخ بعدما سئل عن هذه وأطرق رأسه: النكاح جائز ولكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع؛ لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده وتركه لأجل جيفة منتنة، ولو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محمودا مأجورا. أما انتقال غيره من غير دليل بل لما يرغب من عرض الدنيا وشهوتها فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه... ... ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب، ويستوي فيه الحنفي والشافعي.

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)
প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

১

প্রকাশনায়
ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner